শ্রীমদ্ভাগবত

নবম স্কন্ধ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)

শ্রীমদ্ভাগবত

নবম স্কন্ধ

"মুক্তি"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

ভগবৎ ধর্মের আদর্শ প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী, মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি

SRIMAD BHAGABATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রথম অধ্যায়

রাজা সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সুদ্যুম্ন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন এবং কিভাবে বৈবস্বত মনুর বংশ সোমবংশ বা চন্দ্রবংশে প্রবেশ করে।

মহারাজ পরীক্ষিতের অভিলাষ অনুসারে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বৈবস্বত মনুর বংশ বর্ণনা করেন। বৈবস্বত মনু পূর্বে দ্রবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত ছিলেন। এই বংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে শুকদেব গোস্বামী বলেন, ভগবান যখন প্রলয়পয়োধি জলে শায়িত ছিলেন, তখন তাঁর নাভিপদ্ম থেকে কিভাবে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার মন থেকে মরীচির উৎপত্তি হয় এবং তাঁর পুত্র ছিলেন কশ্যপ। কশ্যপ থেকে অদিতির গর্ভে বিবস্বানের জন্ম হয়, এবং বিবস্বান থেকে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনুর জন্ম হয়। শ্রাদ্ধদেবের পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ প্রভৃতি দশ পুত্রের জন্ম হয়।

ইক্ষ্বাকুর জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত মনু নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠের কৃপায় তিনি মিত্র এবং বরুণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। বৈবস্বত মনু যদিও পুত্র কামনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নীর ইচ্ছাক্রমে ইলা নাম্নী একটি কন্যার জন্ম হয়। কন্যা লাভ করে মনু কিন্তু সন্তুষ্ট হননি। তখন মনুর প্রীতি সাধনের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, মনুর কন্যা ইলা যেন একটি বালকে পরিণত হয়, এবং ভগবান তাঁর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এইভাবে ইলা সুদ্যুম্ন নামক এক সুন্দর যুবকে পরিণত হন।

এক সময় সুদ্যুম্ন অমাত্যগণ সহ সুমেরু পর্বতের পাদদেশে সুকুমার নামক বনে মৃগয়া করার জন্য প্রবেশ করা মাত্র তাঁর গণসহ সকলেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শুকদেব গোস্বামীকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেন, কিভাবে সুদ্যুম্ন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর চন্দ্রদেবের পুত্র বুধকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেন এবং পুরূরবা নামক এক পুত্র লাভ করেন। মহাদেবের কাছে সুদ্যুম্ন বর লাভ করেন যে, তিনি একমাস স্ত্রীরূপে এবং একমাস পুরুষরূপে থাকবেন। এইভাবে তিনি তাঁর রাজ্য ফিরে পান এবং উৎকল, গয় ও বিমল নামক তিনটি পুত্র লাভ করেন। সেই পুত্রেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। তারপর তিনি পুরূরবার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

মন্বন্তরাণি সর্বাণি ত্বয়োক্তানি শ্রুতানি মে ।
বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য হরেস্তত্র কৃতানি চ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **মন্বন্তরাণি**—বিভিন্ন মনুর শাসনকাল; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উক্তানি**—বর্ণিত হয়েছে; **শ্রুতানি**—শুনেছি; **মে**—আমার দ্বারা; **বীর্যাণি**—অদ্ভুত কার্যকলাপ; **অনন্ত-বীর্যস্য**—অন্তহীন শক্তিসম্পন্ন ভগবানের; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **তত্র**—সেই সমস্ত মন্বন্তরে; **কৃতানি**—যা অনুষ্ঠিত হয়েছে; **চ**—ও।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু, হে শুকদেব গোস্বামী, আপনি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন মনুর শাসনকাল এবং সেই শাসনকালে অনন্তবীর্য ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আপনার কাছে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করতে পেরেছি।

শ্লোক ২-৩

যোঽসৌ সত্যব্রতো নাম রাজর্ষির্দ্রবিড়েশ্বরঃ ।
জ্ঞানং যোঽতীতকল্পান্তে লেভে পুরুষসেবয়া ॥ ২ ॥
স বৈ বিবস্বতঃ পুত্রো মনুরাসীদিতি শ্রুতম্ ।
ত্বত্তস্তস্য সুতাঃ প্রোক্তা ইক্ষ্বাকুপ্রমুখা নৃপাঃ ॥ ৩ ॥

যঃ অসৌ—যিনি পরিচিত ছিলেন; **সত্যব্রতঃ**—সত্যব্রত; **নাম**—নামে; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি; **দ্রবিড়-ঈশ্বরঃ**—দ্রবিড় দেশের রাজা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যঃ**—যিনি; **অতীত-কল্প-অন্তে**—পূর্ব মন্বন্তরের অবসানে অথবা পূর্ব কল্পান্তে; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পুরুষ-সেবয়া**—ভগবানের সেবার দ্বারা; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিবস্বতঃ**—বিবস্বানের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **মনুঃ আসীৎ**—বৈবস্বত মনু হয়েছিলেন; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতম্**—আমি শ্রবণ করেছি; **ত্বত্তঃ**—আপনার কাছ থেকে; **তস্য**—তাঁর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **ইক্ষ্বাকু-প্রমুখাঃ**—ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি; **নৃপাঃ**—বহু রাজা।

অনুবাদ

দ্রবিড় দেশের ঋষিতুল্য রাজা সত্যব্রত, যিনি পূর্ব কল্পান্তে ভগবানের কৃপার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু হয়েছিলেন। আমি এই জ্ঞান আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতিরা তাঁর পুত্র ছিলেন তাও আমি আপনার কাছে জানতে পেরেছি।

শ্লোক ৪

তেষাং বংশং পৃথগ্ ব্রহ্মন্ বংশানুচরিতানি চ ।
কীর্তয়স্ব মহাভাগ নিত্যং শুশ্রূষতাং হি নঃ ॥ ৪ ॥

তেষাম্—সেই সমস্ত রাজাদের; **বংশম্**—বংশ; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী); **বংশ-অনুচরিতানি চ**—তাঁদের বংশ এবং গুণাবলী; **কীর্তয়স্ব**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **মহা-ভাগ**—হে মহা সৌভাগ্যবান; **নিত্যম্**—সর্বদা; **শুশ্রূষতাম্**—শ্রবণ করতে ইচ্ছুক; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে মহা সৌভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী, হে মহান্ ব্রাহ্মণ! দয়া করে আপনি আমাদের কাছে সেই সমস্ত রাজাদের বংশ এবং গুণাবলী পৃথকভাবে বর্ণনা করুন, কারণ আমরা সর্বদা সেই কথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক।

শ্লোক ৫

যে ভূতা যে ভবিষ্যাশ্চ ভবন্ত্যদ্যতনাশ্চ যে ।
তেষাং নঃ পুণ্যকীর্তীনাং সর্বেষাং বদ বিক্রমান্ ॥ ৫ ॥

যে—যে সমস্ত; **ভূতাঃ**—আবির্ভূত হয়েছেন; **যে**—যাঁরা; **ভবিষ্যাঃ**—ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন; **চ**—ও; **ভবন্তি**—রয়েছেন; **অদ্যতনাঃ**—বর্তমানে; **চ**—ও; **যে**—যাঁরা; **তেষাম্**—তাঁদের; **নঃ**—আমাদের; **পুণ্য-কীর্তীনাম্**—যাঁরা অত্যন্ত পুণ্যবান এবং বিখ্যাত; **সর্বেষাম্**—তাঁদের সকলের; **বদ**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **বিক্রমান্**—পরাক্রম।

অনুবাদ

এই বৈবস্বত মনুর বংশে যে সমস্ত বিখ্যাত রাজাদের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন, এবং যাঁরা এখন বর্তমান রয়েছেন, তাঁদের সকলের বিক্রম আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৬

শ্রীসূত উবাচ

এবং পরীক্ষিতা রাজ্ঞা সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবাঞ্ছুকঃ পরমধর্মবিৎ ॥ ৬ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **পরীক্ষিতা**—পরীক্ষিৎ মহারাজের দ্বারা; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **সদসি**—সভায়; **ব্রহ্ম-বাদিনাম্**—ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষিদের; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **প্রোবাচ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **শুকঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **পরম-ধর্মবিৎ**—পরম ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—ব্রহ্মজ্ঞানীদের সভায় মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরম ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

শ্রূয়তাং মানবো বংশঃ প্রাচুর্যেণ পরন্তপ ।
ন শক্যতে বিস্তরতো বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **শ্রূয়তাম্**—আমার কাছে শ্রবণ করুন; **মানবঃ বংশঃ**—মনুর বংশ; **প্রাচুর্যেণ**—যত বিস্তারিতভাবে সম্ভব; **পরন্তপ**—হে শত্রু-জয়ী রাজন্; **ন**—না; **শক্যতে**—সক্ষম হয়; **বিস্তরতঃ**—অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে; **বক্তুম্**—বর্ণনা করতে; **বর্ষ-শতৈঃ অপি**—একশ বছর ধরে তা করলেও।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব বললেন—হে শত্রুজয়ী মহারাজ! এখন আমার কাছে বিস্তারিতভাবে মনু বংশের বর্ণনা শ্রবণ করুন। যতখানি বিস্তারিতভাবে সম্ভব আমি তা বর্ণনা করব, কারণ তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপ একশ বছর ধরে বর্ণনা করলেও শেষ হবে না।

শ্লোক ৮

পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষঃ পরঃ ।
স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেঽন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৮ ॥

পর-অবরেষাম্—উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট স্তরের সমস্ত জীবদের; **ভূতানাম্**—যারা জড় শরীর ধারণ করেছে (বদ্ধ জীব); **আত্মা**—পরমাত্মা; **যঃ**—যিনি; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পরঃ**—চিন্ময়; **সঃ**—তিনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আসীৎ**—বিরাজমান ছিলেন; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **কল্প-অন্তে**—কল্পের অবসানে; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **ন**—না; **কিঞ্চন**—কোন কিছু।

অনুবাদ

উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সমস্ত প্রাণীদের পরমাত্মা সেই পরম পুরুষই কেবল কল্পান্তে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছাড়া এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বা অন্য কিছু ছিল না।

তাৎপর্য

শ্রীশুকদেব গোস্বামী মনুবংশের বর্ণনা করতে গিয়ে শুরুতেই বলেছেন যে, সারা বিশ্ব যখন প্রলয়বারিতে প্লাবিত হয়, তখন কেবল ভগবানই বিরাজ করেন, অন্য কেউ আর থাকে না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন বর্ণনা করবেন ভগবান কিভাবে একে একে সব কিছু সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ৯

তস্য নাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোষো হিরণ্ময়ঃ ।
তস্মিঞ্জজ্ঞে মহারাজ স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ ॥ ৯ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবানের); **নাভেঃ**—নাভি থেকে; **সমভবৎ**—উদ্ভূত হয়েছিল; **পদ্ম-কোষঃ**—একটি পদ্ম; **হিরণ্ময়ঃ**—হিরণ্ময় নামক অথবা স্বর্ণময়; **তস্মিন্**—সেই সোনার পদ্মে; **জজ্ঞে**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **মহারাজ**—হে রাজন্; **স্বয়ম্ভুঃ**—স্বয়ং প্রকাশিত, অর্থাৎ মাতা ব্যতীত যাঁর জন্ম হয়েছিল; **চতুঃ-আননঃ**—চতুর্মুখ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই পরম পুরুষ ভগবানের নাভি থেকে একটি স্বর্ণময় পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল, সেই পদ্মে চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ১০

মরীচির্মনসস্তস্য জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ ।
দাক্ষায়ণ্যাং ততোঽদিত্যাং বিবস্বানভবৎ সুতঃ ॥ ১০ ॥

মরীচিঃ—মরীচি নামক মহর্ষি; **মনসঃ তস্য**—ব্রহ্মার মন থেকে; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তস্য অপি**—মরীচি থেকে; **কশ্যপঃ**—কশ্যপের (জন্ম হয়েছিল); **দাক্ষায়ণ্যাম্**—মহারাজ দক্ষের কন্যার গর্ভে; **ততঃ**—তারপর; **অদিত্যাম্**—অদিতির গর্ভে; **বিবস্বান্**—বিবস্বান; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সুতঃ**—একটি পুত্র।

অনুবাদ

ব্রহ্মার মন থেকে মরীচির জন্ম হয়েছিল, এবং মরীচির ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে কশ্যপের জন্ম হয়েছিল। কশ্যপ থেকে অদিতির গর্ভে বিবস্বান জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ১১-১২

ততো মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ সংজ্ঞায়ামাস ভারত ।
শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশ পুত্রান্ স আত্মবান্ ॥ ১১ ॥
ইক্ষ্বাকুনৃগশর্যাতিদিষ্টধৃষ্টকরূষকান্ ।
নরিষ্যন্তং পৃষধ্রং চ নভগং চ কবিং বিভুঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—বিবস্বান থেকে; **মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ**—শ্রাদ্ধদেব নামক মনু; **সংজ্ঞায়াম্**—(বিবস্বানের পত্নী) সংজ্ঞার গর্ভে; **আস**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ভারত**—হে ভরত বংশের তিলক; **শ্রদ্ধায়াম্**—(শ্রাদ্ধদেবের পত্নী) শ্রদ্ধার গর্ভে; **জনয়াম্ আস**—

জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **দশ**—দশ; **পুত্রান্**—পুত্র; সঃ—সেই শ্রাদ্ধদেব; **আত্মবান্**—তার ইন্দ্রিয় জয় করে; **ইক্ষ্বাকু-নৃগ-শর্যাতি-দিষ্ট-ধৃষ্ট-করূষকান্**—ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট এবং করূষক নামক; **নরিষ্যন্তম্**—নরিষ্যন্ত; **পৃষধ্রম্ চ**—এবং পৃষধ্র; **নভগম্ চ**—এবং নভগ; **কবিম্**—কবি; **বিভুঃ**—মহান।

অনুবাদ

হে ভারত! বিবস্বান থেকে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জিতেন্দ্রিয় শ্রাদ্ধদেব তাঁর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষক, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ এবং কবি নামক দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

অপ্রজস্য মনোঃ পূর্বং বসিষ্ঠো ভগবান্ কিল ।
মিত্রাবরুণয়োরিষ্টিং প্রজার্থমকরোদ্ বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

অপ্রজস্য—অপুত্রক; **মনোঃ**—মনুর; **পূর্বম্**—পূর্বে; **বসিষ্ঠঃ**—মহর্ষি বশিষ্ঠ; **ভগবান্**—শক্তিমান; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **মিত্রা-বরুণয়োঃ**—মিত্র এবং বরুণ নামক দেবতাদ্বয়ের; **ইষ্টিম্**—যজ্ঞ; **প্রজা-অর্থম্**—পুত্র উৎপাদনের জন্য; **অকরোৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **বিভুঃ**—মহাত্মা।

অনুবাদ

প্রথমে মনু অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁর পুত্র লাভের নিমিত্ত মিত্র এবং বরুণ দেবতার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য তত্ত্বজ্ঞানী এবং অত্যন্ত শক্তিমান মহর্ষি বশিষ্ঠ একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তত্র শ্রদ্ধা মনোঃ পত্নী হোতারং সমযাচত ।
দুহিত্রর্থমুপাগম্য প্রণিপত্য পয়োব্রতা ॥ ১৪ ॥

তত্র—সেই যজ্ঞে; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **মনোঃ**—মনুর; **পত্নী**—পত্নী; **হোতারম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিতের কাছে; **সমযাচত**—যথাযথভাবে প্রার্থনা করেছিলেন; **দুহিতৃ-অর্থম্**—একটি কন্যার জন্য; **উপাগম্য**—নিকটে এসে; **প্রণিপত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **পয়ঃব্রতা**—যিনি কেবল দুগ্ধ পান করে ব্রত পালন করেন।

অনুবাদ

সেই যজ্ঞে পয়োব্রত-পরায়ণা মনুর পত্নী শ্রদ্ধা হোতার কাছে গিয়ে, প্রণতি নিবেদন করে একটি কন্যা লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

প্রেষিতোঽধ্বর্যুণা হোতা ব্যচরৎ তৎ সমাহিতঃ ।
গৃহীতে হবিষি বাচা বষট্‌কারং গৃণন্ দ্বিজঃ ॥ ১৫ ॥

প্রেষিতঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে আদিষ্ট হয়ে; **অধ্বর্যুণা**—ঋত্বিক পুরোহিতের দ্বারা; **হোতা**—আহুতি নিবেদনকারী প্রধান পুরোহিত; **ব্যচরৎ**—সম্পাদন করেছিলেন; **তৎ**—সেই (যজ্ঞ); **সমাহিতঃ**—গভীর মনোযোগপূর্বক; **গৃহীতে হবিষি**—প্রথম আহুতির জন্য ঘৃত গ্রহণ করে; **বাচা**—মন্ত্র উচ্চারণ করে; **বষট্-কারম্**—বষট্ শব্দের দ্বারা আরম্ভ মন্ত্র; **গৃণন্**—উচ্চারণ করে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

"এখন আহুতি নিবেদন কর," প্রধান পুরোহিতের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে হোতা ঘৃত আহুতি দিয়েছিলেন। তিনি তখন মনুপত্নীর প্রার্থনা স্মরণ করে 'বষট্' শব্দসহ মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

হোতুস্তদ্ব্যভিচারেণ কন্যেলা নাম সাভবৎ ।
তাং বিলোক্য মনুঃ প্রাহ নাতিতুষ্টমনা গুরুম্ ॥ ১৬ ॥

হোতুঃ—পুরোহিতের; **তৎ**—যজ্ঞের; **ব্যভিচারেণ**—সেই অন্যায় আচরণের দ্বারা; **কন্যা**—একটি কন্যা; **ইলা**—ইলা; **নাম**—নামক; **সা**—সেই কন্যা; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **তাম্**—তাঁকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **মনুঃ**—মনু; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **ন**—না; **অতি-তুষ্ট-মনাঃ**—সন্তুষ্ট; **গুরুম্**—তাঁর গুরুকে।

অনুবাদ

মনু পুত্র লাভের জন্য সেই যজ্ঞ করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু পুরোহিত মনুপত্নীর অনুরোধে কন্যা লাভের সঙ্কল্প করেছিলেন, তার ফলে ইলা নামক একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। সেই কন্যা দর্শন করে মনু অসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর গুরু বশিষ্ঠকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

মনুর কোন সন্তান না থাকায়, কন্যা হলেও সেই সন্তান লাভে তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন ইলা। কিন্তু পরে পুত্রের পরিবর্তে কন্যাকে দর্শন করে তিনি খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। যেহেতু তাঁর কোন সন্তান ছিল না, তাই তিনি নিশ্চয়ই ইলার জন্মের ফলে আনন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

ভগবন্ কিমিদং জাতং কর্ম বো ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
বিপর্যয়মহো কষ্টং মৈবং স্যাদ্ ব্রহ্মবিক্রিয়া ॥ ১৭ ॥

ভগবন্—হে প্রভু; **কিম্ ইদম্**—কেন এমন হল; **জাতম্**—জন্ম; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **বঃ**—আপনাদের; **ব্রহ্ম-বাদিনাম্**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত দক্ষ; **বিপর্যয়ম্**—বিপরীত ফল; **অহো**—আহা; **কষ্টম্**—বেদনাদায়ক; **মা এবম্ স্যাৎ**—এমন হওয়া উচিত ছিল না; **ব্রহ্ম-বিক্রিয়া**—বৈদিক মন্ত্রের বিপরীত ফল।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনারা সকলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত পারদর্শী। তা হলে আপনাদের ক্রিয়ার ফল বিপরীত হল কেন? এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বৈদিক মন্ত্রের এই প্রকার বিপরীত ফল হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

এই যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়েছে, কারণ কেউই যথাযথভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না। বৈদিক মন্ত্র যদি যথাযথভাবে উচ্চারণ করা যায়, তা হলে যে বাসনা নিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয় তা অবশ্যই সফল হয়। তাই হরেকৃষ্ণ মন্ত্রকে বলা হয় মহামন্ত্র, তা সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের ঊর্ধ্বে, কারণ এই মহামন্ত্র কীর্তনের

ফলে বহু প্রকার লাভ হয়। সেই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকের* প্রথম শ্লোকে বিশ্লেষণ করেছেন—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের জয় হোক, যা হৃদয়ে বহুকাল ধরে সঞ্চিত সমস্ত কলুষ পরিষ্কার করে এবং সংসাররূপ দাবানল নির্বাপিত করে। এই সংকীর্তন আন্দোলন সমগ্র মানব-সমাজের কাছে এক পরম আশীর্বাদ, কারণ তা চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ মঙ্গলময় কিরণ বিতরণ করে। তা সমস্ত দিব্যজ্ঞানের জীবনস্বরূপ। তা নিরন্তর আনন্দের সমুদ্রকে বর্ধিত করে, এবং যে অমৃত আস্বাদনের জন্য আমরা সর্বদা উৎকণ্ঠিত, প্রতিপদে আমাদের সেই অমৃত আস্বাদন করায়।"

তাই এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২)। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা এই যুগে সমবেতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। যখন বহু ব্যক্তি সমবেতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তাকে বলা হয় সংকীর্তন, এবং এই প্রকার যজ্ঞের ফলে আকাশে মেঘের আবির্ভাব হয় (*যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*)। এই অনাবৃষ্টির যুগে মানুষ এই অতি সরল সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা অনাবৃষ্টি এবং অন্নাভাবের কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারবে। বস্তুতপক্ষে তা সমগ্র মানব-সমাজকে পরিত্রাণ করতে পারে। বর্তমানে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে এবং মানুষেরা নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, কিন্তু মানুষ যদি ঐকান্তিকভাবে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করে পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, তা হলে অচিরেই তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। অন্যান্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ এই যুগে যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করার মতো বিদ্বান ব্রাহ্মণ নেই, এমন কি যজ্ঞের উপকরণগুলি পর্যন্ত সংগ্রহ করার সম্ভাবনা নেই। যেহেতু মানব-সমাজ আজ দারিদ্র্যগ্রস্ত এবং মানুষেরা বৈদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও তাদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই, তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে একমাত্র আশ্রয়। মানুষের কর্তব্য যথেষ্ট বুদ্ধি লাভ করে এই মহামন্ত্র কীর্তন করা। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*। যারা মূঢ়মতি তারা এই সংকীর্তনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং এই পন্থাটি গ্রহণ করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

যূয়ং ব্রহ্মবিদো যুক্তাস্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ।
কুতঃ সঙ্কল্পবৈষম্যমনৃতং বিবুধেষ্বিব ॥ ১৮ ॥

যূয়ম্—আপনারা; **ব্রহ্ম-বিদঃ**—পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত; **যুক্তাঃ**—আত্মসংযত; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **দগ্ধ-কিল্বিষাঃ**—সমস্ত জড় কলুষ দগ্ধ হয়েছে; **কুতঃ**—তা হলে কেন; **সঙ্কল্প-বৈষম্যম্**—সঙ্কল্পিত কার্যের অন্য ফল; **অনৃতম্**—মিথ্যা প্রতিজ্ঞা, মিথ্যা উক্তি; **বিবুধেষু**—দেবতাদের; **ইব**—অথবা।

অনুবাদ

আপনারা সকলে সংযতচিত্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ। তপস্যার প্রভাবে আপনাদের সমস্ত জড় কলুষ দগ্ধ হয়েছে। দেবতাদের মতো আপনাদের বাক্যও কখনও মিথ্যা হয় না। তা হলে কেন সঙ্কল্পিত কার্যের এই প্রকার বিপরীত ফল হল?

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, দেবতাদের আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হয় না। তপস্যার দ্বারা, মন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা এবং পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা কেউ যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, তখন দেবতাদের মতো তাঁর বাক্য এবং আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হয় না।

শ্লোক ১৯

নিশম্য তদ্ বচস্তস্য ভগবান্ প্রপিতামহঃ ।
হোতুর্ব্যতিক্রমং জ্ঞাত্বা বভাষে রবিনন্দনম্ ॥ ১৯ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **তৎ বচঃ**—সেই বাক্য; তস্য—তাঁর (মনুর); **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **প্রপিতামহঃ**—প্রপিতামহ বশিষ্ঠ; **হোতুঃ ব্যতিক্রমম্**—হোতার ব্যতিক্রম; **জ্ঞাত্বা**—বুঝতে পেরে; **বভাষে**—বলেছিলেন; **রবি-নন্দনম্**—সূর্যপুত্র বৈবস্বত মনুকে।

অনুবাদ

মনু সেই কথা শুনে, হোতার কার্যে যে ব্যতিক্রম হয়েছিল পরম শক্তিমান প্রপিতামহ বশিষ্ঠ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তখন সূর্যপুত্রকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২০

এতৎ সঙ্কল্পবৈষম্যং হোতুস্তে ব্যভিচারতঃ ।
তথাপি সাধয়িষ্যে তে সুপ্রজাস্ত্বং স্বতেজসা ॥ ২০ ॥

এতৎ—এই; **সঙ্কল্প-বৈষম্যম্**—সঙ্কল্পের বিপর্যয়; **হোতুঃ**—হোতার; **তে**—তোমার; **ব্যভিচারতঃ**—সঙ্কল্পের বিপরীত আচরণ করার ফলে; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **সাধয়িষ্যে**—আমি সম্পাদন করব; **তে**—তোমার জন্য; **সু-প্রজাস্ত্বম্**—এক অতি সুন্দর পুত্র; **স্ব-তেজসা**—আমার স্বীয় শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

তোমার হোতার সঙ্কল্পের বিপর্যয়বশত ব্যভিচারের ফলে তা ঘটেছে। সে যাই হোক, আমার স্বীয় তেজের দ্বারা আমি তোমাকে একটি সুপুত্র প্রদান করব।

শ্লোক ২১

এবং ব্যবসিতো রাজন্ ভগবান্ স মহাযশাঃ ।
অস্তৌষীদাদিপুরুষমিলায়াঃ পুংস্ত্বকাম্যয়া ॥ ২১ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—স্থির করে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **সঃ**—বশিষ্ঠ; **মহা-যশাঃ**—অতি বিখ্যাত; **অস্তৌষীৎ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **আদি-পুরুষম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **ইলায়াঃ**—ইলার; **পুংস্ত্ব-কাম্যয়া**—পুরুষে পরিণত করার জন্য।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পরম যশস্বী এবং পরম শক্তিমান বশিষ্ঠ এইভাবে স্থির করে, ইলার পুরুষত্ব কামনায় পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ২২

তস্মৈ কামবরং তুষ্টো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
দদাবিলাভবৎ তেন সুদ্যুম্নঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ২২ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (বশিষ্ঠকে); **কাম-বরম্**—বাঞ্ছিত বর; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর শ্রীহরি; **দদৌ**—দিয়েছিলেন; **ইলা**—ইলা নাম্নী বালিকা; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **তেন**—এই বরের প্রভাবে; **সুদ্যুম্নঃ**—সুদ্যুম্ন নামক; **পুরুষ-ঋষভঃ**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বশিষ্ঠের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন। তার ফলে ইলা সুদ্যুম্ন নামক এক শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩-২৪

স একদা মহারাজ বিচরন্ মৃগয়াং বনে ।
বৃতঃ কতিপয়ামাত্যৈরশ্বমারুহ্য সৈন্ধবম্ ॥ ২৩ ॥
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং শরাংশ্চ পরমাদ্ভুতান্ ।
দংশিতোঽনুমৃগং বীরো জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সুদ্যুম্ন; **একদা**—একসময়; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বিচরন্**—বিচরণ করতে করতে; **মৃগয়াম্**—মৃগয়ার জন্য; **বনে**—বনে; **বৃতঃ**—সহ; **কতিপয়**—কয়েকজন; **অমাত্যৈঃ**—মন্ত্রী অথবা সহচর; **অশ্বম্**—অশ্বে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **সৈন্ধবম্**—সিন্ধু প্রদেশে জাত; **প্রগৃহ্য**—হস্তে ধারণ করে; **রুচিরম্**—সুন্দর; **চাপম্**—ধনুক; **শরান্ চ**—এবং বাণ; **পরম-অদ্ভুতান্**—অতি আশ্চর্যজনক, অসাধারণ; **দংশিতঃ**—বর্ম ধারণ করে; **অনুমৃগম্**—পশুর পিছনে; **বীরঃ**—বীর; **জগাম**—ধাবিত হয়েছিলেন; **দিশম্ উত্তরাম্**—উত্তর দিকে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই বীর সুদ্যুম্ন একদিন কয়েকজন অমাত্য পরিবৃত হয়ে সিন্ধুদেশীয় অশ্বে আরোহণ করে, মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বনে বিচরণ করছিলেন। তিনি অঙ্গে কবচ ধারণ করে এবং হস্তে অতি সুন্দর ধনুক ও বিচিত্র শর গ্রহণপূর্বক পশুদের পিছনে ধাবিত হতে হতে অরণ্যের উত্তর দিকে উপনীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

সুকুমারবনং মেরোরধস্তাৎ প্রবিবেশ হ ।
যত্রাস্তে ভগবাঞ্ছর্বো রমমাণঃ সহোময়া ॥ ২৫ ॥

সুকুমার-বনম্—সুকুমার নামক বনে; **মেরোঃ অধস্তাৎ**—মেরু পর্বতের পাদদেশে; **প্রবিবেশ হ**—তিনি প্রবেশ করেছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **আস্তে**—ছিল; **ভগবান্**—মহা শক্তিমান (দেবতা); **শর্বঃ**—শিব; **রমমাণঃ**—আনন্দ উপভোগে মগ্ন; **সহ উময়া**—তাঁর পত্নী উমার সঙ্গে।

অনুবাদ

উত্তর দিকে মেরু পর্বতের নিম্নভাগে সুকুমার নামক একটি বন আছে, যেখানে ভগবান শিব উমাসহ সর্বদা আনন্দ উপভোগ করেন। সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

তস্মিন্ প্রবিষ্ট এবাসৌ সুদ্যুম্নঃ পরবীরহা ।
অপশ্যৎ স্ত্রিয়মাত্মানমশ্বং চ বড়বাং নৃপ ॥ ২৬ ॥

তস্মিন্—সেই বনে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অসৌ**—তিনি; **সুদ্যুম্নঃ**—রাজকুমার সুদ্যুম্ন; **পর-বীর-হা**—শত্রুদমনকারী; **অপশ্যৎ**—দেখেছিলেন; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীরূপে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অশ্বম্ চ**—ঘোটককে; **বড়বাম্**—ঘোটকীরূপে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শত্রু-দমনকারী সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করা মাত্রই নিজেকে স্ত্রীরূপে এবং তাঁর ঘোটককে ঘোটকী রূপে দর্শন করলেন।

শ্লোক ২৭

তথা তদনুগাঃ সর্বে আত্মলিঙ্গবিপর্যয়ম্ ।
দৃষ্ট্বা বিমনসোঽভবন্ বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৭ ॥

তথা—তেমনই; **তৎ-অনুগাঃ**—সুদ্যুম্নের অনুচরেরা; **সর্বে**—সকলে; **আত্ম-লিঙ্গ-বিপর্যয়ম্**—তাদের লিঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **বিমনসঃ**—বিষণ্ণ; **অভবন্**—হয়েছিলেন; **বীক্ষমাণাঃ**—দর্শন করতে লাগলেন; **পরস্পরম্**—পরস্পরকে।

অনুবাদ

তাঁর অনুচরেরা যখন দেখলেন যে তাদের লিঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পরস্পরকে অবলোকন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীরাজোবাচ

কথমেবং গুণো দেশঃ কেন বা ভগবন্ কৃতঃ ।
প্রশ্নমেনং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **কথম্**—কিভাবে; **এবম্**—এই; **গুণঃ**—গুণ; **দেশঃ**—দেশ; **কেন**—কেন; **বা**—অথবা; **ভগবন্**—হে মহা শক্তিমান; **কৃতঃ**—করা হয়েছে; **প্রশ্নম্**—প্রশ্ন; **এনম্**—এই; **সমাচক্ষ্ব**—একটু চিন্তা করুন; **পরম্**—অত্যন্ত; **কৌতূহলম্**—কৌতূহল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে মহা শক্তিমান ব্রাহ্মণ। সেই স্থানটি কেন এই প্রকার প্রভাবসম্পন্ন ছিল? কোন্ ব্যক্তি তা এইভাবে প্রভাবসম্পন্ন করেছিলেন? দয়া করে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন, কারণ তা জানতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী।

শ্লোক ২৯

শ্রীশুক উবাচ

একদা গিরিশং দ্রষ্টুমৃষয়স্তত্র সুব্রতাঃ ।
দিশো বিতিমিরাভাসাঃ কুর্বন্তঃ সমুপাগমন্ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—একসময়; **গিরিশম্**—মহাদেবকে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **তত্র**—সেই বনে; **সুব্রতাঃ**—ব্রতপরায়ণ; **দিশঃ**—সর্বদিক; **বিতিমির-আভাসাঃ**—সমস্ত অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে; **কুর্বন্তঃ**—তা করে; **সমুপাগমন্**—উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—একদিন ব্রতপরায়ণ ঋষিরা তাঁদের নিজেদের তেজে সমস্ত অন্ধকার দূর করে, সর্বদিক আলোকিত করে মহাদেবকে দর্শন করতে সেই বনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

**তান্ বিলোক্যাম্বিকা দেবী বিবাসা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ।
ভর্তুরঙ্কাৎ সমুত্থায় নীবীমাশ্বথ পর্যধাৎ ॥ ৩০ ॥**

তান্—সেই সমস্ত ঋষিদের; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **অম্বিকা**—মা দুর্গা; **দেবী**—দেবী; **বিবাসা**—বিবসনা ছিলেন বলে; **ব্রীড়িতা**—লজ্জিতা; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতির; **অঙ্কাৎ**—কোল থেকে; **সমুত্থায়**—উঠে; **নীবীম্**—কটিদেশ; **আশু অথ**—অতি শীঘ্র; **পর্যধাৎ**—বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

অম্বিকা দেবী তখন বিবসনা ছিলেন, তাই তিনি ঋষিদের দেখে অত্যন্ত লজ্জিতা হয়েছিলেন এবং তাঁর পতির কোল থেকে উঠে শীঘ্রই তাঁর নীবী আচ্ছাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

**ঋষয়োঽপি তয়োর্বীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ ।
নিবৃত্তাঃ প্রযযুস্তস্মান্নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৩১ ॥**

ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; **অপি**—ও; **তয়োঃ**—তাঁদের দুজনকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **প্রসঙ্গম্**—রতিক্রিয়ায় রত; **রমমাণয়োঃ**—আনন্দমগ্ন; **নিবৃত্তাঃ**—নিবৃত্ত হয়ে; **প্রযযুঃ**—তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেছিলেন; **তস্মাৎ**—সেই স্থান থেকে; **নর-নারায়ণ-আশ্রমম্**—নর-নারায়ণের আশ্রমে।

অনুবাদ

হর-পার্বতীকে রতিক্রিয়ায় রত দেখে, ঋষিরাও সেখান থেকে নিবৃত্ত হয়ে নর-নারায়ণের আশ্রমে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

তদিদং ভগবানাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া ।
স্থানং যঃ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ ভবেদিতি ॥ ৩২ ॥

তৎ—সেই কারণে; **ইদম্**—এই; **ভগবান্**—মহাদেব; **আহ**—বলেছিলেন; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর; **প্রিয়-কাম্যয়া**—প্রীতি বিধানের জন্য; **স্থানম্**—স্থান; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **প্রবিশেৎ**—প্রবেশ করবে; **এতৎ**—এখানে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **ভবেৎ**—হবে; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

সেই জন্য মহাদেব তাঁর পত্নীর প্রীতি বিধানের জন্য বলেছিলেন, "যে পুরুষ এখানে প্রবেশ করবে, সে স্ত্রী হয়ে যাবে!"

শ্লোক ৩৩

তত ঊর্ধ্বং বনং তদ্ বৈ পুরুষা বর্জয়ন্তি হি ।
সা চানুচরসংযুক্তা বিচচার বনাদ্ বনম্ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ ঊর্ধ্বম্—সেই সময় থেকে; **বনম্**—বন; **তৎ**—তা; **বৈ**—বিশেষ করে; **পুরুষাঃ**—পুরুষেরা; **বর্জয়ন্তি**—প্রবেশ করে না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সা**—স্ত্রীরূপী সুদ্যুম্ন; **চ**—ও; **অনুচর-সংযুক্তা**—তাঁর অনুচরগণ সহ; **বিচচার**—বিচরণ করতে লাগলেন; **বনাৎ বনম্**—এক বন থেকে আর এক বনে।

অনুবাদ

সেই সময় থেকে কোন পুরুষ আর ঐ বনে প্রবেশ করে না। কিন্তু এখন রাজা সুদ্যুম্ন তাঁর অনুচরগণ সহ স্ত্রীরূপে বনে বনে বিচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/২২) বলা হয়েছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

"মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে।"

দেহটি ঠিক একটি বসনের মতো, এবং এখানে তার একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সুদ্যুম্ন এবং তাঁর পার্ষদেরা ছিলেন পুরুষ, অর্থাৎ তাঁদের আত্মা পুরুষরূপী দেহের আবরণে আচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু এখন তাঁরা স্ত্রীতে পরিণত হলেন, অর্থাৎ তাঁদের পোশাকের পরিবর্তন হল। এই পোশাকের পরিবর্তন হলেও কিন্তু তাঁদের আত্মার কোন পরিবর্তন হয়নি। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্বারাও পুরুষকে স্ত্রীতে পরিণত করা যায় এবং স্ত্রীকে পুরুষে পরিণত করা যায়। কিন্তু এই দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে দেহের পরিবর্তন হতে পারে। তাই যিনি আত্মজ্ঞান সমন্বিত এবং যিনি জানেন কিভাবে আত্মা এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, তিনি দেহের প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেন না, যা ঠিক একটি পোশাকের মতো। *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*। এই প্রকার ব্যক্তি ভগবানের বিভিন্ন অংশ আত্মাকে দর্শন করেন। তাই তিনি সমদর্শী, তিনি বিজ্ঞ।

শ্লোক ৩৪

অথ তামাশ্রমাভ্যাশে চরন্তীং প্রমদোত্তমাম্ ।
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং বীক্ষ্য চকমে ভগবান্ বুধঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ—এইভাবে; **তাম্**—তাঁকে; **আশ্রম-অভ্যাশে**—তাঁর আশ্রম সমীপে; **চরন্তীম্**—বিচরণ করতে; **প্রমদা-উত্তমাম্**—কামবাসনা উদ্দীপনকারিণী পরমা সুন্দরী রমণী; **স্ত্রীভিঃ**—অন্য রমণীদের দ্বারা; **পরিবৃতাম্**—পরিবৃতা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **চকমে**—উপভোগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন; **ভগবান্**—মহা শক্তিমান; **বুধঃ**—চন্দ্রের পুত্র বুধ।

অনুবাদ

সুদ্যুম্ন কামভাব উদ্দীপনকারিণী এক পরমা সুন্দরী রমণীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তিনি অন্য রমণীগণ পরিবৃতা ছিলেন। চন্দ্রের পুত্র বুধ তাঁর আশ্রমের সমীপে এই সুন্দরী রমণীটিকে বিচরণ করতে দেখে, তাঁকে উপভোগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

সাপি তং চকমে সুভ্রূঃ সোমরাজসুতং পতিম্ ।
স তস্যাং জনয়ামাস পুরূরবসমাত্মজম্ ॥ ৩৫ ॥

সা—স্ত্রীরূপী সুদ্যুম্ন; **অপি**—ও; **তম্**—তাঁকে (বুধকে); **চকমে**—কামনা করেছিলেন; **সুভ্রূঃ**—অতি সুন্দরী; **সোমরাজ-সুতম্**—সোমরাজের পুত্রকে; **পতিম্**—তাঁর পতিরূপে; **সঃ**—তিনি (বুধ); **তস্যাম্**—তাঁর গর্ভে; **জনয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **পুরূরবসম্**—পুরূরবা নামক; **আত্মজম্**—একটি পুত্র।

অনুবাদ

সেই সুন্দরীও সোমরাজের পুত্র বুধকে পতিত্বে কামনা করেছিলেন। তার ফলে বুধ তাঁর গর্ভে পুরূরবা নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৩৬

এবং স্ত্রীত্বমনুপ্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নো মানবো নৃপঃ ।
সস্মার স কুলাচার্যং বসিষ্ঠমিতি শুশ্রুম ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ত্রীত্বম্**—স্ত্রীত্ব; **অনুপ্রাপ্তঃ**—এইভাবে প্রাপ্ত হয়ে; **সুদ্যুম্নঃ**—সুদ্যুম্ন নামক পুরুষ; **মানবঃ**—মনুর পুত্র; **নৃপঃ**—রাজা; **সস্মার**—স্মরণ করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **কুল-আচার্যম্**—কুলগুরু; **বসিষ্ঠম্**—অত্যন্ত শক্তিমান বশিষ্ঠকে; **ইতি শুশ্রুম**—আমি শুনেছি (নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে)।

অনুবাদ

আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শুনেছি যে, মনুর পুত্র রাজা সুদ্যুম্ন এইভাবে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়ে তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

স তস্য তাং দশাং দৃষ্ট্বা কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ ।
সুদ্যুম্নস্যাশয়ন্ পুংস্ত্বমুপাধাবত শঙ্করম্ ॥ ৩৭ ॥

সঃ—তিনি, বশিষ্ঠ; **তস্য**—সুদ্যুম্নের; **তাম্**—সেই; **দশাম্**—অবস্থা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **ভৃশ-পীড়িতঃ**—অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে; **সুদ্যুম্নস্য**—সুদ্যুম্নের;

আশংসন্—বাসনা করে; **পুংস্ত্বম্**—পুরুষত্ব; **উপাধাবত**—আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন; **শঙ্করম্**—শিবের।

অনুবাদ

সুদ্যুম্নের সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করে বশিষ্ঠ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। সুদ্যুম্নের পুরুষত্ব ফিরে পাওয়ার কামনায় বশিষ্ঠ তখন শঙ্করের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮-৩৯

তুষ্টস্তস্মৈ স ভগবানৃষয়ে প্রিয়মাবহন্ ।
স্বাং চ বাচমৃতাং কুর্বন্নিদমাহ বিশাম্পতে ॥ ৩৮ ॥
মাসং পুমান্ স ভবিতা মাসং স্ত্রী তব গোত্রজঃ ।
ইত্থং ব্যবস্থয়া কামং সুদ্যুম্নোঽবতু মেদিনীম্ ॥ ৩৯ ॥

তুষ্টঃ—প্রসন্ন হয়ে; **তস্মৈ**—বশিষ্ঠের প্রতি; **সঃ**—তিনি (মহাদেব); **ভগবান্**—মহা শক্তিমান; **ঋষয়ে**—মহর্ষিকে; **প্রিয়ম্ আবহন্**—তাঁর প্রীতি সম্পাদনের জন্য; **স্বাম্ চ**—নিজেরও; **বাচম্**—বাণী; **ঋতাম্**—সত্য; **কুর্বন্**—রক্ষা করার জন্য; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **বিশাম্পতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মাসম্**—এক মাস; **পুমান্**—পুরুষ; **সঃ**—সুদ্যুম্ন; **ভবিতা**—হবে; **মাসম্**—অন্য এক মাস; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **তব**—আপনার; **গোত্রজঃ**—তোমার পরম্পরায় জাত শিষ্য; **ইত্থম্**—এইভাবে; **ব্যবস্থয়া**—ব্যবস্থার দ্বারা; **কামম্**—বাসনা অনুসারে; **সুদ্যুম্নঃ**—রাজা সুদ্যুম্ন; **অবতু**—শাসন করুক; **মেদিনীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাদেব বশিষ্ঠের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রীতিবিধানের জন্য এবং পার্বতীর কাছে তাঁর বাণীর সত্যতা রক্ষার জন্য সেই মহর্ষিকে বলেছিলেন, "তোমার শিষ্য সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী থাকবে। এইভাবে সে তার ইচ্ছা অনুসারে পৃথিবী শাসন করুক।"

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *গোত্রজঃ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণেরা সাধারণত দুটি বংশের গুরুরূপে আচরণ করেন। একটি হচ্ছে তাঁদের শিষ্য-পরম্পরা, এবং অন্যটি হচ্ছে তাঁদের

ঔরসজাত বংশ-পরম্পরা। দুটি ধারাই একই গোত্রের। বৈদিক প্রথায় আমরা দেখতে পাই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এমন কি বৈশ্যেরাও একই ঋষির পরম্পরায় রয়েছেন। যেহেতু গোত্র এবং বংশ এক, তাই শিষ্য এবং শৌক্রজাত বংশধরদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেই প্রথা ভারতীয় সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে, বিশেষ করে বিবাহের ক্ষেত্রে, যেখানে গোত্রের বিচার করা হয়। এখানে *গোত্রজঃ* শব্দটি বংশোদ্ভূত বলে ইঙ্গিত করে, তা তিনি শিষ্যই হোন অথবা পরিবারের সদস্য হোন।

শ্লোক ৪০

আচার্যানুগ্রহাৎ কামং লব্ধা পুংস্ত্বং ব্যবস্থয়া ।
পালয়ামাস জগতীং নাভ্যনন্দন্ স্ম তং প্রজাঃ ॥ ৪০ ॥

আচার্য-অনুগ্রহাৎ—শ্রীগুরুদেবের কৃপায়; **কামম্**—বাঞ্ছিত; **লব্ধা**—প্রাপ্ত হয়ে; **পুংস্ত্বম্**—পুরুষত্ব; **ব্যবস্থয়া**—শিবের ব্যবস্থা অনুসারে; **পালয়াম্ আস**—তিনি শাসন করেছিলেন; **জগতীম্**—সমগ্র বিশ্ব; **ন অভ্যনন্দন্ স্ম**—প্রসন্ন হননি; **তম্**—রাজার প্রতি; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ।

অনুবাদ

এইভাবে সুদ্যুম্ন তাঁর গুরুর কৃপায় মহাদেবের বাক্য অনুসারে এক মাস অন্তর পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়ে রাজ্য শাসন করছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রজারা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি।

শ্লোক ৪১

তস্যোৎকলো গয়ো রাজন্ বিমলশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ ।
দক্ষিণাপথরাজানো বভূবুর্ধর্মবৎসলাঃ ॥ ৪১ ॥

তস্য—সুদ্যুম্নের; **উৎকলঃ**—উৎকল নামক; **গয়ঃ**—গয় নামক; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বিমলঃ চ**—এবং বিমল; **ত্রয়ঃ**—তিনটি; **সুতাঃ**—পুত্র; **দক্ষিণা-পথ**—পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগ; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **বভূবুঃ**—তাঁরা হয়েছিলেন; **ধর্ম-বৎসলাঃ**—অত্যন্ত ধার্মিক।

অনুবাদ

হে রাজন্, সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিনটি অতি ধার্মিক পুত্র ছিলেন, যাঁরা দক্ষিণাপথের অধিপতি হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪২

ততঃ পরিণতে কালে প্রতিষ্ঠানপতিঃ প্রভুঃ।
পুরূরবস উৎসৃজ্য গাং পুত্রায় গতো বনম্ ॥ ৪২ ॥

ততঃ—তারপর; **পরিণতে কালে**—উপযুক্ত সময়ে; **প্রতিষ্ঠান-পতিঃ**—রাজ্যের অধিপতি; **প্রভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান; **পুরূরবসে**—পুরূরবাকে; **উৎসৃজ্য**—প্রদান করে; **গাম্**—পৃথিবী; **পুত্রায়**—তাঁর পুত্রকে; **গতঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **বনম্**—বনে।

অনুবাদ

তারপর বার্ধক্য উপনীত হলে, পৃথিবীপতি সুদ্যুম্ন তাঁর পুত্র পুরূরবাকে রাজ্য প্রদান করে বনে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির কর্তব্য মানুষের পঞ্চাশ বছর বয়স হলে তার পারিবারিক জীবন পরিত্যাগ করা (*পঞ্চাশদ্ ঊর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ*)। এই বর্ণাশ্রম বিধান অনুসরণ করে সুদ্যুম্ন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করার জন্য তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'রাজা সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনুপুত্রদের বংশ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে করূষ আদি মনুপুত্রদের বংশের বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

সুদ্যুম্ন বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে গমন করলে, বৈবস্বত মনু পুত্র কামনায় ভগবানের আরাধনা করেছিলেন এবং তিনি ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশটি পুত্র লাভ করেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের পিতার মতো। তাঁর এক পুত্র পৃষধ্র গুরুর আদেশে রাত্রিতে খড়্গ হস্তে গাভীদের রক্ষা করতেন। একদিন অন্ধকার রাত্রে একটি বাঘ গোশালায় প্রবেশ করে একটি গাভী নিয়ে যায়। পৃষধ্র তা জানতে পেরে, খড়্গ হাতে বাঘের পিছনে ধাবিত হয়ে অবশেষে বাঘের সন্নিধানে উপনীত হন, কিন্তু অন্ধকারে ব্যাঘ্র কি গাভী তা জানতে না পেরে, তিনি ভুল করে গাভীটিকে হত্যা করে ফেলেন। তার ফলে তাঁর গুরু তাঁকে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দেন। কিন্তু পৃষধ্র যোগ অনুশীলন করেন এবং ভক্তির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন। তারপর স্বেচ্ছায় দাবাগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি বাল্যকাল থেকেই ভগবানের মহান ভক্ত ছিলেন। মনুর করূষ নামক পুত্র থেকে কারূষ নামক ক্ষত্রিয় জাতি উদ্ভূত হয়। মনুর ধৃষ্ট নামক পুত্র থেকে আর একটি ক্ষত্রিয় জাতি উদ্ভূত হয়, কিন্তু তারা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত হলেও স্বভাব অনুসারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মনুর নৃগ নামক পুত্র থেকে সুমতি, ভূতজ্যোতি এবং বসু নামক পুত্র এবং পৌত্রদের উৎপত্তি হয়। বসু থেকে যথাক্রমে প্রতীক এবং তাঁর থেকে ওঘবানের জন্ম হয়। মনুর নরিষ্যন্ত নামক পুত্র থেকে শৌক্র পরম্পরায় যথাক্রমে চিত্রসেন, ঋক্ষ, মীঢ্বান, পূর্ণ, ইন্দ্রসেন, বীতিহোত্র, সত্যশ্রবা, উরুশ্রবা, দেবদত্ত এবং অগ্নিবেশ্য উৎপন্ন হন। অগ্নিবেশ্য নামক ক্ষত্রিয় থেকে অগ্নিবেশ্যায়ন নামক বিখ্যাত ব্রাহ্মণকুলের উদ্ভব হয়। মনুর আর এক পুত্র দিষ্টের শৌক্র-পরম্পরায় নাভাগের জন্ম হয়, এবং তাঁর থেকে যথাক্রমে ভলন্দন, বৎসপ্রীতি, প্রাংশু, প্রমতি, খনিত্র, চাক্ষুষ, বিবিংশতি, রম্ভ, খনীনেত্র, করন্ধম, অবীক্ষিৎ, মরুত্ত, দম, রাজ্যবর্ধন, সুধৃতি, নর, কেবল, ধুন্ধুমান, বেগবান, বুধ এবং

তৃণবিন্দু পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। তৃণবিন্দুর ইলবিলা নামক কন্যা থেকে কুবেরের জন্ম হয়। বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু নামে তৃণবিন্দুর তিনটি পুত্রও ছিল। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তাঁর পুত্র ধূম্রাক্ষ এবং তাঁর পুত্র সংযম। সংযমের দেবজ এবং কৃশাশ্ব নামক দুই পুত্র। কৃশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং গতেঽথ সুদ্যুম্নে মনুর্বৈবস্বতঃ সুতে ।
পুত্রকামস্তপস্তেপে যমুনায়াং শতং সমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **গতে**—বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে; **অথ**—তারপর; **সুদ্যুম্নে**—সুদ্যুম্ন যখন; **মনুঃ বৈবস্বতঃ**—বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামক মনু; **সুতে**—তাঁর পুত্র; **পুত্র-কামঃ**—পুত্র কামনা করে; **তপঃ তেপে**—কঠোর তপস্যা করেছিলেন; **যমুনায়াম্**—যমুনার তীরে; **শতম্ শমাঃ**—একশ বছর ধরে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর, পুত্র সুদ্যুম্ন যখন বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার জন্য বনে গমন করেন, তখন বৈবস্বত মনু (শ্রাদ্ধদেব) আরও পুত্রাভিলাষী হয়ে যমুনার তীরে শত বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

শ্লোক ২

ততোঽযজন্মনুর্দেবমপত্যার্থং হরিং প্রভুম্ ।
ইক্ষ্বাকুপূর্বজান্ পুত্রান্ লেভে স্বসদৃশান্ দশ ॥ ২ ॥

ততঃ—তারপর; **অযজৎ**—পূজা করেছিলেন; **মনুঃ**—বৈবস্বত মনু; **দেবম্**—ভগবানকে; **অপত্য-অর্থম্**—পুত্র লাভের বাসনায়; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **প্রভুম্**—প্রভু; **ইক্ষ্বাকু-পূর্বজান্**—যাঁদের মধ্যে ইক্ষ্বাকু ছিলেন জ্যেষ্ঠ; **পুত্রান্**—পুত্রগণ; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **স্ব-সদৃশান্**—ঠিক তাঁর মতো; **দশ**—দশটি।

অনুবাদ

তারপর, শ্রাদ্ধদেব পুত্র লাভের বাসনায় দেবদেব ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করার ফলে, ঠিক তাঁর নিজের মতো দশটি পুত্র লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইক্ষ্বাকু ছিলেন জ্যেষ্ঠ।

শ্লোক ৩

পৃষধ্রস্তু মনোঃ পুত্রো গোপালো গুরুণা কৃতঃ ।
পালয়ামাস গা যত্তো রাত্র্যাং বীরাসনব্রতঃ ॥ ৩ ॥

পৃষধ্রঃ তু—তাঁদের মধ্যে পৃষধ্র; **মনোঃ**—মনুর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **গো-পালঃ**—গোরক্ষক; **গুরুণা**—তাঁর গুরুর আদেশে; **কৃতঃ**—নিযুক্ত হয়ে; **পালয়াম্ আস**—পালন করেছিলেন; **গাঃ**—গাভীদের; **যত্তঃ**—এইভাবে নিযুক্ত হয়ে; **রাত্র্যাম্**—রাত্রিতে; **বীরাসন-ব্রতঃ**—বীরাসন ব্রত ধারণ করে অর্থাৎ খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান থেকে।

অনুবাদ

এই পুত্রদের অন্যতম পৃষধ্র তাঁর গুরুর আদেশে গোরক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি রাত্রিবেলায় খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান থেকে গাভীদের রক্ষা করতেন।

তাৎপর্য

যিনি বীরাসন গ্রহণ করেন, তাকে সারা রাত খড়্গ হস্তে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পৃষধ্র যেহেতু এইভাবে গোরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাই বুঝতে হবে যে, তাঁর কোন রাজ্য ছিল না। তাঁর এই প্রতিজ্ঞা থেকে আমরা এও বুঝতে পারি যে, গোরক্ষা কত গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ক্ষত্রিয়পুত্র হিংস্র পশু থেকে গাভীদের রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতেন, এমন কি রাত্রিবেলাতেও। তা হলে এই গাভীদের কসাইখানায় পাঠানো সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? সেটি হচ্ছে মানুষের সমাজে সব চাইতে গর্হিত পাপ।

শ্লোক ৪

একদা প্রাবিশদ্ গোষ্ঠং শার্দূলো নিশি বর্ষতি ।
শয়ানা গাব উত্থায় ভীতাস্তা বভ্রমুর্ব্রজে ॥ ৪ ॥

একদা—এক সময়; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে; **শার্দূলঃ**—একটি ব্যাঘ্র; **নিশি**—রাত্রে; **বর্ষতি**—যখন বৃষ্টি হচ্ছিল; **শয়ানাঃ**—শায়িত; **গাবঃ**—গাভীগণ; **উত্থায়**—উঠে; **ভীতাঃ**—ভয় পেয়ে; **তাঃ**—তারা সকলে; **বভ্রমুঃ**—ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছিল; **ব্রজে**—গোশালার চারপাশের ভূমিতে।

অনুবাদ

একদিন রাত্রে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন একটি বাঘ গোষ্ঠে প্রবেশ করে। সেই বাঘটিকে দেখে সমস্ত শয়ান গাভীরা ভয় পেয়ে গোষ্ঠে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগল।

শ্লোক ৫-৬

একাং জগ্রাহ বলবান্ সা চুক্রোশ ভয়াতুরা ।
তস্যাস্তু ক্রন্দিতং শ্রুত্বা পৃষধ্রোঽনুসসার হ ॥ ৫ ॥
খড়্গমাদায় তরসা প্রলীনোড়ুগণে নিশি ।
অজানন্নচ্ছিনোদ্ বভ্রোঃ শিরঃ শার্দূলশঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

একাম্—একটি গাভী; **জগ্রাহ**—বলপূর্বক গ্রহণ করে; **বলবান্**—অত্যন্ত বলবান ব্যাঘ্রটি; **সা**—সেই গাভীটি; **চুক্রোশ**—আর্তনাদ করতে লাগল; **ভয়াতুরা**—ভীত এবং ব্যথাতুর হয়ে; **তস্যাঃ**—তার; **তু**—কিন্তু; **ক্রন্দিতম্**—আর্তনাদ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পৃষধ্রঃ**—পৃষধ্র; **অনুসসার হ**—অনুসরণ করেছিলেন; **খড়্গম্**—খড়্গ; **আদায়**—গ্রহণ করে; **তরসা**—দ্রুতবেগে; **প্রলীন-উড়ুগণে**—যখন নক্ষত্রগুলি মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিল; **নিশি**—রাত্রে; **অজানন্**—না জেনে; **অচ্ছিনোৎ**—কেটে ফেলেছিলেন; **বভ্রোঃ**—গাভীর; **শিরঃ**—মস্তক; **শার্দূল-শঙ্কয়া**—সেটিকে ব্যাঘ্রের মস্তক বলে মনে করে।

অনুবাদ

সেই অতি বলবান ব্যাঘ্রটি যখন একটি গাভীকে আক্রমণ করছিল, তখন গাভীটি ভয়াতুর হয়ে আর্তনাদ করতে শুরু করেছিল। সেই আর্তনাদ শুনে পৃষধ্র তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ অনুসরণ করে ধাবিত হয়েছিলেন। তখন নক্ষত্রসমূহ মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ায় পৃষধ্র গাভীটিকে ব্যাঘ্র বলে মনে করে তাঁর খড়্গের দ্বারা গাভীটির মস্তক ছেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৭

ব্যাঘ্রোঽপি বৃক্ণশ্রবণো নিস্ত্রিংশাগ্রাহতস্ততঃ ।
নিশ্চক্রাম ভৃশং ভীতো রক্তং পথি সমুৎসৃজন্ ॥ ৭ ॥

ব্যাঘ্রঃ—ব্যাঘ্র; **অপি**—ও; **বৃক্ণ-শ্রবণঃ**—ছিন্নকর্ণ; **নিস্ত্রিংশ-অগ্র-আহতঃ**—খড়্গের অগ্রভাগের আঘাতে; **ততঃ**—তারপর; **নিশ্চক্রাম**—(সেই স্থান থেকে) পলায়ন করেছিল; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **রক্তম্**—রক্ত; **পথি**—পথে; **সমুৎসৃজন্**—নিঃসৃত হয়ে।

অনুবাদ

খড়্গের অগ্রভাগের আঘাতে ব্যাঘ্রটির কর্ণ ছিন্ন হয়েছিল, তার ফলে অত্যন্ত ভীত হয়ে পথে রক্ত নিঃসৃত করতে করতে সেই ব্যাঘ্রটিও সেখান থেকে পলায়ন করেছিল।

শ্লোক ৮

মন্যমানো হতং ব্যাঘ্রং পৃষধ্রঃ পরবীরহা ।
অদ্রাক্ষীৎ স্বহতাং বভ্রুং ব্যুষ্টায়াং নিশি দুঃখিতঃ ॥ ৮ ॥

মন্যমানঃ—মনে করে; হতম্—হত হয়েছে; **ব্যাঘ্রম্**—ব্যাঘ্রটি; **পৃষধ্রঃ**—মনুর পুত্র পৃষধ্র; **পর-বীরহা**—যদিও যে কোন শত্রুকে দণ্ডদানে সক্ষম; **অদ্রাক্ষীৎ**—দেখেছিলেন; **স্ব-হতাম্**—তাঁর দ্বারা নিহত হয়েছে; **বভ্রুম্**—গাভী; **ব্যুষ্টায়াম্ নিশি**—নিশান্তে (প্রভাতে); **দুঃখিতঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শত্রুদমনকারী পৃষধ্র মনে করেছিলেন যে, ব্যাঘ্রটি নিহত হয়েছে, কিন্তু সকালবেলায় তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর দ্বারা গাভীটি নিহত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

তং শশাপ কুলাচার্যঃ কৃতাগসমকামতঃ ।
ন ক্ষত্রবন্ধুঃ শূদ্রস্ত্বং কর্মণা ভবিতামুনা ॥ ৯ ॥

তম্—তাঁকে (পৃষধ্রকে); **শশাপ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন, **কুলাচার্যঃ**—কুলগুরু বশিষ্ঠ; **কৃত-আগসম্**—গোহত্যাজনিত মহাপাপের ফলে; **অকামতঃ**—যদিও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেননি; **ন**—না; **ক্ষত্র-বন্ধুঃ**—ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত; **শূদ্রঃ ত্বম্**—তুমি শূদ্রের মতো আচরণ করেছ; **কর্মণা**—অতএব তোমার কর্মের দ্বারা; **ভবিতা**—তুমি শূদ্র হবে; **অমুনা**—গোহত্যার ফলে।

অনুবাদ

পৃষধ্র যদিও না জেনে সেই অপরাধ করেছিলেন, তবুও তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—"তোমার পরবর্তী জন্মে তুমি ক্ষত্রিয় হতে পারবে না। পক্ষান্তরে, এই গোবধজনিত অপরাধের ফলে তোমাকে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে।"

তাৎপর্য

এই ঘটনাটি থেকে মনে হয় যে বশিষ্ঠও তমোগুণ থেকে মুক্ত ছিলেন না। পৃষধ্রের কুলপুরোহিত বা গুরুরূপে বশিষ্ঠের কর্তব্য ছিল পৃষধ্রের সেই অপরাধটির তেমন গুরুত্ব না দেওয়া, কিন্তু পক্ষান্তরে বশিষ্ঠ তাঁকে শূদ্র হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। কুলগুরুর কর্তব্য শিষ্যকে অভিশাপ না দিয়ে কোন প্রায়শ্চিত্ত করার মাধ্যমে তাকে পাপমুক্ত করা। কিন্তু বশিষ্ঠ ঠিক তার বিপরীত আচরণ করেছিলেন। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, তিনি ছিলেন *দুর্মতি*, অর্থাৎ তাঁর বুদ্ধি তেমন উন্নত ছিল না।

শ্লোক ১০

এবং শপ্তস্তু গুরুণা প্রত্যগৃহ্ণাৎ কৃতাঞ্জলিঃ ।
অধারয়দ্ ব্রতং বীর ঊর্ধ্বরেতা মুনিপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

এবম্—এইভাবে; **শপ্তঃ**—অভিশপ্ত হয়ে; **তু**—কিন্তু; **গুরুণা**—গুরুর দ্বারা; **প্রত্যগৃহ্ণাৎ**—তিনি (পৃষধ্র) গ্রহণ করেছিলেন; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলিপুটে; **অধারয়ৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **ব্রতম্**—ব্রহ্মচর্যের ব্রত; **বীরঃ**—সেই বীর; **ঊর্ধ্বরেতাঃ**—জিতেন্দ্রিয় হয়ে; **মুনি-প্রিয়ম্**—মহর্ষিদের অনুমোদিত।

অনুবাদ

তাঁর গুরু কর্তৃক এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে বীর পৃষধ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অভিশাপ স্বীকার করেছিলেন। তারপর জিতেন্দ্রিয় হয়ে তিনি মহর্ষিদের অনুমোদিত ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ১১-১৩

বাসুদেবে ভগবতি সর্বাত্মনি পরেঽমলে ।
একান্তিত্বং গতো ভক্ত্যা সর্বভূতসুহৃৎ সমঃ ॥ ১১ ॥
বিমুক্তসঙ্গঃ শান্তাত্মা সংযতাক্ষোঽপরিগ্রহঃ ।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন কল্পয়ন্ বৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
আত্মন্যাত্মানমাধায় জ্ঞানতৃপ্তঃ সমাহিতঃ ।
বিচচার মহীমেতাং জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ ॥ ১৩ ॥

বাসুদেবে—বাসুদেবকে; **ভগবতি**—ভগবানকে; **সর্ব-আত্মনি**—পরমাত্মাকে; **পরে**—চিন্ময়; **অমলে**—নির্মল পরম পুরুষকে; **একান্তিত্বম্**—ঐকান্তিকভাবে সেবা করে; **গতঃ**—সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে; **ভক্ত্যা**—শুদ্ধ ভক্তির ফলে; **সর্ব-ভূত-সুহৃৎ সমঃ**—ভক্ত হওয়ার ফলে সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং সমদর্শী; **বিমুক্ত-সঙ্গঃ**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **শান্ত-আত্মা**—যাঁর আত্মা শান্ত; **সংযত**—সংযত; **অক্ষঃ**—যাঁর দৃষ্টি; **অপরিগ্রহঃ**—কারও কাছ থেকে কোন রকম দান গ্রহণ না করে; **যৎ-ঋচ্ছয়া**—ভগবানের কৃপায়; **উপপন্নেন**—দেহ ধারণের জন্য যা কিছু পাওয়া যেত তার দ্বারা; **কল্পয়ন্**—এইভাবে আয়োজন করে; **বৃত্তিম্**—দেহের প্রয়োজন; **আত্মনঃ**—আত্মার কল্যাণের জন্য; **আত্মনি**—মনে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা ভগবানকে; **আধায়**—সর্বদা ধারণ করে; **জ্ঞান-তৃপ্তঃ**—দিব্যজ্ঞানে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে; **সমাহিতঃ**—সর্বদা সমাধিস্থ হয়ে; **বিচচার**—সর্বত্র বিচরণ করেছিলেন; **মহীম্**—পৃথিবী; **এতাম্**—এই; **জড়**—জড়; **অন্ধ**—অন্ধ; **বধির**—বধির; **আকৃতিঃ**—সদৃশ।

অনুবাদ

এইভাবে, পৃষধ্র সমস্ত সংসর্গ থেকে মুক্ত হয়ে শান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় হয়েছিলেন, এবং নিস্পৃহভাবে ভগবানের কৃপার প্রভাবে লব্ধ বস্তুর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে করতে তিনি ভক্তিযোগের প্রভাবে সমস্ত জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন

ও সমদর্শী হয়েছিলেন এবং অন্তর্যামী পরম পুরুষ ভগবান বাসুদেবের প্রতি পূর্ণ ঐকান্তিকতা লাভ করেছিলেন। এইভাবে শুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে এবং সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করে, পৃষধ্র ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছিলেন, এবং জড় অন্ধ ও বধিরের মতো জড় কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৪

এবং বৃত্তো বনং গত্বা দৃষ্ট্বা দাবাগ্নিমুত্থিতম্ ।
তেনোপযুক্তকরণো ব্রহ্ম প্রাপ পরং মুনিঃ ॥ ১৪ ॥

এবম্ বৃত্তঃ—এই প্রকার বৃত্তিপরায়ণ হয়ে; **বনম্**—বনে; **গত্বা**—গিয়ে; **দৃষ্ট্বা**—যখন তিনি দেখেছিলেন; **দাব-অগ্নিম্**—দাবানল; **উত্থিতম্**—প্রজ্বলিত; **তেন**—সেই অগ্নির দ্বারা; **উপযুক্ত-করণঃ**—দহনের দ্বারা দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি নিযুক্ত করে; **ব্রহ্ম**—চিন্ময়; **প্রাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পরম্**—পরম লক্ষ্য; **মুনিঃ**—একজন মহান ঋষির মতো।

অনুবাদ

এইরূপ ভাবাপন্ন হয়ে পৃষধ্র একজন মহান ঋষি হয়েছিলেন, এবং বনে গমন করে তিনি যখন প্রজ্বলিত দাবাগ্নি দর্শন করেছিলেন, তখন তাতে তাঁর দেহ দগ্ধ করে তিনি চিন্ময়লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।" পৃষধ্র তাঁর কর্মের ফলে পরবর্তী জীবনে শূদ্ররূপে

জন্মগ্রহণের জন্য শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু একজন মহাত্মার মতো জীবন যাপন করার ফলে, বিশেষ করে তাঁর মনকে ভগবানের চিন্তায় একাগ্রীভূত করার ফলে, তিনি শুদ্ধ ভক্ত হয়েছিলেন। অগ্নিতে তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর, তিনি চিন্ময় লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্তির প্রভাবে সেই পদ লাভ করা যায় (*মামেতি*)। ভগবানের কথা চিন্তা করার ফলে যে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন তা এতই শক্তিশালী যে, পৃষধ্র যদিও অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি ভয়ঙ্কর শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫৪) বলা হয়েছে—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি ।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা তাঁদের জড়-জাগতিক কর্মের ফলের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কিন্তু তা ছাড়া, ক্ষুদ্র কীটাণু থেকে শুরু করে ইন্দ্র পর্যন্ত সকলেই কর্মফলের অধীন। ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকার ফলে, শুদ্ধ ভক্ত এই কর্মফল থেকে নিষ্কৃতি পান।

শ্লোক ১৫

কবিঃ কনীয়ান্ বিষয়েষু নিঃস্পৃহো
বিসৃজ্য রাজ্যং সহ বন্ধুভির্বনম্ ।
নিবেশ্য চিত্তে পুরুষং স্বরোচিষং
বিবেশ কৈশোরবয়াঃ পরং গতঃ ॥ ১৫ ॥

কবিঃ—কবি নামক আর এক পুত্র; **কনীয়ান্**—যিনি ছিলেন কনিষ্ঠ; **বিষয়েষু**—জড় সুখভোগে; **নিঃস্পৃহঃ**—অনাসক্ত হয়ে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **রাজ্যম্**—তাঁর পিতার সম্পত্তি, রাজ্য; **সহ বন্ধুভিঃ**—বন্ধুগণ সহ; **বনম্**—বনে; **নিবেশ্য**—সর্বদা ধারণ করে; **চিত্তে**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **স্ব-রোচিষম্**—স্বপ্রকাশ; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **কৈশোর-বয়াঃ**—কৈশোর বয়সে; **পরম্**—চিন্ময় জগৎ; **গতঃ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি কৈশোর বয়সেই জড় সুখভোগের প্রতি নিস্পৃহ হয়েছিলেন, এবং তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে তাঁর বন্ধুগণ সহ বনে গমন করেছিলেন, এবং স্বপ্রকাশ পরম পুরুষ ভগবানকে তাঁর হৃদয় অভ্যন্তরে চিন্তা করে পরম গতি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

করূষান্মানবাদাসন্ কারূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্মবৎসলাঃ ॥ ১৬ ॥

করূষাৎ—করূষ থেকে; **মানবাৎ**—মনুর পুত্র থেকে; **আসন্**—ছিল; **কারূষাঃ**—কারূষ নামক; **ক্ষত্র-জাতয়ঃ**—ক্ষত্রিয় জাতি; **উত্তরা**—উত্তর; **পথ**—দিকের; **গোপ্তারঃ**—রাজা; **ব্রহ্মণ্যাঃ**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বিখ্যাত রক্ষক; **ধর্ম-বৎসলাঃ**—অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ।

অনুবাদ

মনুর আর এক পুত্র করূষ থেকে কারূষ নামক এক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। কারূষ ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন উত্তর দিকের রাজা। তাঁরা ধর্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির রক্ষকরূপে বিখ্যাত ছিলেন।

শ্লোক ১৭

ধৃষ্টাদ্ ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ ।
নৃগস্য বংশঃ সুমতির্ভূতজ্যোতিস্ততো বসুঃ ॥ ১৭ ॥

ধৃষ্টাৎ—ধৃষ্ট নামক মনুর আর এক পুত্র থেকে; **ধার্ষ্টম্**—ধার্ষ্ট নামক জাতি; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয় বর্ণ; **ব্রহ্ম-ভূয়ম্**—ব্রাহ্মণত্ব; **গতম্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ক্ষিতৌ**—পৃথিবীতে; **নৃগস্য**—মনুর আর এক পুত্র নৃগ থেকে; **বংশঃ**—বংশ; **সুমতিঃ**—সুমতি নামক; **ভূতজ্যোতিঃ**—ভূতজ্যোতি নামক; **ততঃ**—তারপর; **বসুঃ**—বসু নামক।

অনুবাদ

ধৃষ্ট নামক মনুর পুত্র থেকে ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়, যাঁরা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মনুর পুত্র নৃগ থেকে সুমতির জন্ম হয়। সুমতি থেকে ভূতজ্যোতি এবং ভূতজ্যোতি থেকে বসু জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ*—ধার্ষ্টরা ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। এটি নারদ মুনির নিম্নলিখিত উক্তিটির একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১১/৩৫)—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥

যদি কোন বর্ণের লক্ষণ অন্য বর্ণের মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তা হলে তাদের গুণ এবং লক্ষণের দ্বারা তাদের চিনতে হবে; যে বর্ণে বা যে বংশে তাদের জন্ম হয়েছে তার দ্বারা নয়। জন্ম মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে গুণ এবং কর্মেরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৮

বসোঃ প্রতীকস্তৎপুত্র ওঘবানোঘবৎপিতা ।
কন্যা চৌঘবতী নাম সুদর্শন উবাহ তাম্ ॥ ১৮ ॥

বসোঃ—বসুর; **প্রতীকঃ**—প্রতীক নামক; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **ওঘবান্**—ওঘবান্ নামক; **ওঘবৎ-পিতা**—যিনি ছিলেন ওঘবানের পিতা; **কন্যা**—তাঁর কন্যা; **চ**—ও; **ওঘবতী**—ওঘবতী; **নাম**—নামক; **সুদর্শনঃ**—সুদর্শন; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **তাম্**—সেই কন্যা (ওঘবতী)।

অনুবাদ

বসুর পুত্র প্রতীক, প্রতীকের পুত্র ওঘবান। ওঘবানের পুত্রের নামও ওঘবান এবং তাঁর কন্যার নাম ওঘবতী। সুদর্শন সেই কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্লোক ১৯

চিত্রসেনো নরিষ্যন্তাদৃক্ষস্তস্য সুতোঽভবৎ ।
তস্য মীঢ্বাংস্ততঃ পূর্ণ ইন্দ্রসেনস্তু তৎসুতঃ ॥ ১৯ ॥

চিত্রসেনঃ—চিত্রসেন নামক; **নরিষ্যন্তাৎ**—মনুর আর এক পুত্র নরিষ্যন্ত থেকে; **ঋক্ষঃ**—ঋক্ষ; **তস্য**—চিত্রসেনের; **সুতঃ**—পুত্র; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **তস্য**—তাঁর (ঋক্ষের); **মীঢ্বান্**—মীঢ্বান; **ততঃ**—তাঁর (মীঢ্বান) থেকে; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **ইন্দ্রসেনঃ**—ইন্দ্রসেন; **তু**—কিন্তু; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর (পূর্ণের) পুত্র।

অনুবাদ

নরিষ্যন্ত থেকে চিত্রসেন নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং তাঁর থেকে ঋক্ষ নামক পুত্রের জন্ম হয়। ঋক্ষ থেকে মীঢ্বান, মীঢ্বান থেকে পূর্ণ এবং পূর্ণ থেকে ইন্দ্রসেনের জন্ম হয়।

শ্লোক ২০

বীতিহোত্রস্ত্বিন্দ্রসেনাৎ তস্য সত্যশ্রবা অভূৎ ।
উরুশ্রবাঃ সুতস্তস্য দেবদত্তস্ততোঽভবৎ ॥ ২০ ॥

বীতিহোত্রঃ—বীতিহোত্র; **তু**—কিন্তু; **ইন্দ্রসেনাৎ**—ইন্দ্রসেন থেকে; **তস্য**—বীতিহোত্রের; **সত্যশ্রবাঃ**—সত্যশ্রবা নামক; **অভূৎ**—হয়েছিল; **উরুশ্রবাঃ**—উরুশ্রবা; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর (সত্যশ্রবার); **দেবদত্তঃ**—দেবদত্ত; **ততঃ**—উরুশ্রবা থেকে; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

ইন্দ্রসেন থেকে বীতিহোত্র, বীতিহোত্র থেকে সত্যশ্রবা, সত্যশ্রবা থেকে উরুশ্রবা এবং উরুশ্রবা থেকে দেবদত্তের জন্ম হয়।

শ্লোক ২১

ততোঽগ্নিবেশ্যো ভগবানগ্নিঃ স্বয়মভূৎ সুতঃ ।
কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতূকর্ণ্যো মহানৃষিঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ—দেবদত্ত থেকে; **অগ্নিবেশ্যঃ**—অগ্নিবেশ্য নামক একটি পুত্র; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **অগ্নিঃ**—অগ্নিদেব; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সুতঃ**—পুত্র; **কানীনঃ**—কানীন; **ইতি**—এই প্রকার; **বিখ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **জাতূকর্ণ্যঃ**—জাতূকর্ণ্য, **মহান্ ঋষিঃ**—মহান ঋষি।

অনুবাদ

দেবদত্ত থেকে অগ্নিবেশ্য জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন স্বয়ং অগ্নিদেব। এই পুত্রটি কানীন ও জাতূকর্ণ্য ঋষিরূপে বিখ্যাত হন।

তাৎপর্য

অগ্নিবেশ্য কানীন এবং জাতুকর্ণ্য নামেও পরিচিত ছিলেন।

শ্লোক ২২

ততো ব্রহ্মকুলং জাতমাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ ।
নরিষ্যন্তান্বয়ঃ প্রোক্তো দিষ্টবংশমতঃ শৃণু ॥ ২২ ॥

ততঃ—অগ্নিবেশ্য থেকে; **ব্রহ্ম-কুলম্**—একটি ব্রাহ্মণকুল; **জাতম্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **আগ্নিবেশ্যায়নম্**—আগ্নিবেশ্যায়ন নামক; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নরিষ্যন্ত**—নরিষ্যন্তের; **অন্বয়ঃ**—বংশধরগণ; **প্রোক্তঃ**—বর্ণনা করা হয়েছে; **দিষ্ট-বংশম্**—দিষ্টের বংশ; **অতঃ**—এখন; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

হে রাজন্, অগ্নিবেশ্য থেকে আগ্নিবেশ্যায়ন নামক ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হয়েছে। নরিষ্যন্তের বংশ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, এখন দিষ্টের বংশ বর্ণনা করছি, শ্রবণ কর।

শ্লোক ২৩-২৪

নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্মণা বৈশ্যতাং গতঃ ।
ভলন্দনঃ সুতস্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ ॥ ২৩ ॥
বৎসপ্রীতেঃ সুতঃ প্রাংশুস্তৎসুতং প্রমতিং বিদুঃ ।
খনিত্রঃ প্রমতেস্তস্মাচ্চাক্ষুষোঽথ বিবিংশতিঃ ॥ ২৪ ॥

নাভাগঃ—নাভাগ নামক; **দিষ্ট-পুত্রঃ**—দিষ্টের পুত্র; **অন্যঃ**—আর একজন; **কর্মণা**—কর্ম অনুসারে; **বৈশ্যতাম্**—বৈশ্যত্ব; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ভলন্দনঃ**—ভলন্দন নামক; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর (নাভাগের); **বৎসপ্রীতিঃ**—বৎসপ্রীতি নামক; **ভলন্দনাৎ**—ভলন্দন থেকে; **বৎসপ্রীতেঃ**—বৎসপ্রীতির; **সুতঃ**—পুত্র; **প্রাংশুঃ**—প্রাংশু নামক; **তৎ-সুতম্**—প্রাংশুর পুত্র; **প্রমতিম্**—প্রমতি নামক; **বিদুঃ**—জেনো; **খনিত্রঃ**—খনিত্র নামক; **প্রমতেঃ**—প্রমতি থেকে; **তস্মাৎ**—তাঁর (খনিত্র) থেকে; **চাক্ষুষঃ**—চাক্ষুষ নামক; **অথ**—এই প্রকার (চাক্ষুষ থেকে); **বিবিংশতিঃ**—বিবিংশতি নামক।

অনুবাদ

দিষ্টের নাভাগ নামে এক পুত্র ছিল। এর পরে যে নাভাগের কথা বর্ণনা করা হবে তার থেকে এই নাভাগ ভিন্ন। এই দিষ্টপুত্র নাভাগ কর্মের দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নাভাগের পুত্র ভলন্দন, ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি এবং তাঁর পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর পুত্র প্রমতি, প্রমতির পুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ এবং তাঁর পুত্র বিবিংশতি।

তাৎপর্য

মনুর এক পুত্র ক্ষত্রিয় হন, এক পুত্র ব্রাহ্মণ হন এবং অন্য এক পুত্র বৈশ্য হন। এটি নারদ মুনির উক্তি প্রতিপন্ন করে—*যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১১/৩৫)। সব সময় মনে রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জন্ম অনুসারে হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে পরিণত হতে পারেন এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে পরিণত হতে পারেন। তেমনই ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় বৈশ্যে পরিণত হতে পারেন এবং বৈশ্য ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ে পরিণত হতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*)। অতএব, মানুষ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হন না, গুণ অনুসারে হন। সমাজে ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রয়োজন। তাই, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা মানব-সমাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য কিছু লোককে ব্রাহ্মণ হওয়ার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করছি। ব্রাহ্মণেরা সমাজের মস্তকস্বরূপ, যেহেতু বর্তমান মানব-সমাজে ব্রাহ্মণদের অভাব, তাই সমাজ মস্তিষ্কবিহীন হয়ে পড়েছে। বর্তমান সময়ে যেহেতু প্রায় সকলেই শূদ্রে পরিণত হয়েছে, তাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের পথে সমাজকে পরিচালনা করার মতো কেউই নেই।

শ্লোক ২৫

বিবিংশতেঃ সুতো রম্ভঃ খনীনেত্রোঽস্য ধার্মিকঃ ।
করন্ধমো মহারাজ তস্যাসীদাত্মজো নৃপঃ ॥ ২৫ ॥

বিবিংশতেঃ—বিবিংশতি থেকে; **সুতঃ**—পুত্র; **রম্ভঃ**—রম্ভ নামক; **খনীনেত্রঃ**—খনীনেত্র নামক; **অস্য**—রম্ভের; **ধার্মিকঃ**—অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ; **করন্ধমঃ**—করন্ধম নামক; **মহারাজ**—হে রাজন্; **তস্য**—তাঁর (খনীনেত্রের); **আসীৎ**—ছিল; **আত্মজঃ**—পুত্র; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

বিবিংশতির পুত্র রম্ভ, রম্ভের পুত্র পরম ধার্মিক খনীনেত্র। হে রাজন্, এই খনীনেত্রের পুত্র রাজা করন্ধম।

শ্লোক ২৬

তস্যাবীক্ষিৎ সুতো যস্য মরুত্তশ্চক্রবর্ত্যভূৎ ।
সংবর্তোঽযাজয়দ্ যং বৈ মহাযোগ্যঙ্গিরঃসুতঃ ॥ ২৬ ॥

তস্য—তাঁর (করন্ধমের); **অবীক্ষিৎ**—অবীক্ষিৎ নামক; **সুতঃ**—পুত্র; **যস্য**—যাঁর (অবীক্ষিতের); **মরুত্তঃ**—মরুত্ত নামক (পুত্র); **চক্রবর্তী**—সম্রাট; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সংবর্তঃ**—সংবর্ত; **অযাজয়ৎ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন; **যম্**—যাঁকে (মরুত্তকে); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মহা-যোগী**—মহান যোগী; **অঙ্গিরঃ-সুতঃ**—অঙ্গিরার পুত্র।

অনুবাদ

করন্ধম থেকে অবীক্ষিৎ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং অবীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত, যিনি রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী সংবর্ত মরুত্তকে দিয়ে এক যজ্ঞ করিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

মরুত্তস্য যথা যজ্ঞো ন তথান্যোঽস্তি কশ্চন ।
সর্বং হিরণ্ময়ং ত্বাসীদ্ যৎ কিঞ্চিচ্চাস্য শোভনম্ ॥ ২৭ ॥

মরুত্তস্য—মরুত্তের; **যথা**—যেমন; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **ন**—না; **তথা**—তেমন; **অন্যঃ**—অন্য কোন; **অস্তি**—আছে; **কশ্চন**—কোন কিছু; **সর্বম্**—সব কিছু;

হিরণ্ময়ম্—স্বর্ণনির্মিত; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আসীৎ**—ছিল; **যৎ কিঞ্চিৎ**—তার যা কিছু; **চ**—এবং; **অস্য**—মরুত্তের; **শোভনম্**—অত্যন্ত সুন্দর।

অনুবাদ

রাজা মরুত্তের যজ্ঞের মতো আর কোন যজ্ঞ হয়নি। তাঁর যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী ছিল সুবর্ণময়, সুতরাং তা অত্যন্ত সুন্দর ছিল।

শ্লোক ২৮

অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারো বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ ॥ ২৮ ॥

অমাদ্যৎ—মত্ত হয়েছিলেন; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **সোমেন**—সোমরস পানের দ্বারা; **দক্ষিণাভিঃ**—প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়ে; **দ্বিজাতয়ঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **মরুতঃ**—বায়ুগণ; **পরিবেষ্টারঃ**—খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন; **বিশ্বেদেবাঃ**—বিশ্বদেবগণ; **সভাসদঃ**—সভাসদগণ।

অনুবাদ

সেই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান করে মত্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে বায়ুর দেবতাগণ খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন এবং বিশ্বদেবগণ সভাসদ ছিলেন।

তাৎপর্য

মরুত্তের যজ্ঞে সকলেই প্রসন্ন হয়েছিলেন, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা। ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতরূপে দক্ষিণা লাভে আগ্রহী এবং ক্ষত্রিয়েরা সোমরস পানে আগ্রহী। তাই তাঁরা সকলেই প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

মরুত্তস্য দমঃ পুত্রস্তস্যাসীদ্ রাজ্যবর্ধনঃ ।
সুধৃতিস্তৎসুতো জজ্ঞে সৌধৃতেয়ো নরঃ সুতঃ ॥ ২৯ ॥

মরুত্তস্য—মরুত্তের; **দমঃ**—দম নামক; **পুত্রঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর (দমের); **আসীৎ**—ছিলেন; **রাজ্য-বর্ধনঃ**—রাজ্যবর্ধন নামক অথবা যিনি রাজ্য বর্ধিত করতে পারেন, **সুধৃতিঃ**—সুধৃতি নামক; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র (রাজ্যবর্ধনের); **জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **সৌধৃতেয়ঃ**—সুধৃতি থেকে; **নরঃ**—নর নামক; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

মরুত্তের পুত্র দম, দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন, রাজ্যবর্ধনের পুত্র সুধৃতি এবং তাঁর পুত্র নর।

শ্লোক ৩০

তৎসুতঃ কেবলস্তস্মাদ্ ধুন্ধুমান্ বেগবাংস্ততঃ ।
বুধস্তস্যাভবদ্ যস্য তৃণবিন্দুর্মহীপতিঃ ॥ ৩০ ॥

তৎ-সুতঃ—তাঁর পুত্র (নরের); **কেবলঃ**—কেবল নামক; **তস্মাৎ**—তাঁর (কেবল) থেকে; **ধুন্ধুমান্**—ধুন্ধুমান নামক এক পুত্রের জন্ম হয়; **বেগবান্**—বেগবান নামক; **ততঃ**—তাঁর (ধুন্ধুমান) থেকে; **বুধঃ**—বুধ নামক; **তস্য**—তাঁর (বেগবানের); **অভবৎ**—হয়েছিল; **যস্য**—যাঁর (বুধের); **তৃণবিন্দুঃ**—তৃণবিন্দু নামক; **মহীপতিঃ**—রাজা।

অনুবাদ

নরের পুত্র কেবল এবং তাঁর পুত্র ধুন্ধুমান, ধুন্ধুমানের পুত্র বেগবান, বেগবানের পুত্র বুধ এবং বুধের পুত্র তৃণবিন্দু। এই তৃণবিন্দু পৃথিবীর অধিপতি হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তং ভেজেঽলম্বুষা দেবী ভজনীয়গুণালয়ম্ ।
বরাপ্সরা যতঃ পুত্রাঃ কন্যা চেলবিলাভবৎ ॥ ৩১ ॥

তম্—তাঁকে (তৃণবিন্দুকে); **ভেজে**—পতিরূপে বরণ করেছিলেন; **অলম্বুষা**—অলম্বুষা নামক অপ্সরা; **দেবী**—দেবী; **ভজনীয়**—বরণীয়; **গুণ-আলয়ম্**—সমস্ত সদ্‌গুণের আলয়; **বর-অপ্সরাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ অপ্সরা; **যতঃ**—যাঁর (তৃণবিন্দু) থেকে; **পুত্রাঃ**—কয়েকজন পুত্র; **কন্যা**—একটি কন্যা; **চ**—এবং; **ইলবিলা**—ইলবিলা নামক; **অভবৎ**—জন্ম হয়েছিল।

অনুবাদ

অত্যন্ত গুণবতী অপ্সরাশ্রেষ্ঠা অলম্বুষা অনুরূপ বহু গুণসম্পন্ন তৃণবিন্দুকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে কয়েকটি পুত্র এবং ইলবিলা নামক একটি কন্যার জন্ম হয়।

শ্লোক ৩২

যস্যামুৎপাদয়ামাস বিশ্রবা ধনদং সুতম্ ।
প্রাদায় বিদ্যাং পরমামৃষির্যোগেশ্বরঃ পিতুঃ ॥ ৩২ ॥

যস্যাম্—যাঁর (ইলবিলার) গর্ভে; **উৎপাদয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **বিশ্রবাঃ**—বিশ্রবা; **ধনদম্**—ধনাধিপতি কুবের; **সুতম্**—পুত্রকে; **প্রাদায়**—লাভ করে; **বিদ্যাম্**—তত্ত্বজ্ঞান; **পরমাম্**—পরম; **ঋষিঃ**—মহর্ষি; **যোগ-ঈশ্বরঃ**—যোগেশ্বর; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার কাছ থেকে।

অনুবাদ

মহাযোগী ঋষি বিশ্রবা তাঁর পিতার কাছ থেকে তত্ত্ববিদ্যা লাভ করে, ইলবিলার গর্ভে ধনাধিপতি কুবের নামক পুত্র উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৩৩

বিশালঃ শূন্যবন্ধুশ্চ ধূম্রকেতুশ্চ তৎসুতাঃ ।
বিশালো বংশকৃদ্ রাজা বৈশালীং নির্মমে পুরীম্ ॥ ৩৩ ॥

বিশালঃ—বিশাল নামক; **শূন্যবন্ধুঃ**—শূন্যবন্ধু নামক; **চ**—এবং; **ধূম্রকেতুঃ**—ধূম্রকেতু নামক; **চ**—ও; **তৎ-সুতাঃ**—তৃণবিন্দুর পুত্র; **বিশালঃ**—সেই তিন জনের মধ্যে রাজা বিশাল; **বংশ-কৃৎ**—বংশ সৃষ্টি করেছিলেন; **রাজা**—রাজা; **বৈশালীম্**—বৈশালী নামক; **নির্মমে**—নির্মাণ করেছিলেন; **পুরীম্**—প্রাসাদ।

অনুবাদ

তৃণবিন্দুর বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু নামক তিনটি পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে বিশাল বংশ সৃষ্টি করেন এবং বৈশালী নামক পুরী নির্মাণ করেন।

শ্লোক ৩৪

হেমচন্দ্রঃ সুতস্তস্য ধূম্রাক্ষস্তস্য চাত্মজঃ ।
তৎপুত্রাৎ সংযমাদাসীৎ কৃশাশ্বঃ সহদেবজঃ ॥ ৩৪ ॥

হেমচন্দ্রঃ—হেমচন্দ্র নামক; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর (বিশালের); **ধূম্রাক্ষঃ**—ধূম্রাক্ষ নামক; **তস্য**—তাঁর (হেমচন্দ্রের); **চ**—ও; **আত্মজঃ**—পুত্র; **তৎ-পুত্রাৎ**—তাঁর

(ধূম্রাক্ষের) পুত্র থেকে; **সংযমাৎ**—সংযম নামক পুত্র থেকে; **আসীৎ**—হয়েছিল; **কৃশাশ্বঃ**—কৃশাশ্ব; **সহ**—সহ; **দেবজঃ**—দেবজ।

অনুবাদ

বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তাঁর পুত্র ধূম্রাক্ষ, ধূম্রাক্ষের পুত্র সংযম এবং সংযমের পুত্র দেবজ ও কৃশাশ্ব।

শ্লোক ৩৫-৩৬

কৃশাশ্বাৎ সোমদত্তোঽভূদ্ যোঽশ্বমেধৈরিড়স্পতিম্ ।
ইষ্ট্বা পুরুষমাপাগ্র্যাং গতিং যোগেশ্বরাশ্রিতাম্ ॥ ৩৫ ॥
সৌমদত্তিস্তু সুমতিস্তৎপুত্রো জনমেজয়ঃ ।
এতে বৈশালভূপালাস্তৃণবিন্দোর্যশোধরাঃ ॥ ৩৬ ॥

কৃশাশ্বাৎ—কৃশাশ্ব থেকে; **সোমদত্তঃ**—সোমদত্ত নামক একটি পুত্র; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি (সোমদত্ত); **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **ইড়স্পতিম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **ইষ্ট্বা**—আরাধনা করে; **পুরুষম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অগ্র্যাম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **গতিম্**—গতি; **যোগেশ্বর-আশ্রিতম্**—মহান যোগীদের স্থান; **সৌমদত্তিঃ**—সৌমদত্তের পুত্র; **তু**—কিন্তু; **সুমতিঃ**—সুমতি নামক একটি পুত্র; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর (সুমতির) পুত্র; **জনমেজয়ঃ**—জনমেজয় নামক; **এতে**—তাঁরা সকলে; **বৈশাল-ভূপালাঃ**—বৈশাল বংশের রাজা; **তৃণবিন্দোঃ যশোধরাঃ**—তৃণবিন্দুর কীর্তি রক্ষা করেছিলেন।

অনুবাদ

কৃশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করে মহাযোগীদের প্রাপ্য অতি উত্তম গতি লাভ করেছিলেন। সোমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র জনমেজয়। বিশাল রাজার বংশোদ্ভূত রাজারা তৃণবিন্দুর কীর্তি রক্ষা করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'মনুপুত্রদের বংশ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

তৃতীয় অধ্যায়

সুকন্যা এবং চ্যবন মুনির বিবাহ

এই অধ্যায়ে মনুর আর এক পুত্র শর্যাতির বংশ বিবরণ এবং সুকন্যা ও রেবতীর আখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

বেদজ্ঞ শর্যাতি অঙ্গিরাদের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের কৃত্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। একদিন শর্যাতি সুকন্যা নামক তাঁর কন্যা সহ চ্যবন মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে সুকন্যা বল্মীকের গর্তে দুটি জ্যোতির্ময় পদার্থ দেখে, ঘটনাক্রমে সেই দুটি জ্যোতির্ময় পদার্থ বিদ্ধ করেন। বিদ্ধ করা মাত্রই সেই গর্ত থেকে রক্ত নিঃসৃত হতে থাকে। এদিকে রাজা শর্যাতি এবং তাঁর সঙ্গীগণের মল-মূত্র বন্ধ হয়ে যায়। তার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রাজা জানতে পারেন যে, সুকন্যাই সেই দুর্ভাগ্যের কারণ। তখন তিনি বহু স্তবের দ্বারা চ্যবন মুনিকে সন্তুষ্ট করেন, এবং অতি বৃদ্ধ মুনির অভিপ্রায় অনুসারে তাঁকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করেন।

একদিন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে, মুনি তাঁদের অনুরোধ করেন তাঁকে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দিতে। চ্যবন মুনির অনুরোধে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মুনিকে নিয়ে একটি হ্রদে প্রবেশ করেন। সেই হ্রদ থেকে তাঁরা যখন বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁরা তিনজনই সমান রূপ ও যৌবনসম্পন্ন হন। তখন সুকন্যা তাঁর স্বামীকে চিনতে না পেরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্বামী মনে করে তাঁদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার সতীত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর পতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর চ্যবন মুনি শর্যাতিকে দিয়ে সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করার অধিকার প্রদান করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তার ফলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু তিনি শর্যাতির কোন ক্ষতি করতে পারেননি। এই সময় থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় যজ্ঞে সোমরসের ভাগ গ্রহণে সমর্থ হন।

শর্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত এবং ভূরিষেণ নামক তিনটি পুত্র হয়। আনর্তের পুত্র রেবত। রেবতের একশত পুত্রের মধ্যে ককুদ্মী ছিলেন জ্যেষ্ঠ। এই ককুদ্মী ব্রহ্মার উপদেশে তাঁর কন্যা রেবতীকে বিষ্ণুতত্ত্বের মূল বলদেবকে দান করেন। তারপর ককুদ্মী গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে তপস্যা করার জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

শর্যাতির্মানবো রাজা ব্রহ্মিষ্ঠঃ সম্বভূব হ ।
যো বা অঙ্গিরসাং সত্রে দ্বিতীয়মহরূচিবান্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **শর্যাতিঃ**—শর্যাতি নামক রাজা; **মানবঃ**—মনুর পুত্র; **রাজা**—শাসক; **ব্রহ্মিষ্ঠঃ**—বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ; **সম্বভূব হ**—তাই তিনি হয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি; **বা**—অথবা; **অঙ্গিরসাম্**—অঙ্গিরার বংশধরদের; **সত্রে**—যজ্ঞে; **দ্বিতীয়ম্ অহঃ**—দ্বিতীয় দিনের কর্তব্য; **ঊচিবান্**—বর্ণনা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! মনুর আর এক পুত্র শর্যাতি ছিলেন পূর্ণরূপে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত রাজা। তিনি অঙ্গিরার বংশধরদের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের কর্তব্য কর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

সুকন্যা নাম তস্যাসীৎ কন্যা কমললোচনা ।
তয়া সার্ধং বনগতো হ্যগমচ্চ্যবনাশ্রমম্ ॥ ২ ॥

সুকন্যা—সুকন্যা; **নাম**—নামক; **তস্য**—তাঁর (শর্যাতির); **আসীৎ**—ছিল; **কন্যা**—একটি কন্যা; **কমল-লোচনা**—কমলনয়না; **তয়া সার্ধম্**—তাঁকে সঙ্গে নিয়ে; **বন-গতঃ**—বনে প্রবেশ করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অগমৎ**—গিয়েছিলেন; **চ্যবন-আশ্রমম্**—চ্যবন মুনির আশ্রমে।

অনুবাদ

শর্যাতির সুকন্যা নামক এক অতি সুন্দরী কমলনয়না কন্যা ছিল। সেই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করে, রাজা শর্যাতি চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

সা সখীভিঃ পরিবৃতা বিচিন্বন্ত্যঙ্ঘ্রিপান্ বনে ।
বল্মীকরন্ধ্রে দদৃশে খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী ॥ ৩ ॥

সা—সেই সুকন্যা; **সখীভিঃ**—তাঁর সখীদের দ্বারা; **পরিবৃতা**—পরিবৃত হয়ে; **বিচিন্বন্তী**—সংগ্রহ করে; **অঙ্ঘ্রিপান্**—গাছ থেকে ফুল এবং ফল; **বনে**—বনে; **বল্মীক-রন্ধ্রে**—বল্মীকের গর্তে; **দদৃশে**—দর্শন করেছিলেন; **খদ্যোতে**—দুটি জোনাকির মতো; **ইব**—সদৃশ; **জ্যোতিষী**—দুটি জ্যোতির্ময় পদার্থ।

অনুবাদ

সেই সুকন্যা যখন সখীগণ পরিবেষ্টিতা হয়ে বনে গাছ থেকে ফল আহরণ করছিলেন, তখন তিনি একটি বল্মীকের গর্তে জোনাকির মতো দুটি জ্যোতি দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪

তে দৈবচোদিতা বালা জ্যোতিষী কণ্টকেন বৈ ।
অবিধ্যন্মুগ্ধভাবেন সুস্রাবাসৃক্ ততো বহিঃ ॥ ৪ ॥

তে—সেই দুটি; **দৈব-চোদিতা**—যেন দৈবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে; **বালা**—সেই যুবতী কন্যা; **জ্যোতিষী**—সেই বল্মীকের গর্তে জ্যোতির্ময় পদার্থ দুটি; **কণ্টকেন**—কণ্টকের দ্বারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **অবিধ্যৎ**—বিদ্ধ করেছিলেন; **মুগ্ধ-ভাবেন**—যেন অজ্ঞানতাবশত; **সুস্রাব**—নির্গত হয়েছিল; **অসৃক্**—রক্ত; **ততঃ**—সেখান থেকে; **বহিঃ**—বাইরে।

অনুবাদ

দৈবের প্রেরণাবশতই যেন সেই কন্যা মুগ্ধা হয়ে একটি কাঁটার দ্বারা সেই জ্যোতির্ময় পদার্থ দুটি বিদ্ধ করেছিলেন, এবং বিদ্ধ হওয়া মাত্রই সেখান থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগল।

শ্লোক ৫

শকৃন্মূত্রনিরোধোঽভূৎ সৈনিকানাং চ তৎক্ষণাৎ ।
রাজর্ষিস্তমুপালক্ষ্য পুরুষান্ বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

শকৃৎ—মল; **মূত্র**—এবং মূত্রের; **নিরোধঃ**—নিরোধ; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সৈনিকানাম্**—সমস্ত সৈনিকদের; **চ**—এবং; **তৎক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **রাজর্ষিঃ**—রাজা;

তম্ উপালক্ষ্য—তা দর্শন করে; **পুরুষান্**—তাঁর অনুচরদের; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হয়ে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

তৎক্ষণাৎ শর্যাতির সৈন্যদের মল-মূত্র নিরুদ্ধ হয়েছিল। তা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে শর্যাতি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন।

শ্লোক ৬

অপ্যভদ্রং ন যুষ্মাভির্ভার্গবস্য বিচেষ্টিতম্ ।
ব্যক্তং কেনাপি নস্তস্য কৃতমাশ্রমদূষণম্ ॥ ৬ ॥

অপি—ও; **অভদ্রম্**—কোন অপরাধ; **নঃ**—আমাদের মধ্যে; **যুষ্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **ভার্গবস্য**—চ্যবন মুনির; **বিচেষ্টিতম্**—করা হয়েছে; **ব্যক্তম্**—এখন তা স্পষ্ট হয়েছে; **কেন অপি**—কারও দ্বারা; নঃ—আমাদের মধ্যে; **তস্য**—তাঁর (চ্যবন মুনির); **কৃতম্**—করা হয়েছে; **আশ্রম-দূষণম্**—আশ্রমকে কলুষিত করেছে।

অনুবাদ

কি আশ্চর্য! আমাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনির কোন অনিষ্ট করেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন এই আশ্রমকে কলুষিত করেছে।

শ্লোক ৭

সুকন্যা প্রাহ পিতরং ভীতা কিঞ্চিৎ কৃতং ময়া ।
দ্বে জ্যোতিষী অজানন্ত্যা নির্ভিন্নে কণ্টকেন বৈ ॥ ৭ ॥

সুকন্যা—সুকন্যা নামক বালিকা; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **পিতরম্**—তাঁর পিতাকে; **ভীতা**—ভীতা হয়ে; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দ্বে**—দুটি; **জ্যোতিষী**—জ্যোতির্ময় পদার্থ; **অজানন্ত্যা**—অজ্ঞানতাবশত; **নির্ভিন্নে**—বিদ্ধ করেছি; **কণ্টকেন**—কণ্টকের দ্বারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

সুকন্যা তখন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, "আমি কিছু অন্যায় করেছি, কারণ আমি না জেনে একটি কণ্টকের দ্বারা দুটি জ্যোতি বিদীর্ণ করেছি।"

শ্লোক ৮

দুহিতুস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা শর্যাতির্জাতসাধ্বসঃ ।
মুনিং প্রসাদয়ামাস বল্মীকান্তর্হিতং শনৈঃ ॥ ৮ ॥

দুহিতুঃ—তাঁর কন্যার; **তৎ বচঃ**—সেই কথা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **শর্যাতিঃ**—রাজা শর্যাতি; **জাত-সাধ্বসঃ**—ভীত হয়েছিলেন; **মুনিম্**—চ্যবন মুনিকে; **প্রসাদয়াম্ আস**—প্রসন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন; **বল্মীক-অন্তর্হিতম্**—যিনি বল্মীকের ভিতরে বসেছিলেন; **শনৈঃ**—ক্রমশ।

অনুবাদ

তাঁর কন্যার সেই উক্তি শ্রবণ করে রাজা শর্যাতি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, এবং তিনি নানাভাবে স্তবস্তুতির দ্বারা বল্মীকের মধ্যে অবস্থিত চ্যবন মুনিকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ৯

তদভিপ্রায়মাজ্ঞায় প্রাদাদ্ দুহিতরং মুনেঃ ।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তস্তমামন্ত্র্য পুরং প্রায়াৎ সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥ ॥

তৎ—চ্যবন মুনির; **অভিপ্রায়ম্**—উদ্দেশ্য; **আজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **প্রাদাৎ**—সমর্পণ করেছিলেন; **দুহিতরম্**—তাঁর কন্যাকে; **মুনেঃ**—চ্যবন মুনিকে; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **মুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **তম্**—সেই মুনির; **আমন্ত্র্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **পুরম্**—তাঁর প্রাসাদে; **প্রায়াৎ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **সমাহিতঃ**—অত্যন্ত চিন্তামগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

সংযত চিত্ত শর্যাতি চ্যবন মুনির অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, তাঁকে তাঁর কন্যা সমর্পণ করেছিলেন, এবং অতি কষ্টে বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে মুনির অনুমতি গ্রহণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা তাঁর কন্যার বাক্য শ্রবণ করে মহর্ষি চ্যবনকে বলেছিলেন কিভাবে তাঁর কন্যা অজ্ঞাতসারে সেই অপরাধ করেছিলেন। মুনি তখন রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন

তার কন্যার বিবাহ হয়েছে কি না। রাজা এইভাবে চ্যবন মুনির মনের কথা বুঝতে পেরে (*তদভিপ্রায়মাজ্ঞায়*), তৎক্ষণাৎ মুনিকে তাঁর কন্যা দান করে অভিশপ্ত হওয়ার বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে সেই মুনির অনুমতি গ্রহণ করে রাজা গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

সুকন্যা চ্যবনং প্রাপ্য পতিং পরমকোপনম্ ।
প্রীণয়ামাস চিত্তজ্ঞা অপ্রমত্তানুবৃত্তিভিঃ ॥ ১০ ॥

সুকন্যা—মহারাজ শর্যাতির কন্যা সুকন্যা; **চ্যবনম্**—মহর্ষি চ্যবন মুনিকে; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **পতিম্**—পতিরূপে; **পরম-কোপনম্**—অত্যন্ত উগ্র স্বভাব; **প্রীণয়াম্ আস**—তাঁর প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন; **চিত্ত-জ্ঞা**—তাঁর পতির মনের ভাব অবগত হয়ে; **অপ্রমত্তা অনুবৃত্তিভিঃ**—অত্যন্ত সাবধানে তাঁর সেবা সম্পাদন করে।

অনুবাদ

অত্যন্ত উগ্র স্বভাব চ্যবন মুনিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ায় সুকন্যা তাঁর হৃদয়গত ভাব অবগত হয়ে, অত্যন্ত সাবধানে সেই অনুসারে কার্য করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এটি পতি-পত্নীর সম্পর্কের একটি দৃষ্টান্ত। চ্যবন মুনির মতো ব্যক্তি সর্বদাই শ্রেষ্ঠ পদে থাকতে চান। এই ধরনের ব্যক্তি কখনও কারও অধীন হতে পারেন না। তাই চ্যবন মুনির স্বভাব ছিল অত্যন্ত উগ্র। তাঁর পত্নী সুকন্যা তাঁর মনোভাব বুঝতে পারতেন, এবং সেই অনুসারে তিনি আচরণ করতেন। কোন পত্নী যদি তার পতির সঙ্গে সুখে থাকতে চায়, তা হলে তাকে তার পতির মনোভাব বুঝে তাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করা উচিত। এটি নারীর গৌরব। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের আচরণেও তা দেখা যায়; যদিও তাঁরা সকলেই ছিলেন রাজকন্যা, তবুও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দাসীর মতো আচরণ করতেন। নারী যতই মহান হোন না কেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এইভাবে তাঁর পতির সেবা করা; অর্থাৎ, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পতির আদেশ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা এবং সর্ব অবস্থাতেই তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা। তা হলে তাঁর জীবন সার্থক হবে। পত্নী যখন পতির মতো উগ্র স্বভাব হয়, তখন তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং চরমে তাদের বিচ্ছেদ হয়। আধুনিক যুগে

পত্নীরা মোটেই পতির অনুগত নয়, এবং তার ফলে সহজেই তাদের গৃহস্থজীবন ভেঙ্গে যায়। হয় পতি নতুবা পত্নী বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনের সুযোগ নেয়। বৈদিক নীতি অনুসারে কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ বলে কোন আইন নেই, এবং স্ত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয় কিভাবে পতির ইচ্ছার অনুবর্তী হতে হয়। পাশ্চাত্যের মানুষেরা মনে করে যে, এটি পত্নীর দাসত্বের মনোভাব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়; এটি পতির হৃদয় জয় করার কৌশল, তা সেই পতি যতই উগ্র স্বভাব অথবা নিষ্ঠুর হোক না কেন। এই ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, চ্যবন মুনি যুবক ছিলেন না, তিনি সুকন্যার পিতামহ হওয়ার যোগ্য ছিলেন এবং তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত কোপন, কিন্তু তবুও সুন্দরী রাজকন্যা সুকন্যা তাঁর বৃদ্ধ পতির অনুগত হয়ে সর্বতোভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে তিনি ছিলেন একজন পতিব্রতা সতী নারী।

শ্লোক ১১

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য নাসত্যাবাশ্রমাগতৌ।
তৌ পূজয়িত্বা প্রোবাচ বয়ো মে দত্তমীশ্বরৌ ॥ ১১ ॥

কস্যচিৎ—কিছু (কাল) পরে; **তু**—কিন্তু; **অথ**—এইভাবে; **কালস্য**—সময় অতিবাহিত হলে; **নাসত্যৌ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **আশ্রম**—চ্যবন মুনির আশ্রমে; **আগতৌ**—এসেছিলেন; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **পূজয়িত্বা**—শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে; **প্রোবাচ**—বলেছিলেন; **বয়ঃ**—যৌবন; **মে**—আমাকে; **দত্তম্**—দয়া করে দান করুন; **ঈশ্বরৌ**—কারণ আপনারা দুজনে তা করতে সমর্থ।

অনুবাদ

তারপর, কিছুকাল গত হলে, স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। চ্যবন মুনি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পূজা করে, তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে যৌবনত্ব প্রদান করতে, কারণ তাঁরা যৌবন দানে সমর্থ ছিলেন।

তাৎপর্য

স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় অতি বৃদ্ধকে পর্যন্ত যৌবন দান করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, মহান যোগীরা তাঁদের যোগশক্তির বলে মৃতদেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারেন, যদি সেই দেহ অক্ষুণ্ণ থাকে। শুক্রাচার্যের বলি মহারাজের সৈন্যদের

পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মৃতদেহে প্রাণ অথবা বৃদ্ধ দেহে যৌবন ফিরিয়ে আনতে পারে না, কিন্তু এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করার মাধ্যমে এই প্রকার চিকিৎসা সম্ভব। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ধন্বন্তরির মতো আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী। জড় বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগেই এখনও অপূর্ণতা রয়ে গেছে, এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি লাভের জন্য তাদের বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে। জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া। এই সিদ্ধি লাভ করতে হলে *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য, যা হচ্ছে বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ব ফল (*নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্*)।

শ্লোক ১২

গ্রহং গ্রহীষ্যে সোমস্য যজ্ঞে বামপ্যসোমপোঃ ।
ক্রিয়তাং মে বয়ো রূপং প্রমদানাং যদীপ্সিতম্ ॥ ১২ ॥

গ্রহম্—পূর্ণ পাত্র; **গ্রহীষ্যে**—আমি প্রদান করব; **সোমস্য**—সোমরসের; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **বাম্**—আপনাদের দুজনকে; **অপি**—যদিও; **অসোম-পোঃ**—সোমরস পানে বঞ্চিত আপনাদের দুজনের; **ক্রিয়তাম্**—করুন; **মে**—আমার; **বয়ঃ**—যৌবন; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **প্রমদানাম্**—স্ত্রীজাতির; **যৎ**—যা; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত।

অনুবাদ

চ্যবন মুনি বললেন—যদিও আপনারা যজ্ঞে সোমরস পানে বঞ্চিত, আমি আপনাদের সোমরসপূর্ণ পাত্র প্রদান করব। দয়া করে আপনারা আমাকে রূপ এবং যৌবন সম্পাদন করে দিন, কারণ তা যুবতী রমণীদের আকৃষ্ট করে।

শ্লোক ১৩

বাঢ়মিত্যূচতুর্বিপ্রমভিনন্দ্য ভিষক্তমৌ ।
নিমজ্জতাং ভবানস্মিন্ হ্রদে সিদ্ধবিনির্মিতে ॥ ১৩ ॥

বাঢ়ম্—হ্যাঁ, আমরা তাই করব; **ইতি**—এইভাবে; **ঊচতুঃ**—চ্যবন মুনির প্রস্তাব অঙ্গীকার করে তাঁরা উভয়ে উত্তর দিয়েছিলেন; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণ চ্যবন মুনিকে; **অভিনন্দ্য**—তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে; **ভিষক্-তমৌ**—চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ

অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **নিমজ্জতাম্**—নিমগ্ন হোন; **ভবান্**—আপনি; **অস্মিন্**—এই; **হ্রদে**—সরোবরে; **সিদ্ধ-বিনির্মিতে**—যা বিশেষ করে সর্বপ্রকার সিদ্ধি লাভের জন্য।

অনুবাদ

চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে চ্যবন মুনির প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, "এই সিদ্ধ সরোবরে আপনি নিমগ্ন হোন।" (এই সরোবরে যে স্নান করে তার বাসনা পূর্ণ হয়)।

শ্লোক ১৪

ইত্যুক্তো জরয়া গ্রস্তদেহো ধমনিসন্ততঃ ।
হ্রদং প্রবেশিতোঽশ্বিভ্যাং বলীপলিতবিগ্রহঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি উক্তঃ—এইভাবে বলে; **জরয়া**—বার্ধক্য এবং জরার দ্বারা; **গ্রস্ত-দেহঃ**—এইভাবে আক্রান্ত দেহ; **ধমনি-সন্ততঃ**—যাঁর দেহের সর্বত্র ধমনীগুলি দেখা যাচ্ছিল; **হ্রদম্**—হ্রদে; **প্রবেশিতঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **অশ্বিভ্যাম্**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সাহায্যে; **বলী-পলিত-বিগ্রহঃ**—লোলচর্ম এবং শুভ্র কেশ সমন্বিত যাঁর দেহ।

অনুবাদ

এই কথা বলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জরাজীর্ণ শরীর বলীপলিত দেহ অতি বৃদ্ধ চ্যবন মুনিকে নিয়ে হ্রদে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

চ্যবন মুনি এত বৃদ্ধ ছিলেন যে, তিনি একা হ্রদে প্রবেশ করতে পারতেন না। তাই অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে দুদিক থেকে ধরে তিনজনই হ্রদে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থুরপীব্যা বনিতাপ্রিয়াঃ ।
পদ্মস্রজঃ কুণ্ডলিনস্তুল্যরূপাঃ সুবাসসঃ ॥ ১৫ ॥

পুরুষাঃ—পুরুষ; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **উত্তস্থুঃ**—(হ্রদ থেকে) উঠে এলেন; **অপীব্যাঃ**—অত্যন্ত সুন্দর; **বনিতা-প্রিয়াঃ**—রমণীদের কাছে পুরুষ যেভাবে অত্যন্ত

আকর্ষণীয় হন; **পদ্ম-স্রজঃ**—পদ্মফুলের মালায় শোভিত; **কুণ্ডলিনঃ**—কুণ্ডলধারী; **তুল্য-রূপাঃ**—তাঁদের সকলের দেহের আকৃতি একই রকম; **সু-বাসসঃ**—অতি সুন্দর বসনে ভূষিত।

অনুবাদ

তারপর, সেই হ্রদ থেকে অতি সুন্দর তিনজন পুরুষ উঠে এলেন। তাঁরা পরম সুন্দর পদ্মমালা, কুণ্ডল এবং সুন্দর বসনে ভূষিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন সমান সৌন্দর্য বিশিষ্ট।

শ্লোক ১৬

তান্ নিরীক্ষ্য বরারোহা সরূপান্ সূর্যবর্চসঃ ।
অজানতী পতিং সাধ্বী অশ্বিনৌ শরণং যযৌ ॥ ১৬ ॥

তান্—তাঁদের; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বর-আরোহা**—সেই সুন্দরী সুকন্যা; **সরূপান্**—তাঁরা সকলেই সমান সুন্দর; **সূর্য-বর্চসঃ**—সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় দেহ সমন্বিত; **অজানতী**—না জেনে; **পতিম্**—তাঁর পতি; **সাধ্বী**—সেই সতী; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনীকুমারদের; **শরণম্**—শরণ; **যযৌ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই পতিব্রতা সুন্দরী সুকন্যা কে যে অশ্বিনীকুমার এবং কে তাঁর পতি তা বুঝতে পারলেন না, কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন সমান সুন্দর। কে তাঁর পতি তা বুঝতে না পেরে, তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সুকন্যা তাঁদের মধ্যে যে কোন একজনকে তাঁর পতিরূপে মনোনীত করতে পারতেন, কারণ তাঁদের পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা, তাই তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন যাতে তাঁরা তাঁকে বলে দেন কে তাঁর প্রকৃত পতি। সতী তাঁর পতি ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে বরণ করেন না, তা তিনি যতই সুন্দর এবং গুণবান হোন না কেন।

শ্লোক ১৭

দর্শয়িত্বা পতিং তস্যৈ পাতিব্রত্যেন তোষিতৌ ।
ঋষিমামন্ত্র্য যযতুর্বিমানেন ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৭ ॥

দর্শয়িত্বা—দেখিয়ে দিয়ে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **তস্যৈ**—সুকন্যাকে; **পাতি-ব্রত্যেন**—তাঁর গভীর পাতিব্রত্যের ফলে; **তোষিতৌ**—তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **ঋষিম্**—চ্যবন মুনিকে; **আমন্ত্র্য**—তাঁর অনুমতি নিয়ে; **যযতুঃ**—তাঁরা চলে গিয়েছিলেন; **বিমানেন**—তাঁদের নিজেদের বিমানে; **ত্রিবিষ্টপম্**—স্বর্গলোকে।

অনুবাদ

অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্য-ধর্ম দর্শন করে তাঁর প্রতি বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন, এবং তাঁর পতিকে দেখিয়ে দিয়ে ও চ্যবন মুনির অনুমতি নিয়ে তাঁরা তাঁদের বিমানে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

যক্ষ্যমাণোঽথ শর্যাতিশ্চ্যবনস্যাশ্রমং গতঃ ।
দদর্শ দুহিতুঃ পার্শ্বে পুরুষং সূর্যবর্চসম্ ॥ ১৮ ॥

যক্ষ্যমাণঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অভিলাষী হয়ে; **অথ**—তারপর; **শর্যাতিঃ**—রাজা শর্যাতি; **চ্যবনস্য**—চ্যবন মুনির; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **গতঃ**—গিয়ে; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **দুহিতুঃ**—তাঁর কন্যার; **পার্শ্বে**—পাশে; **পুরুষম্**—একটি পুরুষ; **সূর্য-বর্চসম্**—সূর্যের মতো তেজস্বী এবং সুন্দর।

অনুবাদ

তারপর, রাজা শর্যাতি, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অভিলাষী হয়ে চ্যবন মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর কন্যার পাশে সূর্যের মতো তেজস্বী এক অতি সুন্দর যুবককে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

রাজা দুহিতরং প্রাহ কৃতপাদাভিবন্দনাম্ ।
আশিষশ্চাপ্রযুঞ্জানো নাতিপ্রীতিমনা ইব ॥ ১৯ ॥

রাজা—রাজা (শর্যাতি); **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **প্রাহ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কৃত-পাদ-অভিবন্দনাম্**—যিনি তাঁর পিতাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ করে; **চ**—এবং; **অপ্রযুঞ্জানঃ**—কন্যাকে প্রদান না করে; **ন**—না; **অতি-প্রীতি-মনাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

তাঁর কন্যা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেও, রাজা শর্যাতি তাঁকে আশীর্বাদ না করে অসন্তুষ্ট চিত্তে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২০

চিকীর্ষিতং তে কিমিদং পতিস্ত্বয়া
প্রলম্ভিতো লোকনমস্কৃতো মুনিঃ ।
যৎ ত্বং জরাগ্রস্তমসত্যসম্মতং
বিহায় জারং ভজসেঽমুমধ্বগম্ ॥ ২০ ॥

চিকীর্ষিতম্—যা তুমি করতে চেয়েছ; **তে**—তোমার; **কিম্ ইদম্**—কি প্রকার; **পতিঃ**—পতি; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **প্রলম্ভিতঃ**—প্রতারিত হয়েছেন; **লোক-নমস্কৃতঃ**—সকলের পূজ্য; **মুনিঃ**—এক মহান ঋষি; **যৎ**—যেহেতু; **ত্বম্**—তুমি; **জরা-গ্রস্তম্**—অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অথর্ব; **অসতি**—হে অসতি; **অসম্মতম্**—আকর্ষণীয় নয়; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **জারম্**—উপপতিকে; **ভজসে**—তুমি গ্রহণ করেছ; **অমুম্**—এই ব্যক্তি; **অধ্বগম্**—পথের ভিক্ষুকের তুল্য।

অনুবাদ

হে অসতী! তুমি কি করতে অভিলাষী হয়েছ? তুমি সর্বজনপূজ্য পরম শ্রদ্ধেয় পতিকে প্রতারণা করেছ, যেহেতু তিনি বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত, তাই তুমি অপ্রিয় পতিকে পরিত্যাগ করে এই যুবকটিকে উপপতিরূপে বরণ করেছ, যে ঠিক একটি পথের ভিক্ষুকের মতো।

তাৎপর্য

শর্যাতির এই উক্তিটি বৈদিক সংস্কৃতির মূল্য প্রদর্শন করে। ঘটনাচক্রে সুকন্যার এমন এক পতির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল যিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ। যেহেতু চ্যবন

মুনি ছিলেন জরাগ্রস্ত এবং অতি বৃদ্ধ, তাই তিনি অবশ্যই রাজা শর্যাতির সুন্দরী কন্যার উপযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পিতা চেয়েছিলেন সুকন্যা যেন তাঁর পতির অনুগত হয়। তিনি যখন তাঁর কন্যাকে অন্য কোন পুরুষকে বরণ করতে দেখেন, এমন কি সেই ব্যক্তিটি এক অতি সুন্দর যুবক হলেও, তিনি তাঁর কন্যাকে অসতী বলে তিরস্কার করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর কন্যা তাঁর পতির উপস্থিতিতে অন্য আর একটি পুরুষকে বরণ করেছেন। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে, কোন যুবতীর যদি বৃদ্ধ পতির সঙ্গেও বিবাহ হয়, তবুও তার কর্তব্য হচ্ছে শ্রদ্ধা সহকারে পতির সেবা করা। একেই বলে পাতিব্রত্য। এমন নয় যে পতিকে পছন্দ না হলে, সে তাকে ত্যাগ করে অন্য কোন পুরুষকে গ্রহণ করতে পারে। সেটি বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে, কন্যাকে তার পিতা-মাতা যে পতির হস্তে সমর্পণ করেন তাঁকেই বরণ করতে হয় এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে হয়। তাই রাজা শর্যাতি সুকন্যার পাশে এক যুবককে দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

কথং মতিস্তেঽবগতান্যথা সতাং
কুলপ্রসূতে কুলদূষণং ত্বিদম্ ।
বিভর্ষি জারং যদপত্রপা কুলং
পিতুশ্চ ভর্তুশ্চ নয়স্যধস্তমঃ ॥ ২১ ॥

কথম্—কিভাবে; **মতিঃ তে**—তোমার মতি; **অবগতা**—অধোগামী হয়েছে; **অন্যথা**—তা না হলে; **সতাম্**—অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়; **কুল-প্রসূতে**—সেই পরিবারে জাত আমার কন্যা; **কুল-দূষণম্**—কুলের কলঙ্কদায়ক; **তু**—কিন্তু; **ইদম্**—এই; **বিভর্ষি**—তুমি ভজনা করছ; **জারম্**—এক উপপতিকে; **যৎ**—যেমন; **অপত্রপা**—নির্লজ্জ; **কুলম্**—কুল; **পিতুঃ**—তোমার পিতার; **চ**—এবং; **ভর্তুঃ**—তোমার পতির; **চ**—এবং; **নয়সি**—তুমি নিয়ে যাচ্ছ; **অধঃ তমঃ**—অন্ধকার নরকে অধঃপতিত করছ।

অনুবাদ

হে কন্যা, তুমি এক সৎকুলে জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার মতি এইভাবে অধোগামী হল কিভাবে? তুমি কিভাবে নির্লজ্জের মতো এক উপপতির ভজনা করছ? তার ফলে তুমি তোমার পিতৃকুল এবং পতিকুল উভয় কুলকেই ঘোর নরকে পতিত করলে।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বৈদিক সংস্কৃতিতে সকলেই জানতেন, কোন স্ত্রী যদি তার পতির উপস্থিতিতে এক উপপতি অথবা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে, তা হলে সে পিতৃকুল এবং পতিকুল উভয় কুলেরই অধঃপতনের কারণ হয়। এই সম্পর্কে বৈদিক সংস্কৃতির নিয়ম আজও সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পরিবারে পালন করা হয়; কেবল শূদ্রেরাই এই ব্যাপারে অধঃপতিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য রমণীর পক্ষে বিবাহিত পতির উপস্থিতিতে আর একজন পতি গ্রহণ করা অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করা কিংবা উপপতি গ্রহণ করা বৈদিক সংস্কৃতিতে গর্হিত। তাই রাজা শর্যাতি যিনি চ্যবন মুনির রূপান্তরের কথা জানতেন না, তিনি তাঁর কন্যার ব্যবহার দর্শন করে আশ্চর্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

এবং ব্রুবাণং পিতরং স্ময়মানা শুচিস্মিতা ।
উবাচ তাত জামাতা তবৈষ ভৃগুনন্দনঃ ॥ ২২ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—কটুবাক্য প্রয়োগকারী; **পিতরম্**—পিতাকে; **স্ময়মানা**—সতীত্বের গর্বে গর্বিতা হয়ে; **শুচিস্মিতা**—হেসে; **উবাচ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তাত**—হে পিতা; **জামাতা**—জামাতা; **তব**—আপনার; **এষঃ**—এই যুবকটি; **ভৃগু-নন্দনঃ**—চ্যবন মুনি ছাড়া অন্য কেউ নন।

অনুবাদ

সুকন্যা কিন্তু তাঁর সতীত্বের গর্বে গর্বিতা হয়ে হেসে এই প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগকারী পিতাকে বললেন, "হে পিতঃ! আমার পার্শ্বস্থিত এই ব্যক্তিটি আপনারই জামাতা ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনি।"

তাৎপর্য

কন্যা একজন উপপতি বরণ করেছে বলে মনে করে পিতা তাকে তিরস্কার করলেও তাঁর কন্যা জানতেন যে, তিনি ছিলেন পতিব্রতা সতী, তাই তিনি হেসেছিলেন। তিনি যখন বলেছিলেন যে, তাঁর পতি চ্যবন মুনি এখন একজন যুবকে পরিণত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর সতীত্বের গর্বে গর্বিত বোধ করেছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে কথা বলার সময় হেসেছিলেন।

শ্লোক ২৩

শশংস পিত্রে তৎ সর্বং বয়োরূপাভিলম্ভনম্ ।
বিস্মিতঃ পরমপ্রীতস্তনয়াং পরিষস্বজে ॥ ২৩ ॥

শশংস—তিনি বর্ণনা করেছিলেন; **পিত্রে**—তাঁর পিতাকে; **তৎ**—তা; **সর্বম্**—সব কিছু; **বয়ঃ**—বয়সের; **রূপ**—এবং রূপের পরিবর্তন; **অভিলম্ভনম্**—(তাঁর পতির দ্বারা) কিভাবে সাধিত হয়েছিল; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হয়ে; **পরম-প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন; **তনয়াম্**—তাঁর কন্যার প্রতি; **পরিষস্বজে**—স্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন।

অনুবাদ

এই বলে সুকন্যা তাঁর পিতাকে চ্যবনের রূপ এবং যৌবন প্রাপ্তির কারণ বর্ণনা করেছিলেন। তা শুনে শর্যাতি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে কন্যাকে স্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

সোমেন যাজয়ন্ বীরং গ্রহং সোমস্য চাগ্রহীৎ ।
অসোমপোরপ্যশ্বিনোশ্চ্যবনঃ স্বেন তেজসা ॥ ২৪ ॥

সোমেন—সোমের দ্বারা; **যাজয়ন্**—যজ্ঞ করিয়েছিলেন; **বীরম্**—রাজা (শর্যাতি); **গ্রহম্**—পূর্ণ পাত্র; **সোমস্য**—সোমরসের; **চ**—ও; **অগ্রহীৎ**—প্রদান করেছিলেন; **অসোম-পোঃ**—যাঁদের সোমরস পান করার অধিকার ছিল না; **অপি**—যদিও; **অশ্বিনোঃ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের; **চ্যবনঃ**—চ্যবন মুনি; **স্বেন**—তাঁর নিজের; **তেজসা**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

চ্যবন মুনি তাঁর শক্তিবলে রাজা শর্যাতিকে দিয়ে সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যদিও সোমরস পানে অধিকার ছিল না, তবুও মুনি তাঁদের সোমরসের পূর্ণপাত্র প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

হন্তুং তমাদদে বজ্রং সদ্যোমন্যুরমর্ষিতঃ ।
সবজ্রং স্তম্ভয়ামাস ভুজমিন্দ্রস্য ভার্গবঃ ॥ ২৫ ॥

হন্তুম্—হত্যা করতে; **তম্**—তাঁকে (চ্যবন মুনিকে); **আদদে**—ইন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন; **বজ্রম্**—তাঁর বজ্র; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ, **মন্যুঃ**—মহা ক্রোধে, বিচার না করেই; **অমর্ষিতঃ**—অত্যন্ত বিচলিত হয়ে; **স-বজ্রম্**—বজ্রসহ; **স্তম্ভয়াম্ আস**—কর্মশক্তি রহিত, স্তব্ধ; **ভুজম্**—বাহু; **ইন্দ্রস্য**—ইন্দ্রের; **ভার্গবঃ**—ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনি।

অনুবাদ

ইন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে চ্যবন মুনিকে হত্যা করার জন্য তাঁর বজ্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চ্যবন মুনি তাঁর শক্তির বলে বজ্রসহ ইন্দ্রের হস্ত নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন।

শ্লোক ২৬

অন্বজানংস্ততঃ সর্বে গ্রহং সোমস্য চাশ্বিনোঃ ।
ভিষজাবিতি যৎ পূর্বং সোমাহুত্যা বহিষ্কৃতৌ ॥ ২৬ ॥

অন্বজানন্—অনুমোদিত হয়ে; **ততঃ**—তারপর; **সর্বে**—সমস্ত দেবতারা; **গ্রহম্**—পূর্ণ পাত্র; **সোমস্য**—সোমরসের; **চ**—ও; **অশ্বিনোঃ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের; **ভিষজৌ**—যদিও তাঁরা ছিলেন কেবল চিকিৎসক; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ**—যেহেতু; **পূর্বম্**—পূর্বে; **সোম-আহুত্যা**—সোমযজ্ঞের ভাগ; **বহিষ্কৃতৌ**—বঞ্চিত ছিলেন।

অনুবাদ

যদিও অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসক বলে যজ্ঞে সোমরস পানের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তবুও সেই সময় থেকে দেবতারা তাঁদের সোমরস পান করতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

উত্তানবর্হিরানর্তো ভূরিষেণ ইতি ত্রয়ঃ ।
শর্যাতেরভবন্ পুত্রা আনর্তাদ্ রেবতোঽভবৎ ॥ ২৭ ॥

উত্তানবর্হিঃ—উত্তানবর্হি; **আনর্তঃ**—আনর্ত; **ভূরিষেণঃ**—ভূরিষেণ; **ইতি**—এই প্রকার; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **শর্যাতেঃ**—রাজা শর্যাতির; **অভবন্**—উৎপাদন করেছিলেন; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **আনর্তাৎ**—আনর্ত থেকে; **রেবতঃ**—রেবত; **অভবৎ**—জন্ম হয়েছিল।

অনুবাদ

রাজা শর্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত এবং ভূরিষেণ নামক তিনটি পুত্র ছিল। আনর্ত থেকে রেবতের জন্ম হয়।

শ্লোক ২৮

সোহন্তঃসমুদ্রে নগরীং বিনির্মায় কুশস্থলীম্ ।
আস্থিতোহভুঙ্‌ক্ত বিষয়ানানর্তাদীনরিন্দম ।
তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে ককুদ্মিজ্যেষ্ঠমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

সঃ—রেবত; **অন্তঃ-সমুদ্রে**—সমুদ্রের মধ্যে; **নগরীম্**—নগরী; **বিনির্মায়**—নির্মাণ করে; **কুশস্থলীম্**—কুশস্থলী নামক; **আস্থিতঃ**—সেখানে বাস করতেন; **অভুঙ্‌ক্ত**—জড় সুখ উপভোগ করেছিলেন; **বিষয়ান্**—রাজ্য; **আনর্ত-আদীন্**—আনর্ত আদি; **অরিন্দম**—হে শত্রুনাশন মহারাজ পরীক্ষিৎ; **তস্য**—তাঁর; **পুত্র-শতম্**—একশত পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **ককুদ্মি-জ্যেষ্ঠম্**—তাঁদের মধ্যে ককুদ্মী ছিলেন জ্যেষ্ঠ; **উত্তমম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ঐশ্বর্যবান।

অনুবাদ

হে শত্রুনাশন মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামক একটি নগরী নির্মাণপূর্বক সেখানে বাস করে আনর্ত প্রভৃতি দেশ পালন করতেন। তাঁর একশত অতি উত্তম পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ককুদ্মী।

শ্লোক ২৯

ককুদ্মী রেবতীং কন্যাং স্বামাদায় বিভুং গতঃ ।
পুত্র্যাবরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মলোকমপাবৃতম্ ॥ ২৯ ॥

ককুদ্মী—রাজা ককুদ্মী; **রেবতীম্**—রেবতী নামক; **কন্যাম্**—ককুদ্মীর কন্যা; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **আদায়**—সঙ্গে নিয়ে; **বিভুম্**—ব্রহ্মার কাছে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **পুত্র্যাঃ**—তাঁর কন্যার; **বরম্**—পতি; **পরিপ্রষ্টুম্**—জিজ্ঞাসা করতে; **ব্রহ্ম-লোকম্**—ব্রহ্মলোকে; **অপাবৃতম্**—তিন গুণের অতীত।

অনুবাদ

ককুদ্মী তাঁর কন্যা রেবতীকে নিয়ে তাঁর কন্যার পতি কে হবে তা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রকৃতির তিনগুণের অতীত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা অনুসারে মনে হয় যে, ব্রহ্মার ধাম ব্রহ্মলোক জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অতীত (অপাবৃতম্)।

শ্লোক ৩০

আবর্তমানে গান্ধর্বে স্থিতোঽলব্ধক্ষণঃ ক্ষণম্ ।
তদন্ত আদ্যমানম্য স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩০ ॥

আবর্তমানে—নিযুক্ত থাকার ফলে; **গান্ধর্বে**—গন্ধর্বদের সঙ্গীত শ্রবণে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **অলব্ধ-ক্ষণঃ**—কথা বলার সময় হয়নি; **ক্ষণম্**—ক্ষণকালও; **তৎ-অন্তে**—তা যখন শেষ হয়েছিল; **আদ্যম্**—ব্রহ্মাণ্ডের আদি গুরু ব্রহ্মাকে; **আনম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **স্ব-অভিপ্রায়ম্**—তাঁর বাসনা; **ন্যবেদয়ৎ**—ককুদ্মী নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

ককুদ্মী যখন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা গন্ধর্বদের গীতবাদ্য শ্রবণ করছিলেন এবং তাই ক্ষণকালের জন্যও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় হয়নি। সেই জন্য ককুদ্মী প্রতীক্ষা করেছিলেন, এবং গীতবাদ্যের অবসানে তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রহস্য তমুবাচ হ ।
অহো রাজন্ নিরুদ্ধাস্তে কালেন হৃদি যে কৃতাঃ ॥ ৩১ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **প্রহস্য**—হেসে; **তম্**—রাজা ককুদ্মীকে; **উবাচ হ**—বলেছিলেন; **অহো**—আহা; **রাজন্**—হে রাজন্; **নিরুদ্ধাঃ**—গত হয়েছে; **তে**—তারা সকলে; **কালেন**—কালের দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **যে**—তারা সকলে; **কৃতাঃ**—তোমার জামাতারূপে যাদের তুমি স্থির করেছিলে।

অনুবাদ

তাঁর কথা শুনে পরম শক্তিমান ব্রহ্মা উচ্চহাস্য সহকারে ককুদ্মীকে বলেছিলেন, "হে রাজন্, তুমি মনে মনে যাদের তোমার জামাতারূপে স্থির করেছিলে, তারা সকলেই কালের প্রভাবে গত হয়েছে।"

শ্লোক ৩২

তৎ পুত্রপৌত্রনপ্তৃণাং গোত্রাণি চ ন শৃণ্মহে ।
কালোঽভিযাতস্ত্রিণবচতুর্যুগবিকল্পিতঃ ॥ ৩২ ॥

তৎ—সেখানে; **পুত্র**—পুত্রদের; **পৌত্র**—পৌত্রদের; **নপ্তৃণাম্**—এবং বংশধরদের; **গোত্রাণি**—গোত্র; **চ**—ও; **ন**—না; **শৃণ্মহে**—শুনতে পাবে; **কালঃ**—কাল; **অভিযাতঃ**—গত হয়েছে; **ত্রি**—তিন; **নব**—নয়; **চতুর্যুগ**—চতুর্যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি); **বিকল্পিতঃ**—পরিমিত।

অনুবাদ

সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। যাদের তুমি মনে মনে স্থির করেছিলে তারা এখন গত হয়েছে, এমন কি তাদের পুত্র, পৌত্র এবং গোত্রাদির নাম পর্যন্ত তুমি শুনতে পাবে না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মন্বন্তর হয় অথবা এক হাজার মহাযুগ হয়। ব্রহ্মা রাজা ককুদ্মীকে বলেছিলেন যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চতুর্যুগ সমন্বিত সাতাশটি মহাযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই যুগে যে সমস্ত রাজা এবং মহান ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কথা সকলে ভুলে গেছে। এইভাবে কাল অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ৩৩

তদ্ গচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ ।
কন্যারত্নমিদং রাজন্ নররত্নায় দেহি ভোঃ ॥ ৩৩ ॥

তৎ—অতএব; **গচ্ছ**—যাও; **দেব-দেব-অংশ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু যাঁর অংশ; **বলদেবঃ**—বলদেব; **মহাবলঃ**—পরম বলবান; **কন্যা-রত্নম্**—তোমার সুন্দরী কন্যাকে; **ইদম্**—এই; **রাজন্**—হে রাজন্; **নর-রত্নায়**—নিত্য যৌবনসম্পন্ন ভগবানকে; **দেহি**—প্রদান কর; **ভোঃ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, তুমি যাও, দেবদেব বিষ্ণু যাঁর অংশ সেই মহাবলী বলদেব এখন সেখানে বিরাজ করছেন, তোমার এই কন্যারত্নটি সেই পুরুষরত্নকে সমর্পণ কর।

শ্লোক ৩৪

ভুবো ভারাবতারায় ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
অবতীর্ণো নিজাংশেন পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ॥ ৩৪ ॥

ভুবঃ—পৃথিবীর; **ভার-অবতারায়**—ভার হরণ করার জন্য; **ভগবান্**—ভগবান; **ভূত-ভাবনঃ**—সমস্ত জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; **অবতীর্ণঃ**—এখন তিনি অবতরণ করেছেন; **নিজ-অংশেন**—তাঁর অংশসহ; **পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তনঃ**—কেবল তাঁর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা যিনি পূজিত হন এবং যার ফলে মানুষ পবিত্র হয়।

অনুবাদ

শ্রীবলদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষ পবিত্র হয়। তিনি যেহেতু সমস্ত জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই তিনি এখন ভূভার হরণ করার জন্য তাঁর অংশসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ৩৫

ইত্যাদিষ্টোঽভিবন্দ্যাজং নৃপঃ স্বপুরমাগতঃ ।
ত্যক্তং পুণ্যজনত্রাসাদ্ ভ্রাতৃভির্দিক্ষ্ববস্থিতৈঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **আদিষ্টঃ**—ব্রহ্মার দ্বারা আদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **অভিবন্দ্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **অজম্**—ব্রহ্মাকে; **নৃপঃ**—রাজা; **স্ব-পুরম্**—তাঁর বাসস্থানে; **আগতঃ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **ত্যক্তম্**—যা শূন্য ছিল; **পুণ্যজন**—উচ্চতর জীবদের; **ত্রাসাৎ**—ভয়ে; **ভ্রাতৃভিঃ**—তাঁর ভাইদের দ্বারা; **দিক্ষু**—বিভিন্ন দিকে; **অবস্থিতৈঃ**—অবস্থান করছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মার দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, ককুদ্মী তাঁকে প্রণাম করে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তাঁর পুরী শূন্য, কারণ তাঁর ভায়েরা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা যক্ষ আদি উচ্চতর জীবদের ভয়ে পুরী পরিত্যাগ করে চতুর্দিকে অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ৩৬

সুতাং দত্ত্বানবদ্যাঙ্গীং বলায় বলশালিনে ।
বদর্যাখ্যং গতো রাজা তপ্তুং নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৩৬ ॥

সুতাম্—তাঁর কন্যাকে; **দত্ত্বা**—সম্প্রদান করে; **অনবদ্য-অঙ্গীম্**—পরমা সুন্দরী; **বলায়**—শ্রীবলদেবকে; **বলশালিনে**—পরম শক্তিশালী; **বদরী-আখ্যম্**—বদরিকাশ্রম নামক; **গতঃ**—তিনি গিয়েছিলেন; **রাজা**—রাজা; **তপ্তুম্**—তপস্যা করার জন্য; **নারায়ণ-আশ্রমম্**—নর-নারায়ণের আশ্রমে।

অনুবাদ

তারপর রাজা তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যাকে পরম শক্তিশালী শ্রীবলদেবকে সমর্পণ করে, নর-নারায়ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তপস্যা করতে বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'সুকন্যা এবং চ্যবন মুনির বিবাহ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্থ অধ্যায়

অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্বাসা মুনির অপরাধ

এই অধ্যায়ে মহারাজ নভগ, তাঁর পুত্র নাভাগ এবং অম্বরীষ মহারাজের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

মনুর পুত্র নভগ, এবং তাঁর পুত্র নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করেন। নাভাগের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর অংশ বিবেচনা না করে নিজেদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে নেন। নাভাগ যখন গৃহে ফিরে আসেন, তখন তাঁর ভাইয়েরা তাঁদের পিতাকে তাঁর অংশরূপে নির্ধারণ করে দেন। নাভাগ তাঁর পিতার কাছে গিয়ে তাঁর ভাইয়েদের আচরণের কথা বলেন। তাঁর পিতা তাঁকে বলেন যে, তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে প্রতারণা করেছে এবং তিনি তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায়স্বরূপ অঙ্গিরোগোত্রীয় মুনিদের যজ্ঞে দুটি মন্ত্র পাঠ করতে তাঁকে উপদেশ দেন। নাভাগ তাঁর পিতার আদেশ পালন করেন, এবং তার ফলে অঙ্গিরা আদি মহর্ষিরা যজ্ঞের সমস্ত ধন তাঁকে প্রদান করেন। নাভাগকে পরীক্ষা করার জন্য মহাদেব সেই যজ্ঞভূমির ধন গ্রহণ করতে বাধা দেন, কিন্তু নাভাগের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে সমস্ত ধন দান করেন।

নাভাগ থেকে পরম ভাগবত অম্বরীষের জন্ম হয়। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, কিন্তু তিনি তাঁর ঐশ্বর্যকে অনিত্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, ঐশ্বর্যকে জীবের অধঃপতনের কারণ বলে জেনে, তিনি সেই ঐশ্বর্যের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছিলেন। এই পন্থাকে বলা হয় যুক্তবৈরাগ্য, যা ভগবানের আরাধনার প্রকৃষ্ট পন্থা। মহারাজ অম্বরীষ যেহেতু ছিলেন একজন অতুলনীয় ঐশ্বর্যশালী সম্রাট, তাই তিনি মহা আড়ম্বরে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করতেন, এবং এত ঐশ্বর্যশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পত্নী, পুত্র এবং রাজ্যের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। তিনি নিরন্তর তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছিলেন। তাই জড় ঐশ্বর্য ভোগের কি কথা, তিনি মুক্তি পর্যন্ত কামনা করতেন না।

একসময় মহারাজ অম্বরীষ একাদশী এবং দ্বাদশীব্রত পালন করে বৃন্দাবনে ভগবানের আরাধনা করছিলেন। দ্বাদশীর দিন যখন তিনি দ্বাদশীর পারণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন দুর্বাসা মুনি তাঁর গৃহে এসে অতিথি হয়েছিলেন। রাজা অম্বরীষ শ্রদ্ধা সহকারে দুর্বাসা মুনিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, এবং দুর্বাসা মুনি সেখানে মধ্যাহ্নভোজন করার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে দ্বিপ্রহরে যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর ফিরতে অনেক দেরী হয়। তখন মহারাজ অম্বরীষ দ্বাদশীর পারণের সময় চলে যাচ্ছে দেখে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে, কেবল ব্রত ভঙ্গ করার জন্য একটু জল পান করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি তাঁর যোগবলে তা জানতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে মহারাজ অম্বরীষকে তিরস্কার করতে থাকেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি, এবং অবশেষে তিনি তাঁর জটা থেকে কালাগ্নিতুল্য একটি অসুর সৃষ্টি করেছিলেন। ভগবান কিন্তু সর্বদাই তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন, এবং অম্বরীষ মহারাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি সুদর্শন চক্র প্রেরণ করেন। সুদর্শন তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নিতুল্য অসুরটিকে সংহার করে অম্বরীষ মহারাজের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ দুর্বাসার প্রতি ধাবিত হন। দুর্বাসা ভয়ে ব্রহ্মলোক, শিবলোক আদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকে গমন করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সুদর্শন চক্রের রোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন, কিন্তু ভগবান নারায়ণও বৈষ্ণব অপরাধীকে কৃপা করেন না। সেই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে হলে, যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়েছে তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই। এইভাবে নারায়ণ দুর্বাসাকে উপদেশ দিয়েছিলেন অম্বরীষ মহারাজের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নাভাগো নভগাপত্যং যং ততং ভ্রাতরঃ কবিম্ ।
যবিষ্ঠং ব্যভজন্ দায়ং ব্রহ্মচারিণমাগতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **নাভাগঃ**—নাভাগ; **নভগ-অপত্যম্**—মহারাজ নভগের পুত্র ছিলেন; **যম্**—যাঁকে; **ততম্**—পিতা; **ভ্রাতরঃ**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা;

কবিম্—বিদ্বান; **যবিষ্ঠম্**—কনিষ্ঠ; **ব্যভজন্**—বিভাগ করেছিলেন; **দায়ম্**—সম্পত্তি; **ব্রহ্মচারিণম্**—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন অবলম্বন করে; **আগতম্**—ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—নভগের পুত্র নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করেছিলেন। তাই তাঁর ভাইয়েরা মনে করেছিলেন যে, তিনি গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার জন্য আর ফিরে আসবেন না। অতএব তাঁরা তাঁর জন্য তাঁদের পিতার সম্পত্তির কোন অংশে না রেখেই নিজেদের মধ্যে তা বন্টন করে নিয়েছিলেন। নাভাগ যখন তাঁর গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের পিতাকে তাঁর সম্পত্তির অংশ বলে নির্দেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচারী দুই প্রকার। এক শ্রেণীর ব্রহ্মচারী গৃহে ফিরে এসে পত্নীর পাণি গ্রহণ করে গৃহস্থ হন, কিন্তু অন্য প্রকার ব্রহ্মচারী যাঁদের বলা হয় *বৃহদ্‌ব্রত*, তাঁরা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করার ব্রত গ্রহণ করেন। *বৃহদ্‌ব্রত* ব্রহ্মচারীরা তাঁদের গুরুগৃহ থেকে আর গৃহে ফিরে আসেন না। তাঁরা সেখানেই থাকেন এবং তারপর ব্রহ্মচর্য-আশ্রম থেকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যেহেতু নাভাগ তাঁর গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসেননি, তাই তাঁর ভাইয়েরা মনে করেছিলেন যে, তিনি *বৃহদ্‌ব্রত-ব্রহ্মচর্য* গ্রহণ করেছেন' তাই তাঁরা তাঁর জন্য তাঁদের পিতার সম্পত্তির কোন অংশ রাখেননি, এবং যখন তিনি ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের পিতাকেই তাঁর অংশরূপে প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২

ভ্রাতরোঽভাঙ্‌ক্ত কিং মহ্যং ভজাম পিতরং তব ।
ত্বাং মমার্যাস্ততাভাঙ্‌ক্ষুর্মা পুত্রক তদাদৃথাঃ ॥ ২ ॥

ভ্রাতরঃ—হে ভ্রাতাগণ; **অভাঙ্‌ক্ত**—পিতৃধনের অংশ; **কিম্**—কি; **মহ্যম্**—আমাকে; **ভজাম**—আমরা অংশরূপে নির্দিষ্ট করেছি; **পিতরম্**—পিতাকে; **তব**—তোমার অংশরূপে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **মম**—আমার; **আর্যাঃ**—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ; **তত**—হে পিতা; **অভাঙ্‌ক্ষুঃ**—অংশরূপে প্রদান করেছে; **মা**—করো না; **পুত্রক**—হে প্রিয় পুত্র; **তৎ**—এই উক্তি; **আদৃথাঃ**—গুরুত্ব।

অনুবাদ

নাভাগ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে ভ্রাতাগণ, আমার জন্য আপনারা পিতার সম্পত্তির অংশস্বরূপ কি রেখেছেন?" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা উত্তর দিয়েছিলেন, "আমরা তোমার অংশস্বরূপ আমাদের পিতাকে রেখেছি।" কিন্তু নাভাগ যখন তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পিতৃদেব, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আপনাকে আমার সম্পত্তির অংশরূপে প্রদান করেছেন," তখন তাঁর পিতা উত্তর দিয়েছিলেন, "হে বৎস! তাদের সেই উক্তি প্রতারণামূলক, তাদের সেই বাক্যে বিশ্বাস করো না। আমি তোমার সম্পত্তির অংশ নই।"

শ্লোক ৩

ইমে অঙ্গিরসঃ সত্রমাসতেঽদ্য সুমেধসঃ ।
ষষ্ঠং ষষ্ঠমুপেত্যাহঃ কবে মুহ্যন্তি কর্মণি ॥ ৩ ॥

ইমে—এই সমস্ত; **অঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরার গোত্রসম্ভূত; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **আসতে**—অনুষ্ঠান করছেন; **অদ্য**—আজ; **সুমেধসঃ**—অত্যন্ত বুদ্ধিমান; **ষষ্ঠম্**—ষষ্ঠ; **ষষ্ঠম্**—ষষ্ঠ; **উপেত্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **অহঃ**—দিন; **কবে**—হে বিদ্বানশ্রেষ্ঠ; **মুহ্যন্তি**—মোহিত হন; **কর্মণি**—সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে।

অনুবাদ

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—অঙ্গিরোগোত্রীয় ঋষিরা এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন। কিন্তু যদিও তাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তবুও তাঁরা ষষ্ঠ দিবসে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে মোহপ্রাপ্ত হয়ে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে ভুল করবেন।

তাৎপর্য

নাভাগ ছিলেন অত্যন্ত সরল হৃদয়। তাই তিনি যখন তাঁর পিতার কাছে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর পিতা তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত পরামর্শ দেন যে, তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি যেন অঙ্গিরোগোত্রীয় ঋষিদের যজ্ঞে গিয়ে তাঁদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ত্রুটির সুযোগ নেন।

শ্লোক ৪-৫

তাংস্ত্বং শংসয় সূক্তে দ্বে বৈশ্বদেবে মহাত্মনঃ ।
তে স্বর্যন্তো ধনং সত্রপরিশেষিতমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

দাস্যন্তি তেঽথ তানর্চ্ছ তথা স কৃতবান্ যথা ।
তস্মৈ দত্ত্বা যযুঃ স্বর্গং তে সত্রপরিশেষণম্ ॥ ৫ ॥

তান্—তাঁদের; **ত্বম্**—তুমি; **শংসয়**—বর্ণনা করো; **সূক্তে**—বৈদিক মন্ত্র; **দ্বে**—দুটি; **বৈশ্বদেবে**—ভগবান বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয়; **মহাত্মনঃ**—মহাত্মাদের; **তে**—তাঁরা; **স্বঃ যন্তঃ**—তাঁদের গন্তব্যস্থল স্বর্গলোকে যাওয়ার সময়; **ধনম্**—ধন; **সত্র-পরিশেষিতম্**—যজ্ঞের অবশিষ্ট; **আত্মনঃ**—তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি; **দাস্যন্তি**—দান করবেন; **তে**—তোমাকে; **অথ**—অতএব; **তান্**—তাঁদের; **অর্চ্ছ**—সেখানে যাও; **তথা**—এইভাবে (তাঁর পিতার নির্দেশ অনুসারে); **সঃ**—তিনি (নাভাগ); **কৃতবান্**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **যথা**—তাঁর পিতার উপদেশ অনুসারে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **দত্ত্বা**—দান করে; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোকে; **তে**—তাঁরা সকলে; **সত্র-পরিশেষণম্**—যজ্ঞের অবশিষ্ট।

অনুবাদ

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—তুমি সেই মহাত্মাদের কাছে যাও এবং বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুটি বৈদিক মন্ত্র বর্ণনা করো। সেই মহর্ষিরা যজ্ঞ সমাপ্ত হলে যখন স্বর্গলোকে যাবেন, তখন তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধন তোমাকে প্রদান করবেন। অতএব তুমি সেখানে যাও। নাভাগ তাঁর পিতার আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন, এবং অঙ্গিরোগোত্রীয় ঋষিরা তাঁকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করে স্বর্গে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৬

তং কশ্চিৎ স্বীকরিষ্যন্তং পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ ।
উবাচোত্তরতোঽভ্যেত্য মমেদং বাস্তুকং বসু ॥ ৬ ॥

তম্—নাভাগকে; **কশ্চিৎ**—কোন; **স্বীকরিষ্যন্তম্**—সেই মহর্ষিদের প্রদত্ত ধন তিনি যখন গ্রহণ করছিলেন; **পুরুষঃ**—এক ব্যক্তি; **কৃষ্ণ-দর্শনঃ**—কৃষ্ণবর্ণ; **উবাচ**—বলেছিলেন; **উত্তরতঃ**—উত্তর দিক থেকে; **অভ্যেত্য**—এসে; **মম**—আমার; **ইদম্**—এই সমস্ত; **বাস্তুকম্**—যজ্ঞের অবশেষ; **বসু**—সমস্ত ধন।

অনুবাদ

তারপর, নাভাগ যখন সেই ধন গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উত্তর দিক থেকে এসে তাঁকে বলেছিলেন, "এই যজ্ঞভূমির সমস্ত ধন আমার।"

শ্লোক ৭

মমেদমৃষিভির্দত্তমিতি তর্হি স্ম মানবঃ।
স্যান্নৌ তে পিতরি প্রশ্নঃ পৃষ্টবান্ পিতরং যথা ॥ ৭ ॥

মম—আমার; **ইদম্**—এই সমস্ত; **ঋষিভিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদান করা হয়েছে; **ইতি**—এই প্রকার; **তর্হি**—অতএব; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **মানবঃ**—নাভাগ; **স্যাৎ**—হোক; **নৌ**—আমাদের; **তে**—তোমার; **পিতরি**—পিতাকে; **প্রশ্নঃ**—একটি প্রশ্ন; **পৃষ্টবান্**—তিনিও জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **পিতরম্**—তাঁর পিতাকে; **যথা**—অনুরোধ অনুসারে।

অনুবাদ

নাভাগ তখন বলেছিলেন, "এই ধন আমার। ঋষিরা আমাকে এগুলি দান করেছেন। নাভাগ সেই কথা বললে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটি বললেন, "চলো, আমরা তোমার পিতার কাছে যাই এবং তাঁকে আমাদের এই মতবিরোধের মীমাংসা করতে বলি।" সেই বাক্য অনুসারে নাভাগ তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ৮

যজ্ঞবাস্তুগতং সর্বমুচ্ছিষ্টমৃষয়ঃ ক্বচিৎ।
চক্রুর্হি ভাগং রুদ্রায় স দেবঃ সর্বমর্হতি ॥ ৮ ॥

যজ্ঞ-বাস্তু-গতম্—যজ্ঞভূমির; **সর্বম্**—সব কিছু; **উচ্ছিষ্টম্**—অবশেষ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও (দক্ষযজ্ঞে); **চক্রুঃ**—করেছিলেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভাগম্**—অংশ; **রুদ্রায়**—রুদ্রকে; **সঃ**—তা; **দেবঃ**—দেবতা; **সর্বম্**—সব কিছু; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—ঋষিরা দক্ষযজ্ঞে সব কিছু রুদ্রের অংশ বলে বিবেচনা করে তাঁকে তা নিবেদন করেছিলেন, তাই যজ্ঞভূমিগত সমস্ত বস্তুই শিবের।

শ্লোক ৯

নাভাগস্তং প্রণম্যাহ তবেশ কিল বাস্তুকম্ ।
ইত্যাহ মে পিতা ব্রহ্মঞ্ছিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ ৯ ॥

নাভাগঃ—নাভাগ; **তম্**—তাঁকে (রুদ্রদেবকে); **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **আহ**—বলেছিলেন; **তব**—আপনার; **ঈশ**—হে ভগবান; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **বাস্তুকম্**—যজ্ঞভূমির সব কিছুই; **ইতি**—এই প্রকার; **আহ**—বলেছিলেন; **মে**—আমার; **পিতা**—পিতা; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **শিরসা**—আমার মস্তক অবনত করে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **প্রসাদয়ে**—আমি আপনার কৃপা ভিক্ষা করছি।

অনুবাদ

তখন রুদ্রকে প্রণতি নিবেদন করে নাভাগ বলেছিলেন—হে পরমপূজ্য প্রভু! এই যজ্ঞভূমির সব কিছুই আপনার। আমার পিতা সেই কথাই আমাকে বলেছেন। এখন আমি অবনত মস্তকে আপনার কৃপা প্রার্থনা করছি।

শ্লোক ১০

যৎ তে পিতাবদদ্ ধর্মং ত্বং চ সত্যং প্রভাষসে ।
দদামি তে মন্ত্রদৃশো জ্ঞানং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১০ ॥

যৎ—যা; **তে**—তোমার; **পিতা**—পিতা; **অবদৎ**—বলেছেন; **ধর্মম্**—সত্য; **ত্বম্ চ**—তুমিও; **সত্যম্**—সত্য; **প্রভাষসে**—বলছ; **দদামি**—আমি দান করব; **তে**—তোমাকে; **মন্ত্র-দৃশঃ**—মন্ত্রজ্ঞ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ব্রহ্ম**—চিন্ময়; **সনাতনম্**—শাশ্বত।

অনুবাদ

রুদ্র বললেন—তোমার পিতা যা বলেছেন তা সত্য, এবং তুমিও সত্য কথাই বলছ। অতএব আমি মন্ত্রজ্ঞ, তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান দান করব।

শ্লোক ১১

গৃহাণ দ্রবিণং দত্তং মৎসত্রপরিশেষিতম্ ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো রুদ্রো ভগবান্ ধর্মবৎসলঃ ॥ ১১ ॥

গৃহাণ—গ্রহণ কর; **দ্রবিণম্**—সমস্ত ধন; **দত্তম্**—(আমি তোমাকে) প্রদান করলাম; **মৎ-সত্র-পরিশেষিতম্**—আমার যজ্ঞাবশিষ্ট; **ইতি উক্ত্বা**—এই কথা বলে; **অন্তর্হিতঃ**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **রুদ্রঃ**—শিব; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান দেবতা; **ধর্ম-বৎসলঃ**—ধর্মানুরাগী।

অনুবাদ

রুদ্র বলেছিলেন, "এখন তুমি এই যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধন গ্রহণ কর, কারণ আমি তোমাকে তা দান করছি।" সেই কথা বলে ধর্মানুরাগী শিব সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

য এতৎ সংস্মরেৎ প্রাতঃ সায়ং চ সুসমাহিতঃ ।
কবির্ভবতি মন্ত্রজ্ঞো গতিং চৈব তথাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতৎ**—এই ঘটনা; **সংস্মরেৎ**—স্মরণ করেন; **প্রাতঃ**—প্রভাতে; **সায়ম্ চ**—এবং সন্ধ্যাবেলায়; **সুসমাহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **কবিঃ**—বিদ্বান; **ভবতি**—হন; **মন্ত্রজ্ঞঃ**—বৈদিক মন্ত্রে অভিজ্ঞ; **গতিম্**—গতি; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তথা আত্মনঃ**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা পুরুষের মতো।

অনুবাদ

এই আখ্যানটি যিনি মনোযোগ সহকারে সকালে ও সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে বিদ্বান ও মন্ত্রতত্ত্বে অভিজ্ঞ হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেন।

শ্লোক ১৩

নাভাগাদম্বরীষোহভূন্মহাভাগবতঃ কৃতী ।
নাস্পৃশদ্ ব্রহ্মশাপোহপি যং ন প্রতিহতঃ ক্বচিৎ ॥ ১৩ ॥

নাভাগাৎ—নাভাগ থেকে; **অম্বরীষঃ**—মহারাজ অম্বরীষ; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **মহা-ভাগবতঃ**—পরম ভাগবত; **কৃতী**—অত্যন্ত সুকৃতিসম্পন্ন; **ন অস্পৃশৎ**—স্পর্শ করতে পারেনি; **ব্রহ্ম-শাপঃ অপি**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ পর্যন্ত; **যম্**—যাঁকে (অম্বরীষ মহারাজকে); **ন**—না; **প্রতিহতঃ**—বিফল; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

নাভাগ থেকে মহারাজ অম্বরীষের জন্ম হয়েছিল। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন একজন মহাভাগবত এবং সুকৃতিবান পুরুষ। যদিও তিনি এক মহা তেজস্বী ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তবুও সেই ব্রহ্মশাপ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।

শ্লোক ১৪

শ্রীরাজোবাচ

ভগবঞ্ছ্রোতুমিচ্ছামি রাজর্ষেস্তস্য ধীমতঃ ।
ন প্রাভূদ্ যত্র নির্মুক্তো ব্রহ্মদণ্ডো দুরত্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন; **ভগবন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **শ্রোতুম্ ইচ্ছামি**—আমি আপনার কাছ থেকে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি; **রাজর্ষেঃ**—রাজর্ষি অম্বরীষের; **তস্য**—তাঁর; **ধীমতঃ**—যিনি ছিলেন এমনই এক মহান ধীর ব্যক্তি; **ন**—না; **প্রাভূৎ**—করতে পারতেন; **যত্র**—যাঁর উপর (মহারাজ অম্বরীষ); **নির্মুক্তঃ**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **ব্রহ্ম-দণ্ডঃ**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ; **দুরত্যয়ঃ**—যার প্রভাব এড়ানো অসম্ভব।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে মহাত্মন্, মহারাজ অম্বরীষ নিশ্চয়ই ছিলেন অতি উন্নত চরিত্র এবং সুবুদ্ধিমান। আমি তাঁর কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত অভিশাপও তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।

শ্লোক ১৫-১৬

শ্রীশুক উবাচ

অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্ ।
অব্যয়াং চ শ্রিয়ং লব্ধ্বা বিভবং চাতুলং ভুবি ॥ ১৫ ॥
মেনেঽতিদুর্লভং পুংসাং সর্বং তৎ স্বপ্নসংস্তুতম্ ।
বিদ্বান্ বিভবনির্বাণং তমো বিশতি যৎ পুমান্ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অম্বরীষঃ**—মহারাজ অম্বরীষ; **মহা-ভাগঃ**—মহাভাগ্যবান রাজা; **সপ্ত-দ্বীপবতীম্**—সপ্তদ্বীপ সমন্বিত; **মহীম্**—সমগ্র পৃথিবী; **অব্যয়াম্ চ**—এবং অক্ষয়; **শ্রিয়ম্**—সৌন্দর্য; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **বিভবম্ চ**—এবং ঐশ্বর্য; **অতুলম্**—অসীম; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **মেনে**—তিনি স্থির করেছিলেন; **অতি-দুর্লভম্**—অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; **পুংসাম্**—বহু মানুষের; **সর্বম্**—সব কিছু (তিনি যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন); **তৎ**—তা; **স্বপ্ন-সংস্তুতম্**—স্বপ্নের মতো; **বিদ্বান্**—পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; **বিভব-নির্বাণম্**—সেই ঐশ্বর্যের বিনাশ; **তমঃ**—অজ্ঞান; **বিশতি**—পতিত হয়; **যৎ**—যে কারণে; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পরম সৌভাগ্যবান মহারাজ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর আধিপত্য এবং অক্ষয় ঐশ্বর্য ও অন্তহীন সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। যদিও এই প্রকার পদ লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ, তবুও মহারাজ অম্বরীষের তাতে একটুও আসক্তি ছিল না। কারণ তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই প্রকার সমস্ত ঐশ্বর্যই জড়-জাগতিক। স্বপ্নের মতো অলীক এই ঐশ্বর্য চরমে বিনষ্ট হয়ে যাবে। রাজা ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, কোন অভক্ত যখন এই প্রকার ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, তখন সে তমোগুণের গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে অধঃ পতিত হয়।

তাৎপর্য

ভক্তের কাছে ঐশ্বর্য নিতান্তই তুচ্ছ, কিন্তু অভক্তের কাছে সেই জড় ঐশ্বর্য দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর বন্ধনের কারণ। ভক্ত জানেন যে, এই জড় জগতের সব কিছুই অনিত্য, কিন্তু অভক্ত এই অনিত্য তথাকথিত সুখকেই সর্বস্ব বলে মনে করে আত্ম-উপলব্ধির পন্থা বিস্মৃত হয়। তার ফলে অভক্তের পক্ষে জড় ঐশ্বর্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক।

শ্লোক ১৭

বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু ।
প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎ স্মৃতম্ ॥ ১৭ ॥

বাসুদেবে—সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবকে; **ভগবতি**—ভগবানকে; **তৎ-ভক্তেষু**—তাঁর ভক্তদের; **চ**—ও; **সাধুষু**—সাধুকে; **প্রাপ্তঃ**—যিনি লাভ করেছেন; **ভাবম্**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি; **পরম্**—চিন্ময়; **বিশ্বম্**—সমগ্র জড় জগৎ; **যেন**—যার দ্বারা (চিন্ময় চেতনার দ্বারা); **ইদম্**—এই; **লোষ্ট্রবৎ**—একটি মাটির ঢেলার মতো তুচ্ছ; **স্মৃতম্**—(এই প্রকার ভক্তদের দ্বারা) গ্রহণ করা হয়।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন ভগবান শ্রীবাসুদেব এবং ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদের এক পরম ভক্ত। তাঁর এই ভক্তির প্রভাবে তিনি সমগ্র জড় জগৎকে একটি মাটির ঢেলার মতো তুচ্ছ বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ১৮-২০

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ১৮ ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্ ।
ঘ্রাণং চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ১৯ ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে ।
কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ অম্বরীষ); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মনঃ**—তাঁর মন; **কৃষ্ণ-পদ-অরবিন্দয়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে (একাগ্রীভূত); **বচাংসি**—তাঁর বাণী; **বৈকুণ্ঠ-গুণ-অনুবর্ণনে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মহিমা বর্ণনায়; **করৌ**—তাঁর হস্তদ্বয়; **হরেঃ মন্দির-মার্জন-আদিষু**—ভগবান শ্রীহরির মন্দির মার্জন আদি কার্যে; **শ্রুতিম্**—তাঁর কর্ণ; **চকার**—নিযুক্ত করেছিলেন; **অচ্যুত**—অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **সৎ-কথা-উদয়ে**—তাঁর দিব্য লীলা-বিলাসের বর্ণনা শ্রবণে; **মুকুন্দ-লিঙ্গ-আলয়-দর্শনে**—শ্রীমন্দিরে অথবা ধামে মুকুন্দের শ্রীবিগ্রহ দর্শনে; **দৃশৌ**—তাঁর চক্ষুদ্বয়; **তৎ-ভৃত্য**—শ্রীকৃষ্ণের সেবকের; **গাত্র-স্পর্শে**—অঙ্গস্পর্শে; **অঙ্গ-সঙ্গমম্**—দেহের সংস্পর্শ; **ঘ্রাণম্ চ**—এবং তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **তৎ-পাদ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের; **সরোজ**—পদ্মের; **সৌরভে**—সৌরভ আঘ্রাণে; **শ্রীমৎ-তুলস্যাঃ**—তুলসীপত্রের; **রসনাম্**—তাঁর জিহ্বা; **তৎ-অর্পিতে**—ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণে; **পাদৌ**—তাঁর পদযুগল; **হরেঃ**—ভগবানের; **ক্ষেত্র**—বৃন্দাবন, দ্বারকা আদি তীর্থক্ষেত্র; **পদ-অনুসর্পণে**—সেই সমস্ত স্থানে ভ্রমণে; **শিরঃ**—তাঁর মস্তক; **হৃষীকেশ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের; **পদ-অভিবন্দনে**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদনে; **কামম্ চ**—এবং তাঁর বাসনা; **দাস্যে**—দাসরূপে নিযুক্ত হয়ে; **ন**—না; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **কাম-কাম্যয়া**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনায়; **যথা**—যেমন; **উত্তমশ্লোক-জন-আশ্রয়া**—প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তের শরণাগত; **রতিঃ**—আসক্তি।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে, তাঁর বাণী ভগবানের মহিমা বর্ণনায়, তাঁর হস্তদ্বয় মন্দির মার্জনে, তাঁর কর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণে, তাঁর চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং মথুরা-বৃন্দাবন আদি স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দর্শনে, তাঁর স্পর্শেন্দ্রিয় ভগবদ্ভক্তের অঙ্গস্পর্শনে, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে, তাঁর রসনা কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদনে, তাঁর চরণদ্বয় তীর্থস্থান এবং ভগবানের মন্দিরে গমনে, তাঁর মস্তক ভগবানকে প্রণতি নিবেদনে এবং তাঁর কামনাকে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা সম্পাদনে, নিযুক্ত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মহারাজ অম্বরীষ তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছু কামনা করেননি। তিনি তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের বিভিন্ন সেবায় যুক্ত করেছিলেন। ভগবানের প্রতি আসক্তি লাভ করে সমস্ত জড় বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়ার এটিই পন্থা।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১) ভগবান বলেছেন—*ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ*। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের নির্দেশনায় অথবা সরাসরিভাবে ভগবানের নির্দেশনায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হয়। সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজে কখনও তা শেখা যায় না। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর নির্দেশ অনুসারে ভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা, যিনি তাঁকে তাঁর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় যুক্ত করার শিক্ষা দান করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১) ভগবান বলেছেন—*অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু*। অর্থাৎ, কেউ যদি ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে চান, তা হলে তাঁকে মহারাজ অম্বরীষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত পন্থা অনুসরণ করতে হবে। বলা হয়েছে, *হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—ভক্তির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশ বা অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা। এই শব্দগুলি এই শ্লোকগুলিতেও ব্যবহৃত হয়েছে। *অচ্যুতসৎকথোদয়ে, হৃষীকেশপদাভিবন্দনে*। *অচ্যুত* এবং *হৃষীকেশ* শব্দ দুটি *ভগবদ্গীতাতেও* ব্যবহৃত হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া কৃষ্ণকথা, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতও* কৃষ্ণকথা কারণ *শ্রীমদ্ভাগবতের* সমস্ত বর্ণনাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

শ্লোক ২১

এবং সদা কর্মকলাপমাত্মনঃ
পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে ।
সর্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং
তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ ॥ ২১ ॥

এবম্—এইভাবে (ভক্তিময় জীবন যাপন করে); **সদা**—সর্বদা; **কর্ম-কলাপম্**—ক্ষত্রিয় রাজার কর্তব্য কর্ম; **আত্মনঃ**—নিজের, ব্যক্তিগতভাবে (রাজারূপে); **পরে**—পরতত্ত্বে; **অধিযজ্ঞে**—পরম ভোক্তা পরমেশ্বরকে; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অধোক্ষজে**—জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত যিনি তাঁকে; **সর্ব-আত্ম-ভাবম্**—সর্বপ্রকার ভক্তি; **বিদধৎ**—সম্পাদন করে, নিবেদন করে; **মহীম্**—পৃথিবী; **ইমাম্**—এই; **তৎ-নিষ্ঠ**—যাঁরা ভগবানের বিশ্বস্ত ভক্ত; **বিপ্র**—এই প্রকার ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **অভিহিতঃ**—পরিচালিত; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর রাজকীয় কার্যকলাপের সমস্ত ফল পরতত্ত্ব, পরম ভোক্তা অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করে, ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে অনায়াসে পৃথিবী শাসন করতেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

মানুষ এই পৃথিবীতে শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে বাস করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক, এবং এখানে *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং শান্তির সূত্র প্রদান করেছেন—সকলেরই কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সারা জগতের পরম ঈশ্বর এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত কার্যকলাপের পরম ভোক্তারূপে জানা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান আদর্শ উপদেশ দিয়েছেন, এবং অম্বরীষ মহারাজ একজন আদর্শ রাজার মতো বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে একজন বৈষ্ণবরূপে সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ তাঁর বর্ণোচিত সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনে অত্যন্ত সুদক্ষ হলেও এবং বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী হলেও, বৈষ্ণব না হওয়া পর্যন্ত গুরু হতে পারেন না।

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

অতএব, *তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ* পদটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অম্বরীষ মহারাজ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন, কারণ কেবল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অথবা বৈদিক কর্মকাণ্ডে নিপুণ সাধারণ ব্রাহ্মণেরা উপদেশ প্রদানের যোগ্য নন।

আধুনিক যুগে লোকসভা রয়েছে যার সদস্যদের রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু অম্বরীষ মহারাজের রাজ্যের এই বর্ণনা অনুসারে রাষ্ট্র অথবা সারা পৃথিবী এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত যার উপদেষ্টামণ্ডলী হচ্ছেন সমস্ত ভক্ত ব্রাহ্মণ। এই প্রকার উপদেষ্টা বা লোকসভার সদস্যরা পেশাদারী রাজনীতিবিদ নন অথবা অজ্ঞ জনগণদের দ্বারা নির্বাচিত কোন ব্যক্তি নন। পক্ষান্তরে, তাঁরা রাজার দ্বারা মনোনীত। যখন ভগবদ্ভক্ত রাজা বা

রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং ভক্ত ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে রাজ্যশাসন করেন, তখন সকলেই শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেন। রাজা এবং তাঁর উপদেষ্টারা যখন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হন, তখন সেই রাষ্ট্রে কখনও কোন অন্যায় হতে পারে না। সমস্ত নাগরিকদের কর্তব্য ভগবানের ভক্ত হওয়া এবং তা হলে তাঁদের সৎচরিত্র আপনা থেকেই বিকশিত হবে।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"যিনি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের মধ্যে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্‌ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়?" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২) কৃষ্ণভক্ত রাজার পরিচালনায় নাগরিকেরাও কৃষ্ণভক্ত হন, এবং তখন আর রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন সংশোধন করার জন্য প্রতিদিন নতুন আইন তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। নাগরিকেরা যদি কৃষ্ণভক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেন, তা হলে তাঁরা আপনা থেকেই শান্তিপরায়ণ এবং সৎ হবেন, এবং তাঁরা যদি এমন একজন রাজার দ্বারা পরিচালিত হন যিনি ভগবদ্ভক্তের উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করেন, তখন আর সেই রাজ্য এই জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে না, তখন তা চিৎ-জগতে পরিণত হবে। তাই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের কর্তব্য অম্বরীষ মহারাজের আদর্শ শাসন-ব্যবস্থার এই বর্ণনা অনুসরণ করা।

শ্লোক ২২

ঈজেঽশ্বমেধৈরধিযজ্ঞমীশ্বরং
মহাবিভূত্যোপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ ।
ততৈর্বসিষ্ঠাসিতগৌতমাদিভি-
র্ধন্বন্যভিস্রোতমসৌ সরস্বতীম্ ॥ ২২ ॥

ঈজে—পূজিত; **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **অধিযজ্ঞম্**—সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহা-বিভূত্যা**—মহা ঐশ্বর্যের দ্বারা; **উপচিত-অঙ্গ-দক্ষিণৈঃ**—সমস্ত উপকরণ এবং ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দান করার দ্বারা; **ততৈঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **বসিষ্ঠ-অসিত-গৌতম-আদিভিঃ**—বশিষ্ঠ, অসিত এবং গৌতম আদি ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **ধন্বনি**—মরুভূমিতে; **অভিস্রোতম্**—নদীর জলের দ্বারা প্লাবিত; **অসৌ**—মহারাজ অম্বরীষ; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদীর তীরে।

অনুবাদ

মরুপ্রদেশে যেখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে অম্বরীষ মহারাজ অশ্বমেধ আদি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করেছিলেন। এই প্রকার যজ্ঞ মহা ঐশ্বর্য, উপযুক্ত উপকরণ এবং ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দান করার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের যজমান রাজার প্রতিনিধিত্ব করে বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রমুখ মহাত্মারা এই সমস্ত যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বেদের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নামক সুদক্ষ ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন হয়। কলিযুগে কিন্তু এই প্রকার ব্রাহ্মণ নেই। তাই শাস্ত্রে কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*)। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ না থাকায় এই কলিযুগে কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব, তাই তথাকথিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা অনর্থক অর্থব্যয় না করে বুদ্ধিমান মানুষেরা সংকীর্তন যজ্ঞ করেন। ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হলে অনাবৃষ্টি হবে (*যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*)। তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। যজ্ঞ না করা হলে অনাবৃষ্টি হবে এবং তার ফলে অন্নাভাব হয়ে দুর্ভিক্ষ হবে। তাই রাজার কর্তব্য শস্য উৎপাদনের জন্য অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। *অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি*। অন্নাভাব হলে মানুষ এবং পশু উভয়েই অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করবে। তাই রাষ্ট্রপ্রধানদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, কারণ যজ্ঞের প্রভাবে মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হবে। ব্রাহ্মণ এবং যাজ্ঞিক পুরোহিতদের সুদক্ষ সেবার জন্য তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে ধনসম্পদ উপহার দেওয়া উচিত। এই উপহারকে বলা হয় *দক্ষিণা*। রাজারূপে অম্বরীষ মহারাজ, বশিষ্ঠ, গৌতম, অসিত আদি মহাত্মাদের দ্বারা এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। তিনি কিন্তু এই সমস্ত যজ্ঞের ব্যাপারে

আসক্ত না হয়ে স্বয়ং হরিভজনে নিযুক্ত থাকতেন, যে সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সব কিছু যে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেই সম্বন্ধে সচেতন থাকা এবং তাঁর কর্তব্য একজন আদর্শ ভক্ত হওয়া, যে দৃষ্টান্ত মহারাজ অম্বরীষ প্রদান করে গেছেন। মরুভূমিতেও যাতে শস্য উৎপাদন হয় তা দেখা রাজার কর্তব্য, অতএব অন্য স্থানের আর কি কথা।

শ্লোক ২৩

যস্য ক্রতুষু গীর্বাণৈঃ সদস্যা ঋত্বিজো জনাঃ ।
তুল্যরূপাশ্চানিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত সুবাসসঃ ॥ ২৩ ॥

যস্য—যাঁর (অম্বরীষ মহারাজের); **ক্রতুষু**—(তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত) যজ্ঞে; **গীর্বাণৈঃ**—দেবতাগণ সহ; **সদস্যাঃ**—যজ্ঞের সদস্যগণ; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **জনাঃ**—এবং অন্যান্য সুদক্ষ ব্যক্তিরা; **তুল্য-রূপাঃ**—তুল্য দর্শন; **চ**—এবং; **অনিমিষাঃ**—দেবতাদের মতো পলকহীন নেত্রে; **ব্যদৃশ্যন্ত**—দর্শন করে; **সু-বাসসঃ**—সুন্দর বস্ত্রে বিভূষিত।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে সুন্দর বস্ত্রে বিভূষিত সদস্যবর্গ এবং পুরোহিতদের (বিশেষ করে হোতা, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা এবং অধ্বর্যুদের) ঠিক দেবতাদের মতো দেখাত। তাঁরা গভীর ঔৎসুক্য সহকারে নিমেষহীন দৃষ্টিতে যজ্ঞ দর্শন করতেন।

শ্লোক ২৪

স্বর্গো ন প্রার্থিতো যস্য মনুজৈরমরপ্রিয়ঃ ।
শৃণ্বদ্ভিরুপগায়দ্ভিরুত্তমশ্লোকচেষ্টিতম্ ॥ ২৪ ॥

স্বর্গঃ—স্বর্গবাস; **ন**—না; **প্রার্থিতঃ**—বাসনা; **যস্য**—যাঁর (অম্বরীষ মহারাজের); **মনুজৈঃ**—নাগরিকদের দ্বারা; **অমর-প্রিয়ঃ**—দেবতাদেরও অত্যন্ত প্রিয়; **শৃণ্বদ্ভিঃ**—শ্রবণ-পরায়ণ; **উপগায়দ্ভিঃ**—এবং কীর্তন-পরায়ণ; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **চেষ্টিতম্**—মহিমান্বিত কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

অনুবাদ

অম্বরীষ মহারাজের রাজ্যের নাগরিকেরা ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করতেন। তাই তাঁরা দেবতাদেরও অত্যন্ত প্রিয় স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করতেন না।

তাৎপর্য

ভগবানের নাম এবং তাঁর যশ, গুণ, রূপ, পরিকর ইত্যাদির শ্রবণ ও কীর্তনের অনুশীলন করার শিক্ষা লাভ করেছেন যে শুদ্ধ ভক্ত তিনি দেবতাদেরও বাঞ্ছিত স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেন না।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেস্বহপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

"ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা জীবনের কোন অবস্থা থেকেই কখনও ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহশীল।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮) ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই চিৎ-জগতে অবস্থিত। তাই তিনি অন্য কোন কিছুর বাসনা করেন না। তাই তাঁকে বলা হয় অকাম, কারণ ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন কামনা নেই। যেহেতু মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত, তাই তিনি তাঁর প্রজাদের এমনভাবে শিক্ষাদান করেছিলেন যে, তাঁরাও কোন জড় বিষয়ে আসক্ত ছিলেন না, এমন কি তাঁরা স্বর্গসুখ লাভের প্রতিও আগ্রহী ছিলেন না।

শ্লোক ২৫

সংবর্ধয়ন্তি যৎ কামাঃ স্বারাজ্যপরিভাবিতাঃ ।
দুর্লভা নাপি সিদ্ধানাং মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ ॥ ২৫ ॥

সংবর্ধয়ন্তি—সুখবৃদ্ধি; **যৎ**—যেহেতু; **কামাঃ**—এই প্রকার বাসনা; **স্বা-রাজ্য**—ভগবানের সেবা করার স্বরূপে অবস্থিত; **পরিভাবিতাঃ**—এই প্রকার বাসনায় মগ্ন; **দুর্লভাঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **ন**—না; **অপি**—ও; **সিদ্ধানাম্**—সিদ্ধপুরুষদের; **মুকুন্দম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **হৃদি**—হৃদয়ে; **পশ্যতঃ**—নিরন্তর তাঁকে দর্শন করেন।

অনুবাদ

যাঁরা ভগবানের সেবাজনিত চিন্ময় আনন্দে মগ্ন, তাঁরা সিদ্ধপুরুষদেরও যা পরম প্রাপ্তি সেই সমস্ত বিষয়েও আগ্রহী নন, কারণ হৃদয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে যে দিব্য আনন্দ অনুভূত হয়, তার কাছে সিদ্ধপুরুষদের সিদ্ধিও নিতান্তই তুচ্ছ।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত কেবল স্বর্গসুখের প্রতি নিস্পৃহ নন, তিনি যোগসিদ্ধির প্রতিও নিতান্তই নিস্পৃহ। প্রকৃত সিদ্ধি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার আনন্দ এবং অষ্ট যোগসিদ্ধি-জনিত আনন্দ (অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি ইত্যাদি) ভগবদ্ভক্তকে কোন রকম আনন্দ দিতে পারে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে ।
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ॥
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে ।
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

(*চৈতন্যচন্দ্রামৃত* ৫)

ভক্ত যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় ভগবানের চিন্ময় সেবা সম্পাদনের সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন তাঁর কাছে ব্রহ্মসাযুজ্য নরকের মতো বলে মনে হয়, স্বর্গসুখ আকাশকুসুম সদৃশ বলে মনে হয়, এবং যোগসিদ্ধি বিষদাঁত রহিত সর্পের মতো বলে মনে হয়। যোগী তার ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় (*হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*), তাই তাঁকে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে পৃথকভাবে সংযত করার চেষ্টা করতে হয় না। যারা বৈষয়িক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকার ফলে তা ইতিমধ্যেই সংযত হয়ে গেছে। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* (*ভগবদ্গীতা* ২/৫৯)। ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি জড় সুখের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, এবং জড় জগৎ যদিও দুঃখময়, তবুও ভক্ত এই জড় জগৎকেও চিন্ময় বলে মনে করেন, কারণ তিনি সব কিছুই ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন। চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের পার্থক্য কেবল সেবার মনোভাব। *নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে*। যখন ভগবানের সেবা করার প্রবৃত্তি থাকে না, তখন সেই সমস্ত কার্যকলাপ জড়-জাগতিক।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৫৬)

যা ভগবানের সেবায় যুক্ত নয় তা জড়, কিন্তু তা বলে সেগুলি পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই, সেগুলি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত করা কর্তব্য। একটি বিশাল অট্টালিকা তৈরি করতে এবং একটি মন্দির তৈরি করতে সমান উদ্যম থাকতে পারে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, একটি জড় এবং অন্যটি চিন্ময়। জড় কার্যকলাপের সঙ্গে চিন্ময় কার্যকলাপের পার্থক্য বুঝতে না পেরে, সেগুলি ত্যাগ করা উচিত নয়। যা কিছু ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে যুক্ত নয়, তা জড়। কিন্তু যে ভক্ত সব কিছু ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, এবং তাই তিনি আর জড় জগতের প্রতি আসক্ত থাকেন না (*পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*)।

শ্লোক ২৬

স ইত্থং ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ ।
স্বধর্মেণ হরিং প্রীণন্ সর্বান্ কামান্ শনৈর্জহৌ ॥ ২৬ ॥

সঃ—তিনি (অম্বরীষ মহারাজ); **ইত্থম্**—এইভাবে; **ভক্তিযোগেন**—ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠানের দ্বারা; **তপঃ-যুক্তেন**—সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা; **পার্থিবঃ**—রাজা; **স্ব-ধর্মেণ**—স্বধর্মের দ্বারা; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **প্রীণন্**—প্রসন্ন করে; **সর্বান্**—সর্বপ্রকার; **কামান্**—জড় বাসনা; **শনৈঃ**—ক্রমশ; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

এই পৃথিবীর রাজা অম্বরীষ এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং সেই প্রচেষ্টায় কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সর্বদা তাঁর স্বরূপে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে, তিনি ক্রমশ সর্বপ্রকার জড় বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে বিভিন্ন প্রকার কঠোর তপস্যা রয়েছে। যেমন, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় অবশ্যই নানা প্রকার শ্রম সাপেক্ষ কার্যকলাপ রয়েছে। *শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্যনানা-শৃঙ্গারতন্মন্দিরমার্জনাদৌ*। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ

সেবায় শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার করা, মন্দির মার্জন করা, গঙ্গা এবং যমুনা থেকে জল সংগ্রহ করে আনা, নানা প্রকার নিয়মিত কার্য সম্পাদন করা, দিনে বহুবার আরতি করা, শ্রীবিগ্রহের জন্য উত্তম ভোগ রন্ধন করা, ভগবানের বসন তৈরি করা ইত্যাদি সমস্ত কার্যকলাপ অবশ্য কর্তব্য, এবং সেই জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তা অবশ্যই এক প্রকার তপস্যা। তেমনই, ভগবানের বাণী প্রচার করতে, দিব্য গ্রন্থাবলী ছাপাতে, নাস্তিকদের কাছে প্রচার করতে এবং দ্বারে দ্বারে গিয়ে গ্রন্থাবলী বিতরণ করতে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম হয় (*তপো যুক্তেন*)। *তপো দিব্যং পুত্রকা*। এই প্রকার তপস্যার প্রয়োজন রয়েছে। *যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ*। ভগবদ্ভক্তির এই প্রকার তপস্যার দ্বারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হওয়া যায় (*কামান্ শনৈর্জহৌ*)। বস্তুতপক্ষে এই প্রকার তপস্যার প্রভাবে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। এইভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির সংসারচক্র থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৭

গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু
দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিবস্তুষু ।
অক্ষয্যরত্নাভরণাম্বরাদি-
ষ্বনন্তকোশেষ্বকরোদসন্মতিম্ ॥ ২৭ ॥

গৃহেষু—গৃহে; **দারেষু**—পত্নীতে; **সুতেষু**—সন্তানে; **বন্ধুষু**—বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনে; **দ্বিপ-উত্তম**—শ্রেষ্ঠ হস্তীতে; **স্যন্দন**—সুন্দর রথে; **বাজি**—সর্বোত্তম অশ্বে; **বস্তুসু**—এই প্রকার সমস্ত বস্তুতে; **অক্ষয্য**—অক্ষয় ধন; **রত্ন**—মণি-রত্নে; **আভরণ**—অলঙ্কারে; **অম্বর-আদিষু**—এই প্রকার বসন এবং ভূষণে; **অনন্ত-কোশেষু**—অসীম ধনভাণ্ডারে; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **অসৎ-মতিম্**—অনাসক্তি।

অনুবাদ

অম্বরীষ মহারাজ তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তানসন্ততি, বন্ধুবান্ধব, শ্রেষ্ঠ হস্তী, সুন্দর রথ, অশ্ব, অক্ষয় রত্ন, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অক্ষয় ধনভাণ্ডারের প্রতি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি সেগুলি নিতান্তই অনিত্য এবং তুচ্ছ জড় বিষয় বলে মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ—ভগবানের সেবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু জড় সম্পদই গ্রহণ করা যেতে পারে। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্। আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জনম্।* ভগবানের বাণী প্রচার করার সময় তথাকথিত বহু জড় বস্তুর প্রয়োজন হয়। ভক্তের কখনও গৃহ, পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব, গাড়ি ইত্যাদির প্রতি কোন প্রকার আসক্তি থাকা উচিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অম্বরীষ মহারাজের এই প্রকার সমস্ত বস্তুই ছিল, কিন্তু তিনি সেগুলির প্রতি আসক্ত ছিলেন না। এটিই ভক্তিযোগের প্রভাব। *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৪২)। ভগবদ্ভক্তিতে যিনি উন্নতি সাধন করেছেন, তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় বিষয়ের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না। কিন্তু প্রচারের জন্য, ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য তিনি অনাসক্ত হয়ে এই সমস্ত বস্তু গ্রহণ করেন। *অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।* ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্লোক ২৮

তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম্ ।
একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (অম্বরীষ মহারাজকে); **অদাৎ**—দান করেছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান; **চক্রম্**—তাঁর চক্র; **প্রত্যনীক-ভয়-আবহম্**—ভগবানের চক্র, যা ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **একান্ত-ভক্তি-ভাবেন**—ঐকান্তিক ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **ভক্ত-অভিরক্ষণম্**—তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য।

অনুবাদ

অম্বরীষ মহারাজের ঐকান্তিকী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁকে তাঁর সুদর্শন চক্র প্রদান করেছিলেন, যা ভক্তদের সংরক্ষক, এবং যা শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

তাৎপর্য

ভক্ত সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন বলে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন না। কিন্তু ভক্ত যেহেতু সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত, তাই

ভগবান সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৩)

ভক্ত সর্বদা ভগবানের সেবানন্দ সমুদ্রে মগ্ন থাকেন। তাই তিনি এই জড় জগতের কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই ভীত হন না। ভগবানও প্রতিজ্ঞা করেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে অর্জুন, তুমি সমগ্র জগতের কাছে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" (ভগবদ্‌*গীতা* ৯/৩১) ভক্তকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। এই চক্র অভক্তদের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর (*প্রত্যনীকভয়াবহম্*)। তাই, মহারাজ অম্বরীষ যদিও সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন, তবুও তাঁর রাজ্য সব রকম ভয়-প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত ছিল।

শ্লোক ২৯

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং মহিষ্যা তুল্যশীলয়া ।
যুক্তঃ সাংবৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্ ॥ ২৯ ॥

আরিরাধয়িষুঃ—আরাধনা করার অভিলাষী; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **মহিষ্যা**—তাঁর মহিষী সহ; **তুল্য-শীলয়া**—যিনি ছিলেন মহারাজ অম্বরীষেরই মতো গুণবতী; **যুক্তঃ**—একত্রে; **সংবৎসরম্**—এক বৎসর যাবৎ; **বীরঃ**—রাজা; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **দ্বাদশী-ব্রতম্**—একাদশী এবং দ্বাদশী ব্রত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য অম্বরীষ মহারাজ তাঁরই মতো গুণবতী মহিষী সহ এক বৎসর কাল যাবৎ একাদশী এবং দ্বাদশীব্রত পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

একাদশীব্রত এবং দ্বাদশীব্রত পালন করার উদ্দেশ্য ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। যাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে অগ্রসর হতে চান, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য নিয়মিতভাবে একাদশীব্রত পালন করা। অম্বরীষ মহারাজের মহিষীও তাঁরই মতো গুণসম্পন্না ছিলেন। তাই অম্বরীষ মহারাজের পক্ষে গৃহস্থজীবনে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে

তুল্যশীলয়া শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পত্নী যদি তাঁর পতির মতো সমগুণসম্পন্না না হন, তা হলে গৃহস্থজীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন হয়। চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন যে, সেই প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় মানুষের কর্তব্য গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করা—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

যাঁর গৃহে মাতা নেই এবং যাঁর পত্নী অপ্রিয়বাদিনী, তাঁর কর্তব্য তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করে বনে গমন করা। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য যেহেতু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা, তাই পত্নীর অবশ্য কর্তব্য পতির আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে সাহায্য করা।

শ্লোক ৩০

ব্রতান্তে কার্তিকে মাসি ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ ।
স্নাতঃ কদাচিৎ কালিন্দ্যাং হরিং মধুবনেঽর্চয়ৎ ॥ ৩০ ॥

ব্রত-অন্তে—ব্রতের অবসানে; **কার্তিকে মাসি**—কার্তিক মাসে; **ত্রি-রাত্রম্**—ত্রিরাত্রি; **সমুপোষিতঃ**—সম্পূর্ণরূপে উপবাস করার পর; **স্নাতঃ**—স্নান করে; **কদাচিৎ**—একসময়; **কালিন্দ্যাম্**—যমুনার তীরে; **হরিম্**—ভগবানকে; **মধুবনে**—বৃন্দাবনের মধুবনে; **অর্চয়ৎ**—ভগবানের অর্চনা করেছিলেন।

অনুবাদ

এক বছর ধরে ব্রত ধারণ করার পর, কার্তিক মাসে ত্রিরাত্র উপবাস করে এবং তারপর যমুনায় স্নান করে, মহারাজ অম্বরীষ মধুবনে ভগবান শ্রীহরির অর্চনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১-৩২

মহাভিষেকবিধিনা সর্বোপস্করসম্পদা ।
অভিষিচ্যাম্বরাকল্পৈর্গন্ধমাল্যার্হণাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥
তদ্‌গতান্তরভাবেন পূজয়ামাস কেশবম্ ।
ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাভাগান্ সিদ্ধার্থানপি ভক্তিতঃ ॥ ৩২ ॥

মহা-অভিষেক-বিধিনা—শ্রীবিগ্রহের মহা অভিষেক বিধির দ্বারা; **সর্ব-উপস্কর-সম্পদা**—শ্রীবিগ্রহের অর্চনার সমস্ত উপকরণের দ্বারা; **অভিষিচ্য**—অভিষেক করার পর; **অম্বর-আকল্পৈঃ**—সুন্দর বস্ত্র এবং অলঙ্কারের দ্বারা; **গন্ধ-মাল্য**—সুগন্ধি ফুলমালার দ্বারা; **অর্হণ-আদিভিঃ**—এবং পূজার অন্যান্য উপকরণের দ্বারা; **তৎ-গত-অন্তর-ভাবেন**—ভক্তিভাবে আপ্লুত চিত্তে; **পূজয়াম্ আস**—তিনি আরাধনা করেছিলেন; **কেশবম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **ব্রাহ্মণান্ চ**—এবং ব্রাহ্মণদের; **মহা-ভাগান্**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **সিদ্ধ-অর্থান্**—আত্মতৃপ্ত হওয়ার ফলে যাঁরা কোন প্রকার পূজার অপেক্ষা করেন না; **অপি**—যদিও; **ভক্তিতঃ**—পরম ভক্তি সহকারে।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ মহা অভিষেকের বিধি অনুসারে সর্বপ্রকার উপকরণ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অভিষেক করেছিলেন, এবং তারপর সুন্দর বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধি ফুলমালা এবং পূজার অন্যান্য উপকরণের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং জড় বাসনাশূন্য মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩-৩৫

গবাং রুক্মবিষাণীনাং রূপ্যাঙ্ঘ্রীণাং সুবাসসাম্ ।
পয়ঃশীলবয়োরূপবৎসোপস্করসম্পদাম্ ॥ ৩৩ ॥
প্রাহিণোৎ সাধুবিপ্রেভ্যো গৃহেষু ন্যর্বুদানিষট্ ।
ভোজয়িত্বা দ্বিজানগ্রে স্বাদ্বন্নং গুণবত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥
লব্ধকামৈরনুজ্ঞাতঃ পারণায়োপচক্রমে ।
তস্য তর্হ্যতিথিঃ সাক্ষাদ্ দুর্বাসা ভগবানভূৎ ॥ ৩৫ ॥

গবাম্—গাভীদের; **রুক্ম-বিষাণীনাম্**—যাদের শৃঙ্গ স্বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল; **রূপ্য-অঙ্ঘ্রীণাম্**—যাদের খুর রূপার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল; **সু-বাসসাম্**—অত্যন্ত সুন্দর বসনে সজ্জিত; **পয়ঃ-শীল**—প্রচুর দুগ্ধ প্রদানকারিণী; **বয়ঃ**—যৌবন; **রূপ**—সৌন্দর্য; **বৎস-উপস্কর-সম্পদাম্**—সুন্দর বৎস সমন্বিতা; **প্রাহিণোৎ**—দান করেছিলেন; **সাধু-বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণ এবং মহাত্মাদের; **গৃহেষু**—যাঁরা তাঁর গৃহে এসেছিলেন; **ন্যর্বুদানি**—দশ কোটি; **ষট্**—ছয়গুণ; **ভোজয়িত্বা**—তাঁদের ভোজন করিয়ে; **দ্বিজান্**

অগ্রে—প্রথমে ব্রাহ্মণদের; **স্বাদু অন্নম্**—অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য; **গুণবৎ-তমম্**—অতি সুস্বাদু; **লব্ধ-কামৈঃ**—সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা, যাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত; **অনুজ্ঞাতঃ**—তাঁদের অনুমতিক্রমে; **পারণায়**—দ্বাদশীব্রত পূর্ণ করার জন্য; **উপচক্রমে**—শেষ অনুষ্ঠান সম্পাদন করার উপক্রম করেছিলেন; **তস্য**—তাঁর (অম্বরীষ মহারাজের); **তর্হি**—তৎক্ষণাৎ; **অতিথিঃ**—অতিথি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **অভূৎ**—অতিথিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তারপর অম্বরীষ মহারাজ তাঁর গৃহে সমাগত অতিথিদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। তিনি তাঁদের ষাট কোটি গাভী দান করেছিলেন, যাদের শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত ছিল এবং যাদের খুর রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। সেই গাভীগুলি সুন্দর বস্ত্রে সুশোভিতা এবং দুগ্ধে পূর্ণ ছিল। তারা ছিল সুন্দর স্বভাব, যৌবন, রূপ এবং বৎস সমন্বিতা। সেই সমস্ত গাভী দান করার পর রাজা ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত সুস্বাদু আহার্য ভোজন করিয়েছিলেন, এবং যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁর উপবাস ভঙ্গ করে একাদশীব্রত সমাপ্ত করার উপক্রম করেছিলেন। ঠিক তখন মহাশক্তিমান দুর্বাসা মুনি সেখানে অতিথিরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

তমানর্চাতিথিং ভূপঃ প্রত্যুত্থানাসনার্হণৈঃ ।
যযাচেঽভ্যবহারায় পাদমূলমুপাগতঃ ॥ ৩৬ ॥

তম্—তাঁকে (দুর্বাসাকে); **আনর্চ**—পূজা করেছিলেন; **অতিথিম্**—অতিথিকে; **ভূপঃ**—রাজা (অম্বরীষ); **প্রত্যুত্থান**—উঠে দাঁড়িয়ে; **আসন**—আসন প্রদান করে; **অর্হণৈঃ**—এবং পূজার উপকরণের দ্বারা; **যযাচে**—অনুরোধ করেছিলেন; **অভ্যবহারায়**—আহার করার জন্য; **পাদ-মূলম্**—তাঁর পাদমূলে; **উপাগতঃ**—পতিত হয়ে।

অনুবাদ

অম্বরীষ মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বাসা মুনিকে স্বাগত জানিয়ে আসন প্রদান করেছিলেন এবং পূজার উপকরণের দ্বারা পূজা করেছিলেন। তারপর তাঁর পাদ সমীপে উপবিষ্ট হয়ে রাজা সেই মহর্ষিকে ভোজন করতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

প্রতিনন্দ্য স তাং যাচ্ঞাং কর্তুমাবশ্যকং গতঃ ।
নিমমজ্জ বৃহদ্ ধ্যায়ন্ কালিন্দীসলিলে শুভে ॥ ৩৭ ॥

প্রতিনন্দ্য—সানন্দে গ্রহণ করে; **সঃ**—দুর্বাসা মুনি; **তাম্**—সেই; **যাচ্ঞাম্**—অনুরোধ; **কর্তুম্**—অনুষ্ঠান করতে; **আবশ্যকম্**—আবশ্যক কৃত্য; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **নিমমজ্জ**—জলে নিমগ্ন হয়ে; **বৃহৎ**—ব্রহ্ম; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **কালিন্দী**—যমুনার; **সলিলে**—জলে; **শুভে**—অত্যন্ত পবিত্র।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনি সানন্দে অম্বরীষ মহারাজের অনুরোধ অঙ্গীকার করে, মধ্যাহ্নকালীন বিধি অনুষ্ঠান করার জন্য যমুনা নদীতে গমন করেছিলেন। সেখানে যমুনার পবিত্র জলে নিমগ্ন হয়ে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

মুহূর্তার্ধাবশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণং প্রতি ।
চিন্তয়ামাস ধর্মজ্ঞো দ্বিজৈস্তদ্ধর্মসঙ্কটে ॥ ৩৮ ॥

মুহূর্ত-অর্ধ-অবশিষ্টায়াম্—যখন আর কেবল অর্ধ মুহূর্ত বাকি ছিল; **দ্বাদশ্যাম্**—দ্বাদশীর; **পারণম্**—উপবাস ভঙ্গ করার; **প্রতি**—পালন করতে; **চিন্তয়াম্ আস**—চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন; **ধর্মজ্ঞঃ**—ধর্মতত্ত্ববিদ্; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **তৎ-ধর্ম**—সেই ধর্ম সম্পর্কে; **সঙ্কটে**—সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে।

অনুবাদ

দ্বাদশীর উপবাস পারণের যখন আর মাত্র অর্ধ মুহূর্ত বাকি ছিল, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ উপবাস ভঙ্গ করা আবশ্যক হয়েছিল, সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রাজা তত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তখন কি করা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে বিচার করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষো দ্বাদশ্যাং যদপারণে ।
যৎ কৃত্বা সাধু মে ভূয়াদধর্মো বা ন মাং স্পৃশেৎ ॥ ৩৯ ॥

অম্ভসা কেবলেনাথ করিষ্যে ব্রতপারণম্ ।
আহুরব্ভক্ষণং বিপ্রা হ্যশিতং নাশিতং চ তৎ ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণ-অতিক্রমে—ব্রাহ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধায়; **দোষঃ**—অপরাধ; **দ্বাদশ্যাম্**—দ্বাদশী তিথিতে; **যৎ**—যেহেতু; **অপারণে**—যথাসময়ে উপবাস ভঙ্গ না করায়; **যৎ কৃত্বা**—যা করার ফলে; **সাধু**—মঙ্গলজনক; **মে**—আমাকে; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **বা**—অথবা; **ন**—না; **মাম্**—আমাকে; **স্পৃশেৎ**—স্পর্শ করতে পারে; **অম্ভসা**—জলের দ্বারা; **কেবলেন**—কেবল; **অথ**—অতএব; **করিষ্যে**—আমি করব; **ব্রত-পারণম্**—ব্রত সমাপন; **আহুঃ**—বলা হয়েছে; **অপভক্ষণম্**—জলপান; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অশিতম্**—আহার করা; **ন অশিতম্ চ**—এবং আহার না করাও; **তৎ**—এই প্রকার কার্য।

অনুবাদ

রাজা বললেন, "ব্রাহ্মণকে অশ্রদ্ধা করা হলে মহা অপরাধ হয়। অথচ দ্বাদশীতে উপবাস ভঙ্গ না করলে ব্রতপালনে ত্রুটি হয়। অতএব, হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা যদি মনে করেন যে, জলপান করে উপবাস ভঙ্গ করলে মঙ্গল হবে এবং অধর্ম হবে না, তা হলে আমি তাই করব।" এইভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, কারণ ব্রাহ্মণদের মতে জলপান করা, ভক্ষণ এবং অভক্ষণ উভয়ই।

তাৎপর্য

মহারাজ অম্বরীষ যখন এই উভয় সঙ্কটে পড়েছিলেন, তখন তিনি উপবাস ভঙ্গ করবেন, না দুর্বাসা মুনির জন্য অপেক্ষা করবেন সেই সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। বৈষ্ণব কিন্তু পরম বুদ্ধিমান। তাই মহারাজ অম্বরীষ ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে নিজেই স্থির করেছিলেন যে, তিনি অল্প একটু জল পান করবেন, কারণ তার ফলে উপবাস ভঙ্গ করা হবে অথচ ব্রাহ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন হবে না। *বেদে* বলা হয়েছে, *অপোহশ্নাতি তন্নৈবাশিতং নৈবানশিতম্*। এই বৈদিক নির্দেশ ঘোষণা করে যে, জলপান করা ভক্ষণ এবং অভক্ষণ উভয়ই। কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, কোন কোন রাজনৈতিক নেতা যখন সত্যাগ্রহ পালন করে অনশন করে, তখন তারা কিন্তু জল খায়। জলপান করলে ভক্ষণ করা হবে না বলে বিবেচনা করে, মহারাজ অম্বরীষ কেবল একটু জলপান করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

ইত্যপঃ প্রাশ্য রাজর্ষিশ্চিন্তয়ন্ মনসাচ্যুতম্ ।
প্রত্যচষ্ট কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বিজাগমনমেব সঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি—এইভাবে; **অপঃ**—জল; **প্রাশ্য**—পান করে; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি অম্বরীষ; **চিন্তয়ন্**—বিচার করেছিলেন; **মনসা**—মনের দ্বারা; **অচ্যুতম্**—ভগবানকে; **প্রত্যচষ্ট**—প্রতীক্ষা করতে লাগলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুরাজকুল-শ্রেষ্ঠ; **দ্বিজ-আগমনম্**—ব্রাহ্মণ যোগী দুর্বাসা মুনির প্রত্যাগমনের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—রাজা।

অনুবাদ

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! রাজর্ষি এইভাবে বিচার করে, তাঁর হৃদয়ে ভগবান অচ্যুতের ধ্যানপূর্বক একটু জলপান করে, তিনি মহাযোগী দুর্বাসা মুনির আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪২

দুর্বাসা যমুনাকূলাৎ কৃতাবশ্যাক আগতঃ ।
রাজ্ঞাভিনন্দিতস্তস্য বুবুধে চেষ্টিতং ধিয়া ॥ ৪২ ॥

দুর্বাসাঃ—দুর্বাসা মুনি; **যমুনা-কূলাৎ**—যমুনা নদীর তট থেকে; **কৃত**—অনুষ্ঠিত হয়েছে; **আবশ্যকঃ**—যার দ্বারা কর্তব্য কর্ম; **আগতঃ**—ফিরে এলে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **অভিনন্দিতঃ**—স্বাগত হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **বুবুধে**—বুঝতে পেরেছিলেন; **চেষ্টিতম্**—আচরণ; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

মধ্যাহ্নকালীন কর্তব্য সমাপন করে দুর্বাসা মুনি যমুনার তট থেকে ফিরে এলে, রাজা তাঁকে পূজা করে স্বাগত জানালেন, কিন্তু দুর্বাসা মুনি তাঁর যোগশক্তির বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহারাজ অম্বরীষ তাঁর অনুমতি না নিয়ে জলপান করেছেন।

শ্লোক ৪৩

মন্যুনা প্রচলদ্গাত্রো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ ।
বুভুক্ষিতশ্চ সুতরাং কৃতাঞ্জলিমভাষত ॥ ৪৩ ॥

মন্যুনা—মহাক্রোধে; **প্রচলৎ-গাত্রঃ**—তাঁর দেহ কম্পিত হতে লাগল; **ভ্রূকুটী**—ভ্রূর দ্বারা; **কুটিল**—বক্রভাব; **আননঃ**—মুখ; **বুভুক্ষিতঃ চ**—এবং ক্ষুধার্ত হয়ে; **সুতরাম্**—অত্যন্ত; **কৃত-অঞ্জলিম্**—কৃতাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান অম্বরীষ মহারাজকে; **অভাষত**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

ক্রোধে দুর্বাসা মুনির দেহ কম্পিত হতে লাগল, তাঁর মুখ ভ্রূকুটির দ্বারা কুটিল ভাব ধারণ করল এবং ক্ষুধার্ত হয়ে ক্রুদ্ধভাবে তিনি কৃতাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান মহারাজ অম্বরীষকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৪

অহো অস্য নৃশংসস্য শ্রিয়োন্মত্তস্য পশ্যত ।
ধর্মব্যতিক্রমং বিষ্ণোরভক্তস্যেশমানিনঃ ॥ ৪৪ ॥

অহো—হায়; **অস্য**—এই ব্যক্তির; **নৃশংসস্য**—এতই নিষ্ঠুর; **শ্রিয়া-উন্মত্তস্য**—ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত হয়ে; **পশ্যত**—তোমরা সকলে দেখ; **ধর্ম-ব্যতিক্রমম্**—ধর্ম লঙ্ঘন; **বিষ্ণোঃ অভক্তস্য**—যে বিষ্ণুভক্ত নয়; **ঈশ-মানিনঃ**—নিজেকেই সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র ভগবান বলে মনে করে।

অনুবাদ

আহা! এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিটিকে দেখ, সে বিষ্ণুভক্ত নয়। তাঁর ধন এবং পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত হয়ে সে নিজেকে ভগবান বলে মনে করছে। দেখ কিভাবে সে ধর্মনীতি লঙ্ঘন করেছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দুর্বাসা মুনির এই উক্তিটির একটি গূঢ় অর্থ প্রদান করেছেন। দুর্বাসা মুনি নিষ্ঠুর অর্থে *নৃশংসস্য* শব্দটির ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই শব্দটির অর্থ করেছেন যে, রাজার চরিত্র সমস্ত মানুষদের দ্বারা কীর্তিত। তিনি বলেছেন *নৃ* শব্দটির অর্থ 'সমস্ত মানুষদের দ্বারা' এবং *শংসস্য* শব্দটির অর্থ 'যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়।' তেমনই, অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি তার ধনমদে মত্ত হয়, এবং তাই তাকে বলা হয় *শ্রিয়া-উন্মত্তস্য*, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার অর্থ করেছেন, মহারাজ অম্বরীষ যদিও ছিলেন অসীম

ঐশ্বর্যশালী রাজা তবুও তিনি অর্থের প্রতি লালায়িত ছিলেন না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই জড় ঐশ্বর্যের উন্মত্ততা অতিক্রম করেছিলেন। তেমনই, *ঈশমানিনঃ* শব্দটির অর্থ তিনি ভগবানের প্রতি এতই শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি একাদশীব্রত পারণের বিধি লঙ্ঘন করেননি। যদিও দুর্বাসা মুনি তা বুঝতে পারেননি, কারণ তিনি কেবল একটু জল পান করেছিলেন। এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অম্বরীষ মহারাজের সমস্ত কার্যকলাপের সমর্থন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

যো মামতিথিমায়াতমাতিথ্যেন নিমন্ত্র্য চ ।
অদত্ত্বা ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম্ ॥ ৪৫ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **মাম্**—আমাকে; **অতিথিম্**—অতিথিকে; **আয়াতম্**—আগত; **আতিথ্যেন**—আতিথ্যের দ্বারা; **নিমন্ত্র্য**—নিমন্ত্রণ করে; **চ**—ও; **অদত্ত্বা**—(অন্ন) দান না করে; **ভুক্তবান্**—স্বয়ং ভোজন করেছে; **তস্য**—তার; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **তে**—তোমার; **দর্শয়ে**—আমি দর্শন করাব; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ, তুমি আমাকে তোমার অতিথিরূপে ভোজন করতে নিমন্ত্রণ করেছ, কিন্তু আমাকে ভোজন না করিয়ে তুমি নিজেই প্রথমে ভোজন করেছ। তোমার এই অন্যায় আচরণের ফল এখনই আমি তোমাকে দেখাব।

তাৎপর্য

ভক্ত কখনও তথাকথিত যোগীর দ্বারা পরাজিত হতে পারেন না। তা দুর্বাসা মুনির অম্বরীষ মহারাজকে দণ্ডদান করার চেষ্টার ব্যর্থতার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/১৮/১২)*। যে ব্যক্তি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নয়, তার কোন সদ্‌গুণ নেই, তা তিনি যোগীই হোন, জ্ঞানীই হোন অথবা সকাম কর্মী হোন। ভক্তই কেবল সর্ব অবস্থায় বিজয়ী হতে পারেন, যা অম্বরীষ মহারাজের প্রতি দুর্বাসার বিরোধিতার মাধ্যমে দেখা যাবে।

শ্লোক ৪৬

এবং ব্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষপ্রদীপিতঃ ।
তয়া স নির্মমে তস্মৈ কৃত্যাং কালানলোপমাম্ ॥ ৪৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্রুবাণঃ**—বলে; **উৎকৃত্য**—উৎপাটন করে; **জটাম্**—চুলের গুচ্ছ; **রোষ-প্রদীপিতঃ**—ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে; **তয়া**—সেই জটার দ্বারা; **সঃ**—দুর্বাসা মুনি; **নির্মমে**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তস্মৈ**—মহারাজ অম্বরীষকে দণ্ডদান করার জন্য; **কৃত্যাম্**—একটি অসুর; **কাল-অনল-উপমাম্**—কালাগ্নির মতো।

অনুবাদ

এইভাবে বলতে বলতে দুর্বাসার মুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর মস্তক থেকে জটা ছিন্ন করে, অম্বরীষ মহারাজকে দণ্ডদান করার জন্য তাঁর দ্বারা কালাগ্নিতুল্য এক অসুরকে সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

তামাপতন্তীং জ্বলতীমসিহস্তাং পদা ভুবম্ ।
বেপয়ন্তীং সমুদ্বীক্ষ্য ন চচাল পদান্নৃপঃ ॥ ৪৭ ॥

তাম্—সেই (অসুর); **আপতন্তীম্**—তাঁকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে; **জ্বলতীম্**—জ্বলন্ত অগ্নির মতো; **অসি-হস্তাম্**—অসিহস্তে; **পদা**—তাঁর পদবিক্ষেপের দ্বারা; **ভুবম্**—পৃথিবী; **বেপয়ন্তীম্**—কম্পিত করে; **সমুদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করেও; **ন**—না; **চচাল**—বিচলিত; **পদাৎ**—তাঁর স্থান থেকে; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

সেই জ্বলন্ত কৃত্যা তার হাতে অসি নিয়ে পদবিক্ষেপের দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করতে করতে তাঁর দিকে আসছে দেখেও মহারাজ অম্বরীষ তাঁর স্থান থেকে বিচলিত হলেন না।

তাৎপর্য

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)। নারায়ণের শুদ্ধ ভক্ত কোন বিপদেই ভীত হন না। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার দ্বারা নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও ভীত হননি, যদিও তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তাই, অম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি ভক্তদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, ভগবদ্ভক্তের শিক্ষালাভ করা উচিত কিভাবে এই জগতে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশেও অবিচল থাকতে হয়। ভক্তরা প্রায়ই অভক্তদের দ্বারা নির্যাতিত হন, তবুও শুদ্ধ ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে, এই প্রকার বৈরীভাবাপন্ন পরিস্থিতিতেও বিচলিত হন না।

শ্লোক ৪৮

প্রাগ্‌দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা ।
দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রাক্ দিষ্টম্—পূর্বনির্দিষ্ট; **ভৃত্য-রক্ষায়াম্**—তাঁর ভৃত্যকে রক্ষা করার জন্য; **পুরুষেণ**—ভগবানের দ্বারা; **মহা-আত্মনা**—পরমাত্মার দ্বারা; **দদাহ**—ভস্মীভূত করেছিলেন; **কৃত্যাম্**—দুর্বাসা সৃষ্ট সেই অসুরটিকে; **তাম্**—তাকে; **চক্রম্**—সুদর্শনচক্র; **ক্রুদ্ধ**—ক্রুদ্ধ; **অহিম্**—সর্পকে; **ইব**—সদৃশ; **পাবকঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

দাবানল যেভাবে ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, ভক্তকে রক্ষা করার জন্য পূর্ব থেকেই ভগবানের আদেশপ্রাপ্ত সুদর্শন চক্রও সেইভাবে দুর্বাসাসৃষ্ট অসুরটিকে দগ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অম্বরীষ মহারাজ এই প্রকার চরম বিপদেও তাঁর স্থান থেকে এক পাও নড়েননি। এমন কি তিনি আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করেননি। তিনি তাঁর উপলব্ধিতে স্থির ছিলেন, এবং তিনি তখন নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করছিলেন। ভক্ত কখনও মৃত্যুভয়ে ভীত হন না, কারণ তিনি সর্বদা ভগবানের ধ্যান করেন, কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের জন্য নয়, তাঁর কর্তব্যরূপে। ভগবান কিন্তু জানেন কিভাবে তাঁর ভক্তকে রক্ষা করতে হয়। *প্রাগ্‌দিষ্টম্* শব্দটির দ্বারা সূচিত হয় যে, ভগবান সব কিছুই জানেন। তাই, কোন কিছু হওয়ার পূর্বেই, তিনি আয়োজন করেছিলেন তাঁর চক্রের দ্বারা মহারাজ অম্বরীষকে রক্ষা করতে। এইভাবে ভগবান তাঁর ভক্তকে ভক্তিজীবনের শুরু থেকেই রক্ষা করেন। *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি* (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/৩১)। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে শুরু করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের দ্বারা সংরক্ষিত হন। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতাতেও* (১৮/৬৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি*। ভক্তিজীবনের শুরু থেকেই ভগবান ভক্তদের রক্ষা করেন। ভগবান এতই কৃপাময় এবং ভক্তবৎসল যে, তিনি তাঁর ভক্তকে যথাযথভাবে পরিচালিত করেন এবং রক্ষা করেন। তার ফলে ভক্ত অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে অবিচলিত চিত্তে কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হতে

থাকেন। ক্রুদ্ধ সর্প দংশন করতে উদ্যত হতে পারে, কিন্তু দাবানল যখন সেই সর্পকে দগ্ধ করে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে যায়। ভক্তের শত্রু অত্যন্ত বলবান হতে পারে, কিন্তু চরমে তাঁর অবস্থা হয় দাবানলে দগ্ধ ক্রুদ্ধ সর্পের মতো।

শ্লোক ৪৯

তদভিদ্রবদুদ্বীক্ষ্য স্বপ্রয়াসং চ নিষ্ফলম্ ।
দুর্বাসা দুদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণপরীপ্সয়া ॥ ৪৯ ॥

তৎ—সেই চক্রের; **অভিদ্রবৎ**—তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে; **উদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **স্ব-প্রয়াসম্**—তাঁর প্রচেষ্টা; **চ**—এবং; **নিষ্ফলম্**—বিফল হয়েছে; **দুর্বাসাঃ**—দুর্বাসা মুনি; **দুদ্রুবে**—পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন; **ভীতঃ**—অত্যন্ত ভীত হয়ে; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **প্রাণ-পরীপ্সয়া**—প্রাণ রক্ষার জন্য।

অনুবাদ

দুর্বাসা যখন দেখলেন যে, তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই চক্র দ্রুতবেগে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তিনি ভীত হয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য চতুর্দিকে ধাবিত হতে লাগলেন।

শ্লোক ৫০

তমন্বধাবদ্ ভগবদ্রথাঙ্গং
দাবাগ্নিরুদ্ধূতশিখো যথাহিম্ ।
তথানুষক্তং মুনিরীক্ষমাণো
গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ ॥ ৫০ ॥

তম্—দুর্বাসাকে; **অন্বধাবৎ**—অনুসরণ করতে লাগলেন; **ভগবৎ-রথ-অঙ্গম্**—ভগবানের রথের চক্র; **দাবাগ্নিঃ**—দাবানলের মতো; **উদ্ধূত**—প্রজ্বলিত; **শিখঃ**—শিখা সমন্বিত; **যথা অহিম্**—সর্পকে যেভাবে অনুসরণ করে; **তথা**—তেমনইভাবে; **অনুষক্তম্**—যেন দুর্বাসা মুনির পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে; **মুনিঃ**—মুনি; **ঈক্ষমাণঃ**—তা দর্শন করে; **গুহাম্**—গুহায়; **বিবিক্ষুঃ**—প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন; **প্রসসার**—দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছিলেন; **মেরোঃ**—মেরু পর্বতের।

অনুবাদ

দাবানলের প্রজ্বলিত শিখা যেভাবে সর্পকে অনুসরণ করে, ভগবানের চক্রও সেইভাবে দুর্বাসা মুনিকে অনুসরণ করতে লাগল। দুর্বাসা মুনি দেখেছিলেন যে, সেই চক্র প্রায় তাঁর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে, এবং তার ফলে তিনি সুমেরু পর্বতের গুহায় প্রবেশ করার বাসনায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫১

দিশো নভঃ ক্ষ্মাং বিবরান্ সমুদ্রান্
লোকান্ সপালাংস্ত্রিদিবং গতঃ সঃ ।
যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র
সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ ॥ ৫১ ॥

দিশঃ—সর্বদিক; **নভঃ**—আকাশে; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবীতে; **বিবরান্**—গুহায়; **সমুদ্রান্**—সমুদ্রে; **লোকান্**—সমস্ত স্থানে; **স-পালান্**—লোকপালদের; **ত্রিদিবম্**—স্বর্গলোকে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **সঃ**—দুর্বাসা মুনি; **যতঃ যতঃ**—যেখানেই; **ধাবতি**—তিনি গিয়েছিলেন; **তত্র তত্র**—সেখানেই; **সুদর্শনম্**—ভগবানের চক্র; **দুষ্প্রসহম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **দদর্শ**—দুর্বাসা মুনি দেখেছিলেন।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনি আত্মরক্ষার জন্য সর্বদিকে, আকাশে, পৃথিবীতে, গুহায়, সমুদ্রে, ত্রিভুবনের লোকপালদের লোকে এবং স্বর্গে গমন করেছিলেন। কিন্তু যেখানেই তিনি গিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি দেখেছিলেন যে, অসহ্য তেজোময় সুদর্শন চক্র তাঁকে অনুসরণ করছে।

শ্লোক ৫২

অলব্ধনাথঃ স সদা কুতশ্চিৎ
সংত্রস্তচিত্তোঽরণমেষমাণঃ ।
দেবং বিরিঞ্চং সমগাদ্ বিধাত-
স্ত্রাহ্যাত্মযোনেঽজিততেজসো মাম্ ॥ ৫২ ॥

অলব্ধ-নাথঃ—কোন রক্ষকের আশ্রয় না পেয়ে; **সঃ**—দুর্বাসা মুনি; **সদা**—সর্বদা; **কুতশ্চিৎ**—কোনখানে; **সন্ত্রস্তচিত্তঃ**—ভীতচিত্ত; **অরণম্**—আশ্রয় প্রদান করতে পারে যে ব্যক্তি; **এষমাণঃ**—অন্বেষণ করে; **দেবম্**—প্রধান দেবতা; **বিরিঞ্চম্**—ব্রহ্মা; **সমগাৎ**—গমন করে; **বিধাতঃ**—হে বিধাতা; **ত্রাহি**—দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন; **আত্ম-যোনে**—হে ব্রহ্মা; **অজিত-তেজসঃ**—ভগবান অজিতের তেজ থেকে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

ভীত চিত্তে দুর্বাসা আশ্রয়ের অন্বেষণ করতে করতে সর্বত্র গমন করেছিলেন, কিন্তু কোথাও তিনি আশ্রয় পাননি। অবশেষে তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলেছিলেন, "হে বিধাতা! হে ব্রহ্মা! দয়া করে আপনি ভগবানের জ্বলন্ত সুদর্শন চক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন।"

শ্লোক ৫৩-৫৪

শ্রীব্রহ্মোবাচ

স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ
ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্ধসংজ্ঞে।
ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ
কালাত্মনো যস্য তিরোভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥
অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ।
সর্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্ধ্ন্যার্পিতং লোকহিতং বহামঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **স্থানম্**—যে স্থানে আমি রয়েছি; **মদীয়ম্**—আমার বাসস্থান ব্রহ্মলোক; **সহ**—সহ; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **এতৎ**—এই; **ক্রীড়া-অবসানে**—ভগবানের লীলার অবসানে; **দ্বি-পরার্ধ-সংজ্ঞে**—দ্বিপরার্ধ পরিমিত কাল; **ভ্রূভঙ্গ-মাত্রেণ**—কেবল তাঁর ভ্রূভঙ্গির দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সন্দিধক্ষোঃ**—ভগবান যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করতে ইচ্ছা করেন; **কাল-আত্মনঃ**—কালরূপী; **যস্য**—যাঁর; **তিরোভবিষ্যতি**—তিরোহিত হবে; **অহম্**—আমি; **ভবঃ**—শিব; **দক্ষ**—প্রজাপতি দক্ষ; **ভৃগু**—মহর্ষি ভৃগু; **প্রধানাঃ**—প্রমুখ; **প্রজা-ঈশ**—প্রজাপতিগণ; **ভূত-ঈশ**—

জীবদের নিয়ন্তা; **সুর-ঈশ**—দেবতাদের নিয়ন্তা; **মুখ্যাঃ**—প্রমুখ; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **বয়ম্**—আমরাও; **যৎ-নিয়মম্**—যাঁর নিয়মের দ্বারা; **প্রপন্নাঃ**—শরণাগত; **মূর্ধ্ন্যাঃ অর্পিতম্**—আমাদের মস্তক অবনত করে; **লোক-হিতম্**—সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য; **বহামঃ**—সমস্ত জীবদের শাসনকারী আদেশ পালন করি।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—দ্বিপরার্ধ কালের অবসানে ভগবানের লীলা যখন সমাপ্ত হয়, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ভ্রূভঙ্গির দ্বারা আমাদের বাসস্থান সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন। আমি, শিব, দক্ষ, ভৃগু প্রমুখ ঋষিবৃন্দ, প্রজাপতি, মানব-সমাজের শাসকবর্গ এবং দেবতাদের শাসকবর্গ—আমরা সকলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত এবং সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য আমরা অবনত মস্তকে তাঁর আদেশ পালন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৩৪) বলা হয়েছে, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—ভগবান মৃত্যুরূপে বা কালরূপে এসে সব কিছু হরণ করে নেন। পক্ষান্তরে, ঐশ্বর্য, খ্যাতি আদি সমস্ত সম্পদ ভগবান আমাদের প্রদান করেছেন কোন উদ্দেশ্যে। তাই শরণাগত ব্যক্তির কর্তব্য ভগবানের আদেশ পালন করা। কেউই তাঁকে অমান্য করতে পারে না। এইভাবে ব্রহ্মা দুর্বাসাকে ভগবানের প্রেরিত সুদর্শন চক্র থেকে তাঁকে রক্ষা করতে তাঁর অক্ষমতা ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

প্রত্যাখ্যাতো বিরিঞ্চেন বিষ্ণুচক্রোপতাপিতঃ ।
দুর্বাসাঃ শরণং যাতঃ শর্বং কৈলাসবাসিনম্ ॥ ৫৫ ॥

প্রত্যাখ্যাতঃ—প্রত্যাখ্যাত হয়ে; **বিরিঞ্চেন**—ব্রহ্মার দ্বারা; **বিষ্ণু-চক্র-উপতাপিতঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর জ্বলন্ত চক্রের দ্বারা দগ্ধ হয়ে; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা; **শরণম্**—শরণ গ্রহণ করার জন্য; **যাতঃ**—গিয়েছিলেন; **শর্বম্**—শিবের কাছে; **কৈলাস-বাসিনম্**—কৈলাসবাসী।

অনুবাদ

সুদর্শন চক্রের তাপের দ্বারা অত্যন্ত সন্তপ্ত দুর্বাসা এইভাবে ব্রহ্মার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে কৈলাসবাসী শিবের শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ

বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি
যস্মিন্ পরেঽন্যেঽপ্যজজীবকোশাঃ ।
ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ
সহস্রশো যত্র বয়ং ভ্রমামঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রী-শঙ্করঃ উবাচ—শ্রীশঙ্কর বললেন; **বয়ম্**—আমরা; **ন**—না; **তাত**—হে বৎস; **প্রভবামঃ**—সমর্থ; **ভূম্নি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **যস্মিন্**—যাঁর; **পরে**—চিন্ময় স্তরে; **অন্যে**—অন্যরা; **অপি**—যদিও; **অজ**—ব্রহ্মা; **জীব**—জীবগণ; **কোশাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহ; **ভবন্তি**—হতে পারে; **কালে**—যথাসময়ে; **ন**—না; **ভবন্তি**—হতে পারে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ঈদৃশাঃ**—এই প্রকার; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **যত্র**—যেখানে; **বয়ম্**—আমরা; **ভ্রমামঃ**—ভ্রমণ করছি।

অনুবাদ

শ্রীশঙ্কর বললেন—হে বৎস! আমি, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা যাঁরা আমাদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করি, ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি প্রদর্শন করার কোন ক্ষমতা আমাদের নেই, কারণ জীবগণ সহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং অনন্ত ব্রহ্মা, শিব, এবং দেব-দেবী রয়েছেন। তাঁরা সকলে ভগবানের নির্দেশনায় এই জড় জগতে আবর্তিত হন। তাই ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা কারও নেই। শিবও দুর্বাসাকে রক্ষা করতে অস্বীকার করেছিলেন, কারণ তিনিও ভগবানের সুদর্শন চক্রের কিরণের অধীন।

শ্লোক ৫৭-৫৯

অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ ।
কপিলোঽপান্তরতমো দেবলো ধর্ম আসুরিঃ ॥ ৫৭ ॥
মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ ।
বিদাম ন বয়ং সর্বে যন্মায়াং মায়য়াবৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥

তস্য বিশ্বেশ্বরস্যেদং শস্ত্রং দুর্বিষহং হি নঃ ।
তমেব শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি ॥ ৫৯ ॥

অহম্—আমি; **সনৎ-কুমারঃ চ**—এবং চতুঃসন (সনক, সনাতন, সনৎকুমার এবং সনন্দ); **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **ভগবান্ অজঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা; **কপিলঃ**—দেবহূতির পুত্র কপিল; **অপান্তরতমঃ**—ব্যাসদেব; **দেবলঃ**—মহর্ষি দেবল; **ধর্মঃ**—যমরাজ; **আসুরিঃ**—মহর্ষি আসুরি; **মরীচি**—মহর্ষি মরীচি; **প্রমুখাঃ**—প্রমুখ; **চ**—ও; **অন্যে**—অন্যেরা; **সিদ্ধ-ঈশাঃ**—সিদ্ধশ্রেষ্ঠ; **পার-দর্শনাঃ**—সর্বজ্ঞ; **বিদামঃ**—বুঝতে পারেন; **ন**—না; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **সর্বে**—পূর্ণরূপে; **যৎ-মায়াম্**—যাঁর মায়া; **মায়য়া**—সেই মায়াশক্তির দ্বারা; **আবৃতাঃ**—আচ্ছাদিত হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **বিশ্ব-ঈশ্বরস্য**—জগদীশ্বরের; **ইদম্**—এই; **শস্ত্রম্**—অস্ত্র (চক্র); **দুর্বিষহম্**—অসহ্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের; **তম্**—তাঁকে; **এবম্**—অতএব; **শরণম্ যাহি**—শরণ গ্রহণ কর; **হরিঃ**—ভগবান; **তে**—তোমার জন্য; **শম্**—কল্যাণ; **বিধাস্যতি**—বিধান করবেন।

অনুবাদ

ত্রিকালজ্ঞ আমি (শিব), সনৎকুমার, নারদ, পরম পূজ্য ব্রহ্মা, কপিল (দেবহূতি পুত্র), অপান্তরতম (ব্যাসদেব), দেবল, যমরাজ, আসুরি, মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ এবং অন্য বহু সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের মায়ার দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে, তাঁর মায়ার প্রভাব যে কি প্রকার তা জানতে পারি না। তাঁর সুদর্শন চক্র আমাদেরও দুর্বিষহ, সুতরাং তুমি সেই বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁর শরণাগত হও। তিনি অবশ্যই তোমার প্রতি সদয় হয়ে তোমার কল্যাণ বিধান করবেন।

শ্লোক ৬০

ততো নিরাশো দুর্বাসাঃ পদং ভগবতো যযৌ ।
বৈকুণ্ঠাখ্যং যদধ্যাস্তে শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়া সহ ॥ ৬০ ॥

ততঃ—তারপর; **নিরাশঃ**—নিরাশ হয়ে; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা; **পদম্**—স্থানে; **ভগবতঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **বৈকুণ্ঠ-আখ্যম্**—বৈকুণ্ঠ নামক স্থানে; **যৎ**—যেখানে; **অধ্যাস্তে**—নিরন্তর বাস করেন; **শ্রীনিবাসঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **শ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী; **সহ**—সহ।

অনুবাদ

তারপর, শিবের কাছেও নিরাশ হয়ে দুর্বাসা মুনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করেছিলেন, যেখানে ভগবান শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মীদেবী সহ অবস্থান করেন।

শ্লোক ৬১

সংদহ্যমানোঽজিতশস্ত্রবহ্নিনা
তৎপাদমূলে পতিতঃ সবেপথুঃ ।
আহাচ্যুতানন্ত সদীপ্সিত প্রভো
কৃতাগসং মাবহি বিশ্বভাবন ॥ ৬১ ॥

সন্দহ্যমানঃ—তাপের দ্বারা দগ্ধ হয়ে; **অজিত-শস্ত্র-বহ্নিনা**—ভগবানের অস্ত্রের জ্বলন্ত অগ্নির দ্বারা; **তৎ-পাদ-মূলে**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **পতিতঃ**—নিপতিত হয়ে; **স-বেপথুঃ**—কম্পিত কলেবরে; **আহ**—বলেছিলেন; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত ভগবান; **অনন্ত**—হে অনন্ত শক্তিমান; **সৎ-ঈপ্সিত**—হে সাধুদের বাঞ্ছিত; **প্রভো**—হে প্রভু; **কৃত-আগসম্**—মহা অপরাধী; **মা**—আমাকে; **অবহি**—রক্ষা করুন; **বিশ্ব-ভাবন**—সমগ্র জগতের শুভাকাঙ্ক্ষী।

অনুবাদ

মহাযোগী দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে, নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়েছিলেন। কম্পিত কলেবরে তিনি বলেছিলেন—হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে বিশ্বপালক! আপনি সমস্ত ভক্তদের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু। হে প্রভো! আমি মহা অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ৬২

অজানতা তে পরমানুভাবং
কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়াণাম্ ।
বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাত-
র্মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি ॥ ৬২ ॥

অজানতা—না জেনে; **তে**—আপনার; **পরম-অনুভাবম্**—অচিন্ত্য শক্তি; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অঘম্**—এক মহা অপরাধ; **ভবতঃ**—আপনার; **প্রিয়াণাম্**—ভক্তের শ্রীচরণে; **বিধেহি**—যা করণীয় তা করুন; **তস্য**—এই অপরাধের; **অপচিতিম্**—প্রতিকার; **বিধাতঃ**—হে পরম নিয়ন্তা; **মুচ্যেত**—মুক্ত হতে পারে; **যৎ**—যাঁর; **নাম্নি**—নাম; **উদিতে**—যখন উদিত হয়; **নারকঃ অপি**—নরকে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিও।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার অনন্ত শক্তির কথা না জেনে আমি আপনার অতি প্রিয় ভক্তের প্রতি অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করুন। আপনি সব কিছুই করতে পারেন। নরকে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকেও আপনি কেবল তার হৃদয়ে আপনার পবিত্র নাম জাগরিত করার মাধ্যমে তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন।

শ্লোক ৬৩

শ্রীভগবানুবাচ

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **অহম্**—আমি; **ভক্ত-পরাধীনঃ**—আমার ভক্তের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্বতন্ত্রঃ**—আমি স্বতন্ত্র নই; **ইব**—ঠিক; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ; **সাধুভিঃ**—সর্বতোভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা; **গ্রস্ত-হৃদয়ঃ**—আমার হৃদয় নিয়ন্ত্রিত; **ভক্তৈঃ**—কারণ তাঁরা আমার ভক্ত; **ভক্ত-জন-প্রিয়ঃ**—আমি কেবল ভক্তেরই পরাধীন নই, আমার ভক্তের ভক্তেরও পরাধীন (ভক্তের ভক্তেরা আমার অত্যন্ত প্রিয়)।

অনুবাদ

ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে বললেন—আমি সম্পূর্ণভাবে আমার ভক্তের অধীন। প্রকৃতপক্ষে আমার কোনই স্বাতন্ত্র্য নেই। যেহেতু আমার ভক্তরা সর্বতোভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাই আমি তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করি। আমার ভক্তের কি কথা, যাঁরা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁরাও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, শিব আদি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহান ব্যক্তিরা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু ভগবান সর্বতোভাবে তাঁর ভক্তের অধীন। কেন? কারণ ভক্ত *অন্যাভিলাষিতাশূন্য*; অর্থাৎ, তাঁর হৃদয়ে কোন রকম জড় বাসনা নেই। তাঁর একমাত্র বাসনা সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা করা এবং কিভাবে ভগবানের সেবা করা যায় সেই কথা চিন্তা করা। এই দিব্যগুণের জন্য, পরমেশ্বর ভগবান ভক্তদের প্রতি অতীব অনুকম্পা পরায়ণ, এবং কেবলমাত্র ভক্তগণই নন, ভক্তেরও ভক্তবৃন্দের প্রতি তিনি কৃপাময়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পায়েছে কেবা*। ভক্তের ভক্ত না হলে কখনও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ* বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এইভাবে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবক না হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দাসের দাস হতে। ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব গোস্বামী প্রমুখ ভক্তরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবক এবং যিনি নারদ, ব্যাসদেব ও শুকদেব গোস্বামীর সেবক, যেমন ষড়্‌গোস্বামীগণ, তিনি ভগবানের অধিক কৃপা লাভ করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাই বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*—কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা করেন, তা হলে সেই ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অনুকূল হন। ভক্তের নির্দেশ অনুসরণ করা সরাসরিভাবে ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৬৪

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা ।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥ ৬৪ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **আত্মানম্**—চিন্ময় আনন্দ; **আশাসে**—বাসনা করি; **মদ্ভক্তৈঃ**—আমার ভক্তদের সঙ্গে; **সাধুভিঃ**—মহাত্মাদের সঙ্গে; **বিনা**—তাঁদের ছাড়া; **শ্রিয়ম্**—আমার ষড়ৈশ্বর্য; **চ**—ও; **আত্যন্তিকীম্**—পরম; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **যেষাম্**—যাঁদের; **গতিঃ**—গন্তব্য; **অহম্**—আমি হই; **পরা**—পরম।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যে সমস্ত মহাত্মাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, তাঁদের ছাড়া আমি আমার চিন্ময় আনন্দ এবং পরম ঐশ্বর্য উপভোগ করতে চাই না।

তাৎপর্য

ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তাঁর চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করার জন্য তিনি তাঁর ভক্তদের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেন। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও বৃন্দাবনে পূর্ণ পুরুষোত্তম, তবুও তাঁর দিব্য আনন্দ বর্ধনের জন্য তিনি তাঁর ভক্ত গোপবালক এবং গোপিকাদের সহযোগিতা আকাঙ্ক্ষা করেন। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তগণ যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিকে বর্ধিত করেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের সঙ্গসুখই উপভোগ করেন না। যেহেতু তিনি অসীম, তাই তিনি অন্তহীনভাবে তাঁর ভক্তদেরও বর্ধিত করেন। এইভাবে এই জড় জগতের অভক্ত এবং বিদ্বেষী জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। তিনি তাদের কাছে অনুরোধ করেন তারা যেন তাঁর শরণাগত হয়। যেহেতু তিনি অসীম, তাই তিনি অন্তহীনভাবে তাঁর ভক্ত সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে চান। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করার একটি প্রচেষ্টা। ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের প্রচেষ্টায় যে ভক্ত সহযোগিতা করেন, তিনি যে সরাসরিভাবে ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান যদিও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, তবুও তিনি তাঁর ভক্তসঙ্গ ব্যতীত চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন না। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে, একজন অতি ধনী ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হন, তা হলে তিনি সুখী হতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, সুখ লাভের আশায় নিঃসন্তান ধনী ব্যক্তি কখনও কখনও দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। চিন্ময় আনন্দ উপভোগের বিশেষ জ্ঞানটি শুদ্ধ ভক্তের অবগত। তাই শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের চিন্ময় আনন্দ বর্ধনে যত্নশীল।

শ্লোক ৬৫

যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্ ।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ ৬৫ ॥

যে—আমার যে সমস্ত ভক্ত; **দার**—পত্নী; **অগার**—গৃহ; **পুত্র**—সন্তান; **আপ্ত**—আত্মীয়স্বজন, সমাজ; **প্রাণান্**—এমন কি জীবন পর্যন্ত; **বিত্তম্**—ধনসম্পদ; **ইমম্**—এই সমস্ত; **পরম্**—স্বর্গলোকে উন্নতি অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া; **হিত্বা**—(এই সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিষয়) পরিত্যাগ করে; **মাম্**—আমাকে; **শরণম্**—আশ্রয়; **যাতাঃ**—গ্রহণ করে; **কথম্**—কিভাবে; **তান্**—সেই প্রকার ব্যক্তিদের; **ত্যক্তুম্**—পরিত্যাগ করার জন্য; **উৎসহে**—আমি উৎসাহী হতে পারি (তা সম্ভব নয়)।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পদ এমন কি তাঁদের জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করে—তাঁদের ইহলোকে এবং পরলোকে কোন প্রকার জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের বাসনা তাঁদের থাকে না, সেই প্রকার ভক্তদের আমি কিভাবে পরিত্যাগ করব?

তাৎপর্য

ভগবান *ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ* শব্দের দ্বারা পূজিত হন। এইভাবে তিনি ব্রাহ্মণদের শুভাকাঙ্ক্ষী। দুর্বাসা মুনি অবশ্যই ছিলেন একজন মহান ব্রাহ্মণ, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অভক্ত, তাই তিনি ভগবানের সেবায় সব কিছু অর্পণ করতে পারেননি। মহাযোগীরা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর। তার প্রমাণ হচ্ছে যে, দুর্বাসা মুনি যখন মহারাজ অম্বরীষকে হত্যা করার জন্য এক অসুর সৃষ্টি করেছিলেন, তখন রাজা সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করে অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু দুর্বাসা মুনি যখন ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সুদর্শন চক্রের দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন তিনি এতই বিচলিত হন যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছুটাছুটি করে আশ্রয় গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। অবশেষে, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তিনি ব্রহ্মা, শিব এবং ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন। তিনি এতই দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ ছিলেন যে, তাঁর দেহের স্বার্থে তিনি একজন বৈষ্ণবের দেহ বধ করতে চেয়েছিলেন। অতএব, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সদ্‌বুদ্ধি ছিল না, এবং বুদ্ধিহীন ব্যক্তি কিভাবে ভগবান কর্তৃক ত্রাণ লাভ করতে পারে? ভগবানের সেবার জন্য যিনি সব কিছু ত্যাগ করেছেন, সেই ভক্তকে ভগবান সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

এই শ্লোকে আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে *দারাগারপুত্রাপ্ত*—গৃহ, পত্নী, সন্তানসন্ততি, বন্ধুবান্ধব, সমাজ ইত্যাদির প্রতি আসক্তি ভগবানের অনুগ্রহ লাভের উপায় নয়। যে ব্যক্তি জড়সুখ ভোগের জন্য দেহ-গেহের প্রতি আসক্ত, সে কখনও শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না। কখনও কখনও শুদ্ধ ভক্তের স্ত্রী, পুত্র এবং গৃহের প্রতি আসক্তি থাকতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যথাসাধ্য ভগবানের সেবা করার চেষ্টা করেন। ভগবান এই প্রকার ভক্তের জন্য তাঁর মিথ্যা আসক্তির বিষয়গুলি হরণ করার জন্য এক বিশেষ আয়োজন করেন এবং এইভাবে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদির আসক্তি থেকে তাঁকে মুক্ত করেন। এটিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের বিশেষ কৃপা।

শ্লোক ৬৬

ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ৬৬ ॥

ময়ি—আমাকে; **নির্বদ্ধ-হৃদয়াঃ**—হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে আসক্ত; **সাধবঃ**—শুদ্ধ ভক্ত; **সম-দর্শনাঃ**—সমদর্শী; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **কুর্বন্তি**—করে; **মাম্**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **সৎ-স্ত্রিয়ঃ**—সতী স্ত্রী; **সৎ-পতিম্**—সৎপতিকে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

সতী স্ত্রী যেভাবে সেবার মাধ্যমে সৎপতিকে বশীভূত করে, সর্বতোভাবে আমার প্রতি আসক্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন শুদ্ধ ভক্তেরাও সেইভাবে তাঁদের ভক্তির প্রভাবে আমাকে বশীভূত করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সমদর্শনাঃ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। শুদ্ধ ভক্ত প্রকৃতপক্ষে সকলেরই প্রতি সমদর্শী, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি / সমঃ সর্বেষু ভূতেষু*। মানুষ শুদ্ধ ভক্ত হলে, তবেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব (*পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*)। শুদ্ধ ভক্তই হচ্ছেন যথার্থ পণ্ডিত, কারণ তিনি জানেন তাঁর স্বরূপে তিনি কে, তিনি জানেন ভগবান কে, এবং তিনি জানেন ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কি রকম। তাই তিনি পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞানী এবং স্বভাবতই মুক্ত (*ব্রহ্মভূতঃ*)। তাই সকলকেই তিনি চিন্ময় স্তরে দর্শন করতে পারেন। তিনি সমস্ত জীবের সুখ এবং দুঃখ বুঝতে পারেন। তিনি পরদুঃখে দুঃখী। তাই তিনি সকলেরই প্রতি সহানুভূতিশীল, যে কথা প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৩)

মানুষ জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, কারণ তারা ভগবানের প্রতি আসক্ত নয়। তাই, শুদ্ধ ভক্তের সব চাইতে বড় চিন্তা হচ্ছে, কিভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসাধারণকে কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উন্নীত করা যায়।

শ্লোক ৬৭

**মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ৬৭ ॥**

মৎ-সেবয়া—সম্পূর্ণরূপে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার দ্বারা; **প্রতীতম্**—আপনা থেকেই লাভ হয়; **তে**—এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নাত্মা; **সালোক্য-আদি-চতুষ্টয়ম্**—সালোক্য আদি চার প্রকার মুক্তি (সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি, অতএব সাযুজ্য মুক্তির কি কথা?); **ন**—না; **ইচ্ছন্তি**—কামনা করে; **সেবয়া**—কেবল তাঁদের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; **পূর্ণাঃ**—পূর্ণ; **কুতঃ**—কি কথা; **অন্যৎ**—অন্য বস্তু; **কাল-বিপ্লুতম্**—যা কালক্রমে বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

আমার ভক্তরা আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকার ফলে সর্বদা পরিতৃপ্ত, তাই তাঁরা চার প্রকার মুক্তি (সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি), স্বয়ং উপস্থিত হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না। অতএব স্বর্গলোকে উন্নতি আদি অনিত্য জড় সুখের কি আর কথা?

তাৎপর্য

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর মুক্তির মূল্য নির্ণয় করে বলেছেন—

*মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ।
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥*

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর উপলব্ধি করেছেন যে, কেউ যদি ভগবানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেম বিকশিত করেন, তা হলে মুক্তিদেবী বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তাঁর সর্বপ্রকার সেবা করতে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত থাকেন। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত স্বভাবতই মুক্ত, তাঁকে আর বিভিন্ন প্রকার মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করতে হয় না। শুদ্ধ ভক্ত বাসনা না করলেও আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যান।

শ্লোক ৬৮

**সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬৮ ॥**

সাধবঃ—শুদ্ধ ভক্তগণ; **হৃদয়ম্**—হৃদয়ে; **মহ্যম্**—আমার; **সাধূনাম্**—শুদ্ধ ভক্তদেরও; **হৃদয়ম্**—হৃদয়ে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অহম্**—আমি; **মৎ-অন্যৎ**—আমি ছাড়া অন্য কিছু; **তে**—তাঁরা; **ন**—না; **জানন্তি**—জানে; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **তেভ্যঃ**—তাদের ছাড়া; **মনাক্ অপি**—একটুও।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা আমার হৃদয়ে থাকেন এবং আমিও সর্বদা শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে থাকি। ভক্তেরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও জানেন না, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছুই জানি না।

তাৎপর্য

দুর্বাসা মুনি যেহেতু অম্বরীষ মহারাজকে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন, তাই বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের হৃদয়ে বেদনা দিতে চেয়েছিলেন, কারণ ভগবান বলেছেন, *সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্*—"শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই আমার হৃদয়ে থাকেন।" ভগবানের অনুভূতি ঠিক একজন পিতার মতো, যিনি তাঁর সন্তানের ব্যথায় ব্যথিত হন। তাই ভক্তের চরণে অপরাধ এত গুরুতর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যেন কখনও ভক্তের শ্রীপাদপদ্মে কোন অপরাধ না করে। এই প্রকার অপরাধকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ মত্ত হস্তী যখন কোন বাগানে প্রবেশ করে, তখন সেই বাগানটি সে তছনছ্ করে দেয়। তাই শুদ্ধ ভক্তের চরণে যাতে কখনও কোন রকম অপরাধ না হয়ে যায়, সেই জন্য অত্যন্ত সর্তক থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, অম্বরীষ মহারাজের কোন দোষ ছিল না; দুর্বাসা মুনি অযথা তাঁকে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য একাদশীব্রত পূর্ণ করার মানসে পারণ করার জন্য কেবল একটু জলপান করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি একজন মহাযোগী ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান ছিল না। সেটিই শুদ্ধ ভক্ত এবং তথাকথিত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের মধ্যে পার্থক্য। ভক্ত সর্বদা ভগবানের হৃদয়ে থাকার ফলে সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (১০/১১) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

"তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে, আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকার নাশ করি।" ভগবানের অনুমতি ব্যতীত ভক্ত কোন

কিছু করেন না। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়*। তাই কখনও শুদ্ধ বৈষ্ণবের সমালোচনা করা উচিত নয়। বৈষ্ণব জানেন তাঁর কি কর্তব্য; তাই তিনি যা করেন তা সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত, কারণ তিনি সর্বদা ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হন।

শ্লোক ৬৯

উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ ।
অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাহি মা চিরম্ ।
সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্তুঃ কুরুতেঽশিবম্ ॥ ৬৯ ॥

উপায়ম্—ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়; **কথয়িষ্যামি**—আমি তোমাকে বলব; **তব**—এই বিপদ থেকে তোমার উদ্ধারের জন্য; **বিপ্র**—হে ব্রাহ্মণ; **শৃণুষ্ব**—শ্রবণ কর; **তৎ**—আমি যা বলি; **অয়ম্**—তোমার এই কার্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-অভিচারঃ**—আত্মহিংসা অথবা নিজের প্রতি হিংসা (তোমার মন তোমার শত্রুতে পরিণত হয়েছে); **তে**—তোমার জন্য; **যতঃ**—যাঁর কারণে; **তম্**—তাঁকে (মহারাজ অম্বরীষ); **যাহি**—এক্ষণি যাও; **মা চিরম্**—এক পলকও দেরি করো না; **সাধুষু**—ভক্তকে; **প্রহিতম্**—প্রযুক্ত; **তেজঃ**—শক্তি; **প্রহর্তুঃ**—অনুষ্ঠানকারী; **কুরুতে**—করে; **অশিবম্**—অমঙ্গল।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! তোমার আত্মরক্ষার উপায় আমি তোমাকে বলছি, শ্রবণ কর। অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করার ফলে তুমি আত্মহিংসা করেছ। তাই এক্ষুণি তুমি তাঁর কাছে যাও, বিলম্ব করো না। কারও তথাকথিত শক্তি যখন ভক্তের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন প্রয়োগকারীরই অনিষ্ট হয়। যার উপর প্রয়োগ করা হয় তার কোন ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে, যে প্রয়োগ করে তারই অনিষ্ট হয়।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব সর্বদাই অভক্তদের হিংসার পাত্র, এমন কি সেই অভক্ত যদি তাঁর পিতাও হয়। তার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু। কিন্তু

এই হিংসার ফলে হিরণ্যকশিপুরই অনিষ্ট হয়েছিল, প্রহ্লাদের কিছু হয়নি। প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি হিরণ্যকশিপুর বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের ফলে ভগবান তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। বৈষ্ণবের সেবার ফলে ক্রমশ তা ভক্তের সম্পদে পরিণত হয়। তেমনই, ভক্তের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ ক্রমশ সঞ্চিত হতে হতে চরমে অনুষ্ঠানকারীর অধঃপতনের কারণ হয়। শুদ্ধ ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করার ফলে, দুর্বাসা মুনির মতো একজন মহান ব্রাহ্মণ মহাযোগীও এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭০

তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে ।
তে এব দুর্বিনীতস্য কল্পেতে কর্তুরন্যথা ॥ ৭০ ॥

তপঃ—তপস্যা; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **চ**—ও; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **নিঃশ্রেয়স**—যা উন্নতি সাধনের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর; **করে**—কারণ; **উভে**—তারা উভয়ে; **তে**—এই প্রকার তপস্যা এবং জ্ঞান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **দুর্বিনীতস্য**—এই প্রকার ব্যক্তি যখন দুর্বিনীত হয়; **কল্পেতে**—হয়; **কর্তুঃ**—অনুষ্ঠানকারীর; **অন্যথা**—ঠিক বিপরীত।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের পক্ষে তপস্যা এবং বিদ্যা অবশ্যই মঙ্গলজনক, কিন্তু যে ব্যক্তির স্বভাব নম্র নয়, তার পক্ষে এই তপস্যা এবং বিদ্যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, মণি অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু তা যখন সাপের মাথায় থাকে, তখন তার মূল্য সত্ত্বেও তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তেমনই, অভক্ত বিষয়ী যখন বিদ্যা এবং তপস্যা অর্জনে অত্যন্ত সফল হয়, তখন তার সাফল্য সমগ্র সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, তথাকথিত বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে যা সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তাই বলা হয়েছে, *মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিম্ অসৌ ন ভয়ঙ্করঃ*। সাপের মাথায়

মণি থাকুক বা না থাকুক, সে ভয়ঙ্কর। দুর্বাসা মুনি ছিলেন যৌগিক ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যন্ত মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, কিন্তু যেহেতু তিনি নম্র ছিলেন না, তাই তিনি জানতেন না কিভাবে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করতে হয়। সেই জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যে ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থে তার যোগশক্তি ব্যবহার করে, সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তির প্রতি ভগবান কখনও অনুকূল হন না। প্রকৃতির নিয়মে তাই এই শক্তির অপব্যবহার চরমে কেবল সমাজের জন্যই ভয়ঙ্কর নয়, সেই ব্যক্তির পক্ষেও ভয়ঙ্কর।

শ্লোক ৭১

ব্রহ্মাংস্তদ্ গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্ ।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; **তৎ**—অতএব; **গচ্ছ**—যাও; **ভদ্রম্**—সর্বতোভাবে কল্যাণ হোক; **তে**—তোমাকে; **নাভাগ-তনয়ম্**—মহারাজ নাভাগের পুত্রকে; **নৃপম্**—মহারাজ অম্বরীষ; **ক্ষমাপয়**—শান্ত করার চেষ্টা কর; **মহা-ভাগম্**—মহাত্মা, শুদ্ধ ভক্ত; **ততঃ**—তারপর; **শান্তিঃ**—শান্তি; **ভবিষ্যতি**—হবে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাই তুমি এক্ষুণি মহারাজ নাভাগের পুত্র অম্বরীষ মহারাজের কাছে যাও। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। তুমি যদি মহারাজ অম্বরীষকে প্রসন্ন করতে পার, তা হলে তোমার শান্তি হবে।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে মধ্বমুনি *গরুড় পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

ব্রহ্মাদিভক্তিকোট্যংশাদংশোনৈবাম্বরীষকে ।
নৈবনাস্য চক্রস্যাপি তথাপি হরিরীশ্বরঃ ॥
তাৎকালিকোপচেয়ত্বাত্তেষাং যশস আদিরাট্ ।
ব্রহ্মাদয়শ্চ তৎ কীর্তিং ব্যঞ্জয়ামাসুরুত্তমাম্ ॥
মোহনায় চ দৈত্যানাং ব্রহ্মাদে নিন্দনায় চ ।
অন্যার্থং চ স্বয়ং বিষ্ণুর্ব্রহ্মাদ্যাশ্চ নিরাশিষঃ ॥
মানুষেষূত্তমাত্বাচ্চ তেষাং ভক্ত্যাদিভির্গুণৈঃ ।
ব্রহ্মাদের্বিষ্ণুধীনত্বজ্ঞাপনায় চ কেবলম্ ॥

দুর্বাসাশ্চ স্বয়ং রুদ্রস্তথাপ্যন্যায়ামুক্তবান্ ।
তস্যাপ্যনুগ্রহার্থায় দর্পনাশার্থমেব চ ॥

মহারাজ অম্বরীষ এবং দুর্বাসা মুনির এই উপাখ্যান থেকে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেবতারাও বিষ্ণুর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই যখন কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু সেই অপরাধীকে দণ্ডদান করেন। সেই ব্যক্তিকে কেউই রক্ষা করতে পারে না, এমন কি ব্রহ্মা অথবা শিবও নন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্বাসা মুনির অপরাধ' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চম অধ্যায়

দুর্বাসা মুনির জীবন রক্ষা

এই অধ্যায়ে অম্বরীষ মহারাজের সুদর্শন চক্রের প্রতি প্রার্থনা এবং দুর্বাসা মুনির প্রতি সুদর্শন চক্রের কৃপা বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে দুর্বাসা মুনি তৎক্ষণাৎ অম্বরীষ মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হন। মহারাজ অম্বরীষ স্বভাবতই অত্যন্ত বিনীত এবং অমানী হওয়ার ফলে, দুর্বাসা মুনি যখন এইভাবে তাঁর চরণে পতিত হন, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেন, এবং দুর্বাসা মুনিকে রক্ষা করার জন্য সুদর্শন চক্রের স্তব করতে শুরু করেন। এই সুদর্শন চক্র কি? এই সুদর্শন চক্র হচ্ছে ভগবানের দৃষ্টিপাত যার দ্বারা তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। *স ঐক্ষত, স অসৃজত*। এটি *বেদের* বাণী। হাজার হাজার অর সমন্বিত, সৃষ্টির মূল সুদর্শন চক্র ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এই সুদর্শন চক্র অন্য সমস্ত অস্ত্রের তেজ নাশক, অন্ধকার বিনাশকারী এবং ভগবদ্ভক্তির তেজ প্রকাশকারী; তা ধর্মসংস্থাপনের উপায়স্বরূপ এবং সমস্ত অধর্ম বিনাশকারী। এই সুদর্শন চক্রের কৃপা ব্যতীত এই জগৎ রক্ষা করা সম্ভব নয়, এবং তাই ভগবান এই সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করেছেন। অম্বরীষ মহারাজ যখন সুদর্শন চক্রকে কৃপাপরায়ণ হওয়ার জন্য এইভাবে স্তব করেছিলেন, তখন সুদর্শন চক্র সন্তুষ্ট হয়ে শান্ত হয়েছিলেন এবং দুর্বাসা মুনিকে সংহার করার কার্য থেকে বিরত হয়েছিলেন। এইভাবে দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের কৃপা লাভ করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি তখন বৈষ্ণবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করার অসৎ ধারণা (*বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি*) ত্যাগ করেছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত, এবং দুর্বাসা মুনি তাঁকে ব্রাহ্মণের থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করে তাঁর উপর ব্রহ্মতেজ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এই ঘটনাটি থেকে সকলেরই বৈষ্ণবকে অবমাননা করার দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করার শিক্ষালাভ করা উচিত। মহারাজ অম্বরীষ দুর্বাসা মুনিকে ভোজন করিয়েছিলেন, এবং এক বছর ধরে একস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে উপবাস করার পর রাজা স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ তারপর তাঁর রাজ্য তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার জন্য মানস সরোবরের তীরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ ।
অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা আদিষ্টঃ**—ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা; **চক্র-তাপিতঃ**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা সন্তপ্ত হয়ে; **অম্বরীষম্**—অম্বরীষ মহারাজের; **উপাবৃত্য**—কাছে গিয়ে; **তৎ-পাদৌ**—তাঁর চরণকমল; **দুঃখিতঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে, সুদর্শন চক্রের দ্বারা সন্তপ্ত দুর্বাসা মুনি তৎক্ষণাৎ অম্বরীষ মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে তিনি তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁর চরণযুগল ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ২

তস্য সোদ্যমমাবীক্ষ্য পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ ।
অস্তাবীৎ তদ্ধরেরস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশম্ ॥ ২ ॥

তস্য—দুর্বাসার; **সঃ**—তিনি, মহারাজ অম্বরীষ; **উদ্যমম্**—প্রচেষ্টা; **আবীক্ষ্য**—দর্শন করে; **পাদস্পর্শ-বিলজ্জিতঃ**—দুর্বাসা মুনি তাঁর চরণ স্পর্শ করায় অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে; **অস্তাবীৎ**—স্তব করেছিলেন; **তৎ**—সেই; **হরেঃ অস্ত্রম্**—ভগবানের অস্ত্র; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **পীড়িতঃ**—ব্যথিত; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনি তাঁর চরণ স্পর্শ করায় অম্বরীষ মহারাজ অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন, এবং তিনি যখন দেখলেন দুর্বাসা মুনি তাঁর স্তব করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি কৃপাবশত অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি ভগবানের সেই মহা অস্ত্রের উদ্দেশ্যে স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩

অম্বরীষ উবাচ

ত্বমগ্নির্ভগবান্ সূর্যস্ত্বং সোমো জ্যোতিষাং পতিঃ ।
ত্বমাপস্ত্বং ক্ষিতির্ব্যোম বায়ুর্মাত্রেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩ ॥

অম্বরীষঃ—অম্বরীষ মহারাজ; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ত্বম্**—আপনি (হন); **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **সূর্যঃ**—সূর্য; **ত্বম্**—আপনি (হন); **সোমঃ**—চন্দ্র; **জ্যোতিষাম্**—সমস্ত জ্যোতিষ্কের; **পতিঃ**—পতি; **ত্বম্**—আপনি (হন); **আপঃ**—জল; **ত্বম্**—আপনি (হন); **ক্ষিতিঃ**—পৃথিবী; **ব্যোম**—আকাশ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **মাত্র**—তন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ইন্দ্রিয়াণি**—এবং ইন্দ্রিয়সমূহ; **চ**—ও।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ বললেন—হে সুদর্শন চক্র! আপনি অগ্নি, আপনি পরম শক্তিমান সূর্য, আপনি সমস্ত জ্যোতিষ্কের পতি চন্দ্র, আপনি জল, ক্ষিতি, আকাশ, বায়ু, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), এবং আপনি ইন্দ্রিয়সমূহ।

শ্লোক ৪

সুদর্শন নমস্তুভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয় ।
সর্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে ॥ ৪ ॥

সুদর্শন—হে ভগবানের ঈক্ষণ; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **সহস্র-অর**—হে সহস্র অর সমন্বিত; **অচ্যুত-প্রিয়**—হে ভগবান শ্রীঅচ্যুতের পরম প্রিয়; **সর্ব-অস্ত্র-ঘাতিন্**—হে সমস্ত অস্ত্রের সংহারক; **বিপ্রায়**—এই ব্রাহ্মণকে; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **ভূয়াঃ**—হন; **ইড়স্পতে**—জড় জগতের পতি।

অনুবাদ

হে অচ্যুতপ্রিয়! আপনি সহস্র অর সমন্বিত। হে জড় জগতের পতি, সর্ব অস্ত্র বিনাশক, ভগবানের আদি ঈক্ষণ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি এই ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করুন এবং তাঁর মঙ্গল বিধান করুন।

শ্লোক ৫

ত্বং ধর্মস্ত্বমৃতং সত্যং ত্বং যজ্ঞোঽখিলযজ্ঞভুক্ ।
ত্বং লোকপালঃ সর্বাত্মা ত্বং তেজঃ পৌরুষং পরম্ ॥ ৫ ॥

ত্বম্—আপনি; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **ত্বম্**—আপনি; **ঋতম্**—অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী; **সত্যম্**—পরম সত্য; **ত্বম্**—আপনি; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **অখিল**—সমগ্র; **যজ্ঞ-ভুক্**—সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা; **ত্বম্**—আপনি; **লোক-পালঃ**—বিভিন্ন লোকের পালনকর্তা; **সর্ব-আত্মা**—সর্বব্যাপ্ত; **ত্বম্**—আপনি; **তেজঃ**—বল; **পৌরুষম্**—ভগবানের; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

হে সুদর্শন চক্র! আপনি ধর্ম, আপনি সত্য, আপনি অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী, আপনি যজ্ঞ এবং আপনি সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। আপনিই সমগ্র জগতের পালনকর্তা, এবং আপনিই ভগবানের হস্তে তাঁর পরম প্রভাব। আপনি ভগবানের মূল ঈক্ষণ, এবং তাই আপনি সুদর্শন নামে পরিচিত। আপনারই কার্যের দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই আপনি সর্বব্যাপ্ত।

তাৎপর্য

সুদর্শন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মঙ্গলজনক দর্শন'। *বেদের* বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের দৃষ্টিপাতের দ্বারা (*স ঐক্ষত, স অসৃজত*)। ভগবান মহত্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং তা যখন বিক্ষুব্ধ হয় তখন সব কিছুর সৃষ্টি হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা মনে করে যে, একটি বস্তুপিণ্ডের বিস্ফোরণ হওয়ার ফলে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। যদি এই বস্তুপিণ্ডটিকে মহত্তত্ত্ব বলে মনে করা হয়, তা হলে বোঝা যায় যে, ভগবানের দৃষ্টিপাতের দ্বারা সেই বস্তুর পিণ্ডটি বিচলিত হয়েছিল, এবং তাই ভগবানের দৃষ্টিপাতই হচ্ছে জড় সৃষ্টির মূল কারণ।

শ্লোক ৬

নমঃ সুনাভাখিলধর্মসেতবে
হ্যধর্মশীলাসুরধূমকেতবে ।
ত্রৈলোক্যগোপায় বিশুদ্ধবর্চসে
মনোজবায়াদ্ভুতকর্মণে গৃণে ॥ ৬ ॥

নমঃ—আপনাকে প্রণাম; **সু-নাভ**—হে সুনাভ; **অখিল-ধর্ম-সেতবে**—যার অরগুলি সমস্ত ধর্মের সেতুস্বরূপ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অধর্ম-শীল**—যারা অধর্ম পরায়ণ; **অসুর**—অসুরদের পক্ষে; **ধূম-কেতবে**—অগ্নিসদৃশ অথবা ধূমকেতু সদৃশ; **ত্রৈলোক্য**—ত্রিভুবনের; **গোপায়**—পালক; **বিশুদ্ধ**—চিন্ময়; **বর্চসে**—যাঁর জ্যোতি; **মনঃ-জবায়**—মনের মতো দ্রুতগামী; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **কর্মণে**—যাঁর কার্যকলাপ; **গৃণে**—আমি কেবল উচ্চারণ করি।

অনুবাদ

হে সুদর্শন, আপনি অত্যন্ত মঙ্গলময় নাভি সমন্বিত, এবং তাই আপনি সমস্ত ধর্মের ধারক ও বাহক। অধর্ম-পরায়ণ অসুরদের পক্ষে আপনি অশুভ ধূমকেতুর মতো। বস্তুতপক্ষে, আপনি ত্রিভুবনের পালনকর্তা। আপনি চিন্ময় জ্যোতি সমন্বিত, আপনি মনের মতো দ্রুতগামী, এবং আপনি অদ্ভুতকর্মা। আমি কেবল 'নমঃ' শব্দটি উচ্চারণ করার দ্বারা আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবানের চক্রকে সুদর্শন বলা হয় কারণ তা অপরাধী বা অসুরদের মধ্যে উচ্চ-নীচ বিচার করে না। দুর্বাসা মুনি অবশ্যই ছিলেন একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের প্রতি তাঁর আচরণ একজন অসুরের আচরণের থেকে কোন অংশে শ্রেয় ছিল না। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*—ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—প্রকৃত *ধর্ম* হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া। তাই প্রকৃত *ধর্ম* হচ্ছে ভক্তি বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা। এখানে সুদর্শন চক্রকে *ধর্মসেতবে*, অর্থাৎ ধর্মরক্ষক বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন সত্য সত্যই একজন ধার্মিক, এবং তাই তাঁকে রক্ষা করার জন্য সুদর্শন চক্র দুর্বাসা মুনির মতো একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত দণ্ডদান করতে প্রস্তুত ছিল, কারণ তিনি একজন অসুরের মতো আচরণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের বেশে বহু অসুর রয়েছে। তাই সুদর্শন চক্র ব্রাহ্মণ অসুর এবং শূদ্র অসুরের মধ্যে ভেদ দর্শন করে না। ভগবৎ-বিদ্বেষী এবং ভক্তবিদ্বেষী ব্যক্তিকেই বলা হয় অসুর। শাস্ত্রে দেখা যায় বহু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় রয়েছে, যারা অসুরের মতো আচরণ করার ফলে অসুর বলে বর্ণিত হয়েছে। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে মানুষকে জানতে হয় তার লক্ষণ অনুসারে। কেউ যদি ব্রাহ্মণ পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তার লক্ষণ যদি আসুরিক হয়, তা হলে

তাকে অসুর বলে বিবেচনা করা হয়। সুদর্শন চক্র সর্বদাই অসুরদের বিনাশ করে। তাই এখানে তাকে *অধর্মশীলাসুরধূমকেতবে* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ভক্ত নয় তাদের বলা হয় *অধর্মশীল*। এই প্রকার অসুরদের কাছে সুদর্শন চক্র একটি অমঙ্গলজনক ধূমকেতুর মতো।

শ্লোক ৭

ত্বত্তেজসা ধর্মময়েন সংহৃতং
তমঃ প্রকাশশ্চ দৃশো মহাত্মনাম্ ।
দুরত্যয়স্তে মহিমা গিরাং পতে
ত্বদ্রূপমেতৎ সদসৎ পরাবরম্ ॥ ৭ ॥

ত্বৎ-তেজসা—আপনার তেজের দ্বারা; **ধর্ম-ময়েন**—ধর্মময়; **সংহৃতম্**—দূরীভূত; **তমঃ**—অন্ধকার; **প্রকাশঃ চ**—প্রকাশও; **দৃশঃ**—সমস্ত দিকের; **মহা-আত্মনাম্**—মহাত্মাদের; **দুরত্যয়ঃ**—দুরতিক্রম্য; **তে**—আপনার; **মহিমা**—মহিমা; **গিরাম্ পতে**—হে বাণীর পতি; **ত্বৎ-রূপম্**—আপনার প্রকাশ; **এতৎ**—এই; **সৎ-অসৎ**—প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত; **পর-অবরম্**—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট।

অনুবাদ

হে বাণীর পতি! আপনার ধর্মময় তেজের দ্বারা এই জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে এবং মহাজনদের জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে কেউই আপনার জ্যোতি অতিক্রম করতে পারে না, কারণ প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত, স্থূল এবং সূক্ষ্ম, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সব কিছু আপনারই জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত রূপ।

তাৎপর্য

আলোক ছাড়া কোন কিছুই দর্শন করা যায় না, বিশেষ করে এই জড় জগতে। এই জড় জগতে আলোকের প্রকাশ হয় ভগবানের ঈক্ষণরূপ সুদর্শন চক্রের জ্যোতি থেকে। সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নির আলোক সুদর্শন চক্র থেকে প্রকাশিত হয়। তেমনই জ্ঞানের আলোকও সুদর্শন থেকেই আসে, কারণ সুদর্শনের আলোকের প্রভাবে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট বস্তুর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। সাধারণত মানুষেরা দুর্বাসা

মুনির মতো শক্তিশালী যোগীকে অদ্ভুতভাবে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তি যখন সুদর্শন চক্রের দ্বারা ধাবিত হয়, তখন আমরা তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারি এবং ভক্তের সঙ্গে তার আচরণের দ্বারা বুঝতে পারি সে কত অধম।

শ্লোক ৮

যদা বিসৃষ্টস্ত্বমনঞ্জনেন বৈ
বলং প্রবিষ্টোঽজিত দৈত্যদানবম্ ।
বাহূদরোর্বঙ্ঘ্রিশিরোধরাণি
বৃশ্চন্নজস্রং প্রধনে বিরাজসে ॥ ৮ ॥

যদা—যখন; **বিসৃষ্টঃ**—প্রেরিত; **ত্বম্**—আপনি; **অনঞ্জনেন**—নিরঞ্জন ভগবানের দ্বারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বলম্**—সৈন্যগণ; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **অজিত**—হে অজিত; **দৈত্য-দানবম্**—দৈত্য এবং দানবদের; **বাহু**—বাহু; **উদরঃ**—উদর; **ঊরু**—ঊরু; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **শিরঃ-ধরাণি**—গ্রীবা; **বৃশ্চন্**—ছিন্ন করে; **অজস্রম্**—নিরন্তর; **প্রধনে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **বিরাজসে**—আপনি বিরাজ করেন।

অনুবাদ

হে অজিত! আপনি যখন ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হন, তখন দৈত্য ও দানব সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বাহু, উদর, ঊরু, পদ এবং মস্তক নিরন্তর ছিন্ন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ করেন।

শ্লোক ৯

স ত্বং জগৎত্রাণ খলপ্রহাণয়ে
নিরূপিতঃ সর্বসহো গদাভৃতা ।
বিপ্রস্য চাস্মৎকুলদৈবহেতবে
বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ ॥ ৯ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **ত্বম্**—আপনি; **জগৎ-ত্রাণ**—হে জগতের রক্ষাকর্তা; **খল-প্রহাণয়ে**—খল শত্রুদের সংহার করার জন্য; **নিরূপিতঃ**—নিযুক্ত; **সর্বসহঃ**—

সর্বশক্তিমান; **গদা-ভৃতা**—ভগবানের দ্বারা; **বিপ্রস্য**—এই ব্রাহ্মণের; **চ**—ও; **অস্মৎ**—আমাদের; **কুল-দৈব-হেতবে**—কুলের সৌভাগ্যের জন্য; **বিধেহি**—করুন; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তৎ**—তা; **অনুগ্রহঃ**—অনুগ্রহ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে জগদ্ধাতা! ভগবানের সর্বশক্তিমান অস্ত্ররূপে খল অসুরদের বিনাশ করার জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। আমাদের কুলের মঙ্গলের জন্য দয়া করে আপনি এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান করুন। তা হলে নিশ্চিতভাবে আমাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।

শ্লোক ১০

যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ ।
কুলং নো বিপ্রদৈবং চেদ্ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ১০ ॥

যদি—যদি; **অস্তি**—হয়; **দত্তম্**—দান; **ইষ্টম্**—শ্রীবিগ্রহের আরাধনা; **বা**—অথবা; **স্বধর্মঃ**—স্বধর্ম; **বা**—অথবা; **সু-অনুষ্ঠিতঃ**—পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত; **কুলম্**—কুল; **নঃ**—আমাদের; **বিপ্র-দৈবম্**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুগৃহীত; **চেৎ**—যদি হয়; **দ্বিজঃ**—এই ব্রাহ্মণ; **ভবতু**—হোন; **বিজ্বরঃ**—(সুদর্শন চক্রের) সন্তাপ থেকে মুক্ত হোন।

অনুবাদ

আমাদের বংশ যদি সৎপাত্রে দান করে থাকে, সৎকর্ম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাকে, সুষ্ঠুভাবে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তা হলে আমি কামনা করি যে, তার বিনিময়ে এই ব্রাহ্মণ যেন সুদর্শন চক্রের সন্তাপ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১১

যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্বগুণাশ্রয়ঃ ।
সর্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ১১ ॥

যদি—যদি; **নঃ**—আমাদের; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **একঃ**—অদ্বিতীয়; **সর্ব-গুণ-আশ্রয়ঃ**—সমস্ত দিব্যগুণের আধার; **সর্ব-ভূত-আত্ম-ভাবেন**—সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাপূর্ণ আচরণের দ্বারা; **দ্বিজঃ**—এই ব্রাহ্মণ; **ভবতু**—হন; **বিজ্বরঃ**—সমস্ত সন্তাপ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সমস্ত চিন্ময় গুণের আধার এবং যিনি সমস্ত জীবের আত্মা, তিনি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তা হলে আমরা কামনা করি যে, এই ব্রাহ্মণ দুর্বাসা মুনি যেন সমস্ত সন্তাপ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সংস্তুবতো রাজ্ঞো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্ ।
অসাম্যৎ সর্বতো বিপ্রং প্রদহদ্ রাজযাচ্ঞয়া ॥ ১২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সংস্তুবতঃ**—স্তুত হয়ে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার দ্বারা; **বিষ্ণু-চক্রম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চক্র; **সুদর্শনম্**—সুদর্শন নামক চক্র; **অসাম্যৎ**—শান্ত হয়েছিলেন; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণকে; **প্রদহৎ**—দহন করে; **রাজ**—রাজার; **যাচ্ঞয়া**—প্রার্থনার দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজা যখন এইভাবে সুদর্শন চক্র এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্তব করেছিলেন, তখন তাঁর প্রার্থনায় সুদর্শন চক্র শান্ত হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ দুর্বাসা মুনিকে দহন করা থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

স মুক্তোঽস্ত্রাগ্নিতাপেন দুর্বাসাঃ স্বস্তিমাংস্ততঃ ।
প্রশশংস তমুর্বীশং যুঞ্জানঃ পরমাশিষঃ ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি; **মুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **অস্ত্র-অগ্নি-তাপেন**—সুদর্শন চক্রের আগুনের তাপ থেকে; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা; **স্বস্তিমান্**—সন্তাপ মুক্ত হয়ে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট

হয়েছিলেন; **ততঃ**—তখন; **প্রশশংস**—প্রশংসা করেছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **উর্বী-ঈশম্**—রাজা; **যুঞ্জানঃ**—অনুষ্ঠান করে; **পরম-আশিষঃ**—পরম আশীর্বাদ।

অনুবাদ

মহাশক্তিশালী যোগী দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের আগুন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেছিলেন। তখন তিনি মহারাজ অম্বরীষের গুণের প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁকে পরম আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

দুর্বাসা উবাচ

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে ।
কৃতাগসোঽপি যদ্ রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥ ১৪ ॥

দুর্বাসাঃ উবাচ—দুর্বাসা মুনি বললেন; **অহো**—আহা; **অনন্ত-দাসানাম্**—ভগবানের সেবকদের; **মহত্ত্বম্**—মহিমা; **দৃষ্টম্**—দর্শন; **অদ্য**—আজ; **মে**—আমার দ্বারা; **কৃত-আগসঃ অপি**—আমি অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও; **যৎ**—তবুও; **রাজন্**—হে রাজন্; **মঙ্গলানি**—সৌভাগ্য; **সমীহসে**—আপনি প্রার্থনা করছেন।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনি বললেন—হে রাজন্! আজ আমি ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য দর্শন করলাম, কারণ যদিও আমি অপরাধ করেছি, তবুও আপনি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

শ্লোক ১৫

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্ ।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥ ১৫ ॥

দুষ্করঃ—দুষ্কর; **কঃ**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **সাধূনাম্**—ভক্তদের; **দুস্ত্যজঃ**—ত্যাগ করা অসম্ভব; **বা**—অথবা; **মহা-আত্মনাম্**—মহাত্মাদের; **যৈঃ**—যে ব্যক্তিদের দ্বারা; **সংগৃহীতঃ**—(ভগবদ্ভক্তির দ্বারা) লব্ধ; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বতাম্**—শুদ্ধ ভক্তদের; **ঋষভঃ**—নেতা; **হরিঃ**—শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

যাঁরা শুদ্ধ ভক্তদের পতি ভগবান শ্রীহরিকে লাভ করেছেন, তাঁদের পক্ষে অসাধ্য এবং দুস্ত্যজ্য কি আছে?

শ্লোক ১৬

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১৬ ॥

যৎ-নাম—ভগবানের পবিত্র নাম; **শ্রুতি-মাত্রেণ**—কেবল শ্রবণ করার ফলে; **পুমান্**—জীব; **ভবতি**—হয়; **নির্মলঃ**—পবিত্র; **তস্য**—তাঁর; **তীর্থপদঃ**—ভগবান, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম হচ্ছে তীর্থ; **কিম্ বা**—কি; **দাসানাম্**—সেবকদের দ্বারা; **অবশিষ্যতে**—অসম্ভব।

অনুবাদ

যাঁর পবিত্র নাম শ্রবণ করা মাত্রই জীব নির্মল হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তদের পক্ষে কি-ই বা অসম্ভব হতে পারে?

শ্লোক ১৭

রাজন্ননুগৃহীতোঽহং ত্বয়াতিকরুণাত্মনা ।
মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ ॥ ১৭ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **অনুগৃহীতঃ**—অনুগৃহীত; **অহম্**—আমি (হই); **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অতি-করুণ-আত্মনা**—কারণ আপনি অত্যন্ত কৃপালু; **মৎ-অঘম্**—আমার অপরাধ; **পৃষ্ঠতঃ**—পিছন দিকে; **কৃত্বা**—করে; **প্রাণাঃ**—জীবন; **যৎ**—যা; **মে**—আমার; **অভিরক্ষিতাঃ**—রক্ষা করেছেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনি আমার অপরাধ দর্শন না করে আমার জীবন রক্ষা করেছেন, তাই অত্যন্ত কৃপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগৃহীত হলাম।

শ্লোক ১৮

রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া ।
চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ ॥ ১৮ ॥

রাজা—রাজা; **তম্**—তাঁকে, দুর্বাসা মুনিকে; **অকৃত-আহারঃ**—যিনি আহার করেননি; **প্রত্যাগমন**—ফিরে আসা; **কাঙ্ক্ষয়া**—বাসনা করে; **চরণৌ**—চরণ; **উপসংগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **প্রসাদ্য**—সর্বতোভাবে প্রসন্নতা বিধান করে; **সমভোজয়ৎ**—ভোজন করিয়েছিলেন।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনির প্রত্যাবর্তনের আশায় রাজা কিছুই আহার করেননি। তাই দুর্বাসা মুনি ফিরে এলে, রাজা তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

সোঽশিত্বাদৃতমানীতমাতিথ্যং সার্বকামিকম্ ।
তৃপ্তাত্মা নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতামিতি সাদরম্ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি (দুর্বাসা); **অশিত্বা**—ভোজন করে; **আদৃতম্**—সাদরে; **আনীতম্**—আনয়ন করে; **আতিথ্যম্**—বিভিন্ন প্রকার আহার্য নিবেদন করেছিলেন; **সার্ব-কামিকম্**—সর্বপ্রকার স্বাদ সমন্বিত; **তৃপ্ত-আত্মা**—এইভাবে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে; **নৃপতিম্**—রাজাকে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **ভুজ্যতাম্**—হে রাজন্; আপনিও ভোজন করুন; **ইতি**—এইভাবে; **স-আদরম্**—আদরের সঙ্গে।

অনুবাদ

রাজা এইভাবে দুর্বাসাকে সাদরে আনয়ন করেছিলেন। দুর্বাসা বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু আহার্য ভোজন করে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে রাজাকে বলেছিলেন, "দয়া করে আপনিও ভোজন করুন।"

শ্লোক ২০

প্রীতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি তব ভাগবতস্য বৈ ।
দর্শনস্পর্শনালাপৈরাতিথ্যেনাত্মমেধসা ॥ ২০ ॥

প্রীতঃ—অত্যন্ত প্রসন্ন; **অস্মি**—আমি হয়েছি; **অনুগৃহীতঃ**—অনুগৃহীত; **অস্মি**—আমি হয়েছি; **তব**—আপনার; **ভাগবতস্য**—আপনি একজন শুদ্ধ ভক্ত বলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দর্শন**—আপনাকে দর্শন করে; **স্পর্শন**—আপনার চরণ স্পর্শ করে; **আলাপৈঃ**—আপনার সঙ্গে কথা বলে; **আতিথ্যেন**—আপনার আতিথ্যের দ্বারা; **আত্ম-মেধসা**—আমার নিজের বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনি বললেন—হে রাজন্, আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। প্রথমে আমি আপনাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু পরে আমি আমার বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আপনি একজন মহাভাগবত। তাই কেবল আপনাকে দর্শনের দ্বারা, আপনার চরণ স্পর্শের দ্বারা এবং আপনার সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা আমি অনুগৃহীত ও প্রীত হয়েছি।

তাৎপর্য

বলা হয়, *বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়*—অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষও শুদ্ধ বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বুঝতে পারেন না। তাই, দুর্বাসা মুনি একজন মহান যোগী হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে মহারাজ অম্বরীষকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করেছিলেন এবং তাঁকে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে বৈষ্ণবকে ভ্রান্তভাবে দর্শন। কিন্তু দুর্বাসা মুনি যখন সুদর্শন চক্রের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বুদ্ধির বিকাশ হয়েছিল। তাই এখানে *আত্মমেধসা* শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মহারাজ অম্বরীষ একজন মহাভাগবত। দুর্বাসা মুনি যখন সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মা এবং শিবের আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এমন কি তিনি বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তবুও তিনি সুদর্শন চক্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি। এইভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বৈষ্ণবের প্রভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দুর্বাসা মুনি অবশ্যই ছিলেন একজন মহাযোগী এবং অত্যন্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বৈষ্ণবের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাই বলা হয়েছে, *বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়।* বৈষ্ণবের চরিত্র অধ্যয়ন করার ব্যাপারে তথাকথিত জ্ঞানী এবং যোগীদের সর্বদাই ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। বৈষ্ণবকে চেনা যায় ভগবানের দ্বারা অনুকম্পিত হয়ে তিনি কি প্রকার অসাধারণ কার্যকলাপ সম্পাদন করেছেন তার মাধ্যমে।

শ্লোক ২১

কর্মাবদাতমেতৎ তে গায়ন্তি স্বঃস্ত্রিয়ো মুহুঃ ।
কীর্তিং পরমপুণ্যাং চ কীর্তয়িষ্যতি ভূরিয়ম্ ॥ ২১ ॥

কর্ম—কার্যকলাপ; **অবদাতম্**—নির্মল; **এতৎ**—এই সমস্ত; **তে**—আপনার; **গায়ন্তি**—কীর্তন করবে; **স্বঃ-স্ত্রিয়ঃ**—দেবাঙ্গনাগণ; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **কীর্তিম্**—মহিমা; **পরম-পুণ্যাম্**—অত্যন্ত পবিত্র; **চ**—ও; **কীর্তয়িষ্যতি**—নিরন্তর কীর্তন করবে; **ভূঃ**—সারা পৃথিবী; **ইয়ম্**—এই।

অনুবাদ

দেবাঙ্গনাগণ আপনার নির্মল কীর্তি অনুক্ষণ কীর্তন করবে, এবং এই পৃথিবীর মানুষেরাও আপনার পরম পবিত্র চরিত্র গান করবে।

শ্লোক ২২

শ্রীশুক উবাচ

এবং সংকীর্ত্য রাজানং দুর্বাসাঃ পরিতোষিতঃ ।
যযৌ বিহায়সামন্ত্র্য ব্রহ্মলোকমহৈতুকম্ ॥ ২২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সংকীর্ত্য**—মহিমা কীর্তন করে; **রাজানম্**—রাজার; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা মুনি; **পরিতোষিতঃ**—সর্বতোভাবে প্রসন্ন হয়ে; **যযৌ**—সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন; **বিহায়সা**—আকাশমার্গে; **আমন্ত্র্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **ব্রহ্মলোকম্**—ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকে; **অহৈতুকম্**—যেখানে কোন প্রকার শুষ্ক দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা নেই।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহাযোগী দুর্বাসা সর্বতোভাবে প্রসন্ন হয়ে রাজার অনুমতি গ্রহণ করে, রাজার মহিমা কীর্তন করতে করতে আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেছিলেন। সেই ব্রহ্মলোকে কোন নাস্তিক এবং শুষ্ক মনোধর্মী দার্শনিক নেই।

তাৎপর্য

দুর্বাসা মুনি আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে ফিরে গিয়েছিলেন, এবং সেখানে যাওয়ার জন্য তাঁর কোন বিমানের প্রয়োজন হয়নি, কারণ মহাযোগীরা কোন যন্ত্রের সাহায্য

ব্যতীতই এক লোক থেকে অন্যলোকে ভ্রমণ করতে পারেন। সিদ্ধলোক নামক একটি লোক রয়েছে সেখানকার অধিবাসীরা যে কোন লোকে যেতে পারেন, কারণ তাঁদের স্বাভাবিকভাবেই সর্বপ্রকার যোগসিদ্ধি রয়েছে। তেমনই, মহাযোগী দুর্বাসা মুনি আকাশমার্গে এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করতে পারতেন, এমন কি ব্রহ্মালোকেও। ব্রহ্মালোকে সকলেই আত্ম-তত্ত্ববেত্তা এবং তাই সেখানে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার প্রয়োজন হয় না। দুর্বাসা মুনির ব্রহ্মালোকে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভগবদ্ভক্তের মহিমা কি প্রকার এবং ভগবদ্ভক্তই যে এই জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, সেই কথা সেখানকার অধিবাসীদের জানাবার জন্য। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে তথাকথিত জ্ঞানী এবং যোগীদের কোন তুলনাই হয় না।

শ্লোক ২৩

সংবৎসরোঽত্যগাৎ তাবদ্ যাবতা নাগতো গতঃ ।
মুনিস্তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষো রাজাব্ভক্ষো বভূব হ ॥ ২৩ ॥

সংবৎসরঃ—এক বৎসর; **অত্যগাৎ**—গত হয়েছিল; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **যাবতা**—যতক্ষণ; **ন**—না; **আগতঃ**—ফিরে আসেন; **গতঃ**—দুর্বাসা মুনি, যিনি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন; **মুনিঃ**—মুনি; **তৎ-দর্শন-আকাঙ্ক্ষঃ**—তাঁকে আবার দর্শন করার বাসনায়; **রাজা**—রাজা; **অপ্ ভক্ষঃ**—কেবল জলপান করে; **বভূব**—ছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষের কাছ থেকে দুর্বাসা মুনির চলে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এক বছর অতীত হয়েছিল। রাজাও ততদিন কেবলমাত্র জলপান করে উপবাস করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

গতেঽথ দুর্বাসসি সোঽম্বরীষো
দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রমাহরৎ ।
ঋষের্বিমোক্ষং ব্যসনং চ বীক্ষ্য
মেনে স্ববীর্যং চ পরানুভাবম্ ॥ ২৪ ॥

গতে—তিনি ফিরে এলে; **অথ**—তারপর; **দুর্বাসসি**—মহাযোগী দুর্বাসা; **সঃ**—তিনি, রাজা; **অম্বরীষঃ**—মহারাজ অম্বরীষ; **দ্বিজ-উপযোগ**—শুদ্ধ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত; **অতি-পবিত্রম্**—অত্যন্ত পবিত্র অন্ন; **আহরৎ**—তাঁকে আহার করতে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও আহার করেছিলেন; **ঋষেঃ**—মহান ঋষির; **বিমোক্ষম্**—মুক্তি; **ব্যসনম্**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা দগ্ধ হওয়ার মহাবিপদ থেকে; **চ**—এবং; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মেনে**—মনে করেছিলেন; **স্ব-বীর্যম্**—তাঁর নিজের শক্তি সম্বন্ধে; **চ**—ও; **পর-অনুভাবম্**—ভগবানের প্রতি তাঁর শুদ্ধ ভক্তির ফলে।

অনুবাদ

এক বছর পরে দুর্বাসা মুনি যখন ফিরে এসেছিলেন, তখন মহারাজ অম্বরীষ তাঁকে অত্যন্ত পবিত্র নানাবিধ অন্ন ভোজন করিয়েছিলেন এবং তারপর স্বয়ং ভোজন করেছিলেন। রাজা যখন দেখলেন ব্রাহ্মণ দুর্বাসা দগ্ধ হওয়ার মহাবিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তখন ভগবানের কৃপায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিও অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তিনি সেই জন্য কোন কৃতিত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করেছিলেন সব কিছু ভগবানই করেছেন।

তাৎপর্য

মহারাজ অম্বরীষের মতো ভক্ত অবশ্যই সর্বদা নানা প্রকার কার্যকলাপে ব্যস্ত। এই জড় জগৎ নিঃসন্দেহে নানা প্রকার বিপদে পূর্ণ, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করেন বলে কখনই বিচলিত হন না। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন মহারাজ অম্বরীষ। তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর সম্রাট এবং তাঁর বহু কর্তব্য ছিল, এবং সেই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করার সময় দুর্বাসা মুনির মতো ব্যক্তি নানা প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু মহারাজ অম্বরীষ সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে সেই সবই সহ্য করেছিলেন। ভগবান কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*), এবং তিনি ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই অম্বরীষ মহারাজ যদিও নানা প্রকার বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তবুও তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ ভগবান অত্যন্ত সুন্দরভাবে সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং চরমে দুর্বাসা মুনি ও মহারাজ অম্বরীষ প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভক্তিযোগের ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। চরমে, দুর্বাসা মুনি ভক্তিযোগের শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, যদিও তিনি নিজে ছিলেন

একজন মহাযোগী। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" নিঃসন্দেহে ভগবদ্ভক্তই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। মহারাজ অম্বরীষ এবং দুর্বাসা মুনির এই আখ্যানে সেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৫

এবং বিধানেকগুণঃ স রাজা
পরাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে ।
ক্রিয়াকলাপৈঃ সমুবাহ ভক্তিং
যয়াবিরিঞ্চ্যান্ নিরয়াংশ্চকার ॥ ২৫ ॥

এবম্—এই প্রকার; **বিধা-অনেক-গুণঃ**—বিবিধ সদ্গুণ সমন্বিত; **সঃ**—তিনি, মহারাজ অম্বরীষ; **রাজা**—রাজা; **পর-আত্মনি**—পরমাত্মাকে; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মকে; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে; **ক্রিয়া-কলাপৈঃ**—ব্যবহারিক কার্যকলাপের দ্বারা; **সমুবাহ**—সম্পাদন করেছিলেন; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তি; **যয়া**—এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা; **আবিরিঞ্চ্যান্**—ব্রহ্মলোক থেকে; **নিরয়ান্**—নরক পর্যন্ত; **চকার**—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত স্থানই অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে বিবিধ চিন্ময় গুণ সমন্বিত মহারাজ অম্বরীষ পূর্ণরূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর ভক্তির প্রভাবে তিনি এই জড় জগতের ব্রহ্মলোককে পর্যন্ত নরকতুল্য মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

অম্বরীষ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত পূর্ণরূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান সম্বন্ধে অবগত; অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্ত পরমতত্ত্বের অন্য সমস্ত রূপও পূর্ণরূপে অবগত।

পরমতত্ত্বের উপলব্ধি হয় তিনভাবে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান (*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*)। ভগবান শ্রীবাসুদেবের ভক্ত সব কিছু পূর্ণরূপে অবগত (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*) কারণ পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভুক্ত। ভগবদ্ভক্তকে যোগের দ্বারা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয় না, কারণ যে ভক্ত সর্বদা বাসুদেবের চিন্তায় মগ্ন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী (*যোগিনামপি সর্বেষাম্*)। জ্ঞানের প্রসঙ্গেও, কেউ যদি বাসুদেবের ভক্ত হন, তা হলে তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। মহাত্মা হচ্ছেন তিনি যাঁর পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান রয়েছে। তাই অম্বরীষ মহারাজ ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, মায়া, জড় জগৎ, চিৎ-জগৎ এবং সর্বত্র সব কিছু কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, সেই সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*। ভগবদ্ভক্ত যেহেতু বাসুদেবকে জানেন, তাই তিনি বাসুদেবের সৃষ্টির সব কিছুই জানেন (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। এই প্রকার ভক্ত এই জড় জগতের সর্বোচ্চ সুখকেও গ্রাহ্য করেন না।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত ৬/১৭/২৮*)

ভগবদ্ভক্ত যেহেতু ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত, তাই তিনি এই জড় জগতের কোন পদেরই গুরুত্ব দেন না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাই লিখেছেন (*চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৫*)—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো মহাপুরুষের সেবা করার ফলে যিনি শুদ্ধ ভক্ত হয়েছেন, তাঁর কাছে কৈবল্য বা ব্রহ্মসাযুজ্য নরকের মতো। স্বর্গলোক তাঁর কাছে আকাশকুসুমের মতো। তাঁর কাছে যোগসিদ্ধির কোনই মুল্য নেই। কারণ ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই সমস্ত যোগসিদ্ধি লাভ করেন। তা সবই সম্ভব হয় যখন জীব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশের মাধ্যমে ভগবানের ভক্ত হন।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

অথাম্বরীষস্তনয়েষু রাজ্যং
সমানশীলেষু বিসৃজ্য ধীরঃ ।
বনং বিবেশাত্মনি বাসুদেবে
মনো দধদ্ ধ্বস্তগুণপ্রবাহঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এইভাবে; **অম্বরীষঃ**—অম্বরীষ মহারাজ; **তনয়েষু**—তাঁর পুত্রদের; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **সমান-শীলেষু**—যাঁরা ছিলেন তাঁদের পিতারই মতো গুণবান; **বিসৃজ্য**—ভাগ করে দিয়ে; **ধীরঃ**—মহা বিবেকবান অম্বরীষ মহারাজ; **বনম্**—বনে; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **আত্মনি**—ভগবান; **বাসুদেবে**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **মনঃ**—মন; **দধৎ**—একাগ্র করে; **ধ্বস্ত**—বিনাশ করে; **গুণ-প্রবাহঃ**—মায়িক গুণের প্রবাহ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর, ভগবদ্ভক্তির অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে যাঁর ভোগবাসনা বিনষ্ট হয়েছিল, সেই অম্বরীষ মহারাজ গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁরই মতো গুণসম্পন্ন তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য বিভাগ করে দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে, তাঁর মনকে সর্বতোভাবে ভগবান বাসুদেবে একাগ্র করার জন্য বনে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

অম্বরীষ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত জীবনের সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত। সেই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, ভগবদ্ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি কেবল ভগবানের সেবা করার বাসনা মাত্র করেন, তা হলে তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি মুক্ত। অম্বরীষ মহারাজ নিঃসন্দেহে একজন মুক্ত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু একজন আদর্শ রাজারূপে তিনি গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে

বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। মানুষের উচিত, সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে মনকে একাগ্রীভূত করা। তাই মহারাজ অম্বরীষ তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য ভাগ করে দিয়ে গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানমম্বরীষস্য ভূপতেঃ।
সংকীর্তয়ন্ননুধ্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি—এই প্রকার; **এতৎ**—এই; **পুণ্যম্ আখ্যানম্**—অতি পবিত্র ঐতিহাসিক ঘটনা; **অম্বরীষস্য**—অম্বরীষ মহারাজের; **ভূপতে**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **সংকীর্তয়ন্**—কীর্তন করেন; **অনুধ্যায়ন্**—অথবা নিরন্তর ধ্যান করেন; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ভবেৎ**—হতে পারেন।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষের এই পবিত্র কার্যকলাপের কথা যিনি সংকীর্তন করেন অথবা অনুক্ষণ চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কেউ যখন অত্যন্ত ধনলোলুপ হয়, তখন সে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেও সন্তুষ্ট হয় না, সে যেন তেন প্রকারেণ আরও ধন সংগ্রহ করতে চায়। ভক্তেরও মনোভাব ঠিক তেমনই। ভক্ত কখনও তৃপ্ত হন না। তিনি মনে করেন, "এটিই আমার ভগবদ্ভক্তির সীমা।" তিনি যতই ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, ততই বেশি করে তিনি ভগবানের সেবা করতে চান। এটিই ভগবদ্ভক্তের মনোভাব। মহারাজ অম্বরীষ তাঁর গৃহস্থ-জীবনেও একজন শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ ছিলেন, কারণ তাঁর মন এবং সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিল (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে*)। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন আত্মতৃপ্ত, কারণ তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয়ই ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিল (*সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ / হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অম্বরীষ মহারাজ যদিও তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত

করেছিলেন, তবুও তিনি তাঁর চিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণরূপে একাগ্রীভূত করার জন্য বনে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন একজন বণিক বহু ধন থাকা সত্ত্বেও আরও ধন উপার্জন করার চেষ্টা করে। ভগবানের সেবায় আরও বেশি করে যুক্ত হওয়ার এই মনোভাব ভক্তকে সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু কর্মের স্তরে ধনলোলুপ বণিক, যে আরও বেশি ধন চায়, সে অচিরেই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু ভক্ত ক্রমশ ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২৮

অম্বরীষস্যচরিতং যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ ।
মুক্তিং প্রয়ান্তি তে সর্বে ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥ ২৮ ॥

অম্বরীষস্য—মহারাজ অম্বরীষের; **চরিতম্**—চরিত্র; **যে**—যাঁরা; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করেন; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা, মহান ভক্ত; **মুক্তিম্**—মুক্তি; **প্রয়ান্তি**—নিশ্চিতভাবে লাভ করেন; **তে**—তাঁরা; **সর্বে**—সকলে; **ভক্ত্যা**—কেবল ভক্তির দ্বারা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **প্রসাদতঃ**—কৃপার ফলে।

অনুবাদ

যাঁরা মহান ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র ভক্তি সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁরা অচিরেই মুক্ত হন অথবা ভগবানের ভক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'দুর্বাসা মুনির জীবন রক্ষা' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৌভরি মুনির অধঃপতন

অম্বরীষ মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা করার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শশাদ থেকে মান্ধাতা পর্যন্ত সমস্ত রাজাদের বর্ণনা করেন, এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন মহর্ষি সৌভরি কিভাবে মান্ধাতার কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন।

মহারাজ অম্বরীষের তিন পুত্র বিরূপ, কেতুমান এবং শম্ভু। বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, এবং তাঁর পুত্র রথীতর। রথীতর নিঃসন্তান হওয়ায়, তাঁর অনুরোধে মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁর পত্নীর গর্ভে কয়েকটি সন্তান উৎপাদন করেন। সেই সন্তানেরা রথীতর এবং অঙ্গিরা উভয়েরই বংশোদ্ভূত বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ডকা এই তিনজন জ্যেষ্ঠ। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্ররা পৃথিবীর বিভিন্ন বিভাগের রাজা হয়েছিলেন। যজ্ঞবিধি লঙ্ঘন করার ফলে বিকুক্ষি তাঁর পিতা ইক্ষ্বাকু কর্তৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত হন। বশিষ্ঠের কৃপায় এবং যোগশক্তির প্রভাবে মহারাজ ইক্ষ্বাকু তার জড় দেহ ত্যাগ করার পর মুক্তি লাভ করেছিলেন। ইক্ষ্বাকুর দেহ ত্যাগের পর তাঁর পুত্র বিকুক্ষি ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এই বিকুক্ষি পরে শশাদ নামে বিখ্যাত হন।

বিকুক্ষির পুত্র দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, এবং বহু মূল্যবান সেবার ফলে তিনি পুরঞ্জয়, ইন্দ্রবাহ এবং ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, এবং পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি। বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, এবং যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত যিনি শ্রাবস্তী পুরী নির্মাণ করেছিলেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব ধুন্ধু নামক অসুরকে সংহার করেন, এবং তার ফলে তিনি ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হন। ধুন্ধুমারের পুত্র দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব এবং ভদ্রাশ্ব। তাঁর অন্য আরও হাজার হাজার পুত্র ছিল, কিন্তু তারা ধুন্ধুর মুখাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হয়। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, এবং বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব। কৃশাশ্বের পুত্র ছিলেন সেনজিৎ, এবং তাঁর পুত্র ছিলেন যুবনাশ্ব।

যুবনাশ্ব শত পত্নীকে বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁর কোন পুত্র ছিল না, এবং তাই তিনি বনে প্রবেশ করেছিলেন। বনে ঋষিরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু একসময় রাজা বনে তৃষ্ণার্ত হয়ে যজ্ঞের জল পান করে ফেলেন। তার ফলে, কিছুকাল পর তাঁর দক্ষিণ কুক্ষি থেকে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই অতি সুন্দর পুত্রটি স্তন্যদুগ্ধ পানের জন্য ক্রন্দন করতে থাকলে ইন্দ্র তাকে তাঁর তর্জনী প্রদান করেন। তার ফলে সেই পুত্রের নাম হয় মান্ধাতা। যথাসময়ে যুবনাশ্ব তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন।

তারপর, মান্ধাতা সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর রাজা হয়ে তা শাসন করেন, সেই শক্তিশালী রাজার ভয়ে দস্যু-তস্করেরা অত্যন্ত ভীত ছিল, এবং তাই তার নাম হয়েছিল ত্রসদ্দস্যু, অর্থাৎ দস্যু-তস্করেরা যাঁর ভয়ে অত্যন্ত ভীত। মান্ধাতা তাঁর পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মুচুকুন্দ নামক তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই তিন পুত্রের পঞ্চাশটি ভগ্নী ছিল, এবং তারা সকলেই সৌভরি ঋষির পত্নী হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সৌভরি মুনির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, যিনি মৎস্যযুগলের যৌনক্রিয়া দর্শনে উত্তেজিত হয়ে যোগভ্রষ্ট হন এবং মৈথুনসুখ উপভোগের জন্য মান্ধাতার সব কটি কন্যাকেই বিবাহ করতে চান। পরে সৌভরি মুনি সেই জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে সৌভরি মুনির পত্নীরাও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বিরূপঃ কেতুমাঞ্ছম্ভুরম্বরীষসুতাস্ত্রয়ঃ ।
বিরূপাৎ পৃষদশ্বোহভূৎ তৎপুত্রস্তু রথীতরঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বিরূপঃ**—বিরূপ নামক; **কেতুমান্**—কেতুমান নামক; **শম্ভুঃ**—শম্ভু নামক; **অম্বরীষ**—অম্বরীষ মহারাজের; **সুতাঃ ত্রয়ঃ**—তিন পুত্র; **বিরূপাৎ**—বিরূপ থেকে; **পৃষদশ্বঃ**—পৃষদশ্ব নামক; **অভূৎ**—হয়েছিল; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **তু**—এবং; **রথীতরঃ**—রথীতর নামক।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অম্বরীষের তিন পুত্র—বিরূপ, কেতুমান ও শম্ভু। বিরূপ থেকে পৃষদশ্ব নামক পুত্রের জন্ম, এবং পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর।

শ্লোক ২

রথীতরস্যাপ্রজস্য ভার্যায়াং তন্তবেঽর্থিতঃ ।
অঙ্গিরা জনয়ামাস ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ সুতান্ ॥ ২ ॥

রথীতরস্য—রথীতরের; **অপ্রজস্য**—যাঁর কোন পুত্র ছিল না; **ভার্যায়াম্**—তাঁর পত্নীতে; **তন্তবে**—বংশবৃদ্ধির জন্য; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **অঙ্গিরাঃ**—মহর্ষি অঙ্গিরা; **জনয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **ব্রহ্ম-বর্চস্বিনঃ**—ব্রাহ্মণোচিত গুণ সমন্বিত; **সুতান্**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

রথীতর নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তিনি মহর্ষি অঙ্গিরাকে তাঁর জন্য সন্তান উৎপাদন করতে প্রার্থনা করেন। তাঁর সেই প্রার্থনায় অঙ্গিরা রথীতরের পত্নীর গর্ভে কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রেরা সকলেই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক যুগে ক্ষীণবীর্য মানুষেরা উত্তম সন্তান উৎপাদনের জন্য অন্য কোন বীর্যবান পুরুষের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। এই সূত্রে স্ত্রীকে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কৃষিক্ষেত্রের মালিক অন্য কোন ব্যক্তিকে শস্য উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত করতে পারেন, কিন্তু শস্য যেহেতু ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়, তাই সেই শস্য সেই ভূমির মালিকের সম্পত্তি বলে মনে করা হয়। তেমনই, কখনও কখনও স্বামী ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করা হয়, কিন্তু সেই সন্তানকে সেই রমণীর পতির সম্পত্তি বলে মনে করা হয়। এই প্রকার সন্তানকে বলা হয় *ক্ষেত্রজাত*। যেহেতু রথীতরের কোন পুত্র ছিল না, তাই তিনি এই প্রথার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩

এতে ক্ষেত্রপ্রসূতা বৈ পুনস্ত্বাঙ্গিরসাঃ স্মৃতাঃ ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩ ॥

এতে—অঙ্গিরার দ্বারা উৎপন্ন এই সমস্ত পুত্রেরা; **ক্ষেত্র-প্রসূতাঃ**—রথীতরের পুত্র হয়েছিলেন এবং তাঁর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন (কারণ তাঁর পত্নীর গর্ভে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তু**—কিন্তু; **আঙ্গিরসাঃ**—অঙ্গিরার গোত্রের; **স্মৃতাঃ**—কথিত; **রথীতরাণাম্**—রথীতরের সমস্ত পুত্রদের মধ্যে; **প্রবরাঃ**—মুখ্য; **ক্ষেত্র-উপেতাঃ**—কারণ তাঁরা ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **দ্বি-জাতয়ঃ**—(ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণ হওয়ার ফলে) ব্রাহ্মণ বলে কথিত।

অনুবাদ

রথীতরের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার ফলে তাঁরা রথীতর গোত্র, কিন্তু যেহেতু তাঁরা অঙ্গিরার বীর্য থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তাই তাঁরা অঙ্গিরা গোত্রও। রথীতরের সমস্ত সন্তানদের মধ্যে এঁরাই শ্রেষ্ঠ, কারণ জন্মসূত্রে তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *দ্বিজাতয়ঃ* শব্দটির অর্থ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণ বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪

ক্ষুবতস্তু মনোর্জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ সুতঃ ।
তস্য পুত্রশতজ্যেষ্ঠা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডকাঃ ॥ ৪ ॥

ক্ষুবতঃ—হাঁচি দেওয়ার সময়; **তু**—কিন্তু; **মনোঃ**—মনুর; **যজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ইক্ষ্বাকুঃ**—ইক্ষ্বাকু নামক; **ঘ্রাণতঃ**—নাসারন্ধ্র থেকে; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—ইক্ষ্বাকুর; **পুত্র-শত**—একশত পুত্র; **জ্যেষ্ঠাঃ**—মুখ্য; **বিকুক্ষি**—বিকুক্ষি নামক; **নিমি**—নিমি নামক; **দণ্ডকাঃ**—দণ্ডকা নামক।

অনুবাদ

মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু যখন হাঁচি (ক্ষুৎ) দিয়েছিলেন, তখন মনুর নাসারন্ধ্র থেকে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়েছিল। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ডকা ছিলেন মুখ্য।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর মতে ভাগবতে (৯/১/১১-১২) যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনুর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে দশটি পুত্রের জন্ম হয়, সেটি সাধারণ বিবরণ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়েছিল মনুর হাঁচি থেকে।

শ্লোক ৫

তেষাং পুরস্তাদভবন্নার্যাবর্তে নৃপা নৃপ ।
পঞ্চবিংশতিঃ পশ্চাচ্চ ত্রয়ো মধ্যেঽপরেঽন্যতঃ ॥ ৫ ॥

তেষাম্—সেই পুত্রদের মধ্যে; **পুরস্তাৎ**—পূর্বদিকে; **অভবন্**—তাঁরা হয়েছিলেন; **আর্যাবর্তে**—হিমালয় এবং বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী আর্যাবর্ত নামক স্থানে; **নৃপাঃ**—রাজা; **নৃপ**—হে রাজন্; **পঞ্চ-বিংশতিঃ**—পঁচিশ; **পশ্চাৎ**—পশ্চিম দিকে; **চ**—ও; **ত্রয়ঃ**—তাঁদের তিনজন; **মধ্যে**—(পূর্ব এবং পশ্চিমের) মধ্যে; **অপরে**—অন্যরা; **অন্যতঃ**—অন্য স্থানে।

অনুবাদ

তাঁর একশত পুত্রের মধ্যে পঁচিশজন হিমালয় এবং বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী আর্যাবর্তের পশ্চিম দিকের রাজা হয়েছিলেন। অন্য পঁচিশজন পুত্র আর্যাবর্তের পূর্ব দিকের রাজা হয়েছিলেন, এবং তিনজন জ্যেষ্ঠ পুত্র মধ্যবর্তী স্থানের রাজা হয়েছিলেন। অন্যান্য পুত্রেরা অন্য স্থানের রাজা হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

স একদাষ্টকাশ্রাদ্ধে ইক্ষ্বাকুঃ সুতমাদিশৎ ।
মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মা চিরম্ ॥ ৬ ॥

সঃ—সেই রাজা (মহারাজ ইক্ষ্বাকু); **একদা**—একসময়; **অষ্টকা-শ্রাদ্ধে**—পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসে যখন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করা হয়;

ইক্ষ্বাকুঃ—রাজা ইক্ষ্বাকু; **সুতম্**—তাঁর পুত্রকে; **আদিশৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **মাংসম্**—মাংস; **আনীয়তাম্**—নিয়ে এস; **মেধ্যম্**—পবিত্র; **বিকুক্ষে**—হে বিকুক্ষি; **গচ্ছ**—এক্ষুণি যাও; **মা চিরম্**—অচিরে।

অনুবাদ

পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করা হয়, তাকে বলা হয় অষ্টকা-শ্রাদ্ধ। মহারাজ ইক্ষ্বাকু যখন এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্র বিকুক্ষিকে শীঘ্র বনে গিয়ে পবিত্র মাংস আনয়ন করতে বলেছিলেন।

শ্লোক ৭

তথেতি স বনং গত্বা মৃগান্ হত্বা ক্রিয়ার্হণান্ ।
শ্রান্তো বুভুক্ষিতো বীরঃ শশং চাদদপস্মৃতিঃ ॥ ৭ ॥

তথা—সেই আদেশ অনুসারে; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—বিকুক্ষি; **বনম্**—বনে; **গত্বা**—গিয়ে; **মৃগান্**—পশুদের; **হত্বা**—হত্যা করে; **ক্রিয়া-অর্হণান্**—শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের যজ্ঞে নিবেদন করার উপযুক্ত; **শ্রান্তঃ**—শ্রান্ত; **বুভুক্ষিতঃ**—এবং ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন; **বীরঃ**—বীর; **শশম্**—একটি শশক; **চ**—ও; **আদৎ**—তিনি আহার করেছিলেন; **অপস্মৃতিঃ**—(সেই মাংস যে শ্রাদ্ধে নিবেদন করার জন্য ছিল) তা ভুলে গিয়ে।

অনুবাদ

তারপর ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি বনে গিয়ে শ্রাদ্ধে নিবেদন করার উপযুক্ত বহু পশু বধ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বিবেক লুপ্ত হয়েছিল এবং তিনি একটি নিহত শশক ভক্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষত্রিয়েরা বনে মৃগয়া করতেন কারণ পশুমাংস কোন বিশেষ যজ্ঞে নিবেদন করার উপযুক্ত। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদন করাও এক প্রকার যজ্ঞ। এই যজ্ঞে মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস নিবেদন করা যায়। কিন্তু বর্তমান কলিযুগে শ্রাদ্ধে এই প্রকার মাংস নিবেদন নিষিদ্ধ। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

"কলিযুগে পাঁচটি ক্রিয়া নিষিদ্ধ—অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন এবং দেবরের দ্বারা ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন।" *পলপৈতৃকম্* শব্দটির অর্থ পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন। পূর্বে এই প্রকার নৈবেদ্য অনুমোদিত ছিল, কিন্তু এই যুগে তা নিষিদ্ধ। এই কলিযুগে সকলেই পশুশিকারে পারদর্শী, কিন্তু তারা সকলেই শূদ্র, কেউই ক্ষত্রিয় নয়। কিন্তু বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ক্ষত্রিয়েরাই কেবল মৃগয়ায় পশুবধ করতে পারে, আর শূদ্রেরা পাঁঠা আদি নগণ্য পশু কালী অথবা সেই প্রকার দেব-দেবীর কাছে নিবেদন করে তার মাংস আহার করতে পারে। মূল কথা, মাংস আহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়; একশ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং নির্দেশ অনুসারে মাংস আহার করতে পারে। কিন্তু গোমাংস আহার সকলের পক্ষে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। তাই *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন *গোরক্ষম্*। মাংসাহারী মানুষেরা তাদের স্থিতি অনুসারে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মাংস আহার করতে পারে, কিন্তু কখনই গোমাংস আহার্য নয়। গাভীদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত।

শ্লোক ৮

শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদ্গুরুঃ ।
চোদিতঃ প্রোক্ষণায়াহ দুষ্টমেতদকর্মকম্ ॥ ৮ ॥

শেষম্—অবশিষ্ট; **নিবেদয়াম্ আস**—তিনি নিবেদন করেছিলেন; **পিত্রে**—তাঁর পিতাকে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **চ**—ও; **তৎ-গুরুঃ**—তাঁদের পুরোহিত বা গুরু; **চোদিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **প্রোক্ষণায়**—পবিত্রীকরণের জন্য; **আহ**—বলেছিলেন; **দুষ্টম্**—দূষিত; **এতৎ**—এই মাংস; **অকর্মকম্**—শ্রাদ্ধে নিবেদন করার উপযুক্ত নয়।

অনুবাদ

বিকুক্ষি অবশিষ্ট মাংস রাজা ইক্ষ্বাকুকে দিয়েছিলেন, এবং ইক্ষ্বাকু সেগুলি পবিত্রীকরণের জন্য বশিষ্ঠকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই মাংসের এক অংশ বিকুক্ষি ইতিমধ্যে ভক্ষণ করেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন সেই মাংস শ্রাদ্ধের উপযুক্ত নয়।

তাৎপর্য

যজ্ঞে নিবেদন করার বস্তুর স্বাদ ভগবানকে নিবেদন করার পূর্বে গ্রহণ করা যায় না। আমাদের মন্দিরে সেই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করার আগে রন্ধনশালা থেকে কোন খাদ্যদ্রব্য আহার করা নিষিদ্ধ। ভগবানকে নিবেদন করার পূর্বে যদি কোন কিছু আহার করা হয়, তা হলে সেই রন্ধন দূষিত হয়ে যায় এবং তা আর ভগবানকে নিবেদন করা যায় না। যাঁরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় যুক্ত, তাঁদের এই কথা খুব ভালভাবে জেনে রাখা উচিত, যাতে সেবা অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শ্লোক ৯

জ্ঞাত্বা পুত্রস্য তৎ কর্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ ।
দেশান্নিঃসারয়ামাস সুতং ত্যক্তবিধিং রুষা ॥ ৯ ॥

জ্ঞাত্বা—জেনে; **পুত্রস্য**—তাঁর পুত্রের; **তৎ**—তা; **কর্ম**—কর্ম; **গুরুণা**—গুরু (বশিষ্ঠের) দ্বারা; **অভিহিতম্**—অভিহিত হয়ে; **নৃপঃ**—রাজা (ইক্ষ্বাকু); **দেশাৎ**—দেশ থেকে; **নিঃসারয়াম্ আস**—নির্বাসন দিয়েছিলেন; **সুতম্**—তাঁর পুত্রকে; **ত্যক্ত-বিধিম্**—কারণ তিনি বিধি লঙ্ঘন করেছিলেন; **রুষা**—ক্রোধে।

অনুবাদ

রাজা ইক্ষ্বাকু যখন বশিষ্ঠের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন তাঁর পুত্র বিকুক্ষি কি করেছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এইভাবে বিধি লঙ্ঘন করার ফলে তিনি তাঁর পুত্রকে দেশ থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

স তু বিপ্রেণ সংবাদং জ্ঞাপকেন সমাচরন্ ।
ত্যক্ত্বা কলেবরং যোগী স তেনাবাপ যৎ পরম্ ॥ ১০ ॥

সঃ—মহারাজ ইক্ষ্বাকু; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বিপ্রেণ**—ব্রাহ্মণ (বশিষ্ঠ) সহ; **সংবাদম্**—আলোচনা; **জ্ঞাপকেন**—জ্ঞান প্রদানকারী; **সমাচরন্**—সেই অনুসারে আচরণ করে; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **কলেবরম্**—তাঁর দেহ; **যোগী**—সন্ন্যাস আশ্রমী ভক্তিযোগী হয়ে; **সঃ**—রাজা; **তেন**—এই উপদেশের দ্বারা; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যৎ**—সেই স্থিতি; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

মহারাজ ইক্ষ্বাকু মহাতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগবলে তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১১

পিতর্যুপরতেঽভ্যেত্য বিকুক্ষিঃ পৃথিবীমিমাম্ ।
শাসদীজে হরিং যজ্ঞৈঃ শশাদ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১১ ॥

পিতরি—তাঁর পিতা যখন; **উপরতে**—রাজ্যভার থেকে মুক্ত হলে; **অভ্যেত্য**—ফিরে এসে; **বিকুক্ষিঃ**—বিকুক্ষি নামক পুত্র; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **ইমাম্**—এই; **শাসৎ**—শাসন করে; **ঈজে**—আরাধনা করেছিলেন; **হরিম্**—ভগবানকে; **যজ্ঞৈঃ**—বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **শশ-অদঃ**—শশাদ ('শশকভোজী'); **ইতি**—এইভাবে; **বিশ্রুতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

তাঁর পিতার তিরোভাবের পর বিকুক্ষি রাজ্যে ফিরে এসে, রাজা হয়ে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। বিকুক্ষি পরে শশাদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

পুরঞ্জয়স্তস্য সুত ইন্দ্রবাহ ইতীরিতঃ ।
ককুৎস্থ ইতি চাপ্যুক্তঃ শৃণু নামানি কর্মভিঃ ॥ ১২ ॥

পুরঞ্জয়ঃ—পুরঞ্জয় ('যিনি পুরী বা বাসস্থান জয় করেছেন'); **তস্য**—তাঁর (বিকুক্ষির); **সুতঃ**—পুত্র; **ইন্দ্র-বাহঃ**—ইন্দ্রবাহ ('ইন্দ্র যাঁর বাহন'); **ইতি**—এইভাবে; **ঈরিতঃ**—কথিত; **ককুৎস্থঃ**—ককুৎস্থ ('বৃষের কুঁজ বা ককুদে অবস্থিত'); **ইতি**—এই প্রকার; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **উক্তঃ**—পরিচিত; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **নামানি**—নামসমূহ; **কর্মভিঃ**—কর্ম অনুসারে।

অনুবাদ

শশাদের পুত্র পুরঞ্জয় যিনি ইন্দ্রবাহ এবং কখনও-বা ককুৎস্থ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি যে যে কর্মের দ্বারা এই সমস্ত নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা আমার কাছে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ১৩

কৃতান্ত আসীৎ সমরো দেবানাং সহ দানবৈঃ ।
পার্ষ্ণিগ্রাহো বৃতো বীরো দেবৈর্দৈত্যপরাজিতৈঃ ॥ ১৩ ॥

কৃত-অন্তঃ—ভয়ঙ্কর যুদ্ধ; **আসীৎ**—ছিল; **সমরঃ**—যুদ্ধ; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **সহ**—সঙ্গে; **দানবৈঃ**—দানবদের; **পার্ষ্ণিগ্রাহঃ**—সহায়; **বৃতঃ**—গ্রহণ করেছিলেন; **বীরঃ**—বীর; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **দৈত্য**—দৈত্যদের দ্বারা; **পরাজিতৈঃ**—যাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

পূর্বে দেবতা এবং দৈত্যদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেবতারা পুরঞ্জয়কে তাঁদের সহায়রূপে বরণ করেছিলেন। দৈত্যদের পুরী জয় করেছিলেন বলে এই বীরের নাম হয়েছিল পুরঞ্জয়।

শ্লোক ১৪

বচনাদ্ দেবদেবস্য বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনঃ প্রভোঃ ।
বাহনত্বে বৃতস্তস্য বভূবেন্দ্রো মহাবৃষঃ ॥ ১৪ ॥

বচনাৎ—আদেশের দ্বারা অথবা বাণীর দ্বারা; **দেব-দেবস্য**—সমস্ত দেবতাদের দেবতা ভগবানের; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **বিশ্ব-আত্মনঃ**—সমগ্র সৃষ্টির পরমাত্মা; **প্রভোঃ**—ভগবান, নিয়ন্তা; **বাহনত্বে**—বাহন হওয়ার ফলে; **বৃতঃ**—নিযুক্ত হয়েছিলেন; **তস্য**—পুরঞ্জয়ের সেবায়; **বভূবঃ**—হয়েছিলেন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **মহাবৃষঃ**—এক বিশাল বৃষ।

অনুবাদ

পুরঞ্জয় বলেছিলেন যে, ইন্দ্র যদি তাঁর বাহন হন, তা হলে তিনি সমস্ত দৈত্যদের বিনাশ করবেন, কিন্তু গর্ববশত ইন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তবে পরে ভগবান

শ্রীবিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র রাজী হয়েছিলেন এবং এক মহাবৃষরূপ ধারণ করে পুরঞ্জয়ের বাহন হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

স সন্নদ্ধো ধনুর্দিব্যমাদায় বিশিখাঞ্ছিতান্ ।
স্তূয়মানস্তমারুহ্য যুযুৎসুঃ ককুদি স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
তেজসাপ্যায়িতো বিষ্ণোঃ পুরুষস্য মহাত্মনঃ ।
প্রতীচ্যাং দিশি দৈত্যানাং ন্যরুণৎ ত্রিদশৈঃ পুরম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—তিনি, পুরঞ্জয়; **সন্নদ্ধঃ**—সুসজ্জিত হয়ে; **ধনুঃ দিব্যম্**—এক অতি উত্তম দিব্য ধনুক; **আদায়**—গ্রহণ করে; **বিশিখান্**—বাণ; **শিতান্**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ; **স্তূয়মানঃ**—প্রশংসিত হয়ে; **তম্**—তাতে (বৃষতে); **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **যুযুৎসুঃ**—যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন; **ককুদি**—বৃষের ককুদে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **আপ্যায়িতঃ**—অনুগৃহীত হয়ে; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পুরুষস্য**—পরম পুরুষ; **মহা-আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **প্রতীচ্যাম্**—পশ্চিম; **দিশি**—দিকে; **দৈত্যানাম্**—দৈত্যদের; **ন্যরুণৎ**—অবরুদ্ধ করেছিলেন; **ত্রিদশৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত; **পুরম্**—বাসস্থান।

অনুবাদ

বর্মাবৃত হয়ে যুদ্ধ করতে অভিলাষী পুরঞ্জয় একটি দিব্য ধনু এবং অতি তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করেছিলেন, এবং দেবতাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে তিনি বৃষের (ইন্দ্রের) পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর ককুদে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হয়েছিল ককুৎস্থ, এবং ইন্দ্র তাঁর বাহন হয়েছিল বলে তিনি ইন্দ্রবাহ নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। পরমাত্মা পরম পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তিতে আবিষ্ট ইন্দ্রবাহ দেবগণ পরিবৃত হয়ে পশ্চিম দিকে দৈত্যপুরী আক্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তৈস্তস্য চাভূৎ প্রধনং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
যমায় ভল্লৈরনয়দ্ দৈত্যান্ অভিযযুর্মৃধে ॥ ১৭ ॥

তৈঃ—দৈত্যদের সঙ্গে; **তস্য**—তাঁর, পুরঞ্জয়ের; **চ**—ও; **অভূৎ**—হয়েছিল; **প্রধনম্**—যুদ্ধ; **তুমুলম্**—অতি ভয়ঙ্কর; **লোম-হর্ষণম্**—লোমহর্ষণ; **যমায়**—যমালয়ে;

ভল্লৈঃ—তীরের দ্বারা; **অনয়ৎ**—প্রেরণ করেছিলেন; **দৈত্যান্**—দৈত্যদের; **অভিযযুঃ**—যারা তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল; **মৃধে**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

দৈত্যদের সঙ্গে পুরঞ্জয়ের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। লোমহর্ষণজনক সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে যে সমস্ত দৈত্য তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল, পুরঞ্জয় তাঁর তীরের দ্বারা তাদের যমালয়ে প্রেরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তস্যেষুপাতাভিমুখং যুগান্তাগ্নিমিবোল্বণম্ ।
বিসৃজ্য দুদ্রুবুর্দৈত্যা হন্যমানাঃ স্বমালয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তস্য—তাঁর (পুরঞ্জয়ের); **ইষু-পাত**—তীর নিক্ষেপ; **অভিমুখম্**—সম্মুখে; **যুগ-অন্ত**—যুগান্তে; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **উল্বণম্**—অতি উগ্র; **বিসৃজ্য**—যুদ্ধ ত্যাগ করে; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করেছিল; **দৈত্যাঃ**—সমস্ত দৈত্যরা; **হন্যমানাঃ**—(পুরঞ্জয় কর্তৃক) নিহত হয়ে; **স্বম্**—নিজের; **আলয়ম্**—বাসস্থানে।

অনুবাদ

যুগান্তের প্রলয়াগ্নি সদৃশ ইন্দ্রবাহের জ্বলন্ত বাণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য যে সমস্ত দৈত্য অবশিষ্ট ছিল, তারা দ্রুতবেগে তাদের নিজ আলয়ে পলায়ন করেছিল।

শ্লোক ১৯

জিত্বা পরং ধনং সর্বং সস্ত্রীকং বজ্রপাণয়ে ।
প্রত্যযচ্ছৎ স রাজর্ষিরিতি নামভিরাহৃতঃ ॥ ১৯ ॥

জিত্বা—জয় করে; **পরম্**—শত্রুদের; **ধনম্**—ধন; **সর্বম্**—সমস্ত; **স-স্ত্রীকম্**—তাদের পত্নীগণ সহ; **বজ্র-পাণয়ে**—বজ্রধারী ইন্দ্রকে; **প্রত্যযচ্ছৎ**—প্রদান করেছিলেন; **সঃ**—সেই; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি (পুরঞ্জয়); **ইতি**—এইভাবে; **নামভিঃ**—নামের দ্বারা; **আহৃতঃ**—সম্বোধিত।

অনুবাদ

শত্রুদের জয় করে রাজর্ষি পুরঞ্জয় শত্রুদের ধনসম্পদ, স্ত্রী ইত্যাদি সব কিছু বজ্রপাণি ইন্দ্রকে দান করেছিলেন। সেই জন্য তিনি পুরঞ্জয় নামে বিখ্যাত হন। এইভাবে পুরঞ্জয় তাঁর বিভিন্ন কর্মের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

পুরঞ্জয়স্য পুত্রোঽভূদনেনাস্তৎসুতঃ পৃথুঃ ।
বিশ্বগন্ধিস্ততশ্চন্দ্রো যুবনাশ্বস্তু তৎসুতঃ ॥ ২০ ॥

পুরঞ্জয়স্য—পুরঞ্জয়ের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **অনেনাঃ**—অনেনা নামক; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **পৃথুঃ**—পৃথু নামক; **বিশ্বগন্ধিঃ**—বিশ্বগন্ধি নামক; **ততঃ**—তাঁর পুত্র; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র নামক; **যুবনাশ্বঃ**—যুবনাশ্ব নামক; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র।

অনুবাদ

পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, এবং পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি। বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র এবং চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব।

শ্লোক ২১

শ্রাবস্তস্তৎসুতো যেন শ্রাবস্তী নির্মমে পুরী ।
বৃহদশ্বস্তু শ্রাবস্তিস্ততঃ কুবলয়াশ্বকঃ ॥ ২১ ॥

শ্রাবস্তঃ—শ্রাবস্ত নামক; **তৎ-সুতঃ**—যুবনাশ্বের পুত্র; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **শ্রাবস্তী**—শ্রাবস্তী নামক; **নির্মমে**—নির্মাণ করেছিলেন; **পুরী**—মহানগরী; **বৃহদশ্বঃ**—বৃহদশ্ব; **তু**—কিন্তু; **শ্রাবস্তিঃ**—শ্রাবস্তের পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **কুবলয়াশ্বকঃ**—কুবলয়াশ্ব নামক।

অনুবাদ

যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত, যিনি শ্রাবস্তী পুরী নির্মাণ করেছিলেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব এবং তাঁর পুত্র কুবলয়াশ্ব। এইভাবে সেই বংশ বর্ধিত হয়েছিল।

শ্লোক ২২

যঃ প্রিয়ার্থমুতঙ্কস্য ধুন্ধুনামাসুরং বলী ।
সুতানামেকবিংশত্যা সহস্রৈরহনদ্ বৃতঃ ॥ ২২ ॥

যঃ—যিনি; **প্রিয়-অর্থম্**—সন্তোষ বিধানের জন্য; **উতঙ্কস্য**—মহর্ষি উতঙ্কের; **ধুন্ধুনাম**—ধুন্ধু নামক; **অসুরম্**—এক অসুরকে; **বলী**—অত্যন্ত বলবান (কুবলয়াশ্ব); **সুতানাম্**—পুত্রদের; **এক-বিংশত্যা**—একবিংশতি; **সহস্রৈঃ**—সহস্র; **অহনৎ**—বধ করেছিলেন; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি উতঙ্কের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, অত্যন্ত শক্তিশালী কুবলয়াশ্ব ধুন্ধু নামক অসুরকে বধ করেছিলেন। তিনি তাঁর একবিংশতি সহস্র পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৩-২৪

ধুন্ধুমার ইতি খ্যাতস্তৎসুতাস্তে চ জজ্বলুঃ ।
ধুন্ধোর্মুখাগ্নিনা সর্বে ত্রয় এবাবশেষিতাঃ ॥ ২৩ ॥
দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ ভদ্রাশ্ব ইতি ভারত ।
দৃঢ়াশ্বপুত্রো হর্যশ্বো নিকুম্ভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

ধুন্ধুমারঃ—ধুন্ধুহন্তা; **ইতি**—এইভাবে; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **তৎ-সুতাঃ**—তাঁর পুত্রগণ; **তে**—তাঁরা সকলে; **চ**—ও; **জজ্বলুঃ**—দগ্ধ হয়েছিলেন; **ধুন্ধোঃ**—ধুন্ধুর; **মুখ-অগ্নিনা**—মুখনিঃসৃত অগ্নির দ্বারা; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **এব**—কেবল; **অবশেষিতাঃ**—জীবিত ছিলেন; **দৃঢ়াশ্বঃ**—দৃঢ়াশ্ব; **কপিলাশ্বঃ**—কপিলাশ্ব; **চ**—এবং; **ভদ্রাশ্বঃ**—ভদ্রাশ্ব; **ইতি**—এইভাবে; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দৃঢ়াশ্ব-পুত্রঃ**—দৃঢ়াশ্বের পুত্র; **হর্যশ্বঃ**—হর্যশ্ব নামক; **নিকুম্ভঃ**—নিকুম্ভ; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই কারণে কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুমার ('ধুন্ধুহন্তা') নামে বিখ্যাত হন। দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব এবং ভদ্রাশ্ব, এই তিনজন ব্যতীত তাঁর সমস্ত পুত্রই ধুন্ধুর

মুখাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হন। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ নামে বিখ্যাত।

শ্লোক ২৫

বহুলাশ্বো নিকুম্ভস্য কৃশাশ্বোঽথাস্য সেনজিৎ ।
যুবনাশ্বোঽভবৎ তস্য সোঽনপত্যো বনং গতঃ ॥ ২৫ ॥

বহুলাশ্বঃ—বহুলাশ্ব নামক; **নিকুম্ভস্য**—নিকুম্ভের; **কৃশাশ্বঃ**—কৃশাশ্ব নামক; **অথ**—তারপর; **অস্য**—কৃশাশ্বের; **সেনজিৎ**—সেনজিৎ; **যুবনাশ্বঃ**—যুবনাশ্ব নামক; **অভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **তস্য**—সেনজিতের; **সঃ**—তিনি; **অনপত্যঃ**—নিঃসন্তান; **বনম্ গতঃ**—বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ, এবং সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব অপুত্রক ছিলেন, এবং তাই তিনি গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে বনে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

ভার্যাশতেন নির্বিণ্ণ ঋষয়োঽস্য কৃপালবঃ ।
ইষ্টিং স্ম বর্তয়াঞ্চক্রুরৈন্দ্রীং তে সুসমাহিতাঃ ॥ ২৬ ॥

ভার্যা-শতেন—একশত পত্নীসহ; **নির্বিণ্ণঃ**—অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে; **ঋষয়ঃ**—(বনে) ঋষিগণ; **অস্য**—তাঁর প্রতি; **কৃপালবঃ**—অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ; **ইষ্টিম্**—কর্ম অনুষ্ঠান; **স্ম**—অতীতে; **বর্তয়াম্ চক্রুঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **ঐন্দ্রীম্**—ইন্দ্রযজ্ঞ নামক; **তে**—তাঁরা সকলে; **সু-সমাহিতাঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

যুবনাশ্ব তাঁর একশত পত্নীসহ বনে গমন করলেও তাঁরা সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন। কিন্তু বনের ঋষিরা রাজার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে, সমাহিত চিত্তে ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে শুরু করেছিলেন, যাতে রাজা একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

পত্নীসহ বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা যায়, কিন্তু বানপ্রস্থ-আশ্রমের অর্থ হচ্ছে গৃহস্থ-জীবন থেকে পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ। রাজা যুবনাশ্ব যদিও গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি এবং তাঁর পত্নীগণ সর্বদা অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন কারণ তাঁদের কোন পুত্র ছিল না।

শ্লোক ২৭

রাজা তদ্‌যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টো নিশি তর্ষিতঃ ।
দৃষ্ট্বা শয়ানান্ বিপ্রাংস্তান্ পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

রাজা—রাজা (যুবনাশ্ব); **তৎ-যজ্ঞ-সদনম্**—যজ্ঞমণ্ডপে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **নিশি**—রাত্রে; **তর্ষিতঃ**—তৃষ্ণার্ত হয়ে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **শয়ানান্**—শায়িত; **বিপ্রান্**—সমস্ত ব্রাহ্মণদের; **তান্**—তাঁদের; **পপৌ**—পান করেছিলেন; **মন্ত্র-জলম্**—মন্ত্রপূত জল; **স্বয়ম্**—তিনি নিজেই।

অনুবাদ

একদিন রাত্রে রাজা তৃষ্ণার্ত হয়ে যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করে দেখলেন যে, ব্রাহ্মণেরা শয়ন করে রয়েছেন, তখন তিনি তাঁর পত্নীর পানের নিমিত্ত রক্ষিত মন্ত্রপূত জল নিজেই পান করে ফেললেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞের এমনই প্রভাব যে, মন্ত্রের দ্বারা পবিত্র জল ঈপ্সিত ফল প্রদান করতে পারে। এখানে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের দ্বারা জল পবিত্র করেছিলেন, যাতে রাজার পত্নী যজ্ঞে তা পান করতে পারেন, কিন্তু দৈববশত রাজা স্বয়ং রাত্রিবেলায় তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই জল পান করে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ২৮

উত্থিতাস্তে নিশম্যাথ ব্যুদকং কলশং প্রভো ।
পপ্রচ্ছুঃ কস্য কর্মেদং পীতং পুংসবনং জলম্ ॥ ২৮ ॥

উত্থিতাঃ—জেগে উঠে; **তে**—তাঁরা; **নিশম্য**—দর্শন করে; **অথ**—তারপর; **ব্যুদকম্**—শূন্য; **কলশম্**—কলস; **প্রভো**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পপ্রচ্ছুঃ**—জিজ্ঞাসা

করেছিলেন; **কস্য**—কার; **কর্ম**—কর্ম; **ইদম্**—এই; **পীতম্**—পান করেছে; **পুংসবনম্**—পুত্র উৎপাদনের কারণস্বরূপ; **জলম্**—জল।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে যখন দেখলেন যে, সেই জলের কলস শূন্য, তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পুত্রোৎপত্তির কারণস্বরূপ এই জল কে পান করেছে।

শ্লোক ২৯

রাজ্ঞা পীতং বিদিত্বা বৈ ঈশ্বরপ্রহিতেন তে ।
ঈশ্বরায় নমশ্চক্রুরহো দৈববলং বলম্ ॥ ২৯ ॥

রাজ্ঞা—রাজার দ্বারা; **পীতম্**—পান করেছেন; **বিদিত্বা**—জানতে পেরে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ঈশ্বর-প্রহিতেন**—দৈবের দ্বারা অনুপ্রাণিত; **তে**—তাঁরা; **ঈশ্বরায়**—পরম নিয়ন্তা ভগবানকে; **নমঃ চক্রুঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **অহো**—আহা; **দৈব-বলম্**—দৈব বল; **বলম্**—প্রকৃত বল।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা যখন জানতে পারলেন যে, দৈব কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা সেই জল পান করেছেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন, "আহা! দৈব বলই প্রকৃত বল। পরমেশ্বরের শক্তি কেউ খণ্ডন করতে পারে না।" এই বলে তাঁরা ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

ততঃ কাল উপাবৃত্তে কুক্ষিং নির্ভিদ্য দক্ষিণম্ ।
যুবনাশ্বস্য তনয়শ্চক্রবর্তী জজান হ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; **কালে**—কালে; **উপাবৃত্তে**—পরিণত হলে; **কুক্ষিম্**—উদরের নিম্নভাগ; **নির্ভিদ্য**—ভেদ করে; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণ দিকে; **যুবনাশ্বস্য**—রাজা যুবনাশ্বের; **তনয়ঃ**—একটি পুত্র; **চক্রবর্তী**—সমস্ত রাজলক্ষণ সমন্বিত; **জজান**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

তারপর যথাসময়ে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে সমস্ত রাজলক্ষণ সমন্বিত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

কং ধাস্যতি কুমারোহয়ং স্তন্যে রোরূয়তে ভৃশম্ ।
মাং ধাতা বৎস মা রোদীরিতীন্দ্রো দেশিনীমদাৎ ॥ ৩১ ॥

কম্—কার দ্বারা; **ধাস্যতি**—স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করার দ্বারা কে তাকে পালন করবে; **কুমারঃ**—শিশু; **অয়ম্**—এই; **স্তন্যে**—স্তন পানের জন্য; **রোরূয়তে**—ক্রন্দন করছে; **ভৃষম্**—অত্যন্ত; **মাম্ ধাতা**—আমাকে পান কর; **বৎস**—বৎস; **মা রোদীঃ**—ক্রন্দন করো না; **ইতি**—এইভাবে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **দেশিনীম্**—তর্জনী; **অদাৎ**—চোষণ করার জন্য তাকে প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

শিশুটি যখন স্তন্যদুগ্ধ পান করার জন্য ক্রন্দন করতে লাগল, তখন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, "কে এই শিশুটিকে পালন করবে?" তখন যজ্ঞে আরাধিত ইন্দ্র সেই শিশুটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "হে বৎস! ক্রন্দন করো না। তুমি আমাকে পান কর।" এই বলে ইন্দ্র তাঁর তর্জনী শিশুটিকে প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

ন মমার পিতা তস্য বিপ্রদেবপ্রসাদতঃ ।
যুবনাশ্বোহথ তত্রৈব তপসা সিদ্ধিমন্বগাৎ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **মমার**—মৃত; **পিতা**—পিতা; **তস্য**—সেই শিশুটির; **বিপ্র-দেব-প্রসাদতঃ**—ব্রাহ্মণদের কৃপা এবং আশীর্বাদের ফলে; **যুবনাশ্বঃ**—রাজা যুবনাশ্ব; **অথ**—তারপর; **তত্র এব**—সেই স্থানে; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **অন্বগাৎ**—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই শিশুর পিতা যুবনাশ্ব ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে মৃত্যুমুখে পতিত হননি। সেই ঘটনার পর তিনি তপস্যার প্রভাবে সেই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩-৩৪

ত্রসদ্দস্যুরিতীন্দ্রোঽঙ্গ বিদধে নাম যস্য বৈ ।
যস্মাৎ ত্রসন্তি হ্যুদ্বিগ্না দস্যবো রাবণাদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
যৌবনাশ্বোঽথ মান্ধাতা চক্রবর্ত্যবনীং প্রভুঃ ।
সপ্তদ্বীপবতীমেকঃ শশাসাচ্যুততেজসা ॥ ৩৪ ॥

ত্রসৎ-দস্যুঃ—ত্রসদ্দস্যু নামক ('দস্যু-তস্করদের শাসনকারী'); **ইতি**—এই প্রকার; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **বিদধে**—প্রদান করেছিলেন; **নাম**—নাম; **যস্য**—যাঁর; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **যস্মাৎ**—যাঁর থেকে; **ত্রসন্তি**—ভীত হয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **উদ্বিগ্নাঃ**—উদ্বেগের কারণ; **দস্যবঃ**—দস্যু এবং তস্কর; **রাবণ-আদয়ঃ**—রাবণ আদি রাক্ষস; **যৌবনাশ্বঃ**—যুবনাশ্বের পুত্র; **অথ**—এইভাবে; **মান্ধাতা**—মান্ধাতা নামক; **চক্রবর্তী**—পৃথিবীর রাজা; **অবনীম্**—এই পৃথিবী; **প্রভুঃ**—পতি; **সপ্ত-দ্বীপ-বতীম্**—সপ্তদ্বীপ সমন্বিত; **একঃ**—একমাত্র; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **অচ্যুত-তেজসা**—ভগবানের শক্তির দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে।

অনুবাদ

যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা রাবণ এবং অন্যান্য দস্যু-তস্করদের ভয়ের কারণ হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যেহেতু তারা তাঁর ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিল, তাই ইন্দ্র তাঁকে ত্রসদ্দস্যু নাম দিয়েছিলেন। ভগবানের কৃপায় যুবনাশ্বের পুত্র এতই শক্তিশালী হয়েছিলেন যে, তিনি সপ্তদ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে পৃথিবী পালন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

ঈজে চ যজ্ঞং ক্রতুভিরাত্মবিদ্ ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
সর্বদেবময়ং দেবং সর্বাত্মকমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
দ্রব্যং মন্ত্রো বিধির্যজ্ঞো যজমানস্তথর্ত্বিজঃ ।
ধর্মো দেশশ্চ কালশ্চ সর্বমেতদ্ যদাত্মকম্ ॥ ৩৬ ॥

ঈজে—তিনি আরাধনা করেছিলেন; **চ**—ও; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞেশ্বরকে; **ক্রতুভিঃ**—মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **আত্ম-বিৎ**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; **ভূরি-দক্ষিণৈঃ**—ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা প্রদানের দ্বারা; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সর্বদেবময়; **দেবম্**—ভগবান; **সর্ব-আত্মকম্**—সকলের পরমাত্মা; **অতি-ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়াতীত; **দ্রব্যম্**—উপকরণ; **মন্ত্রঃ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ; **বিধিঃ**—বিধি; **যজ্ঞঃ**—পূজা করে; **যজমানঃ**—অনুষ্ঠানকারী; **তথা**—সঙ্গে; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **দেশঃ**—দেশ; **চ**—এবং; **কালঃ**—কাল; **চ**—ও; **সর্বম্**—সব কিছু; **এতৎ**—এই সমস্ত; **যৎ**—যা; **আত্মকম্**—আত্ম-উপলব্ধির অনুকূল।

অনুবাদ

যজ্ঞীয় দ্রব্য, মন্ত্র, বিধি, যজমান, ঋত্বিক, যজ্ঞফল, যজ্ঞভূমি এবং যজ্ঞের কাল থেকে ভগবান অভিন্ন। সেই অতীন্দ্রিয়, সর্বান্তর্যামী, সর্বদেবময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে আত্মতত্ত্বজ্ঞ মান্ধাতা আরাধনা করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দানপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

যাবৎ সূর্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
তৎ সর্বং যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥

যাবৎ—যেখান থেকে; **সূর্যঃ**—সূর্য; **উদেতি**—দিগন্তে উদিত হয়েছে; **স্ম**—অতীতে; **যাবৎ**—যেখানে; **চ**—ও; **প্রতিতিষ্ঠতি**—থাকবে; **তৎ**—পূর্বোক্ত সেই সমস্ত বস্তু; **সর্বম্**—সব কিছু; **যৌবনাশ্বস্য**—যুবনাশ্বের পুত্রের; **মান্ধাতুঃ**—মান্ধাতা নামক; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়, উজ্জ্বলভাবে কিরণ বিতরণ করে এবং যেখানে অস্তমিত হয়, সেই সমস্ত স্থান যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার স্থান বলে কথিত হত।

শ্লোক ৩৮

শশবিন্দোর্দুহিতরি বিন্দুমত্যামধান্নৃপঃ।
পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দং চ যোগিনম্।
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাশৎ সৌভরিং বব্রিরে পতিম্ ॥ ৩৮ ॥

শশবিন্দোঃ—শশবিন্দু নামক রাজার; **দুহিতরি**—কন্যাকে; **বিন্দুমত্যাম্**—বিন্দুমতী নামক; **অধাৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **নৃপঃ**—রাজা (মান্ধাতা); **পুরুকুৎসম্**—পুরুকুৎস; **অম্বরীষম্**—অম্বরীষ; **মুচুকুন্দম্**—মুচুকুন্দ; **চ**—এবং; **যোগিনম্**—মহান যোগী; **তেষাম্**—তাঁদের; **স্বসারঃ**—ভগ্নীদের; **পঞ্চাশৎ**—পঞ্চাশ; **সৌভরিম্**—মহর্ষি সৌভরিকে; **বব্রিরে**—গ্রহণ করেছিলেন; **পতিম্**—পতিরূপে।

অনুবাদ

মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মহাযোগী মুচুকুন্দ, এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই তিন ভ্রাতার পঞ্চাশটি ভগ্নী মহর্ষি সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

যমুনান্তর্জলে মগ্নস্তপ্যমানঃ পরং তপঃ ।
নির্বৃতিং মীনরাজস্য দৃষ্ট্বা মৈথুনধর্মিণঃ ॥ ৩৯ ॥
জাতস্পৃহো নৃপং বিপ্রঃ কন্যামেকামযাচত ।
সোঽপ্যাহ গৃহ্যতাং ব্রহ্মন্ কামং কন্যা স্বয়ংবরে ॥ ৪০ ॥

যমুনা-অন্তঃ-জলে—যমুনার গভীর জলে; **মগ্নঃ**—নিমগ্ন হয়ে; **তপ্যমানঃ**—তপস্যা করছিলেন; **পরম্**—অসাধারণ; **তপঃ**—তপস্যা; **নির্বৃতিম্**—সুখ; **মীন-রাজস্য**—এক বিশাল মৎস্যের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মৈথুন-ধর্মিণঃ**—মৈথুনরত; **জাত-স্পৃহঃ**—মৈথুনাসক্ত হন; **নৃপম্**—রাজাকে (মান্ধাতাকে); **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ (সৌভরি ঋষি); **কন্যাম্ একাম্**—একটি কন্যা; **অযাচত**—প্রার্থনা করেছিলেন; **সঃ**—তিনি (রাজা); **অপি**—ও; **আহ**—বলেছিলেন; **গৃহ্যতাম্**—আপনি গ্রহণ করতে পারেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কামম্**—তার বাসনা অনুসারে; **কন্যা**—কন্যা; **স্বয়ংবরে**—স্বয়ং বরণ করে।

অনুবাদ

সৌভরি ঋষি যখন যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে কঠোর তপস্যা করছিলেন, তখন তিনি এক মৎস্য-মিথুনের মৈথুনজনিত আনন্দ দর্শন করে মৈথুনাসক্ত হন, এবং রাজা মান্ধাতার কাছে গিয়ে তাঁর একটি কন্যা প্রার্থনা করেন। তাঁর এই অনুরোধে রাজা তাঁকে বলেছিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমার যেকোন কন্যা আপনাকে স্বয়ংবরে পতিত্বে বরণ করতে পারে।"

তাৎপর্য

এখান থেকে সৌভরি ঋষির কাহিনী শুরু। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, মান্ধাতা ছিলেন মথুরার রাজা, এবং সৌভরি ঋষি যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে তপস্যা করছিলেন। যখন ঋষির মৈথুন বাসনা উদ্দীপ্ত হয়, তখন তিনি যমুনার জল থেকে উঠে এসে রাজা মান্ধাতার কাছে গিয়ে তাঁর একটি কন্যাকে প্রার্থনা করেন।

শ্লোক ৪১-৪২

স বিচিন্ত্যাপ্রিয়ং স্ত্রীণাং জরঠোঽহমসংমতঃ ।
বলীপলিত এজৎক ইত্যহং প্রত্যুদাহৃতঃ ॥ ৪১ ॥
সাধয়িষ্যে তথাত্মানং সুরস্ত্রীণামভীপ্সিতম্ ।
কিং পুনর্মনুজেন্দ্রাণামিতি ব্যবসিতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি (সৌভরি মুনি); **বিচিন্ত্য**—মনে মনে চিন্তা করেছিলেন; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের দ্বারা; **জরঠঃ**—বার্ধক্যের ফলে জরাগ্রস্ত; **অহম্**—আমি; **অসৎ-মতঃ**—তাদের বাঞ্ছিত নয়; **বলী**—কুঞ্চিত; **পলিতঃ**—পক্ক কেশ; **এজৎ-কঃ**—কম্পিত মস্তক; **ইতি**—এইভাবে; **অহম্**—আমি; **প্রত্যুদাহৃতঃ**—(তাদের দ্বারা) প্রত্যাখ্যাত; **সাধয়িষ্যে**—আমি এমনভাবে আচরণ করব; **তথা**—যেমন; **আত্মানম্**—আমার শরীর; **সুর-স্ত্রীণাম্**—দেবাঙ্গনাদের; **অভীপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত; **কিম্**—কি কথা; **পুনঃ**—তবুও; **মনুজ-ইন্দ্রাণাম্**—রাজকন্যাদের; **ইতি**—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—সঙ্কল্প করে; **প্রভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী যোগী সৌভরি।

অনুবাদ

সৌভরি মুনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—আমি বার্ধক্যের ফলে জরাগ্রস্ত, আমার কেশ পলিত, আমার দেহের চর্ম শ্লথ হয়েছে এবং আমার মস্তক সর্বদা কম্পিত হয়, তার উপর আমি একজন যোগী। তাই আমি রমণীদের অপ্রিয়। রাজা যেহেতু আমাকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আমি এমন রূপ ধারণ করব যে, রাজকন্যাদের কি কথা, দেবাঙ্গনারাও আমাকে কামনা করবে।

শ্লোক ৪৩

মুনিঃ প্রবেশিতঃ ক্ষত্রা কন্যান্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ ।
বৃতঃ স রাজকন্যাভিরেকং পঞ্চাশতা বরঃ ॥ ৪৩ ॥

মুনিঃ—সৌভরি মুনি; **প্রবেশিতঃ**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **ক্ষত্রা**—প্রাসাদের প্রতিহারীর দ্বারা; **কন্যা-অন্তঃপুরম্**—রাজকন্যাদের অন্তঃপুরে; **ঋদ্ধিমৎ**—সর্বতোভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী; **বৃতঃ**—বরণ করেছিলেন; **সঃ**—তাঁকে; **রাজ-কন্যাভিঃ**—সমস্ত রাজকন্যাদের দ্বারা; **একম্**—তিনি একা; **পঞ্চাশতা**—পঞ্চাশজনের দ্বারা; **বরঃ**—পতি।

অনুবাদ

তারপর সৌভরি মুনি এক অতি সুন্দর যুবকে পরিণত হয়েছিলেন। প্রাসাদের প্রতিহারী তাঁকে রাজকন্যাদের সমৃদ্ধিশালী অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশজন রাজকন্যাই তখন তাঁকে তাদের পতিত্বে বরণ করেছিল।

শ্লোক ৪৪

তাসাং কলিরভূদ্ ভূয়াংস্তদর্থেঽপোহ্য সৌহৃদম ।
মমানুরূপো নায়ং ব ইতি তদ্গতচেতসাম্ ॥ ৪৪ ॥

তাসাম্—রাজকন্যাদের; **কলিঃ**—মতবিরোধ এবং কলহ; **অভূৎ**—হয়েছিল; **ভূয়ান্**—অত্যন্ত; **তৎ অর্থে**—সৌভরি মুনির জন্য; **অপোহ্য**—ত্যাগ করে; **সৌহৃদম্**—সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক; **মম**—আমার; **অনুরূপঃ**—উপযুক্ত ব্যক্তি; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **বঃ**—তোমাদের; **ইতি**—এইভাবে; **তৎ-গত-চেতসাম্**—তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে।

অনুবাদ

তারপর রাজকন্যারা সৌভরি মুনির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, পরস্পরের প্রতি ভগ্নীবৎ স্নেহের সম্পর্ক ত্যাগ করে কলহ করতে শুরু করেছিল। তারা প্রত্যেকেই দাবি করেছিল, "এই পুরুষ আমারই উপযুক্ত, তোমার নয়।" এইভাবে তাদের মধ্যে মহাকলহ উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৫-৪৬

স বহ্বৃচস্তাভিরপারণীয়-
তপঃ শ্রিয়ানর্ঘ্যপরিচ্ছদেষু ।
গৃহেষু নানোপবনামলাম্ভঃ-
সরঃসু সৌগন্ধিককাননেষু ॥ ৪৫ ॥

মহার্হশয্যাসনবস্ত্রভূষণ-
স্নানানুলেপাভ্যবহারমাল্যকৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতস্ত্রীপুরুষেষু নিত্যদা
রেমেঽনুগায়দ্দ্বিজভৃঙ্গবন্দিষু ॥ ৪৬ ॥

সঃ—তিনি, সৌভরি ঋষি; **বহু-ঋচঃ**—বৈদিক মন্ত্র ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ; **তাভিঃ**—তাঁর পত্নীগণ সহ; **অপারণীয়**—অসীম; **তপঃ**—তপস্যার ফল; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **অনর্ঘ্য**—সুখ উপভোগের সামগ্রী; **পরিচ্ছদেষু**—বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে; **গৃহেষু**—গৃহে; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **উপবন**—উদ্যান; **অমল**—নির্মল; **অম্ভঃ**—জল; **সরঃসু**—সরোবরে; **সৌগন্ধিক**—অত্যন্ত সুবাসিত; **কাননেষু**—উদ্যানে; **মহা-অর্হ**—অত্যন্ত মূল্যবান; **শয্যা**—শয্যা; **আসন**—উপবেশনের স্থান; **বস্ত্র**—বস্ত্র; **ভূষণ**—অলঙ্কার; **স্নান**—স্নান করার স্থান; **অনুলেপ**—চন্দন; **অভ্যবহার**—সুস্বাদু আহার্য; **মাল্যকৈঃ**—এবং মালা; **সু-অলঙ্কৃত**—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **স্ত্রী**—রমণী; **পুরুষেষু**—এবং পুরুষ সহ; **নিত্যদা**—নিরন্তর; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **অনুগায়ৎ**—সঙ্গীতের দ্বারা বন্দিত হয়ে; **দ্বিজ**—পক্ষী; **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর; **বন্দিষু**—এবং বন্দিদের।

অনুবাদ

সৌভরি মুনি যেহেতু মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, তাই তাঁর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তিনি অমূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, সুন্দর বসনে সজ্জিত দাস-দাসী, নানাবিধ উপবন, নির্মল জল বিশিষ্ট সরোবর এবং উদ্যান সমন্বিত অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী গৃহ প্রকট করেছিলেন। সেই সমস্ত উদ্যান নানাবিধ ফুলের সৌরভে পূর্ণ ছিল এবং পাখিদের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন এবং বন্দিদের সঙ্গীতের দ্বারা মুখরিত ছিল। সৌভরি মুনির ভবন শয্যা, আসন, অলঙ্কার, স্নানের উপকরণ, চন্দন আদি অনুপেলন, ফুলের মালা এবং সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যে পূর্ণ ছিল। এইভাবে মহামূল্য দ্রব্যে সুশোভিত হয়ে সৌভরি ঋষি তাঁর পত্নীগণ সহ সংসার সুখে মগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সৌভরি ঋষি ছিলেন একজন মহান যোগী। যোগের প্রভাবে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, যথা—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা এবং কামাবশায়িতা। সৌভরি মুনি তাঁর যোগসিদ্ধির প্রভাবে জড় সুখভোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। বহ্বৃচ শব্দটির অর্থ 'মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী'। সাধারণ জড়-জাগতিক

উপায়ে যেমন জড় ঐশ্বর্য লাভ করা যায়, মন্ত্রের মাধ্যমে সূক্ষ্ম উপায়েও তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা সৌভরি মুনি জড় ঐশ্বর্যের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু সেটি জীবনের পরম সিদ্ধি নয়। পরে দেখা যাবে যে, সৌভরি মুনি জড় ঐশ্বর্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সব কিছু পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে বনে গিয়ে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। যারা আত্মতত্ত্ববিৎ নয়, যারা জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা জড় ঐশ্বর্য নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু যাঁরা আত্মতত্ত্ববিৎ তাঁরা জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন না। আমরা সেই শিক্ষা সৌভরি মুনির কার্যকলাপের দ্বারা লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৪৭

যদ্‌গার্হস্থ্যং তু সংবীক্ষ্য সপ্তদ্বীপবতীপতিঃ ।
বিস্মিতঃ স্তম্ভমজহাৎ সার্বভৌমশ্রিয়ান্বিতম্ ॥ ৪৭ ॥

যৎ—যিনি; **গার্হস্থ্যম্**—গৃহস্থ-জীবন; **তু**—কিন্তু; **সংবীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সপ্ত-দ্বীপ-বতী-পতিঃ**—মান্ধাতা, যিনি সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন; **বিস্মিতঃ**—অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন; **স্তম্ভম্**—উচ্চপদ জনিত গর্ব; **অজহাৎ**—ত্যাগ করেছিলেন; **সার্ব-ভৌম**—সারা পৃথিবীর সম্রাট; **শ্রিয়া-অন্বিতম্**—সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যরূপ আশীর্বাদ।

অনুবাদ

সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর অধিপতি রাজা মান্ধাতা সৌভরি মুনির গৃহস্থালির ঐশ্বর্য দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি সারা পৃথিবীর সম্রাট হওয়ার গর্ব পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সকলেই তার নিজের পদগর্বে গর্বিত, কিন্তু এখানে আমরা এক অতি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করছি, যেখানে সৌভরি মুনির ঐশ্বর্য দর্শন করে সারা পৃথিবীর সম্রাট জড়সুখ ভোগের ব্যাপারে নিজেকে সর্বতোভাবে পরাজিত বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

এবং গৃহেষ্বভিরতো বিষয়ান্ বিবিধৈঃ সুখৈঃ ।
সেবমানো ন চাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ ॥ ৪৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **গৃহেষু**—গৃহস্থালির ব্যাপারে; **অভিরতঃ**—সর্বদা মগ্ন হয়ে; **বিষয়ান্**—জড় বিষয়ে; **বিবিধৈঃ**—নানা প্রকার; **সুখৈঃ**—সুখ; **সেবমানঃ**—উপভোগ করে; **ন**—না; **চ**—ও; **অতুষ্যৎ**—তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিল; **আজ্য-স্তোকৈঃ**—ঘৃতবিন্দুর দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

সৌভরি মুনি এইভাবে জড় ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেছিলেন, কিন্তু অবিরাম ঘৃতবিন্দুর দ্বারা যেভাবে আগুন কখনও শান্ত হয় না, সৌভরিও তেমনই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

তাৎপর্য

জড় বাসনা ঠিক একটি জ্বলন্ত অগ্নির মতো। জ্বলন্ত অগ্নিতে যদি নিরন্তর ঘৃতবিন্দু অর্পণ করা হয়, তা হলে সেই অগ্নি নিরন্তর বর্ধিতই হতে থাকে এবং তা কখনও নির্বাপিত হয় না। তাই, জড় বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যমে তৃপ্ত হওয়ার চেষ্টা কখনও সফল হবে না। বর্তমান সভ্যতায় সকলেই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে মগ্ন, যা ঠিক অগ্নিতে ঘৃতবিন্দু অর্পণ করারই মতো। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে জড় সভ্যতা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ অতৃপ্ত। প্রকৃত সন্তোষ রয়েছে কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, এবং সর্বলোকের মহেশ্বর ও সকলের উপকারী সুহৃদরূপে জেনে, যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।" তাই মানুষের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বনপূর্বক যথাযথভাবে বিধি-নিষেধগুলি পালন করে কৃষ্ণভক্তিতে উন্নত হওয়া। তা হলে শান্তি এবং জ্ঞানে পূর্ণ নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করা যাবে।

শ্লোক ৪৯

স কদাচিদুপাসীন আত্মাপহ্নবমাত্মনঃ ।
দদর্শ বহ্বৃচাচার্যো মীনসঙ্গসমুত্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥

সঃ—তিনি (সৌভরি মুনি); **কদাচিৎ**—একদিন; **উপাসীনঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **আত্ম-অপহ্নবম্**—তপস্যার স্তর থেকে অধঃপতিত হয়ে; **আত্মনঃ**—তিনি নিজেই তার কারণ; **দদর্শ**—দর্শন করে; **বহ্-ঋচ-আচার্যঃ**—মন্ত্রাচার্য সৌভরি মুনি; **মীন-সঙ্গ**—মৎস্যের মৈথুন; **সমুত্থিতম্**—সেই ঘটনা জনিত।

অনুবাদ

তারপর একদিন মন্ত্রাচার্য সৌভরি মুনি যখন নির্জনে বসেছিলেন, তখন তিনি বিচার করেছিলেন যে, মৈথুনরত মৎস্যের সংসর্গের ফলে তাঁর অধঃপতন হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন যে, বৈষ্ণব অপরাধের ফলে সৌভরি মুনির অধঃপতন হয়েছিল। তার ইতিবৃত্ত হচ্ছে, গরুড় যখন মৎস্য ভক্ষণ করতে চেয়েছিল, তখন সৌভরি অনর্থক মৎস্যদের আশ্রয় প্রদান করেছিলেন। এইভাবে গরুড়ের আহারের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে সৌভরি মুনি বৈষ্ণব অপরাধ করেছিলেন। এই বৈষ্ণব অপরাধের ফলে সৌভরি তাঁর তপস্যা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়েছিলেন। কখনও বৈষ্ণবের কার্যকলাপে বাধা দেওয়া উচিত নয়। সৌভরি মুনির এই কাহিনী থেকে আমাদের সেই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৫০

অহো ইমং পশ্যত মে বিনাশং
তপস্বিনঃ সচ্চরিতব্রতস্য ।
অন্তর্জলে বারিচরপ্রসঙ্গাৎ
প্রচ্যাবিতং ব্রহ্ম চিরং ধৃতং যৎ ॥ ৫০ ॥

অহো—আহা; **ইমম্**—এই ; **পশ্যত**—দেখ; **মে**—আমাকে; **বিনাশম্**—অধঃপতন; **তপস্বিনঃ**—যে এই প্রকার কঠোর তপস্যায় রত ছিল; **সৎ-চরিত**—অত্যন্ত সচ্চরিত্র; **ব্রতস্য**—ব্রতপরায়ণ; **অন্তঃ-জলে**—গভীর জলে; **বারিচর-প্রসঙ্গাৎ**—জলচরদের সঙ্গ বশত; **প্রচ্যাবিতম্**—অধঃপতিত; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মজ্ঞান বা তপস্যা; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **ধৃতম্**—অনুষ্ঠিত; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

হায়! সাধুজনোচিত সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করে গভীর জলে তপস্যা করার সময় মৈথুনরত মৎস্যের সঙ্গ প্রভাবে আমার দীর্ঘকালের তপস্যার ফল বিনষ্ট হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য আমার এই অধঃপতন দর্শন করে শিক্ষা লাভ করা।

শ্লোক ৫১

সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতীনাং মুমুক্ষুঃ
সর্বাত্মনা ন বিসৃজেদ্ বহিরিন্দ্রিয়াণি ।
একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে
যুঞ্জীত তদ্ব্রতিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ ॥ ৫১ ॥

সঙ্গম্—সঙ্গ; **ত্যজেত**—ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য; **মিথুন-ব্রতীনাম্**—বৈধ বা অবৈধ মৈথুন-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ; **মুমুক্ষুঃ**—যাঁরা মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **ন**—করে না; **বিসৃজেৎ**—নিয়োগ; **বহিঃ-ইন্দ্রিয়াণি**—বাহ্য ইন্দ্রিয়; **একঃ**—কেবল; **চরন্**—বিচরণ করে; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **চিত্তম্**—হৃদয়; **অনন্তে-ঈশে**—অনন্ত ভগবানের চরণকমলে স্থির; **যুঞ্জীত**—নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে; **তৎ-ব্রতিষু**—(জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী) সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে; **সাধুষু**—এই প্রকার সাধু ব্যক্তিদের; **চেৎ**—যদি; **প্রসঙ্গঃ**—সঙ্গ করতে চায়।

অনুবাদ

জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে মৈথুন-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয়ে (দর্শনে, শ্রবণে, বৈষয়িক বিষয়ের আলোচনায়, বিচরণে ইত্যাদিতে) নিযুক্ত না করা। নির্জন স্থানে বাস করে মনকে সম্পূর্ণরূপে অনন্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিযুক্ত করা উচিত। আর যদি সঙ্গ করতে হয়, তা হলে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদেরই কেবল সঙ্গ করা উচিত।

তাৎপর্য

সৌভরি মুনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী ব্যক্তির কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আসক্ত মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুও সেই উপদেশ দিয়েছেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাং চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

(*চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক* ৮/২৭)

"হায়! যে ব্যক্তি ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে চান এবং জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে চান, তাঁর পক্ষে ইন্দ্রিয়তর্পণ পরায়ণ বিষয়ীর দর্শন এবং স্ত্রীদর্শন জেনে শুনে বিষপান করার থেকেও ঘৃণ্য।"

যে ব্যক্তি জড় বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তিনিই কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন। তাঁর পক্ষে মৈথুনাসক্ত বিষয়ীর সঙ্গ করা একেবারেই উচিত নয়। প্রত্যেক জড়বাদী ব্যক্তিই মৈথুনে আসক্ত। অর্থাৎ, উন্নত স্তরের মহাত্মাকে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরও নির্দেশ দিয়েছেন আচার্যের সেবায় যুক্ত হতে, এবং আদৌ যদি সঙ্গ করতে হয়, তা হলে কেবল ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করা কর্তব্য (*তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস*)। ভগবদ্ভক্ত তৈরি করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে, যাতে এই সংস্থার সদস্যদের সান্নিধ্য লাভ করে মানুষ আপনা থেকেই জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হবেন। যদিও এই আদর্শটি অত্যন্ত উচ্চ, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই সঙ্গ কার্যকরী বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তদের সঙ্গ করে, প্রসাদ গ্রহণ করে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে অংশগ্রহণ করে সাধারণ মানুষেরাও পারমার্থিক উন্নতি সাধন করছেন। সৌভরি মুনি অনুতাপ করেছেন যে, গভীর জলের নীচে তপস্যারত থাকা সত্ত্বেও তিনি অসৎ সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মৈথুনরত মৎস্যের অসৎ সঙ্গের ফলে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত নির্জন স্থানও নিরাপদ নয়।

শ্লোক ৫২

একস্তপস্ব্যহমথাম্ভসি মৎস্যসঙ্গাৎ
পঞ্চাশদাসমুত পঞ্চসহস্রসর্গঃ ।
নান্তং ব্রজাম্যুভয়কৃত্যমনোরথানাং
মায়াগুণৈর্হৃতমতির্বিষয়েঽর্থভাবঃ ॥ ৫২ ॥

একঃ—একাকী; **তপস্বী**—তপস্যা-পরায়ণ; **অহম্**—আমি; **অথ**—এইভাবে; **অন্তসি**—গভীর জলে; **মৎস্য-সঙ্গাৎ**—মৎস্যের সঙ্গ দ্বারা; **পঞ্চাশৎ**—পঞ্চাশ; **আসম্**—পত্নী লাভ করেছি; **উত**—এবং তাদের প্রত্যেকের দ্বারা শত পুত্র লাভের কি কথা; **পঞ্চ-সহস্র-সর্গঃ**—পাঁচ হাজার সন্তান; **ন অন্তম্**—অন্তহীন; **ব্রজামি**—খুঁজে পাই; **উভয়-কৃত্য**—ঐহিক এবং পারলৌকিক কর্তব্য; **মনোরথানাম্**—মনোরথের; **মায়া-গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত; **হৃত**—অপহৃত; **মতিঃ বিষয়ে**—জড় বিষয়ের প্রতি গভীর আকর্ষণ; **অর্থ-ভাবঃ**—স্বার্থের বিষয়ে।

অনুবাদ

প্রথমে আমি একা যৌগিক তপস্যা অনুষ্ঠান করছিলাম, কিন্তু পরে মৈথুনরত মৎস্যের সঙ্গ প্রভাবে আমার বিবাহ করার বাসনা হয়েছিল। তারপর আমি পঞ্চাশজন পত্নীর পতি হয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করেছিলাম, এবং তার ফলে আমার পাঁচ হাজার পুত্র হয়েছে। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আমি অধঃপতিত হয়েছি এবং মনে করেছি যে, এই জড় জগতে আমি সুখী হব। এইভাবে ইহলোকে এবং পরলোকে আমার জড়সুখ ভোগ বাসনার অন্ত নেই।

শ্লোক ৫৩

এবং বসন্ গৃহে কালং বিরক্তো ন্যাসমাস্থিতঃ ।
বনং জগামানুযযুস্তৎপত্ন্যঃ পতিদেবতাঃ ॥ ৫৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **বসন্**—বাস করে; **গৃহে**—গৃহে; **কালম্**—কাল অতিবাহিত করে; **বিরক্তঃ**—অনাসক্ত হয়েছিলেন; **ন্যাসম্**—সন্ন্যাস-আশ্রমে; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **বনম্**—বনে; **জগাম**—তিনি গিয়েছিলেন; **অনুযযুঃ**—অনুগমন করেছিলেন; **তৎ-পত্ন্যঃ**—তাঁর পত্নীগণ; **পতি-দেবতাঃ**—কারণ তাঁদের পতিই ছিলেন তাঁদের একমাত্র আরাধ্য।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি গৃহস্থ-আশ্রমে কিছু কাল অতিবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি জড়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়েছিলেন। জড়-জাগতিক সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য তিনি বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে বনে গমন করেছিলেন। তাঁর পতিব্রতা পত্নীগণ তাঁর অনুগমন করেছিলেন, কারণ পতি ব্যতীত আর তাঁদের কোন আশ্রয় ছিল না।

শ্লোক ৫৪

তত্র তপ্ত্বা তপস্তীক্ষ্ণমাত্মদর্শনমাত্মবান্ ।
সহৈবাগ্নিভিরাত্মানং যুযোজ পরমাত্মনি ॥ ৫৪ ॥

তত্র—বনে; **তপ্ত্বা**—তপস্যা করে; **তপঃ**—তপস্যার বিধি; **তীক্ষ্ণম্**—অত্যন্ত কঠোর; **আত্ম-দর্শনম্**—যা আত্ম-উপলব্ধি লাভে সাহায্য করে; **আত্মবান্**—আত্মজ্ঞ; **সহ**—সহ ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অগ্নিভিঃ**—অগ্নি; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **যুযোজ**—যুক্ত করেছিলেন; **পরম-আত্মনি**—পরমাত্মায়।

অনুবাদ

আত্মবিৎ সৌভরি মুনি বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে মৃত্যুর সময় তিনি অগ্নিসহ আত্মাকে পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময় অগ্নি স্থূল দেহকে দগ্ধ করে, এবং যদি জড়সুখ ভোগের বাসনা না থাকে, তা হলে তখন সূক্ষ্ম দেহেরও অবসান হয় এবং তখন কেবল শুদ্ধ আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*)। কেউ যদি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং শুদ্ধ আত্মাই কেবল অবশিষ্ট থাকে, তা হলে তিনি তখন ভগবদ্ধামে গিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, সৌভরি মুনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

তাঃ স্বপত্যুর্মহারাজ নিরীক্ষ্যাধ্যাত্মিকীং গতিম্ ।
অন্বীয়ুস্তৎপ্রভাবেণ অগ্নিং শান্তমিবার্চিষঃ ॥ ৫৫ ॥

তাঃ—সৌভরির পত্নীগণ; **স্ব-পত্যুঃ**—তাদের পতির সঙ্গে; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অধ্যাত্মিকীম্**—আধ্যাত্মিক; **গতিম্**—প্রগতি; **অন্বীয়ুঃ**—অনুসরণ করেছিলেন; **তৎ-প্রভাবেণ**—তাঁদের পতির প্রভাবের দ্বারা (যদিও তারা অযোগ্য ছিল, তবুও তাদের পতির প্রভাবে তারাও চিৎ-জগতে ফিরে

গিয়েছিল); **অগ্নিম্**—অগ্নি; **শান্তম্**—সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **অর্চিষঃ**—অগ্নিশিখা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তাদের পতির আধ্যাত্মিক উন্নতি দর্শন করে, সৌভরি মুনির পত্নীরাও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে, অগ্নিশিখা যেমন নির্বাণপ্রাপ্ত অগ্নির সঙ্গে বিলীন হয়, সেইভাবে তারাও চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) উল্লেখ করা হয়েছে—*স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্*। আধ্যাত্মিক মার্গ অনুসরণে স্ত্রীলোকদের দুর্বল বলে মনে করা হয়, কিন্তু কোন স্ত্রী যদি এমন একজন উপযুক্ত পতি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন, যিনি পারমার্থিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত এবং সেই পত্নী যদি সর্বদা সেই পতির সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনিও তাঁর পতির সুকৃতি লাভ করবেন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সৌভরি মুনির পত্নীরাও তাঁদের পতির প্রভাবে চিৎ-জগতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা অযোগ্য ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা ছিলেন পতিব্রতা, তাই তাঁরাও চিৎ-জগতে প্রবেশ করেছিলেন। তাই স্ত্রীর কর্তব্য পতিব্রতা হওয়া, এবং পতি যদি আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নত হন, তা হলে পত্নী আপনা থেকেই চিৎ-জগতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'সৌভরি মুনির অধঃপতন' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তম অধ্যায়

মান্ধাতার বংশধরগণ

এই অধ্যায়ে মহারাজ মান্ধাতার বংশধরদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই প্রসঙ্গে পুরুকুৎস এবং হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

মান্ধাতার জ্যেষ্ঠপুত্র অম্বরীষ, তাঁর পুত্র যৌবনাশ্ব এবং যৌবনাশ্বের পুত্র হারীত। এই তিনজন ছিলেন মান্ধাতা বংশের শ্রেষ্ঠ বংশধর। মান্ধাতার আর এক পুত্র পুরুকুৎস সর্পগণের ভগ্নী নর্মদার পাণিগ্রহণ করেন। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্যু, তাঁর পুত্র অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র প্রারুণ, প্রারুণের পুত্র ত্রিবন্ধন, এবং ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত যিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। ত্রিশঙ্কু যখন এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে হরণ করেন, তখন তাঁর পিতা তাঁর সেই পাপাচরণের জন্য তাঁকে অভিশাপ দেন, এবং ত্রিশঙ্কু শূদ্রাধম চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। পরে, বিশ্বামিত্রের প্রভাবে তিনি স্বর্গে উন্নীত হন, কিন্তু দেবতাদের প্রভাবে অধঃপতিত হওয়ার সময় বিশ্বামিত্রের প্রভাবে স্তম্ভিত হন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র একবার রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র দক্ষিণাস্বরূপে কৌশলে রাজার সর্বস্ব হরণ করে হরিশ্চন্দ্রকে নানাভাবে যন্ত্রণা প্রদান করেন। সেই কারণে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। হরিশ্চন্দ্রের কোন পুত্র ছিল না, কিন্তু নারদ মুনির উপদেশে তিনি বরুণের পূজা করে রোহিত নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, সেই পুত্রের দ্বারা তিনি বরুণের যজ্ঞ করবেন। বরুণ বার বার রাজার কাছে এসে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন, কিন্তু রাজা পুত্রস্নেহের বশবর্তী হয়ে তাঁকে উৎসর্গ না করার জন্য নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকেন। এইভাবে কাল অতিবাহিত হতে থাকে, এবং পুত্র ধীরে ধীরে বড় হয়। প্রাপ্তবয়স্ক রোহিত সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে, তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য ধনুর্বাণ গ্রহণ করে বনে গিয়েছিলেন। এদিকে হরিশ্চন্দ্র বরুণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উদরী রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার এই কষ্টের কথা জানতে পেরে, রোহিত রাজধানীতে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে সেই কার্যে বাধা দেন। ইন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে রোহিত ছয় বছর

বনে ছিলেন এবং তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। রোহিত অজীগর্তের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করে তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্রকে দান করেছিলেন যজ্ঞে পশুরূপে বলি দেওয়ার জন্য। এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বরুণ আদি দেবতারা তৃপ্ত হয়েছিলেন, এবং হরিশ্চন্দ্র রোগমুক্ত হয়েছিলেন। এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র ছিলেন হোতা, জমদগ্নি ছিলেন অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ ছিলেন ব্রহ্মা এবং অয়াস্য ছিলেন উদ্‌গাতা। সেই যজ্ঞে ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে হরিশ্চন্দ্রকে সুবর্ণ রথ প্রদান করেন, এবং বিশ্বামিত্র তাঁকে দিব্যজ্ঞান দান করেন। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে হরিশ্চন্দ্র সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

মান্ধাতুঃ পুত্রপ্রবরো যোঽম্বরীষঃ প্রকীর্তিতঃ ।
পিতামহেন প্রবৃতো যৌবনাশ্বস্তু তৎসুতঃ ।
হারীতস্তস্য পুত্রোঽভূন্মান্ধাতৃপ্রবরা ইমে ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **মান্ধাতুঃ**—মান্ধাতার; **পুত্র-প্রবরঃ**—শ্রেষ্ঠ পুত্র; **যঃ**—যিনি; **অম্বরীষঃ**—অম্বরীষ নামে; **প্রকীর্তিতঃ**—বিখ্যাত; **পিতামহেন**—তাঁর পিতামহ যুবনাশ্বের দ্বারা; **প্রবৃতঃ**—গৃহীত; **যৌবনাশ্বঃ**—যৌবনাশ্ব নামক; **তু**—এবং; **তৎ-সুতঃ**—অম্বরীষের পুত্র; **হারীতঃ**—হারীত নামক; **তস্য**—যৌবনাশ্বের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **মান্ধাতৃ**—মান্ধাতার বংশে; **প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ইমে**—এঁরা সকলে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—যিনি অম্বরীষ নামে বিখ্যাত, তিনি মান্ধাতার পুত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই অম্বরীষ পিতামহ যুবনাশ্ব কর্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়েছিলেন। অম্বরীষের পুত্র যৌবনাশ্ব এবং যৌবনাশ্বের পুত্র হারীত। মান্ধাতার বংশে অম্বরীষ, হারীত এবং যৌবনাশ্ব শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২

নর্মদা ভ্রাতৃভির্দত্তা পুরুকুৎসায় যোরগৈঃ ।
তয়া রসাতলং নীতো ভুজগেন্দ্রপ্রযুক্তয়া ॥ ২ ॥

নর্মদা—নর্মদা নামক; **ভ্রাতৃভিঃ**—তাঁর ভ্রাতাদের দ্বারা; **দত্তা**—প্রদত্ত হয়েছিলেন; **পুরুকুৎসায়**—পুরুকুৎসকে; **যা**—যিনি; **উরগৈঃ**—সর্পদের দ্বারা; **তয়া**—তার দ্বারা; **রসাতলম্**—পাতালে; **নীতঃ**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **ভুজগ-ইন্দ্র-প্রযুক্তয়া**—নাগরাজ বাসুকির দ্বারা নিযুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

নর্মদার ভ্রাতা সর্পগণ নর্মদাকে পুরুকুৎসের হস্তে সম্প্রদান করেন। বাসুকি কর্তৃক প্রেরিতা হয়ে নর্মদা পুরুকুৎসকে পাতালে নিয়ে যান।

তাৎপর্য

মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎসের বংশধরদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পূর্বে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে নর্মদার সঙ্গে পুরুকুৎসের বিবাহ হয়, এবং নর্মদা তাঁকে পাতাললোকে নিয়ে যান।

শ্লোক ৩

গন্ধর্বানবধীৎ তত্র বধ্যান্ বৈ বিষ্ণুশক্তিধৃক্ ।
নাগাল্লব্ধবরঃ সর্পাদভয়ং স্মরতামিদম্ ॥ ৩ ॥

গন্ধর্বান্—গন্ধর্বগণ; **অবধীৎ**—তিনি বধ করেছিলেন; **তত্র**—সেখানে (পাতাললোকে); **বধ্যান্**—বধার্হ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিষ্ণু-শক্তি-ধৃক্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি ধারণ করে; **নাগাৎ**—নাগগণ থেকে; **লব্ধ-বরঃ**—বর লাভ করেছিলেন; **সর্পাৎ**—সর্পদের থেকে; **অভয়ম্**—আশ্বাস; **স্মরতাম্**—স্মরণকারীর; **ইদম্**—এই ঘটনা।

অনুবাদ

রসাতলে পুরুকুৎস ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে বধার্হ গন্ধর্বদের সংহার করেছিলেন। পুরুকুৎস সর্পদের কাছ থেকে এই বর লাভ করেছিলেন যে, এই ইতিবৃত্ত স্মরণকারীদের সর্পভয় থাকবে না।

শ্লোক ৪

ত্রসদ্দস্যুঃ পৌরুকুৎসো যোঽনরণ্যস্য দেহকৃৎ ।
হর্যশ্বস্তৎসুতস্তস্মাৎ প্রারুণোঽথ ত্রিবন্ধনঃ ॥ ৪ ॥

ত্রসদ্দস্যুঃ—ত্রসদ্দস্যু নামক; **পৌরুকুৎসঃ**—পুরুকুৎসের পুত্র; **যঃ**—যিনি; **অনরণ্যস্য**—অনরণ্যের; **দেহ-কৃৎ**—পিতা; **হর্যশ্বঃ**—হর্যশ্ব নামক; **তৎ-সুতঃ**—অনরণ্যের পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর (হর্যশ্ব) থেকে; **প্রারুণঃ**—প্রারুণ নামক; **অথ**—তারপর, প্রারুণ থেকে; **ত্রিবন্ধনঃ**—ত্রিবন্ধন নামক পুত্র।

অনুবাদ

পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্যু, যিনি ছিলেন অনরণ্যের পিতা, অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব প্রারুণের পিতা। প্রারুণ ছিলেন ত্রিবন্ধনের পিতা।

শ্লোক ৫-৬

তস্য সত্যব্রতঃ পুত্রস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ ।
প্রাপ্তশ্চাণ্ডালতাং শাপাদ্ গুরোঃ কৌশিকতেজসা ॥ ৫ ॥
সশরীরো গতঃ স্বর্গমদ্যাপি দিবি দৃশ্যতে ।
পাতিতোঽবাক্ শিরা দেবৈস্তেনৈব স্তম্ভিতো বলাৎ ॥ ৬ ॥

তস্য—ত্রিবন্ধনের; **সত্যব্রতঃ**—সত্যব্রত নামক; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ত্রিশঙ্কুঃ**—ত্রিশঙ্কু নামক; **ইতি**—এই প্রকার; **বিশ্রুতঃ**—বিখ্যাত; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **চণ্ডালতাম্**—চণ্ডালত্ব; **শাপাৎ**—অভিশাপের ফলে; **গুরোঃ**—তাঁর পিতার; **কৌশিক-তেজসা**—কৌশিকের (বিশ্বামিত্রের) তেজের দ্বারা; **স-শরীরঃ**—সশরীরে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোকে; **অদ্য অপি**—আজও; **দিবি**—আকাশে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **পাতিতঃ**—পতিত হয়ে; **অবাক্-শিরাঃ**—নতশিরে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের শক্তির দ্বারা; **তেন**—বিশ্বামিত্রের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **স্তম্ভিতঃ**—স্থির; **বলাৎ**—উচ্চতর বলের প্রভাবে।

অনুবাদ

ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, যিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহের সময় তাঁকে ত্রিশঙ্কু হরণ করেছিলেন বলে, তাঁর পিতা তাঁকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। পরে, বিশ্বামিত্রের প্রভাবে তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করে দেবতাদের প্রভাবে তিনি অধঃপতিত হচ্ছিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবলের প্রভাবে তিনি অধঃপতিত হননি; আজও তাঁকে নতশিরে আকাশে ঝুলতে দেখা যায়।

শ্লোক ৭

ত্রৈশঙ্কবো হরিশ্চন্দ্রো বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ ।
যন্নিমিত্তমভূদ্ যুদ্ধং পক্ষিণোর্বহুবার্ষিকম্ ॥ ৭ ॥

ত্রৈশঙ্কবঃ—ত্রিশঙ্কুর পুত্র; **হরিশ্চন্দ্রঃ**—হরিশ্চন্দ্র নামক; **বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠয়োঃ**—বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে; **যৎ-নিমিত্তম্**—হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত; **অভূৎ**—হয়েছিল; **যুদ্ধম্**—এক মহাযুদ্ধ; **পক্ষিণোঃ**—তাঁরা উভয়েই পক্ষীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন; **বহু-বার্ষিকম্**—বহু বর্ষ ব্যাপী।

অনুবাদ

ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। এই হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে বহু বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ হয়। তাঁরা পক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে চিরকাল শত্রুতা ছিল। পূর্বে বিশ্বামিত্র ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়, এবং কঠোর তপস্যার প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মণ হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেননি। তার ফলে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। পরে কিন্তু বিশ্বামিত্রের ক্ষমাগুণের জন্য বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেছিলেন। একসময় হরিশ্চন্দ্র এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, এবং বিশ্বামিত্র ছিলেন সেই যজ্ঞের পুরোহিত। কিন্তু বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, দক্ষিণারূপে দাবি করে তাঁর সর্বস্ব আত্মসাৎ করে নেন। বশিষ্ঠ কিন্তু তা অনুমোদন করেননি, এবং তার ফলে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে কলহ শুরু হয়। এই কলহ এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, তাঁরা পরস্পরকে অভিশাপ দিতে শুরু করেন। একজন বলেন, "তুমি পক্ষী হও", এবং অন্যজন বলেন, "তুমি বক হও।" এইভাবে তাঁরা উভয়েই পক্ষীতে পরিণত হয়ে, হরিশ্চন্দ্রের জন্য বহু বৎসর ধরে যুদ্ধ করেছিলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সৌভরি মুনির মতো একজন মহাযোগী ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের শিকার হয়েছিলেন, এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মতো মহর্ষিরা পক্ষীতে পরিণত হয়েছিলেন। এই জড় জগৎ এমনই। *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।* এই জড় জগতে বা এই ব্রহ্মাণ্ডে, জড়-জাগতিক গুণের ভিত্তিতে মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন, তাঁকে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ক্লেশ

ভোগ করতেই হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই জড় জগৎ কেবল দুঃখময় (*দুঃখালয়মশাশ্বতম্*)। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *পদং পদং যদ্ বিপদাম্*—এখানে প্রতি পদে পদে বিপদ। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যেহেতু মানুষকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান করছে, তাই এই আন্দোলনটি মানব-সমাজের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

শ্লোক ৮

সোঽনপত্যো বিষণ্ণাত্মা নারদস্যোপদেশতঃ ।
বরুণং শরণং যাতঃ পুত্রো মে জায়তাং প্রভো ॥ ৮ ॥

সঃ—সেই হরিশ্চন্দ্র; **অনপত্যঃ**—নিঃসন্তান হওয়ায়; **বিষণ্ণ-আত্মা**—অত্যন্ত বিষণ্ণ; **নারদস্য**—নারদের; **উপদেশতঃ**—উপদেশে; **বরুণম্**—বরুণের; **শরণম্ যাতঃ**—শরণাগত হয়েছিলেন; **পুত্রঃ**—একটি পুত্র; **মে**—আমার; **জায়তাম্**—জন্ম হোক; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন বলে সর্বদা অত্যন্ত বিষণ্ণ থাকতেন। তাই একদিন নারদের উপদেশে তিনি বরুণের শরণাগত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, "হে প্রভু! আমার কোন পুত্র নেই। আপনি কি দয়া করে আমাকে একটি পুত্র দান করবেন?"

শ্লোক ৯

যদি বীরো মহারাজ তেনৈব ত্বাং যজে ইতি ।
তথেতি বরুণেনাস্য পুত্রো জাতস্তু রোহিতঃ ॥ ৯ ॥

যদি—যদি; **বীরঃ**—একটি পুত্র হয়; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **তেন এব**—তা হলে সেই পুত্রের দ্বারাই; **ত্বাম্**—আপনাকে; **যজে**—যজ্ঞে আমি উৎসর্গ করব; **ইতি**—এইভাবে; **তথা**—তোমার বাসনা অনুসারে তাই হবে; **ইতি**—এইভাবে স্বীকার করে; **বরুণেন**—বরুণের দ্বারা; **অস্য**—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের; **পুত্রঃ**—একটি পুত্র; **জাতঃ**—জন্মেছিল; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **রোহিতঃ**—রোহিত নামক।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! হরিশ্চন্দ্র বরুণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "হে প্রভু! আমার যদি একটি পুত্র হয়, তা হলে সেই পুত্রের দ্বারা আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি একটি যজ্ঞ করব।" হরিশ্চন্দ্র সেই কথা বললে বরুণ উত্তর দিয়েছিলেন, "তাই হোক।" বরুণের বরে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামক একটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ১০

জাতঃ সুতো হ্যনেনাঙ্গ মাং যজস্বেতি সোঽব্রবীৎ ।
যদা পশুর্নির্দশঃ স্যাদথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১০ ॥

জাতঃ—জন্মগ্রহণ করেছে; **সুতঃ**—একটি পুত্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনেন**—এই পুত্রের দ্বারা; **অঙ্গ**—হে হরিশ্চন্দ্র; **মাম্**—আমাকে; **যজস্ব**—যজ্ঞ কর; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি, বরুণ; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **যদা**—যখন; **পশুঃ**—একটি পশু; **নির্দশঃ**—দশ দিন গত হলে; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **অথ**—তা হলে; **মেধ্যঃ**—যজ্ঞে নিবেদনের উপযুক্ত; **ভবেৎ**—হয়; **ইতি**—এইভাবে (হরিশ্চন্দ্র বলেছিলেন)।

অনুবাদ

তারপর, পুত্রের জন্ম হলে, বরুণ হরিশ্চন্দ্রের কাছে এসে বলেছিলেন, "এখন তোমার পুত্র হয়েছে। এই পুত্রের দ্বারা তুমি আমার যজ্ঞ করবে বলেছিলে, অতএব এই পুত্রের দ্বারা তুমি আমার যজ্ঞ কর।" তার উত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলেছিলেন, "পশু জন্মের পর দশদিন গত হলে পশু যজ্ঞের উপযুক্ত হয়।"

শ্লোক ১১

নির্দশে চ স আগত্য যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ ।
দন্তাঃ পশোর্যজ্জায়েরন্নথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১১ ॥

নির্দশে—দশদিন পর; **চ**—ও; **সঃ**—তিনি, বরুণ; **আগত্য**—সেখানে এসে; **যজস্ব**—এখন যজ্ঞ কর; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **সঃ**—তিনি, হরিশ্চন্দ্র; **অব্রবীৎ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **দন্তাঃ**—দাঁত; **পশোঃ**—পশুর; **যৎ**—যখন;

জায়েরন্—উদ্‌গম হয়; **অথ**—তখন; **মেধ্যঃ**—যজ্ঞের উপযুক্ত; **ভবেৎ**—হবে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

দশদিন পর বরুণ আবার হরিশ্চন্দ্রের কাছে এসে বললেন, "এখন তুমি যজ্ঞ কর।" হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "পশুর যখন দন্তোদ্‌গম হয়, তখন তা যজ্ঞের জন্য পবিত্র হয়।"

শ্লোক ১২

দন্তা জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ ।
যদা পতন্ত্যস্য দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১২ ॥

দন্তাঃ—দন্ত; **জাতাঃ**—উদ্‌গম হলে; **যজস্ব**—এখন যজ্ঞ কর; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি, বরুণ; **প্রত্যাহ**—বলেছিলেন; **অথ**—তারপর; **সঃ**—তিনি, হরিশ্চন্দ্র; **অব্রবীৎ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **যদা**—যখন; **পতন্তি**—পতিত হয়; **অস্য**—তার; **দন্তাঃ**—দন্ত; **অথ**—তারপর; **মেধ্যঃ**—যজ্ঞের উপযুক্ত; **ভবেৎ**—হবে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

দন্তোদ্‌গম হলে বরুণ এসে হরিশ্চন্দ্রকে বললেন, "এখন পশুর দন্তোদ্‌গম হয়েছে। অতএব এখন যজ্ঞ কর।" হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "যখন দন্ত সমুহ নিপতিত হবে, তখন এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে।"

শ্লোক ১৩

পশোর্নিপতিতা দন্তা যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ ।
যদা পশোঃ পুনর্দন্তা জায়ন্তেঽথ পশুঃ শুচিঃ ॥ ১৩ ॥

পশোঃ—পশুর; **নিপতিতাঃ**—নিপতিত হয়ে; **দন্তাঃ**—দন্ত; **যজস্ব**—এখন যজ্ঞ কর; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন (বরুণ); **সঃ**—তিনি, হরিশ্চন্দ্র; **অব্রবীৎ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **যদা**—যখন; **পশোঃ**—পশুর; **পুনঃ**—পুনরায়; **দন্তাঃ**—দন্ত; **জায়ন্তে**—উদ্‌গত হবে; **অথ**—তখন; **পশুঃ**—পশু; **শুচিঃ**—যজ্ঞের জন্য পবিত্র হবে।

অনুবাদ

দন্ত নিপতিত হলে বরুণ হরিশ্চন্দ্রের কাছে ফিরে এসে বলেছিলেন, "এখন পশুর দন্ত পতিত হয়েছে, অতএব তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর।" কিন্তু হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "যখন পশুর দন্ত পুনরায় উদ্‌গত হবে, তখন তা যজ্ঞের জন্য পবিত্র হবে।"

শ্লোক ১৪

পুনর্জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ ।
সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোঽথ পশুঃ শুচিঃ ॥ ১৪ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **জাতাঃ**—উদ্‌গম হলে; **যজস্ব**—এখন যজ্ঞ কর; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি, বরুণ; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **অথ**—তারপর; **সঃ**—তিনি, হরিশ্চন্দ্র; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **সান্নাহিকঃ**—কবচ বন্ধনে সক্ষম; **যদা**—যখন; **রাজন্**—হে বরুণ; **রাজন্যঃ**—ক্ষত্রিয়; **অথ**—তারপর; **পশুঃ**—যজ্ঞের পশু; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়।

অনুবাদ

পুনরায় দন্তের উদ্‌গম হলে বরুণ এসে হরিশ্চন্দ্রকে বলেছিলেন, "এখন তুমি যজ্ঞ করতে পার।" কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বলেছিলেন, "হে রাজন্, যজ্ঞের পশু যখন ক্ষত্রিয় হয় এবং কবচ বন্ধন করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়, তখনই তা পবিত্র হয়।"

শ্লোক ১৫

ইতি পুত্রানুরাগেণ স্নেহযন্ত্রিতচেতসা ।
কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো দেবস্তমৈক্ষত ॥ ১৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **পুত্র-অনুরাগেণ**—পুত্রের প্রতি স্নেহের ফলে; **স্নেহ-যন্ত্রিত-চেতসা**—তাঁর মন এইভাবে স্নেহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে; **কালম্**—কাল; **বঞ্চয়তা**—প্রতারণা করে; **তম্**—তাঁকে; **তম্**—তা; **উক্তঃ**—বলা হয়েছিল; **দেবঃ**—বরুণদেব; **তম্**—তাঁকে, হরিশ্চন্দ্রকে; **ঐক্ষত**—প্রতিজ্ঞা পূরণের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

অনুবাদ

হরিশ্চন্দ্র তাঁর পুত্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই স্নেহের বশে তিনি বরুণদেবকে প্রতীক্ষা করতে বলেছিলেন। বরুণদেবও সেই কালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬

রোহিতস্তদভিজ্ঞায় পিতুঃ কর্ম চিকীর্ষিতম্ ।
প্রাণপ্রেপ্সুর্ধনুষ্পাণিররণ্যং প্রত্যপদ্যত ॥ ১৬ ॥

রোহিতঃ—হরিশ্চন্দ্রের পুত্র; **তৎ**—এই সত্য; **অভিজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **কর্ম**—কর্ম; **চিকীর্ষিতম্**—তার অভীষ্ট কর্ম; **প্রাণ-প্রেপ্সুঃ**—প্রাণ রক্ষার জন্য; **ধনুঃ-পাণিঃ**—ধনুর্বাণ গ্রহণ করে; **অরণ্যম্**—বনে; **প্রত্যপদ্যত**—প্রস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

রোহিত বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে যজ্ঞে পশুর মতো নিবেদন করবেন। তাই, তিনি তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য ধনুর্বাণ ধারণ করে বনে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

পিতরং বরুণগ্রস্তং শ্রুত্বা জাতমহোদরম্ ।
রোহিতো গ্রামমেয়ায় তমিন্দ্রঃ প্রত্যষেধত ॥ ১৭ ॥

পিতরম্—তাঁর পিতার সম্বন্ধে; **বরুণ-গ্রস্তম্**—বরুণের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে উদরী রোগগ্রস্ত হয়ে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **জাত**—বর্ধিত হয়েছে; **মহা-উদরম্**—বৃহৎ উদর; **রোহিতঃ**—তাঁর পুত্র রোহিত; **গ্রামম্ এয়ায়**—রাজধানীতে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন; **তম্**—তাঁকে (রোহিতকে); **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **প্রত্যষেধত**—সেখানে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

অনুবাদ

রোহিত যখন জানতে পারলেন যে, বরুণগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর পিতার উদর অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছে, তখন তিনি রাজধানীতে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে নিষেধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

ভূমেঃ পর্যটনং পুণ্যং তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ ।
রোহিতায়াদিশচ্ছক্রঃ সোহপ্যরণ্যেহবসৎ সমাম্ ॥ ১৮ ॥

ভূমেঃ—পৃথিবীর; **পর্যটনম্**—পর্যটন করে; **পুণ্যম্**—পবিত্র স্থানে; **তীর্থ-ক্ষেত্র**—তীর্থক্ষেত্র; **নিষেবণৈঃ**—গমনের দ্বারা অথবা সেবা করার দ্বারা; **রোহিতায়**—রোহিতকে; **আদিশৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **শক্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **সঃ**—তিনি, রোহিত; **অপি**—ও; **অরণ্যে**—অরণ্যে; **অবসৎ**—বাস করেছিলেন; **সমাম্**—এক বৎসর।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র রোহিতকে বিভিন্ন পবিত্র তীর্থে পর্যটন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ এই প্রকার কার্যকলাপ অবশ্যই পবিত্র। সেই উপদেশ অনুসারে রোহিত এক বছর বনে বাস করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে তথা ।
অভ্যেত্যাভ্যেত্য স্থবিরো বিপ্রো ভূত্বাহ বৃত্রহা ॥ ১৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **দ্বিতীয়ে**—দ্বিতীয় বৎসর; **তৃতীয়ে**—তৃতীয় বৎসর; **চতুর্থে**—চতুর্থ বৎসর; **পঞ্চমে**—পঞ্চম বৎসর; **তথা**—ও; **অভ্যেত্য**—তাঁর কাছে এসে; **অভ্যেত্য**—পুনরায় তাঁর কাছে এসে; **স্থবিরঃ**—অতি বৃদ্ধ; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **ভূত্বা**—হয়ে; **আহ**—বলেছিলেন; **বৃত্র-হা**—ইন্দ্র।

অনুবাদ

এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বৎসর অতিবাহিত হলে, রোহিত যখন রাজধানীতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে, পূর্বোক্ত বাক্যের পুনরুক্তি করে তাঁকে রাজধানীতে ফিরে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

ষষ্ঠং সংবৎসরং তত্র চরিত্বা রোহিতঃ পুরীম্ ।
উপব্রজন্নজীগর্তাদক্রীণান্মধ্যমং সুতম্ ।
শুনঃশেফং পশুং পিত্রে প্রদায় সমবন্দত ॥ ২০ ॥

ষষ্ঠম্—ষষ্ঠ; **সংবৎসরম্**—বছরে; **তত্র**—সেই বনে; **চরিত্বা**—ভ্রমণ করে; **রোহিতঃ**—হরিশ্চন্দ্রের পুত্র; **পুরীম্**—তাঁর রাজধানীতে; **উপব্রজন্**—গিয়েছিলেন; **অজীগর্তাৎ**—অজিগর্ত থেকে; **অক্রীণাৎ**—ক্রয় করেছিলেন; **মধ্যমম্**—দ্বিতীয়; **সুতম্**—পুত্র; **শুনঃশেফম্**—যার নাম ছিল শুনঃশেফ; **পশুম্**—যজ্ঞের পশুরূপে ব্যবহার করার জন্য; **পিত্রে**—তাঁর পিতাকে; **প্রদায়**—প্রদান করে; **সমবন্দত**—শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, ছয় বছর বনে ভ্রমণ করে রোহিত তাঁর পিতার রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি অজীগর্তের কাছ থেকে তাঁর মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করেছিলেন এবং তাকে বরুণ যজ্ঞে পশুরূপে নিবেদন করার জন্য তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্রকে প্রদান করে প্রণাম করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, তখনকার দিনে যে কোন উদ্দেশ্যে মানুষকে ক্রয় করা যেত। হরিশ্চন্দ্রের এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, যাকে যজ্ঞে পশুর মতো বলি দিয়ে বরুণের কাছে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে একজন মানুষকে ক্রয় করা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বেও পশুবলি এবং ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। বস্তুতপক্ষে, অনাদিকাল ধরেই সেই প্রথা চলে আসছে।

শ্লোক ২১

ততঃ পুরুষমেধেন হরিশ্চন্দ্রো মহাযশাঃ ।
মুক্তোদরোঽযজদ্ দেবান্ বরুণাদীন্ মহৎকথঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ—তারপর; **পুরুষ-মেধেন**—নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **হরিশ্চন্দ্রঃ**—রাজা হরিশ্চন্দ্র; **মহা-যশাঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত; **মুক্ত-উদরঃ**—উদরী রোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন;

অযজৎ—যজ্ঞ করেছিলেন; **দেবান্**—দেবতাদের; **বরুণ-আদীন্**—বরুণ আদি; **মহৎ-কথঃ**—ইতিহাসে মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ।

অনুবাদ

তারপর, ইতিহাসে মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা বরুণ আদি দেবতাদের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এইভাবে বরুণের অসন্তোষের ফলে তাঁর যে উদরী রোগ হয়েছিল তা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

বিশ্বামিত্রোঽভবৎ তস্মিন্ হোতা চাধ্বর্যুরাত্মবান্ ।
জমদগ্নিরভূদ্ ব্রহ্মা বসিষ্ঠোঽয়াস্যঃ সামগঃ ॥ ২২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ—মহর্ষি বিশ্বামিত্র; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **তস্মিন্**—সেই মহাযজ্ঞে; **হোতা**—হোমকর্তা; **চ**—ও; **অধ্বর্যুঃ**—যে পুরোহিত যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সেই নির্দেশ অনুসারে কর্ম সম্পাদন করেন; **আত্মবান্**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; **জমদগ্নিঃ**—জমদগ্নি; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **ব্রহ্মা**—প্রধান ব্রাহ্মণের কর্ম সম্পাদনকারী; **বসিষ্ঠঃ**—মহর্ষি বসিষ্ঠ; **অয়াস্যঃ**—আর একজন মহান ঋষি; **সামগঃ**—সামবেদের মন্ত্র উচ্চারণকারী উদ্‌গাতা।

অনুবাদ

সেই নরমেধ যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জমদগ্নি (যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণকারী) অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ প্রধান ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং ঋষি অয়াস্য সামবেদের মন্ত্র উচ্চারণকারী উদ্‌গাতা হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

তস্মৈ তুষ্টো দদাবিন্দ্রঃ শাতকৌম্ভময়ং রথম্ ।
শুনঃশেফস্য মাহাত্ম্যমুপরিষ্টাৎ প্রচক্ষ্যতে ॥ ২৩ ॥

তস্মৈ—তাঁকে, রাজা হরিশ্চন্দ্রকে; **তুষ্টঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **শাতকৌম্ভময়ম্**—স্বর্ণনির্মিত; **রথম্**—রথ; **শুনঃশেফস্য**—শুনঃশেফের; **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা; **উপরিষ্টাৎ**—বিশ্বামিত্রের পুত্রদের কথা প্রসঙ্গে; **প্রচক্ষ্যতে**—বর্ণিত হবে।

অনুবাদ

হরিশ্চন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে রাজা ইন্দ্র তাঁকে একটি স্বর্ণনির্মিত রথ উপহার দিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্রদের কথা প্রসঙ্গে শুনঃশেফের মাহাত্ম্য বর্ণিত হবে।

শ্লোক ২৪

সত্যং সারং ধৃতিং দৃষ্ট্বা সভার্যস্য চ ভূপতেঃ ।
বিশ্বামিত্রো ভৃশং প্রীতো দদাববিহতাং গতিম্ ॥ ২৪ ॥

সত্যম্—সত্য; **সারম্**—দৃঢ়তা; **ধৃতিম্**—ধৈর্য; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **স-ভার্যস্য**—তাঁর পত্নীসহ; **চ**—এবং; **ভূপতেঃ**—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের; **বিশ্বামিত্রঃ**—মহর্ষি বিশ্বামিত্র; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **দদৌ**—তাঁকে দিয়েছিলেন; **অবিহতাম্ গতিম্**—অক্ষয় জ্ঞান।

অনুবাদ

সস্ত্রীক রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যবাদিতা, ধৈর্য এবং সারগ্রাহিতা দর্শন করে, বিশ্বামিত্র তাঁকে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অক্ষয় জ্ঞান দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৫-২৬

মনঃ পৃথিব্যাং তামদ্ভিস্তেজসাপোঽনিলেন তৎ ।
খে বায়ুং ধারয়ংস্তচ্চ ভূতাদৌ তং মহাত্মনি ॥ ২৫ ॥
তস্মিন্ জ্ঞানকলাং ধ্যাত্বা তয়াজ্ঞানং বিনির্দহন্ ।
হিত্বা তাং স্বেন ভাবেন নির্বাণসুখসংবিদা ।
অনির্দেশ্যাপ্রতর্ক্যেণ তস্থৌ বিধ্বস্তবন্ধনঃ ॥ ২৬ ॥

মনঃ—(আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের বাসনায় পূর্ণ) মন; **পৃথিব্যাম্**—পৃথিবীতে; **তাম্**—তা; **অদ্ভিঃ**—জলসহ; **তেজসা**—এবং অগ্নিসহ; **অপঃ**—জল; **অনিলেন**—অগ্নিতে; **তৎ**—তা; **খে**—আকাশে; **বায়ুম্**—বায়ু; **ধারয়ন্**—একীভূত করে; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **ভূত-আদৌ**—জড় অস্তিত্বের মূল অহঙ্কারে; **তম্**—তা (অহঙ্কার); **মহা-আত্মনি**—মহত্তত্ত্বে; **তস্মিন্**—সেই মহত্তত্ত্বকে; **জ্ঞান-কলাম্**—দিব্যজ্ঞান এবং তাঁর বিভিন্ন শাখা; **ধ্যাত্বা**—ধ্যান করার দ্বারা; **তয়া**—সেই পন্থার দ্বারা; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞান;

বিনির্দহন্—বিশেষভাবে দমন করেছিলেন; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **তাম্**—জড় অভিলাষ; **স্বেন**—আত্ম উপলব্ধির দ্বারা; **ভাবেন**—ভগবদ্ভক্তিতে; **নির্বাণ-সুখ-সংবিদা**—জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি সাধন করে নির্বাণ সুখের দ্বারা; **অনির্দেশ্য**—অনির্ণেয়; **অপ্রতর্ক্যেণ**—অচিন্ত্য; **তস্থৌ**—অবস্থিত হয়েছিলেন; **বিধ্বস্ত**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে; **বন্ধনঃ**—জড় বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

হরিশ্চন্দ্র প্রথমে জড়সুখ ভোগের বাসনায় পূর্ণ মনকে পৃথিবীসহ একীভূত করে পবিত্র করেছিলেন। তারপর পৃথিবীকে জলসহ, জলকে অগ্নিসহ, অগ্নিকে বায়ুসহ, এবং বায়ুকে আকাশসহ একীভূত করেছিলেন। তারপর তিনি আকাশকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে একীভূত করেছিলেন। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে ভগবানের অংশরূপে স্বরূপ উপলব্ধি। অনির্দেশ্য এবং অচিন্ত্য স্বস্বরূপে অবস্থিত এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে হরিশ্চন্দ্র সমস্ত জড় বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'মান্ধাতার বংশধরগণ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টম অধ্যায়

ভগবান কপিলদেবের সঙ্গে সগর-সন্তানদের সাক্ষাৎ

এই অষ্টম অধ্যায়ে রোহিতের বংশধরদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। রোহিত-বংশোদ্ভূত সগর রাজার উপাখ্যান এবং তাঁর পুত্রদের বিনাশের কাহিনী কপিলদেবের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

রোহিতের পুত্র হরিত এবং হরিতের পুত্র চম্প, যিনি চম্পাপুরী নামক নগরী নির্মাণ করেছিলেন। চম্পের পুত্র সুদেব, সুদেবের পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভরুক এবং ভরুকের পুত্র বৃক। বৃকের পুত্র বাহুক তাঁর শত্রুদের দ্বারা উত্ত্যক্ত হয়ে পত্নীসহ বনে গমন করেন। সেখানে তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর পত্নী সহমৃতা হতে গেলে, মহর্ষি ঔর্ব তাঁকে গর্ভবতী জেনে সেই কর্ম থেকে নিবৃত্ত করেন। তাঁর সপত্নীরা ঈর্ষাবশত তাঁর অন্নের সঙ্গে বিষ প্রদান করে, কিন্তু তবুও বিষসহ তাঁর পুত্র জন্ম হয়। তাই তাঁর নাম হয় সগর (স মানে 'সহ' এবং গর মানে 'বিষ')। মহর্ষি ঔর্বের নির্দেশ অনুসারে রাজা সগর যবন, শক, হৈহয় এবং বর্বর প্রভৃতি জাতিদের সংস্কার সাধন করেন। রাজা তাদের বধ না করে প্রবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করেন। তারপর, পুনরায় মহর্ষি ঔর্বের উপদেশ অনুসারে রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যজ্ঞের অশ্ব দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত হয়। রাজা সগরের সুমতি এবং কেশিনী নামক দুই পত্নী ছিল। যজ্ঞের অশ্ব অন্বেষণ করার সময় সুমতির পুত্রেরা পৃথিবীর পৃষ্ঠ খনন করতে আরম্ভ করেন। সেই খননের ফলে যে খাত সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই পরে সাগরে পরিণত হয়। এইভাবে অন্বেষণ করতে করতে তাঁরা ভগবান কপিলদেবের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁকেই অশ্ব অপহরণকারী বলে মনে করেন। এই দুর্বুদ্ধিক্রমে তাঁরা তাঁকে আক্রমণ করেন এবং ভস্মীভূত হন। তারপর মহারাজ সগরের দ্বিতীয় পত্নী কেশিনীর পুত্র অসমঞ্জস এবং তাঁর পুত্র অংশুমান অশ্ব অন্বেষণ ও পিতৃব্যদের উদ্ধার করার জন্য নিযুক্ত হয়ে ভগবান কপিলদেবের কাছে উপস্থিত হন। কপিলদেবের সন্নিধানে

এসে অংশুমান অশ্ব এবং ভস্মের স্তূপ দেখতে পান। অংশুমান ভগবান কপিলদেবের স্তব করে তাঁর প্রভাব কীর্তন করলে, কপিলদেব তুষ্ট হয়ে তাঁকে যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে দেন। অশ্ব ফিরে পাওয়া সত্ত্বেও অংশুমানকে দণ্ডায়মান দেখে কপিলদেব বুঝতে পারেন যে, অংশুমান তাঁর পিতৃব্যদের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করছেন। তখন কপিলদেব তাঁকে উপদেশ দেন যে, গঙ্গার জলের দ্বারা তাঁর পিতৃব্যদের উদ্ধার সম্ভব। অংশুমান তখন কপিলদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে যজ্ঞের অশ্বসহ সেই স্থান ত্যাগ করেন। সগর রাজার যজ্ঞ সমাপ্ত হলে তিনি অংশুমানের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক ঔর্বের উপদেশ অনুসরণ করে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

হরিতো রোহিতসুতশ্চম্পস্তস্মাদ্ বিনির্মিতা ।
চম্পাপুরী সুদেবোঽতো বিজয়ো যস্য চাত্মজঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **হরিতঃ**—হরিত নামক রাজা; **রোহিত-সুতঃ**—রাজা রোহিতের পুত্র; **চম্পঃ**—চম্প নামক; **তস্মাৎ**—হরিত থেকে; **বিনির্মিতা**—নির্মিত হয়েছিল; **চম্পা-পুরী**—চম্পাপুরী নামক নগরী; **সুদেবঃ**—সুদেব নামক; **অতঃ**—তারপর (চম্প থেকে); **বিজয়ঃ**—বিজয় নামক; **যস্য**—যাঁর (সুদেবের); **চ**—ও; **আত্মজঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রোহিতের পুত্র হরিত এবং হরিতের পুত্র চম্প, যিনি চম্পাপুরী নামক নগরী নির্মাণ করেছিলেন। চম্পের পুত্র সুদেব এবং তাঁর পুত্র বিজয়।

শ্লোক ২

ভরুকস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বৃকস্তস্যাপি বাহুকঃ ।
সোঽরিভির্হৃতভূ রাজা সভার্যো বনমাবিশৎ ॥ ২ ॥

ভরুকঃ—ভরুক নামক; **তৎ-সুতঃ**—বিজয়ের পুত্র; **তস্মাৎ**—ভরুক থেকে; **বৃকঃ**—বৃক নামক; **তস্য**—তাঁর; **অপি**—ও; **বাহুকঃ**—বাহুক নামক; **সঃ**—তিনি,

রাজা; **অরিভিঃ**—শত্রুদের দ্বারা; **হৃতভূঃ**—তাঁর রাজ্য হারিয়ে; **রাজা**—রাজা (বাহুক); **স- ভার্যঃ**—তাঁর পত্নীসহ; **বনম্**—বনে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

বিজয়ের পুত্র ভরুক, ভরুকের পুত্র বৃক এবং বৃকের পুত্র বাহুক। রাজা বাহুকের শত্রুরা তাঁর রাজ্য অপহরণ করে নেয়, এবং তাই রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করে তাঁর পত্নীসহ বনে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

বৃদ্ধং তং পঞ্চতাং প্রাপ্তং মহিষ্যনুমরিষ্যতী ।
ঔর্বেণ জানতাত্মানং প্রজাবন্তং নিবারিতা ॥ ৩ ॥

বৃদ্ধম্—তিনি বৃদ্ধ হলে; **তম্**—তাঁকে; **পঞ্চতাম্**—মৃত্যু; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হন; **মহিষী**—রাণী; **অনুমরিষ্যতী**—সহমৃতা হতে চেয়েছিলেন; **ঔর্বেণ**—মহর্ষি ঔর্বের দ্বারা; **জানতা**—বুঝতে পেরে; **আত্মানম্**—রাণীর দেহ; **প্রজা-বন্তম্**—গর্ভবতী; **নিবারিতা**—নিষেধ করেছিলেন।

অনুবাদ

বৃদ্ধ বয়সে বাহুকের মৃত্যু হয়, এবং তাঁর এক পত্নী যখন সতীপ্রথা অনুসরণ করে সহমৃতা হতে চেয়েছিলেন, তখন ঔর্ব মুনি তাঁকে গর্ভবতী জেনে সহমৃতা হতে নিষেধ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

আজ্ঞায়াস্যৈ সপত্নীভির্গরো দত্তোঽন্ধসা সহ ।
সহ তেনৈব সঞ্জাতঃ সগরাখ্যো মহাযশাঃ ।
সগরশ্চক্রবর্ত্যাসীৎ সাগরো যৎসুতৈঃ কৃতঃ ॥ ৪ ॥

আজ্ঞায়—(তা) জেনে; **অস্যৈ**—গর্ভবতী রাণীকে; **সপত্নীভিঃ**—বাহুক-পত্নীর সপত্নীদের দ্বারা; **গরঃ**—বিষ; **দত্তঃ**—প্রদান করেছিল; **অন্ধসা সহ**—তাঁর অন্নের সঙ্গে; **সহ তেন**—সেই বিষসহ; **এব**—ও; **সঞ্জাতঃ**—জন্ম হয়েছিল; **সগর- আখ্যঃ**—সগর নামক; **মহা-যশাঃ**—মহা যশস্বী; **সগরঃ**—রাজা সগর; **চক্রবর্তী**—

সম্রাট; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **সাগরঃ**—গঙ্গাসাগর নামক স্থান; **যৎ-সুতৈঃ**—যাঁর পুত্রদের দ্বারা; **কৃতঃ**—খনন করা হয়েছিল।

অনুবাদ

বাহুক-পত্নীর সপত্নীরা তাঁকে গর্ভবতী জেনে তাঁর অন্নের সঙ্গে বিষ প্রদান করেছিল, কিন্তু সেই বিষ কার্যকরী হয়নি। পক্ষান্তরে, সেই বিষসহ তাঁর পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তাই তিনি সগর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন ('গর বা বিষসহ যাঁর জন্ম হয়েছে')। সগর পরবর্তীকালে সম্রাট হয়েছিলেন। গঙ্গাসাগর নামক স্থান তাঁর পুত্রদের দ্বারা রচিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫-৬

যস্তালজঙ্ঘান্ যবনাঞ্ছকান্ হৈহয়বর্বরান্ ।
নাবধীদ্ গুরুবাক্যেন চক্রে বিকৃতবেষিণঃ ॥ ৫ ॥
মুণ্ডাঞ্ছ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিন্মুক্তকেশার্ধমুণ্ডিতান্ ।
অনন্তর্বাসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোঽপরান্ ॥ ৬ ॥

যঃ—যিনি (মহারাজ সগর); **তাল-জঙ্ঘান্**—তালজঙ্ঘ নামক অসভ্য জাতি; **যবনান্**—বেদবিরোধী ব্যক্তি; **শকান্**—আর এক প্রকার নাস্তিক; **হৈহয়**—অসভ্য; **বর্বরান্**—এবং বর্বরগণ; **ন**—না; **অবধীৎ**—বধ করেন; **গুরু-বাক্যেন**—তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে; **চক্রে**—তাদের করেছিলেন; **বিকৃত-বেষিণঃ**—বিকৃতবেশী; **মুণ্ডান্**—মুণ্ডিতমস্তক; **শ্মশ্রু-ধরান্**—শ্মশ্রুধারী; **কাংশ্চিৎ**—তাদেরকেও; **মুক্ত-কেশ**—মুক্তকেশ; **অর্ধ-মুণ্ডিতান্**—অর্ধমুণ্ডিত; **অনন্তঃ-বাসসঃ**—অন্তর্বাসবিহীন; **কাংশ্চিৎ**—তাদেরকেও; **অবহিঃ-বাসসঃ**—বহির্বাসবিহীন; **অপরান্**—অন্যরা।

অনুবাদ

মহারাজ সগর তাঁর গুরুদেব ঔর্বের নির্দেশ অনুসারে তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয়, বর্বর আদি অসভ্য জাতিদের বধ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাদের বিকৃত বেশধারী করেছিলেন। তাদের মধ্যে কোন জাতিকে মুণ্ডিতমস্তক কিন্তু শ্মশ্রুধারী, কোন জাতিকে মুক্তকেশ, কোন জাতিকে অর্ধমুণ্ডিত, কোন জাতিকে অন্তর্বাসবিহীন এবং কোন জাতিকে বহির্বাসবিহীন করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ সগর তাদের বধ না করে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেশ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

সোঽশ্বমেধৈরযজত সর্ববেদসুরাত্মকম্ ।
ঔর্বোপদিষ্টযোগেন হরিমাত্মানমীশ্বরম্ ।
তস্যোৎসৃষ্টং পশুং যজ্ঞে জহারাশ্বং পুরন্দরঃ ॥ ৭ ॥

সঃ—তিনি, মহারাজ সগর; **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **অযজত**—আরাধনা করেছিলেন; **সর্ব-বেদ**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের; **সুর**—এবং সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদের; **আত্মকম্**—পরমাত্মা; **ঔর্ব-উপদিষ্ট-যোগেন**—ঔর্ব মুনির উপদেশ অনুসারে যোগ অনুশীলনের দ্বারা; **হরিম্**—ভগবানকে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বরকে; **তস্য**—তাঁর (মহারাজ সগরের); **উৎসৃষ্টম্**—নিবেদনীয়; **পশুম্**—পশু; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **জহার**—অপহরণ করেছিলেন; **অশ্বম্**—অশ্ব; **পুরন্দরঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র।

অনুবাদ

মহর্ষি ঔর্বের উপদেশ অনুসারে মহারাজ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা পরমেশ্বর, তত্ত্বজ্ঞদের পরমাত্মা এবং বেদবেত্তা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞে উৎসর্গ করার অশ্ব অপহরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮

সুমত্যাস্তনয়া দৃপ্তাঃ পিতুরাদেশকারিণঃ ।
হয়মন্বেষমাণাস্তে সমন্তান্ন্যখনন্ মহীম্ ॥ ৮ ॥

সুমত্যাঃ তনয়াঃ—রাণী সুমতির পুত্রগণ; **দৃপ্তাঃ**—তাঁদের শক্তি এবং প্রভাবের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত; **পিতুঃ**—তাঁদের পিতা মহারাজ সগরের; **আদেশ-কারিণঃ**—আদেশ অনুসারে; **হয়ম্**—(ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত) অশ্ব; **অন্বেষমাণাঃ**—অন্বেষণ করে; **তে**—তাঁরা সকলে; **সমন্তাৎ**—সর্বত্র; **ন্যখনন্**—খনন করেছিলেন; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

(রাজা সগরের সুমতি এবং কেশিনী নাম্নী দুই পত্নী ছিলেন।) বল এবং ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত সুমতির পুত্ররা তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে অপহৃত অশ্বের অন্বেষণ করতে করতে সারা পৃথিবী খনন করেছিলেন।

শ্লোক ৯-১০

প্রাগুদীচ্যাং দিশি হয়ং দদৃশুঃ কপিলান্তিকে ।
এষ বাজিহরশ্চৌর আস্তে মীলিতলোচনঃ ॥ ৯ ॥
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইতি ষষ্টিসহস্রিণঃ ।
উদায়ুধা অভিযযুরুন্মিমেষ তদা মুনিঃ ॥ ১০ ॥

প্রাক্-উদীচ্যাম্—উত্তর-পূর্বদিকে; **দিশি**—দিকে; **হয়ম্**—অশ্ব; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখেছিলেন; **কপিল-অন্তিকে**—কপিল মুনির আশ্রমের নিকটে; **এষঃ**—এখানে; **বাজি-হরঃ**—অশ্ব অপহরণকারী; **চৌরঃ**—চোর; **আস্তে**—রয়েছে; **মিলিত লোচনঃ**—মুদ্রিত নয়ন; **হন্যতাম্ হন্যতাম্**—একে হত্যা কর, হত্যা কর; **পাপঃ**—অত্যন্ত পাপী; **ইতি**—এইভাবে; **ষষ্টি-সহস্রিণঃ**—সগরের ষাট হাজার পুত্র; **উদায়ুধাঃ**—তাঁদের অস্ত্র উত্তোলন করে; **অভিযযুঃ**—অভিমুখে ধাবিত হয়েছিলেন; **উন্মিমেষ**—তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করেছিলেন; **তদা**—তখন; **মুনিঃ**—কপিল মুনি।

অনুবাদ

তারপর, উত্তর-পূর্বদিকে কপিল মুনির আশ্রমের সন্নিকটে তাঁরা অশ্বটিকে দেখতে পেয়েছিলেন। তখন তাঁরা বলেছিলেন, "এই ব্যক্তিটিই অশ্ব অপহরণকারী চোর। সে চক্ষু মুদ্রিত করে রয়েছে। এই মহাপাপীকে হত্যা কর! হত্যা কর!" এইভাবে চিৎকার করতে করতে সগরের ষাট হাজার পুত্র তাঁদের অস্ত্র উদ্যত করে কপিল মুনির অভিমুখে ধাবিত হয়েছিলেন। মুনি তখন তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করেছিলেন।

শ্লোক ১১

স্বশরীরাগ্নিনা তাবন্মহেন্দ্রহৃতচেতসঃ ।
মহদ্ব্যতিক্রমহতা ভস্মসাদভবন্ ক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥

স্ব-শরীর-অগ্নিনা—তাঁদের নিজেদের দেহনির্গত অগ্নির দ্বারা; **তাবৎ**—তৎক্ষণাৎ; **মহেন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্রের চাতুরীতে; **হৃত-চেতসঃ**—তাঁদের চেতনা অপহৃত হয়েছিল; **মহৎ**—মহাত্মা; **ব্যতিক্রম-হতাঃ**—অপরাধ-জনিত দোষের দ্বারা পরাভূত হয়ে; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **অভবন্**—হয়েছিলেন; **ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রভাবে সগর পুত্রদের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল এবং তাই তাঁরা একজন মহাপুরুষকে অশ্রদ্ধা করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের নিজেদের শরীরের অগ্নির দ্বারা তাঁরা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

জড় দেহটি হচ্ছে মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশের সমন্বয়। দেহে অগ্নি রয়েছে, এবং আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, কখনও এই আগুনের তাপ বর্ধিত হয় এবং কখনও হ্রাস পায়। মহারাজ সগরের পুত্রদের দেহের অগ্নি এত উত্তপ্ত হয়েছিল যে, তাঁরা সেই তাপে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। একজন মহাত্মার প্রতি অপরাধ করার ফলে, তাঁদের দেহের তাপ এইভাবে বর্ধিত হয়েছিল। এই প্রকার অপরাধকে বলা হয় *মহদ্ব্যতিক্রম*। একজন মহাপুরুষকে অপমান করার ফলে, তাঁরা এইভাবে তাঁদের নিজেদের দেহের অগ্নির দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

ন সাধুবাদো মুনিকোপভর্জিতা
নৃপেন্দ্রপুত্রা ইতি সত্ত্বধামনি ।
কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যতে
জগৎপবিত্রাত্মনি খে রজো ভুবঃ ॥ ১২ ॥

ন—না; **সাধু-বাদঃ**—বিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত; **মুনি-কোপ**—কপিল মুনির ক্রোধের দ্বারা; **ভর্জিতাঃ**—ভস্মীভূত হয়েছিলেন; **নৃপেন্দ্র-পুত্রাঃ**—মহারাজ সগরের পুত্রগণ; **ইতি**—এইভাবে; **সত্ত্ব-ধামনি**—শুদ্ধসত্ত্বময় কপিল মুনির; **কথম্**—কিভাবে; **তমঃ**—তমোগুণ; **রোষ-ময়ম্**—ক্রোধরূপে প্রকাশিত; **বিভাব্যতে**—সম্ভব হতে পারে; **জগৎ-পবিত্র-আত্মনি**—যাঁর শরীর সমগ্র জগৎ পবিত্র করতে পারে; **খে**—আকাশে; **রজঃ**—ধূলি; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

কেউ কেউ বলেন, মহারাজ সগরের পুত্রেরা কপিল মুনির চোখ থেকে নির্গত ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী তত্ত্ববেত্তা পুরুষেরা সেই কথা

অনুমোদন করেন না, কারণ কপিল মুনির দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়। অতএব সেই দেহে তমোগুণ-জনিত ক্রোধের প্রকাশ হতে পারে না। ঠিক যেমন নির্মল আকাশ কখনও পৃথিবীর ধূলির দ্বারা কলুষিত হতে পারে না।

শ্লোক ১৩

যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহ নৌ-
র্যয়া মুমুক্ষুস্তরতে দুরত্যয়ম্ ।
ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ
পরাত্মভূতস্য কথং পৃথঙ্মতিঃ ॥ ১৩ ॥

যস্য—যাঁর দ্বারা; **ঈরিতা**—প্রবর্তিত হয়েছে; **সাংখ্য-ময়ী**—সাংখ্যরূপ দর্শন; **দৃঢ়া**—সুদৃঢ় (এই জড় জগৎ থেকে জীবদের উদ্ধার করার জন্য); **ইহ**—এই জড় জগতে; **নৌঃ**—নৌকা; **যয়া**—যার দ্বারা; **মুমুক্ষুঃ**—মুক্তিকামী; **তরতে**—উত্তীর্ণ হতে পারে; **দুরত্যয়ম্**—দুরতিক্রম্য; **ভব-অর্ণবম্**—ভবসমুদ্র; **মৃত্যু-পথম্**—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তস্বরূপ সংসার-মার্গ; **বিপশ্চিতঃ**—তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের; **পরাত্ম-ভূতস্য**—যিনি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন; **কথম্**—কিভাবে; **পৃথক্-মতিঃ**—(শত্রু এবং মিত্রের) ভেদদৃষ্টি।

অনুবাদ

কপিল মুনি এই জড় জগতে সাংখ্য-দর্শন প্রবর্তন করেছেন, যা ভবসমুদ্র পার হওয়ার এক সুদৃঢ় নৌকা সদৃশ। বস্তুতপক্ষে, যে ব্যক্তি এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে আগ্রহী, তিনি এই দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। অতএব, চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত এই প্রকার একজন তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের পক্ষে শত্রু-মিত্রের ভেদদৃষ্টি কিভাবে সম্ভব?

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন, তিনি সর্বদাই প্রসন্নাত্মা। তিনি এই জড় জগতের ভাল-মন্দের ভ্রান্ত ভেদদৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই, এই প্রকার মহাত্মা *সমঃ সর্বেষু ভূতেষু*—সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, এবং তিনি কখনও শত্রু-মিত্রের ভেদ দর্শন করেন না। যেহেতু তিনি চিন্ময় স্তরে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাই তাঁকে বলা হয় *পরাত্মভূত* বা *ব্রহ্মভূত*। অতএব, সগর মহারাজের পুত্রদের প্রতি কপিল মুনি মোটেই ক্রুদ্ধ হননি। পক্ষান্তরে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের দেহস্থ অগ্নির তাপে ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

যোঽসমঞ্জস ইত্যুক্তঃ স কেশিন্যা নৃপাত্মজঃ ।
তস্য পুত্রোঽংশুমান্ নাম পিতামহহিতে রতঃ ॥ ১৪ ॥

যঃ—সগর মহারাজের এক পুত্র; **অসমঞ্জসঃ**—যাঁর নাম ছিল অসমঞ্জস; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত; **সঃ**—তিনি; **কেশিন্যাঃ**—সগর মহারাজের অপর পত্নী কেশিনীর গর্ভে; **নৃপ-আত্মজঃ**—রাজার পুত্র; **তস্য**—তাঁর (অসমঞ্জসের); **পুত্রঃ**—পুত্র; **অংশুমান্ নাম**—অংশুমান নামক; **পিতামহ-হিতে**—তাঁর পিতামহ সগর মহারাজের মঙ্গল অনুষ্ঠানে; **রতঃ**—সর্বদা যুক্ত।

অনুবাদ

সগর মহারাজের অসমঞ্জস নামক এক পুত্র ছিল, যাঁর জন্ম হয়েছিল রাজার দ্বিতীয় পত্নী কেশিনীর গর্ভে। অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান, এবং তিনি সর্বদা তাঁর পিতামহ সগর মহারাজের মঙ্গল অনুষ্ঠানে রত থাকতেন।

শ্লোক ১৫-১৬

অসমঞ্জস আত্মানং দর্শয়ন্নসমঞ্জসম্ ।
জাতিস্মরঃ পুরা সঙ্গাদ্ যোগী যোগাদ্ বিচালিতঃ ॥ ১৫ ॥
আচরন্ গর্হিতং লোকে জ্ঞাতীনাং কর্ম বিপ্রিয়ম্ ।
সরয্বাং ক্রীড়তো বালান্ প্রাস্যদুদ্বেজয়ঞ্জনম্ ॥ ১৬ ॥

অসমঞ্জসঃ—সগর মহারাজের পুত্র; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **অসমঞ্জসম্**—অত্যন্ত উদ্বেগ সৃষ্টিকারী; **জাতি-স্মরঃ**—তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণে সক্ষম; **পুরা**—পূর্বে; **সঙ্গাৎ**—অসৎ সঙ্গের ফলে; **যোগী**—মহান যোগী হওয়া সত্ত্বেও; **যোগাৎ**—যোগ থেকে; **বিচালিতঃ**—অধঃপতিত হন; **আচরন্**—আচরণ করে; **গর্হিতম্**—নিন্দিত; **লোকে**—সমাজে; **জ্ঞাতীনাম্**—তাঁর আত্মীয়দের; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **বিপ্রিয়ম্**—মোটেই অনুকূল নয়; **সরয্বাম্**—সরযূ নদীতে; **ক্রীড়তঃ**—ক্রীড়া রত; **বালান্**—বালকদের; **প্রাস্যৎ**—নিক্ষেপ করতেন; **উদ্বেজয়ন্**—উদ্বেগ প্রদান করে; **জনম্**—জনসাধারণকে।

অনুবাদ

অসমঞ্জস তাঁর পূর্বজন্মে এক মহান যোগী ছিলেন, কিন্তু অসৎ সঙ্গের প্রভাবে তিনি যোগভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হন। এই জন্মে তিনি জাতিস্মর হয়ে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেকে দুরাত্মা বলে প্রতিপন্ন করার জন্য এমনভাবে আচরণ করতেন যে, জনসাধারণ এবং আত্মীয়-স্বজনের চক্ষে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। তিনি ক্রীড়ারত বালকদের উদ্বেগ সৃষ্টি করে সরযূ নদীর জলে নিক্ষেপ করতেন।

শ্লোক ১৭

এবং বৃত্তঃ পরিত্যক্তঃ পিত্রা স্নেহমপোহ্য বৈ ।
যোগৈশ্বর্যেণ বালাংস্তান্ দর্শয়িত্বা ততো যযৌ ॥ ১৭ ॥

এবম্ বৃত্তঃ—এইভাবে (নিন্দনীয় কার্যকলাপে) যুক্ত হওয়ায়; **পরিত্যক্তঃ**—পরিত্যক্ত; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **স্নেহম্**—স্নেহ থেকে; **অপোহ্য**—ত্যাগ করে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **যোগ-ঐশ্বর্যেণ**—যোগবিভূতির দ্বারা; **বালান্ তান্**—সেই সমস্ত বালকদের (জলে নিক্ষেপ করায় যাদের মৃত্যু হয়েছিল); **দর্শয়িত্বা**—পুনরায় তাদের পিতৃবর্গকে দর্শন করিয়ে; **ততঃ যযৌ**—তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

অসমঞ্জস এই প্রকার দুরাচারে রত হওয়ায় তাঁর পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। অসমঞ্জস যোগবিভূতি বলে সরযূ নদীতে নিক্ষিপ্ত মৃত বালকদের পুনরুজ্জীবিত করে, রাজাকে ও সেই বালকদের পিতৃবর্গকে তাদের প্রদর্শন করিয়ে অযোধ্যা ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

অসমঞ্জস ছিলেন জাতিস্মর; তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর পূর্ব জন্মের কথা বিস্মৃত হননি। এইভাবে তিনি যোগবিভূতির বলে মৃতদের জীবন দান করতে পারতেন। মৃত শিশুদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ প্রদর্শন করে তিনি অবশ্যই রাজা এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

অযোধ্যাবাসিনঃ সর্বে বালকান্ পুনরাগতান্ ।
দৃষ্ট্বা বিসিস্মিরে রাজন্ রাজা চাপ্যন্বতপ্যত ॥ ১৮ ॥

অযোধ্যা-বাসিনঃ—অযোধ্যাবাসীদের; **সর্বে**—সমস্ত; **বালকান্**—তাঁদের পুত্রদের; **পুনঃ**—পুনরায়; **আগতান্**—জীবন ফিরে পেয়েছে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বিসিস্মিরে**—অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রাজা**—মহারাজ সগর; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্বতপ্যত**—(তাঁর পুত্রের জন্য) অত্যন্ত অনুতাপ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অযোধ্যাবাসীরা যখন দেখলেন যে, তাঁদের পুত্ররা পুনর্জীবিত হয়েছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। মহারাজ সগরও তাঁর পুত্রের জন্য গভীরভাবে শোক করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

অংশুমাংশ্চোদিতো রাজ্ঞা তুরগান্বেষণে যযৌ ।
পিতৃব্যখাতানুপথং ভস্মান্তি দদৃশে হয়ম্ ॥ ১৯ ॥

অংশুমান্—অসমঞ্জসের পুত্র; **চোদিতঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **তুরগ**—অশ্ব; **অন্বেষণে**—অন্বেষণ করতে; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **পিতৃব্য-খাত**—তাঁর পিতৃব্যদের দ্বারা যেভাবে বর্ণিত হয়েছিল; **অনুপথম্**—সেই পথ অনুসরণ করে; **ভস্ম-অন্তি**—ভস্মস্তূপের নিকটে; **দদৃশে**—তিনি দেখেছিলেন; **হয়ম্**—অশ্ব।

অনুবাদ

তারপর, মহারাজ সগরের পৌত্র অংশুমান রাজার আদেশে অশ্বটি খুঁজতে গিয়েছিলেন। তাঁর পিতৃব্যরা যে পথে গমন করেছিলেন, অংশুমান সেই পথে অনুগমন করে ভস্মস্তূপের নিকটে অশ্বটি দেখতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

তত্রাসীনং মুনিং বীক্ষ্য কপিলাখ্যমধোক্ষজম্ ।
অস্তৌৎ সমাহিতমনাঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো মহান্ ॥ ২০ ॥

তত্র—সেখানে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **মুনিম্**—মুনিকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কপিল-আখ্যম্**—কপিল মুনি নামক; **অধোক্ষজম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার; **অস্তৌৎ**—স্তব করেছিলেন; **সমাহিত-মনাঃ**—সমাহিত চিত্তে; **প্রাঞ্জলিঃ**—করজোড়ে; **প্রণতঃ**—প্রণাম করেছিলেন; **মহান্**—মহাত্মা অংশুমান।

অনুবাদ

মহাত্মা অংশুমান অশ্বের নিকটে উপবিষ্ট বিষ্ণুর অবতার কপিল নামক মুনিকে দর্শন করেছিলেন। অংশুমান তখন প্রণতি নিবেদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থির চিত্তে মুনির স্তব করেছিলেন।

শ্লোক ২১

অংশুমানুবাচ

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোঽজনো
ন বুধ্যতেঽদ্যাপি সমাধিযুক্তিভিঃ ।
কুতোঽপরে তস্য মনঃশরীরধী-
বিসর্গসৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ ॥ ২১ ॥

অংশুমান্ উবাচ—অংশুমান বললেন; **ন**—না; **পশ্যতি**—দেখতে পারেন; **ত্বাম্**—আপনাকে; **পরম্**—পরম; **আত্মনঃ**—জীবতত্ত্ব আমাদের; **অজনঃ**—ব্রহ্মা; **ন**—না; **বুধ্যতে**—বুঝতে পারেন; **অদ্য অপি**—আজও; **সমাধি**—সমাধির দ্বারা; **যুক্তিভিঃ**—অথবা যুক্তির দ্বারা; **কুতঃ**—কিভাবে; **অপরে**—অন্যরা; **তস্য**—তার; **মনঃ-শরীরধী**—যে ব্যক্তি তার দেহ অথবা মনকে তার স্বরূপ বলে মনে করে; **বিসর্গ-সৃষ্টাঃ**—এই জড় জগতে সৃষ্ট জীব; **বয়ম্**—আমরা; **অপ্রকাশাঃ**—দিব্যজ্ঞান ব্যতীত।

অনুবাদ

অংশুমান বললেন—হে ভগবান! ব্রহ্মাও আজ পর্যন্ত সমাধির দ্বারা অথবা যুক্তির দ্বারা আপনাকে বুঝতে সমর্থ হননি। অতএব দেবতা, পশু, মানুষ, পক্ষী এবং জন্তু আদি রূপে ব্রহ্মার সৃষ্ট আমাদের আর কি কথা? আমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তাই, কিভাবে চিন্ময় আপনাকে আমরা জানতে পারব?

তাৎপর্য

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

"হে ভারত, হে পরন্তপ, অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ থেকে দ্বন্দ্বভাবের উদ্ভব হয়। তারই প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/২৭) এই জড় জগতে সমস্ত জীবেরাই প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত। এমন কি ব্রহ্মা পর্যন্ত সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তেমনই, দেবতারা সাধারণত রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, এবং দেবতাদের থেকে নিকৃষ্ট মানুষ, পশু আদি প্রাণীরা তমোগুণের দ্বারা অথবা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের মিশ্রণের দ্বারা প্রভাবিত। তাই অংশুমান বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন যে, তাঁর পিতৃব্যরা যাঁরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন, তাঁরা জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন ছিলেন এবং তাই তাঁরা ভগবান কপিলদেবকে চিনতে পারেননি। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "যেহেতু আপনি ব্রহ্মারও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বুদ্ধিমত্তার অতীত, তাই আপনার কৃপায় জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে আপনাকে জানা সম্ভব হবে না।"

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

"হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্মের লেশমাত্র কৃপার দ্বারা অনুগৃহীত হন, তা হলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা বহু বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও, আপনাকে জানতে পারে না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/২৯) ভগবানের কৃপার দ্বারা যাঁরা অনুগৃহীত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানকে জানতে পারেন; অন্যরা তাঁকে জানতে পারে না।

শ্লোক ২২

যে দেহভাজস্ত্রিগুণপ্রধানা
গুণান্ বিপশ্যন্ত্যুত বা তমশ্চ ।
যন্মায়য়া মোহিতচেতসস্ত্বাং
বিদুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃপ্রকাশাঃ ॥ ২২ ॥

যে—যারা; **দেহ-ভাজঃ**—জড় দেহ ধারণ করেছে; **ত্রি-গুণ-প্রধানাঃ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রকাশ; **বিপশ্যন্তি**—কেবল দর্শন করতে পারে; **উত**—বলা হয়েছে; **বা**—অথবা; **তমঃ**—তমোগুণ; **চ**—এবং; **যৎ-মায়য়া**—যাঁর মায়ার দ্বারা; **মোহিত**—মোহাচ্ছন্ন হয়েছে; **চেতসঃ**—যার হৃদয়; **ত্বাম্**—আপনি; **বিদুঃ**—জানেন; **স্ব-সংস্থম্**—নিজের দেহে অবস্থিত; **ন**—না; **বহিঃ-প্রকাশাঃ**—যারা কেবল বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রকাশ দর্শন করতে পারে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সম্যক্‌রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, কিন্তু জড় দেহের আবরণে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব আপনাকে দর্শন করতে পারে না। কারণ তারা জড়া প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত। তাদের বুদ্ধি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, তারা কেবল প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই দর্শন করতে পারে। তমোগুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে, জীব জাগ্রতই থাকুক অথবা নিদ্রিতই থাকুক, কেবল জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াই দর্শন করতে পারে। তারা কখনই আপনাকে দর্শন করতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু, বদ্ধ জীব যেহেতু জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তাই সে কেবল প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই দর্শন করে। ভগবানকে কখনও দর্শন করতে পারে না। তাই অন্তরে এবং বাইরে পবিত্র হওয়া অবশ্য কর্তব্য—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা ।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥

বাইরের শুচিতার জন্য দিনে তিনবার স্নান করা উচিত, এবং অন্তরের শুচিতার জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ ও কীর্তনের দ্বারা হৃদয় নির্মল করা উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যরা সর্বদা এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন (*বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ*)। তা হলে একদিন ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যাবে।

শ্লোক ২৩

তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাব-
প্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ ।
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভির্বিভাব্যং
কথং বিমূঢ়ঃ পরিভাবয়ামি ॥ ২৩ ॥

তম্—সেই পুরুষ; **ত্বাম্**—আপনি; **অহম্**—আমি; **জ্ঞান-ঘনম্**—শুদ্ধ জ্ঞানময় আপনি; **স্বভাব**—আপনার চিন্ময় প্রকৃতির দ্বারা; **প্রধ্বস্ত**—কলুষমুক্ত; **মায়া-গুণ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা; **ভেদ-মোহৈঃ**—ভেদভাবের মোহ প্রদর্শনের দ্বারা; **সনন্দন-আদ্যৈঃ**—সনক, সনাতন, সনৎকুমার, সনন্দন আদি ব্যক্তিদের দ্বারা; **মুনিভিঃ**—এই প্রকার মহান ঋষিদের দ্বারা; **বিভাব্যম্**—পূজনীয়; **কথম্**—কিভাবে; **বিমূঢ়ঃ**—জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মূঢ় হয়ে; **পরিভাবয়ামি**—আমি কিভাবে আপনাকে চিন্তা করব।

অনুবাদ

হে ভগবান! জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত চতুঃসনদের মতো (সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার) মহর্ষিরা আপনার শুদ্ধ জ্ঞানময় মূর্তি চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে আপনাকে চিন্তা করবে?

তাৎপর্য

স্বভাব শব্দটি চিন্ময় প্রকৃতি বা স্বরূপকে ইঙ্গিত করেছে। জীব যখন তার স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তখন সে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬)। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই জীব ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থিত হয়। চতুঃসন এবং নারদ হচ্ছেন তার দৃষ্টান্ত। এই প্রকার মহাজনেরা স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি যে বদ্ধ জীবাত্মা, সে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৫) তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*—মানুষের কর্তব্য জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, সে কখনও ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ২৪

প্রশান্ত মায়াগুণকর্মলিঙ্গ-
মনামরূপং সদসদ্বিমুক্তম্ ।
জ্ঞানোপদেশায় গৃহীতদেহং
নমামহে ত্বাং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৪ ॥

প্রশান্ত—হে প্রশান্ত; **মায়া-গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **কর্ম-লিঙ্গম্**—সকাম কর্মের দ্বারা লক্ষণীভূত; **অনাম-রূপম্**—যাঁর কোন জড় নাম অথবা রূপ নেই; **সৎ-অসৎ-বিমুক্তম্**—জড়া প্রকৃতির কার্য-কারণের অতীত; **জ্ঞান-উপদেশায়**—(*ভগবদ্গীতার* মতো) দিব্যজ্ঞান বিতরণ করার জন্য; **গৃহীত-দেহম্**—জড় দেহের মতো আপনার মূর্তি প্রকাশ করেছেন; **নমামহে**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ত্বাম্**—আপনাকে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **পুরাণম্**—আদি।

অনুবাদ

হে প্রশান্ত! যদিও জড়া প্রকৃতি, কর্ম এবং জড় নাম ও রূপ সমস্ত আপনারই সৃষ্টি, তবুও আপনি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই আপনার দিব্য নাম জড় নাম থেকে ভিন্ন, এবং আপনার রূপ জড় রূপ থেকে ভিন্ন। ভগবদ্গীতার মতো দিব্যজ্ঞান উপদেশ দেওয়ার জন্য আপনি জড় দেহের মতো রূপ ধারণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি পুরাণ পুরুষ। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীল যামুনাচার্য *স্তোত্ররত্নে* (৪৩) এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥

"নিরন্তর আপনার সেবা করার ফলে, সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে প্রশান্ত হওয়া যায়। কবে আমি আপনার নিত্য দাসরূপে আপনার সেবায় যুক্ত হয়ে, আপনার মতো একজন প্রভু লাভ করার আনন্দ নিরন্তর অনুভব করব?"

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ—যে ব্যক্তি মানসিক স্তরে আচরণ করে, তাকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের স্তরে অধঃপতিত হতে হয়। ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে কিন্তু কোন রকম জড় কলুষ নেই। তাই ভগবানকে *প্রশান্ত* বলে সম্বোধন করা হয়েছে—জড় জগতের সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্ত। ভগবানের কোনও জড় নাম বা রূপ নেই; মূর্খেরাই কেবল মনে করে ভগবানের নাম এবং রূপ জড় (*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। ভগবানের পরিচয় হচ্ছে যে, তিনি আদি পুরুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা মূর্খ, তারা মনে করে ভগবান নিরাকার। জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান নিরাকার, কিন্তু তাঁর চিন্ময় রূপ রয়েছে—তিনি *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*।

শ্লোক ২৫

ত্বন্মায়ারচিতে লোকে বস্তুবুদ্ধ্যা গৃহাদিষু ।
ভ্রমন্তি কামলোভের্ষ্যামোহবিভ্রান্তচেতসঃ ॥ ২৫ ॥

ত্বৎ-মায়া—আপনার মায়ার দ্বারা; **রচিতে**—রচিত; **লোকে**—এই জগতে; **বস্তু-বুদ্ধ্যা**—বাস্তব বলে মনে করে; **গৃহ-আদিষু**—স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ইত্যাদিতে; **ভ্রমন্তি**—ভ্রমণ করে; **কাম**—কামের দ্বারা; **লোভ**—লোভের দ্বারা; **ঈর্ষ্যা**—ঈর্ষার দ্বারা; **মোহ**—এবং মোহের দ্বারা; **বিভ্রান্ত**—বিভ্রান্ত; **চেতসঃ**—হৃদয়।

অনুবাদ

হে ভগবান! যাদের হৃদয় কাম, লোভ, ঈর্ষা এবং মোহের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তারা কেবল আপনার মায়া রচিত গৃহের প্রতি আসক্ত। গৃহ, স্ত্রী, পুত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে তারা নিরন্তর এই জড় জগতে ভ্রমণ করে।

শ্লোক ২৬

অদ্য নঃ সর্বভূতাত্মন্ কামকর্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।
মোহপাশো দৃঢ়শ্ছিন্নো ভগবংস্তব দর্শনাৎ ॥ ২৬ ॥

অদ্য—আজ; **নঃ**—আমাদের; **সর্ব-ভূত-আত্মন্**—হে সর্বভূতের অন্তর্যামী; **কাম-কর্ম-ইন্দ্রিয়-আশয়ঃ**—কাম, কর্ম এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **মোহ-পাশঃ**—মোহের বন্ধন; **দৃঢ়ঃ**—অত্যন্ত কঠিন; **ছিন্নঃ**—খণ্ডিত; **ভগবন্**—হে ভগবান; **তব দর্শনাৎ**—কেবল আপনার দর্শনের ফলে।

অনুবাদ

হে সর্বান্তর্যামী! হে ভগবান, কেবল আপনার দর্শনের ফলে আমি দুস্ত্যাজ্য মায়া এবং ভব-বন্ধনের মূলস্বরূপ কামবাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়েছি।

শ্লোক ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং গীতানুভাবস্তং ভগবান্ কপিলো মুনিঃ ।
অংশুমন্তমুবাচেদমনুগ্রাহ্য ধিয়া নৃপ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **গীত-অনুভাবঃ**—যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়েছে; **তম্**—তাঁকে; **ভগবান্**—ভগবান; **কপিলঃ**—কপিল নামক; **মুনিঃ**—মহান ঋষি; **অংশুমন্তম্**—অংশুমানকে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ইদম্**—এই; **অনুগ্রাহ্য**—অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে; **ধিয়া**—জ্ঞানমার্গের দ্বারা; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অংশুমান যখন এইভাবে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুর শক্তিশালী অবতার মহর্ষি কপিল তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে তাঁকে জ্ঞানের পন্থা উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

অশ্বোহয়ং নীয়তাং বৎস পিতামহপশুস্তব ।
ইমে চ পিতরো দগ্ধা গঙ্গাম্ভোহর্হন্তি নেতরৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান কপিল মুনি বললেন; **অশ্বঃ**—অশ্ব; **অয়ম্**—এই; **নিয়তাম্**—গ্রহণ কর; **বৎস**—হে বৎস; **পিতামহ**—তোমার পিতামহ; **পশুঃ**—এই পশু; **তব**—তোমার; **ইমে**—এই সমস্ত; **চ**—ও; **পিতরঃ**—পূর্বপুরুষদের দেহ; **দগ্ধাঃ**—ভস্মীভূত হয়েছে; **গঙ্গা-অম্ভঃ**—গঙ্গার জল; **অর্হন্তি**—রক্ষা করতে পারে; **ন**—না; **ইতরৎ**—অন্য কোনও উপায়ে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে অংশুমান, তোমার পিতামহের যজ্ঞের পশু এই অশ্বটিকে গ্রহণ কর। তোমার ভস্মীভূত পিতৃব্যরা কেবল গঙ্গার জলের দ্বারাই উদ্ধার লাভ করতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে নয়।

শ্লোক ২৯

তং পরিক্রম্য শিরসা প্রসাদ্য হয়মানয়ৎ ।
সগরস্তেন পশুনা যজ্ঞশেষং সমাপয়ৎ ॥ ২৯ ॥

তম্—সেই মহর্ষিকে; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **শিরসা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা (প্রণতি নিবেদন করে); **প্রসাদ্য**—সর্বতোভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করে; **হয়ম্**—অশ্ব; **আনয়ৎ**—ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন; **সগরঃ**—মহারাজ সগর; **তেন**—সেই; **পশুনা**—পশুর দ্বারা; **যজ্ঞ-শেষম্**—যজ্ঞের শেষকৃত্য; **সমাপয়ৎ**—সমাপন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, অংশুমান কপিলদেবকে প্রদক্ষিণ করে নতমস্তকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করে অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, এবং সেই অশ্বের দ্বারা মহারাজ সগর অবশিষ্ট যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

রাজ্যমংশুমতে ন্যস্য নিঃস্পৃহো মুক্তবন্ধনঃ ।
ঔর্বোপদিষ্টমার্গেণ লেভে গতিমনুত্তমাম্ ॥ ৩০ ॥

রাজ্যম্—তাঁর রাজ্য; **অংশুমতে**—অংশুমানকে; **ন্যস্য**—সমর্পণ করে; **নিঃস্পৃহঃ**—বিষয়-বাসনা শূন্য হয়ে; **মুক্ত-বন্ধনঃ**—সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে; **ঔর্ব-উপদিষ্ট**—মহর্ষি ঔর্বের উপদিষ্ট; **মার্গেণ**—মার্গ অনুসরণ করে; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **গতিম্**—গতি; **অনুত্তমাম্**—পরম।

অনুবাদ

তারপর অংশুমানকে রাজ্য সমর্পণপূর্বক মহারাজ সগর বিষয়-বাসনা ও মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, মহর্ষি ঔর্বের উপদিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'ভগবান কপিলদেবের সঙ্গে সগর-সন্তানদের সাক্ষাৎ' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

নবম অধ্যায়

অংশুমানের বংশ

এই অধ্যায়ে খট্বাঙ্গ পর্যন্ত অংশুমানের বংশ এবং ভগীরথ কিভাবে এই পৃথিবীতে গঙ্গাকে আনয়ন করেছিলেন তার বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

মহারাজ অংশুমানের পুত্র দিলীপ। তিনিও এই পৃথিবীতে গঙ্গাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই কার্য সম্পাদনে অসমর্থ হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথ এই পৃথিবীতে গঙ্গাকে নিয়ে আসার সঙ্কল্প করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মা গঙ্গা তাঁকে দর্শন প্রদান করে বর দিতে চেয়েছিলেন। ভগীরথ তখন তাঁকে তাঁর পিতৃব্যদের উদ্ধার করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। মা গঙ্গা পৃথিবীতে আসতে সম্মত হলেও, তাঁর দুটি শর্ত ছিল—প্রথমে, কোনও সমর্থ পুরুষকে তাঁর বেগ ধারণ করতে হবে; এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যদিও সমস্ত পাপী ব্যক্তিরা গঙ্গায় স্নান করে তাদের পাপ থেকে মুক্ত হবে, কিন্তু মা গঙ্গা সেই পাপ রাখতে চাননি। এই দুটি শর্ত বিবেচনার বিষয় ছিল। ভগীরথ তার উত্তরে মা গঙ্গাকে বলেছিলেন, "ভগবান শিব আপনার বেগ ধারণে সর্বতোভাবে সমর্থ, এবং শুদ্ধ ভক্তরা যখন আপনার জলে স্নান করবেন, তখন পাপীদের পরিত্যক্ত পাপ স্খলিত হবে।" ভগীরথ তখন শিবের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তপস্যা করেছিলেন। শিবের এক নাম আশুতোষ, কারণ তিনি অতি সহজেই প্রসন্ন হন। ভগীরথের প্রস্তাবে মহাদেব গঙ্গার বেগ ধারণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। এইভাবে গঙ্গার স্পর্শে ভগীরথের পূর্বপুরুষেরা উদ্ধার লাভ করে স্বর্গে গমন করেছিলেন।

ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভ এবং নাভের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র ছিলেন অযুতায়ু, এবং অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, যিনি ছিলেন নলের বন্ধু। ঋতুপর্ণ নলকে দ্যূতবিদ্যা রহস্য দান করে তাঁর কাছ থেকে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম, সর্বকামের পুত্র সুদাস এবং সুদাসের পুত্র সৌদাস। সৌদাসের পত্নী ছিলেন দময়ন্তী বা মদয়ন্তী, এবং সৌদাস কল্মাষপাদ নামেও অভিহিত হন। সৌদাস কর্মদোষে বশিষ্ঠের অভিশাপে রাক্ষস হন। বনে বিচরণ করার সময় তিনি এক ব্রাহ্মণকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় রত দর্শন

করেন, এবং রাক্ষস হয়ে যাওয়ার ফলে সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করতে চান। সেই ব্রাহ্মণের পত্নী যদিও নানাভাবে তাঁকে অনুনয় বিনয় করেছিলেন, তবুও তিনি সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেন, এবং তাই তাঁর পত্নী তাঁকে এই বলে অভিশাপ দেন, "মৈথুনপরায়ণ হলেই তোমার মৃত্যু হবে।" তাই বারো বছর পর বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেও সৌদাস নিঃসন্তান ছিলেন। তখন বশিষ্ঠ সৌদাসের অনুমতিক্রমে তাঁর পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভাধান করেন। মদয়ন্তী দীর্ঘকাল গর্ভধারণ করেও পুত্র প্রসব না করায়, বশিষ্ঠ একটি পাথরের দ্বারা তাঁর গর্ভে আঘাত করেন এবং তার ফলে একটি পুত্রের জন্ম হয়। সেই পুত্রের নাম হয় অশ্মক।

অশ্মকের পুত্র ছিলেন বালিক। ইনি স্ত্রীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে পরশুরামের কোপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন বলে নারীকবচ নামে অভিহিত হন। পৃথিবী যখন নিঃক্ষত্রিয় হয়েছিল, তখন ইনি ক্ষত্রিয়বংশের মূল হয়েছিলেন। তাই তাঁর আর এক নাম মূলক। বালিক থেকে দশরথের জন্ম হয়, দশরথ থেকে ঐড়াবিড়ি, এবং ঐড়াবিড়ি থেকে বিশ্বসহের জন্ম হয়। বিশ্বসহের পুত্র মহারাজ খট্বাঙ্গ। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের সংগ্রামে মহারাজ খট্বাঙ্গ দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে অসুরদের পরাজিত করলে, দেবতারা তাঁকে বর দিতে চান। কিন্তু তিনি তখন তাঁদের কাছে জানতে চান, তাঁর আর কতকাল পরমায়ু বাকি রয়েছে। তাতে দেবতারা তাঁকে বলেন যে, তাঁর পরমায়ু আর এক মুহূর্ত মাত্র, তখন তিনি স্বর্গলোক ত্যাগ করে বিমানযোগে শীঘ্রই তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই জড় জগতে সব কিছুই অনিত্য, এবং তাই তিনি ভগবান শ্রীহরির ভজনে তাঁর চিত্ত নিবিষ্ট করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অংশুমাংশ্চ তপস্তেপে গঙ্গানয়নকাম্যয়া ।
কালং মহান্তং নাশক্নোৎ ততঃ কালেন সংস্থিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অংশুমান্**—অংশুমান নামক রাজা; **চ**—ও; **তপঃ তেপে**—তপস্যা করেছিলেন; **গঙ্গা**—গঙ্গা; **আনয়ন-কাম্যয়া**—তাঁর পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করার জন্য গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার বাসনায়; **কালম্**—কাল; **মহান্তম্**—দীর্ঘ; **ন**—না; **অশক্নোৎ**—সফল হয়েছিলেন; **ততঃ**—তারপর; **কালেন**—যথাসময়ে; **সংস্থিতঃ**—মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজা অংশুমান তাঁর পিতামহের মতো দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারেননি, এবং তারপর কালক্রমে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

শ্লোক ২

দিলীপস্তৎসুতস্তদ্বদশক্তঃ কালমেয়িবান্ ।
ভগীরথস্তস্য সুতস্তেপে স সুমহৎ তপঃ ॥ ২ ॥

দিলীপঃ—দিলীপ নামক; **তৎ-সুতঃ**—অংশুমানের পুত্র; **তৎ-বৎ**—তাঁর পিতার মতো; **অশক্তঃ**—এই জড় জগতে গঙ্গাকে আনতে অসমর্থ হয়ে; **কালম্ এয়িবান্**—কালের বশীভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; **ভগীরথঃ তস্য সুতঃ**—তাঁর পুত্র ভগীরথ; **তেপে**—তপস্যা করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **সুমহৎ**—অতি মহৎ; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

অংশুমানের পুত্র দিলীপও তাঁর পিতার মতো গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে অসমর্থ হয়ে কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তারপর দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

শ্লোক ৩

দর্শয়ামাস তং দেবী প্রসন্না বরদাস্মি তে ।
ইত্যুক্তঃ স্বমভিপ্রায়ং শশংসাবনতো নৃপঃ ॥ ৩ ॥

দর্শয়াম্ আস—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **তম্**—মহারাজ ভগীরথকে; **দেবী**—মা গঙ্গা; **প্রসন্না**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **বরদা অস্মি**—আমি বরদান করব; **তে**—তোমাকে; **ইতি উক্তঃ**—এই বলে; **স্বম্**—নিজের; **অভিপ্রায়ম্**—বাসনা; **শশংস**—ব্যক্ত করেছিলেন; **অবনতঃ**—অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়ে; **নৃপঃ**—রাজা (ভগীরথ)।

অনুবাদ

তারপর রাজা ভগীরথের সম্মুখে মা গঙ্গা আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমার তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তাই আমি তোমাকে এখন তোমার

বাসনা অনুসারে বর প্রদান করতে চাই।" মা গঙ্গা এইভাবে বললে, রাজা ভগীরথ প্রণত হয়ে তাঁর অভিপ্রায় তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজার অভিপ্রায় ছিল কপিল মুনির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ফলে ভস্মীভূত পিতৃব্যদের উদ্ধার করা।

শ্লোক ৪

কোঽপি ধারয়িতা বেগং পতন্ত্যা মে মহীতলে ।
অন্যথা ভূতলং ভিত্ত্বা নৃপ যাস্যে রসাতলম্ ॥ ৪ ॥

কঃ—কে সেই ব্যক্তি; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **ধারয়িতা**—ধারণ করতে পারে; **বেগম্**—প্রবাহের বেগ; **পতন্ত্যাঃ**—পতিত হবার সময়; **মে**—আমার; **মহীতলে**—এই পৃথিবীতে; **অন্যথা**—অন্যথা; **ভূতলম্**—ভূপৃষ্ঠ; **ভিত্ত্বা**—ভেদ করে; **নৃপ**—হে রাজন্; **যাস্যে**—আমি যাব; **রসাতলম্**—পাতালে।

অনুবাদ

মা গঙ্গা উত্তর দিলেন—আমি যখন আকাশ থেকে পৃথিবীতে পতিত হব, তখন কে আমার বেগ ধারণ করবে? এইভাবে ধারণ না করলে, আমি পৃথিবী ভেদ করে পাতালে প্রবেশ করব।

শ্লোক ৫

কিং চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময্যামৃজন্ত্যঘম্ ।
মৃজামি তদঘং ক্বাহং রাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৫ ॥

কিম্ চ—ও; **অহম্**—আমি; **ন**—না; **ভুবম্**—পৃথিবীতে; **যাস্যে**—যাব; **নরাঃ**—মানুষেরা; **ময়ি**—আমাতে, আমার জলে; **আমৃজন্তি**—প্রক্ষালন করবে; **অঘম্**—তাদের পাপ; **মৃজামি**—প্রক্ষালন করব; **তৎ**—তা; **অঘম্**—সঞ্চিত পাপ; **ক্ব**—কাকে; **অহম্**—আমি; **রাজন্**—হে রাজন্; **তত্র**—সেই বিষয়ে; **বিচিন্ত্যতাম্**—দয়া করে বিবেচনা করুন।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি পৃথিবীতে যেতে চাই না, কারণ সেখানে মানুষেরা আমার জলে স্নান করে তাদের পাপ প্রক্ষালন করবে, সেই সঞ্চিত পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব? তার উপায় তুমি বিশেষভাবে চিন্তা কর।

তাৎপর্য

ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" ভগবান যে কোন ব্যক্তির পাপ গ্রহণ করে সেই পাপ খণ্ডন করে দিতে পারেন, কারণ তিনি পবিত্র, শুদ্ধ, সূর্যের মতো, যা জড় জগতের কোন মলের দ্বারা কলুষিত হয় না। *তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৩৩/২৯)। যে ব্যক্তি অত্যন্ত তেজস্বী, তিনি কখনও কোন পাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, মা গঙ্গা তাঁর জলে যে সমস্ত মানুষ স্নান করবে, তাদের পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ভীতা। তা ইঙ্গিত করে যে, ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই পাপ স্খালন করতে পারেন না, তা সে নিজেরই হোক অথবা অন্যেরই হোক। কখনও কখনও গুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা দেওয়ার পর শিষ্যের পূর্বকৃত পাপের ভার গ্রহণ করেন, এবং শিষ্যের পাপের জন্য ভারাক্রান্ত হয়ে, পূর্ণরূপে না হলেও আংশিকভাবে সেই পাপের ফল গ্রহণ করে কষ্ট পান। তাই প্রতিটি শিষ্যেরই কর্তব্য দীক্ষা গ্রহণের পর আর পাপকর্ম না করা। শ্রীগুরুদেব কৃপাপরবশ হয়ে শিষ্যকে দীক্ষা দান করে তার পাপকর্মের জন্য আংশিকভাবে কষ্টভোগ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহিমা প্রচারে রত সেবকের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে, তাঁকে সেই পাপের ফল থেকে মুক্ত করেন। এমন কি মা গঙ্গাও মানুষের পাপের ভয়ে ভীতা হয়ে, কিভাবে সেই পাপের ভার থেকে মুক্ত হবেন সেই কথা চিন্তা করেছিলেন।

শ্লোক ৬

শ্রীভগীরথ উবাচ

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী-ভগীরথঃ উবাচ—ভগীরথ বললেন; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **ন্যাসিনঃ**—সন্ন্যাসীগণ; **শান্তাঃ**—শান্ত, জড় জগতের উদ্বেগ থেকে মুক্ত; **ব্রহ্মিষ্ঠাঃ**—বৈদিক বিধি অনুসরণে দক্ষ; **লোক-পাবনাঃ**—যাঁরা সমগ্র জগৎকে অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুক্ত করার কাজে যুক্ত; **হরন্তি**—দূর করবে; **অঘম্**—পাপ; **তে**—আপনার (মা গঙ্গার); **অঙ্গ-সঙ্গাৎ**—গঙ্গার জলে স্নান করার দ্বারা; **তেষু**—তাঁরা; **আস্তে**—আছেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অঘভিৎ**—সমস্ত পাপনাশক ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

অনুবাদ

ভগীরথ বললেন—ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ সাধুরা যাঁরা স্বভাবতই অনাসক্ত, জড় বাসনা থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্ত, এবং বৈদিক বিধি অনুশীলনে দক্ষ, তাঁরা সর্বদা মহিমান্বিত ও তাঁদের আচরণ শুদ্ধ, এবং তাঁরা সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করতে সমর্থ। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা যখন আপনার জলে স্নান করবেন, তখন পাপীদের সঞ্চিত পাপ দূর হয়ে যাবে, কারণ এই প্রকার ভক্তরা পাপনাশক ভগবানকে তাঁদের হৃদয়ে সর্বদা ধারণ করেন।

তাৎপর্য

গঙ্গায় স্নান করার সুযোগ সকলেরই রয়েছে। তাই, কেবল পাপীরাই গঙ্গায় স্নান করবে না, হরিদ্বার আদি পুণ্য তীর্থে সাধু এবং ভগবদ্ভক্তরাও গঙ্গায় স্নান করবেন। ভগবদ্ভক্ত এবং সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বী উন্নত স্তরের সাধুরা গঙ্গাকেও পবিত্র করতে পারেন। *তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা (শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১৩/১০)। যেহেতু সাধু ভক্তরা সর্বদাই ভগবানকে তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন, তাই তাঁরা পবিত্র স্থানকেও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন। অতএব সাধু মহাত্মাদের শ্রদ্ধা সহকারে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বৈষ্ণব অথবা সন্ন্যাসীকে দর্শন করা মাত্রই শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। কেউ যদি এইভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে, তা হলে সেদিন তার উপবাস করা উচিত। এটি *বেদের* নির্দেশ। মানুষের কর্তব্য ভগবদ্ভক্তের বা সাধুর শ্রীপাদপদ্মে যাতে কোন অপরাধ না হয়ে যায়, সেই জন্য অত্যন্ত সাবধান থাকা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রথা রয়েছে, কিন্তু পাপস্খালনে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট নয়। ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়, যে কথা অজামিল উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১/১৫)

"যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই কেবল পাপকর্মরূপ আগাছাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন, এবং সেই আগাছাগুলির পুনরুদ্‌গমের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণের দ্বারা অচিরেই কুয়াশা দূর করে দেয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১/১৫) কেউ যদি ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়ে থেকে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করেন, তা হলে এই ভক্তিযোগের পন্থায় তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

শ্লোক ৭

ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্ত্বাত্মা শরীরিণাম্ ।
যস্মিন্নোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু ॥ ৭ ॥

ধারয়িষ্যতি—ধারণ করবে; **তে**—আপনার; **বেগম্**—প্রবাহের বেগ; **রুদ্রঃ**—মহাদেব; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **শরীরিণাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবদের; **যস্মিন্**—যাতে; **ওতম্**—দৈর্ঘ্য বরাবর অবস্থিত; **ইদম্**—এই জগৎ; **প্রোতম্**—প্রস্থ বরাবর; **বিশ্বম্**—সমগ্র বিশ্ব; **শাটী**—বস্ত্র; **ইব**—সদৃশ; **তন্তুষু**—সূত্র।

অনুবাদ

বস্ত্রে যেমন সুতা ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকে, তেমনই এই বিশ্বে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। শিব ভগবানের অবতার, এবং তাই তিনি সমস্ত দেহধারী জীবের পরমাত্মা। তিনি আপনার প্রবাহের বেগ তাঁর মস্তকে ধারণ করতে পারবেন।

তাৎপর্য

গঙ্গার জল মহাদেবের মস্তকে থাকেন। বিভিন্ন শক্তির দ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্ব ধারণ করেন, সেই শিব ভগবানের অবতার। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৫) শিবের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"দুধ যেমন অম্লের সংযোগে দধিতে পরিণত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দই দুধই! তেমনই, ভগবান গোবিন্দ জড় জগতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিবের রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" দই যেমন দুধের বিকার এবং সেই সঙ্গে তা দুধ নয়, ঠিক তেমনই শিব যুগপৎ ভগবান থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। জড় জগতের পালনের জন্য তিনজন গুণাবতার রয়েছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। শিব তমোগুণের জন্য বিষ্ণুর গুণাবতার। জড় জগৎ প্রধানত তমোগুণেই অবস্থিত। তাই এখানে শিবকে জড় জগতের সঙ্গে বস্ত্রের সুতার মতো ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৮

ইত্যুক্ত্বা স নৃপো দেবং তপসাতোষয়চ্ছিবম্ ।
কালেনাল্পীয়সা রাজংস্তস্যেশশ্চাশ্বতুষ্যত ॥ ৮ ॥

ইতি উক্ত্বা—এই কথা বলে; **সঃ**—তিনি; **নৃপঃ**—রাজা (ভগীরথ); **দেবম্**—মহাদেবকে; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **অতোষয়ৎ**—সন্তুষ্ট করেছিলেন; **শিবম্**—শিব, সর্বমঙ্গলময়; **কালেন**—সময়ে; **অল্পীয়সা**—অতি অল্পে; **রাজন্**—হে রাজন্; **তস্য**—তাঁর (ভগীরথের) প্রতি; **ঈশঃ**—মহেশ্বর; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **আশু**—অতি শীঘ্রই; **অতুষ্যত**—সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এই কথা বলে ভগীরথ তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাদেবও ভগীরথের প্রতি অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আশ্বতুষ্যত পদটি ইঙ্গিত করে যে, মহাদেব অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই শিবের আর এক নাম আশুতোষ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা শিবের প্রতি আসক্ত হয়,

কারণ শিব শীঘ্রই সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর ভক্তদের উন্নতি হবে না কষ্টভোগ হবে সেই কথা বিচার না করে, সকলকেই বরদান করেন। বিষয়াসক্ত মানুষেরা যদিও জানে, জড় সুখ হল দুঃখভোগেরই আর একটি দিক, তবুও তারা তা কামনা করে, এবং শীঘ্রই তা লাভ করার জন্য তারা শিবের আরাধনা করে। দেখা যায়, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত দেব-দেবীদের উপাসক, বিশেষ করে শিব এবং দুর্গার। তারা প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় আনন্দ চায় না, কারণ তাদের কাছে তা প্রায় অজ্ঞাত। কিন্তু কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে চিন্ময় আনন্দ লাভের আগ্রহী হন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হতে হবে, যা ভগবান স্বয়ং দাবি করেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬)

শ্লোক ৯

তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্বলোকহিতঃ শিবঃ ।
দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ ॥ ৯ ॥

তথা—তাই (হোক); **ইতি**—এইভাবে; **রাজ্ঞা অভিহিতম্**—রাজার (ভগীরথের) দ্বারা অভিহিত হয়ে; **সর্ব-লোক-হিতঃ**—সর্বলোকের হিতকারী ভগবান; **শিবঃ**—শিব; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **অবহিতঃ**—একাগ্রচিত্তে; **গঙ্গাম্**—গঙ্গাকে; **পাদ-পূত-জলাম্ হরেঃ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পবিত্র যাঁর জল।

অনুবাদ

মহারাজ ভগীরথ যখন মহাদেবের কাছে গঙ্গার বেগ ধারণ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন মহাদেব 'তথাস্তু' বলে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পবিত্র গঙ্গার জল একাগ্রচিত্তে তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

ভগীরথঃ স রাজর্ষির্নিন্যে ভুবনপাবনীম্ ।
যত্র স্বপিতৃণাং দেহা ভস্মীভূতাঃ স্ম শেরতে ॥ ১০ ॥

ভগীরথঃ—মহারাজ ভগীরথ; **সঃ**—তিনি; **রাজর্ষিঃ**—মহান ঋষিসদৃশ রাজা; **নিন্যে**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **ভুবন-পাবনীম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পবিত্রকারিণী গঙ্গাকে; **যত্র**—যেখানে; **স্ব-পিতৃণাম্**—তাঁর পূর্বপুরুষদের; **দেহাঃ**—দেহ; **ভস্মীভূতাঃ**—ভস্মীভূত হয়েছিল; **স্ম শেরতে**—শায়িত ছিল।

অনুবাদ

রাজর্ষি ভগীরথ পতিতপাবনী গঙ্গাকে যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের দেহ ভস্মীভূত হয়ে পড়েছিল, সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

রথেন বায়ুবেগেন প্রয়ান্তমনুধাবতী ।
দেশান্ পুনন্তী নির্দগ্ধানাসিঞ্চৎ সগরাত্মজান্ ॥ ১১ ॥

রথেন—রথে; **বায়ু-বেগেন**—বায়ুবেগে ধাবমান; **প্রয়ান্তম্**—অগ্রে গমনশীল মহারাজ ভগীরথ; **অনুধাবতী**—তাঁর পিছনে ধাবমান হয়ে; **দেশান্**—সমস্ত দেশ; **পুনন্তী**—পবিত্র করে; **নির্দগ্ধান্**—যাঁরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন; **আসিঞ্চৎ**—অভিষিক্ত করেছিলেন; **সগর-আত্মজান্**—সগরপুত্রদের।

অনুবাদ

ভগীরথ অত্যন্ত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করে মা গঙ্গার অগ্রে গমন করতে লাগলেন, এবং গঙ্গাদেবী তাঁর পিছনে ধাবিত হয়ে বহু দেশ পবিত্র করতে করতে ভগীরথের পূর্বপুরুষ সগরপুত্রদের ভস্ম অভিষিক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ১২

যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি ।
সগরাত্মজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ ॥ ১২ ॥

যৎ-জল—যাঁর জল; **স্পর্শ-মাত্রেণ**—কেবলমাত্র স্পর্শের দ্বারা; **ব্রহ্ম-দণ্ড-হতাঃ**—যারা ব্রহ্ম বা আত্মাকে অবজ্ঞা করার ফলে দণ্ডিত হয়েছিল; **অপি**—যদিও; **সগর-আত্মজাঃ**—সগরের পুত্রগণ; **দিবম্**—স্বর্গলোকে; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **কেবলম্**—কেবল; **দেহ-ভস্মভিঃ**—তাঁদের দেহাবশেষ ভস্মের দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ সগরের পুত্রেরা একজন মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করেছিলেন বলে, তাঁদের দেহের তাপ বর্ধিত হয়েছিল এবং সেই আগুনে তাঁরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন। কিন্তু গঙ্গার জলের স্পর্শে তাঁরা স্বর্গলোকে গমন করেছিলেন। তা হলে যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে মা গঙ্গার পূজা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে কি আর বলার আছে?

তাৎপর্য

গঙ্গার জলের দ্বারাই মা গঙ্গার পূজা হয়—ভক্ত গঙ্গা থেকে একটু জল নিয়ে তা গঙ্গাকে নিবেদন করেন। ভক্ত যখন গঙ্গা থেকে জল গ্রহণ করেন, তখন মা গঙ্গার তাতে কোন ক্ষতি হয় না, এবং সেই জল যখন মা গঙ্গাকে নিবেদন করা হয়, তার ফলেও তাঁর জল বর্ধিত হয় না, কিন্তু এইভাবে গঙ্গার পূজা করার ফলে উপাসকের মহালাভ হয়। তেমনই, ভগবদ্ভক্ত ভগবানকে *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*—একটি পাতা, ফুল, ফল অথবা জল—ভক্তি সহকারে নিবেদন করেন। সেই পাতা, ফুল, ফল এবং জল ভগবানেরই এবং তাই এখানে ত্যাগ করার অথবা গ্রহণ করার কোন প্রশ্ন নেই। মানুষের কর্তব্য ভগবদ্ভক্তির পন্থার সুযোগ কেবল গ্রহণ করা, কারণ এই পন্থা অনুসরণ করার ফলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ভগবানের কৃপা লাভ হয়।

শ্লোক ১৩

ভস্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ ।
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবীং সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ ॥ ১৩ ॥

ভস্মীভূত-অঙ্গ—ভস্মীভূত দেহের দ্বারা; **সঙ্গেন**—গঙ্গার জলের সংস্পর্শে; **স্বঃ যাতাঃ**—স্বর্গলোকে গমন করেছিলেন; **সগর-আত্মজাঃ**—সগরের পুত্রগণ; **কিম্**—কি বলার আছে; **পুনঃ**—পুনরায়; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **দেবীম্**—মা গঙ্গাকে; **সেবন্তে**—পূজা করেন; **যে**—যাঁরা; **ধৃতব্রতাঃ**—ব্রত ধারণ করে।

অনুবাদ

কেবলমাত্র গঙ্গার জলস্পর্শে ভস্মীভূত সগরপুত্রেরা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। অতএব, যে ভক্ত ব্রত ধারণ করে শ্রদ্ধা সহকারে মা গঙ্গার পূজা করেন তাঁর কথা কি আর বলার আছে? সেই ভক্তের যে মহান লাভ হয়, তা কেবল কল্পনাই করা যায়।

শ্লোক ১৪

ন হ্যেতৎ পরমাশ্চর্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্ ।
অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ ॥ ১৪ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতৎ**—এই; **পরম্**—চরম; **আশ্চর্যম্**—আশ্চর্যজনক; **স্বর্ধুন্যাঃ**—গঙ্গার জলের; **যৎ**—যা; **ইহ**—এখানে; **উদিতম্**—বর্ণিত হয়েছে; **অনন্ত**—ভগবানের; **চরণ-অম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্ম থেকে; **প্রসূতায়াঃ**—যিনি নির্গত হয়েছেন তাঁর; **ভব-ছিদঃ**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে।

অনুবাদ

মা গঙ্গা ভগবান অনন্তদেবের পাদপদ্ম থেকে নির্গত হয়েছেন বলে, তিনি জীবদের সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। অতএব এখানে তাঁর সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।

তাৎপর্য

আমরা বাস্তবিকভাবে দেখতে পাই যে, যাঁরা নিয়মিতভাবে গঙ্গায় স্নান করে মা গঙ্গার পূজা করেন, তাঁদের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে এবং তাঁরা ক্রমশ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন। এটিই গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে গঙ্গাস্নানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং যিনি তা করেন তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। তার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে সগর মহারাজের পুত্রেরা, যাঁদের ভস্মীভূত দেহ গঙ্গার স্পর্শ লাভ করেছিল বলে তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

সন্নিবেশ্য মনো যস্মিন্ শ্রদ্ধয়া মুনয়োঽমলাঃ ।
ত্রৈগুণ্যং দুস্ত্যজং হিত্বা সদ্যো যাতাস্তদাত্মতাম্ ॥ ১৫ ॥

সন্নিবেশ্য—পূর্ণরূপে সন্নিবিষ্ট করে; **মনঃ**—মন; **যস্মিন্**—যাঁকে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **অমলাঃ**—সব রকম পাপের কলুষ থেকে মুক্ত; **ত্রৈগুণ্যম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ; **দুস্ত্যজম্**—যা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **হিত্বা**—তাও তাঁরা পরিত্যাগ করতে পারেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **যাতাঃ**—প্রাপ্ত হন; **তৎ-আত্মতাম্**—ভগবানের চিন্ময় গুণ।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে তাঁদের চিত্ত সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় সন্নিবিষ্ট করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা অনায়াসে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী লাভ করে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হন। এটিই ভগবানের মহিমা।

শ্লোক ১৬-১৭

শ্রুতো ভগীরথাজ্জজ্ঞে তস্য　নাভোঽপরোঽভবৎ ।
সিন্ধুদ্বীপস্ততস্তস্মাদযুতায়ুস্ততোঽভবৎ ॥ ১৬ ॥
ঋতুপর্ণো নলসখো যোঽশ্ববিদ্যাময়ান্নলাৎ ।
দত্ত্বাক্ষহৃদয়ং চাস্মৈ সর্বকামস্তু তৎসুতম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রুতঃ—শ্রুত নামক পুত্র; **ভগীরথাৎ**—ভগীরথ থেকে; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তস্য**—শ্রুতের; **নাভঃ**—নাভ নামক; **অপরঃ**—পূর্ববর্ণিত নাভ থেকে ভিন্ন; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সিন্ধুদ্বীপঃ**—সিন্ধুদ্বীপ নামক; **ততঃ**—নাভ থেকে; **তস্মাৎ**—সিন্ধুদ্বীপ থেকে; **অযুতায়ুঃ**—অযুতায়ু নামক একটি পুত্র; **ততঃ**—তারপর; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ঋতুপর্ণঃ**—ঋতুপর্ণ নামক একটি পুত্র; **নল-সখঃ**—যিনি ছিলেন নলের সখা; **যঃ**—যিনি; **অশ্ব-বিদ্যাম্**—অশ্ব পরিচালনা করার বিদ্যা; **অয়াৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **নলাৎ**—নল থেকে; **দত্ত্বা**—দান করে; **অক্ষ-হৃদয়ম্**—দ্যূতবিদ্যার রহস্য; **চ**—এবং; **অস্মৈ**—নলকে; **সর্বকামঃ**—সর্বকাম নামক; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-সুতম্**—তাঁর পুত্র (ঋতুপর্ণের পুত্র)।

অনুবাদ

ভগীরথের সুত নামক এক পুত্র ছিল, যাঁর পুত্র ছিলেন নাভ। এই নাভ পূর্ববর্ণিত নাভ থেকে ভিন্ন। নাভের সিন্ধুদ্বীপ নামক একটি পুত্র ছিল, এবং সিন্ধুদ্বীপ থেকে

অযুতায়ুর জন্ম হয়। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, যিনি নল রাজার বন্ধু হয়েছিলেন। ঋতুপর্ণ নলরাজকে দ্যূতবিদ্যার রহস্য শিক্ষা দেন এবং নলরাজ ঋতুপর্ণকে অশ্ব পরিচালনার বিদ্যা প্রদান করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম।

তাৎপর্য

দ্যূতক্রীড়াও এক প্রকার বিদ্যা। ক্ষত্রিয়দের দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করার সুযোগ দেওয়া হত। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় তাঁদের রাজ্য, পত্নী, পরিবার, গৃহ ইত্যাদি সর্বস্ব হারিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা দ্যূতবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন না। অর্থাৎ, ভক্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে দক্ষ নাও হতে পারেন। তাই শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, জীবের পক্ষে বিশেষ করে ভক্তের পক্ষে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই ভক্তের কর্তব্য, ভগবান তাঁর প্রসাদরূপে যা প্রদান করেন তা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকা। ভক্ত পবিত্র, কারণ তিনি দ্যূতক্রীড়া, আসবপান, আমিষ আহার এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, এই সমস্ত পাপকর্মে একেবারেই লিপ্ত হন না।

শ্লোক ১৮

ততঃ সুদাসস্তৎপুত্রো দময়ন্তীপতির্নৃপঃ ।
আহুর্মিত্রসহং যং বৈ কল্মাষাঙ্ঘ্রিমুত ক্বচিৎ ।
বসিষ্ঠশাপাদ্ রক্ষোঽভূদনপত্যঃ স্বকর্মণা ॥ ১৮ ॥

ততঃ—সর্বকাম থেকে; **সুদাসঃ**—সুদাসের জন্ম হয়; **তৎ-পুত্রঃ**—সুদাসের পুত্র; **দময়ন্তী-পতিঃ**—দময়ন্তীর পতি; **নৃপঃ**—রাজা হয়েছিলেন; **আহুঃ**—বলা হয়; **মিত্রসহম্**—মিত্রসহ; **যম্ বৈ**—ও; **কল্মাষাঙ্ঘ্রিম্**—কল্মাষপাদ; **উত**—পরিচিত; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **বসিষ্ঠ-শাপাৎ**—বশিষ্ঠের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে; **রক্ষঃ**—রাক্ষস; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **অনপত্যঃ**—অপুত্রক; **স্ব-কর্মণা**—তাঁর পাপ আচরণের দ্বারা।

অনুবাদ

সর্বকামের পুত্র সুদাস, এবং সুদাসের পুত্র সৌদাস ছিলেন দময়ন্তীর পতি। সৌদাস মিত্রসহ অথবা কল্মাষপাদ নামেও পরিচিত। মিত্রসহ তাঁর কর্মদোষে অপুত্রক ছিলেন এবং বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীরাজোবাচ

কিং নিমিত্তো গুরোঃ শাপঃ সৌদাসস্য মহাত্মনঃ ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামঃ কথ্যতাং ন রহো যদি ॥ ১৯ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **কিম্ নিমিত্তঃ**—কি কারণে; **গুরোঃ**—গুরুদেবের; **শাপঃ**—শাপ; **সৌদাসস্য**—সৌদাসের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মার; **এতৎ**—এই; **বেদিতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামঃ**—আমি ইচ্ছা করি; **কথ্যতাম্**—দয়া করে আমাকে বলুন; **ন**—না; **রহঃ**—গোপনীয়; **যদি**—যদি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে শুকদেব গোস্বামী! মহাত্মা সৌদাসের গুরুদেব বশিষ্ঠ মুনি কেন তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন? আমি তা জানতে ইচ্ছা করি। যদি গোপনীয় না হয়, তা হলে দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২০-২১

শ্রীশুক উবাচ

সৌদাসো মৃগয়াং কিঞ্চিচ্চরন্ রক্ষো জঘান হ ।
মুমোচ ভ্রাতরং সোঽথ গতঃ প্রতিচিকীর্ষয়া ॥ ২০ ॥
সঞ্চিন্তয়ন্নঘং রাজ্ঞঃ সূদরূপধরো গৃহে ।
গুরবে ভোক্তুকামায় পক্ত্বা নিন্যে নরামিষম্ ॥ ২১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সৌদাসঃ**—রাজা সৌদাস; **মৃগয়াম্**—মৃগয়ায়; **কিঞ্চিৎ**—কোন সময়; **চরন্**—বিচরণ করতে করতে; **রক্ষঃ**—এক রাক্ষস; **জঘান**—হত্যা করেছিলেন; **হ**—অতীতে; **মুমোচ**—মুক্ত করে দেন; **ভ্রাতরম্**—সেই রাক্ষসের ভ্রাতাকে; **সঃ**—সেই ভ্রাতা; **অথ**—তারপর; **গতঃ**—গিয়েছিল; **প্রতিচিকীর্ষয়া**—প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য; **সঞ্চিন্তয়ন্**—সে চিন্তা করেছিল; **অঘম্**—অনিষ্ট সাধন করতে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **সূদ-রূপ-ধরঃ**—এক পাচকের ছদ্মবেশে; **গৃহে**—গৃহে; **গুরবে**—রাজার গুরুকে; **ভোক্তু-কামায়**—ভোজন অভিলাষী; **পক্ত্বা**—রন্ধন করে; **নিন্যে**—প্রদান করেছিল; **নর-আমিষম্**—নরমাংস।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—একসময় সৌদাস মৃগয়া করতে বনে গিয়ে এক রাক্ষসকে বধ করেন, কিন্তু সেই রাক্ষসের ভ্রাতাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। সেই রাক্ষসের ভ্রাতা প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায়, রাজার অনিষ্টসাধন করার চিন্তা করে, রাজার গৃহে পাচকরূপে বাস করতে থাকে। একদিন রাজার গুরু বশিষ্ঠ মুনি যখন রাজগৃহে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন সেই রাক্ষস পাচকটি তাঁকে নরমাংস রন্ধন করে প্রদান করেছিল।

শ্লোক ২২

পরিবেক্ষ্যমাণং ভগবান্ বিলোক্যাভক্ষ্যমঞ্জসা ।
রাজানমশপৎ ক্রুদ্ধো রক্ষো হ্যেবং ভবিষ্যসি ॥ ২২ ॥

পরিবেক্ষ্যমাণম্—আহারের নিমিত্ত প্রদত্ত বস্তু পরীক্ষা করার সময়; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **অভক্ষ্যম্**—অভক্ষ্য; **অঞ্জসা**—তাঁর যোগবলে অনায়াসে; **রাজানম্**—রাজাকে; **অশপৎ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **রক্ষঃ**—রাক্ষস; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এবম্**—এইভাবে; **ভবিষ্যসি**—তুমি হবে।

অনুবাদ

তাঁকে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তা পরীক্ষা করার সময় বশিষ্ঠ মুনি যোগবলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে অভক্ষ্য নরমাংস পরিবেশন করা হয়েছে। তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সৌদাসকে রাক্ষস হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩-২৪

রক্ষঃকৃতং তদ্ বিদিত্বা চক্রে দ্বাদশবার্ষিকম্ ।
সোঽপ্যপোঽঞ্জলিমাদায় গুরুং শপ্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ২৩ ॥
বারিতো মদয়ন্ত্যাপো রুশতীঃ পাদয়োর্জহৌ ।
দিশঃ খমবনীং সর্বং পশ্যঞ্জীবময়ং নৃপঃ ॥ ২৪ ॥

রক্ষঃ-কৃতম্—রাক্ষসের দ্বারা কৃতকর্ম; **তৎ**—সেই নরমাংস পরিবেশন; **বিদিত্বা**—বুঝতে পেরে; **চক্রে**—(বশিষ্ঠ) অনুষ্ঠান করেছিলেন; **দ্বাদশ-বার্ষিকম্**—প্রায়শ্চিত্তের জন্য দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রত; **সঃ**—সেই সৌদাস; **অপি**—ও; **অপঃ-অঞ্জলিম্**—অঞ্জলিপূর্ণ জল; **আদায়**—গ্রহণ করে; **গুরুম্**—তাঁর গুরু বশিষ্ঠকে; **শপ্তুম্**—অভিশাপ দেওয়ার জন্য; **সমুদ্যতঃ**—উদ্যত হয়েছিলেন; **বারিতঃ**—নিবারিত হয়ে; **মদয়ন্ত্যা**—তাঁর পত্নী মদয়ন্তীর দ্বারা; **অপঃ**—জল; **রুশতীঃ**—মন্ত্রপূত হওয়ার ফলে অত্যন্ত প্রবল; **পাদয়োঃ জহৌ**—তাঁর পায়ে নিক্ষেপ করেছিলেন; **দিশঃ**—সমস্ত দিক; **খম্**—আকাশে; **অবনীম্**—পৃথিবী; **সর্বম্**—সর্বত্র; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **জীব-ময়ম্**—জীবময়; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

বশিষ্ঠ যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই নরমাংস রাজা তাঁকে দেননি, দিয়েছিল সেই রাক্ষস, তখন তিনি নিরপরাধ রাজাকে অভিশাপ দেওয়ার দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রত করেছিলেন। ইতিমধ্যে রাজা সৌদাস অঞ্জলিপূর্ণ জল গ্রহণ করে বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী মদয়ন্তী তাঁকে নিবারণ করেন। তখন দশদিক, আকাশ এবং পৃথিবী সর্বত্রই জীবময় দর্শন করে সেই জল তাঁর নিজের পায়ে নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ ।
ব্যবায়কালে দদৃশে বনৌকোদম্পতী দ্বিজৌ ॥ ২৫ ॥

রাক্ষসম্—রাক্ষস; **ভাবম্**—প্রবৃত্তি; **আপন্নঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **পাদে**—পায়ে; **কল্মাষতাম্**—কৃষ্ণবর্ণতা; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ব্যবায়-কালে**—রতিক্রীড়ার সময়; **দদৃশে**—তিনি দেখেছিলেন; **বন-ওকঃ**—বনবাসী; **দম্পতী**—দম্পতি; **দ্বিজৌ**—ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

এইভাবে সৌদাস রাক্ষস-ভাবাপন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর পায়ে কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল কল্মাষপাদ। একসময় এই কল্মাষপাদ বনে রতিক্রীড়ারত এক ব্রাহ্মণ দম্পতিকে দেখতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

ক্ষুধার্তো জগৃহে বিপ্রং তৎপত্ন্যাহাকৃতার্থবৎ ।
ন ভবান্ রাক্ষসঃ সাক্ষাদিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ॥ ২৬ ॥
মদয়ন্ত্যাঃ পতির্বীর নাধর্মং কর্তুমর্হসি ।
দেহি মেঽপত্যকামায়া অকৃতার্থং পতিং দ্বিজম্ ॥ ২৭ ॥

ক্ষুধা-আর্তঃ—ক্ষুধার্ত হয়ে; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণকে; **তৎ-পত্নী**—তাঁর পত্নী; **আহ**—বলেছিলেন; **অকৃত-অর্থ-বৎ**—অতৃপ্ত, দীন এবং ক্ষুধার্ত হয়ে; **ন**—না; **ভবান্**—আপনি; **রাক্ষসঃ**—রাক্ষস; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে অথবা প্রকৃতপক্ষে; **ইক্ষ্বাকূণাম্**—মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশধরদের মধ্যে; **মহারথঃ**—এক মহান যোদ্ধা; **মদয়ন্ত্যাঃ**—মদয়ন্তীর; **পতিঃ**—পতি; **বীর**—হে বীর; **ন**—না; **অধর্মম্**—অধর্ম আচরণ; **কর্তুম্**—করা; **অর্হসি**—আপনার উচিত; **দেহি**—দয়া করে প্রদান করুন; **মে**—আমার; **অপত্য-কামায়াঃ**—সন্তান লাভের বাসনায়; **অকৃত-অর্থম্**—যাঁর বাসনা পূর্ণ হয়নি; **পতিম্**—পতিকে; **দ্বিজম্**—যিনি একজন ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

তখন রাক্ষস-ভাবাপন্ন সৌদাস ক্ষুধার্ত হয়ে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণের পত্নী অত্যন্ত দীনভাবে রাজাকে বলেছিলেন—হে বীর, আপনি প্রকৃতপক্ষে রাক্ষস নন; আপনি মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশধর। আপনি এক মহাবীর এবং মদয়ন্তীর পতি। আপনার পক্ষে এই প্রকার অধর্ম আচরণ করা উচিত নয়। আমি সন্তান লাভের অভিলাষী। দয়া করে আমার পতিকে ফিরিয়ে দিন, তাঁর রতিক্রীড়া এখনও সমাপ্ত হয়নি।

শ্লোক ২৮

দেহোঽয়ং মানুষো রাজন্ পুরুষস্যাখিলার্থদঃ ।
তস্মাদস্য বধো বীর সর্বার্থবধ উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

দেহঃ—দেহ; **অয়ম্**—এই; **মানুষঃ**—মানুষ; **রাজন্**—হে রাজন্; **পুরুষস্য**—জীবের; **অখিল**—সমস্ত; **অর্থদঃ**—পুরুষার্থ প্রদানকারী; **তস্মাৎ**—অতএব; **অস্য**—আমার পতির দেহের; **বধঃ**—বধ; **বীর**—হে বীর; **সর্ব-অর্থ-বধঃ**—সমস্ত পুরুষার্থ বিনাশ; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

হে রাজন্, হে বীর, এই মনুষ্যদেহ জীবের সর্ব-পুরুষার্থপ্রদ। আপনি যদি এই দেহ অকালে বধ করেন, তা হলে আপনি সর্বপুরুষার্থ বিনষ্ট করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য-জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

মনুষ্য-শরীর অত্যন্ত দুর্লভ, কারণ এই শরীরে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। এই জড় জগতে জীবের অবস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। জড় জগতে মানুষ সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু জীবনের চরম গন্তব্যস্থল যে কি তা না জানার ফলে, জীব একের পর এক দেহ পরিবর্তন করে। কিন্তু কেউ যখন সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সেই শরীরে সে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ চরিতার্থ করতে পারে, এবং যথাযথভাবে পরিচালিত হলে মোক্ষের স্তরও অতিক্রম করে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম পুরুষার্থ—সংসার-চক্রের নিবৃত্তি সাধন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া (*মামেতি*), এবং সেখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া। তাই মনুষ্য-শরীর গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের এই চরম উন্নতি সাধন করা। মনুষ্য-সমাজে নরহত্যা এক অতি গর্হিত অপরাধ। কসাইখানায় লক্ষ লক্ষ পশু হত্যা হচ্ছে, কিন্তু সেই জন্য কেউই কিছু মনে করে না, কিন্তু একজন মানুষকে যদি হত্যা করা হয়, তা হলে তার ফলে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কেন? কারণ জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনুষ্য-শরীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৯

এষ হি ব্রাহ্মণো বিদ্বাংস্তপঃশীলগুণান্বিতঃ ।
আরিরাধয়িষুর্ব্রহ্ম মহাপুরুষসংজ্ঞিতম্ ।
সর্বভূতাত্মভাবেন ভূতেষ্বন্তর্হিতং গুণৈঃ ॥ ২৯ ॥

এষঃ—এই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রাহ্মণঃ**—যোগ্য ব্রাহ্মণ; **বিদ্বান্**—বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত; **তপঃ**—তপস্যা; **শীল**—সৎ আচরণ; **গুণ-অন্বিতঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত; **আরিরাধয়িষুঃ**—আরাধনা করতে অভিলাষী; **ব্রহ্ম**—পরমব্রহ্ম; **মহা-পুরুষ**—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; **সংজ্ঞিতম্**—পরিচিত; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবের; **আত্ম-ভাবেন**—পরমাত্মারূপে; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **অন্তর্হিতম্**—হৃদয়ে; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা।

অনুবাদ

এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান, অত্যন্ত গুণবান, তপস্যা-পরায়ণ এবং সমস্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার অভিলাষী।

তাৎপর্য

সেই ব্রাহ্মণের পত্নী তাঁর পতিকে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়ার ফলেই ব্রাহ্মণ বলে মনে করেননি। পক্ষান্তরে, এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত গুণ সমন্বিত যথার্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। *যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১১/৩৫)। ব্রাহ্মণের লক্ষণ শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

"শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৪২) কেবল ব্রাহ্মণোচিত গুণ সমন্বিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপে যুক্ত হতে হবে। কেবল গুণই যথেষ্ট নয়; ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। ব্রাহ্মণের কর্তব্য হচ্ছে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জানা (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। যেহেতু এই ব্রাহ্মণ ছিলেন যথার্থ ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন এবং ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপে যুক্ত (*ব্রহ্মকর্ম*), তাই তাঁকে হত্যা করা এক অত্যন্ত গর্হিত পাপ হবে, এবং সেই জন্য ব্রাহ্মণের পত্নী তাঁকে হত্যা না করতে অনুরোধ করেছিলেন ।

শ্লোক ৩০

সোঽয়ং ব্রহ্মর্ষিবর্যস্তে রাজর্ষিপ্রবরাদ্ বিভো ।
কথমর্হতি ধর্মজ্ঞ বধং পিতুরিবাত্মজঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ—তিনি, ব্রাহ্মণ; **অয়ম্**—এই; **ব্রহ্ম-ঋষি-বর্যঃ**—কেবল ব্রাহ্মণই নয়, অধিকন্তু তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি; **তে**—আপনারও; **রাজর্ষি-প্রবরাৎ**—সমস্ত রাজর্ষিদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ; **বিভো**—হে রাজ্যের প্রভু; **কথম্**—কিভাবে; **অর্হতি**—যোগ্য; **ধর্ম-জ্ঞ**—হে ধর্মতত্ত্ববিৎ; **বধম্**—বধ; **পিতুঃ**—পিতার থেকে; **ইব**—সদৃশ; **আত্মজঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

হে প্রভো! আপনি ধর্মতত্ত্ববেত্তা। পুত্র যেমন কখনও পিতার বধার্হ হতে পারে না, তেমনই এই ব্রাহ্মণও আপনার পাল্য। ইনি কিভাবে আপনার মতো একজন রাজর্ষির বধযোগ্য হতে পারে?

তাৎপর্য

রাজর্ষি শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে রাজা ঋষির মতো আচরণ করেন। এই প্রকার রাজাকে নরদেবও বলা হয়, কারণ তিনি ভগবানের প্রতিনিধি। যেহেতু তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য রাজ্যশাসন করা, তাই রাজার পক্ষে কখনও ব্রাহ্মণকে হত্যা করা উচিত নয়। সাধারণত ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধ এবং গাভী কখনই দণ্ডণীয় নয়। তাই ব্রাহ্মণের পত্নী রাজাকে সেই পাপকর্ম থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

তস্য সাধোরপাপস্য ভ্রূণস্য ব্রহ্মবাদিনঃ ।
কথং বধং যথা বভ্রোর্মন্যতে সম্মতো ভবান্ ॥ ৩১ ॥

তস্য—তাঁর; **সাধোঃ**—সাধুর; **অপাপস্য**—নিষ্পাপ; **ভ্রূণস্য**—ভ্রূণের; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—ব্রহ্মজ্ঞ; **কথম্**—কিভাবে; **বধম্**—বধ; **যথা**—যেমন; **বভ্রোঃ**—গাভীর; **মন্যতে**—আপনি মনে করছেন; **সৎ-মতঃ**—মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

আপনি সাধুদেরও পূজিত। তাই এই সাধু, নিষ্পাপ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আপনি কেন হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? তাঁকে হত্যা করা ভ্রূণহত্যা অথবা গোহত্যারই মতো পাপ হবে।

তাৎপর্য

অমরকোষ অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, *ভ্রূণোঽর্ভকে বালগর্ভে*—*ভ্রূণ* শব্দটি গাভী অথবা গর্ভস্থ শিশুকে উল্লেখ করে। বৈদিক সংস্কৃতিতে গোহত্যা অথবা ব্রহ্মহত্যার মতোই ভ্রূণহত্যা অত্যন্ত গর্হিত পাপ। গর্ভে জীব অপূর্ণ শরীরে অবস্থান করে। আধুনিক বিজ্ঞানে যে বলা হয় রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের উদ্ভব হয়, তা পাগলের প্রলাপের মতোই অর্থহীন। বৈজ্ঞানিকেরা ডিম থেকে জন্ম হয় যে সমস্ত প্রাণীর, সেই রকম একটি জীবও তৈরি করতে পারেনি। রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে ডিম সৃষ্টি করে তার থেকে যে তারা জীবনের সৃষ্টি করবে বলে জল্পনা-কল্পনা করছে, তা নিতান্তই অর্থহীন। তারা বলে, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব, কিন্তু এই সমস্ত মূর্খেরা সেই রকম কোন রাসায়নিক সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারেনি। এই শ্লোকে বলা হয়েছে *ভ্রূণস্য বধম্*—ভ্রূণহত্যা। এটি বৈদিক শাস্ত্রের ঘোষণা। জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে বলে নাস্তিকদের যে মতবাদ, সেটি হচ্ছে সব চাইতে বড় মূর্খতা।

শ্লোক ৩২

যদ্যয়ং ক্রিয়তে ভক্ষ্যস্তর্হি মাং খাদ পূর্বতঃ।
ন জীবিষ্যে বিনা যেন ক্ষণং চ মৃতকং যথা ॥ ৩২ ॥

যদি—যদি; **অয়ম্**—এই ব্রাহ্মণ; **ক্রিয়তে**—গ্রহণ করা হয়; **ভক্ষ্যঃ**—আহার্য রূপে; **তর্হি**—তা হলে; **মাম্**—আমাকে; **খাদ**—ভক্ষণ করুন; **পূর্বতঃ**—পূর্বে; **ন**—না; **জীবিষ্যে**—আমি জীবন ধারণ করব; **বিনা**—ব্যতীত; **যেন**—যাঁকে (আমার পতিকে); **ক্ষণম্ চ**—ক্ষণকালের জন্য; **মৃতকম্**—মৃতদেহ; **যথা**—সদৃশ।

অনুবাদ

আমার পতি ব্যতীত আমি ক্ষণকালের জন্যও জীবন ধারণ করতে পারব না। আপনি যদি আমার পতিকে ভক্ষণ করতে চান, তা হলে প্রথমে আমাকে ভক্ষণ করুন, কারণ আমার পতির বিরহে আমি মৃততুল্যা।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতিতে সতী বা সহমরণ প্রথা রয়েছে, যাতে পত্নী মৃত পতির সহমৃতা হন। এই প্রথা অনুসারে পতির মৃত্যু হলে, পত্নী স্বেচ্ছায় তাঁর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ

করেন। এই শ্লোকে ব্রাহ্মণপত্নী সেই সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। পতি-বিরহে পত্নী মৃততুল্যা। তাই বৈদিক সংস্কৃতিতে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই দায়িত্বটি কন্যার পিতার। পিতা কন্যাকে দান করতে পারেন, এবং পতির একাধিক পত্নী থাকতে পারে, কিন্তু কন্যার বিবাহ দিতেই হবে। এটিই বৈদিক সংস্কৃতি। নারীকে সর্বদাই কারও না কারও রক্ষণাবেক্ষণে থাকতে হয়—শৈশবে পিতার, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে উপযুক্ত পুত্রের তত্ত্বাবধানে তাঁকে থাকতে হয়। *মনুসংহিতায়* স্ত্রী-স্বাধীনতা অনুমোদিত হয়নি। স্ত্রী-স্বাধীনতা মানেই হচ্ছে দুর্দশা। এই যুগে বহু মেয়েরা অবিবাহিত এবং ভ্রান্তভাবে তারা নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করছে, কিন্তু তাদের জীবন দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। এখানে তার ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে পতির বিরহে স্ত্রী নিজেকে মৃততুল্যা বলে মনে করছেন।

শ্লোক ৩৩

এবং করুণভাষিণ্যা বিলপন্ত্যা অনাথবৎ ।
ব্যাঘ্রঃ পশুমিবাখাদৎ সৌদাসঃ শাপমোহিতঃ ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **করুণ-ভাষিণ্যাঃ**—ব্রাহ্মণের পত্নী যখন অত্যন্ত করুণভাবে আবেদন করছিল; **বিলপন্ত্যাঃ**—বিলাপ করছিল; **অনাথ-বৎ**—অনাথিনীর মতো; **ব্যাঘ্রঃ**—ব্যাঘ্র; **পশুম্**—পশু; **ইব**—সদৃশ; **অখাদৎ**—ভক্ষণ করেছিল; **সৌদাসঃ**—রাজা সৌদাস; **শাপ**—অভিশাপের দ্বারা; **মোহিতঃ**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের পত্নী যদিও করুণভাবে অনাথিনীর মতো বিলাপ করছিলেন, তবুও তাঁর সেই কাতর বাক্যে বিচলিত না হয়ে, বশিষ্ঠের শাপে মোহিত রাজা সৌদাস বাঘ যেভাবে পশু ভক্ষণ করে, ঠিক সেইভাবে সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেছিল।

তাৎপর্য

এটি নিয়তির একটি দৃষ্টান্ত। রাজা সৌদাস বশিষ্ঠের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, এবং অত্যন্ত গুণবান হওয়া সত্ত্বেও বাঘের মতো হিংস্র এক রাক্ষসে পরিণত হয়েছিলেন, কারণ সেটিই ছিল তাঁর নিয়তি। *তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃসুখম্*

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৮)। ভাগ্যক্রমে যেমন দুঃখভোগ হয়, তেমনই ভাগ্যের ফলে সুখও লাভ হয়। নিয়তি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে সেই নিয়তির পরিবর্তন করা যায়। *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৫৪)।

শ্লোক ৩৪

ব্রাহ্মণী বীক্ষ্য দিধিষুং পুরুষাদেন ভক্ষিতম্ ।
শোচন্ত্যাত্মানমুর্বীশমশপৎ কুপিতা সতী ॥ ৩৪ ॥

ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণপত্নী; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দিধিষুম্**—গর্ভাধানে উদ্যত পতিকে; **পুরুষ-অদেন**—রাক্ষসের দ্বারা; **ভক্ষিতম্**—ভক্ষণ করতে; **শোচন্তি**—গভীরভাবে শোক করতে করতে; **আত্মানম্**—তাঁর দেহ অথবা আত্মার জন্য; **উর্বীশম্**—রাজাকে; **অশপৎ**—শাপ দিয়েছিলেন; **কুপিতা**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **সতী**—সতী।

অনুবাদ

সতী ব্রাহ্মণী যখন দেখলেন যে, গর্ভাধানে উদ্যত তাঁর পতিকে সেই রাক্ষস ভক্ষণ করছে, তখন তিনি শোকে অভিভূতা হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তখন সেই রাজাকে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৫

যস্মান্মে ভক্ষিতঃ পাপ কামার্তায়াঃ পতিস্ত্বয়া ।
তবাপি মৃত্যুরাধানাদকৃতপ্রজ্ঞ দর্শিতঃ ॥ ৩৫ ॥

যস্মাৎ—যেহেতু; **মে**—আমার; **ভক্ষিতঃ**—ভক্ষণ করেছ; **পাপ**—হে পাপিষ্ঠ; **কামার্তায়াঃ**—কামপীড়িতা রমণীর; **পতিঃ**—পতি; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **তব**—তোমার; **অপি**—ও; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **আধানাৎ**—তুমি যখন তোমার পত্নীতে গর্ভাধান করবে; **অকৃত-প্রজ্ঞ**—হে মূর্খ; **দর্শিতঃ**—তোমাকে এই অভিশাপ দেওয়া হল।

অনুবাদ

হে মূর্খ! হে পাপিষ্ঠ! আমি যখন কামপীড়িতা হয়ে আমার পতির বীর্য ধারণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তখন যেহেতু তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করেছ, তাই

আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তুমি যখন তোমার পত্নীর গর্ভে বীর্যাধান করবে, তখন তোমার মৃত্যু হবে। অর্থাৎ, যখনই তুমি মৈথুনরত হবে, তখনই তোমার মৃত্যু হবে।

শ্লোক ৩৬

এবং মিত্রসহং শপ্ত্বা পতিলোকপরায়ণা ।
তদস্থীনি সমিদ্ধেহগ্নৌ প্রাস্য ভর্তুর্গতিং গতা ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **মিত্রসহম্**—রাজা সৌদাসকে; **শপ্ত্বা**—অভিশাপ দিয়ে; **পতিলোক-পরায়ণা**—তাঁর পতির অনুগমন করার বাসনায়; **তৎ-অস্থীনি**—তাঁর পতির অস্থি; **সমিদ্ধে অগ্নৌ**—প্রজ্বলিত অগ্নিতে; **প্রাস্য**—নিক্ষেপ করে; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতির; **গতিম্**—গতি; **গতা**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী মিত্রসহ নামক রাজা সৌদাসকে এইভাবে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তারপর, পতির সহগামিনী হওয়ার বাসনায় তিনি তাঁর পতির অস্থি প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্থাপনপূর্বক সেই আগুনে স্বয়ং প্রবেশ করে তাঁর পতির গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

বিশাপো দ্বাদশাব্দান্তে মৈথুনায় সমুদ্যতঃ ।
বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণীশাপং মহিষ্যা স নিবারিতঃ ॥ ৩৭ ॥

বিশাপঃ—শাপমুক্ত হয়ে; **দ্বাদশ-অব্দ-অন্তে**—দ্বাদশ বৎসর পর; **মৈথুনায়**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে মৈথুনের জন্য; **সমুদ্যতঃ**—সৌদাস যখন উদ্যত হয়েছিলেন; **বিজ্ঞাপ্য**—তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন; **ব্রাহ্মণী-শাপম্**—ব্রাহ্মণীর অভিশাপ; **মহিষ্যা**—রাণীর দ্বারা; **সঃ**—তিনি (রাজা); **নিবারিতঃ**—নিবারণ করেছিলেন।

অনুবাদ

বারো বছর পর রাজা সৌদাস বশিষ্ঠের শাপ থেকে মুক্ত হয়ে যখন তাঁর পত্নীর সঙ্গে মৈথুনে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন তাঁর পত্নী তাঁকে ব্রাহ্মণীর অভিশাপ মনে করিয়ে দিয়ে রতিক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

অত উর্ধ্বং স তত্যাজ স্ত্রীসুখং কর্মণাপ্রজাঃ ।
বসিষ্ঠস্তদনুজ্ঞাতো মদয়ন্ত্যাং প্রজামধাৎ ॥ ৩৮ ॥

অতঃ—এইভাবে; **উর্ধ্বম্**—অদূর ভবিষ্যতে; **সঃ**—তিনি, রাজা; **তত্যাজ**—ত্যাগ করেছিলেন; **স্ত্রী-সুখম্**—স্ত্রীসঙ্গের সুখ; **কর্মণা**—কর্মফলের দ্বারা; **অপ্রজাঃ**—নিঃসন্তান হয়েছিলেন; **বসিষ্ঠঃ**—মহর্ষি বশিষ্ঠ; **তৎ-অনুজ্ঞাতঃ**—সন্তান উৎপাদনের জন্য রাজার অনুমতিক্রমে; **মদয়ন্ত্যাম্**—রাজ সৌদাসের পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভে; **প্রজাম্**—পুত্র; **অধাৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে রাজা স্ত্রীসঙ্গসুখ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং কর্মফলবশত নিঃসন্তান হয়েছিলেন। পরে রাজার অনুমতিক্রমে, মহর্ষি বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভে একটি সন্তান উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৩৯

সা বৈ সপ্ত সমা গর্ভমবিভ্রন্ন ব্যজায়ত ।
জঘ্নেহশ্মনোদরং তস্যাঃ সোহশ্মকস্তেন কথ্যতে ॥ ৩৯ ॥

সা—তিনি, মহিষী মদয়ন্তী; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সপ্ত**—সাত; **সমাঃ**—বৎসর; **গর্ভম্**—গর্ভস্থ শিশু; **অবিভ্রৎ**—ধারণ করেছিলেন; **ন**—না; **ব্যজায়ত**—প্রসব করেছিলেন; **জঘ্নে**—আঘাত করেছিলেন; **অশ্মনা**—একটি পাথরের দ্বারা; **উদরম্**—উদর; **তস্যাঃ**—তাঁর; **সঃ**—পুত্র; **অশ্মকঃ**—অশ্মক নামক; **তেন**—সেই কারণে; **কথ্যতে**—বিখ্যাত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মদয়ন্তী সাত বছর যাবৎ গর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং তা সত্ত্বেও পুত্র প্রসূত হয়নি। তাই বশিষ্ঠ তাঁর উদরে একটি প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করেছিলেন, এবং তখন পুত্রের জন্ম হয়। সেই জন্য এই পুত্র অশ্মক ('অশ্ম বা পাথরের আঘাতে উৎপন্ন') নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪০

**অশ্মকাদ্বালিকো জজ্ঞে যঃ স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ ।
নারীকবচ ইত্যুক্তো নিঃক্ষত্রে মূলকোঽভবৎ ॥ ৪০ ॥**

অশ্মকাৎ—অশ্মক থেকে; **বালিকঃ**—বালিক নামক একটি পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **যঃ**—এই বালিক; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীদের দ্বারা; **পরিরক্ষিতঃ**—রক্ষিত হয়েছিলেন; **নারী-কবচঃ**—নারীকবচ; **ইতি উক্তঃ**—নামে পরিচিত হন; **নিঃক্ষত্রে**—(পরশুরাম সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার করলে) পৃথিবী যখন নিঃক্ষত্রিয় হয়েছিল; **মূলকঃ**—মূলক, ক্ষত্রিয় বংশের মূল; **অভবৎ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

অশ্মক থেকে বালিকের জন্ম হয়। বালিক স্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরশুরামের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় নারীকবচ ('যিনি নারীদের দ্বারা রক্ষিত হয়েছিলেন')। পরশুরাম যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তখন বালিক ক্ষত্রিয় বংশের মূল হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় মূলক।

শ্লোক ৪১

**ততো দশরথস্তস্মাৎ পুত্র ঐড়বিড়িস্ততঃ ।
রাজা বিশ্বসহো যস্য খট্বাঙ্গশ্চক্রবর্ত্যভূৎ ॥ ৪১ ॥**

ততঃ—বালিক থেকে; **দশরথঃ**—দশরথ নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **ঐড়বিড়িঃ**—ঐড়বিড়ি নামক; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **রাজা বিশ্বসহঃ**—বিশ্বসহ নামক বিখ্যাত রাজার জন্ম হয়; **যস্য**—যাঁর; **খট্বাঙ্গঃ**—খট্বাঙ্গ নামক রাজা; **চক্রবর্তী**—সম্রাট; **অভূৎ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

বালিক থেকে দশরথ নামক পুত্রের জন্ম হয়, দশরথ থেকে ঐড়বিড়ি নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং ঐড়বিড়ি থেকে রাজা বিশ্বসহের জন্ম হয়। রাজা বিশ্বসহের পুত্র ছিলেন বিখ্যাত মহারাজ খট্বাঙ্গ।

শ্লোক ৪২

যো দেবৈরর্থিতো দৈত্যানবধীদ্ যুধি দুর্জয়ঃ ।
মুহূর্তমায়ুর্জ্ঞাত্বৈত্য স্বপুরং সন্দধে মনঃ ॥ ৪২ ॥

যঃ—যিনি, রাজা খট্বাঙ্গ; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **দৈত্যান্**—দৈত্যদের; **অবধীৎ**—সংহার করেছিলেন; **যুধি**—যুদ্ধে; **দুর্জয়ঃ**—অজেয়; **মুহূর্তম্**—এক মুহূর্ত মাত্র; **আয়ুঃ**—আয়ু; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **এত্য**—ফিরে এসেছিলেন; **স্ব-পুরম্**—তাঁর রাজধানীতে; **সন্দধে**—স্থির করেছিলেন; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

রাজা খট্বাঙ্গ যুদ্ধে অজেয় ছিলেন। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন, এবং দেবতারা তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বরদান করতে চেয়েছিলেন। রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন তাঁর আর কতকাল আয়ু বাকি রয়েছে, এবং দেবতারা তাঁকে তখন জানান যে, তাঁর আয়ু আর এক মুহূর্ত মাত্র বাকি রয়েছে। তখন তিনি তাঁর রাজধানীতে ফিরে এসে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ খট্বাঙ্গের ভগবদ্ভক্তির দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। মহারাজ খট্বাঙ্গ কেবল এক মুহূর্তের জন্য ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তার ফলেই তিনি ভগবদ্ধামে উন্নীত হয়েছিলেন। তাই, কেউ যদি তাঁর জীবনের শুরু থেকেই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন (*অসংশয়*)।

ভগবদ্গীতায় ভক্তের বর্ণনা করে *অসংশয়* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবান স্বয়ং সেখানে উপদেশ দিয়েছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

"হে পার্থ (অর্জুন), আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/১)

ভগবান আরও বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৯)

তাই, জীবনের শুরু থেকেই ভক্তিযোগের অনুশীলন করা উচিত, যার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বর্ধিত হয়। কেউ যদি প্রতিদিন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, ভগবানের আরাধনা করে ভোগ নিবেদন করেন, ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন এবং ভগবানের মহিমা যতদূর সম্ভব প্রচার করেন, তা হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হবেন। মন যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয় (*ময্যাসক্তমনাঃ*), তখন মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়। কেউ যদি সেই সুযোগ হারায়, এবং বুঝতে না পারে কোথায় সে যাচ্ছে, তা হলে তাকে এই সংসার-চক্রেই পড়ে থাকতে হবে এবং কখন যে আবার তার মনুষ্য জন্ম লাভ হবে ও ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আসবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই যাঁরা পরম বুদ্ধিমান, তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেন।

শ্লোক ৪৩

ন মে ব্রহ্মকুলাৎ প্রাণাঃ কুলদৈবান্ন চাত্মজাঃ ।
ন শ্রিয়ো ন মহী রাজ্যং ন দারাশ্চাতিবল্লভাঃ ॥ ৪৩ ॥

ন—না; **মে**—আমার; **ব্রহ্ম-কুলাৎ**—ব্রাহ্মণদের গোষ্ঠী থেকে; **প্রাণাঃ**—জীবন; **কুল-দৈবাৎ**—কুলদেবতা-স্বরূপ; **ন**—না; **চ**—ও; **আত্মজাঃ**—পুত্র এবং কন্যাগণ; **ন**—না; **শ্রিয়ঃ**—ঐশ্বর্য; **ন**—না; **মহী**—পৃথিবী; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **ন**—না; **দারাঃ**—পত্নী; **চ**—ও; **অতি-বল্লভাঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

মহারাজ খট্বাঙ্গ স্থির করেছিলেন—আমার কুলের দ্বারা পূজিত ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি আমার প্রাণ থেকেও অধিক প্রিয়। অতএব আমার রাজ্য, পৃথিবী পত্নী, সন্তান এবং ঐশ্বর্যের কথা কি আর বলার আছে? কোন কিছুই আমার কাছে ব্রাহ্মণদের থেকে অধিক প্রিয় নয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পক্ষপাতী মহারাজ খট্টাঙ্গ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটিরও সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ভগবান এই প্রার্থনাটির দ্বারা আরাধিত হন—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

"আমি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সমস্ত গাভী, ব্রাহ্মণ এবং জীবদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি গোবিন্দকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দের উৎস।" কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। বস্তুতপক্ষে, যে সুদক্ষ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে জানেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কি চান তা জানেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ। *ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ*। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম, এবং তাই সমস্ত কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিরা বা কৃষ্ণভক্তরা হচ্ছেন অতি উন্নত স্তরের ব্রাহ্মণ। খট্টাঙ্গ মহারাজ কৃষ্ণভক্তদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং মানব-সমাজের প্রকৃত আলোক বলে মনে করেছিলেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনায় এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে উন্নতি সাধনের অভিলাষী, তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানা (*কৃষ্ণায় গোবিন্দায়*)। তা হলেই তাঁর জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৪৪

ন বাল্যেঽপি মতির্মহ্যমধর্মে রমতে ক্বচিৎ ।
নাপশ্যমুত্তমশ্লোকাদন্যৎ কিঞ্চন বস্ত্বহম্ ॥ ৪৪ ॥

ন—না; **বাল্যে**—শৈশবে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **মতিঃ**—আকর্ষণ; **মহ্যম্**—আমার; **অধর্মে**—অধর্মে; **রমতে**—উপভোগ করে; **ক্বচিৎ**—কোন সময়; **ন**—না; **অপশ্যম্**—আমি দেখেছিলাম; **উত্তমশ্লোকাৎ**—ভগবান থেকে; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **বস্তু**—বস্তু; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

আমি আমার শৈশবেও কোনও তুচ্ছ বস্তু অথবা অধর্মে আসক্ত হইনি। আমি অন্য কোন বস্তুকে উত্তমশ্লোক ভগবান থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিনি।

তাৎপর্য

মহারাজ খট্বাঙ্গ কৃষ্ণভক্তের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। কৃষ্ণভক্ত অন্য কোন কিছুই ভগবানের থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না, এবং তিনি এই জড় জগতে কোন বস্তুই ভগবান থেকে ভিন্ন বলে দর্শন করেন না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ৮/২৭৪) বলা হয়েছে—

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥

"মহাভাগবত স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুসমূহ দর্শন করেন ঠিকই, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে তাদের রূপ দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে, তাঁর কাছে সর্বত্রই ভগবানের মূর্তি প্রকাশিত হয়।" ভগবদ্ভক্ত এই জড় জগতে থাকলেও এই জড় জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। *নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে।* তিনি এই জড় জগৎ ভগবানের সম্পর্কে দর্শন করেন। ভক্তও অর্থ উপার্জন করতে পারেন, কিন্তু সেই অর্থ তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য বড় বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এবং ভগবানের পূজার আয়োজন করে ব্যয় করেন। খট্বাঙ্গ মহারাজ একজন বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ছিলেন না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সম্পত্তি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অন্যান্য সমস্ত বস্তুর প্রতি সর্বদাই আসক্ত থাকে, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খট্বাঙ্গ মহারাজ এই সমস্ত বস্তুর প্রতি আসক্ত ছিলেন না, এমন কি ভগবানের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্বও তিনি চিন্তা করতেন না। *ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্*—সব কিছুই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। অবশ্য এই চেতনা সাধারণ মানুষদের জন্য নয়, কিন্তু কেউ যদি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর* বর্ণনা অনুসারে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি সেই চেতনার অনুশীলন করে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন। কৃষ্ণভক্তের কাছে, যা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, তা সম্পূর্ণরূপে বিস্বাদ বলে মনে হয়।

শ্লোক ৪৫

দেবৈঃ কামবরো দত্তো মহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ ।
ন বৃণে তমহং কামং ভূতভাবনভাবনঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; **কাম-বরঃ**—বাসনা অনুরূপ বর; **দত্তঃ**—দিয়েছিলেন; **মহ্যম্**—আমাকে; **ত্রিভুবন-ঈশ্বরৈঃ**—ত্রিভুবনের রক্ষক দেবতাদের দ্বারা (যাঁরা এই

জড় জগতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন); **ন বৃণে**—গ্রহণ করেননি; **তম্**—তা; **অহম্**—আমি; **কামম্**—এই জড় জগতে বাঞ্ছনীয় সব কিছু; **ভূতভাবন-ভাবনঃ**—সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, (এবং তাই অন্য কোন জড় বিষয়ে আসক্ত না হয়ে)।

অনুবাদ

ত্রিভুবনের অধিপতি দেবতারা আমাকে বাসনা অনুরূপ বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেই বর গ্রহণ করতে চাইনি, কারণ এই জড় জগতে সব কিছুর যিনি স্রষ্টা, আমি কেবল সেই ভগবানের প্রতি আসক্ত। আমি এই জড় জগতের সমস্ত বরের থেকে ভগবানের প্রতি অধিক আসক্ত।

তাৎপর্য

ভক্ত সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*—যিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন, তিনি আর জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকতে পারেন না। ধ্রুব মহারাজ জড়-জাগতিক লাভের আশায় বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি কোন রকম জাগতিক বর গ্রহণ করতে চাননি। তিনি বলেছিলেন, *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*—"হে প্রভু! আপনার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি অথবা পাইনি, তাতেই আমি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত। আমার আর কোন কিছু চাওয়ার নেই, কারণ আমি আপনার সেবায় যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছি।" এটিই শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব, যিনি ভগবানের কাছ থেকে প্রাকৃত অথবা অপ্রাকৃত কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না। আমাদের এই সংস্থাটিকে তাই বলা হয় *কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় সম্পূর্ণরূপে যাঁরা তৃপ্ত হয়েছেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সংঘ। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হওয়া ব্যয়বহুল অথবা ক্লেশদায়ক নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু*—"তোমার মনকে সর্বদা আমার চিন্তায় মগ্ন কর, আমাকে প্রণতি নিবেদন কর এবং আমার পূজা কর।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩৪) যে কোন ব্যক্তি অনায়াসে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারেন। একেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। যিনি কৃষ্ণভাবনামৃতে মগ্ন, তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণের কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের প্রার্থনা করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, যাতে তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর মহিমা প্রচার করতে পারেন। *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*। কৃষ্ণভক্ত সংসার-চক্র থেকে মুক্ত

হতেও চান না। তিনি কেবল প্রার্থনা করেন, "আপনার ইচ্ছা অনুসারে যদি আমাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে আমার একমাত্র প্রার্থনা যে, আমি যেন আপনার সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।"

শ্লোক ৪৬

যে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়ধিয়ো দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতম্ ।
ন বিন্দন্তি প্রিয়ং শশ্বদাত্মানং কিমুতাপরে ॥ ৪৬ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; **বিক্ষিপ্ত-ইন্দ্রিয়-ধিয়ঃ**—যাদের ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি জড়-জাগতিক পরিবেশের প্রভাবে সর্বদা বিক্ষিপ্ত; **দেবাঃ**—দেবতাদের মতো; **তে**—এই প্রকার ব্যক্তিরা; **স্ব-হৃদি**—তাঁদের হৃদয়ে; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **ন**—না; **বিন্দন্তি**—জানেন; **প্রিয়ম্**—পরম প্রিয় ভগবান; **শশ্বৎ**—নিরন্তর, নিত্য; **আত্মানম্**—ভগবানকে; **কিম্ উত**—কি আর কথা; **অপরে**—অন্যদের (মানুষদের মতো ব্যক্তিদের)।

অনুবাদ

দেবতারা যদিও অত্যন্ত উন্নত চেতনাসম্পন্ন এবং উচ্চতর লোকে অবস্থিত, তবুও তাঁদের মন, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি জড়-জাগতিক প্রভাবে বিক্ষিপ্ত। তাই তাঁরা অন্তর্যামীরূপে তাঁদের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন না। অতএব সাধারণ মানুষদের আর কি কথা?

তাৎপর্য

ভগবান যে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তা বাস্তব সত্য (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। কিন্তু জড়-জাগতিক উৎকণ্ঠার ফলে, ভগবান আমাদের এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি না। যারা সর্বদা জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত, তাদের জন্য যৌগিক পন্থার অনুশীলনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের চিত্ত তাদের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানে একাগ্র করতে পারে। *ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*। যেহেতু জড়-জাগতিক পরিবেশে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই বিক্ষিপ্ত, তাই ধারণ, আসন, ধ্যান ইত্যাদি যৌগিক পন্থার দ্বারা মনকে শান্ত করে ভগবানে একাগ্র করার আবশ্যকতা রয়েছে। অর্থাৎ, যৌগিক পন্থা হচ্ছে ভগবানকে উপলব্ধি করার জড়-জাগতিক প্রচেষ্টা, কিন্তু ভক্তি হচ্ছে তাঁকে উপলব্ধি করার অপ্রাকৃত

পন্থা। মহারাজ খট্বাঙ্গ ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিলেন, এবং তাই তিনি কোন জড়-জাগতিক বিষয়ে আসক্ত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলেছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানা যায়।" ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলে উপলব্ধি করা যায়। ভগবান কখনও বলেননি যোগের দ্বারা অথবা জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানা যায়। ভক্তি সব রকম জড়-জাগতিক প্রচেষ্টার ঊর্ধ্বে। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*। ভক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্মল, এমন কি তা জ্ঞান অথবা পুণ্যকর্মের আবরণ থেকেও মুক্ত।

শ্লোক ৪৭

অথেশমায়ারচিতেষু সঙ্গং
গুণেষু গন্ধর্বপুরোপমেষু ।
রূঢ়ং প্রকৃত্যাত্মনি বিশ্বকর্তু-
র্ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥ ৪৭ ॥

অথ—অতএব; **ঈশ-মায়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা; **রচিতেষু**—বিরচিত বস্তুতে; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণে; **গন্ধর্ব-পুর-উপমেষু**—যা গন্ধর্বপুর সদৃশ অলীক; **রূঢ়ম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **প্রকৃত্যা**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **আত্মনি**—পরমাত্মাকে; **বিশ্ব-কর্তুঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তার; **ভাবেন**—ভক্তির দ্বারা; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **তম্**—তাঁকে (ভগবানকে); **অহম্**—আমি; **প্রপদ্যে**—শরণাগত হই।

অনুবাদ

তাই আমি এখন ভগবানের মায়া রচিত সমস্ত বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করব। আমি ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হব। ভগবানের মায়া বিরচিত এই জড় সৃষ্টি গন্ধর্বপুরের মতো অলীক। প্রতিটি বদ্ধ জীবের জড় বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি রয়েছে, কিন্তু সেই আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

বিমানযোগে পার্বত্য উপত্যকার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় আকাশে কখনও কখনও নগরী, প্রাসাদ, অট্টালিকা ইত্যাদি দেখা যায়, কখনও কখনও বনের মধ্যেও

সেই প্রকার বস্তুর দর্শন হয়ে থাকে। একে বলা হয় *গন্ধর্বপুর*। এই জড় জগৎ এমনই এক গন্ধর্বপুরের মতো অলীক, এবং জড় চেতনায় অবস্থিত প্রতিটি ব্যক্তি এর প্রতি আসক্ত। কিন্তু খট্বাঙ্গ মহারাজ কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে এই সমস্ত বস্তুর প্রতি আসক্ত ছিলেন না। ভক্ত যদিও আপাত দৃষ্টিতে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হতে পারেন, তবুও তিনি তাঁর স্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। *নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে*। কেউ যদি সমস্ত জড় বিষয় ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করেন, তা হলে তাকে বলা হয় *যুক্তবৈরাগ্য* বা যথার্থ বৈরাগ্য। এই জড় জগতে নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়—সব কিছুই গ্রহণ করা উচিত ভগবানের সেবার জন্য। এটিই চিৎ-জগতের মনোভাব। মহারাজ খট্বাঙ্গ উপদেশ দিয়েছেন যে, সকলেই যেন জড় আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হন। তার ফলে জীবনের সার্থকতা লাভ হয়। এটিই শুদ্ধ ভক্তিযোগ, যার মূল হচ্ছে বৈরাগ্যবিদ্যা—বৈরাগ্য এবং জ্ঞান।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

"আমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই, যিনি এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি কৃপার সমুদ্র এবং তিনি আমাদের তাঁর ভক্তিরূপ বৈরাগ্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন।" (*চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক* ৬/৭৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই বৈরাগ্যবিদ্যার আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন, যার ফলে মানুষ জড় জগতের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন। এই কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, যার প্রভাবে জড় জগতের সমস্ত ভ্রান্ত আসক্তি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪৮

ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা নারায়ণগৃহীতয়া ।
হিত্বান্যভাবমজ্ঞানং ততঃ স্বং ভাবমাস্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—স্থির করে; **বুদ্ধ্যা**—যথার্থ বুদ্ধির দ্বারা; **নারায়ণ-গৃহীতয়া**—সর্বতোভাবে ভগবান নারায়ণের কৃপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; **হিত্বা**—ত্যাগ করে;

অন্য-ভাবম্—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য ভাবনা; **অজ্ঞানম্**—যা অজ্ঞান এবং অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নয়; **ততঃ**—তারপর; **স্বম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে তাঁর স্বরূপে; **ভাবম্**—ভক্তি; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ খট্বাঙ্গ তাঁর ভক্তিপরায়ণ বুদ্ধির দ্বারা এই প্রকার স্থির করে দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হন, তখন আর তাঁর উপর আধিপত্য করার অধিকার কারও থাকে না। কৃষ্ণভক্তিতে অধিষ্ঠিত হলে মানুষ আর অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকেন না। তিনি তখন সমস্ত অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।* জীব ভগবানের নিত্যদাস এবং তাই তিনি যখন সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ৪৯

যৎ তদ্ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্যকল্পিতম্ ।
ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গৃণন্তি হি সাত্বতাঃ ॥ ৪৯ ॥

যৎ—যা; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম পরম্**—পরব্রহ্ম; **সূক্ষ্মম্**—জড় অনুভূতির অতীত, চিন্ময়; **অশূন্যম্**—শূন্য বা নিরাকার নন; **শূন্য-কল্পিতম্**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা শূন্য বলে কল্পনা করে; **ভগবান্**—ভগবান; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণ; **ইতি**—এইভাবে; **যম্**—যাঁকে; **গৃণন্তি**—কীর্তন করেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সাত্বতাঃ**—শুদ্ধ ভক্তগণ।

অনুবাদ

ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যে সমস্ত বুদ্ধিহীন মানুষেরা নিরাকার অথবা শূন্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে তাঁকে জানা অসম্ভব, কারণ তিনি তা নন। তাই ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) বলা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"পরমতত্ত্ব তিনরূপে উপলব্ধ হন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। ভগবানই সব কিছুর আদি। ব্রহ্মও ভগবানের আংশিক প্রকাশ, এবং সর্বব্যাপ্ত ও সকলের হৃদয়ে বিরাজমান বাসুদেব বা পরমাত্মাও ভগবানেরই উন্নততর উপলব্ধি। কিন্তু কেউ যখন ভগবানকে জানতে পারেন (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*), কেউ যখন উপলব্ধি করেন যে, বাসুদেব হচ্ছেন পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম উভয়ই, তখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ব্যক্ত করে বলেছেন—*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*। পরং ব্রহ্ম শব্দ দুটি নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মার আশ্রয়কে উল্লেখ করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*, তার অর্থ হচ্ছে যে, শুদ্ধ ভক্তরা পূর্ণ উপলব্ধি লাভের পর, তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। মহারাজ খট্বাঙ্গ ভগবানকে তাঁর আশ্রয়রূপে বরণ করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত ছিলেন, তাই তিনি পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'অংশুমানের বংশ' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দশম অধ্যায়

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে মহারাজ খট্বাঙ্গের বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি রাবণকে বধ করার পর কিভাবে তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে গিয়েছিলেন, তারও বর্ণনা করা হয়েছে।

মহারাজ খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু এবং তাঁর পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। ভগবান যখন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন এই চার অংশে অবতীর্ণ হন, তখন বাল্মীকি প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী মহর্ষিরা শ্রীরামচন্দ্রের লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সংক্ষেপে সেই লীলা বর্ণনা করেছেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে গিয়ে মারীচ আদি রাক্ষসদের বধ করেন। হরধনু ভঙ্গের পর শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করেন এবং পরশুরামের দর্প হরণ করেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি লক্ষ্মণ এবং সীতাসহ বনে গমন করেন। সেখানে তিনি শূর্পণখার নাসাচ্ছেদন এবং খর, দূষণ আদি রাবণের অনুচরদের বধ করেন। সীতাদেবীকে অপহরণ করে রাবণ তার নিজের সর্বনাশের সূত্রপাত করে। মারীচ রাক্ষস যখন স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে আসে, তখন সীতাদেবীর প্রীতি সম্পাদনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাকে ধরতে যান, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণসহ বনে সীতার অন্বেষণ করতে থাকেন। সেই অন্বেষণের সময় জটায়ুর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তারপর ভগবান অসুর কবন্ধকে বধ করেন, এবং বানররাজ বালিকে বধ করে সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। বানরসৈন্য নিয়ে তিনি সমুদ্রের তীরে যান এবং সমুদ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সমুদ্র না আসায় সমুদ্রপতি ভগবান ক্রুদ্ধ হন। তখন সমুদ্র শীঘ্র ভগবানের কাছে এসে তাঁর শরণাগত হন এবং তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চান। ভগবান তখন সেতুবন্ধন করেন এবং বিভীষণের সহায়তায় রাবণের রাজধানী লঙ্কা আক্রমণ করেন। ভগবানের নিত্যসেবক হনুমান পূর্বেই লঙ্কাদহন করেছিলেন, এবং এখন

লক্ষ্মণের সহায়তায় শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী সমস্ত রাক্ষস-সৈন্যদের বধ করেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং রাবণকে সংহার করেন। রাবণের মৃত্যুতে মন্দোদরী প্রমুখ রাবণপত্নীরা বিলাপ করতে থাকেন, এবং শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশে বিভীষণ তাঁর জ্ঞাতিবর্গের ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য এবং দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। অশোক বন থেকে সীতাদেবীকে উদ্ধারপূর্বক পুষ্পক রথে করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে আসেন, এবং তাঁর ভ্রাতা ভরত তাঁকে সম্বর্ধনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করেন, তখন ভরত তাঁর পাদুকা নিয়ে আসেন, বিভীষণ ও সুগ্রীব চামর ব্যজন করেন, হনুমান ছত্র ধারণ করেন, শত্রুঘ্ন ভগবানের ধনুক ও তূণ ধারণ করেন, এবং সীতাদেবী তীর্থের জল কমণ্ডলুতে ধারণ করেন। অঙ্গদ খড়্গ বহন করেন এবং জাম্ববান (ঋক্ষরাজ) বর্ম বহন করেন। লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবী সহ শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁকে রাজারূপে অভিষিক্ত করেন। শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা শাসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

খট্বাঙ্গাদ্ দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ ।
অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদ্ দশরথোঽভবৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **খট্বাঙ্গাৎ**—মহারাজ খট্বাঙ্গ থেকে; **দীর্ঘবাহুঃ**—দীর্ঘবাহু নামক পুত্র; **চ**—এবং; **রঘুঃ তস্মাৎ**—তাঁর থেকে রঘুর জন্ম হয়েছিল; **পৃথুশ্রবাঃ**—মহাত্মা এবং যশস্বী; **অজঃ**—অজ নামক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **মহারাজঃ**—দশরথ নামক মহান রাজা; **তস্মাৎ**—অজ থেকে; **দশরথঃ**—দশরথ নামক; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু এবং তাঁর পুত্র মহাযশস্বী মহারাজ রঘু। রঘু থেকে অজ, এবং অজ থেকে মহারাজ দশরথের জন্ম হয়।

শ্লোক ২

তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো হরিঃ ।
অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ ।
রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্না ইতি সংজ্ঞয়া ॥ ২ ॥

তস্য—তাঁর, মহারাজ দশরথের; **অপি**—ও; **ভগবান্**—ভগবান; **এষঃ**—তাঁরা সকলে; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ব্রহ্মময়ঃ**—পরব্রহ্ম; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **অংশ-অংশেন**—অংশের অংশের দ্বারা; **চতুর্ধা**—চার মূর্তিতে; **অগাৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **পুত্রত্বম্**—পুত্রত্ব; **প্রার্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **রাম**—রামচন্দ্র; **লক্ষ্মণ**—লক্ষ্মণ; **ভরত**—ভরত; **শত্রুঘ্নাঃ**—এবং শত্রুঘ্ন; **ইতি**—এইভাবে; **সংজ্ঞয়া**—বিভিন্ন নামের দ্বারা।

অনুবাদ

দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান শ্রীহরি তাঁর অংশ এবং অংশের অংশসহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন। এইভাবে ভগবান চার মূর্তিতে মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁরা জীবতত্ত্ব নন। ভগবান বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*। বিষ্ণুতত্ত্ব এক এবং অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বহু রূপ ও অবতার রয়েছে। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন আদি বহুরূপে ভগবান বিরাজমান, এবং তাঁর এই সমস্ত রূপ তাঁর সৃষ্টির যে কোন অংশে বিরাজমান থাকতে পারেন। এই সমস্ত রূপ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবানরূপে নিত্য। একটি দীপ থেকে অন্য বহু দীপ প্রজ্বলিত হলেও যেমন সব কটি দীপই সমশক্তি সমন্বিত, তেমনই ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরাও সকলেই পূর্ণ শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন বিষ্ণুতত্ত্ব হওয়ার ফলে, তাঁরা সকলেই সমান শক্তি সমন্বিত। দেবতাদের প্রার্থনার ফলে তাঁরা মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

তস্যানুচরিতং রাজন্নৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরি ত্বয়া সীতাপতের্মুহুঃ ॥ ৩ ॥

তস্য—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতাদের; **অনুচরিতম্**—দিব্য কার্যকলাপ; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **ঋষিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **তত্ত্ব-দর্শিভিঃ**—তত্ত্বদর্শীদের দ্বারা; **শ্রুতম্**—শোনা গেছে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বর্ণিতম্**—যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে; **ভূরি**—বহু; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **সীতা-পতেঃ**—সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা; **মুহুঃ**—পুনঃপুনঃ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য কার্যকলাপ তত্ত্বদর্শী ঋষিদের দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু আপনি বার বার সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র শ্রবণ করেছেন, তাই আমি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করব, দয়া করে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

আধুনিক যুগের রাক্ষসেরা বড় বড় উপাধির ভিত্তিতে নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে জাহির করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভগবান নন, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু যাঁরা যথার্থই বিদ্বান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা কখনও সেই প্রকার ধারণা স্বীকার করেন না; তত্ত্বদর্শী পুরুষেরা যেভাবে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র এবং লীলাবিলাস বর্ণনা করেছেন, তা-ই কেবল তাঁরা স্বীকার করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) ভগবান উপদেশ দিয়েছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্রচিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" তত্ত্বদর্শী না হলে ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করা যায় না। তাই যদিও তথাকথিত বহু রামায়ণ বা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপের ইতিহাস রয়েছে, তাঁর সব কটিই প্রামাণিক নয়। কখনও কখনও নিজের কল্পনা, অনুমান অথবা ভাব প্রবণতার ভিত্তিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের

কার্যকলাপের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা কল্পনাপ্রসূত নয় এবং কখনও তা কল্পনা বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীরামচন্দ্রের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করার সময় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন, "আপনি ইতিমধ্যেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেছেন।" এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, পাঁচ হাজার বছর আগে বহু রামায়ণ ছিল এবং এখনও রয়েছে। কিন্তু কেবল সেই গ্রন্থগুলি গ্রহণ করা উচিত যা তত্ত্বদর্শীদের দ্বারা রচিত (*জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ*), এবং যে সমস্ত জড়বাদী পণ্ডিত তাদের উপাধির ভিত্তিতে জ্ঞানবান হওয়ার দাবি করে, তাদের রচিত তথাকথিত রামায়ণ কখনই প্রামাণিক নয়। এটিই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সাবধানবাণী। *ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ*। বাল্মিকী রচিত রামায়ণ যদিও বিশাল, সেই সমস্ত কার্যকলাপই এখানে শুকদেব গোস্বামী সংক্ষেপে কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪

গুর্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং
পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ
পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো
যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্ ।
বৈরূপ্যাচ্ছূর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষা-
রোপিতভ্রূবিজৃম্ভ-
ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদবদহনঃ
কোসলেন্দ্রোঽবতান্নঃ ॥ ৪ ॥

গুরু-অর্থে—তাঁর পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য; **ত্যক্ত-রাজ্যঃ**—রাজপদ ত্যাগ করে; **ব্যচরৎ**—ভ্রমণ করেছিলেন; **অনুবনম্**—বনে বনে; **পদ্ম-পদ্ভ্যাম্**—তাঁর দুই পদকমলের দ্বারা; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর অতি প্রিয় পত্নী সীতাদেবী সহ; **পাণি-স্পর্শ-অক্ষমাভ্যাম্**—তা এতই কোমল ছিল যে, সীতাদেবীর সুকোমল হস্তের স্পর্শও তা সহ্য করতে পারত না; **মৃজিত-পথ-রুজঃ**—পথে ভ্রমণের ক্লান্তি অপনোদন করতেন; **যঃ**—যিনি; **হরীন্দ্র-অনুজাভ্যাম্**—বানর রাজ হনুমান এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ; **বৈরূপ্যাৎ**—বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হওয়ার ফলে; **শূর্পণখ্যাঃ**—রাক্ষসী শূর্পণখার; **প্রিয়-বিরহ**—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পত্নী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে

দুঃখিত হয়ে; **রুষা-আরোপিত-ভ্রূ-বিজৃম্ভ**—তাঁর ক্রোধান্বিত ভ্রূভঙ্গির দ্বারা; **ত্রস্ত**—ভীত; **অব্ধিঃ**—সমুদ্র; **বদ্ধ-সেতুঃ**—সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করেছিলেন; **খল-দব-দহনঃ**—খল রাবণকে দাবানলের মতো সংহারকারী; **কোসল-ইন্দ্রঃ**—অযোধ্যার রাজা; **অবতাৎ**—প্রসন্ন হয়ে রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে, প্রিয় পত্নী সীতাদেবীর সুকোমল করস্পর্শ সহনে অসমর্থ চরণকমলের দ্বারা বনে বনে বিচরণ করেছিলেন, বানররাজ হনুমান (অথবা সুগ্রীব) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাঁর বনভ্রমণের শ্রান্তি অপনোদন করেছিলেন, যিনি শূর্পণখার নাক এবং কান কেটে তাকে বিকৃতরূপ করেছিলেন, সীতাদেবীর বিরহজনিত ক্রোধের দ্বারা যাঁর ভ্রূভঙ্গি দর্শন করে সমুদ্র ভীত হয়ে ভগবানকে সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করতে দিয়েছিলেন। তারপর রাবণের রাজ্যে প্রবেশ করে, আগুন যেভাবে বনকে গ্রাস করে, ঠিক সেইভাবে রাবণকে সংহার করেছিলেন সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন।

শ্লোক ৫

বিশ্বামিত্রাধ্বরে যেন মারীচাদ্যা নিশাচরাঃ ।
পশ্যতো লক্ষ্মণস্যৈব হতা নৈর্ঋতপুঙ্গবাঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বামিত্র-অধ্বরে—বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞে; **যেন**—যাঁর দ্বারা (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা); **মারীচ-আদ্যাঃ**—মারীচ আদি; **নিশাচরাঃ**—অজ্ঞানের অন্ধকারে বিচরণশীল অসভ্য নিশাচরদের; **পশ্যতঃ লক্ষ্মণস্য**—লক্ষ্মণের সমক্ষে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হতাঃ**—হত্যা করেছিলেন; **নৈর্ঋত-পুঙ্গবাঃ**—রাক্ষসশ্রেষ্ঠদের।

অনুবাদ

বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞে অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র মারীচ আদি বহু রাক্ষস এবং নিশাচরদের সংহার করেছিলেন। লক্ষ্মণের সমক্ষে যিনি এই সমস্ত অসুরদের সংহার করেছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্র আমাদের কৃপাপূর্বক রক্ষা করুন।

শ্লোক ৬-৭

যো লোকবীরসমিতৌ ধনুরৈশমুগ্রং
সীতাস্বয়ংবরগৃহে ত্রিশতোপনীতম্ ।
আদায় বালগজলীল ইবেক্ষুযষ্টিং
সজ্জ্যীকৃতং নৃপ বিকৃষ্য বভঞ্জ মধ্যে ॥ ৬ ॥
জিত্বানুরূপগুণশীলবয়োঽঙ্গরূপাং
সীতাভিধাং শ্রিয়মুরস্যভিলব্ধমানাম্ ।
মার্গে ব্রজন্ ভৃগুপতের্ব্যনয়ৎ প্ররূঢ়ং
দর্পং মহীমকৃত যস্ত্রিররাজবীজাম্ ॥ ৭ ॥

যঃ—(শ্রীরামচন্দ্র) যিনি; **লোক-বীর-সমিতৌ**—এই পৃথিবীর বহু বীরদের মধ্যে বা সমাজে; **ধনুঃ**—ধনুক; **ঐশম্**—শিবের; **উগ্রম্**—অত্যন্ত কঠিন; **সীতা-স্বয়ংবর-গৃহে**—সীতার স্বয়ংবর সভায়; **ত্রিশত-উপনীতম্**—তিন শত মানুষের দ্বারা বাহিত; **আদায়**—(সেই ধনু) গ্রহণ করে; **বাল-গজ-লীলঃ**—ইক্ষুবনে হস্তীশাবকের মতো আচরণ করে; **ইব**—সদৃশ; **ইক্ষু-যষ্টিম্**—ইক্ষুদণ্ড; **সজ্জ্যীকৃতম্**—জ্যা আরোপণ করে; **নৃপ**—হে রাজন্; **বিকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **বভঞ্জ**—ভেঙ্গেছিলেন; **মধ্যে**—মধ্যে; **জিত্বা**—জয়লাভ করে; **অনুরূপ**—তাঁর পদ এবং সৌন্দর্যের উপযুক্ত; **গুণ**—গুণ; **শীল**—আচরণ; **বয়ঃ**—বয়স; **অঙ্গ**—শরীর; **রূপাম্**—সৌন্দর্য; **সীতা-অভিধাম্**—সীতা নামক কন্যা; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **উরসি**—বক্ষে; **অভিলব্ধমানাম্**—পূর্বে প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **মার্গে**—পথে; **ব্রজন্**—ভ্রমণকালে; **ভৃগুপতেঃ**—ভৃগুপতির; **ব্যনয়ৎ**—চূর্ণ করেছিলেন; **প্ররূঢ়ম্**—অতি গভীর মূল সমন্বিত; **দর্পম্**—দর্প; **মহীম্**—পৃথিবী; **অকৃত**—শূন্য করেছিলেন; **যঃ**—যিনি; **ত্রিঃ**—তিন (সপ্ত) বার; **অরাজ**—ক্ষত্রিয়শূন্য; **বীজাম্**—বীজ।

অনুবাদ

হে রাজন্, শ্রীরামচন্দ্রের লীলা হস্তীশাবকের মতো অদ্ভুত। তিনি সীতার স্বয়ংবর সভায় পৃথিবীর সমস্ত বীরদের মধ্যে হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন। সেই ধনুক এত ভারী ছিল যে, তিন শত মানুষকে তা বহন করতে হত, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনুকে জ্যা আরোপণ করে তা ভঙ্গ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি হস্তীশাবক ইক্ষুদণ্ড ভঙ্গ করে। এইভাবে ভগবান সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ

করেছিলেন, যিনি আকৃতি, সৌন্দর্য, গুণ, বয়স এবং স্বভাবে তাঁরই সমতুল্য ছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তিনি ছিলেন তাঁরই বক্ষবিলাসিনী নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবী। স্বয়ংবর সভায় তাঁকে জয় করে শ্রীরামচন্দ্র যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে পরশুরামের সাক্ষাৎ হয়। পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করার ফলে পরশুরাম অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজকুলে আবির্ভূত হয়ে ভগবান তাঁর দর্পচূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নিদেশং
স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্যঃ ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং
ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ ॥ ৮ ॥

যঃ—(ভগবান শ্রীরামচন্দ্র) যিনি; **সত্য-পাশ-পরিবীত-পিতুঃ**—তাঁর পিতার, যিনি তাঁর পত্নীর কাছে প্রতিজ্ঞারূপ পাশের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন; **নিদেশম্**—আদেশ; **স্ত্রৈণস্য**—তাঁর পিতার, যিনি তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **শিরসা**—তাঁর মস্তকে; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **স-ভার্যঃ**—তাঁর পত্নীসহ; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **প্রণয়িনঃ**—আত্মীয়স্বজন; **সুহৃদঃ**—বন্ধুবান্ধব; **নিবাসম্**—বাসস্থান; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **বনম্**—বনে; **অসূন্**—জীবন; **ইব**—সদৃশ; **মুক্ত-সঙ্গঃ**—মুক্ত আত্মা।

অনুবাদ

পত্নীর কাছে প্রতিজ্ঞার পাশে আবদ্ধ পিতার আদেশ পালন করে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাসস্থান এবং অন্য সব কিছু ত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন মুক্ত পুরুষ সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে তাঁর প্রাণ ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ দশরথের তিন পত্নী ছিলেন। তাদের অন্যতম কৈকেয়ীর সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে বর দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী সেই বর তখন গ্রহণ না করে বলেছিলেন যখন প্রয়োজন হবে তখন তিনি সেই বর গ্রহণ করবেন। শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের সময় কৈকেয়ী দশরথের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর

পুত্র ভরতকে যেন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানো হয়। প্রতিজ্ঞারূপ পাশের বন্ধনে আবদ্ধ মহারাজ দশরথ তাঁর পত্নীর নির্দেশ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রকে বনে যেতে বলেন। পিতৃভক্ত পুত্ররূপে ভগবান তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ শিরোধার্য করেন। মুক্ত পুরুষ বা মহাযোগী যেভাবে জড় বিষয়-বাসনাশূন্য হয়ে তাঁর জীবন ত্যাগ করেন, ঠিক তেমনভাবেই তিনি নির্দ্বিধায় সর্বস্ব ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

রক্ষঃস্বসুর্ব্যকৃত রূপমশুদ্ধবুদ্ধে-
স্তস্যাঃ খরত্রিশিরদূষণমুখ্যবন্ধূন্ ।
জঘ্নে চতুর্দশসহস্রমপারণীয়-
কোদণ্ডপাণিরটমান উবাস কৃচ্ছ্রম্ ॥ ৯ ॥

রক্ষঃ-স্বসুঃ—রাক্ষস (রাবণের) ভগ্নী শূর্পণখার; **ব্যকৃত**—(ভগবান শ্রীরামচন্দ্র) বিকৃত করেছিলেন; **রূপম্**—রূপ; **অশুদ্ধ-বুদ্ধেঃ**—কামের দ্বারা তার বুদ্ধি কলুষিত হওয়ার ফলে; **তস্যাঃ**—তার; **খর-ত্রিশির-দূষণ-মুখ্য-বন্ধূন্**—খর, ত্রিশির এবং দূষণ প্রমুখ বহু বন্ধুদের; **জঘ্নে**—(ভগবান শ্রীরামচন্দ্র) সংহার করেছিলেন; **চতুর্দশ-সহস্রম্**—চোদ্দ হাজার; **অপারণীয়**—অপরাজেয়; **কোদণ্ড**—ধনুক এবং বাণ; **পাণিঃ**—হস্তে; **অটমানঃ**—বনে ভ্রমণ করেছিলেন; **উবাস**—বাস করেছিলেন; **কৃচ্ছ্রম্**—মহা কষ্টে।

অনুবাদ

অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টময় জীবন স্বীকার করে তিনি বনে বিচরণ করেছিলেন। ধনুর্বাণ হস্তে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মন্দবুদ্ধি রাবণের ভগ্নী শূর্পণখার নাক এবং কান ছিন্ন করে তার রূপ বিকৃত করেছিলেন। তিনি খর, ত্রিশির, দূষণ প্রমুখ শূর্পণখার চোদ্দ হাজার রাক্ষস বন্ধুদের সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ১০

সীতাকথাশ্রবণদীপিতহৃচ্ছয়েন
সৃষ্টং বিলোক্য নৃপতে দশকন্ধরেণ ।
জঘ্নেঽদ্ভুতৈণবপুষাশ্রমতোঽপকৃষ্টো
মারীচমাশু বিশিখেন যথা কমুগ্রঃ ॥ ১০ ॥

সীতা-কথা—সীতাদেবীর কথা; **শ্রবণ**—শ্রবণ করে; **দীপিত**—উদ্দীপ্ত হয়েছিল; **হৃৎ-শয়েন**—রাবণের চিত্তে কামবাসনা; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **বিলোক্য**—তা দর্শন করে; **নৃপতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দশ-কন্ধরেণ**—দশানন রাবণের দ্বারা; **জঘ্নে**—ভগবান হত্যা করেছিলেন; **অদ্ভুত-এণ-বপুষা**—সোনার হরিণের দ্বারা; **আশ্রমতঃ**—তাঁর আশ্রম থেকে; **অপকৃষ্টঃ**—দূরে নীত হয়েছিলেন; **মারীচম্**—স্বর্ণমৃগের রূপধারী মারীচ রাক্ষস; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **বিশিখেন**—তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **কম্**—দক্ষ; **উগ্রঃ**—মহাদেব।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দশানন রাবণ যখন সীতাদেবীর সৌন্দর্যের কথা শুনেছিল, তখন তার চিত্তে কামানল উদ্দীপ্ত হয়েছিল। সে তখন সীতাদেবীকে হরণ করার বাসনায় শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রম থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি স্বর্ণমৃগের রূপধারী মারীচকে সেখানে পাঠিয়েছিল, এবং রামচন্দ্র সেই অদ্ভুত মৃগটিকে দর্শন করে তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর আশ্রম থেকে দূরে নীত হয়েছিলেন, এবং মহাদেব যেভাবে দক্ষকে বধ করেছিলেন, সেইভাবে তিনি শরের দ্বারা সেই হরিণটিকে বধ করেছিলেন।

শ্লোক ১১

রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্ বিপিনেঽসমক্ষং
বৈদেহরাজদুহিতর্যপযাপিতায়াম্ ।
ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ
স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার ॥ ১১ ॥

রক্ষঃ-অধমেন—রাক্ষসাধম রাবণের দ্বারা; **বৃক-বৎ**—নেকড়ে বাঘের মতো; **বিপিনে**—বনে; **অসমক্ষম্**—অরক্ষিতা; **বৈদেহ-রাজ-দুহিতরি**—বিদেহরাজের কন্যা সীতাদেবীকে; **অপযাপিতায়াম্**—অপহৃত হয়ে; **ভ্রাত্রা**—তাঁর ভ্রাতাসহ; **বনে**—বনে; **কৃপণ-বৎ**—অত্যন্ত দীনবৎ; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয় পত্নীর দ্বারা; **বিযুক্তঃ**—বিচ্ছিন্ন; **স্ত্রী-সঙ্গিনাম্**—স্ত্রীসঙ্গীর প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের; **গতিম্**—গতি; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রথয়ন্**—দৃষ্টান্ত দান করে; **চচার**—বিচরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র যখন সেই হরিণকে অনুসরণ করতে করতে বনের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন এবং লক্ষ্মণও যখন অনুপস্থিত ছিলেন, তখন রাক্ষসাধম রাবণ বাঘ যেভাবে মেষপালকের অনুপস্থিতিতে মেষ অপহরণ করে, ঠিক সেইভাবে বিদেহ রাজের কন্যা সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। তখন ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পত্নীর বিরহে যেন অত্যন্ত কাতর হয়ে বনে বনে বিচরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গের দুঃখময় পরিণতি প্রদর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি* পদটি ইঙ্গিত করে যে, স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্তচিত্ত ব্যক্তির পরিণতি ভগবান স্বয়ং প্রদর্শন করেছেন। নৈতিক উপদেশে বলা হয়েছে, *গৃহে নারীং বিবর্জয়েৎ*—কেউ যখন দূরদেশে গমন করে, তখন স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়। পুরাকালে মানুষেরা যানবাহন ব্যতীত ভ্রমণ করত, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব প্রবাসকালে স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে পিতার আদেশে রামচন্দ্রের মতো বনবাসী হলে। গৃহেই হোক অথবা বনেই হোক, স্ত্রীর প্রতি এই আসক্তি বিপজ্জনক, যা ভগবান স্বয়ং তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শন করেছেন।

এটি অবশ্য জড় জগতের স্ত্রীসঙ্গীদের অবস্থা, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্থিতি চিন্ময়, কারণ তিনি এই জড় জগতের অধিবাসী নন। *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—নারায়ণ জড়া প্রকৃতির অতীত। যেহেতু তিনি এই জড় জগতের স্রষ্টা, তাই তিনি জড় জগতের কোন অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন না। সীতাদেবীর থেকে শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদ হচ্ছে চিদ্‌গতভাবে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির শৃঙ্গার রসজনিত বিপ্রলম্ভ। চিৎ-জগতে ভগবানের আচরণে সাত্ত্বিক সঞ্চারী, বিলাপ, মূর্ছা এবং উন্মাদের লক্ষণ সমন্বিত প্রেমের সমস্ত আচরণগুলি বর্তমান। তাই সীতাদেবীর বিরহে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই সমস্ত চিন্ময় লক্ষণগুলি প্রকাশ করেছিলেন। ভগবান নিরাকার অথবা নিঃশক্তিক নন। পক্ষান্তরে, তিনি *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*। তাই চিন্ময় আনন্দের সমস্ত লক্ষণগুলি তাঁর মধ্যে রয়েছে। প্রিয়ার বিরহের অনুভূতিও চিন্ময় আনন্দের একটি অঙ্গ। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন, *রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিঃ*—রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমের বিনিময় ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত হয়। ভগবান সমস্ত আনন্দের উৎস। তাই শ্রীরামচন্দ্র

জড়-জাগতিক এবং চিন্ময় উভয় সত্যই প্রকাশ করেছেন। জড় জগতে যারা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত তারা দুঃখভোগ করে, কিন্তু চিৎ-জগতে ভগবান এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তির বিরহ ভগবানের চিন্ময় আনন্দ বর্ধিত করে। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/১১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

যারা ভগবানের পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। কিন্তু ভগবানের মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলি কোন রকম জড় পরিস্থিতির দ্বারা কখনও প্রভাবিত হতে পারে না। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *স্কন্দ পুরাণ* থেকে মধ্বাচার্য নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি প্রদান করেছেন—

নিত্যপূর্ণসুখজ্ঞানস্বরূপোঽসৌ যতো বিভুঃ ।
অতোঽস্য রাম ইত্যাখ্যা তস্য দুঃখং কুতোঽণ্বপি ॥
তথাপি লোকশিক্ষার্থমদুঃখো দুঃখবর্তিবৎ ।
অন্তর্হিতাং লোকদৃষ্ট্যা সীতামাসীৎ স্মরন্নিব ॥
জ্ঞাপনার্থং পুনর্নিত্যসম্বন্ধঃ স্বাত্মনঃ শ্রিয়াঃ ।
অযোধ্যায়া বিনির্গচ্ছন্ সর্বলোকস্য চেশ্বরঃ ।
প্রত্যক্ষং তু শ্রিয়া সার্ধং জগামানাদিরব্যয়ঃ ॥
নক্ষত্রমাসগণিতং ত্রয়োদশসহস্রকম্ ।
ব্রহ্মলোকসমং চক্রে সমস্তং ক্ষিতিমণ্ডলম্ ॥
রামো রামো রাম ইতি সর্বেষামভবৎ তদা ।
সর্বোরমময়ো লোকো যদা রামস্ত্বপালয়ৎ ॥

রাবণের পক্ষে সীতাকে হরণ করা অসম্ভব। রাবণ যে সীতার রূপকে হরণ করেছিল তা হচ্ছে মায়াসীতা। সীতার অগ্নি পরীক্ষার সময় মায়াসীতা দগ্ধ হয় এবং প্রকৃত সীতা অগ্নি থেকে আবির্ভূত হন।

এই দৃষ্টান্ত থেকে আর একটি শিক্ষাও লাভ করা যায়—এই জড় জগতে স্ত্রী যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ স্ত্রী অরক্ষণীয়া থাকলে রাবণের মতো রাক্ষসেরা তাকে ভোগ করবে। এখানে *বৈদেহরাজদুহিতরি* পদটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবীর বিবাহের পূর্বে তিনি তাঁর পিতা বিদেহরাজের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন। বিবাহের পর তাঁর পতি তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তাই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, স্ত্রীকে সব সময় রক্ষা করা উচিত। বৈদিক নীতি অনুসারে স্ত্রী-স্বাধীনতার কোন অবকাশ নেই (অসমক্ষম্), কারণ স্ত্রী নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

শ্লোক ১২

দগ্ধ্বাত্মকৃত্যহতকৃত্যমহন্ কবন্ধং
সখ্যং বিধায় কপিভির্দয়িতাগতিং তৈঃ।
বুদ্ধ্বাথ বালিনি হতে প্লবগেন্দ্রসৈন্যৈ-
র্বেলামগাৎ স মনুজোঽজভবার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ১২ ॥

দগ্ধ্বা—দহন করার দ্বারা; **আত্ম-কৃত্য-হত-কৃত্যম্**—ভগবানের উদ্দেশ্যে নিহত জটায়ুর সৎকার করে; **অহন্**—হত্যা করেছিলেন; **কবন্ধম্**—কবন্ধ নামক অসুরকে; **সখ্যম্**—বন্ধুত্ব; **বিধায়**—সৃষ্টি করে; **কপিভিঃ**—বানর সেনাপতিদের সঙ্গে; **দয়িতা-গতিম্**—সীতা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **বুদ্ধ্বা**—জেনে; **অথ**—তারপর; **বালিনি হতে**—বালি নিহত হলে; **প্লবগ-ইন্দ্র-সৈন্যৈঃ**—বানর সৈন্যদের সাহায্যে; **বেলাম্**—সমুদ্রের তটে; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **মনুজঃ**—মনুষ্যরূপধারী; **অজ**—ব্রহ্মার দ্বারা; **ভব**—এবং শিবের দ্বারা; **অর্চিত-অঙ্ঘ্রিঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, শিব, যাঁর শ্রীপাদপদ্মের পূজা করেন, মনুষ্যরূপধারী সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তারপর ভগবান কবন্ধ নামক অসুরকে হত্যা করেন, এবং বানরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে বালি বিনাশের পর, সীতাদেবীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাবণ যখন সীতাদেবীকে অপহরণ করে, তখন পক্ষীরাজ জটায়ু তাকে বাধা দেন, কিন্তু শক্তিশালী রাবণ যুদ্ধে জটায়ুকে পরাজিত করে তাঁর পক্ষচ্ছেদন করে। শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতার অন্বেষণ করছিলেন, তখন মৃতপ্রায় জটায়ুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং জটায়ু তাঁকে জানান যে, রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত হয়েছেন। জটায়ুর মৃত্যুর পর শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে পুত্রের কর্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন, এবং তারপর সীতাদেবীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে তিনি বানরদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

যদ্রোষবিভ্রমবিবৃত্তকটাক্ষপাত-
সংভ্রান্তনক্রমকরো ভয়গীর্ণঘোষঃ ।
সিন্ধুঃ শিরস্যর্হণং পরিগৃহ্য রূপী
পাদারবিন্দমুপগম্য বভাষ এতৎ ॥ ১৩ ॥

যৎ-রোষ—যাঁর ক্রোধ; **বিভ্রম**—আবিষ্ট; **বিবৃত্ত**—পরিণত হয়েছিল; **কটাক্ষ-পাত**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **সম্ভ্রান্ত**—বিচলিত; **নক্র**—কুমির; **মকরঃ**—মকর; **ভয়-গীর্ণ-ঘোষঃ**—ভয়ে যাঁর উচ্চ রব স্তব্ধ হয়েছিল; **সিন্ধুঃ**—সমুদ্র; **শিরসি**—তাঁর মস্তকে; **অর্হণম্**—ভগবানের পূজার সমস্ত সামগ্রী; **পরিগৃহ্য**—বহন করে; **রূপী**—রূপ ধারণ করে; **পাদ-অরবিন্দম্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **উপগম্য**—উপস্থিত হয়ে; **বভাষ**—বলেছিলেন; **এতৎ**—নিম্নোক্তভাবে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের তটে তিন দিন উপবাস করে মূর্তিমান সমুদ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্র না আসায় ভগবান তাঁর ক্রোধলীলা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং কেবল সমুদ্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে কুমির, মকর প্রভৃতি সমস্ত জলজন্তু ভয়ে বিচলিত হয়েছিল। তখন মূর্তিমান সমুদ্র ভীত হয়ে পূজার সমস্ত উপকরণ নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৪

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো নু বিদাম ভূমন্
কূটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্ ।
যৎ সত্ত্বতঃ সুরগণা রজসঃ প্রজেশা
মন্যোশ্চ ভূতপতয়ঃ স ভবান্ গুণেশঃ ॥ ১৪ ॥

ন—না; **ত্বাম্**—আপনি; **বয়ম্**—আমরা; **জড়-ধিয়ঃ**—জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **বিদামঃ**—জানতে পারি; **ভূমন্**—হে পরমেশ্বর; **কূটস্থম্**—হৃদয়ে; **আদি-পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **জগতাম্**—জগতের; **অধীশম্**—অধীশ্বর; **যৎ**—আপনার

নির্দেশনায় স্থির হয়েছে; **সত্ত্বতঃ**—সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **সুর-গণাঃ**—দেবতাগণ; **রজসঃ**—রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **প্রজা-ঈশাঃ**—প্রজাপতিগণ; **মন্যোঃ**—তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **চ**—এবং; **ভূত-পতয়ঃ**—ভূতপতিগণ; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ভবান্**—আপনি; **গুণ-ঈশঃ**—জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অধীশ্বর।

অনুবাদ

হে সর্বব্যাপ্ত পরম পুরুষ! জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন আমরা আপনাকে জানতে পারিনি, কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আপনি পরম পুরুষ, সমগ্র জগতের অধীশ্বর, নির্বিকার আদিপুরুষ। সত্ত্বগুণ থেকে দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছে, রজোগুণ থেকে প্রজাপতিদের আবির্ভাব হয়েছে এবং তমোগুণ থেকে রুদ্রদের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আপনি এই সমস্ত গুণের একমাত্র অধীশ্বর।

তাৎপর্য

জড়ধিয়ঃ শব্দটির অর্থ পশুদের মতো বুদ্ধিহীন। এই প্রকার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও ভগবানকে জানতে পারে না। পশুকে প্রহার না করলে মানুষের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। তেমনই, যারা জড়মতি তারা ভগবানকে জানতে পারে না, কিন্তু যখন তারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কঠোরভাবে দণ্ডিত হয়, তখন তারা ভগবানকে জানতে শুরু করে। একজন হিন্দী কবি বলেছেন—

দুঃখ সে সব হরি ভজে সুখ সে ভজে কোঈ।
সুখ সে অগর হরি ভজে দুঃখ কাঁহা সে হঈ ॥

দুঃখে পড়লে মানুষ মন্দিরে অথবা মসজিদে গিয়ে ভগবানের পূজা করে, কিন্তু সে যখন সুখে থাকে তখন ভগবানকে ভুলে যায়। তাই ভগবানের দ্বারা জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষের দণ্ডভোগের প্রয়োজন রয়েছে, তা না হলে মানুষ তাঁর স্থূল বুদ্ধির ফলে ভগবানকে ভুলে যায়।

শ্লোক ১৫

কামং প্রযাহি জহি বিশ্রবসোঽবমেহং
ত্রৈলোক্যরাবণমবাপ্নুহি বীর পত্নীম্।
বধ্নীহি সেতুমিহ তে যশসো বিতত্যৈ
গায়ন্তি দিগ্বিজয়িনো যমুপেত্য ভূপাঃ ॥ ১৫ ॥

কামম্—আপনার ইচ্ছা অনুসারে; **প্রযাহি**—আপনি আমার জলের উপর দিয়ে যেতে পারেন; **জহি**—জয় করুন; **বিশ্রবসঃ**—বিশ্রবা মুনির; **অবমেহম্**—মূত্রতুল্য দূষিত; **ত্রৈলোক্য**—ত্রিভুবনের জন্য; **রাবণম্**—ক্রন্দনের কারণ, রাবণ নামক ব্যক্তি; **অবাপ্নুহি**—প্রাপ্ত হন; **বীর**—হে বীর; **পত্নীম্**—আপনার পত্নীকে; **বধান**—বন্ধন করুন; **সেতুম্**—সেতু; **ইহ**—এখানে (এই জলে); **তে**—আপনার; **যশসঃ**—যশ; **বিতত্যৈ**—বিস্তার করার জন্য; **গায়ন্তি**—কীর্তন করবে; **দিক্-বিজয়িনঃ**—সমস্ত দিক জয় করেছেন যে সমস্ত মহাবীরেরা; **যম্**—যে (সেতু); **উপেত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **ভূপাঃ**—মহান রাজাগণ।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমার জল ব্যবহার করুন। এই জল অতিক্রম করে আপনি ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক রাবণের পুরী লঙ্কায় গমন করুন। সে বিশ্রবার মূত্রসদৃশ পুত্র। দয়া করে আপনি তাকে বিনাশ করে আপনার পত্নী সীতাদেবীকে পুনঃপ্রাপ্ত হোন। হে মহাবীর, যদিও আমার জল আপনার লঙ্কাগমনে কোন রকম বাধা প্রদান করবে না, তবুও আপনি আপনার কীর্তি বিস্তার করার জন্য একটি সেতু বন্ধন করুন। আপনার এই অসাধারণ কর্ম দর্শন করে ভবিষ্যতের সমস্ত বীর এবং রাজারা আপনার মহিমা কীর্তন করবেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, পুত্র এবং মূত্র দুই-ই একই উৎস, লিঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয়। পুত্র যখন ভগবদ্ভক্ত বা মহাজ্ঞানী হন, তখন সন্তান উৎপাদনের জন্য বীর্যাধান সার্থক হয়, কিন্তু পুত্র যদি অযোগ্য হয়, কুলাঙ্গার হয়, তা হলে সে মূত্রসদৃশ। এখানে রাবণকে মূত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ সে ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক হয়েছিল। তাই সমুদ্রের দেবতা চেয়েছিলেন যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেন তাকে বধ করেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা। কোন জড়-জাগতিক বাধাবিঘ্নই ভগবানের কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু তিনি যে পরমেশ্বর ভগবান সেই কথা প্রমাণ করার জন্য, এবং জনসাধারণের ভোটের দ্বারা অথবা বিজ্ঞাপনের দ্বারা তিনি যে ভগবান হননি সেই কথা প্রমাণ করার জন্য, তিনি সমুদ্রের উপর এক অদ্ভুত সেতু নির্মাণ করেছিলেন। আধুনিক যুগে অনেক ভুঁইফোড় ভগবান দেখা দিচ্ছে যারা কোন রকম অসাধারণ কার্য অনুষ্ঠান করতে পারে না; কেবল একটু যাদু দেখিয়ে এবং ভগবান যে কত শক্তিমান সেই সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার ফলে সেই সমস্ত মূর্খ মানুষদের বোকা বানিয়ে তাদের কাছে তারা ভগবান হচ্ছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু সমুদ্রে শিলা ভাসিয়ে একটি

সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এটিই ভগবানের অসাধারণ শক্তির প্রমাণ। সাধারণ মানুষ যে কার্য করতে পারে না, সেই প্রকার অসাধারণ কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা যদি না থাকে, তা হলে তাকে কেন ভগবান বলে স্বীকার করা হবে? আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান বলে স্বীকার করি, কারণ তিনি এই সেতু নির্মাণ করেছিলেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করি, কারণ তাঁর বয়স যখন সাত বছর, তখন তিনি গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। আমরা কোন প্রবঞ্চককে ভগবান বা ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করি না, কারণ ভগবান তাঁর বিবিধ লীলায় তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। তাই ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।" ভগবানের কার্যকলাপ অসাধারণ; সেগুলি চিন্ময়ভাবে আশ্চর্যজনক এবং অন্য কোন জীব সেই ধরনের কার্য করতে পারে না। ভগবানের কার্যকলাপের সমস্ত লক্ষণ শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং তা বুঝতে পারলে ভগবানকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা যায়।

শ্লোক ১৬

বদ্ধোদধৌ রঘুপতির্বিবিধাদ্রিকূটৈঃ
সেতুং কপীন্দ্রকরকম্পিতভূরুহাঙ্গৈঃ ।
সুগ্রীবনীলহনুমৎপ্রমুখৈরনীকৈ-
র্লঙ্কাং বিভীষণদৃশাবিশদগ্রদগ্ধাম্ ॥ ১৬ ॥

বদ্ধা—নির্মাণ করে; **উদধৌ**—সমুদ্রের জলে; **রঘু-পতিঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **বিবিধ**—বিবিধ; **অদ্রি-কূটৈঃ**—পর্বতশৃঙ্গের দ্বারা; **সেতুম্**—একটি সেতু; **কপি-ইন্দ্র**—শক্তিশালী বানরদের; **কর-কম্পিত**—মহা হস্তের দ্বারা কম্পিত; **ভূরুহ-অঙ্গৈঃ**—বৃক্ষলতা সমন্বিত; **সুগ্রীব**—সুগ্রীব; **নীল**—নীল; **হনুমৎ**—হনুমান; **প্রমুখৈঃ**—প্রমুখ; **অনীকৈঃ**—সৈনিক সহ; **লঙ্কাম্**—রাবণের রাজধানী লঙ্কায়; **বিভীষণ-দৃশা**—রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে; **আবিষৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **অগ্র-দগ্ধাম্**—যা পূর্বে দগ্ধ হয়েছিল (হনুমানের দ্বারা)।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বানরশ্রেষ্ঠদের হস্তের দ্বারা কম্পিত বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ বিবিধ গিরিশৃঙ্গের দ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করে, বিভীষণের পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রমুখ সৈন্যগণ সহ রাবণের রাজধানী লঙ্কায় প্রবেশ করেছিলেন, যা পূর্বে হনুমানের দ্বারা দগ্ধ হয়েছিল।

তাৎপর্য

বানর-সৈন্যেরা বৃক্ষলতায় পূর্ণ বিশাল গিরিশৃঙ্গগুলি যখন সমুদ্রে নিক্ষেপ করছিলেন তখন তা ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে ভাসছিল। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে, তুলা যেভাবে জলে ভাসে, ঠিক সেইভাবে অসংখ্য বিশাল গ্রহ মহাশূন্যে ভারশূন্য হয়ে ভাসছে। ভগবানের পক্ষে তা যদি সম্ভব হয়, তা হলে পর্বতশৃঙ্গ কেন জলে ভাসতে পারে না? এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কারণ তিনি জড়া প্রকৃতির অধীন নন; বস্তুতপক্ষে জড়া প্রকৃতি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—কেবল তাঁরই নির্দেশে প্রকৃতি কার্য করে। তেমনই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫২) বলা হয়েছে—

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।

জড়া প্রকৃতি কিভাবে কার্য করে তার বর্ণনা করে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে সূর্য ভ্রমণ করে। তেমনই, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে বানর-সৈন্যদের সহায়তায় বিশাল গিরিশৃঙ্গ জলে নিক্ষেপ করে ভারত মহাসাগরের বুকে একটি সেতু নির্মাণ করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। তা কেবল এই সূত্রে অদ্ভুত যে, তার ফলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা চিরকালের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

শ্লোক ১৭

সা বানরেন্দ্রবলরুদ্ধবিহারকোষ্ঠ-
শ্রীদ্বারগোপুরসদোবলভীবিটঙ্কা ।
নির্ভজ্যমানধিষণধ্বজহেমকুম্ভ-
শৃঙ্গাটকা গজকুলৈর্হ্রদিনীব ঘূর্ণা ॥ ১৭ ॥

সা—লঙ্কা নামক স্থান; **বানর-ইন্দ্র**—বানরশ্রেষ্ঠদের; **বল**—শক্তির দ্বারা; **রুদ্ধ**—অবরোধ করেছিল; **বিহার**—আনন্দ উপভোগের স্থান; **কোষ্ঠ**—শস্যাগার; **শ্রী**—কোষাগার; **দ্বার**—প্রাসাদের দ্বার; **গোপুর**—পুরদ্বার; **সদঃ**—সভাগৃহ; **বলভী**—প্রাসাদের পুরোভাগ; **বিটঙ্ক**—কপোতাবাস; **নির্ভজ্যমান**—ভেঙ্গে ফেলার সময়; **ধিষণ**—বেদী; **ধ্বজ**—পতাকা; **হেম-কুম্ভ**—গম্বুজের উপর স্বর্ণকলস; **শৃঙ্গাটকা**—এবং চতুষ্পথ; **গজ-কুলৈঃ**—হস্তীকুলের দ্বারা; **হ্রদিনী**—নদী; **ইব**—সদৃশ; **ঘূর্ণা**—বিচলিত।

অনুবাদ

লঙ্কায় প্রবেশ করার পর সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বানর-সৈন্যরা সেখানকার বিলাস ভবন, শস্যাগার, কোষাগার, গৃহদ্বার, পুরদ্বার, সভাগৃহ, প্রাসাদের পুরোভাগ এবং কপোতাবাস পর্যন্ত অবরোধ করেছিল। যখন তারা নগরীর চতুষ্পথ, বেদী, পতাকা, প্রাসাদের চূড়ার স্বর্ণকলস প্রভৃতি ভেঙ্গে ফেলতে লাগল, তখন হস্তীকুলের দ্বারা নদী যেভাবে বিচলিত হয়, লঙ্কার অবস্থাও ঠিক সেই রকম হয়েছিল।

শ্লোক ১৮

রক্ষঃপতিস্তদবলোক্য নিকুম্ভকুম্ভ-
ধূম্রাক্ষদুর্মুখসুরান্তকনরান্তকাদীন্ ।
পুত্রং প্রহস্তমতিকায়বিকম্পনাদীন্
সর্বানুগান্ সমহিনোদথ কুম্ভকর্ণম্ ॥ ১৮ ॥

রক্ষঃ-পতিঃ—রাক্ষসদের পতি (রাবণ); **তৎ**—সেই উৎপাত; **অবলোক্য**—দর্শন করে; **নিকুম্ভ**—নিকুম্ভ; **কুম্ভ**—কুম্ভ; **ধূম্রাক্ষ**—ধূম্রাক্ষ; **দুর্মুখ**—দুর্মুখ; **সুরান্তক**—সুরান্তক; **নরান্তক**—নরান্তক; **আদীন্**—প্রভৃতি; **পুত্রম্**—তার পুত্র ইন্দ্রজিৎ; **প্রহস্তম্**—প্রহস্ত; **অতিকায়**—অতিকায়; **বিকম্পন**—বিকম্পন; **আদীন্**—প্রভৃতি; **সর্ব-অনুগান্**—রাবণের সমস্ত অনুগামীদের; **সমহিনোৎ**—(শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য) আদেশ দিয়েছিল; **অথ**—অবশেষে; **কুম্ভকর্ণম্**—তার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে।

অনুবাদ

রাক্ষসপতি রাবণ বানর-সৈন্যদের উৎপাত দর্শন করে নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক প্রভৃতি রাক্ষসদের এবং তার নিজের পুত্র ইন্দ্রজিৎকেও যুদ্ধে

প্রেরণ করেছিল। তারপর সে প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পন এবং অবশেষে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছিল। তারপর সে তার সমস্ত অনুচরদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেছিল।

শ্লোক ১৯

তাং যাতুধানপৃতনামসিশূলচাপ-
প্রাসর্ষ্টিশক্তিশরতোমরখড়্গদুর্গাম্ ।
সুগ্রীবলক্ষ্মণমরুৎসুতগন্ধমাদ-
নীলাঙ্গদর্ক্ষপনসাদিভিরন্বিতোঽগাৎ ॥ ১৯ ॥

তাম্—তারা সকলে; **যাতুধান-পৃতনাম্**—রাক্ষস-সৈন্যদের; **অসি**—তরবারির দ্বারা; **শূল**—শূলের দ্বারা; **চাপ**—ধনুকের দ্বারা; **প্রাস-ঋষ্টি**—প্রাস এবং ঋষ্টি অস্ত্র; **শক্তি-শর**—শক্তিবাণ; **তোমর**—তোমর অস্ত্র; **খড়্গ**—খড়্গের দ্বারা; **দুর্গাম্**—দুর্জয়; **সুগ্রীব**—সুগ্রীব নামক বানরের দ্বারা; **লক্ষ্মণ**—রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণের দ্বারা; **মরুৎ-সুত**—হনুমানের দ্বারা; **গন্ধমাদ**—গন্ধমাদ নামক আর এক বানরের দ্বারা; **নীল**—নীল নামক বানরের দ্বারা; **অঙ্গদ**—অঙ্গদ; **ঋক্ষ**—ঋক্ষ; **পনস**—পনস; আদিভিঃ—এবং অন্যান্য সৈন্যের দ্বারা; **অন্বিতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে, শ্রীরামচন্দ্র; অগাৎ—(যুদ্ধ করার জন্য) সম্মুখীন হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব, হনুমান, গন্ধমাদ, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান, পনস আদি বানর-সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অসি, শূল, ধনুক, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, খড়্গ, তোমর আদি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত দুর্গম রাক্ষস-সৈন্যদের আক্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

তেঽনীকপা রঘুপতেরভিপত্য সর্বে
দ্বন্দ্বং বরূথমিভপত্তিরথাশ্বযোধৈঃ ।
জঘ্নুর্দ্রুমৈর্গিরিগদেষুভিরঙ্গদাদ্যাঃ
সীতাভিমর্ষহতমঙ্গলরাবণেশান্ ॥ ২০ ॥

তে—তাঁরা সকলে; **অনীক-পাঃ**—সেনাপতিগণ; **রঘু-পতেঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের; **অভিপত্য**—শত্রুদের প্রতি ধাবিত হয়ে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **দ্বন্দ্বম্**—যুদ্ধ করে; **বরূথম্**—রাবণের সৈন্যগণ; **ইভ**—হস্তীর দ্বারা; **পত্তি**—পদাতিকদের দ্বারা; **রথ**—রথের দ্বারা; **অশ্ব**—অশ্বের দ্বারা; **যোধৈঃ**—এই সমস্ত যোদ্ধাদের দ্বারা; **জঘ্নুঃ**—তাদের হত্যা করেছিলেন; **দ্রুমৈঃ**—বিশাল বৃক্ষসমূহ; **গিরি**—পর্বতশৃঙ্গ; **গদা**—গদা; **ইষুভিঃ**—বাণ; **অঙ্গদ-আদ্যাঃ**—অঙ্গদ আদি শ্রীরামচন্দ্রের সমস্ত সৈনিকেরা; **সীতা**—সীতাদেবীর; **অভিমর্ষ**—ক্রোধের দ্বারা; হত—বিনষ্ট; **মঙ্গল**—মঙ্গল; **রাবণ-ঈশান্**—রাবণের অনুগামী বা আশ্রিতগণ।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিরা সকলেই রাবণের হস্তী, পদাতিক, অশ্ব ও রথের দ্বারা গঠিত সৈন্যদের সম্মুখীন হয়ে বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ, গদা এবং বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যেরা রাবণের সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগলেন, যারা তাদের সমস্ত সৌভাগ্য হারিয়েছিল, কারণ সীতাদেবীর ক্রোধজনিত অভিশাপের ফলে রাবণের সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যে যে সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বানর এবং তাঁরা রাবণ-সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন না, কারণ রাবণের সৈন্যরা অতি উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল কিন্তু বানরদের অস্ত্র ছিল কেবল বৃক্ষ, পাষাণ ও পর্বতশৃঙ্গ। শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণই কেবল কিছু বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু সীতাদেবীর অভিশাপে যেহেতু রাবণ-সৈন্যদের মঙ্গল বিনষ্ট হয়েছিল, তাই বানরেরা তাদের প্রতি কেবল পাষাণ এবং বৃক্ষ নিক্ষেপ করেই তাদের সংহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শক্তি দুই প্রকার—দৈব এবং পুরুষকার। দৈব শক্তির উৎস চিন্ময়, এবং পুরুষকার হচ্ছে নিজের দৈহিক ও মানসিক বল। দৈব শক্তি সর্বদাই জড় শক্তির থেকে উন্নত। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না থাকলেও, কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কর্তব্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, *মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ*—"আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ কর।" আমাদের কর্তব্য শত্রুদের সঙ্গে যথাসাধ্য সংগ্রাম করা, এবং জয় লাভের জন্য কেবল ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করা।

শ্লোক ২১

রক্ষঃপতিঃ স্ববলনষ্টিমবেক্ষ্য রুষ্ট
আরুহ্য যানকমথাভিসসার রামম্ ।
স্বঃস্যন্দনে দ্যুমতি মাতলিনোপনীতে
বিভ্রাজমানমহনন্নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ ॥ ২১ ॥

রক্ষঃ-পতিঃ—রাক্ষসদের নেতা রাবণ; **স্ববল-নষ্টিম্**—তার সৈন্যদের বিনাশ; **অবেক্ষ্য**—দর্শন করে; **রুষ্টঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **যানকম্**—পুষ্পসজ্জিত সুন্দর বিমানে; **অথ**—তারপর; **অভিসসার**—অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল; **রামম্**—শ্রীরামচন্দ্রের; **স্বঃ-স্যন্দনে**—ইন্দ্রের দিব্য রথে; **দ্যুমতি**—দ্যুতিমান; **মাতলিনা**—ইন্দ্রের সারথি মাতলির দ্বারা; **উপনীতে**—উপনীত হয়ে; **বিভ্রাজমানম্**—উজ্জ্বলরূপে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্রকে; **অহনৎ**—রাবণ আঘাত করেছিল; **নিশিতৈঃ**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; **ক্ষুরপ্রৈঃ**—বাণের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর রাক্ষসরাজ রাবণ তার সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে দেখে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পক রথে আরোহণ করে শ্রীরামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল এবং ইন্দ্রের সারথি মাতলি কর্তৃক আনীত দীপ্তিমান রথে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্রকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করেছিল।

শ্লোক ২২

রামস্তমাহ পুরুষাদপুরীষ যন্নঃ
কান্তাসমক্ষমসতাপহৃতা শ্ববৎ তে ।
ত্যক্তত্রপস্য ফলমদ্য জুগুপ্সিতস্য
যচ্ছামি কাল ইব কর্তুরলঙ্ঘ্যবীর্যঃ ॥ ২২ ॥

রামঃ—শ্রীরামচন্দ্র; **তম্**—রাবণকে; **আহ**—বলেছিলেন; **পুরুষ-অদ-পুরীষ**—তুমি রাক্ষসদের বিষ্ঠাসদৃশ; **যৎ**—কারণ; **নঃ**—আমার; **কান্তা**—পত্নী; **অসমক্ষম্**—আমার অনুপস্থিতির ফলে অসহায়; **অসতা**—মহাপাপী তোমার দ্বারা; **অপহৃতা**—অপহৃতা হয়েছে; **শ্ব-বৎ**—কুকুর যেভাবে গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করে আহার্য দ্রব্য অপহরণ করে; **তে**—তোমার; **ত্যক্ত-ত্রপস্য**—কারণ তুমি নির্লজ্জ; **ফলম্ অদ্য**—আজ আমি তোমাকে তার ফল প্রদান করব; **জুগুপ্সিতস্য**—অতি জঘন্য

তোমার; **যচ্ছামি**—আমি তোমাকে দণ্ডদান করব; **কালঃ ইব**—মৃত্যুসদৃশ; **কর্তুঃ**—সমস্ত পাপ আচরণকারী তোমার; **অলঙ্ঘ্য-বীর্যঃ**—সর্বশক্তিমান আমি, যাঁর প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বলেছিলেন, তুমি রাক্ষসদের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তুমি তাদের বিষ্ঠাসদৃশ। কুকুর যেমন গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহ থেকে আহার্য অপহরণ করে পলায়ন করে, তুমিও তেমন আমার অনুপস্থিতিতে আমার পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করেছ। তাই যমরাজ যেভাবে পাপীদের দণ্ডদান করেন, আমিও সেইভাবে তোমাকে দণ্ডদান করব। তুমি অত্যন্ত ঘৃণ্য, পাপী এবং নির্লজ্জ। তাই আজ অলঙ্ঘবীর্য আমি তোমাকে তোমার দুষ্কর্মের ফল প্রদান করব।

তাৎপর্য

ন চ দৈবাৎ পরং বলম্—কেউই দৈবের বল অতিক্রম করতে পারে না। রাবণ এতই পাপী এবং নির্লজ্জ ছিল যে, সে জানত না শ্রীরামচন্দ্রের হ্লাদিনী শক্তি সীতাদেবীকে অপহরণ করার ফলে কি হবে। এটিই রাক্ষসদের অক্ষমতা। *অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্*। রাক্ষসেরা জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তারা মনে করে যে, ঘটনাক্রমে সব কিছুর উদ্ভব হয়েছে এবং কোন শাসক, রাজা বা নিয়ন্তা নেই। তাই রাক্ষসেরা তাদের ইচ্ছামতো আচরণ করে, এমন কি তারা লক্ষ্মীদেবীকে পর্যন্ত অপহরণ করতে চায়। রাবণের মতো জড়বাদীরা যেভাবে আচরণ করে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তার ফলে জড় সভ্যতার বিনাশ হয়। নাস্তিকেরা যেহেতু রাক্ষস, তাই তারা অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করতেও সাহস করে এবং তার ফলে তাদের দণ্ডভোগ করতে হয়। ভগবানের নির্দেশই হচ্ছে ধর্ম, এবং যারা ভগবানের নির্দেশ পালন করে তারা ধার্মিক। যারা ভগবানের আদেশ পালন করে না, তারা অধার্মিক এবং তাদের দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ২৩

এবং ক্ষিপন্ ধনুষি সন্ধিতমুৎসসর্জ
বাণং স বজ্রমিব তদ্ধৃদয়ং বিভেদ ।
সোঽসৃগ্ বমন্ দশমুখৈর্ন্যপতদ্ বিমানা-
দ্ধাহেতি জল্পতি জনে সুকৃতীব রিক্তঃ ॥ ২৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **ক্ষিপন্**—(রাবণকে) ভর্ৎসনা করে; **ধনুষি**—ধনুকে; **সন্ধিতম্**—বাণ যোজন করেছিলেন; **উৎসসর্জ**—(তার প্রতি) নিক্ষেপ করেছিলেন; **বাণম্**—বাণ; **সঃ**—সেই বাণ; **বজ্রম্ ইব**—বজ্রের মতো; **তৎ-হৃদয়ম্**—রাবণের হৃদয়; **বিভেদ**—বিদ্ধ করেছিল; **সঃ**—সে, রাবণ; **অসৃক্**—রক্ত; **বমন্**—বমন করে; **দশ-মুখৈঃ**—তার দশ মুখ থেকে; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **বিমানাৎ**—তার বিমান থেকে; **হাহা**—হাহাকার; **ইতি**—এই প্রকার; **জল্পতি**—চিৎকার করে; **জনে**—সেখানে উপস্থিত তাঁর অনুগত জনেরা; **সুকৃতী ইব**—পুণ্যবান মানুষের মতো; **রিক্তঃ**—তার পুণ্যকর্ম ক্ষয় হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

এইভাবে রাবণকে ভর্ৎসনাপূর্বক শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধনুকে শর যোজন করে রাবণের প্রতি তা নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং বজ্রের মতো সেই বাণ রাবণের হৃদয় বিদ্ধ করেছিল। তা দেখে রাবণের অনুগামী জনেরা হাহাকার করতে লাগল, এবং রাবণ তার দশমুখে রক্তবমন করতে করতে পুণ্যবান ব্যক্তি যেভাবে পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ থেকে অধঃপতিত হয়, সেইভাবে বিমান থেকে পতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২১) বলা হয়েছে, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—"পুণ্যকর্মের ফল যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তাকে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে অধঃপতিত হতে হয়।" এই জড় জগতের সকাম কর্ম এমনই যে, পাপ অথবা পুণ্য উভয় কর্মের ফলেই এই জড় জগতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বদ্ধ থাকতে হয়। কারণ পুণ্য অথবা পাপ কোন কর্মই মায়ার সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না। রাবণ সমস্ত জড় ঐশ্বর্য সমন্বিত এক বিশাল রাজ্যের রাজারূপে এক অতি উচ্চ পদ লাভ করেছিল, কিন্তু সীতাদেবীকে অপহরণ করার পাপের ফলে তার সমস্ত পুণ্য বিনষ্ট হয়েছিল। কেউ যদি কোন মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করে, বিশেষ করে ভগবানের, তা হলে তাকে অত্যন্ত জঘন্য অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্ত পুণ্যফল হারিয়ে তাকে রাবণ আদি অসুরদের মতো অধঃপতিত হতে হয়। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, পাপ এবং পুণ্য উভয় স্তরই অতিক্রম করে, সমস্ত উপাধি মুক্ত হয়ে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক (*সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*)। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হন, তখন তিনি জড় স্তর অতিক্রম করেন, জড় স্তরে উচ্চ এবং নীচ পদ রয়েছে, কিন্তু কেউ যখন জড় স্তর অতিক্রম করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে নিত্য স্থিতি লাভ করেন (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্*

ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)। রাবণ অথবা তার মতো ব্যক্তিরা এই জড় জগতে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ঐশ্বর্যশালী হতে পারে, কিন্তু তাদের কোন নিরাপদ স্থিতি নেই, কারণ চরমে তারা সকলেই তাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ*)। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়মের উপর নির্ভরশীল।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/২৭) রাবণের মতো নিজেকে প্রকৃতির নিয়মের অতীত বলে মনে করে, কখনই নিজের পদগর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৪

তততো নিষ্ক্রম্য লঙ্কায়া যাতুধান্যঃ সহস্রশঃ ।
মন্দোদর্যা সমং তত্র প্ররুদন্ত্য উপাদ্রবন্ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—তারপর; **নিষ্ক্রম্য**—নির্গত হয়ে; **লঙ্কায়াঃ**—লঙ্কা থেকে; **যাতুধান্যঃ**—রাক্ষসীগণ; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **মন্দোদর্যা**—রাবণের পত্নী মন্দোদরী আদি; **সমম্**—সহ; **তত্র**—সেখানে; **প্ররুদন্ত্যঃ**—ক্রন্দন করতে করতে; **উপাদ্রবন্**—(তাদের মৃত পতির) নিকটে আগমন করেছিল।

অনুবাদ

তারপর রাবণের পত্নী মন্দোদরী আদি রাক্ষসীরা, যাদের পতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছিল, তারা লঙ্কা থেকে নির্গত হয়ে ক্রন্দন করতে করতে রাবণ এবং অন্যান্য রাক্ষসদের মৃতদেহের সমীপে আগমন করেছিল।

শ্লোক ২৫

স্বান্ স্বান্ বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য লক্ষ্মণেষুভিরর্দিতান্ ।
রুরুদুঃ সুস্বরং দীনা ঘ্নন্ত্য আত্মানমাত্মনা ॥ ২৫ ॥

স্বান্ স্বান্—তাদের নিজ নিজ পতিদের; **বন্ধূন**—বন্ধুগণ; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **লক্ষ্মণ-ইষুভিঃ**—লক্ষ্মণের বাণের দ্বারা; **অর্দিতান্**—যারা নিহত হয়েছিল;

রুরুদুঃ—করুণভাবে ক্রন্দন করেছিল; **সু-স্বরম্**—সকরুণ স্বরে; **দীনাঃ**—অতি দীন; **ঘ্নন্ত্যঃ**—আঘাত করে; **আত্মানম্**—তাদের বক্ষে; **আত্মনা**—নিজেদের দ্বারা।

অনুবাদ

শোকার্তা রাক্ষসীরা লক্ষ্মণের বাণে নিহত তাদের পতিদের আলিঙ্গন করে, তাদের বক্ষস্থলে আঘাত করতে করতে করুণস্বরে রোদন করেছিল।

শ্লোক ২৬

হা হতাঃ স্ম বয়ং নাথ লোকরাবণ রাবণ ।
কং যায়াচ্ছরণং লঙ্কা ত্বদ্বিহীনা পরার্দিতা ॥ ২৬ ॥

হা—হায়; **হতাঃ**—নিহত; **স্ম**—অতীতে; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **নাথ**—হে রক্ষক; **লোক-রাবণ**—জনসমূহের কষ্টের কারণস্বরূপ; **রাবণ**—অন্যদের ক্রন্দনের কারণস্বরূপ হে রাবণ; **কম্**—কাকে; **যায়াৎ**—যাবে; **শরণম্**—আশ্রয়; **লঙ্কা**—লঙ্কাপুরী; **ত্বৎ-বিহীনা**—তোমাকে হারিয়ে; **পর-অর্দিতা**—শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে নাথ! তুমি জনসমূহের কষ্টের কারণস্বরূপ ছিলে, এবং তাই তোমার নাম ছিল রাবণ। কিন্তু এখন তুমি পরাজিত হয়েছ বলে আমরাও পরাজিত হয়েছি, কারণ তোমার লঙ্কাপুরী এখন শত্রুদের দ্বারা বিজিত হয়েছে। এখন তা কার শরণাগত হবে?

তাৎপর্য

রাবণের পত্নী মন্দোদরী এবং অন্যান্য রাক্ষস-পত্নীরা জানত রাবণ কত নিষ্ঠুর ছিল। 'রাবণ' শব্দটির অর্থ 'যে জনসাধারণের ক্রন্দনের কারণস্বরূপ'। রাবণ সর্বদা অন্যদের কষ্টের কারণস্বরূপ ছিল, কিন্তু যখন তার পাপের চরম পরিণতিস্বরূপ সে সীতাদেবীকে কষ্ট দিয়েছিল, তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাকে বধ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

ন বৈ বেদ মহাভাগ ভবান্ কামবশং গতঃ ।
তেজোঽনুভাবং সীতায়া যেন নীতো দশামিমাম্ ॥ ২৭ ॥

ন—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বেদ**—জানতে; **মহা-ভাগ**—হে মহাভাগ্যবান; **ভবান্**—আপনি; **কাম-বশম্**—কামের বশবর্তী; **গতঃ**—হয়ে; **তেজঃ**—প্রভাবের দ্বারা; **অনুভাবম্**—এই প্রকার প্রভাবের পরিণামস্বরূপ; **সীতায়াঃ**—সীতাদেবীর; **যেন**—যার দ্বারা; **নীতঃ**—আনীত হয়ে; **দশাম্**—অবস্থা; **ইমাম্**—এই প্রকার (ধ্বংস)।

অনুবাদ

হে মহাভাগ্যবান! আপনি কামের অধীন হয়ে সীতাদেবীর প্রভাব জানতে সমর্থ হননি। এখন, তাঁর অভিশাপের ফলে আপনি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিহত হয়ে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

কেবল সীতাদেবীই প্রভাবশালিনী নন, যে রমণী সীতাদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনিও তাঁরই মতো প্রভাবশালিনী হন। বৈদিক শাস্ত্রে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমরা যখনই কোন আদর্শ সতী রমণীদের বর্ণনা দেখি, সীতাদেবী তার মধ্যে রয়েছেন। রাবণের পত্নী মন্দোদরীও ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা সতী নারী। তেমনই, দ্রৌপদী পঞ্চসতীর অন্যতমা। পুরুষদের যেমন ব্রহ্মা, নারদ আদি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, তেমনই রমণীদেরও সীতা, মন্দোদরী, দ্রৌপদী আদি আদর্শ রমণীদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। পতিব্রতা নারী অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। নৈতিক আদর্শ অনুসারে পরস্ত্রীর প্রতি কামভাব পোষণ করা উচিত নয়। *মাতৃবৎ পরদারেষু*—বুদ্ধিমান মানুষ পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করেন। এটিই চাণক্য-শ্লোকের (১০) নির্দেশ—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥

"যিনি পরস্ত্রীকে মায়ের মতো দর্শন করেন, অন্যের সম্পত্তিকে মাটির ঢেলার মতো দর্শন করেন, অন্য সমস্ত জীবের প্রতি আত্মবৎ আচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।" এইভাবে রাবণ কেবল শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারাই নিন্দিত হননি, তিনি তাঁর পত্নী মন্দোদরীর দ্বারাও নিন্দিত হয়েছিলেন। যেহেতু মন্দোদরী ছিলেন একজন সতী, তাই তিনি অন্য সতীর প্রভাব অবগত ছিলেন, বিশেষ করে সীতাদেবীর।

শ্লোক ২৮

কৃতৈষা বিধবা লঙ্কা বয়ং চ কুলনন্দন ।
দেহঃ কৃতোঽন্নং গৃধ্রাণামাত্মা নরকহেতবে ॥ ২৮ ॥

কৃতা—আপনার দ্বারা করা হয়েছে; **এষা**—এই সমস্ত; **বিধবা**— পতিহীনা; **লঙ্কা**—লঙ্কা; **বয়ম্ চ**—এবং আমরা; **কুল-নন্দন**—হে রাক্ষসকুলের আনন্দজনক; **দেহঃ**—দেহ; **কৃতঃ**—আপনার দ্বারা করা হয়েছে; **অন্নম্**—ভক্ষ্য; **গৃধ্রাণাম্**—শকুনিদের; **আত্মা**—এবং আপনার আত্মা; **নরক-হেতবে**—নরকে যাওয়ার জন্য।

অনুবাদ

হে রাক্ষসকুলনন্দন! আপনারই কারণে লঙ্কা এবং আমরা পতিহীনা হয়েছি। আপনার কর্মের দ্বারা আপনি আপনার দেহ শকুনদের ভক্ষ্য এবং নিজেকে নরকভোগী করলেন।

তাৎপর্য

যারা রাবণের পন্থা অনুসরণ করে, তারা দুইভাবে অভিশপ্ত হয়—তাদের দেহ কুকুর এবং শকুনের ভক্ষ্য হয় এবং তাদের আত্মা নরকগামী হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৬/১৯) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" এইভাবে রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস, দন্তবক্র আদি ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরদের চরমে নরকভোগ করতে হয়। রাবণের পত্নী মন্দোদরী তা জানতেন, কারণ তিনি স্বয়ং সতী ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর পতির মৃত্যুতে শোক করছিলেন, তবুও তিনি জানতেন তার দেহ এবং আত্মার কি গতি হবে, কারণ জড় চক্ষুতে দর্শন না হলেও জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তা দর্শন করা যায় (*পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ*)। বৈদিক ইতিহাসে ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরেরা কিভাবে প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডিত হয়েছে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শ্লোক ২৯

শ্রীশুক উবাচ

স্বানাং বিভীষণশ্চক্রে কোসলেন্দ্রানুমোদিতঃ ।
পিতৃমেধবিধানেন যদুক্তং সাম্পরায়িকম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **স্বানাম্**—তাঁর আত্মীয়বর্গের; **বিভীষণঃ**—রাবণের ভ্রাতা এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত বিভীষণ; **চক্রে**—

অনুষ্ঠান করেছিলেন; **কোসল-ইন্দ্র-অনুমোদিতঃ**—কোশলের রাজা শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা অনুমোদিত; **পিতৃ-মেধ-বিধানেন**—পুত্রের দ্বারা কৃত পিতা অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **যৎ উক্তম্**—বিধান অনুসারে; **সাম্পরায়িকম্**—ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব বললেন— কোশলরাজ শ্রীরামচন্দ্রের সম্মতিক্রমে, রাবণের পুণ্যবান ভ্রাতা এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত বিভীষণ তাঁর আত্মীয়দের নরক গমন থেকে রক্ষা করার জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধান অনুসারে ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

একটি দেহ ত্যাগ করার পর অন্য আর একটি দেহ লাভ হয়, কিন্তু কখনও কখনও কেউ যদি অত্যন্ত পাপী হয়, তা হলে সে অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয় না—সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। মৃত ব্যক্তিকে প্রেতযোনি থেকে রক্ষা করার জন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত রাবণের নরক গমন অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপদেশ অনুসারে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ তার ঔর্ধ্বদেহিক কৃত্য সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্র রাবণের মৃত্যুর পরেও তাকে কৃপা করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

ততো দদর্শ ভগবানশোকবনিকাশ্রমে ।
ক্ষামাং স্ববিরহব্যাধিং শিংশপামূলমাশ্রিতাম্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **অশোক-বনিক-আশ্রমে**—অশোক বনে একটি কুটিরে; **ক্ষামাম্**—অত্যন্ত ক্ষীণা; **স্ব-বিরহ-ব্যাধিম্**—শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে ব্যাধিক্লিষ্টা; **শিংশপা**—শিংশপা বৃক্ষের; **মূলম্**—মূলে; **আশ্রিতাম্**—অবস্থিতা।

অনুবাদ

তারপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অশোক বনে শিংশপা বৃক্ষের মূলে তাঁর বিরহে কাতর এবং অত্যন্ত ক্ষীণা সীতাদেবীকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

রামঃ প্রিয়তমাং ভার্যাং দীনাং বীক্ষ্যান্বকম্পত ।
আত্মসন্দর্শনাহ্লাদবিকসন্মুখপঙ্কজাম্ ॥ ৩১ ॥

রামঃ—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **প্রিয়-তমাম্**—তাঁর প্রিয়তমা; **ভার্যাম্**—পত্নীকে; **দীনাম্**—অত্যন্ত দীনভাবে অবস্থিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অন্বকম্পত**—অত্যন্ত অনুকম্পিত হয়েছিলেন; **আত্ম-সন্দর্শন**—প্রিয় দর্শনজনিত; **আহ্লাদ**—আনন্দ; **বিকসৎ**—বিকশিত; **মুখ**—মুখ; **পঙ্কজাম্**—পদ্মসদৃশ।

অনুবাদ

তাঁর পত্নীকে সেই অবস্থায় দর্শন করে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে সীতাদেবীর বদনকমল তখন আনন্দে বিকশিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩২

আরোপ্যারুরুহে যানং ভ্রাতৃভ্যাং হনুমদ্‌যুতঃ ।
বিভীষণায় ভগবান্ দত্ত্বা রক্ষোগণেশতাম্ ।
লঙ্কামায়ুশ্চ কল্পান্তং যযৌ চীর্ণব্রতঃ পুরীম্ ॥ ৩২ ॥

আরোপ্য—স্থাপন করে; **আরুরুহে**—আরোহণ করেছিলেন; **যানম্**—বিমানে; **ভ্রাতৃভ্যাম্**—তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং সেনাপতি সুগ্রীব সহ; **হনুমৎ-যুতঃ**—হনুমান সহ; **বিভীষণায়**—রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে; **ভগবান্**—ভগবান; **দত্ত্বা**—আধিপত্য প্রদান করেছিলেন; **রক্ষঃ-গণ-ঈশতাম্**—রাক্ষসদের শাসন করার ক্ষমতা; **লঙ্কাম্**—লঙ্কা; **আয়ুঃ চ**—এবং আয়ু; **কল্প-অন্তম্**—কল্পান্ত পর্যন্ত; **যযৌ**—গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **চীর্ণ ব্রতঃ**—বনবাস সমাপনান্তে; **পুরীম্**—অযোধ্যাপুরীতে।

অনুবাদ

বিভীষণকে কল্পান্ত পর্যন্ত লঙ্কার রাক্ষসদের উপর আধিপত্য প্রদান করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে পুষ্পক রথে স্থাপনপূর্বক স্বয়ং সেই বিমানে আরোহণ করে বনবাস সমাপনান্তে হনুমান, সুগ্রীব ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

অবকীর্যমাণঃ সুকুসুমৈর্লোকপালার্পিতৈঃ পথি ।
উপগীয়মানচরিতঃ শতধৃত্যাদিভির্মুদা ॥ ৩৩ ॥

অবকীর্যমাণঃ—আচ্ছাদিত হয়ে; **সুকুসুমৈঃ**—সুগন্ধি এবং সুন্দর ফুলের দ্বারা; **লোকপাল-অর্পিতৈঃ**—লোকপালগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত; **পথি**—পথে; **উপগীয়মান-চরিতঃ**—তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপের মহিমা কীর্তিত হয়েছিল; **শতধৃতি-আদিভিঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা; **মুদা**—মহা আনন্দ সহকারে।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে এলেন, তখন পথে লোকপালগণ তাঁর উপর সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, এবং ব্রহ্মা আদি দেবতারা তখন মহা আনন্দে তাঁর চরিত্র কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

গোমূত্রযাবকং শ্রুত্বা ভ্রাতরং বল্কলাম্বরম্ ।
মহাকারুণিকোঽতপ্যজ্জটিলং স্থণ্ডিলেশয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

গো-মূত্র-যাবকম্—গরুর মূত্রে সিদ্ধ যব আহার করে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভ্রাতরম্**—তাঁর ভ্রাতা ভরত; **বল্কল-অম্বরম্**—বল্কল পরিহিত; **মহা-কারুণিকঃ**—পরম করুণাময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **অতপ্যৎ**—অত্যন্ত শোক করেছিলেন; **জটিলম্**—জটাধারী হয়ে; **স্থণ্ডিলে-শয়ম্**—কুশাসনে শয়ন করে।

অনুবাদ

অযোধ্যায় পৌঁছে রামচন্দ্র শুনেছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ভ্রাতা ভরত কেবল গোমূত্রে সিদ্ধ যব আহার করেছিলেন এবং বল্কলের দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদন করে, জটাধারী হয়ে কুশাসনে শয়নপূর্বক দিনাতিপাত করছিলেন। সেই কথা শুনে পরম করুণাময় ভগবান অত্যন্ত অনুতাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৮

ভরতঃ প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরামাত্যপুরোহিতৈঃ ।
পাদুকে শিরসি ন্যস্য রামং প্রত্যুদ্যতোঽগ্রজম্ ॥ ৩৫ ॥

নন্দিগ্রামাৎ স্বশিবিরাদ্ গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ।
ব্রহ্মঘোষেণ চ মুহুঃ পঠদ্ভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥
স্বর্ণকক্ষপতাকাভির্হৈমৈশ্চিত্রধ্বজৈ রথৈঃ ।
সদশ্বৈ রুক্মসন্নাহৈর্ভটৈঃ পুরটবর্মভিঃ ॥ ৩৭ ॥
শ্রেণীভির্বারমুখ্যাভির্ভৃত্যৈশ্চৈব পদানুগৈঃ ।
পারমেষ্ঠ্যান্যুপাদায় পণ্যান্যুচ্চাবচানি চ ।
পাদয়োর্ন্যপতৎ প্রেম্ণা প্রক্লিন্নহৃদয়েক্ষণঃ ॥ ৩৮ ॥

ভরতঃ—শ্রীভরত; **প্রাপ্তম্**—গৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **পৌর**—নগরবাসী; **অমাত্য**—অমাত্য; **পুরোহিতৈঃ**—পুরোহিতগণ সহ; **পাদুকে**—পাদুকা দুটি; **শিরসি**—মস্তকে; **ন্যস্য**—ধারণ করে; **রামম্**—শ্রীরামচন্দ্রকে; **প্রত্যুদ্যতঃ**—স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন; **অগ্রজম্**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে; **নন্দিগ্রামাৎ**—তাঁর বাসস্থান নন্দিগ্রাম থেকে; **স্ব-শিবিরাৎ**—তাঁর শিবির থেকে; **গীত-বাদিত্র**—গীত-বাদ্য সহকারে; **নিঃস্বনৈঃ**—শব্দসহ; **ব্রহ্ম-ঘোষেণ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **চ**—এবং; **মুহুঃ**—সর্বদা; **পঠদ্ভিঃ**—বেদ থেকে পাঠ করে; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—সর্বোত্তম ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **স্বর্ণ-কক্ষ-পতাকাভিঃ**—স্বর্ণমণ্ডিত পতাকা শোভিত; **হৈমৈঃ**—সুবর্ণময়; **চিত্র-ধ্বজৈঃ**—ধ্বজা শোভিত; **রথৈঃ**—রথের দ্বারা; **সৎ-অশ্বৈঃ**—অতি সুন্দর অশ্ব সমন্বিত; **রুক্ম**—সুবর্ণময়; **সন্নাহৈঃ**—রশ্মি সংযুক্ত; **ভটৈঃ**—সৈন্যদের দ্বারা; **পুরট-বর্মভিঃ**—সোনার বর্মে আচ্ছাদিত; **শ্রেণীভিঃ**—পঙ্‌ক্তি বা শোভাযাত্রার দ্বারা; **বার-মুখ্যাভিঃ**—সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা বারাঙ্গনাদের দ্বারা; **ভৃত্যৈঃ**—ভৃত্যদের দ্বারা; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পদ-অনুগৈঃ**—পদাতিকদের দ্বারা; **পারমেষ্ঠ্যানি**—রাজকীয় সম্বর্ধনার উপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য; **উপাদায়**—সব কিছু একত্রে গ্রহণ করে; **পণ্যানি**—মুল্যবান মণিরত্ন ইত্যাদি; **উচ্চ-অবচানি**—বিভিন্ন মুল্যের; **চ**—ও; **পাদয়োঃ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিলেন; **প্রেম্ণা**—দিব্য প্রেমে; **প্রক্লিন্ন**—আর্দ্রীভুত; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **ঈক্ষণঃ**—নয়ন।

অনুবাদ

ভরত যখন জানতে পেরেছিলেন যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে আসছেন, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে ধারণ করে নন্দিগ্রামে তাঁর শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ভরতের সঙ্গে তখন তাঁর মন্ত্রীরা, পুরোহিতেরা এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়েছিলেন।

বন্দীরা তখন মধুর সংগীত সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা উচ্চস্বরে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। সুন্দর অশ্ব এবং সুবর্ণ রশ্মি সমন্বিত বহু রথ সেই শোভাযাত্রাকে অনুসরণ করছিল। সেই সমস্ত রথ স্বর্ণপ্রান্ত সমন্বিত পতাকা এবং বিভিন্ন প্রকার ধ্বজায় শোভিত ছিল। স্বর্ণকবচধারী সৈন্য, তাম্বুলিক এবং বহু সুন্দরী বারাঙ্গনা সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে চলেছিলেন। বহু পদচারী ভৃত্য ছত্র, চামর, নানা প্রকার মূল্যবান মণিরত্ন এবং শোভাযাত্রার উপযুক্ত অন্যান্য সামগ্রী বহন করছিল। এইভাবে ভরত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে নিপতিত হয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় তখন দ্রবীভূত হয়েছিল এবং আনন্দে তাঁর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ৩৯-৪০

পাদুকে ন্যস্য পুরতঃ প্রাঞ্জলির্বাষ্পলোচনঃ ।
তমাশ্লিষ্য চিরং দোর্ভ্যাং স্নাপয়ন্ নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ৩৯ ॥
রামো লক্ষ্মণসীতাভ্যাং বিপ্রেভ্যো যেঽর্হসত্তমাঃ ।
তেভ্যঃ স্বয়ং নমশ্চক্রে প্রজাভিশ্চ নমস্কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

পাদুকে—পাদুকা দুটি; **ন্যস্য**—স্থাপন করে; **পুরতঃ**—শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে; **প্রাঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি হয়ে; **বাষ্প-লোচনঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **তম্**—তাঁকে, ভরতকে; **আশ্লিষ্য**—আলিঙ্গন করে; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **দোর্ভ্যাম্**—দুই বাহুর দ্বারা; **স্নাপয়ন্**—স্নান করিয়ে; **নেত্রজৈঃ**—নয়নজাত; **জলৈঃ**—জলের দ্বারা; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **লক্ষ্মণ-সীতাভ্যাম্**—লক্ষ্মণ এবং সীতা সহ; **বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **যে**—এবং অন্যদেরও; **অর্হ-সত্তমাঃ**—পূজনীয়; **তেভ্যঃ**—তাঁদের; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **নমঃ-চক্রে**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **প্রজাভিঃ**—প্রজাদের দ্বারা; **চ**—ও; **নমস্কৃতঃ**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভরত শ্রীরামচন্দ্রের অগ্রে তাঁর পাদুকা দুটি সমর্পণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অশ্রুজলে ভরতকে স্নান করিয়ে বহুক্ষণ ধরে আলিঙ্গন করেছিলেন। সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্র বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পূজনীয় কুলবৃদ্ধদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ তখন ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

ধুন্বন্ত উত্তরাসঙ্গান্ পতিং বীক্ষ্য চিরাগতম্ ।
উত্তরাঃ কোসলা মাল্যৈঃ কিরন্তো ননৃতুর্মুদা ॥ ৪১ ॥

ধুন্বন্তঃ—আন্দোলন করে; **উত্তর-আসঙ্গান্**—উত্তরীয় বসন; **পতিম্**—অধিপতি; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **চির-আগতম্**—দীর্ঘ বনবাসের পর প্রত্যাগত; **উত্তরাঃ কোসলাঃ**—অযোধ্যার প্রজাবর্গ; **মাল্যৈঃ কিরন্তঃ**—তাঁকে মাল্য প্রদান করে; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন; **মুদা**—গভীর আনন্দে।

অনুবাদ

অযোধ্যার নাগরিকেরা দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তাঁদের রাজাকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে তাঁকে মাল্য প্রদান করেছিলেন, এবং তাঁদের উত্তরীয় বসন আন্দোলন করে আনন্দে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ৪২-৪৩

পাদুকে ভরতোঽগৃহ্নাচ্চামরব্যজনোত্তমে ।
বিভীষণঃ সসুগ্রীবঃ শ্বেতচ্ছত্রং মরুৎসুতঃ ॥ ৪২ ॥
ধনুর্নিষঙ্গাঞ্ছত্রুঘ্নঃ সীতা তীর্থকমণ্ডলুম্ ।
অবিভ্রদঙ্গদঃ খড়্গং হৈমং চর্মর্ক্ষরাণ্ নৃপ ॥ ৪৩ ॥

পাদুকে—পাদুকা দুটি; **ভরতঃ**—শ্রীভরত; **অগৃহ্নাৎ**—বহন করেছিলেন; **চামর**—চামর; **ব্যজন**—পাখা; **উত্তমে**—অতি উৎকৃষ্ট; **বিভীষণঃ**—রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ; **স-সুগ্রীবঃ**—সুগ্রীব সহ; **শ্বেত-ছত্রম্**—শ্বেতছত্র; **মরুৎ-সুতঃ**—পবনপুত্র হনুমান; **ধনুঃ**—ধনুক; **নিষঙ্গান্**—দুটি তূণ; **শত্রুঘ্নঃ**—শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা; **সীতা**—সীতাদেবী; **তীর্থ-কমণ্ডলুম্**—তীর্থের জলে পূর্ণ কমণ্ডলু; **অবিভ্রৎ**—ধারণ করেছিলেন; **অঙ্গদম্**—অঙ্গদ নামক বানর সেনাপতি; **খড়্গম্**—খড়্গ; **হৈমম্**—স্বর্ণনির্মিত; **চর্ম**—কবচ; **ঋক্ষরাট্**—ঋক্ষরাজ জাম্ববান; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্! ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয়, সুগ্রীব এবং বিভীষণ চামর ও উৎকৃষ্ট ব্যজন, হনুমান শ্বেতছত্র, শত্রুঘ্ন ধনুক এবং দুটি তূণ, সীতাদেবী তীর্থজলে পূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ খড়্গ এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববান স্বর্ণকবচ ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

পুষ্পকস্থোনুতঃ স্ত্রীভিঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ।
বিরেজে ভগবান্ রাজন্ গ্রহৈশ্চন্দ্র ইবোদিতঃ ॥ ৪৪ ॥

পুষ্পক-স্থঃ—পুষ্পক বিমানে উপবিষ্ট; **নুতঃ**—পূজিত; **স্ত্রীভিঃ**—রমণীদের দ্বারা; **স্তূয়মানঃ**—বন্দিত হয়ে; **চ**—এবং; **বন্দীভিঃ**—বন্দিদের দ্বারা; **বিরেজে**—শোভা পাচ্ছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **গ্রহৈঃ**—গ্রহদের মধ্যে; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **ইব**—সদৃশ; **উদিতঃ**—উদিত।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পুষ্পক রথে উপবিষ্ট ভগবানকে পুরনারীরা প্রার্থনা নিবেদন করছিলেন এবং বন্দীরা তাঁর চরিত্রগাথা কীর্তন করছিলেন। তখন তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝখানে চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৪৫-৪৬

ভ্রাত্রাভিনন্দিতঃ সোঽথ সোৎসবাং প্রাবিশৎ পুরীম্ ।
প্রবিশ্য রাজভবনং গুরুপত্নীঃ স্বমাতরম্ ॥ ৪৫ ॥
গুরূন্ বয়স্যাবরজান্ পূজিতঃ প্রত্যপূজয়ৎ ।
বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চৈব যথাবৎ সমুপেয়তুঃ ॥ ৪৬ ॥

ভ্রাত্রা—তাঁর ভ্রাতা ভরতের দ্বারা; **অভিনন্দিতঃ**—অভিনন্দিত হয়ে; **সঃ**—তিনি, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **অথ**—তারপর; **স-উৎসবাম্**—উৎসব মুখরিত; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পুরীম্**—অযোধ্যাপুরীতে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **রাজ-ভবনম্**—রাজপ্রাসাদে; **গুরু-পত্নীঃ**—কৈকেয়ী প্রভৃতি বিমাতাদের; **স্ব-মাতরম্**—তাঁর মা কৌশল্যাকে; **গুরূন্**—শ্রীবশিষ্ঠ আদি গুরুজনদের; **বয়স্য**—সমবয়স্ক বন্ধুদের; **অবর-জান্**—এবং কনিষ্ঠদের; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **প্রত্যপূজয়ৎ**—প্রত্যভিবাদন করেছিলেন; **বৈদেহী**—সীতাদেবী; **লক্ষ্মণঃ**—লক্ষ্মণ; **চ এব**—এবং; **যথা-বৎ**—যথাযথভাবে; **সমুপেয়তুঃ**—বন্দিত হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর ভ্রাতা ভরত কর্তৃক অভিনন্দিত হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র উৎসব মুখরিত অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। প্রাসাদে প্রবেশকালে তিনি কৈকেয়ী প্রভৃতি

মহারাজ দশরথের অন্যান্য পত্নী অর্থাৎ তাঁর বিমাতাদের, এবং তাঁর নিজের মাতা কৌশল্যাকে প্রণাম করেছিলেন। তিনি বশিষ্ঠ আদি গুরুজনদেরও প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁর সমবয়স্ক বন্ধুরা এবং কনিষ্ঠরা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তিনিও তাঁদের প্রত্যভিবাদন করেছিলেন। লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীও সেইভাবে সকলকে অভিবাদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

পুত্রান্ স্বমাতরস্তাস্তু প্রাণাংস্তন্ব ইবোত্থিতাঃ ।
আরোপ্যাঙ্কেঽভিষিঞ্চন্ত্যো বাষ্পৌঘৈর্বিজহুঃ শুচঃ ॥ ৪৭ ॥

পুত্রান্—পুত্রগণ; **স্ব-মাতরঃ**—তাঁদের মাতাগণ; **তাঃ**—তাঁরা, কৌশল্যা এবং কৈকেয়ী প্রমুখ; **তু**—কিন্তু; **প্রাণান্**—জীবন; **তন্বঃ**—দেহ; **ইব**—সদৃশ; **উত্থিতাঃ**—উত্থিত হয়ে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **অঙ্কে**—অঙ্কে; **অভিষিঞ্চন্ত্যঃ**—(তাঁদের পুত্রদের দেহ) অভিষিক্ত করে; **বাষ্প**—অশ্রুর দ্বারা; **ওঘৈঃ**—নিরন্তর বর্ষিত; **বিজহুঃ**—ত্যাগ করেছিলেন; **শুচঃ**—তাঁদের পুত্র বিরহজনিত শোক।

অনুবাদ

মূর্ছিত দেহে চেতনার সঞ্চার হলে যেভাবে দেহ সহসা উত্থিত হয়, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের মাতৃগণ তাঁদের পুত্রদের দর্শন করে সেইভাবে সহসা উত্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের পুত্রদের কোলে নিয়ে নয়নজলে অভিষিক্ত করে দীর্ঘ বিরহজনিত শোক থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৮

জটা নির্মুচ্য বিধিবৎ কুলবৃদ্ধৈঃ সমং গুরুঃ ।
অভ্যষিঞ্চদ্ যথৈবেন্দ্রং চতুঃসিন্ধুজলাদিভিঃ ॥ ৪৮ ॥

জটাঃ—মাথার চুলের জটা; **নির্মুচ্য**—মুণ্ডন করে; **বিধিবৎ**—বিধি অনুসারে; **কুল-বৃদ্ধৈঃ**—কুলবৃদ্ধগণ; **সমম্**—সঙ্গে; **গুরুঃ**—কুলগুরু বশিষ্ঠ; **অভ্যষিঞ্চৎ**—শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন; **যথা**—যেমন; **এব**—সদৃশ; **ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **চতুঃ-সিন্ধু-জল**—চার সমুদ্রের জলের দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং অভিষেকের অন্যান্য উপকরণ দ্বারা।

অনুবাদ

কুলগুরু বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের জটামোচন করে তাঁর মস্তক মুণ্ডন করিয়েছিলেন, এবং তারপর কুলবৃদ্ধদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চার সমুদ্রের জল দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

এবং কৃতশিরঃস্নানঃ সুবাসাঃ স্রগ্ব্যলঙ্কৃতঃ ।
স্বলঙ্কৃতৈঃ সুবাসোভির্ভ্রাতৃভির্ভার্যয়া বভৌ ॥ ৪৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃত-শিরঃ-স্নানঃ**—মস্তক প্রক্ষালন করে স্নান করিয়ে; **সুবাসাঃ**—সুন্দর বসনে সজ্জিত হয়ে; **স্রগ্বি-অলঙ্কৃতঃ**—মাল্য বিভূষিত হয়ে; **সু-অলঙ্কৃতৈঃ**—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে; **সু-বাসোভিঃ**—সুন্দর বসনে বিভূষিত; **ভ্রাতৃভিঃ**—ভ্রাতাগণ সহ; **ভার্যয়া**—এবং তাঁর পত্নী সীতাদেবী সহ; **বভৌ**—ভগবান অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পেতে লাগলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে মস্তক মুণ্ডনপূর্বক স্নান করে সুন্দর বসন পরিধান করেছিলেন এবং মাল্য ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে সুন্দর বসন ও অলঙ্কারে বিভূষিত ভ্রাতাগণ ও সীতাদেবী সহ শোভা পেতে লাগলেন।

শ্লোক ৫০

অগ্রহীদাসনং ভ্রাত্রা প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ ।
প্রজাঃ স্বধর্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ ।
জুগোপ পিতৃবদ্ রামো মেনিরে পিতরং চ তম্ ॥ ৫০ ॥

অগ্রহীৎ—গ্রহণ করেছিলেন; **আসনম্**—রাজসিংহাসন; **ভ্রাত্রা**—ভ্রাতা ভরতের দ্বারা; **প্রণিপত্য**—সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করার পর; **প্রসাদিতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রজাঃ**—এবং প্রজাগণ; **স্ব-ধর্মনিরতাঃ**—স্বধর্মনিরত; **বর্ণাশ্রম**—বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে; **গুণ-অন্বিতাঃ**—গুণান্বিত; **জুগোপ**—তাদের পালন করেছিলেন; **পিতৃবৎ**—পিতার মতো; **রামঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **মেনিরে**—তাঁরা মনে করেছিলেন; **পিতরম্**—ঠিক পিতার মতো; **চ**—ও; **তম্**—তাঁকে, শ্রীরামচন্দ্রকে।

অনুবাদ

ভরতের প্রণতি এবং শরণাগতিতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তখন রাজসিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন। পিতা যেমন সস্নেহে পুত্রকে পালন করেন, ঠিক সেইভাবে তিনি স্বধর্মনিরত বর্ণ ও আশ্রমোচিত গুণযুক্ত প্রজাদের পালন করেছিলেন, এবং প্রজারাও তাঁকে ঠিক তাঁদের পিতার মতো মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

রামরাজ্যের আদর্শ মানুষের অত্যন্ত প্রিয়। এমন কি এখনও রাজনীতিবিদেরা কখনও কখনও রামরাজ্য নামক দল গঠন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করে না। তারা ভগবানকে বাদ দিয়ে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের এই প্রকার প্রচেষ্টা কিন্তু কখনও সার্থক হয় না। রাষ্ট্রসরকার এবং প্রজাদের সম্পর্ক যখন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রজাদের সম্পর্কের মতো হয়ে ওঠে, তখনই কেবল রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। পিতা যেই প্রকার স্নেহে পুত্রকে পালন করেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও ঠিক সেইভাবে তাঁর প্রজাদের পালন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর প্রজারাও তাঁকে ঠিক তাঁদের পিতার মতোই বলে মনে করতেন। এইভাবে পিতা-পুত্রের মতো রাজা এবং প্রজার সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত। পুত্রেরা যখন সুশিক্ষিত হয়, তখন তারা পিতা-মাতার বাধ্য হয়, এবং উপযুক্ত পিতা তাঁর সন্তানদের যথাযথভাবে পালন-পোষণ করেন। এইখানে *স্বধর্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ* পদটির মাধ্যমে সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রজারা সৎ নাগরিক ছিলেন, কারণ তাঁরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এবং ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস সমন্বিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করতেন। এটিই যথার্থ মানব-সভ্যতা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে মানুষের শিক্ষালাভ করা অবশ্য কর্তব্য। *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—চারটি বর্ণ গুণ এবং কর্ম অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সৎ সরকারের প্রথম কর্তব্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা। বর্ণাশ্রম-ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভগবন্মুখী করা। *বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরারাধ্যতে*। সমগ্র বর্ণাশ্রম প্রথার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে বৈষ্ণবে পরিণত করা। *বিষ্ণুরস্য দেবতা*। মানুষ যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, তখন তাঁরা বৈষ্ণব হন। এইভাবে বর্ণাশ্রম প্রথার মাধ্যমে মানুষকে বৈষ্ণব হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত, যা শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে ছিল—তখন সকলকেই বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হত।

কেবল আইনকানুন প্রণয়ন করার মাধ্যমেই সৎ নাগরিক সৃষ্টি করা যায় না। তা অসম্ভব। সারা পৃথিবী জুড়ে কত রাজ্য রয়েছে, লোকসভা এবং রাজ্যসভা রয়েছে, কিন্তু তবুও নাগরিকেরা অনাচারী দস্যু-তস্করে পরিণত হচ্ছে। অতএব, কেবল আইন প্রণয়ন করেই সৎ নাগরিক তৈরি করা যায় না; নাগরিকদের যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। ইঞ্জিনিয়ার, আইনজ্ঞ অথবা জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে যেমন স্কুল-কলেজের শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তেমনই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী হওয়ার শিক্ষা স্কুল-কলেজে প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। তার ফলে সৎ নাগরিক হওয়ার প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে (*বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ*)। সাধারণত রাজা বা রাষ্ট্রপতি যদি রাজর্ষি হন, তা হলে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের প্রজাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে, এবং তখন আর রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলার কোন সম্ভাবনা থাকবে না, কারণ তখন দস্যু-তস্করের সংখ্যা হ্রাস পাবে। কলিযুগে কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথা উপেক্ষিত হওয়ার ফলে মানুষ সাধারণত দস্যু-তস্করে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক প্রথায় এই প্রকার দস্যু-তস্করেরা স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য দস্যু-তস্করদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং তার ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রেই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ও সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করে। সেই সমাজে কেউই সুখী হতে পারে না। কিন্তু সৎ রাষ্ট্রের আদর্শ আমরা শ্রীরামচন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থায় দেখতে পাই। মানুষ যদি তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে, তা হলে পৃথিবীর সর্বত্র রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে।

শ্লোক ৫১

ত্রেতায়াং বর্তমানায়াং কালঃ কৃতসমোঽভবৎ ।
রামে রাজনি ধর্মজ্ঞে সর্বভূতসুখাবহে ॥ ৫১ ॥

ত্রেতায়াম্—ত্রেতাযুগে; **বর্তমানায়াম্**—সেই যুগে বর্তমান থাকলেও; **কালঃ**—সময়; **কৃত**—সত্যযুগের; **সমঃ**—সমান; **অভবৎ**—হয়েছিল; **রামে**—শ্রীরামচন্দ্রের উপস্থিতির ফলে; **রাজনি**—শাসনকারী রাজারূপে; **ধর্মজ্ঞে**—যেহেতু তিনি ছিলেন পূর্ণরূপে ধর্মপরায়ণ; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবের; **সুখ-আবহে**—পূর্ণ সুখ প্রদান করে।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র রাজা হয়েছিলেন ত্রেতাযুগে, কিন্তু যেহেতু তাঁর শাসন-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুন্দর, তাই তখনকার অবস্থা হয়েছিল ঠিক সত্যযুগের মতো। সেখানে সকলেই ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং সর্বতোভাবে সুখী।

তাৎপর্য

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চার যুগের মধ্যে কলিযুগ হচ্ছে সব চাইতে নিকৃষ্ট, কিন্তু এই কলিযুগেও যদি বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রথা প্রবর্তন করা যায়, তা হলে এই কলিযুগেও সত্যযুগের আবির্ভাব সম্ভব। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বা কৃষ্ণভক্তির আন্দোলন।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

"হে রাজন্! এই কলিযুগ যদিও পাপে পূর্ণ, তবুও এই যুগে একটি সদ্‌গুণ রয়েছে—কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়া যায়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/৩/৫১) মানুষ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, তা হলে তাঁরা নিঃসন্দেহে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত হবেন, এবং এইভাবে মানুষ স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগের মানুষদের মতো সুখী হতে পারবেন। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে, অনায়াসে এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন—তাঁকে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে, বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে হবে এবং পাপময় জীবন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কেউ যদি পাপাসক্ত হয় এবং তার পাপপঙ্কিল জীবন ত্যাগ নাও করতে পারে, তবুও যদি সে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, তা হলে অবশ্যই সে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে এবং তার জীবন সার্থক হবে। *পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্*। এটিই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ, যিনি কলিযুগে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৫২

বনানি নদ্যো গিরয়ো বর্ষাণি দ্বীপসিন্ধবঃ ।
সর্বে কামদুঘা আসন্ প্রজানাং ভরতর্ষভ ॥ ৫২ ॥

বনানি—বন; **নদ্যঃ**—নদী; **গিরয়ঃ**—পাহাড়-পর্বত; **বর্ষাণি**—বর্ষ; **দ্বীপ**—দ্বীপ; **সিন্ধবঃ**—সমুদ্র; **সর্বে**—সমস্ত; **কাম-দুঘাঃ**—স্ব-স্ব ঐশ্বর্যে পূর্ণ; **আসন্**—হয়েছিল; **প্রজানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরত-কুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে বন, নদী, পাহাড়-পর্বত, বর্ষ, সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্র—সবই তখন প্রজাবর্গের সর্বকামদায়ক হয়েছিল।

শ্লোক ৫৩

নাধিব্যাধিজরাগ্লানিদুঃখশোকভয়ক্লমাঃ ।
মৃত্যুশ্চানিচ্ছতাং নাসীদ্ রামে রাজন্যধোক্ষজে ॥ ৫৩ ॥

ন—না; **আধি**—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ক্লেশ (অর্থাৎ দেহ ও মন জাত, অন্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত এবং প্রকৃতি প্রদত্ত ক্লেশসমূহ); **ব্যাধি**—রোগ; **জরা**—বার্ধক্য; **গ্লানি**—সন্তাপ; **দুঃখ**—দুঃখ; **শোক**—শোক; **ভয়**—ভয়; **ক্লমাঃ**—এবং ক্লান্তি; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **চ**—ও; **অনিচ্ছতাম্**—যাঁরা অনিচ্ছুক তাঁদের; **ন আসীৎ**—ছিল না; **রামে**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে; **রাজনি**—তিনি রাজা ছিলেন বলে; **অধোক্ষজে**—জড়াতীত পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন এই পৃথিবীতে রাজত্ব করছিলেন, তখন সমস্ত দৈহিক এবং মানসিক ক্লেশ, ব্যাধি, জরা, সন্তাপ, দুঃখ, শোক, ভয় ও ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল। এমন কি ইচ্ছা না করলে মৃত্যুও কারও কাছে উপস্থিত হত না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সারা পৃথিবীর রাজারূপে বিরাজ করছিলেন বলে এই সমস্ত সুযোগগুলি তখন মানুষেরা লাভ করেছিলেন। সমস্ত যুগের মধ্যে নিকৃষ্টতম এই কলিযুগেও সেই রকম পরিস্থিতি অচিরেই সৃষ্টি করা সম্ভব। বলা হয়েছে, *কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার*—এই কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা যদি নিরপরাধে এই মন্ত্র কীর্তন করি, তা হলে এই যুগেও শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং মঙ্গলজনক। এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসারের ফলে এই কলিযুগেও সেই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব।

শ্লোক ৫৪

একপত্নীব্রতধরো রাজর্ষিচরিতঃ শুচিঃ ।
স্বধর্মং গৃহমেধীয়ং শিক্ষয়ন্ স্বয়মাচরৎ ॥ ৫৪ ॥

এক-পত্নী-ব্রত-ধরঃ—দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করার অথবা অন্য কোন রমণীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখার ব্রত গ্রহণ করে; **রাজর্ষি**—রাজর্ষির মতো; **চরিতঃ**—যাঁর চরিত্র; **শুচিঃ**—শুদ্ধ; **স্ব-ধর্মম্**—স্বীয় বৃত্তি; **গৃহ-মেধীয়ম্**—বিশেষ করে যারা গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত; **শিক্ষয়ন্**—(স্বয়ং আচরণ করে) শিক্ষা দিয়ে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আচরৎ**—তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র কেবল একজন মাত্র পত্নী গ্রহণ করার এবং অন্য কোন রমণীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রাজর্ষি এবং তাঁর চরিত্র ছিল রাগ, দ্বেষ আদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি সকলকে সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে গৃহস্থদের আচরণীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম। এইভাবে তিনি স্বয়ং আচরণ করে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একপত্নীব্রত, কেবল এক পত্নী গ্রহণ করার এক মহান আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র স্থাপন করে গেছেন। একাধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ করা উচিত নয়। তখনকার দিনে অবশ্য মানুষ একাধিক পত্নী গ্রহণ করতেন, এমন কি শ্রীরামচন্দ্রের পিতাও একাধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র, একজন আদর্শ রাজারূপে, কেবল এক পত্নী সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। রাবণ এবং রাক্ষসেরা যখন সীতাদেবীকে হরণ করে, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শত-সহস্র সীতাকে বিবাহ করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পত্নীর প্রতি তিনি যে কত নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অবশেষে তাকে সংহার করেছিলেন। কেবল এক পত্নী গ্রহণ করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান রাবণকে দণ্ডদান করেছিলেন এবং নিজের পত্নীকে উদ্ধার করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এক পত্নীর পাণিগ্রহণপূর্বক আদর্শ চরিত্র প্রকাশ করে গৃহস্থদের জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। গৃহস্থদের কর্তব্য শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ অনুসারে জীবন-যাপন করা, এবং শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ পুরুষ হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গেছেন। গৃহস্থ

হওয়া অথবা স্ত্রী-পুত্রসহ বসবাস করা কখনই নিন্দনীয় নয় যদি মানুষ বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করেন। যাঁরা সেই বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করেন, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ নির্বিশেষে তাঁদের সকলেরই গুরুত্ব সমান।

শ্লোক ৫৫

প্রেম্‌ণানুবৃত্ত্যা শীলেন প্রশ্রয়াবনতা সতী ।
ভিয়া হ্রিয়া চ ভাবজ্ঞা ভর্তুঃ সীতাহরন্মনঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রেম্‌ণা অনুবৃত্ত্যা—শ্রদ্ধা এবং প্রেম সহকারে পতির সেবা করার ফলে; **শীলেন**—এই প্রকার সৎ চরিত্রের দ্বারা; **প্রশ্রয়-অবনতা**—সর্বদা অত্যন্ত বিনীত এবং পতির প্রসন্নতা বিধানে প্রস্তুত; **সতী**—সতী; **ভিয়া**—ভয়ের দ্বারা; **হ্রিয়া**—লজ্জার দ্বারা; **চ**—ও; **ভাবজ্ঞা**—(পতির) মনোভাব বুঝতে পেরে; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতি শ্রীরামচন্দ্রের; **সীতা**—সীতাদেবী; **অহরৎ**—হরণ করেছিলেন; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

সীতাদেবী ছিলেন অত্যন্ত বিনম্র, শ্রদ্ধাশীলা, লজ্জাবতী এবং পতিব্রতা। তিনি সর্বদা তাঁর পতির মনোভাব বুঝতে পারতেন। এইভাবে তাঁর চরিত্র, প্রেম এবং সেবার দ্বারা তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত সর্বতোভাবে আকর্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীরামচন্দ্র যেমন ছিলেন একজন আদর্শ পতি (*একপত্নীব্রত*), সীতাদেবীও তেমন আদর্শ পত্নী ছিলেন। এই প্রকার মিলনের ফলে দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের হয়। *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*—মহান ব্যক্তিরা যে আদর্শ স্থাপন করেন, সাধারণ মানুষেরা তা অনুসরণ করে। যদি রাজা, নেতা, ব্রাহ্মণ এবং শিক্ষকেরা বৈদিক শাস্ত্রের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা হলে সারা পৃথিবী স্বর্গসদৃশ হয়ে উঠবে। বস্তুতপক্ষে, তখন আর এই জড় জগতে কোন রকম নারকীয় অবস্থা থাকবে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীরামচন্দ্রের পৃথিবীশাসন

এই অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ সহ অযোধ্যায় বাস করেছিলেন এবং বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজেই নিজের পূজা করেছিলেন, এবং যজ্ঞান্তে তিনি হোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা এবং ব্রহ্মাকে যথাক্রমে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক দান করেছিলেন, এবং অবশিষ্ট তিনি আচার্যকে দান করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভৃত্যদের প্রতি বাৎসল্য দর্শন করে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁর স্তব করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছিলেন তা সবই তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয়ে ভগবান যে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেছিলেন, তা-ই যথেষ্ট দান বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তারপর তাঁর প্রতি প্রজাদের কি রকম ধারণা তা জানার জন্য একজন সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে রাত্রে তাঁর রাজধানীতে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। দৈবক্রমে এক রাত্রে কোন এক ব্যক্তিকে তাঁর পরগৃহগত স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহান্বিত হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করার সময় তিনি সীতাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করতে শ্রবণ করেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই প্রকার জনশ্রুতির ভয়ে আপাতদৃষ্টিতে সীতাদেবীকে ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। এইভাবে তিনি গর্ভবতী অবস্থায় সীতাদেবীকে ত্যাগ করেন। সীতাদেবী বাল্মীকি মুনির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসব করেন। অযোধ্যায় লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামক দুই পুত্র হয়, ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শ্রুতসেন নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের জন্য দিগ্বিজয় করতে বেরিয়ে কোটি কোটি গন্ধর্বকে বিনাশ করে বহু ধন-রত্ন নিয়ে আসেন। শত্রুঘ্ন মধুবনে লবণ নামক অসুরকে বধ করে মথুরাপুরী নির্মাণ করেন। সীতাদেবী বাল্মীকির কাছে তাঁর দুই পুত্রের দায়িত্বভার অর্পণ করে পৃথিবীর কোলে প্রবেশ করেন। সেই কথা শ্রবণ করে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং তেরো হাজার বছর ধরে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রকট লীলা বর্ণনা করার পর, ভগবান যে কেবল তাঁর লীলাবিলাসের জন্যই অবতরণ করেন, সেই কথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা শ্রবণ করার ফল বর্ণনা করেছেন এবং কিভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রজাপালন করেছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন তা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ভগবানাত্মনাত্মানং রাম উত্তমকল্পকৈঃ ।
সর্বদেবময়ং দেবমীজেঽথাচার্যবান্ মখৈঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **আত্মনা**—স্বয়ং; **আত্মানম্**—নিজের; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **উত্তম-কল্পকৈঃ**—শ্রেষ্ঠ উপকরণ সমন্বিত; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সর্বদেবময়; **দেবম্**—ভগবান স্বয়ং; **ঈজে**—আরাধনা করেছিলেন; **অথ**—এইভাবে; **আচার্যবান্**—আচার্যের তত্ত্বাবধানে; **মখৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আচার্যবান হয়ে শ্রেষ্ঠ উপকরণ সমন্বিত যজ্ঞের দ্বারা নিজেই নিজের আরাধনা করেছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের পরম দেবতা।

তাৎপর্য

সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা। ভগবান শ্রীঅচ্যুতের যদি পূজা করা হয়, তা হলে সকলেরই পূজা হয়ে যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/৩১/১৪) বলা হয়েছে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

"বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং উদরে আহার্য দ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন হয়, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ

দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন।" যজ্ঞে ভগবানের পূজা করতে হয়। এখানে ভগবান ভগবানের পূজা করেছেন। তাই বলা হয়েছে, *ভগবান্ আত্মনাত্মানম্ ঈজে*—ভগবান স্বয়ং নিজেই নিজের পূজা করেছিলেন। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, যে সমস্ত মায়াবাদী নিজেদের ভগবান বলে মনে করে, তাদের সিদ্ধান্তকে এখানে সমর্থন করা হয়েছে। জীব সর্বদাই ভগবান থেকে ভিন্ন। (বিভিন্নাংশ) জীব কখনও ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না, যদিও মায়াবাদীরা কখনও কখনও ভগবানের অনুকরণ করে নিজেদের পূজা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন গৃহস্থরূপে প্রত্যহ প্রাতে নিজেরই ধ্যান করতেন, এবং তেমনই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও নিজের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, *অহংগ্রহ-উপাসনার* পন্থা অবলম্বন করে সাধারণ মানুষও ভগবানের অনুকরণ করতে পারে। এই প্রকার অবৈধ পূজা এখানে অনুমোদন করা হয়নি।

শ্লোক ২

হোত্রেঽদদাদ্ দিশং প্রাচীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাং প্রভুঃ ।
অধ্বর্যবে প্রতীচীং বা উত্তরাং সামগায় সঃ ॥ ২ ॥

হোত্রে—আহুতি নিবেদনকারী হোতাকে; **অদদাৎ**—দিয়েছিলেন; **দিশম্**—দিক; **প্রাচীম্**—পূর্ব; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মা পুরোহিতকে, যিনি যজ্ঞের পর্যবেক্ষণ করেন; **দক্ষিণাম্**—দক্ষিণ দিক; **প্রভুঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **অধ্বর্যবে**—অধ্বর্যু পুরোহিতকে; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম দিক; **বা**—ও; **উত্তরাম্**—উত্তর দিক; **সামগায়**—উদ্‌গাতা পুরোহিতকে, যিনি সামবেদ গান করেন; **সঃ**—তিনি (ভগবান শ্রীরামচন্দ্র)।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হোতাকে সমগ্র পূর্বদিক, ব্রহ্মা পুরোহিতকে সমগ্র দক্ষিণদিক, অধ্বর্যু পুরোহিতকে সমগ্র পশ্চিমদিক এবং সামবেদ গানকারী উদ্‌গাতা পুরোহিতকে সমগ্র উত্তরদিক প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সমগ্র রাজ্য তিনি প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩

আচার্যায় দদৌ শেষাং যাবতী ভূস্তদন্তরা ।
মন্যমান ইদং কৃৎস্নং ব্রাহ্মণোঽর্হতি নিঃস্পৃহঃ ॥ ৩ ॥

আচার্যায়—আচার্যকে; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **শেষাম্**—অবশিষ্ট; **যাবতী**—যা কিছু; **ভূঃ**—ভূমি; **তৎ-অন্তরা**—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যে; **মন্যমানঃ**—চিন্তা করে; **ইদম্**—এই সমস্ত; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **অর্হতি**—গ্রহণের যোগ্য; **নিস্পৃহঃ**—স্পৃহাহীন।

অনুবাদ

তারপর, ব্রাহ্মণদের যেহেতু কোন জড় বাসনা নেই, তাই তাঁরাই সারা পৃথিবী গ্রহণ করার যোগ্য, এইভাবে বিচার করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যে যে ভূমি অবশিষ্ট ছিল, তা আচার্যকে দান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

ইত্যয়ং তদলঙ্কারবাসোভ্যামবশেষিতঃ ।
তথা রাজ্ঞ্যপি বৈদেহী সৌমঙ্গল্যাবশেষিতা ॥ ৪ ॥

ইতি—এইভাবে (ব্রাহ্মণদের সব কিছু দান করার পর); **অয়ম্**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **তৎ**—তাঁর; **অলঙ্কার-বাসোভ্যাম্**—নিজের অলঙ্কার এবং বস্ত্র; **অবশেষিতঃ**—অবশিষ্ট; **তথা**—এবং; **রাজ্ঞী**—রাণী (সীতাদেবী); **অপি**—ও; **বৈদেহী**—বিদেহরাজের কন্যা; **সৌমঙ্গল্যা**—কেবল নাকের আভরণ; **অবশেষিতা**—বাকি ছিল।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রাহ্মণদের সব কিছু দান করার পর, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কেবল পরিহিত বস্ত্র এবং অলঙ্কার মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তেমনই রাজমহিষী সীতাদেবীরও কেবল নাসাভরণ মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

শ্লোক ৫

তে তু ব্রাহ্মণদেবস্য বাৎসল্যং বীক্ষ্য সংস্তুতম্ ।
প্রীতাঃ ক্লিন্নধিয়স্তস্মৈ প্রত্যর্প্যেদং বভাষিরে ॥ ৫ ॥

তে—হোতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি পুরোহিতগণ; **তু**—কিন্তু; **ব্রাহ্মণ-দেবস্য**—ব্রাহ্মণেরা যাঁর অত্যন্ত প্রিয় সেই শ্রীরামচন্দ্রের; **বাৎসল্যম্**—বাৎসল্য; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সংস্তুতম্**—স্তব সহকারে পূজা করে; **প্রীতাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **ক্লিন্ন-ধিয়ঃ**—

দ্রবীভূত হৃদয়ে; **তস্মৈ**—তাঁকে (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে); **প্রত্যর্প্য**—প্রত্যর্পণ করে; **ইদম্**—এই (তাদের যে সমস্ত ভূমি দান করা হয়েছিল); **বভাষিরে**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নানাভাবে নিযুক্ত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল এবং স্নেহপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। এইভাবে দ্রবীভূত হৃদয়ে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে দানরূপে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সব ফিরিয়ে দিয়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, প্রজারা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করতেন। ব্রাহ্মণেরা ঠিক ব্রাহ্মণদের মতো আচরণ করতেন, ক্ষত্রিয়েরা ঠিক ক্ষত্রিয়দের মতো এবং এইভাবে সকলেই তাঁদের বর্ণোচিত আচরণ করেছিলেন। তাই শ্রীরামচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণদের সর্বস্ব দান করেছিলেন, তখন গুণগতভাবে যোগ্য ব্রাহ্মণেরা প্রজ্ঞা সহকারে বিচার করেছিলেন যে, ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করে তা থেকে লাভ করা ব্রাহ্মণদের উচিত নয়। ব্রাহ্মণের গুণাবলী *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪২) প্রদান করা হয়েছে—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

"শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই কয়েকটি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজ কর্ম।" ভূসম্পত্তি অধিকার করে প্রজা পালনের জন্য ব্রাহ্মণের চরিত্র উপযুক্ত নয়। এইগুলি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। তাই ব্রাহ্মণেরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের এই উপহার প্রত্যাখ্যান না করলেও গ্রহণ করার পর রাজাকে আবার তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বাৎসল্যে এতই প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, তাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছিল। তাঁরা দর্শন করেছিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র যে পরমেশ্বর ভগবান সেই কথা বিচার না করলেও, তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ক্ষত্রিয় এবং তাঁর চরিত্র ছিল আদর্শ। ক্ষত্রিয়ের একটি গুণ হচ্ছে দানশীলতা। ক্ষত্রিয় বা রাজা তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য প্রজাদের উপর কর ধার্য করেন না, তিনি কর ধার্য করেন যোগ্য পাত্রে দান করার জন্য। *দানম্ ঈশ্বরভাবঃ*। এক দিক দিয়ে ক্ষত্রিয়দের শাসন করার প্রবণতা রয়েছে, আবার সেই সঙ্গে তাঁরা অত্যন্ত উদার এবং দানশীল। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন

দান করতেন, তখন তিনি কর্ণকে সেই দায়িত্ব প্রদান করতেন, কারণ কর্ণ দাতাকর্ণরূপে বিখ্যাত ছিলেন। রাজারা সর্বদাই প্রচুর খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে রাখতেন এবং যখনই খাদ্যাভাব হত, তখনই তাঁরা তা দান করতেন। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে দান করা, এবং ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে দান গ্রহণ করা, কিন্তু সেই দান জীবনধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। তাই, শ্রীরামচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণদের এত ভূমি দান করেছিলেন, তখন তাঁরা লোভী না হয়ে সেই সমস্ত ভূমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

অপ্রত্তং নস্ত্বয়া কিং নু ভগবন্ ভুবনেশ্বর ।
যন্নোঽন্তর্হৃদয়ং বিশ্য তমো হংসি স্বরোচিষা ॥ ৬ ॥

অপ্রত্তম্—দেওয়া হয়নি; **নঃ**—আমাদের; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **কিম্**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ভুবন-ঈশ্বর**—হে জগদীশ্বর; **যৎ**—যেহেতু; **নঃ**—আমাদের; **অন্তঃ-হৃদয়ম্**—হৃদয় অভ্যন্তরে; **বিশ্য**—প্রবেশ করে; **তমঃ**—অজ্ঞান অন্ধকার; **হংসি**—আপনি বিনাশ করেন; **স্ব-রোচিষা**—আপনার নিজের জ্যোতির দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান্! হে জগদীশ্বর! আপনি আমাদের কি না দিয়েছেন? আপনি আমাদের হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আপনার জ্যোতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেছেন। সেটিই চরম উপহার। জড়জাগতিক কোন দান আর আমাদের প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

ভগবান যখন ধ্রুব মহারাজকে বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, "হে ভগবান্! আমি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছি। আমার আর কোন বরের প্রয়োজন নেই।" তেমনই, ভগবান নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেছিলেন যে, বণিকের মতো কোন কিছু লাভের আশায় ভক্ত ভগবানের সঙ্গে ব্যবসা করেন না। যে ব্যক্তি কোন জড়-জাগতিক লাভের আশায় ভগবানের ভক্ত

হয়, সে শুদ্ধ ভক্ত নয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হৃদয় অভ্যন্তরে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হন (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)। ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবেরা যেহেতু সর্বদাই ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হন, তাই তাঁরা কখনও জড়-জাগতিক ধন-সম্পদের লোভে লোভী নন। তাঁদের যা একান্ত প্রয়োজন, তাঁরা তা প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁরা বিশাল রাজ্য লাভ করতে চান না। বামনদেব সেই দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। একজন ব্রহ্মচারীরূপে বামনদেব কেবল ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অধিক থেকে অধিকতর বস্তু সংগ্রহের অভিলাষ হচ্ছে কেবলমাত্র অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবের হৃদয়ে উপস্থিত থাকতে পারে না।

শ্লোক ৭

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে ।
উত্তমশ্লোকধুর্যায় ন্যস্তদণ্ডার্পিতাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ৭ ॥

নমঃ—আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ব্রহ্মণ্য-দেবায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে, যিনি ব্রাহ্মণদের তাঁর আরাধ্য দেবতা বলে মনে করেন; **রামায়**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে; **অকুণ্ঠ-মেধসে**—যাঁর স্মৃতি এবং জ্ঞান কখনও কুণ্ঠার দ্বারা বিচলিত হয় না; **উত্তমশ্লোক-ধুর্যায়**—সমস্ত যশস্বী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **ন্যস্ত-দণ্ড-অর্পিত-অঙ্ঘ্রয়ে**—দণ্ডদানের অযোগ্য ঋষিদের দ্বারা যাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি ব্রাহ্মণদের আপনার আরাধ্য দেবতা বলে স্বীকার করেছেন। আপনার জ্ঞান এবং স্মৃতি কখনও কুণ্ঠার দ্বারা বিচলিত হয় না। আপনি এই জগতের সমস্ত যশস্বী ব্যক্তিদের মধ্যে মুখ্য, এবং আপনার শ্রীপাদপদ্ম দণ্ডদানের অযোগ্য মুনি-ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়। হে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৮

কদাচিল্লোকজিজ্ঞাসুর্গূঢ়ো রাত্র্যামলক্ষিতঃ ।
চরন্ বাচোঽশৃণোদ্ রামো ভার্যামুদ্দিশ্য কস্যচিৎ ॥ ৮ ॥

কদাচিৎ—কোন এক সময়; **লোক-জিজ্ঞাসুঃ**—জনসাধারণের মনোবৃত্তি জানার বাসনায়; **গূঢ়ঃ**—ছদ্মবেশে আত্মপরিচয় গোপন করে; **রাত্র্যাম্**—রাত্রে; **অলক্ষিতঃ**—অন্যের অলক্ষিতভাবে; **চরন্**—বিচরণ করে; **বাচঃ**—বলে; **অশৃণোৎ**—শুনেছিলেন; **রামঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **ভার্যাম্**—তাঁর পত্নীকে; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশ্য করে; **কস্যচিৎ**—কোন ব্যক্তির।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—কোন একসময় শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁর সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব জানার জন্য ছদ্মবেশে অন্যের অলক্ষিতভাবে রাত্রে নগরীর মধ্যে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি কোন ব্যক্তিকে তাঁর পত্নী সীতাদেবীর সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য করতে শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

নাহং বিভর্মি ত্বাং দুষ্টামসতীং পরবেশ্মগাম্ ।
স্ত্রৈণোহি বিভৃয়াৎ সীতাং রামো নাহং ভজে পুনঃ ॥ ৯ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **বিভর্মি**—ভরণপোষণ করতে পারি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **দুষ্টাম্**—কলুষিতা; **অসতীম্**—অসতী; **পর-বেশ্ম-গাম্**—ব্যভিচারিণী; **স্ত্রৈণঃ**—স্ত্রীর বশীভূত ব্যক্তি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিভৃয়াৎ**—গ্রহণ করতে পারে; **সীতাম্**—সীতাদেবীকে; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্রের মতো; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **ভজে**—গ্রহণ করব; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

(সেই ব্যক্তি তার অসতী স্ত্রীকে বলেছিল) তুমি পরপুরুষের গৃহে গমন কর এবং তাই তুমি অসতী ও ভ্রষ্টা। আমি আর তোমার ভরণপোষণ করব না। শ্রীরামচন্দ্রের মতো স্ত্রৈণ পরগৃহগতা সীতাকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি তাঁর মতো স্ত্রৈণ নই, তাই আমি আর তোমাকে গ্রহণ করব না।

শ্লোক ১০

ইতি লোকাদ্ বহুমুখাদ্ দুরারাধ্যাদসংবিদঃ ।
পত্যা ভীতেন সা ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **লোকাৎ**—ব্যক্তিদের থেকে; **বহু-মুখাৎ**—যারা বিভিন্নভাবে দুষ্ট ভাষণ করে; **দুরারাধ্যাৎ**—যাদের তুষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন; **অসংবিদঃ**—অজ্ঞ; **পত্যা**—পতির দ্বারা; **ভীতেন**—ভীত হয়ে; **সা**—সীতাদেবী; **ত্যক্তা**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **প্রাপ্তা**—গিয়েছিলেন; **প্রাচেতস-আশ্রমম্**—প্রাচেতস (বাল্মীকি মুনির) আশ্রমে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—অজ্ঞ এবং দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন মানুষেরা কটুভাষী। সেই সমস্ত দুষ্টদের ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর গর্ভবতী পত্নী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সীতাদেবী তখন বাল্মীকি মুনির আশ্রমে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

অন্তর্বত্ন্যাগতে কালে যমৌ সা সুষুবে সুতৌ ।
কুশো লব ইতি খ্যাতৌ তয়োশ্চক্রে ক্রিয়া মুনিঃ ॥ ১১ ॥

অন্তর্বত্নী—গর্ভবতী পত্নী; **আগতে**—উপস্থিত হলে; **কালে**—যথাসময়ে; **যমৌ**—যমজ; **সা**—সীতাদেবী; **সুষুবে**—প্রসব করেছিলেন; **সুতৌ**—দুটি পুত্র; **কুশঃ**—কুশ; **লবঃ**—লব; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতৌ**—বিখ্যাত; **তয়োঃ**—তাঁদের; **চক্রে**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ক্রিয়াঃ**—জাতকর্ম; **মুনিঃ**—মহর্ষি বাল্মীকি।

অনুবাদ

যথাসময়ে গর্ভবতী সীতাদেবী দুটি যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাঁরা লব এবং কুশ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাল্মীকি মুনি তাঁদের জাতকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১২

অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ লক্ষ্মণস্যাত্মজৌ স্মৃতৌ ।
তক্ষঃ পুষ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতে ॥ ১২ ॥

অঙ্গদঃ—অঙ্গদ; **চিত্রকেতুঃ**—চিত্রকেতু; **চ**—ও; **লক্ষ্মণস্য**—লক্ষ্মণের; **আত্মজৌ**—দুটি পুত্র; **স্মৃতৌ**—কথিত; **তক্ষঃ**—তক্ষ; **পুষ্কলঃ**—পুষ্কল; **ইতি**—এই প্রকার; **আস্তাম্**—ছিলেন; **ভরতস্য**—ভরতের; **মহীপতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! লক্ষণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামক দুই পুত্র, এবং ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল নামক দুই পুত্র ছিল।

শ্লোক ১৩-১৪

সুবাহুঃ শ্রুতসেনশ্চ শত্রুঘ্নস্য বভূবতুঃ ।
গন্ধর্বান্ কোটিশো জঘ্নে ভরতো বিজয়ে দিশাম্ ॥ ১৩ ॥
তদীয়ং ধনমানীয় সর্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ ।
শত্রুঘ্নশ্চ মধোঃ পুত্রং লবণং নাম রাক্ষসম্ ।
হত্বা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্ ॥ ১৪ ॥

সুবাহুঃ—সুবাহু; **শ্রুতসেনঃ**—শ্রুতসেন; **চ**—ও; **শত্রুঘ্নস্য**—শত্রুঘ্নের; **বভূবতুঃ**—জন্ম হয়েছিল; **গন্ধর্বান্**—সাধারণত কপট আচরণকারী গন্ধর্বদের; **কোটিশঃ**—কোটি কোটি; **জঘ্নে**—সংহার করেছিলেন; **ভরতঃ**—ভরত; **বিজয়ে**—জয় করে; **দিশাম্**—সর্বদিক; **তদীয়ম্**—গন্ধর্বদের; **ধনম্**—ধন-সম্পদ; **আনীয়**—আনয়ন করে; **সর্বম্**—সব কিছু; **রাজ্ঞে**—রাজাকে (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে); **ন্যবেদয়ৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **শত্রুঘ্নঃ**—শত্রুঘ্ন; **চ**—এবং; **মধোঃ**—মধুর; **পুত্রম্**—পুত্র; **লবণম্**—লবণ; **নাম**—নামক; **রাক্ষসম্**—রাক্ষস; **হত্বা**—হত্যা করে; **মধুবনে**—মধুবনে; **চক্রে**—নির্মাণ করেছিলেন; **মথুরাম্**—মথুরা; **নাম**—নামক; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুরীম্**—এক মহানগরী।

অনুবাদ

শত্রুঘ্নের সুবাহু এবং শ্রুতসেন নামক দুটি পুত্র ছিল। ভরত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে কোটি কোটি গন্ধর্বদের বিনাশ করেছিলেন, এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন। শত্রুঘ্নও মধুর পুত্র লবণ নামক রাক্ষসকে বিনাশ করে মধুবনে মথুরাপুরী নির্মাণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভর্ত্রা বিবাসিতা ।
ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ বিবরং প্রবিবেশ হ ॥ ১৫ ॥

মুনৌ—মহর্ষি বাল্মীকিকে; **নিক্ষিপ্য**—দায়িত্বভার প্রদান করে; **তনয়ৌ**—তাঁর দুই পুত্র লব এবং কুশকে; **সীতা**—সীতাদেবী; **ভর্ত্রা**—পতি কর্তৃক; **বিবাসিতা**—নির্বাসিতা; **ধ্যায়ন্তী**—ধ্যান করতে করতে; **রাম-চরণৌ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম; **বিবরম্**—পাতালে; **প্রবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

পতি কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে সীতাদেবী তাঁর দুই পুত্রকে বাল্মীকি মুনির হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। তারপর তাঁর পতি শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করতে করতে তিনি পাতালে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সীতাদেবীর পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়েছিল। তাই তিনি তাঁর দুই পুত্রকে বাল্মীকি মুনির হস্তে সমর্পণ করে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রামো রুন্ধন্নপি ধিয়া শুচঃ ।
স্মরংস্তস্যা গুণাংস্তাংস্তান্ নাশক্নোদ্ রোদ্ধুমীশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥

তৎ—এই (সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের সংবাদ); **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **রুন্ধন্**—নিবারণ করার চেষ্টা করে; **অপি**—যদিও; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **শুচঃ**—শোক; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **তস্যাঃ**—তাঁর; **গুণান্**—গুণাবলী; **তান্ তান্**—বিভিন্ন পরিস্থিতিতে; **ন**—না; **অশক্নোৎ**—সক্ষম হয়েছিলেন; **রোদ্ধুম্**—সংবরণ করতে; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের সংবাদ শ্রবণ করে ভগবান অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তবুও সীতার গুণসমূহ স্মরণ করে, অপ্রাকৃত প্রেমে তিনি তাঁর শোক সম্বরণ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের সংবাদ শ্রবণ করে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শোক জড়-জাগতিক শোক বলে মনে করা উচিত নয়। চিৎ-জগতেও বিরহের অনুভূতি রয়েছে,

কিন্তু সেই অনুভূতি চিদানন্দময়। চিন্ময় স্তরেও বিপ্রলম্ভ রয়েছে, কিন্তু সেই চিন্ময় বিরহের অনুভূতি হচ্ছে তস্য *প্রেমবশ্যত্বস্বভাব*-এর লক্ষণ অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে প্রেমের দ্বারা বশীভূত হওয়া। এই জড় জগতের বিরহ তারই বিকৃত প্রতিফলন।

শ্লোক ১৭

স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গ এতাদৃক্ সর্বত্র ত্রাসমাবহঃ ।
অপীশ্বরাণাং কিমুত গ্রাম্যস্য গৃহচেতসঃ ॥ ১৭ ॥

স্ত্রী-পুম্-প্রসঙ্গঃ—পতি-পত্নী অথবা স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ; **এতাদৃক্**—এই প্রকার; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **ত্রাসম্-আবহঃ**—ভয়ের কারণ; **অপি**—যদিও; **ঈশ্বরাণাম্**—ঈশ্বরদের; **কিম্ উত**—কি বলার আছে; **গ্রাম্যস্য**—এই জড় জগতের সাধারণ মানুষদের; **গৃহ-চেতসঃ**—যারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

অনুবাদ

স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সর্বত্রই ভয়প্রদ। এই প্রকার অনুভূতি ব্রহ্মা, শিব আদি ঈশ্বরদের মধ্যেও বর্তমান এবং তাঁদের পক্ষেও ভীতিপ্রদ, অতএব এই জড় জগতের গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত অন্য ব্যক্তিদের আর কি কথা।

তাৎপর্য

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, চিৎ-জগতের প্রেম এবং আনন্দের অনুভূতি যখন এই জড় জগতে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়, তখন তা বন্ধনের কারণ হয়। এই জড় জগতে পুরুষ এবং স্ত্রী যতক্ষণ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, ততক্ষণ সংসার-বন্ধন বর্তমান থাকে। পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর সংসার-ভয়রহিত চিৎ-জগতে কিন্তু এই প্রকার বিরহের অনুভূতি চিন্ময় আনন্দ প্রদান করে। চিন্ময় স্তরে বিভিন্ন অনুভূতি রয়েছে এবং সেই সব অনুভূতিই আনন্দময়।

শ্লোক ১৮

তত ঊর্ধ্বং ব্রহ্মচর্যং ধারয়ন্নজুহোৎ প্রভুঃ ।
ত্রয়োদশাব্দসাহস্রমগ্নিহোত্রমখণ্ডিতম্ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—তারপর; **ঊর্ধ্বম্**—সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের পর; **ব্রহ্মচর্যম্**—ব্রহ্মচর্য; **ধারয়ন্**—অবলম্বন করে; **অজুহোৎ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **ত্রয়োদশ-অব্দ-সাহস্রম্**—তেরো হাজার বছর ধরে; **অগ্নিহোত্রম্**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ; **অখণ্ডিতম্**—নিরবচ্ছিন্নভাবে।

অনুবাদ

সীতার পাতাল প্রবেশের পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে নিরবচ্ছিন্নভাবে তেরো হাজার বছর ধরে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

স্মরতাং হৃদি বিন্যস্য বিদ্ধং দণ্ডককন্টকৈঃ ।
স্বপাদপল্লবং রাম আত্মজ্যোতিরগাৎ ততঃ ॥ ১৯ ॥

স্মরতাম্—যাঁরা তাঁকে সর্বদা স্মরণ করে তাঁদের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিন্যস্য**—স্থাপন করে; **বিদ্ধম্**—বিদ্ধ; **দণ্ডক-কন্টকৈঃ**—দণ্ডকারণ্যের কণ্টকের দ্বারা (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের সময়); **স্ব-পাদ-পল্লবম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের; **রামঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **আত্ম-জ্যোতিঃ**—তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতি; **অগাৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **ততঃ**—ব্রহ্মজ্যোতির অতীত অথবা বৈকুণ্ঠলোকে তাঁর স্বীয় ধামে।

অনুবাদ

সেই যজ্ঞ সমাপন করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম দণ্ডকারণ্যে বনবাসের সময় কখনও কখনও কন্টকের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিল, সেই শ্রীপাদপদ্ম নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করেন যে সমস্ত ভক্তগণ তাঁদের হৃদয়ে স্থাপন করে তিনি ব্রহ্মজ্যোতির অতীত তাঁর স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই তাঁর ভক্তদের ধ্যানের বিষয়। শ্রীরামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতেন, তখন তাঁর চরণকমল কখনও কখনও কন্টকের দ্বারা বিদ্ধ হত। সেই কথা মনে করে ভক্তরা মূর্ছিত হতেন। ভগবান এই জড় জগতের কোন ক্রিয়া অথবা প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে বেদনা অথবা হর্ষ অনুভব করেন না, কিন্তু ভক্তরা ভগবানের চরণ কন্টকের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার চিন্তা পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। গোপীরা যখন ভাবতেন, শ্রীকৃষ্ণ বনে বিচরণ করছে আর কাঁকর-বালুকণায় তাঁর চরণকমল বিদ্ধ হচ্ছে, তখন তাঁদেরও এই মনোভাব হত। ভক্তের হৃদয়ের

এই বেদনা কর্মীরা, জ্ঞানীরা কিংবা যোগীরা বুঝতে পারেন না। ভক্তরা যাঁরা ভগবানের চরণকমল কন্টকে বিদ্ধ হওয়ার চিন্তা পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না, তাঁদের পুনরায় ভগবানের তিরোধানের বেদনা সহ্য করতে হয়েছিল, কারণ ভগবানকে এই জগতে তাঁর লীলা সমাপ্ত করে তাঁর ধামে ফিরে যেতে হয়েছিল।

এই শ্লোকে *আত্মজ্যোতিঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। মোক্ষকামী জ্ঞানী বা অদ্বৈতবাদীদের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। তাঁর চিন্ময় স্বরূপের উজ্জ্বল জ্যোতি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা পরম পূর্ণ এবং অনন্ত, এবং যা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিবিধ ঐশ্বর্য সহ অসংখ্য গ্রহলোক প্রকাশ করে।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪০) ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে চিৎ-জগতের আদি, এবং ব্রহ্মজ্যোতির ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠলোক অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্যোতি বৈকুণ্ঠলোকের বাইরে থাকে, ঠিক যেভাবে সূর্যকিরণ সূর্যমণ্ডলের বাইরে থাকে। সূর্যলোকে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই সূর্যকিরণের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তেমনই, ভগবান এবং তাঁর ভক্তরা যখন বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন, তখন তাঁরা ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে দিয়ে গমন করেন। ভগবান সম্বন্ধে নির্বিশেষ ধারণাবশত জ্ঞানী বা অদ্বৈতবাদীরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারে না, এবং তারা চিরকাল ব্রহ্মজ্যোতিতেও থাকতে পারে না। তাই কিছুকাল পরে তাদের আবার জড় জগতে পতিত হতে হয়। *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)। বৈকুণ্ঠলোক ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তাই শুদ্ধ ভক্ত না হলে যথাযথভাবে বৈকুণ্ঠলোককে জানা যায় না।

শ্লোক ২০

নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্ত-
লীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ ।
রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ
কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **ইদম্**—এই সমস্ত; **যশঃ**—যশ; **রঘুপতেঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের; **সুর-যাচ্ঞয়া**—দেবতাদের প্রার্থনার দ্বারা; **আত্ত-লীলাতনোঃ**—যাঁর চিন্ময় দেহ নিত্য লীলাবিলাস পরায়ণ; **অধিক-সাম্য-বিমুক্ত-ধাম্নঃ**—কেউই তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে মহৎ নন; **রক্ষঃ-বধঃ**—রাক্ষস (রাবণ) বধ করে; **জলধি-বন্ধনম্**—সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে; **অস্ত্র-পূগৈঃ**—ধনুক এবং বাণের দ্বারা; **কিম্**—কি; **তস্য**—তাঁর; **শত্রু-হননে**—শত্রুনিধনে; **কপয়ঃ**—বানরদের; **সহায়াঃ**—সহায়তার।

অনুবাদ

দেবতাদের প্রার্থনায় বাণ বর্ষণের দ্বারা রাবণ বধ এবং সমুদ্রে সেতুবন্ধন নিত্য লীলাবিগ্রহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত যশ নয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অসমোর্ধ্ব প্রভাব সম্পন্ন, এবং তাই রাবণ বধের জন্য তাঁর বানরদের সহায়তার কোন প্রয়োজন হয় না।

তাৎপর্য

বেদে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

"ভগবানের করণীয় কিছুই নেই, এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নন অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন, কারণ সব কিছুই তাঁর বিবিধ শক্তির দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই সম্পাদিত হয়।" ভগবানের করণীয় কিছুই নেই (*ন তস্য কার্যং কারণং চ বিদ্যতে*)। তিনি যা কিছু করেন, তা-ই তাঁর লীলাবিলাস। তাঁর কোন কর্তব্য নেই এবং বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করছেন অথবা তাঁর শত্রুদের সংহার করছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই ভগবানের শত্রু হতে পারে না। কারণ ভগবানের থেকে অধিক শক্তিমান কে হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে কারুরই তাঁর শত্রু হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু ভগবান যখন লীলাবিলাসের আনন্দ উপভোগ করতে চান, তখন তিনি এই জড় জগতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর ভক্তদের আনন্দ-বিধানের জন্য তাঁর অপূর্ব মহিমামণ্ডিত কার্যকলাপ প্রদর্শন করে একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন। ভগবানের ভক্তরা ভগবানকে তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপে বিজয়ীরূপে সর্বদাই দর্শন করতে চান, এবং তাই নিজের

ও তাঁদের আনন্দ-বিধানের জন্য ভগবান একজন মানুষের মতো আচরণ করতে সম্মত হন এবং তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য আশ্চর্যজনক অসাধারণ লীলাবিলাস করেন।

শ্লোক ২১

যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোঽধুনাপি
গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্ ।
তং নাকপালবসুপালকিরীটজুষ্ট-
পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥

যস্য—যাঁর (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের); **অমলম্**—নির্মল, সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত; **নৃপ-সদঃসু**—মহারাজ যুধিষ্ঠির আদি মহান সম্রাটদের সভায়; **যশঃ**—যশ; **অধুনা অপি**—আজও; **গায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **অঘঘ্নম্**—যা সমস্ত পাপ বিনাশ করে; **ঋষয়ঃ**—মার্কণ্ডেয় আদি মহর্ষিগণ; **দিক্-ইভ-ইন্দ্র-পট্টম্**—দিগ্‌গজদের আবরণ-স্বরূপ অলঙ্কৃত বস্ত্র; **তম্**—তা; **নাক-পাল**—স্বর্গের দেবতাদের; **বসু-পাল**—পৃথিবীর রাজাদের; **কিরীট**—মুকুটের দ্বারা; **জুষ্ট**—পূজিত; **পাদ-অম্বুজম্**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **রঘু-পতিম্**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে; **শরণম্**—শরণাগত; **প্রপদ্যে**—আমি নিবেদন করি।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল পাপহারী যশ দিগ্‌গজদের আবরণকারী অলঙ্কারযুক্ত বস্ত্রের মতো সর্বদিকে বিখ্যাত। মার্কণ্ডেয় ঋষির মতো মহাত্মাগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো মহান সম্রাটদের সভায় শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করেন। তেমনই, সমস্ত রাজর্ষিগণ এবং শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ তাঁদের মুকুট সহ মস্তক অবনত করে তাঁর পূজা করেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২২

স যৈঃ স্পৃষ্টোঽভিদৃষ্টো বা সংবিষ্টোঽনুগতোঽপি বা ।
কোসলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **যৈঃ**—যাঁদের দ্বারা; **স্পৃষ্টঃ**—স্পৃষ্ট; **অভিদৃষ্টঃ**—দৃষ্ট; **বা**—অথবা; **সংবিষ্টঃ**—একত্রে ভোজন এবং শয়ন করে; **অনুগতঃ**—ভৃত্যের মতো অনুগামী; **অপি বা**—ও; **কোসলাঃ**—কোসলবাসী; **তে**—তাঁরা; **যযুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **স্থানম্**—স্থানে; **যত্র**—যেখানে; **গচ্ছন্তি**—যায়; **যোগিনঃ**—ভক্তিযোগীগণ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে ভক্তিযোগীরা উন্নীত হন। সমগ্র অযোধ্যাবাসীরা শ্রীরামচন্দ্রের প্রকট লীলায় তাঁকে প্রণতি নিবেদন, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শন, তাঁকে পিতৃতুল্য রাজারূপে দর্শন, সঙ্গী বা সখাভাবে তাঁর সঙ্গে একত্রে উপবেশন, শয়ন অথবা ভৃত্যরূপে তাঁর অনুগমন আদির দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং তাঁরা সকলে সেই স্থানে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্যজন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।" সেই কথা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। অযোধ্যাবাসীরা, যাঁরা প্রজারূপে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করেছিলেন, দাসরূপে তাঁর সেবা করেছিলেন, সখারূপে তাঁর সঙ্গে উপবেশন এবং কথোপকথন করেছিলেন অথবা তাঁর রাজত্বকালে যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। ভক্ত যখন ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁর দেহত্যাগের পর যে ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর লীলাবিলাস করছেন, তিনি সেখানে প্রবেশ করেন। তারপর, ভগবানের প্রকট লীলায় বিভিন্নভাবে ভগবানের সেবা করার শিক্ষা লাভ করে, অবশেষে তিনি চিৎ-জগতে ভগবানের সনাতন ধামে উন্নীত হন। এই সনাতন ধামের উল্লেখ *ভগবদ্গীতাতেও* করা হয়েছে (*পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ*)। যিনি ভগবানের চিন্ময় লীলায় প্রবেশ করেন, তাঁকে বলা হয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কেন ফিরে গিয়েছিলেন, সেই কথা স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে

যে, ভগবান সেই বিশেষ স্থানে গিয়েছিলেন যেখানে ভক্তিযোগীরা গমন করেন। নির্বিশেষবাদীরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণীর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে মনে করে যে, ভগবান তাঁর স্বীয় রশ্মিচ্ছটায় প্রবেশ করেন এবং তার ফলে তিনি নির্বিশেষ হয়ে যান। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি এবং তাঁর ভক্তরাও ব্যক্তি। বস্তুতপক্ষে, জীবেরা ভগবানের মতো তাঁদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে পূর্বে ছিলেন, বর্তমানে রয়েছেন এবং দেহত্যাগের পরেও থাকবেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৩

পুরুষো রামচরিতং শ্রবণৈরুপধারয়ন্ ।
আনৃশংস্যপরো রাজন্ কর্মবন্ধৈর্বিমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

পুরুষঃ—যে কোন ব্যক্তি; **রাম-চরিতম্**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপের বর্ণনা; **শ্রবণৈঃ**—শ্রবণের দ্বারা; **উপধারয়ন্**—কেবল এই শ্রবণের পন্থার দ্বারা; **আনৃশংস্য-পরঃ**—মাৎসর্য থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **কর্ম-বন্ধৈঃ**—সকাম কর্মের বন্ধনের দ্বারা; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যে ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত শ্রবণ করবেন, তিনি মাৎসর্য রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই মাৎসর্য-পরায়ণ। ধর্ম-জীবনেও দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যদি কোন ভক্তের বিশেষ উন্নতি হয়, তা হলে অন্য ভক্তরা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। এই প্রকার মাৎসর্য-পরায়ণ ভক্তরা সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত নন। সংসার-বন্ধনের এই কারণটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সনাতন ধামে বা ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ করা যায় না। দেহাত্মবুদ্ধির ফলেই এই মাৎসর্য। কিন্তু দেহের সঙ্গে নির্মৎসর ভক্তের কোন সম্পর্ক নেই, এবং তাই তিনি সর্বতোভাবেই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। ভক্ত কখনই কারও প্রতি মৎসর নন, এমন কি তাঁর শত্রুর প্রতিও। ভক্ত যেহেতু জানেন যে ভগবান পরম রক্ষক,

তাই তিনি মনে করেন, "আমার শত্রু আমার কি ক্ষতি করতে পারে?" তাই ভক্ত নিজের সুরক্ষার ব্যাপারে পূর্ণরূপে আশ্বস্ত থাকেন। ভগবান বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"যে যেভাবে আমার শরণাগত হয়, সেইভাবে আমি তার প্রতি আচরণ করি।" তাই ভক্তের অবশ্য কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে নির্মৎসর হওয়া, বিশেষ করে অন্য ভক্তদের প্রতি। অন্য ভক্তদের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হওয়া একটি মহা অপরাধ—বৈষ্ণব অপরাধ। যে ভক্ত নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তনে যুক্ত তিনি অবশ্যই মাৎসর্য রোগ থেকে মুক্ত, এবং তাই তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন।

শ্লোক ২৪

শ্রীরাজোবাচ

কথং স ভগবান্ রামো ভ্রাতৄন্ বা স্বয়মাত্মনঃ ।
তস্মিন্ বা তেঽন্ববর্তন্ত প্রজাঃ পৌরাশ্চ ঈশ্বরে ॥ ২৪ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কথম্**—কিভাবে; **সঃ**—তিনি, ভগবান; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **ভ্রাতৄন্**—তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নকে; **বা**—অথবা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের বিস্তার; **তস্মিন্**—ভগবানকে; **বা**—অথবা; **তে**—তাঁরা (সমস্ত অধিবাসী এবং ভ্রাতাগণ); **অন্ববর্তন্ত**—আচরণ করেছিলেন; **প্রজাঃ**—সমস্ত অধিবাসীগণ; **পৌরাঃ**—নাগরিকগণ; **চ**—এবং; **ঈশ্বরে**—ভগবানকে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে আচরণ করতেন, এবং তাঁরই অংশ তাঁর ভ্রাতাদের প্রতি তিনি কিভাবে ব্যবহার করতেন? তাঁর ভায়েরা এবং অযোধ্যাবাসীরাই বা তাঁর প্রতি কিভাবে আচরণ করতেন?

শ্লোক ২৫

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথাদিশদ্ দিগ্বিজয়ে ভ্রাতৄংস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
আত্মানং দর্শয়ন্ স্বানাং পুরীমৈক্ষত সানুগঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর (ভরতের অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র যখন সিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন); **আদিশৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **দিক্-বিজয়ে**—সারা পৃথিবী জয় করার জন্য; **ভ্রাতৄন্**—তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের; **ত্রি-ভুবন-ঈশ্বরঃ**—ত্রিভুবনের অধিপতি; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **দর্শয়ন্**—দর্শন দান করে; **স্বানাম্**—তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং প্রজাদের; **পুরীম্**—নগরী; **ঐক্ষত**—পর্যবেক্ষণ করেছিলেন; **স-অনুগঃ**—অনুচরগণ সহ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন—ভরতের ঐকান্তিক অনুরোধে সিংহাসন গ্রহণ করার পর, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের আদেশ দিয়েছিলেন সারা পৃথিবী জয় করতে এবং তিনি স্বয়ং পুরবাসী ও প্রজাদের দর্শনদান করার জন্য এবং সহকারীদের সঙ্গে রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য সেখানে ছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর ভক্ত এবং সহকারীদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হতে দেন না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা গৃহে ভগবানের সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁদের আদেশ দিয়েছিলেন পৃথিবী জয় করতে বাইরে যাওয়ার জন্য। পূর্বে প্রথা ছিল (এবং সেই প্রথা আজও কোন কোন স্থানে বর্তমান রয়েছে) যে, অন্য সমস্ত রাজাদের অবশ্যই সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করতে হয়। যদি কোন ছোট রাজ্যের রাজা সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার না করত, তা হলে যুদ্ধ হত এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাজাকে সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করতে হত; তা না হলে, সম্রাটের পক্ষে সেই দেশ শাসন করা সম্ভব হত না।

ভগবান তাঁর ভ্রাতাদের যুদ্ধ জয়ের জন্য বাইরে যাওয়ার আদেশ দিয়ে তাঁদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। বৃন্দাবনে বসবাসকারী বহু ভক্ত কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্য বৃন্দাবন থেকে বাহির না হওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভগবান বলেছেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে যেন কৃষ্ণভক্তির প্রচার হয়। সেটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

তাই শুদ্ধ ভক্তের অবশ্য কর্তব্য ভগবানের আদেশ পালন করা এবং এক স্থানে বসে থেকে তার ইন্দ্রিয়তর্পণ করা উচিত নয়, এবং বৃন্দাবন ত্যাগ না করার দরুন

নির্জন স্থানে ভজন করে তিনি একজন মহান ভক্ত হয়ে গেছেন, এই প্রকার চিন্তা করে অবশ্যই মিথ্যাভাবে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। ভগবানের আদেশ পালন করা ভক্তের অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ*। তাই প্রতিটি ভক্তের কর্তব্য যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তাকেই ভগবানের আদেশ পালন করার উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা। ভগবান বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" এটিই পরম সম্রাট ভগবানের নির্দেশ। এই আদেশ পালনে সকলেরই অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত, কারণ সেটিই হচ্ছে প্রকৃত দিগ্বিজয়। এই জীবন-দর্শনের দ্বারা সকলকে অনুপ্রাণিত করাই সৈনিক বা ভক্তের কর্তব্য।

যারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তারা অবশ্য প্রচার করে না। কিন্তু ভগবান তাঁদের প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করেন, যা তিনি করেছিলেন স্বয়ং অযোধ্যায় অবস্থান করে জনসাধারণকে দর্শনদান করার মাধ্যমে। ভ্রান্তিবশত এমন মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান প্রজাদের বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের অযোধ্যা ত্যাগ করতে বলেছিলেন। ভগবান সকলেরই প্রতি কৃপাপরায়ণ এবং তিনি জানেন কিভাবে প্রতিটি ভক্তকে তাঁর ক্ষমতা অনুসারে কৃপা করতে হয়। যে ব্যক্তি ভগবানের আদেশ পালন করেন, তিনিই হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত।

শ্লোক ২৬

আসিক্তমার্গাং গন্ধোদৈঃ করিণাং মদশীকরৈঃ ।
স্বামিনং প্রাপ্তমালোক্য মত্তাং বা সুতরামিব ॥ ২৬ ॥

আসিক্ত-মার্গাম্—পথ সিঞ্চিত হয়েছিল; **গন্ধ-উদৈঃ**—সুগন্ধি জলের দ্বারা; **করিণাম্**—হস্তীদের; **মদ-শীকরৈঃ**—সুগন্ধ মদ্যবিন্দুর দ্বারা; **স্বামিনম্**—প্রভু বা মালিককে; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত; **আলোক্য**—স্বয়ং দর্শন করে; **মত্তাম্**—অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী; **বা**—অথবা; **সুতরাম্**—অত্যধিক; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে রাজধানী অযোধ্যার পথগুলি হাতিদের শুঁড়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সুগন্ধি জল এবং সুরভিত মদের দ্বারা সিঞ্চিত হত। নাগরিকেরা যখন দেখত যে, রাজা স্বয়ং এই প্রকার ঐশ্বর্য সহকারে রাজধানীর তত্ত্বাবধান করছেন, তখন তারা সেই ঐশ্বর্যের মর্ম উপলব্ধি করেছিল।

তাৎপর্য

আমরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে রামরাজ্যের ঐশ্বর্যের কথা কেবল শুনেছি। এখানে ভগবানের রাজ্যের ঐশ্বর্যের একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অযোধ্যার পথগুলি কেবল পরিষ্কারই করা হত তাই নয়, তাতে হাতিরা তাদের শুঁড়ের দ্বারা সুগন্ধি জল এবং সুরভিত মদও সিঞ্চন করত। জল সিঞ্চনের যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, কারণ হাতিদের শুঁড়ের দ্বারা জল শোষণ করে পুনরায় তা বর্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে। এই একটি উদাহরণ থেকে আমরা সেই নগরীর ঐশ্বর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি—সেখানে সুগন্ধি জল সিঞ্চন করা হত। অধিকন্তু, সেখানকার নাগরিকদের স্বয়ং ভগবানের রাজকার্য পরিচালনা দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বিলাস-পরায়ণ অলস সম্রাট ছিলেন না। রাজধানীর বাইরে রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করতে এবং রাজার আদেশ অমান্যকারীদের দণ্ডদান করতে তিনি যে তাঁর ভ্রাতাদের প্রেরণ করেছিলেন, তা থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। একে বলা হয় দিগ্বিজয়। নাগরিকদের সুখে-শান্তিতে বাস করার সমস্ত সুযোগ ছিল, এবং তাঁরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে উপযুক্ত গুণাবলী সমন্বিত ছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা *বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ* পদটি দেখেছি—অর্থাৎ সমস্ত নাগরিকেরা বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে শিক্ষালাভ করতেন। এক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন ব্রাহ্মণ, এক শ্রেণীর মানুষ ক্ষত্রিয়, এক শ্রেণীর মানুষ বৈশ্য এবং অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষ ছিল শূদ্র। এই প্রকার বিজ্ঞানসম্মত বিভাগ ব্যতীত সৎ নাগরিকত্বের কোন প্রশ্ন ওঠে না। রাজা অত্যন্ত উদার এবং কর্তব্যপরায়ণ হয়ে বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং পুত্রবৎ প্রজা পালন করেছিলেন। প্রজারাও বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে শিক্ষালাভ করে অনুগত ছিলেন এবং তাঁদের বৃত্তি অনুসারে সুসংবদ্ধ হয়েছিলেন। সমগ্র রাজত্ব এত ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং শান্তিপূর্ণ ছিল যে, রাষ্ট্রসরকার সুগন্ধি জলের দ্বারা পথ পর্যন্ত সিঞ্চন করতে পারত, অতএব অন্যান্য ব্যবস্থাপনার আর কি কথা। যেহেতু নগরী সুগন্ধি জলের দ্বারা সিঞ্চিত হত, তাই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, অন্যান্য বিষয়ে তা কত ঐশ্বর্য সমন্বিত ছিল। সুতরাং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে নাগরিকেরা সুখী হবে না কেন?

শ্লোক ২৭

প্রাসাদগোপুরসভাচৈত্যদেবগৃহাদিষু ।
বিন্যস্তহেমকলশৈঃ পতাকাভিশ্চ মণ্ডিতাম্ ॥ ২৭ ॥

প্রাসাদ—প্রাসাদে; **গোপুর**—পুরদ্বার; **সভা**—সভাগৃহ; **চৈত্য**—বেদি; **দেব-গৃহ**—মন্দির; **আদিষু**—ইত্যাদি; **বিন্যস্ত**—স্থাপিত; **হেম-কলশৈঃ**—সুবর্ণ কলসের দ্বারা; **পতাকাভিঃ**—পতাকার দ্বারা; **চ**—ও; **মণ্ডিতাম্**—অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

প্রাসাদ, পুরদ্বার, সভাগৃহ, মিলনমঞ্চ, মন্দির প্রভৃতি স্থান সুবর্ণ কলসের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার পতাকার দ্বারা সজ্জিত ছিল।

শ্লোক ২৮

পূগৈঃ সবৃন্তৈ রম্ভাভিঃ পট্টিকাভিঃ সুবাসসাম্ ।
আদর্শৈরংশুকৈঃ স্রগ্‌ভিঃ কৃতকৌতুকতোরণাম্ ॥ ২৮ ॥

পূগৈঃ—সুপারি বৃক্ষের দ্বারা; **স-বৃন্তৈঃ**—ফুল এবং ফলের স্তবক সমন্বিত; **রম্ভাভিঃ**—কদলী বৃক্ষের দ্বারা; **পট্টিকাভিঃ**—পতাকার দ্বারা; **সু-বাসসাম্**—রঙিন বস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত; **আদর্শৈঃ**—দর্পণের দ্বারা; **অংশুকৈঃ**—বস্ত্রের দ্বারা; **স্রগ্‌ভিঃ**—মালার দ্বারা; **কৃত-কৌতুক**—মঙ্গলবিধান করা হয়েছিল। **তোরণাম্**—তোরণ দ্বার সমন্বিত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই যেতেন, সেখানেই তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ফুল এবং ফলের স্তবক সমন্বিত কদলী ও সুপারি বৃক্ষের দ্বারা তোরণ নির্মাণ করা হত। সেই সমস্ত তোরণ নানাবিধ চিত্র-বিচিত্র বস্ত্রের পতাকা, দর্পণ এবং মাল্যের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হত।

শ্লোক ২৯

তমুপেয়ুস্তত্র তত্র পৌরা অর্হণপাণয়ঃ ।
আশিষো যুযুজুর্দেব পাহীমাং প্রাক্ ত্বয়োদ্ধৃতাম্ ॥ ২৯ ॥

তম্—তাঁকে (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে); **উপেয়ুঃ**—সমীপবর্তী হয়ে; **তত্র তত্র**—যে যে স্থানে তিনি যেতেন; **পৌরাঃ**—সেই স্থানের অধিবাসীগণ; **অর্হণ-পাণয়ঃ**—ভগবানের পূজার উপকরণ নিয়ে; **আশিষঃ**—ভগবানের আশীর্বাদ; **যুযুজুঃ**—প্রয়োগ করতেন; **দেব**—হে ভগবান; **পাহি**—পালন করুন; **ইমাম্**—এই পৃথিবী; **প্রাক্**—

পূর্বের মতো; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উদ্ধৃতাম্**—(বরাহ অবতারে সমুদ্রের তলদেশ থেকে) উদ্ধার করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই যেতেন, সেখানকার মানুষেরা পূজার উপকরণ নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলতেন, "হে ভগবান! পূর্বে যেমন আপনি বরাহ অবতারে পৃথিবীকে সমুদ্রের তলদেশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সেইভাবে আপনি আমাদের পালন করুন। আমরা আপনার কাছে এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।"

শ্লোক ৩০

ততঃ প্রজা বীক্ষ্য পতিং চিরাগতং
দিদৃক্ষয়োৎসৃষ্টগৃহাঃ স্ত্রিয়ো নরাঃ ।
আরুহ্য হর্ম্যাণ্যরবিন্দলোচন-
মতৃপ্তনেত্রাঃ কুসুমৈরবাকিরন্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; **প্রজাঃ**—নাগরিকগণ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **পতিম্**—রাজাকে; **চির-আগতম্**—দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাগত; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শন করার বাসনায়; **উৎসৃষ্ট-গৃহাঃ**—তাদের গৃহত্যাগ করে; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী; **নরাঃ**—পুরুষ; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **হর্ম্যাণি**—বিশাল প্রাসাদের ছাদের উপর; **অরবিন্দ-লোচনম্**—পদ্ম-পলাশলোচন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে; **অতৃপ্ত-নেত্রাঃ**—অতৃপ্ত নেত্রে; **কুসুমৈঃ**—ফুলের দ্বারা; **অবাকিরন্**—ভগবানের উপর বর্ষণ করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর দীর্ঘকাল ভগবানকে দর্শন না করার ফলে, স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত প্রজারাই অত্যন্ত উৎসুক হয়ে তাঁদের আবাস ত্যাগ করে প্রাসাদের ছাদে আরোহণ করে অতৃপ্ত নয়নে পদ্মপলাশলোচন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতে করতে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১-৩৪

অথ প্রবিষ্টঃ স্বগৃহং জুষ্টং স্বৈঃ পূর্বরাজভিঃ ।
অনন্তাখিলকোশাঢ্যমনর্ঘ্যোরুপরিচ্ছদম্ ॥ ৩১ ॥

বিদ্রুমোদুম্বরদ্বারৈর্বৈদূর্যস্তম্ভপঙ্‌ক্তিভিঃ ।
স্থলৈর্মারকতৈঃ স্বচ্ছৈর্ভ্রাজৎস্ফটিকভিত্তিভিঃ ॥ ৩২ ॥
চিত্রস্রগ্‌ভিঃ পট্টিকাভির্বাসোমণিগণাংশুকৈঃ ।
মুক্তাফলৈশ্চিদুল্লাসৈঃ কান্তকামোপপত্তিভিঃ ॥ ৩৩ ॥
ধূপদীপৈঃ সুরভিভির্মণ্ডিতং পুষ্পমণ্ডনৈঃ ।
স্ত্রীপুম্ভিঃ সুরসঙ্কাশৈর্জুষ্টং ভূষণভূষণৈঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ—তারপর; **প্রবিষ্টঃ**—তিনি প্রবেশ করেছিলেন; **স্ব-গৃহম্**—তাঁর প্রাসাদে; **জুষ্টম্**—অধিকৃত; **স্বৈঃ**—তাঁর আত্মীয়দের দ্বারা; **পূর্ব-রাজভিঃ**—রাজপরিবারের পূর্ববর্তী সদস্যদের দ্বারা; **অনন্ত**—অন্তহীন; **অখিল**—সর্বত্র; **কোষ**—ধনাগার; **আঢ্যম্**—সমৃদ্ধিশালী; **অনর্ঘ্য**—অমূল্য; **উরু**—উচ্চ; **পরিচ্ছদম্**—সাজ-সরঞ্জাম; **বিদ্রুম**—প্রবালের; **উদুম্বর-দ্বারৈঃ**—দ্বারের দুইপার্শ্বে; **বৈদূর্য-স্তম্ভ**—বৈদূর্য মণির স্তম্ভ; **পঙ্‌ক্তিভিঃ**—সারিবদ্ধভাবে; **স্থলৈঃ**—মেঝে; **মারকতৈঃ**—মরকত মণির দ্বারা; **স্বচ্ছৈঃ**—অতি মসৃণ; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **স্ফটিক**—স্ফটিক; **ভিত্তিভিঃ**—ভিত্তি; **চিত্র-স্রগ্‌ভিঃ**—নানা প্রকার ফুলমালার দ্বারা; **পট্টিকাভিঃ**—পতাকার দ্বারা; **বাসঃ**—বস্ত্র; **মণি-গণ-অংশুকৈঃ**—দিব্য জ্যোতি এবং মণিরত্নের দ্বারা; **মুক্তা-ফলৈঃ**—মুক্তার দ্বারা; **চিৎ-উল্লাসৈঃ**—দিব্য আনন্দ বর্ধনকারী; **কান্ত-কাম**—বাসনা পূর্ণ করে; **উপপত্তিভিঃ**—এই প্রকার উপকরণের দ্বারা; **ধূপ-দীপৈঃ**—ধূপ এবং দীপের দ্বারা; **সুরভিভিঃ**—অতি সুবাসিত; **মণ্ডিতম্**—অলঙ্কৃত; **পুষ্প-মণ্ডনৈঃ**—বিবিধ প্রকার ফুলের স্তবকের দ্বারা; **স্ত্রী-পুম্ভিঃ**—স্ত্রী এবং পুরুষদের দ্বারা; **সুর-সঙ্কাশৈঃ**—দেবতাদের মতো; **জুষ্টম্**—পূর্ণ; **ভূষণ-ভূষণৈঃ**—যাঁদের দেহ অলঙ্কারেরও অলঙ্কার-স্বরূপ।

অনুবাদ

তারপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। সেই প্রাসাদ বিবিধ রত্নকোষে সমৃদ্ধিশালী এবং অমূল্য পরিচ্ছদের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। গৃহদ্বারের উভয় দিকের বসার স্থানগুলি ছিল প্রবালের দ্বারা নির্মিত, সেখানকার স্তম্ভগুলি বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত, গৃহতল অতি স্বচ্ছ মরকত মণির দ্বারা নির্মিত এবং ভিত্তি স্ফটিক নির্মিত। সেই প্রাসাদ বিচিত্র পতাকা, মাল্য, বস্ত্র এবং রত্নসমূহে সজ্জিত হয়ে দিব্য জ্যোতিতে দীপ্যমান ছিল। সেই প্রাসাদ মুক্তার মালা দ্বারা শোভিত এবং ধূপ ও দীপের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সেই প্রাসাদে স্ত্রী-পুরুষেরা ছিলেন দেবতাদের মতো সুন্দর এবং বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত, কিন্তু মনে হচ্ছিল তাঁদের সৌন্দর্য যেন অলঙ্কারেরও অলঙ্কার-স্বরূপ।

শ্লোক ৩৫

তস্মিন্ স ভগবান্ রামঃ স্নিগ্ধয়া প্রিয়য়েষ্টয়া ।
রেমে স্বারামধীরাণামৃষভঃ সীতয়া কিল ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্—সেই দিব্য প্রাসাদে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—ভগবান; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **স্নিগ্ধয়া**—সর্বদা তাঁর আচরণে প্রসন্ন; **প্রিয়য়া ইষ্টয়া**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নীসহ; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **স্ব-আরাম**—নিজের আনন্দ; **ধীরাণাম্**—পণ্ডিতদের; **ঋষভঃ**—মুখ্য; **সীতয়া**—সীতাদেবী সহ; **কিল**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

আত্মারাম পণ্ডিতদের অগ্রগণ্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তি সীতাদেবীর সঙ্গে সেই প্রাসাদে বাস করেছিলেন এবং পূর্ণ শান্তি উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

বুভুজে চ যথাকালং কামান্ ধর্মমপীড়য়ন্ ।
বর্ষপূগান্ বহূন্ নৃণামভিধ্যাতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ ॥ ৩৬ ॥

বুভুজে—উপভোগ করেছিলেন; **চ**—ও; **যথা-কালম্**—যতকাল প্রয়োজন; **কামান্**—সর্বপ্রকার উপভোগ; **ধর্মম্**—ধর্ম; **অপীড়য়ন্**—লঙ্ঘন না করে; **বর্ষ-পূগান্**—বর্ষ পর্যন্ত; **বহূন্**—বহু; **নৃণাম্**—জনসাধারণের; **অভিধ্যাত**—ধ্যান করে থাকেন; **অঙ্ঘ্রি-পল্লবঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

ভক্তেরা যাঁর শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন, সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ধর্মের নীতি উল্লঙ্ঘন না করে বহু বর্ষ চিন্ময় উপকরণসমূহ ভোগ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'শ্রীরামচন্দ্রের পৃথিবী শাসন' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী

এই অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এই রাজবংশের সদস্যরা মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র শশাদের বংশধর।

শ্রীরামচন্দ্রের বংশ তালিকায় তাঁর পুত্র কুশ থেকে যথাক্রমে অতিথি, নিষধ, নভ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অনীহ, পারিযাত্র, বলস্থল, বজ্রনাভ, সগণ এবং বিধৃতি। এই মহাপুরুষেরা সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন। বিধৃতি থেকে হিরণ্যনাভ, যিনি জৈমিনির শিষ্য হয়ে যোগের পন্থা প্রবর্তন করেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর কাছে দীক্ষিত হন। এই বংশে পুষ্প, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র এবং মরু জন্মগ্রহণ করেন। মরু যোগসিদ্ধি লাভ করেন, এবং তিনি এখনও কলাপ নামক গ্রামে বাস করছেন। এই কলিযুগের পর তিনি সূর্যবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। এই বংশে তার পরে রয়েছেন প্রসুশ্রুত, সন্ধি, অমর্ষণ, মহাস্বান্, বিশ্ববাহু, প্রসেনজিৎ, তক্ষক এবং বৃহদ্বল, যিনি অভিমন্যুর দ্বারা নিহত হন। শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, এই সমস্ত রাজারা গত হয়েছেন। বৃহদ্বলের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা হবেন বৃহদ্রণ, উরুক্রিয়, বৎসবৃদ্ধ, প্রতিব্যোম,. ভানু, দিবাক, সহদেব, বৃহদশ্ব, ভানুমান্, প্রতীকাশ্ব, সুপ্রতীক, মরুদেব, সুনক্ষত্র, পুষ্কর, অন্তরিক্ষ, সুতপা, অমিত্রজিৎ, বৃহদ্রাজ, বর্হি, কৃতঞ্জয়, রণঞ্জয়, সঞ্জয়, শাক্য, শুদ্ধোদ, লাঙ্গল, প্রসেনজিৎ, ক্ষুদ্রক, রণক, সুরথ এবং সুমিত্র। তাঁরা সকলেই একের পর এক রাজা হবেন। সুমিত্র এই কলিযুগে আবির্ভূত হয়ে ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ রাজা হবেন; তারপর এই বংশ লুপ্ত হয়ে যাবে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

কুশস্য চাতিথিস্তস্মান্নিষধস্তৎসুতো নভঃ ।
পুণ্ডরীকোঽথ তৎপুত্রঃ ক্ষেমধন্বাভবত্ততঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কুশস্য**—শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের; **চ**—ও; **অতিথিঃ**—অতিথি; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **নিষধঃ**—নিষধ; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **নভঃ**—নভ; **পুণ্ডরীকঃ**—পুণ্ডরীক; **অথ**—তারপর; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **ক্ষেমধন্বা**—ক্ষেমধন্বা; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ এবং নিষধের পুত্র নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক এবং পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা।

শ্লোক ২

দেবানীকস্ততোঽনীহঃ পারিযাত্রোঽথ তৎসুতঃ।
ততো বলস্থলস্তস্মাদ্ বজ্রনাভোঽর্কসম্ভবঃ ॥ ২ ॥

দেবানীকঃ—দেবানীক; **ততঃ**—ক্ষেমধন্বা থেকে; **অনীহঃ**—দেবানীক থেকে অনীহ নামক পুত্রের জন্ম হয়; **পারিযাত্রঃ**—পারিযাত্র; **অথ**—তারপর; **তৎ-সুতঃ**—অনীহের পুত্র; **ততঃ**—পারিযাত্র থেকে; **বলস্থলঃ**—বলস্থল; **তস্মাৎ**—বলস্থল থেকে; **বজ্রনাভঃ**—বজ্রনাভ; **অর্ক-সম্ভবঃ**—সূর্যদেব থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র অনীহ, অনীহের পুত্র পারিযাত্র এবং পারিযাত্রের পুত্র বলস্থল। সূর্যদেবের অংশসম্ভূত ব্রজ্রনাভ বলস্থলের পুত্র।

শ্লোক ৩-৪

সগণস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বিধৃতিশ্চাভবৎ সুতঃ।
ততো হিরণ্যনাভোঽভূদ্ যোগাচার্যস্তু জৈমিনেঃ ॥ ৩ ॥
শিষ্যঃ কৌশল্য আধ্যাত্মং যাজ্ঞবল্ক্যোঽধ্যগাদ্ যতঃ।
যোগং মহোদয়মৃষির্হৃদয়গ্রন্থিভেদকম্ ॥ ৪ ॥

সগণঃ—সগণ; **তৎ**—এই (বজ্রনাভের); **সুতঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **বিধৃতিঃ**—বিধৃতি; **চ**—ও; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সুতঃ**—তাঁর পুত্র;

ততঃ—তাঁর থেকে; **হিরণ্যনাভঃ**—হিরণ্যনাভ; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **যোগ-আচার্য**—যোগ-দর্শনের প্রবর্তক; **তু**—কিন্তু; **জৈমিনেঃ**—জৈমিনিকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করার ফলে; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **কৌশল্যঃ**—কৌশল্য; **আধ্যাত্মম্**—আধ্যাত্মিক; **যাজ্ঞবল্ক্যঃ**—যাজ্ঞবল্ক্য; **অধ্যগাৎ**—অধ্যয়ন করেছিলেন; **যতঃ**—তাঁর থেকে (হিরণ্যনাভ); **যোগম্**—যোগ অনুষ্ঠান; **মহা-উদয়ম্**—অত্যন্ত মহান; **ঋষিঃ**—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য; **হৃদয়-গ্রন্থি-ভেদকম্**—যোগ, যা জড় আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলতে পারে।

অনুবাদ

বজ্রনাভের পুত্র সগণ এবং তাঁর পুত্র বিধৃতি। বিধৃতির পুত্র হিরণ্যনাভ, যিনি জৈমিনির শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং এক মহান যোগাচার্য হয়েছিলেন। এই হিরণ্যনাভ থেকেই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য অধ্যাত্মযোগ নামক যোগের অত্যন্ত মহান পন্থা শিক্ষালাভ করেছিলেন, যা জড় আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলতে পারে।

শ্লোক ৫

পুষ্যো হিরণ্যনাভস্য ধ্রুবসন্ধিস্ততোঽভবৎ ।
সুদর্শনোঽথাগ্নিবর্ণঃ শীঘ্রস্তস্য মরুঃ সুতঃ ॥ ৫ ॥

পুষ্যঃ—পুষ্য; **হিরণ্যনাভস্য**—হিরণ্যনাভের পুত্র; **ধ্রুবসন্ধিঃ**—ধ্রুবসন্ধি; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **অভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **সুদর্শনঃ**—ধ্রুবসন্ধি থেকে সুদর্শনের জন্ম হয়; **অথ**—তারপর; **অগ্নিবর্ণঃ**—সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; **শীঘ্রঃ**—শীঘ্র; **তস্য**—তাঁর (অগ্নিবর্ণের); **মরুঃ**—মরু; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য এবং পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি। ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন, যাঁর পুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র এবং তাঁর পুত্র মরু।

শ্লোক ৬

সোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ ।
কলেরন্তে সূর্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি; **অসৌ**—মরু নামক ব্যক্তি; **আস্তে**—এখনও বর্তমান রয়েছেন; **যোগ-সিদ্ধঃ**—যোগশক্তির সিদ্ধি; **কলাপ-গ্রামম্**—কলাপগ্রাম নামক স্থানে; **আস্থিতঃ**—

তিনি এখনও বাস করছেন; **কলেঃ**—এই কলিযুগের; **অন্তে**—শেষে; **সূর্য-বংশম্**—সূর্যবংশ; **নষ্টম্**—নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর; **ভাবয়িতা**—পুত্র উৎপাদনের দ্বারা মরু প্রবর্তন করবেন; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

এই মরু যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ করে কলাপগ্রামে এখনও অবস্থান করছেন। কলিযুগের শেষে তিনি এক পুত্র উৎপাদন করে পুনরায় সূর্যবংশের প্রবর্তন করবেন।

তাৎপর্য

অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কলাপগ্রামে মরুর অস্তিত্ব নির্ধারণ করেছেন, এবং বলেছেন যে, যোগসিদ্ধ শরীর প্রাপ্ত হয়ে তিনি কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত অর্থাৎ চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর পর্যন্ত অবস্থান করবেন। যোগসিদ্ধির প্রভাব এমনই। সিদ্ধযোগী প্রাণায়ামের দ্বারা যতদিন ইচ্ছা বেঁচে থাকতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্র থেকে কখনও কখনও আমরা জানতে পারি যে, ব্যাসদেব, অশ্বত্থামা প্রমুখ ব্যক্তিরা এখনও বেঁচে আছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, মরু এখনও পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন। মরণশীল শরীর এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে শুনে, আমরা কখনও কখনও বিস্মিত হই। এত দীর্ঘ আয়ুর বিশ্লেষণ করা হয়েছে *যোগসিদ্ধ* শব্দটির দ্বারা। কেউ যদি যোগসিদ্ধি লাভ করেন, তা হলে তিনি যতদিন ইচ্ছা বেঁচে থাকতে পারেন। কয়েকটি তুচ্ছ ভেলকিবাজির প্রদর্শন যোগসিদ্ধি নয়। এখানে সিদ্ধির প্রকৃত দৃষ্টান্ত—*যোগসিদ্ধ* ব্যক্তি যতদিন ইচ্ছা বেঁচে থাকতে পারেন।

শ্লোক ৭

তস্মাৎ প্রসুশ্রুতস্তস্য সন্ধিস্তস্যাপ্যমর্ষণঃ ।
মহস্বাংস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বিশ্ববাহুরজায়ত ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ—মরু থেকে; **প্রসুশ্রুতঃ**—তাঁর পুত্র প্রসুশ্রুত; **তস্য**—প্রসুশ্রুতের; **সন্ধিঃ**—সন্ধি নামক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (সন্ধির); **অপি**—ও; **অমর্ষণঃ**—অমর্ষণ নামক পুত্র; **মহস্বান্**—অমর্ষণের পুত্র; **তৎ**—তাঁর; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (মহস্বান্ থেকে); **বিশ্ববাহুঃ**—বিশ্ববাহু; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি, সন্ধি থেকে অমর্ষণ এবং অমর্ষণের পুত্র মহস্বান্। মহস্বান্ থেকে বিশ্ববাহুর জন্ম হয়।

শ্লোক ৮

ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ তক্ষকো ভবিতা পুনঃ ।
ততো বৃহদ্বলো যস্তু পিত্রা তে সমরে হতঃ ॥ ৮ ॥

ততঃ—বিশ্ববাহু থেকে; **প্রসেনজিৎ**—প্রসেনজিৎ নামক পুত্রের জন্ম হয়; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **তক্ষকঃ**—তক্ষক; **ভবিতা**—জন্ম হয়; **পুনঃ**—পুনরায়; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **বৃহদ্বলঃ**—বৃহদ্বল নামক পুত্র; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **পিত্রা**—পিতার দ্বারা; **তে**—আপনার; **সমরে**—যুদ্ধে; **হতঃ**—নিহত হয়েছেন।

অনুবাদ

বিশ্ববাহু থেকে প্রসেনজিতের জন্ম হয়। প্রজেনজিৎ থেকে তক্ষক এবং তক্ষক থেকে বৃহদ্বলের জন্ম হয়, যিনি যুদ্ধে আপনার পিতা কর্তৃক নিহত হন।

শ্লোক ৯

এতে হীক্ষ্বাকুভূপালা অতীতাঃ শৃণ্বনাগতান্ ।
বৃহদ্বলস্য ভবিতা পুত্রো নাম্না বৃহদ্রণঃ ॥ ৯ ॥

এতে—তাঁরা সকলে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ইক্ষ্বাকু-ভূপালাঃ**—ইক্ষ্বাকুবংশের রাজারা; **অতীতাঃ**—তাঁরা সকলে মৃত এবং গত হয়েছেন; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **অনাগতান্**—যাঁরা ভবিষ্যতে আসবেন; **বৃহদ্বলস্য**—বৃহদ্বলের; **ভবিতা**—হবে; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **নাম্না**—নামক; **বৃহদ্রণঃ**—বৃহদ্রণ।

অনুবাদ

ইক্ষ্বাকু বংশের এই সমস্ত রাজারা গত হয়েছেন। এখন ভবিষ্যতে যাঁদের জন্ম হবে, তাঁদের কথা বলছি শ্রবণ করুন। বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন।

শ্লোক ১০

উরুক্রিয়ঃ সুতস্তস্য বৎসবৃদ্ধো ভবিষ্যতি ।
প্রতিব্যোমস্ততো ভানুর্দিবাকো বাহিনীপতিঃ ॥ ১০ ॥

উরুক্রিয়ঃ—উরুক্রিয়; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—উরুক্রিয়ের; **বৎস-বৃদ্ধঃ**—বৎসবৃদ্ধ; **ভবিষ্যতি**—জন্মগ্রহণ করবেন; **প্রতিব্যোমঃ**—প্রতিব্যোম; **ততঃ**—বৎসবৃদ্ধ থেকে; **ভানুঃ**—(প্রতিব্যোম থেকে) ভানু নামক এক পুত্র; **দিবাকঃ**—ভানুর থেকে দিবাক নামক এক পুত্র; **বাহিনী-পতিঃ**—এক মহান্ সেনাপতি।

অনুবাদ

বৃহদ্রণের পুত্র হবেন উরুক্রিয়, যাঁর বৎসবৃদ্ধ নামক এক পুত্র হবে। বৎসবৃদ্ধের প্রতিব্যোম নামক এক পুত্র হবে, এবং প্রতিব্যোমের ভানু নামক এক পুত্র হবে, যাঁর থেকে দিবাক নামক এক মহান সেনাপতির জন্ম হবে।

শ্লোক ১১

সহদেবস্ততো বীরো বৃহদশ্বোঽথ ভানুমান্ ।
প্রতীকাশ্বো ভানুমতঃ সুপ্রতীকোঽথ তৎসুতঃ ॥ ১১ ॥

সহদেবঃ—সহদেব; **ততঃ**—দিবাক থেকে; **বীরঃ**—এক মহান বীর; **বৃহদশ্বঃ**—বৃহদশ্ব; **অথ**—তাঁর থেকে; **ভানুমান্**—ভানুমান্; **প্রতীকাশ্বঃ**—প্রতীকাশ্ব; **ভানুমতঃ**—ভানুমান্ থেকে; **সুপ্রতীকঃ**—সুপ্রতীক; **অথ**—তারপর; **তৎ-সুতঃ**—প্রতীকাশ্বের পুত্র।

অনুবাদ

তারপর দিবাক থেকে সহদেব নামক এক পুত্রের জন্ম হবে, এবং সহদেব থেকে বৃহদশ্ব নামক এক মহাবীরের জন্ম হবে। বৃহদশ্ব থেকে ভানুমানের জন্ম হবে, এবং ভানুমান থেকে প্রতীকাশ্বের জন্ম হবে। প্রতীকাশ্বের পুত্র হবে সুপ্রতীক।

শ্লোক ১২

ভবিতা মরুদেবোঽথ সুনক্ষত্রোঽথ পুষ্করঃ ।
তস্যান্তরিক্ষস্তৎপুত্রঃ সুতপাস্তদমিত্রজিৎ ॥ ১২ ॥

ভবিতা—জন্ম হবে; **মরুদেবঃ**—মরুদেব; **অথ**—তারপর; **সুনক্ষত্রঃ**—সুনক্ষত্র; **অথ**—তারপর; **পুষ্করঃ**—সুনক্ষত্রের পুত্র পুষ্কর; **তস্য**—পুষ্করের; **অন্তরিক্ষঃ**—অন্তরিক্ষ; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **সুতপাঃ**—সুতপা; **তৎ**—তাঁর থেকে; **অমিত্রজিৎ**—অমিত্রজিৎ নামক এক পুত্র।

অনুবাদ

তারপর সুপ্রতীক থেকে মরুদেবের জন্ম হবে; মরুদেব থেকে সুনক্ষত্র; সুনক্ষত্র থেকে পুষ্কর এবং পুষ্কর থেকে অন্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষের পুত্র সুতপা এবং তাঁর পুত্র হবেন অমিত্রজিৎ।

শ্লোক ১৩

বৃহদ্রাজস্তু তস্যাপি বর্হিস্তস্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ ।
রণঞ্জয়স্তস্য সুতঃ সঞ্জয়ো ভবিতা ততঃ ॥ ১৩ ॥

বৃহদ্রাজঃ—বৃহদ্রাজ; **তু**—কিন্তু; **তস্য অপি**—অমিত্রজিতের; **বর্হি**—বর্হি; **তস্মাৎ**—বর্হি থেকে; **কৃতঞ্জয়ঃ**—কৃতঞ্জয়; **রণঞ্জয়ঃ**—রণঞ্জয়; **তস্য**—কৃতঞ্জয়ের; **সুতঃ**—পুত্র; **সঞ্জয়ঃ**—সঞ্জয়; **ভবিতা**—জন্মগ্রহণ করবে; **ততঃ**—রণঞ্জয় থেকে।

অনুবাদ

অমিত্রজিৎ থেকে বৃহদ্রাজ নামক পুত্রের জন্ম হবে। বৃহদ্রাজ থেকে বর্হি এবং বর্হি থেকে কৃতঞ্জয়ের জন্ম হবে। কৃতঞ্জয়ের পুত্র হবেন রণঞ্জয় এবং তাঁর থেকে সঞ্জয় নামক পুত্রের জন্ম হবে।

শ্লোক ১৪

তস্মাচ্ছাক্যোঽথ শুদ্ধোদো লাঙ্গলস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ।
ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—সঞ্জয় থেকে; **শাক্যঃ**—শাক্য; **অথ**—তারপর; **শুদ্ধোদঃ**—শুদ্ধোদ; **লাঙ্গলঃ**—লাঙ্গল; **তৎ-সুতঃ**—শুদ্ধোদের পুত্র; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **প্রসেনজিৎ**—প্রসেনজিৎ; **তস্মাৎ**—প্রসেনজিৎ থেকে; **ক্ষুদ্রকঃ**—ক্ষুদ্রক; **ভবিতা**—জন্মগ্রহণ করবেন; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

সঞ্জয় থেকে শাক্য, শাক্য থেকে শুদ্ধোদ এবং শুদ্ধোদ থেকে লাঙ্গলের জন্ম হবে। লাঙ্গল থেকে প্রসেনজিৎ এবং প্রসেনজিৎ থেকে ক্ষুদ্রক জন্মগ্রহণ করবেন।

শ্লোক ১৫

রণকো ভবিতা তস্মাৎ সুরথস্তনয়স্ততঃ ।
সুমিত্রো নাম নিষ্ঠান্ত এতে বার্হদ্বলান্বয়াঃ ॥ ১৫ ॥

রণকঃ—রণক; **ভবিতা**—জন্মগ্রহণ করবে; **তস্মাৎ**—ক্ষুদ্রক থেকে; **সুরথঃ**—সুরথ; **তনয়ঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তারপর; **সুমিত্রঃ**—সুরথের পুত্র সুমিত্র; **নাম**—নামক; **নিষ্ঠা-অন্তঃ**—বংশের অন্ত; **এতে**—উপরোক্ত এই সমস্ত রাজারা; **বার্হদ্বল-অন্বয়াঃ**—রাজা বৃহদ্বলের বংশে।

অনুবাদ

ক্ষুদ্রক থেকে রণক, রণক থেকে সুরথ এবং সুরথ থেকে সুমিত্রের জন্ম হবে। এই সুমিত্রই এই বংশের শেষ রাজা। এটিই বৃহদ্বলের বংশের বর্ণনা।

শ্লোক ১৬

ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি ।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ ॥ ১৬ ॥

ইক্ষ্বাকূণাম্—রাজা ইক্ষ্বাকুর বংশের; **অয়ম্**—এই (বর্ণনা); **বংশঃ**—বংশধরগণ; **সুমিত্র-অন্তঃ**—সুমিত্র এই বংশের শেষ রাজা; **ভবিষ্যতি**—কলিযুগে ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন; **যতঃ**—যেহেতু; **তম্**—তাঁকে, মহারাজ সুমিত্রকে; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **রাজানম্**—সেই বংশের একজন রাজারূপে; **সংস্থাম্**—অন্ত; **প্রাপ্স্যতি**—প্রাপ্ত হবেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কলৌ**—কলিযুগের শেষে।

অনুবাদ

ইক্ষ্বাকু বংশের শেষ রাজা হবেন সুমিত্র। তারপর সূর্যবংশে আর কোন বংশধর থাকবেন না। এইভাবে এই বংশের সমাপ্তি হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মহারাজ নিমির বংশ

এই অধ্যায়ে সেই বংশের বর্ণনা করা হয়েছে, যে বংশে মহাজ্ঞানী জনকের জন্ম হয়েছিল। এটি মহারাজ নিমির বংশ, যিনি ইক্ষ্বাকুর পুত্র বলে কথিত।

মহারাজ নিমি যখন মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেন, তখন তিনি বশিষ্ঠকে প্রধান পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পূর্বেই সম্মত হয়েছিলেন বলে, মহারাজ নিমির এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। বশিষ্ঠ মহারাজ নিমিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন, কিন্তু মহারাজ নিমি তা করেননি। তিনি মনে করেছিলেন, "জীবন অনিত্য, সুতরাং অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই।" তাই তিনি অন্য আর একজন পুরোহিতকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নিযুক্ত করেন। তার ফলে মহারাজ নিমির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দেন, "তোমার দেহের নিপাত হোক।" এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে মহারাজ নিমিও অত্যন্ত ক্রোধপূর্বক তাঁকে অভিশাপ দেন, "আপনার দেহেরও পতন হোক।" এইভাবে পরস্পরকে অভিশাপ দেওয়ার ফলে তাঁদের উভয়েরই মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর বশিষ্ঠ মিত্র এবং বরুণের পুত্ররূপে উর্বশীর গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

ঋত্বিকেরা নিমির দেহ সুরভিত রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে সংরক্ষিত করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে দেবতারা যখন যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ঋত্বিকেরা তাঁদের কাছে নিমির পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহারাজ নিমি জড় দেহের হেয়ত্ব ও তুচ্ছত্ব অনুভব করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হন। মহান ঋষিরা তখন নিমির দেহ মন্থন করেন, এবং তার ফলে জনকের জন্ম হয়।

জনকের পুত্র ছিলেন উদাবসু, এবং উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্ধন। নন্দিবর্ধনের পুত্র সুকেতু এবং তাঁর বংশধরেরা যথাক্রমে—দেবরাত, বৃহদ্রথ, মহাবীর্য, সুধৃতি, ধৃষ্টকেতু, হর্যশ্ব, মরু, প্রতীপক, কৃতরথ, দেবমীঢ়, বিশ্রুত, মহাধৃতি, কৃতিরাত, মহারোমা, স্বর্ণরোমা, হ্রস্বরোমা এবং শীরধ্বজ। এঁরা সকলে একে একে এই বংশের পুত্ররূপে

জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শীরধ্বজ থেকে সীতাদেবীর জন্ম হয়। শীরধ্বজের পুত্র ছিলেন কুশধ্বজ, এবং কুশধ্বজের পুত্র ধর্মধ্বজ। ধর্মধ্বজের পুত্র কৃতধ্বজ এবং মিতধ্বজ। কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। কেশিধ্বজ ছিলেন আত্মতত্ত্বজ্ঞ, এবং তাঁর পুত্রের নাম ভানুমান্, যাঁর বংশধরেরা হচ্ছেন—শতদ্যুম্ন, শুচি, সনদ্বাজ, ঊর্জকেতু, অজ, পুরুজিৎ, অরিষ্টনেমি, শ্রুতায়ু, সুপার্শ্বক, চিত্ররথ, ক্ষেমাধি, সমরথ, সত্যরথ, উপগুরু, উপগুপ্ত, বস্বনন্ত, যুযুধ, সুভাষণ, শ্রুত, জয়, বিজয়, ঋত, শুনক, বীতহব্য, ধৃতি, বহুলাশ্ব, কৃতি এবং মহাবশী। এই সমস্ত পুত্ররা সকলেই ছিলেন জিতেন্দ্রিয় আত্মবিদ্যা-বিশারদ। এইভাবে এই বংশের বর্ণনা সম্পূর্ণ হল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নিমিরিক্ষ্বাকুতনয়ো বসিষ্ঠমবৃতর্ত্বিজম্ ।
আরভ্য সত্রং সোঽপ্যাহ শক্রেণ প্রাগ্‌বৃতোঽস্মি ভোঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **নিমিঃ**—মহারাজ নিমি; **ইক্ষ্বাকু-তনয়ঃ**—মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র; **বসিষ্ঠম্**—মহর্ষি বশিষ্ঠ; **অবৃত**—নিযুক্ত হয়েছিলেন; **ঋত্বিজম্**—যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত; **আরভ্য**—শুরু; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **সঃ**—তিনি, বশিষ্ঠ; **অপি**—ও; **আহ**—বলেছিলেন; **শক্রেণ**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা; **প্রাক্**—পূর্বে; **বৃতঃ অস্মি**—আমি নিযুক্ত হয়েছি; **ভোঃ**—হে মহারাজ নিমি।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ইক্ষ্বাকুর পুত্র মহারাজ নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করে মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তখন বশিষ্ঠ উত্তর দেন, "হে মহারাজ নিমি, আমি ইতিমধ্যেই দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেছি।

শ্লোক ২

তং নির্বর্ত্যাগমিষ্যামি তাবন্মাং প্রতিপালয় ।
তূষ্ণীমাসীদ্ গৃহপতিঃ সোঽপীন্দ্রস্যাকরোন্মখম্ ॥ ২ ॥

তম্—সেই যজ্ঞ; **নির্বর্ত্য**—সমাপ্ত করে; **আগমিষ্যামি**—আমি ফিরে আসব; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **মাম্**—আমাকে (বশিষ্ঠ); **প্রতিপালয়**—অপেক্ষা করুন; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **আসীৎ**—ছিলেন; **গৃহ-পতিঃ**—মহারাজ নিমি; **সঃ**—তিনি, বশিষ্ঠ; **অপি**—ও; **ইন্দ্রস্য**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **অকরোৎ**—সম্পাদন করেছিলেন; **মখম্**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

"ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে আমি ফিরে আসব। দয়া করে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর।" মহারাজ নিমি তখন কোন উত্তর না দিয়ে নীরব ছিলেন, এবং বশিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩

নিমিশ্চলমিদং বিদ্বান্ সত্রমারভতাত্মবান্ ।
ঋত্বিগ্‌ভিরপরৈস্তাবন্নাগমদ্ যাবতা গুরুঃ ॥ ৩ ॥

নিমিঃ—মহারাজ নিমি; **চলম্**—চঞ্চল, যে কোন মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারে; **ইদম্**—এই (জীবন); **বিদ্বান্**—এই সত্য পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **আরভত**—শুরু করেছিলেন; **আত্মবান্**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি; **ঋত্বিগ্‌ভিঃ**—পুরোহিতদের দ্বারা; **অপরৈঃ**—বশিষ্ঠ ব্যতীত অন্য; **তাবৎ**—যে পর্যন্ত; **ন**—না; **আগমৎ**—ফিরে এসেছিলেন; **যাবতা**—ততক্ষণ; **গুরুঃ**—তাঁর গুরু (বশিষ্ঠ)।

অনুবাদ

আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহারাজ নিমি বিবেচনা করেছিলেন যে, এই জীবন অস্থির। তাই, বশিষ্ঠের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, তিনি অন্য পুরোহিতদের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ*—"এই জড় জগতে মানুষের আয়ু যে কোন সময় শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই জীবনে যদি মানুষ কোন উল্লেখযোগ্য কার্য করেন, তা হলে তার গুণ চিরকালের জন্য ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।" মহাত্মা মহারাজ নিমি সেই কথা জানতেন। মনুষ্য জীবনে এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে জীবনান্তে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। এটিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি।

শ্লোক ৪

শিষ্যব্যতিক্রমং বীক্ষ্য তং নির্বর্ত্যাগতো গুরুঃ ।
অশপৎ পততাদ্ দেহো নিমেঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৪ ॥

শিষ্য-ব্যতিক্রমম্—শিষ্যের দ্বারা গুরুর আদেশের অবমাননা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তম্**—ইন্দ্রযজ্ঞ; **নির্বর্ত্য**—সমাপনান্তে; **আগতঃ**—যখন তিনি ফিরে এসেছিলেন; **গুরুঃ**—বশিষ্ঠ মুনি; **অশপৎ**—তিনি মহারাজ নিমিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন; **পততাৎ**—পতিত হোক; **দেহঃ**—জড় দেহ; **নিমেঃ**—মহারাজ নিমির; **পণ্ডিত-মানিনঃ**—যিনি নিজেকে এত বড় পণ্ডিত বলে মনে করেছিলেন (যার ফলে তিনি তাঁর গুরুর আদেশ অবজ্ঞা করেছিলেন)।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে গুরু বশিষ্ঠ ফিরে এসে যখন দেখেছিলেন যে, তাঁর শিষ্য মহারাজ নিমি তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন, তখন বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, "পণ্ডিতাভিমানী নিমির জড় দেহের নিপাত হোক।"

শ্লোক ৫

নিমিঃ প্রতিদদৌ শাপং গুরবেঽধর্মবর্তিনে ।
তবাপি পততাদ্ দেহো লোভাদ্ ধর্মমজানতঃ ॥ ৫ ॥

নিমিঃ—মহারাজ নিমি; **প্রতিদদৌ শাপম্**—প্রত্যভিশাপ দিয়েছিলেন; **গুরবে**—তাঁর গুরু বশিষ্ঠকে; **অধর্ম-বর্তিনে**—(নিরপরাধ শিষ্যকে অভিশাপ দেওয়ার ফলে) যিনি অধর্ম-পরায়ণ হয়েছিলেন; **তব**—আপনার; **অপি**—ও; **পততাৎ**—পতন হোক; **দেহঃ**—দেহ; **লোভাৎ**—লোভের ফলে; **ধর্মম্**—ধর্মনীতি; **অজানতঃ**—না জেনে।

অনুবাদ

মহারাজ নিমি কোন অপরাধ না করলেও অকারণে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন বলে, তিনিও তাঁর গুরুকে প্রত্যভিশাপ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে দক্ষিণা লাভ করার লোভে আপনার ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং আপনার দেহেরও পতন হোক।"

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণের ধর্ম নির্লোভ হওয়া। কিন্তু, দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে আরও অধিক পারিশ্রমিক পাওয়ার আশায় বশিষ্ঠ এই লোকে নিমির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং নিমি যখন অন্য পুরোহিতদের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন বশিষ্ঠ তাঁকে অনর্থক অভিশাপ দিয়েছিলেন। কেউ যখন অন্যায় আচরণের দ্বারা কলুষিত হয়, তখন তার জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার শক্তি ক্ষয় হয়। বশিষ্ঠ যদিও ছিলেন মহারাজ নিমির গুরুদেব, তবুও লোভের ফলে তাঁর পতন হয়েছিল।

শ্লোক ৬

ইত্যুৎসসর্জ স্বং দেহং নিমিরধ্যাত্মকোবিদঃ ।
মিত্রাবরুণয়োর্জজ্ঞে উর্বশ্যাং প্রপিতামহঃ ॥ ৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **উৎসসর্জ**—বিসর্জন দিয়েছিলেন; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **দেহম্**—দেহ; **নিমিঃ**—মহারাজ নিমি; **অধ্যাত্ম-কোবিদঃ**—পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমন্বিত; **মিত্রা-বরুণয়োঃ**—মিত্র এবং বরুণের বীর্য থেকে (উর্বশীর সৌন্দর্য দর্শনে স্খলিত); **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **উর্বশ্যাম্**—স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী থেকে; **প্রপিতামহঃ**—প্রপিতামহ বশিষ্ঠ।

অনুবাদ

এই বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শী নিমি তাঁর দেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন। প্রপিতামহ বশিষ্ঠও দেহত্যাগ করে পুনরায় মিত্র-বরুণের বীর্যে উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

মিত্র এবং বরুণ ঘটনাক্রমে স্বর্গের পরমা সুন্দরী অপ্সরা উর্বশীকে দর্শন করে কামার্ত হন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন মহান অধ্যাত্মবিদ, তাই তাঁরা তাঁদের কাম সংবরণ করার চেষ্টা করেন, তবুও তাঁদের বীর্য স্খলন হয়। সেই বীর্য অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে একটি কুম্ভে সংরক্ষণ করা হয় এবং তার থেকে বশিষ্ঠের জন্ম হয়।

শ্লোক ৭

গন্ধবস্তুষু তদ্দেহং নিধায় মুনিসত্তমাঃ ।
সমাপ্তে সত্রযাগে চ দেবানূচুঃ সমাগতান্ ॥ ৭ ॥

গন্ধ-বস্তুষু—সুগন্ধি বস্তুর মধ্যে; **তৎ-দেহম্**—মহারাজ নিমির দেহ; **নিধায়**—সংরক্ষণ করে; **মুনি-সত্তমাঃ**—সেখানে সমবেত সমস্ত মহর্ষিগণ; **সমাপ্তে সত্র-যাগে**—সত্র নামক যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পর; **চ**—ও; **দেবান্**—সমস্ত দেবতাদের; **ঊচুঃ**—অনুরোধ করেছিলেন অথবা বলেছিলেন; **সমাগতান্**—সেখানে সমবেত।

অনুবাদ

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময় মহারাজ নিমি দেহত্যাগ করলে মহর্ষিগণ তাঁর দেহ গন্ধবস্তুর মধ্যে সংরক্ষণ করেছিলেন, এবং সত্রযাগ সমাপনান্তে তাঁরা সেখানে সমাগত দেবতাদের অনুরোধ করে বলেছিলেন।

শ্লোক ৮

রাজ্ঞো জীবতু দেহোঽয়ং প্রসন্নাঃ প্রভবো যদি ।
তথেত্যুক্তে নিমিঃ প্রাহ মা ভূন্মে দেহবন্ধনম্ ॥ ৮ ॥

রাজ্ঞঃ—রাজার; **জীবতু**—পুনর্জীবিত হোক; **দেহঃ অয়ম্**—এই দেহ (যা সংরক্ষিত হয়েছিল); **প্রসন্নাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন; **প্রভবঃ**—সমর্থ; **যদি**—যদি; **তথা**—তাই হোক; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তে**—(দেবতারা) উত্তর দিয়েছিলেন; **নিমিঃ**—মহারাজ নিমি; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **মা ভূৎ**—করবেন না; **মে**—আমার; **দেহ-বন্ধনম্**—পুনরায় জড় দেহের বন্ধন।

অনুবাদ

"আপনারা যদি এই যজ্ঞে প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং সত্য সত্যই সমর্থ হন, তা হলে দয়া করে মহারাজ নিমির এই দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করুন।" ঋষিদের এই অনুরোধে দেবতারা সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ নিমি তখন বলেছিলেন, "দয়া করে আমাকে পুনরায় এই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন না।"

তাৎপর্য

দেবতাদের পদ মানুষদের থেকে অনেক উচ্চে। তাই, মহর্ষিগণ অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা দেবতাদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন গন্ধবস্তুতে সুরক্ষিত মহারাজ নিমির দেহটি পুনরুজ্জীবিত করতে। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, দেবতারা কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপারেই শক্তিশালী; তাঁরা মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত করা ইত্যাদি কার্যেও অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন। বৈদিক শাস্ত্রে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন সাবিত্রী ও সত্যবানের ঘটনায়, সত্যবানের মৃত্যু হয়েছিল এবং যমরাজ তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী সাবিত্রীর অনুরোধে সত্যবানের সেই দেহ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এটি দেবতাদের শক্তি সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

শ্লোক ৯

যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ ।
ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ ॥ ৯ ॥

যস্য—দেহের দ্বারা; **যোগম্**—সংযোগ; **ন**—করে না; **বাঞ্ছন্তি**—জ্ঞানীদের বাসনা; **বিয়োগ-ভয়-কাতরাঃ**—পুনরায় দেহত্যাগ করার ভয়ে ভীত হয়ে; **ভজন্তি**—প্রেমময়ী সেবা নিবেদন করেন; **চরণ-অম্ভোজম্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **হরি-মেধসঃ**—যাঁদের মেধা সর্বদা ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় মগ্ন।

অনুবাদ

মহারাজ নিমি বললেন—মায়াবাদীরা সাধারণত জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, কারণ তারা পুনরায় দেহ ত্যাগের ভয়ে ভীত। কিন্তু যাঁদের মেধা সর্বদা ভগবানের সেবায় মগ্ন, তাঁরা কখনও ভীত হন না। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার জন্য দেহটির সদ্ব্যবহার করেন।

তাৎপর্য

যে জড় দেহ বন্ধনের কারণ হবে, সেই দেহ মহারাজ নিমি গ্রহণ করতে চাননি; কারণ তিনি ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। তিনি এমন একটি দেহ লাভ করতে চেয়েছিলেন, যার দ্বারা তিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

জন্মাওবি মো এ ইচ্ছা যদি তোর ।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস ।

"হে ভগবান, আপনি যদি চান আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে জড় দেহ ধারণ করি, তা হলে দয়া করে আমাকে কৃপা করুন যাতে আপনার সেবক ভক্তের গৃহে আমার জন্ম হয়। সেখানে আমি একজন নগণ্য কীটরূপেও জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে জগদীশ্বর, আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী স্ত্রী অথবা সুন্দর ভাষায় বর্ণিত সকাম কর্মের ফলও চাই না। আমি কেবল চাই যেন জন্ম-জন্মান্তরে আপনার অহৈতুকী সেবা লাভ করতে পারি।" (*শিক্ষাষ্টক* ৪) 'জন্ম-জন্মান্তরে' (*জন্মনি জন্মনি*) কথাটিতে ভগবান ইঙ্গিত করেছেন যে, কোন সাধারণ জন্ম নয়, এমন জন্ম যাতে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করা যায়। সেই প্রকার দেহই বাঞ্ছনীয়। ভগবদ্ভক্তের মনোভাব যোগী বা জ্ঞানীদের মতো নয়, যারা জড় দেহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হতে চায়। ভগবদ্ভক্তের বাসনা তেমন নয়। পক্ষান্তরে, তিনি জড় অথবা চিন্ময় যে কোন শরীর গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কারণ তিনি ভগবানের সেবা করতে চান। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি।

কারও যদি ভগবানের সেবা করার ঐকান্তিক বাসনা থাকে, তা হলে তিনি একটি জড় দেহ ধারণ করলেও, যেহেতু ভগবদ্ভক্ত জড় দেহে অবস্থান কালেও মুক্ত, তাই তাঁর উৎকণ্ঠার কোন কারণ থাকে না। সেই কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রতিপন্ন করেছেন।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করেন (অথবা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন), তিনি আপাতদৃষ্টিতে তথাকথিত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হলেও, মুক্ত।" ভগবানের সেবা করার বাসনা মানুষকে জীবনের যে কোন অবস্থাতেই মুক্ত করে, তা তিনি চিন্ময় শরীরে থাকুন অথবা জড় শরীরে থাকুন

না কেন। চিন্ময় শরীরে ভক্ত ভগবানের পার্ষদ হন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে জড় শরীরে রয়েছেন বলে মনে হলেও তিনি সর্বদাই মুক্ত এবং বৈকুণ্ঠলোকে ভক্ত যেভাবে ভগবানের সেবা করেন, তিনিও ঠিক সেইভাবেই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বলা হয়, *সাধুর্জীবো বা মরো বা*। ভক্ত জীবিতই হোন অথবা মৃতই হোন, তাঁর একমাত্র চিন্তা ভগবানের সেবা করা। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*। তিনি যখন তাঁর দেহ ত্যাগ করেন, তখন তিনি ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করে তাঁর সেবা করতে যান, যদিও তিনি এই জড় জগতে জড় দেহে অবস্থানকালেও তা-ই করছিলেন।

ভক্তের কাছে সুখ, দুঃখ অথবা জড়-জাগতিক সিদ্ধি নগণ্য। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, দেহত্যাগ করার সময় ভক্তকেও কষ্টভোগ করতে হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিড়ালের ইঁদুরকে তার মুখে বহন করা এবং তার শাবককে মুখে বহন করার দৃষ্টান্তটি দেওয়া যেতে পারে। ইঁদুর এবং শাবক উভয়কেই বিড়াল তার দাঁত দিয়ে কামড়ে বহন করে নিয়ে যায়, কিন্তু ইঁদুরের অনুভূতি বিড়াল ছানার অনুভূতি থেকে ভিন্ন। ভক্ত যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তাঁর অনুভূতি অবশ্যই দণ্ডদানের জন্য যমরাজ যাকে নিয়ে যাচ্ছেন তার থেকে ভিন্ন। যে ব্যক্তির বুদ্ধি সর্বদা ভগবানের সেবায় একনিষ্ঠ, তিনি জড় দেহ ধারণে নির্ভীক, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত নয় যে অভক্ত, সে জড় দেহ ধারণের অথবা জড় দেহত্যাগের ভয়ে অত্যন্ত ভীত। তাই আমাদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ সর্বদা পালন করা—*মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*। জড় দেহ অথবা চিন্ময় দেহ, যে দেহই আমাদের ধারণ করতে হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ১০

দেহং নাবরুরুৎসেঽহং দুঃখশোকভয়াবহম্ ।
সর্বত্রাস্য যতো মৃত্যুর্মৎস্যানামুদকে যথা ॥ ১০ ॥

দেহম্—জড় দেহ; **ন**—না; **অবরুরুৎসে**—ধারণ করতে ইচ্ছা করি; **অহম্**—আমি; **দুঃখ-শোক-ভয়-আবহম্**—যা সর্বপ্রকার দুঃখ শোক এবং ভয়ের কারণ; **সর্বত্র**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র; **অস্য**—জড় দেহধারী জীবের; **যতঃ**—যেহেতু; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **মৎস্যানাম্**—মৎস্যদের; **উদকে**—জলে বসবাসকারী; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

আমি জড় দেহ ধারণ করতে ইচ্ছা করি না, কারণ তা এই জগতের সর্বত্রই দুঃখ, শোক এবং ভয়ের কারণ। জলে মৎস্য যেমন সর্বদা মৃত্যুর আশঙ্কা করে, তেমনই দেহধারী জীবদেরও সর্বত্রই মৃত্যুভয় হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

জড় দেহ, তা সে উচ্চতর লোকেই হোক অথবা নিম্নতর লোকেই হোক, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। নিম্নতর লোকে অথবা নিম্নতর স্তরের জীবনে লোকের আয়ু অল্প হতে পারে এবং উচ্চতর লোকে অথবা উচ্চতর জীবনে আয়ু দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। মনুষ্যজীবনে তপস্যার দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির পরিসমাপ্তি ঘটানোর সুযোগ প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত। এটিই মানব-সভ্যতার উদ্দেশ্য—পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু রোধ করা, যাকে বলা হয় *মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*। তা সম্ভব কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা লাভ করার দ্বারা। তা না হলে এই জড় জগতে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি দ্বারা প্রভাবিত আর একটি শরীর ধারণ করতে হয়।

এখানে জলে মাছের দৃষ্টান্তটি দ্রষ্টব্য। জল মাছের জন্য একটি খুব সুন্দর স্থান, কিন্তু সেখানে সে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত নয়, কারণ বড় মাছেরা সর্বদাই ছোট মাছদের আহার করতে আগ্রহী। *ফল্গুনি তত্র মহতাম্*—সমস্ত জীবই বড় জীবদের ভক্ষ্য। এটিই জড়া প্রকৃতির নিয়ম।

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্ ।
ফল্গুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্ ॥

"হস্তরহিত প্রাণীরা হস্তযুক্ত প্রাণীদের শিকার, যারা পদরহিত তারা চতুষ্পদ প্রাণীদের শিকার। দুর্বল জীবেরা বলবান জীবদের জীবন ধারণের ভরসা, এবং এক জীব অন্য জীবের খাদ্য—এটাই সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১৩/৪৭) ভগবান এমনভাবে এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন যে, এক জীব অন্য জীবের আহার। তাই সর্বত্রই জীবন-সংগ্রাম। আমরা যদিও যোগ্যতম ব্যক্তির বেঁচে থাকার ক্ষমতার কথা বলি, তবুও ভগবদ্ভক্ত না হলে মৃত্যুর হাত থেকে কেউই রক্ষা পায় না। *হরিং বিনা নৈব সৃতিং তরন্তি*—ভগবানের ভক্ত না হলে কেউই সংসারচক্র থেকে উদ্ধার পেতে পারে না। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও*

(৯/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে, *অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় না পেলে, তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

শ্লোক ১১

দেবা উচুঃ

বিদেহ উষ্যতাং কামং লোচনেষু শরীরিণাম্ ।
উন্মেষণনিমেষাভ্যাং লক্ষিতোঽধ্যাত্মসংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥

দেবাঃ উচুঃ—দেবতারা বললেন; **বিদেহঃ**—জড় শরীরবিহীন; **উষ্যতাম্**—আপনি জীবিত থাকুন; **কামম্**—যেমন আপনার ইচ্ছা; **লোচনেষু**—দৃষ্টির মধ্যে; **শরীরিণাম্**—জড় দেহধারীদের; **উন্মেষণ-নিমেষাভ্যাম্**—আপনার ইচ্ছা অনুসারে প্রকট এবং অপ্রকট হোন; **লক্ষিতঃ**—দৃষ্ট হয়ে; **অধ্যাত্ম-সংস্থিতঃ**—চিন্ময় দেহে অবস্থিত থেকে।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—মহারাজ নিমি জড় শরীর ব্যতীতই জীবিত থাকুন। তিনি চিন্ময় শরীরে ভগবানের পার্ষদরূপে বিরাজ করুন, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি জড় দেহধারী সাধারণ মানুষদের কাছে প্রকট ও অপ্রকট থাকুন।

তাৎপর্য

দেবতারা চেয়েছিলেন মহারাজ নিমি যেন জীবন ফিরে পান, কিন্তু মহারাজ নিমি আর একটি জড় দেহ গ্রহণ করতে চাননি। তাই দেবতারা ঋষিদের অনুরোধ অনুসারে তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর চিন্ময় দেহে থাকতে পারবেন। চিন্ময় দেহ দুই প্রকার। সাধারণ মানুষেরা 'চিন্ময় দেহ' বলতে প্রেত শরীরকে মনে করে। পাপকর্মের ফলে যখন পাপাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন সে কখনও কখনও পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে মন, বুদ্ধি অহঙ্কার সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহে বাস করে। কিন্তু, *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তরা তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম এবং স্থূল উভয় প্রকার জড় উপাদান থেকে মুক্ত চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হন (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)। তাই দেবতারা মহারাজ নিমিকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, তিনি সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ চিন্ময় শরীরে বিরাজ করতে পারবেন।

ভগবান তাঁর বাসনা অনুসারে প্রকট এবং অপ্রকট হতে পারেন, তেমনই, জীবন্মুক্ত ভগবদ্ভক্তও তাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রকট অথবা অপ্রকট হতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের কাছে প্রকাশিত হন না। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি অপ্রকাশিত। *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*—শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নাম, যশ, গুণ, উপকরণ, ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ না করলে (*সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ*) শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায় না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার ক্ষমতা নির্ভর করে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপর। তেমনই, মহারাজ নিমিকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রকট এবং অপ্রকট হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১২

অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ ।
দেহং মমন্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত ॥ ১২ ॥

অরাজক-ভয়ম্—অরাজকতার সম্ভাবনার ভয়ে; **নৃণাম্**—জনসাধারণের জন্য; **মন্যমানাঃ**—এই অবস্থা বিবেচনা করে; **মহা-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **দেহম্**—দেহ; **মমন্থুঃ**—মন্থন করেছিলেন; **স্ম**—অতীতে; **নিমেঃ**—মহারাজ নিমির; **কুমারঃ**—একটি পুত্র; **সমজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

তারপর অরাজকতার ভয় থেকে মানুষদের রক্ষা করার জন্য ঋষিগণ মহারাজ নিমির দেহ মন্থন করেছিলেন, তার ফলে তাঁর দেহ থেকে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

অরাজকভয়ম্। সরকার যদি অটল এবং সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তা হলে প্রজাদের বিপদের সম্ভাবনা থাকে। বর্তমান সময়ে জনসাধারণের সরকার বা গণতন্ত্রের ফলে সর্বদা সেই ভয় রয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, প্রজাদের ঋষিরা যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য নিমির দেহ থেকে ঋষিরা একটি পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন, কারণ জনসাধারণকে এইভাবে পরিচালনা করা ক্ষত্রিয় রাজার কর্তব্য। ক্ষত্রিয় হচ্ছেন তিনি, যিনি প্রজাদের আঘাত থেকে রক্ষা করেন। তথাকথিত

জনসাধারণের সরকারে সুশিক্ষিত ক্ষত্রিয় রাজা নেই, তাই ভোটে জয়লাভ করা মাত্রই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কোন রকম শিক্ষালাভ না করেই, তারা মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির পদ প্রাপ্ত হয়। বস্তুতপক্ষে আমরা দেখেছি যে, দল পরিবর্তনের ফলে সরকারের পরিবর্তন হয়, এবং তাই রাষ্ট্রনেতারা জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের থেকে তাদের নিজেদের পদটি রক্ষা করার ব্যাপারে অধিক আগ্রহী। বৈদিক সভ্যতা রাজতান্ত্রিক। ভগবান রামচন্দ্রের রাজত্ব, যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজত্ব, পরীক্ষিৎ মহারাজ, অম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহান রাজাদের রাজত্ব মানুষ অধিক পছন্দ করে। সম্রাটের অধীনে অত্যন্ত সুন্দর শাসন ব্যবস্থার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তা পূরণে গণতান্ত্রিক সরকারের অক্ষমতা মানুষ ক্রমশ বুঝতে পারছে, এবং তাই কোন কোন রাজনৈতিক দল একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। একনায়কত্ব এবং রাজতন্ত্র প্রায় একই রকম, পার্থক্য কেবল অশিক্ষিত নায়ক। যথাযথভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত নেতা, তা তিনি রাজাই হোন বা একনায়কই হোন, যখন রাজ্যশাসন করেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজাপালন করেন, তখন মানুষ সুখী হয়।

শ্লোক ১৩

জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্ বৈদেহস্তু বিদেহজঃ ।
মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্মিতা ॥ ১৩ ॥

জন্মনা—জন্মের ফলে; **জনকঃ**—অসাধারণভাবে জাত; **সঃ**—তিনি; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **বৈদেহঃ**—বৈদেহ নামেও; **তু**—কিন্তু; **বিদেহজঃ**—যিনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করেছিলেন সেই মহারাজ নিমির শরীর থেকে উৎপন্ন; **মিথিলঃ**—তিনি মিথিল নামেও বিখ্যাত; **মথনাৎ**—তাঁর পিতার দেহ মন্থনের ফলে জাত; **জাতঃ**—এইভাবে জন্ম হয়েছিল; **মিথিলা**—মিথিলা নামক রাজ্য; **যেন**—যাঁর (জনকের) দ্বারা; **নির্মিতা**—নির্মিত হয়েছিল।

অনুবাদ

অসাধারণভাবে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে সেই পুত্রের নাম হয়েছিল জনক, এবং প্রাণহীন দেহ থেকে জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম বৈদেহ। তাঁর পিতার দেহ মন্থনের ফলে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে তিনি মিথিল নামেও অভিহিত হয়েছিলেন, এবং তিনি যে পুরী নির্মাণ করেছিলেন তার নাম হয়েছিল মিথিলা।

শ্লোক ১৪

তস্মাদুদাবসুস্তস্য পুত্রোঽভূন্নন্দিবর্ধনঃ ।
ততঃ সুকেতুস্তস্যাপি দেবরাতো মহীপতে ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—মিথিল থেকে; **উদাবসুঃ**—উদাবসু নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (উদাবসুর); **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **নন্দিবর্ধনঃ**—নন্দিবর্ধন; **ততঃ**—তাঁর থেকে (নন্দিবর্ধন থেকে); **সুকেতুঃ**—সুকেতু নামক এক পুত্র; **তস্য**—তার (সুকেতুর); **অপি**—ও; **দেবরাতঃ**—দেবরাত নামক এক পুত্র; **মহীপতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মিথিলের পুত্রের নাম উদাবসু; উদাবসু থেকে নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্ধন থেকে সুকেতু এবং সুকেতুর পুত্র দেবরাত।

শ্লোক ১৫

তস্মাদ্ বৃহদ্রথস্তস্য মহাবীর্যঃ সুধৃৎপিতা ।
সুধৃতের্ধৃষ্টকেতুর্বৈ হর্যশ্বোঽথ মরুস্ততঃ ॥ ১৫ ॥

তস্মাৎ—দেবরাত থেকে; **বৃহদ্রথঃ**—বৃহদ্রথ নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (বৃহদ্রথের); **মহাবীর্যঃ**—মহাবীর্য নামক এক পুত্র; **সুধৃৎ-পিতা**—তিনি ছিলেন মহারাজ সুধৃতির পিতা; **সুধৃতেঃ**—সুধৃতি থেকে; **ধৃষ্টকেতুঃ**—ধৃষ্টকেতু নামক এক পুত্র; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হর্যশ্বঃ**—তাঁর পুত্র ছিলেন হর্যশ্ব; **অথ**—তারপর; **মরুঃ**—মরু; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

দেবরাত থেকে বৃহদ্রথ নামক পুত্রের জন্ম হয়, এবং বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য, যিনি ছিলেন সুধৃতির পিতা। সুধৃতির পুত্রের নাম ধৃষ্টকেতু, এবং ধৃষ্টকেতু থেকে হর্যশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। হর্যশ্ব থেকে মরু নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৬

মরোঃ প্রতীপকস্তস্মাজ্জাতঃ কৃতরথো যতঃ ।
দেবমীঢ়স্তস্য পুত্রো বিশ্রুতোঽথ মহাধৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

মরোঃ—মরুর; **প্রতীপকঃ**—প্রতীপক নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—প্রতীপক থেকে; **জাতঃ**—জন্ম হয়েছিল; **কৃতরথঃ**—কৃতরথ নামক এক পুত্র; **যতঃ**—এবং কৃতরথ থেকে; **দেবমীঢ়ঃ**—দেবমীঢ়; **তস্য**—দেবমীঢ়ের; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **বিশ্রুতঃ**—বিশ্রুত; **অথ**—তাঁর থেকে; **মহাধৃতিঃ**—মহাধৃতি নামক এক পুত্র।

অনুবাদ

মরুর পুত্র প্রতীপক এবং প্রতীপকের পুত্র কৃতরথ। কৃতরথ থেকে দেবমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত এবং বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি।

শ্লোক ১৭

কৃতিরাতস্ততস্তস্মান্মহারোমা চ তৎসুতঃ ।
স্বর্ণরোমা সুতস্তস্য হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত ॥ ১৭ ॥

কৃতিরাতঃ—কৃতিরাত; **ততঃ**—মহাধৃতি থেকে; **তস্মাৎ**—কৃতিরাত থেকে; **মহারোমা**—মহারোমা নামক এক পুত্র; **চ**—ও; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **স্বর্ণরোমা**—স্বর্ণরোমা; **সুতঃ তস্য**—তাঁর পুত্র; **হ্রস্বরোমা**—হ্রস্বরোমা; **ব্যজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

মহাধৃতি থেকে কৃতিরাত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা, মহারোমা থেকে স্বর্ণরোমা নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং স্বর্ণরোমা থেকে হ্রস্বরোমার জন্ম হয়।

শ্লোক ১৮

ততঃ শীরধ্বজো জজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীম্ ।
সীতা শীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ শীরধ্বজঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—হ্রস্বরোমা থেকে; **শীরধ্বজঃ**—শীরধ্বজ নামক এক পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **যজ্ঞ-অর্থম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য; **কর্ষতঃ**—যখন তিনি ক্ষেত্র কর্ষণ করছিলেন; **মহীম্**—পৃথিবী; **সীতা**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবী; **শীর-অগ্রতঃ**—তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে; **জাতা**—আবির্ভূতা হয়েছিলেন; **তস্মাৎ**—তাই; **শীরধ্বজঃ**—শীরধ্বজ নামে পরিচিত; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

হ্রস্বরোমার পুত্র শীরধ্বজ (ইনি জনক নামেও পরিচিত)। শীরধ্বজ যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভূমি কর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে সীতাদেবী নামক এক কন্যা আবির্ভূতা হন, যিনি পরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি শীরধ্বজ নামে বিখ্যাত হন।

শ্লোক ১৯

কুশধ্বজস্তস্য পুত্রস্ততো ধর্মধ্বজো নৃপঃ ।
ধর্মধ্বজস্য দ্বৌ পুত্রৌ কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ ॥ ১৯ ॥

কুশধ্বজঃ—কুশধ্বজ; **তস্য**—শীরধ্বজের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **ধর্মধ্বজঃ**—ধর্মধ্বজ; **নৃপঃ**—রাজা; **ধর্মধ্বজস্য**—এই ধর্মধ্বজ থেকে; **দ্বৌ**—দুই; **পুত্রৌ**—পুত্র; **কৃতধ্বজ-মিতধ্বজৌ**—কৃতধ্বজ এবং মিতধ্বজ।

অনুবাদ

শীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ, এবং কুশধ্বজের পুত্র রাজা ধর্মধ্বজ, যাঁর কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ নামক দুই পুত্র ছিল।

শ্লোক ২০-২১

কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাণ্ডিক্যস্তু মিতধ্বজাৎ ।
কৃতধ্বজসুতো রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ২০ ॥
খাণ্ডিক্যঃ কর্মতত্ত্বজ্ঞো ভীতঃ কেশিধ্বজাদ্ দ্রুতঃ ।
ভানুমাংস্তস্য পুত্রোঽভূচ্ছতদ্যুম্নস্তু তৎসুতঃ ॥ ২১ ॥

কৃতধ্বজাৎ—কৃতধ্বজ থেকে; **কেশিধ্বজঃ**—কেশিধ্বজ নামক এক পুত্র; **খাণ্ডিক্যঃ তু**—খাণ্ডিক্য নামক এক পুত্রের; **মিতধ্বজাৎ**—মিতধ্বজ থেকে; **কৃতধ্বজ-সুতঃ**—কৃতধ্বজের পুত্র; **রাজন্**—হে রাজন্; **আত্মবিদ্যা-বিশারদঃ**—আত্মতত্ত্ববিদ; **খাণ্ডিক্যঃ**—রাজা খাণ্ডিক্য; **কর্ম-তত্ত্বজ্ঞঃ**—বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে সুনিপুণ; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **কেশিধ্বজাৎ**—কেশিধ্বজের কারণে; **দ্রুতঃ**—তিনি পলায়ন করেছিলেন; **ভানুমান্**—ভানুমান্; **তস্য**—কেশিধ্বজের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **শতদ্যুম্নঃ**—শতদ্যুম্ন; **তু**—কিন্তু; **তৎ-সুতঃ**—ভানুমানের পুত্র।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ, এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। কৃতধ্বজের পুত্র ছিলেন আত্মতত্ত্ববিদ এবং মিতধ্বজের পুত্র ছিলেন বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে সুনিপুণ। কেশিধ্বজের ভয়ে খাণ্ডিক্য পলায়ন করেছিলেন। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান্ এবং ভানুমানের পুত্র ছিলেন শতদ্যুম্ন।

শ্লোক ২২

শুচিস্তুতনয়স্তস্মাৎ সনদ্বাজঃ সুতোঽভবৎ ।
ঊর্জকেতুঃ সনদ্বাজাদজোঽথ পুরুজিৎসুতঃ ॥ ২২ ॥

শুচিঃ—শুচি; **তু**—কিন্তু; **তনয়ঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **সনদ্বাজঃ**—সনদ্বাজ; **সুতঃ**—এক পুত্র; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ঊর্জকেতুঃ**—ঊর্জকেতু; **সনদ্বাজাৎ**—সনদ্বাজ থেকে; **অজঃ**—অজ; **অথ**—তারপর; **পুরুজিৎ**—পুরুজিৎ; **সুতঃ**—এক পুত্র।

অনুবাদ

শতদ্যুম্নের শুচি নামে এক পুত্র ছিল, তাঁর থেকে সনদ্বাজ নামক পুত্রের জন্ম হয়, এবং সনদ্বাজ থেকে ঊর্জকেতুর জন্ম হয়। ঊর্জকেতুর পুত্র অজ, এবং অজের পুত্র পুরুজিৎ।

শ্লোক ২৩

অরিষ্টনেমিস্তস্যাপি শ্রুতায়ুস্তৎসুপার্শ্বকঃ ।
ততশ্চিত্ররথো যস্য ক্ষেমাধির্মিথিলাধিপঃ ॥ ২৩ ॥

অরিষ্টনেমিঃ—অরিষ্টনেমি; **তস্য অপি**—পুরুজিতেরও; **শ্রুতায়ুঃ**—শ্রুতায়ু নামক এক পুত্র; **তৎ**—এবং তাঁর থেকে; **সুপার্শ্বকঃ**—সুপার্শ্বক; **ততঃ**—সুপার্শ্বক থেকে; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ; **যস্য**—যাঁর (চিত্ররথের); **ক্ষেমাধিঃ**—ক্ষেমাধি; **মিথিলা-অধিপঃ**—মিথিলার রাজা হয়েছিলেন।

অনুবাদ

পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি এবং তাঁর পুত্র শ্রুতায়ু। শ্রুতায়ুর সুপার্শ্বক নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, এবং সুপার্শ্বক থেকে চিত্ররথের জন্ম হয়। চিত্ররথের পুত্র ছিলেন ক্ষেমাধি, যিনি মিথিলার রাজা হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

**তস্মাৎ সমরথস্তস্য সুতঃ সত্যরথস্ততঃ ।
আসীদুপগুরুস্তস্মাদুপগুপ্তোঽগ্নিসম্ভবঃ ॥ ২৪ ॥**

তস্মাৎ—ক্ষেমাধি থেকে; **সমরথঃ**—সমরথ নামক এক পুত্র; **তস্য**—সমরথ থেকে; **সুতঃ**—পুত্র; **সত্যরথঃ**—সত্যরথ; **ততঃ**—তাঁর থেকে (সত্যরথ থেকে); **আসীৎ**—জন্ম হয়েছিল; **উপগুরুঃ**—উপগুরু; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **উপগুপ্তঃ**—উপগুপ্ত; **অগ্নিসম্ভবঃ**—অগ্নিদেবের অংশ।

অনুবাদ

ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ, সমরথের পুত্র সত্যরথ, সত্যরথ থেকে উপগুরু এবং উপগুরু থেকে অগ্নির অংশ উপগুপ্তের জন্ম হয়।

শ্লোক ২৫

**বস্বনন্তোঽথ তৎপুত্রো যুযুধো যৎ সুভাষণঃ ।
শ্রুতস্ততো জয়স্তস্মাদ্ বিজয়োঽস্মাদৃতঃ সুতঃ ॥ ২৫ ॥**

বস্বনন্তঃ—বস্বনন্ত; **অথ**—তারপর (উপগুপ্তের পুত্র); **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **যুযুধঃ**—যুযুধ নামক; **যৎ**—যুযুধ থেকে; **সুভাষণঃ**—সুভাষণ নামক এক পুত্র; **শ্রুতঃ ততঃ**—এবং সুভাষণের পুত্র শ্রুত; **জয়ঃ তস্মাৎ**—শ্রুতের পুত্র জয়; **বিজয়ঃ**—বিজয় নামক এক পুত্র; **অস্মাৎ**—জয় থেকে; **ঋতঃ**—ঋত; **সুতঃ**—এক পুত্র।

অনুবাদ

উপগুপ্তের পুত্র বস্বনন্ত, তাঁর পুত্র যুযুধ, যুযুধের পুত্র সুভাষণ এবং সুভাষণের পুত্র শ্রুত। শ্রুতের পুত্র জয়, এবং জয় থেকে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। এই বিজয়ের পুত্র ঋত।

শ্লোক ২৬

**শুনকস্তৎসুতো জজ্ঞে বীতহব্যো ধৃতিস্ততঃ ।
বহুলাশ্বো ধৃতেস্তস্য কৃতিরস্য মহাবশী ॥ ২৬ ॥**

শুনকঃ—শুনক; **তৎ-সুতঃ**—ঋতের পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **বীতহব্যঃ**—বীতহব্য; **ধৃতিঃ**—ধৃতি; **ততঃ**—বীতহব্যের পুত্র; **বহুলাশ্বঃ**—বহুলাশ্ব; **ধৃতেঃ**—ধৃতি থেকে; **তস্য**—তাঁর পুত্র; **কৃতিঃ**—কৃতি; **অস্য**—কৃতির; **মহাবশী**—মহাবশী নামক এক পুত্র ছিল।

অনুবাদ

ঋতের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র বীতহব্য, বীতহব্যের পুত্র ধৃতি এবং ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব। বহুলাশ্বের পুত্র কৃতি এবং তাঁর পুত্র মহাবশী।

শ্লোক ২৭

এতে বৈ মৈথিলা রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদাঃ ।
যোগেশ্বরপ্রসাদেন দ্বন্দ্বৈর্মুক্তা গৃহেষ্বপি ॥ ২৭ ॥

এতে—তাঁরা সকলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মৈথিলাঃ**—মিথিলের বংশধর; **রাজন্**—হে রাজন্; **আত্ম-বিদ্যা-বিশারদাঃ**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ; **যোগেশ্বর-প্রসাদেন**—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়; **দ্বন্দ্বৈঃ মুক্তাঃ**—জড় জগতের দ্বৈতভাব থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন; **গৃহেষু অপি**—গৃহে অবস্থান করা সত্ত্বেও।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মিথিল রাজবংশে সমস্ত রাজারাই ছিলেন আত্ম-তত্ত্ববিৎ। তাই গৃহে অবস্থান করলেও তাঁরা জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎকে বলা হয় দ্বৈত। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*অন্ত্যলীলা* ৪/১৭৬) বলা হয়েছে—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ,'—এই সব 'ভ্রম' ॥

দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত এই জড় জগতে ভাল এবং মন্দ দু-ই সমান। তাই, এই জগতে ভাল এবং মন্দ, সুখ ও দুঃখের পার্থক্য অর্থহীন, কারণ তা সবই মনের জল্পনা-কল্পনা (*মনোধর্ম*)। এই জড় জগতে যেহেতু সব কিছুই দুঃখময়, তাই এক কৃত্রিম

পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তা সুখকর বলে মনে করা ভ্রম মাত্র। জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবের ঊর্ধ্বে অবস্থিত মুক্ত পুরুষ কখনই এই দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি তথাকথিত সুখ এবং দুঃখকে সহ্য করে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত থাকেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (২/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুলপ্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।" মুক্ত পুরুষ ভগবানের সেবা সম্পাদনের চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে তথাকথিত সুখ-দুঃখের অপেক্ষা করেন না। তিনি জানেন যে, সেই সুখ-দুঃখ পরিবর্তনশীল ঋতুর মতো, যা শরীরের স্পর্শের দ্বারা অনুভূত হয়। সুখ এবং দুঃখ আসে ও চলে যায়। তাই পণ্ডিতেরা সেগুলিকে গ্রাহ্য করেন না। সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে—*গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।* দেহ শুরু থেকেই মৃত, কারণ তা হচ্ছে জড় পদার্থের একটি পিণ্ড। দেহের সুখ-দুঃখের অনুভূতি নেই। কিন্তু যেহেতু দেহস্থ আত্মা দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত, তাই সে সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু সেগুলি আসে ও চলে যায়। এই শ্লোকের বর্ণনাটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, মিথিল রাজবংশের সমস্ত রাজারা ছিলেন মুক্ত পুরুষ। তাঁরা এই জগতের তথাকথিত সুখ-দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হতেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'মহারাজ নিমির বংশ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

উর্বশীর দ্বারা মোহিত রাজা পুরূরবা

এই চতুর্দশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—সোম বৃহস্পতির পত্নী তারাকে অপহরণ করে এবং তাঁর গর্ভে বুধের জন্ম হয়। বুধ থেকে পুরূরবার জন্ম হয়, এবং পুরূরবা থেকে উর্বশীর গর্ভে আয়ু প্রমুখ ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়।

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, এবং অত্রির পুত্র ঔষধি ও নক্ষত্রের অধিপতি সোম। সোম সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জয় করেন এবং অত্যন্ত গর্বান্বিত হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে অপহরণ করেন। তার ফলে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে প্রবল সংগ্রাম হয়। ব্রহ্মা তখন সোমের কাছ থেকে তারাকে উদ্ধার করে তাঁর পতি বৃহস্পতির কাছে প্রত্যর্পণ করেন এবং তার ফলে সেই যুদ্ধ শান্ত হয়। তারার গর্ভে সোমের বুধ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং ইলা থেকে বুধের ঐল বা পুরূরবা নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। উর্বশী পুরূরবার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কিছুকাল তাঁর সঙ্গে বাস করেন, কিন্তু উর্বশী যখন পুরূরবার সঙ্গ ত্যাগ করেন, তখন পুরূরবা উন্মত্তপ্রায় হন। সারা পৃথিবী পর্যটন করার সময় কুরুক্ষেত্রে উর্বশীর সঙ্গে পুনরায় তাঁর সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু উর্বশী বছরে কেবল এক রাত্র পুরূরবার সঙ্গে সহবাস করতে সম্মত হন।

এক বছর পর পুরূরবা কুরুক্ষেত্রে উর্বশীকে দেখতে পেয়ে পরমানন্দে তাঁর সঙ্গে এক রাত্রি যাপন করেন, কিন্তু যখন তাঁর স্মরণ হয় যে, উর্বশী পুনরায় তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন, তখন তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। উর্বশী পুরূরবাকে গন্ধর্বদের উপাসনা করার পরামর্শ দেন। পুরূরবার প্রতি প্রসন্ন হয়ে গন্ধর্বেরা তাঁকে অগ্নিস্থালী নামক এক কন্যা প্রদান করেন। পুরূরবা অগ্নিস্থালীকে উর্বশী বলে ভুল করেন, কিন্তু তিনি যখন বনে বনে বিচরণ করছিলেন, তখন তাঁর ভ্রম দূর হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গ ত্যাগ করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সারা রাত উর্বশীর ধ্যান করে, তিনি তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করতে মনস্থ করেন। তারপর তিনি যেই স্থানে অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ করেছিলেন সেই জায়গায় গিয়ে দেখেন যে, সেখানে একটি শমী বৃক্ষের গর্ভে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের

উৎপত্তি হয়েছে। পুরূরবা সেই বৃক্ষ থেকে দুটি অরণি নির্মাণ করে অগ্নি উৎপন্ন করেন। এই অগ্নির দ্বারা সমস্ত কামবাসনা সিদ্ধ হয়। এই অগ্নি পুরূরবার পুত্ররূপে কল্পিত হয়। সত্যযুগে হংস নামে কেবল একটি বর্ণ ছিল; তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণবিভাগ ছিল না। ওঁকার বা প্রণবই ছিল বেদ। তখন বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা হত না, কারণ একমাত্র ভগবানই ছিলেন উপাস্য।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথাতঃ শ্রূয়তাং রাজন্ বংশঃ সোমস্য পাবনঃ ।
যস্মিন্নৈলাদয়ো ভূপাঃ কীর্ত্যন্তে পুণ্যকীর্তয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এখন (সূর্যবংশের বিবরণ শ্রবণ করার পর); **অতঃ**—অতএব; **শ্রূয়তাম্**—আমার কাছে শ্রবণ করুন; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **বংশঃ**—বংশ; **সোমস্য**—চন্দ্রদেবের; **পাবনঃ**—পবিত্রকারী; **যস্মিন্**—যেই বংশে; **ঐল-আদয়ঃ**—ঐল (পুরূরবা) প্রমুখ; **ভূপাঃ**—রাজাগণ; **কীর্ত্যন্তে**—বর্ণিত হয়েছেন; **পুণ্য-কীর্তয়ঃ**—পবিত্র যশস্বী ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে রাজন্, আপনি সূর্যবংশের বিবরণ শ্রবণ করলেন, এখন পরম পবিত্র চন্দ্রবংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। এই চন্দ্রবংশে পুণ্যকীর্তি ঐল (পুরূরবা) প্রভৃতি রাজাদের মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

শ্লোক ২

সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভিহ্রদসরোরুহাৎ ।
জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমো গুণৈঃ ॥ ২ ॥

সহস্র-শিরসঃ—সহস্র মস্তক সমন্বিত; **পুংসঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর); **নাভি-হ্রদ-সরোরুহাৎ**—নাভিরূপ সরোবর থেকে উৎপন্ন পদ্ম থেকে; **জাতস্য**—যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন; **আসীৎ**—ছিলেন; **সুতঃ**—পুত্র; **ধাতুঃ**—ব্রহ্মার; **অত্রিঃ**—অত্রি নামক; **পিতৃ-সমঃ**—তাঁর পিতার মতো; **গুণৈঃ**—গুণসম্পন্ন।

অনুবাদ

সহস্রশীর্ষা পুরুষ নামক গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিসরোবর হতে উদ্ভূত পদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, যিনি তাঁর পিতার মতোই গুণবান ছিলেন।

শ্লোক ৩

তস্য দৃগ্‌ভ্যোঽভবৎ পুত্রঃ সোমোঽমৃতময়ঃ কিল ।
বিপ্রৌষধ্যুড়ুগণানাং ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পতিঃ ॥ ৩ ॥

তস্য—তাঁর, ব্রহ্মার পুত্র অত্রির; **দৃগ্‌ভ্যঃ**—আনন্দাশ্রু থেকে; **অভবৎ**—জন্ম হয়েছিল; **পুত্রঃ**—একটি পুত্র; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **অমৃতময়ঃ**—স্নিগ্ধ কিরণ সমন্বিত; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **ওষধি**—ঔষধির; **উড়ুগণানাম্**—এবং নক্ষত্রদের; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **কল্পিতঃ**—নিযুক্ত; **পতিঃ**—অধিপতি।

অনুবাদ

অত্রির আনন্দাশ্রু থেকে স্নিগ্ধ কিরণ সমন্বিত সোম বা চন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ, ঔষধি এবং নক্ষত্রদের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক বর্ণনা অনুসারে সোম বা চন্দ্রদেবের উৎপত্তি হয়েছিল ভগবানের মন থেকে (*চন্দ্রমা মনসো জাতঃ*)। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অত্রির অশ্রু থেকে সোমের জন্ম হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন এই বিবরণটি পরস্পর বিরুদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, কারণ চন্দ্রের এই জন্ম হয়েছিল অন্য কল্পে। আনন্দের ফলে যখন চোখে জল আসে, সেই অশ্রু স্নিগ্ধ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *দৃগ্‌ভ্য আনন্দাশ্রুভ্য অত এবামৃতময়ঃ*—"এখানে *দৃগ্‌ভ্যঃ* শব্দটির অর্থ 'আনন্দাশ্রু'। তাই চন্দ্রদেবকে বলা হয় *অমৃতময়ঃ*, 'স্নিগ্ধ রশ্মি সমন্বিত'।" *শ্রীমদ্ভাগবতের* চতুর্থ স্কন্ধে (৪/১/১৫) এই শ্লোকটি পাওয়া যায়—

অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীঞ্জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্ ।
দত্তং দুর্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ ॥

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অত্রি ঋষির পত্নী অনসূয়ার গর্ভে সোম, দুর্বাসা এবং দত্তাত্রেয়—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। কথিত আছে যে, অত্রির অশ্রুর দ্বারা অনসূয়া গর্ভবতী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

সোঽযজদ্ রাজসূয়েন বিজিত্য ভুবনত্রয়ম্ ।
পত্নীং বৃহস্পতের্দর্পাৎ তারাং নামাহরদ্ বলাৎ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি, সোম; **অযজৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **রাজসূয়েন**—রাজসূয় যজ্ঞ; **বিজিত্য**—জয় করে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন, (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল); **পত্নীম্**—পত্নী; **বৃহস্পতেঃ**—দেবগুরু বৃহস্পতির; **দর্পাৎ**—গর্বের ফলে; **তারাম্**—তারা; **নাম**—নামক; **অহরৎ**—হরণ করেছিলেন; **বলাৎ**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

ত্রিভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোক) জয় করে সোম রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। অত্যন্ত দর্পের ফলে তিনি বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বলপূর্বক হরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

যদা স দেবগুরুণা যাচিতোঽভীক্ষ্ণশো মদাৎ ।
নাত্যজৎ তৎকৃতে জজ্ঞে সুরদানববিগ্রহঃ ॥ ৫ ॥

যদা—যখন; **সঃ**—তিনি (সোম, চন্দ্রদেব); **দেব-গুরুণা**—দেবগুরু বৃহস্পতির দ্বারা; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত; **অভীক্ষ্ণশঃ**—বার বার; **মদাৎ**—গর্ববশত; **ন অত্যজৎ**—ত্যাগ করেননি; **তৎ-কৃতে**—সেই কারণে; **জজ্ঞে**—হয়েছিল; **সুর-দানব**—দেবতা এবং দানবদের মধ্যে; **বিগ্রহঃ**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

দেবগুরু বৃহস্পতির পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও সোম গর্ববশত তারাকে ফিরিয়ে দেননি। তার ফলে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।

শ্লোক ৬

শুক্রো বৃহস্পতের্দ্বেষাদগ্রহীৎ সাসুরোডুপম্ ।
হরো গুরুসুতং স্নেহাৎ সর্বভূতগণাবৃতঃ ॥ ৬ ॥

শুক্রঃ—শুক্র নামক দেবতা; **বৃহস্পতেঃ**—বৃহস্পতিকে; **দ্বেষাৎ**—শত্রুতাবশত; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **স-অসুর**—অসুরগণ সহ; **উড়ুপম্**—চন্দ্রদেবের পক্ষ;

হরঃ—শিব; **গুরু-সুতম্**—গুরুদেবের পুত্রের পক্ষ; **স্নেহাৎ**—স্নেহবশত; **সর্ব-ভূতগণ-আবৃতঃ**—সমস্ত ভূত-প্রেত পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

বৃহস্পতির প্রতি শুক্রের শত্রুতাবশত শুক্র অসুরগণ সহ চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু শিব তাঁর গুরুর পুত্রের প্রতি স্নেহবশত সমস্ত ভূত-প্রেত পরিবৃত হয়ে বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

তাৎপর্য

চন্দ্রদেব যদিও একজন দেবতা, তবুও দেবতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি অসুরদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। বৃহস্পতির প্রতি শত্রুতাবশত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শুক্র চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বৃহস্পতির প্রতি স্নেহপরায়ণ শিব বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার কাছ থেকে শিব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই শিব বৃহস্পতির প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছেন, *অঙ্গিরস্যঃ সকাশাৎ প্রাপ্তবিদ্যো হর ইতি প্রসিদ্ধঃ*—"শিব অঙ্গিরার কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই কথা সুবিদিত।"

শ্লোক ৭

সর্বদেবগণোপেতো মহেন্দ্রো গুরুমন্বয়াৎ ।
সুরাসুরবিনাশোঽভূৎ সমরস্তারকাময়ঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব-দেব-গণঃ—সমস্ত দেবতাদের দ্বারা; **উপেতঃ**—মিলিত; **মহেন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **গুরুম্**—তাঁর গুরুর; **অন্বয়াৎ**—অনুগামী হয়েছিলেন; **সুর**—দেবতাদের; **অসুর**—এবং অসুরদের; **বিনাশঃ**—বিনাশকারী; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সমরঃ**—এক যুদ্ধ; **তারকাময়ঃ**—বৃহস্পতির পত্নী তারার নিমিত্ত।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতাগণ সহ ইন্দ্র বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এইভাবে বৃহস্পতির পত্নী তারার নিমিত্ত দেবতা এবং অসুর বিনাশকারী এক মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

শ্লোক ৮

নিবেদিতোঽথাঙ্গিরসা সোমং নির্ভর্ৎস্য বিশ্বকৃৎ ।
তারাং স্বভর্ত্রে প্রাযচ্ছদন্তর্বত্নীমবৈৎ পতিঃ ॥ ৮ ॥

নিবেদিতঃ—নিবেদন করা হলে; **অথ**—এইভাবে; **অঙ্গিরসা**—অঙ্গিরা মুনির দ্বারা; **সোমম্**—চন্দ্রদেবকে; **নির্ভর্ৎস্য**—কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন; **বিশ্বকৃৎ**—ব্রহ্মা; **তারাম্**—বৃহস্পতির পত্নী তারাকে; **স্ব-ভর্ত্রে**—তাঁর পতির কাছে; **প্রাযচ্ছৎ**—প্রদান করেছিলেন; **অন্তর্বত্নীম্**—গর্ভবতী; **অবৈৎ**—বুঝতে পেরেছিলেন; **পতিঃ**—পতি (বৃহস্পতি)।

অনুবাদ

অঙ্গিরা ব্রহ্মার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলে, ব্রহ্মা চন্দ্রদেব সোমকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন, এবং তারাকে তাঁর পতির হস্তে প্রদান করেছিলেন। বৃহস্পতি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা গর্ভবতী।

শ্লোক ৯

ত্যজ ত্যজাশু দুষ্প্রজ্ঞে মৎক্ষেত্রাদাহিতং পরৈঃ ।
নাহং ত্বাং ভস্মসাৎ কুর্যাং স্ত্রিয়ং সান্তানিকেঽসতি ॥ ৯ ॥

ত্যজ—ত্যাগ কর; **ত্যজ**—ত্যাগ কর; **আশু**—এক্ষুণি; **দুষ্প্রজ্ঞে**—মূর্খ রমণী; **মৎক্ষেত্রাৎ**—আমার আধানযোগ্য গর্ভ থেকে; **আহিতম্**—উৎপন্ন হয়েছে; **পরৈঃ**—অন্যের দ্বারা; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **কুর্যাম্**—করব; **স্ত্রিয়ম্**—কারণ তুমি একজন রমণী; **সান্তানিকে**—সন্তানার্থী; **অসতি**—ব্যভিচারিণী।

অনুবাদ

বৃহস্পতি বললেন—ওরে মূর্খ রমণী! আমার আধান যোগ্য ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা গর্ভ স্থাপিত হয়েছে। এক্ষুণি তুমি সেই সন্তান প্রসব কর! আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, সেই সন্তান প্রসব করলে আমি তোমাকে ভস্মীভূত করব না। আমি জানি যদিও তুমি অসতী, তবুও তুমি সন্তানার্থী। তাই, আমি তোমাকে দণ্ডদান করব না।

তাৎপর্য

তারার বিবাহ হয়েছিল বৃহস্পতির সঙ্গে, অতএব একজন সতী স্ত্রীরূপে তাঁর কর্তব্য ছিল বৃহস্পতির বীর্য ধারণ করা। কিন্তু তা না করে তিনি সোমদেবের বীর্য ধারণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ছিলেন অসতী। বৃহস্পতি যদিও তারাকে ব্রহ্মার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, তবুও যখন তিনি দেখেছিলেন যে তিনি গর্ভবতী, তখন তিনি চেয়েছিলেন তিনি যেন তৎক্ষণাৎ সেই পুত্র প্রসব করেন। তারা অবশ্যই তাঁর পতির ভয়ে অত্যন্ত ভীতা হয়েছিলেন এবং তিনি মনে করেছিলেন যে, সন্তান প্রসব করার পর তিনি তাঁকে দণ্ডদান করবেন। কিন্তু বৃহস্পতি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে দণ্ডদান করবেন না। কারণ তিনি অসতী হলেও এবং অবৈধভাবে গর্ভবতী হলেও তিনি ছিলেন সন্তানার্থী।

শ্লোক ১০

তত্যাজ ব্রীড়িতা তারা কুমারং কনকপ্রভম্ ।
স্পৃহামাঙ্গিরসশ্চক্রে কুমারে সোম এব চ ॥ ১০ ॥

তত্যাজ—প্রসব করেছিলেন; **ব্রীড়িতা**—অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে; **তারা**—বৃহস্পতির পত্নী তারা; **কুমারম্**—কুমার; **কনক-প্রভম্**—স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট; **স্পৃহাম্**—অভিলাষ; **আঙ্গিরসঃ**—বৃহস্পতি; **চক্রে**—পড়েছিলেন; **কুমারে**—কুমারকে; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বৃহস্পতির আদেশে তারা অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে তখন স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট একটি কুমার প্রসব করেছিলেন। বৃহস্পতি এবং চন্দ্রদেব উভয়েরই সেই সুন্দর শিশুটির প্রতি স্পৃহা জন্মেছিল।

শ্লোক ১১

মমায়ং ন তবেত্যুচ্চৈস্তস্মিন্ বিবদমানয়োঃ ।
পপ্রচ্ছুর্ঋষয়ো দেবা নৈবোচে ব্রীড়িতা তু সা ॥ ১১ ॥

মম—আমার; **অয়ম্**—এই (পুত্র); **ন**—না; **তব**—তোমার; **ইতি**—এইভাবে; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **তস্মিন্**—শিশুটির জন্য; **বিবদমানয়োঃ**—দুই পক্ষ ঝগড়া করছিল;

পপ্রচ্ছুঃ—জিজ্ঞাসা করেছিলেন (তারার কাছে); **ঋষয়ঃ**—সমস্ত ঋষিগণ; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতাগণ; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উচে**—সব কিছু বলেছিলেন; **ব্রীড়িতা**—লজ্জাবশত; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **সা**—তারা।

অনুবাদ

বৃহস্পতি এবং চন্দ্র উভয়েই দাবি করেছিলেন, "এই পুত্র আমার, তোমার নয়", এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। সেখানে সমবেত সমস্ত ঋষি এবং দেবতারা তারাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই নবজাত শিশুটি কার, কিন্তু লজ্জায় তারা কোন উত্তর দিতে পারেননি।

শ্লোক ১২

কুমারো মাতরং প্রাহ কুপিতোঽলীকলজ্জয়া ।
কিং ন বচস্যসদ্বৃত্তে আত্মাবদ্যং বদাশু মে ॥ ১২ ॥

কুমারঃ—কুমার; **মাতরম্**—মাতাকে; **প্রাহ**—বলেছিল; **কুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **অলীক**—অনর্থক; **লজ্জয়া**—লজ্জাবশত; **কিম্**—কেন; **ন**—না; **বচসি**—তুমি বলছ; **অসৎ-বৃত্তে**—হে অসতী রমণী; **আত্ম-অবদ্যম্**—তুমি যে অপরাধ করেছ; **বদ**—বল; **আশু**—শীঘ্র; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

কুমার তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার মাকে বলেছিল, "হে অসতী রমণী! বৃথা লজ্জায় কি প্রয়োজন? তুমি কেন তোমার দোষ স্বীকার করছ না? শীঘ্র তুমি আমাকে তোমার দোষের কথা বল।"

শ্লোক ১৩

ব্রহ্মা তাং রহ আহূয় সমপ্রাক্ষীচ্চ সান্ত্বয়ন্ ।
সোমস্যেত্যাহ শনকৈঃ সোমস্তং তাবদগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **তাম্**—তাঁকে, তারাকে; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **আহূয়**—আহ্বান করে; **সমপ্রাক্ষীৎ**—বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **চ**—এবং; **সান্ত্বয়ন্**—সান্ত্বনা দিয়ে; **সোমস্য**—এই পুত্র সোমের; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন;

শনকৈঃ—ধীরে ধীরে; **সোমঃ**—সোম; **তম্**—সেই শিশু; **তাবৎ**—তৎক্ষণাৎ; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তখন তারাকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই পুত্রটি প্রকৃতপক্ষে কার। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছিলেন, "এই পুত্র সোমের।" সোমদেব তৎক্ষণাৎ সেই শিশুটিকে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তস্যাত্মযোনিরকৃত বুধ ইত্যভিধাং নৃপ ।
বুদ্ধ্যা গম্ভীরয়া যেন পুত্রেণাপোড়ুরাণ্ মুদম্ ॥ ১৪ ॥

তস্য—সেই কুমারের; **আত্ম-যোনিঃ**—ব্রহ্মা; **অকৃত**—করেছিলেন; **বুধঃ**—বুধ; **ইতি**—এই প্রকার; **অভিধাম্**—নাম; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **গম্ভীরয়া**—গম্ভীরভাবে স্থিত; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **পুত্রেণ**—পুত্রের দ্বারা; **আপ**—তিনি পেয়েছিলেন; **উড়ুরাট্**—চন্দ্রদেব; **মুদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা সেই কুমারের গম্ভীর বুদ্ধি দেখে তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বুধ'। নক্ষত্রপতি চন্দ্র সেই পুত্রের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং য উদাহৃতঃ ।
তস্য রূপগুণৌদার্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্ ॥ ১৫ ॥
শ্রুত্বোর্বশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্ সুরর্ষিণা ।
তদন্তিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরার্দিতা ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তাঁর থেকে (বুধ থেকে); **পুরূরবাঃ**—পুরূরবা নামক পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **ইলায়াম্**—ইলার গর্ভে; **যঃ**—যিনি; **উদাহৃতঃ**—(নবম স্কন্ধের

শুরুতে)বর্ণিত হয়েছে; **তস্য**—তাঁর (পুরূরবার); **রূপ**—সৌন্দর্য; **গুণ**—গুণাবলী; **ঔদার্য**—ঔদার্য; **শীল**—আচরণ; **দ্রবিণ**—সম্পদ; **বিক্রমান্**—শক্তি; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **উর্বশী**—উর্বশী নামক অপ্সরা; **ইন্দ্র-ভবনে**—দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়; **গীয়মানান্**—যখন তা বর্ণনা করা হচ্ছিল; **সুর-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **তৎ-অন্তিকম্**—তাঁর নিকটে; **উপেয়ায়**—সমীপবর্তী হয়েছিলেন; **দেবী**—উর্বশী; **স্মর-শর**—কামদেবের বাণের দ্বারা; **অর্দিতা**—পীড়িতা হয়ে।

অনুবাদ

তারপর বুধ থেকে ইলার গর্ভে পুরূরবা নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুরূরবার কথা নবম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। একদিন দেবর্ষি নারদ যখন দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় পুরূরবার রূপ, গুণ, ঔদার্য, স্বভাব, সম্পদ এবং বিক্রমের কথা বর্ণনা করছিলেন, তখন দেবী উর্বশী তা শ্রবণ করে কামবাণে পীড়িতা হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭-১৮

মিত্রাবরুণয়োঃ শাপাদাপন্না নরলোকতাম্ ।
নিশম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্ ॥ ১৭ ॥
ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতস্থে তদন্তিকে ।
স তাং বিলোক্য নৃপতির্হর্ষেণোৎফুল্ললোচনঃ ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা দেবীং হৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ১৮ ॥

মিত্রা-বরুণয়োঃ—মিত্র এবং বরুণের; **শাপাৎ**—অভিশাপের ফলে; **আপন্না**—প্রাপ্ত হয়ে; **নর-লোকতাম্**—মানুষের স্বভাব; **নিশম্য**—দর্শন করে; **পুরুষ-শ্রেষ্ঠম্**—পুরুষশ্রেষ্ঠ; **কন্দর্পম্ ইব**—কামদেবের মতো; **রূপিণম্**—রূপ সমন্বিত; **ধৃতিম্**—ধৈর্য; **বিষ্টভ্য**—অবলম্বন করে; **ললনা**—সেই রমণী; **উপতস্থে**—গিয়েছিলেন; **তৎ-অন্তিকে**—তাঁর কাছে; **সঃ**—তিনি, পুরূরবা; **তাম্**—তাঁকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **নৃপতিঃ**—রাজা; **হর্ষেণঃ**—মহা আনন্দে; **উৎফুল্ল-লোচনঃ**—যাঁর চোখ উৎফুল্ল হয়েছিল; **উবাচ**—বলেছিলেন; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত কোমল; **বাচা**—বাক্যে; **দেবীম্**—দেবীকে; **হৃষ্ট-তনূরুহঃ**—হর্ষের ফলে যাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল।

অনুবাদ

মিত্র এবং বরুণের অভিশাপে দেবী উর্বশী মনুষ্য-স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই মূর্তিমান কামদেব-স্বরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবাকে দর্শন করে উর্বশী ধৈর্য অবলম্বন-পূর্বক তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। উর্বশীকে দর্শন করে রাজা পুরূরবার নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল এবং তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তিনি সুমধুর বাক্যে উর্বশীকে বলেছিলেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীরাজোবাচ

স্বাগতং তে বরারোহে আস্যতাং করবাম কিম্ ।
সংরমস্ব ময়া সাকং রতির্নৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা (পুরূরবা) বললেন; **স্বাগতম্**—স্বাগত; **তে**—তোমাকে; **বরারোহে**—হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা; **আস্যতাম্**—দয়া করে তুমি আসন গ্রহণ কর; **করবাম কিম্**—আমি তোমার জন্য কি করতে পারি; **সংরমস্ব**—আমার সঙ্গিনী হও; **ময়া সাকম্**—আমার সঙ্গে; **রতিঃ**—রমণ; **নৌ**—আমাদের; **শাশ্বতীঃ সমাঃ**—বহু বৎসর।

অনুবাদ

রাজা পুরূরবা বললেন—হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা! তোমার শুভাগমন হোক। দয়া করে তুমি আসন গ্রহণ কর এবং বল আমি তোমার জন্য কি করতে পারি। তুমি আমার সঙ্গ যতদিন ইচ্ছা উপভোগ করতে পার। রমণসুখে আমাদের জীবন অতিবাহিত হোক।

শ্লোক ২০

উর্বশ্যুবাচ

কস্যাস্ত্বয়ি ন সজ্জেত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর ।
যদঙ্গান্তরমাসাদ্য চ্যবতে হ রিরংসয়া ॥ ২০ ॥

উর্বশী উবাচ—উর্বশী উত্তর দিয়েছিলেন; **কস্যাঃ**—কোন্ রমণীর; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **ন**—না; **সজ্জেত**—আকৃষ্ট হবে; **মনঃ**—মন; **দৃষ্টিঃ চ**—এবং দৃষ্টি; **সুন্দর**—

হে পরম সুন্দর পুরুষ; **যৎ-অঙ্গান্তরম্**—যাঁর বক্ষ; **আসাদ্য**—উপভোগ করে; **চ্যবতে**—ত্যাগ করে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **রিরংসয়া**—রতি সুখের জন্য।

অনুবাদ

উর্বশী উত্তর দিয়েছিলেন—হে পরম রূপবান! কোন্ স্ত্রীর চিত্ত ও দৃষ্টি আপনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়? আপনার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হয়ে কোন রমণী আপনার সঙ্গে রতিসুখ ভোগের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে না।

তাৎপর্য

যখন সুন্দর পুরুষ এবং সুন্দরী রমণী মিলিত হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, তখন ত্রিভুবনে এমন কোন্ শক্তি আছে যে, তাদের সেই কামোদ্দীপনা রোধ করতে পারে? তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/৪৫) বলা হয়েছে—*যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*।

শ্লোক ২১

এতাবুরণকৌ রাজন্ ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ ।
সংরংস্যে ভবতা সাকং শ্লাঘ্যঃ স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥

এতৌ—এই দুটি; **উরণকৌ**—মেষ; **রাজন্**—হে মহারাজ পুরূরবা; **ন্যাসৌ**—অধঃপতিত হয়েছে; **রক্ষস্ব**—রক্ষা করুন; **মানদ**—অতিথিকে সম্মান প্রদানকারী; **সংরংস্যে**—আমি মৈথুন সুখ উপভোগ করব; **ভবতা সাকম্**—আপনার সঙ্গে; **শ্লাঘ্যঃ**—শ্রেষ্ঠ; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **বরঃ**—পতি; **স্মৃতঃ**—কথিত।

অনুবাদ

হে মহারাজ পুরূরবা! এই মেষ দুটি আমার সঙ্গে পতিত হয়েছে, আপনি এদের রক্ষা করুন। যদিও আমি স্বর্গলোকের এবং আপনি পৃথিবীর অধিবাসী, তবুও আমি আপনার সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করব। আপনাকে পতিরূপে বরণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই, কারণ আপনি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪০) উল্লেখ করা হয়েছে, *যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্*। এই ব্রহ্মাণ্ডে নানা প্রকার গ্রহলোক এবং

বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ রয়েছে। যে স্বর্গলোক থেকে উর্বশী মিত্র এবং বরুণের অভিশাপের ফলে পতিত হয়েছিলেন, সেখানকার পরিবেশ এই পৃথিবীর পরিবেশ থেকে ভিন্ন। বস্তুতপক্ষে, স্বর্গলোকের অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসীদের থেকে অনেক উন্নত। কিন্তু তা সত্ত্বেও উর্বশী পুরূরবার সঙ্গিনী হতে সম্মত হয়েছিলেন। কোন রমণী যখন উন্নত গুণসম্পন্ন পুরুষকে প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকে তিনি পতিরূপে বরণ করতে পারেন। তেমনই, কোন পুরুষ যখন নিম্নতর কুলোদ্ভূত রমণী প্রাপ্ত হন যার সদ্‌গুণাবলী আছে, তখন তিনি তাকে পত্নীরূপে বরণ করতে পারেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীচাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—*স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি*। পুরুষ এবং স্ত্রী যদি সমান গুণ সমন্বিত হন, তা হলে তাঁদের মিলন উৎকৃষ্ট।

শ্লোক ২২

ঘৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যান্নেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ ।
বিবাসসং তৎ তথেতি প্রতিপেদে মহামনাঃ ॥ ২২ ॥

ঘৃতম্—ঘৃত বা অমৃত; **মে**—আমার; **বীর**—হে বীর; **ভক্ষ্যম্**—আহার; **স্যাৎ**—হবে; **ন**—না; **ঈক্ষে**—আমি দর্শন করব; **ত্বা**—আপনাকে; **অন্যত্র**—অন্য কোন সময়; **মৈথুনাৎ**—মৈথুনের সময় ব্যতীত; **বিবাসসম্**—বিবস্ত্র (উলঙ্গ); **তৎ**—তা; **তথা ইতি**—তেমন হবে; **প্রতিপেদে**—প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; **মহামনাঃ**—মহারাজ পুরূরবা।

অনুবাদ

উর্বশী বলেছিলেন—"হে বীর! ঘৃতে প্রস্তুত বস্তুই কেবল আমার ভোজ্য হবে এবং মৈথুনের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় আমি আপনাকে বিবস্ত্র দেখব না।" মহামনা পুরূরবা উর্বশীর সেই প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

অহো রূপমহো ভাবো নরলোকবিমোহনম্ ।
কো ন সেবেত মনুজো দেবীং ত্বাং স্বয়মাগতাম্ ॥ ২৩ ॥

অহো—আশ্চর্যজনক; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **অহো**—আশ্চর্যজনক; **ভাবঃ**—ভঙ্গি; **নর-লোক**—মনুষ্য-সমাজে অথবা পৃথিবীতে; **বিমোহনম্**—এত আকর্ষণীয়; **কঃ**—কে; **ন**—না; **সেবেত**—গ্রহণ করতে পারে; **মনুজঃ**—মানুষদের মধ্যে; **দেবীম্**—দেবী; **ত্বাম্**—তোমার মতো; **স্বয়ম্ আগতাম্**—যে স্বয়ং এসেছে।

অনুবাদ

পুরূরবা উত্তর দিলেন—হে সুন্দরী! তোমার রূপ আশ্চর্যজনক এবং তোমার ভাবভঙ্গিও আশ্চর্যজনক। তুমি সমস্ত মানব-সমাজের মনোমুগ্ধকর। অতএব, স্বর্গলোক থেকে স্বয়ং আগতা দেবী তোমার সেবা কোন্ মানুষ না করবে!

তাৎপর্য

উর্বশীর বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, স্বর্গলোকে আহার, বিহার, আচরণ, এবং কথাবার্তার মান এই পৃথিবীর মান থেকে ভিন্ন। স্বর্গবাসীরা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কদর্য বস্তু আহার করেন না; সেখানকার সমস্ত আহারই ঘি দিয়ে প্রস্তুত হয়। সেখানে তাঁরা স্ত্রী অথবা পুরুষ কাউকেই রতিকাল ব্যতীত অন্য কোন সময় নগ্ন অবস্থায় দেখতে পছন্দ করেন না। নগ্ন অথবা নগ্নপ্রায় অবস্থায় থাকা অসভ্যতার লক্ষণ, কিন্তু এই পৃথিবীতে এখন অর্ধনগ্নভাবে কাপড় পরাটাই ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর হিপিরা তো কখনও কখনও সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই থাকে। সেই জন্য বহু ক্লাব এবং সোসাইটি রয়েছে। স্বর্গলোকে কিন্তু এই ধরনের আচরণ অনুমোদিত হয় না। স্বর্গবাসীদের গায়ের রং এবং শরীরের গঠন অত্যন্ত সুন্দর, তাঁদের আচরণ অত্যন্ত মার্জিত, আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ এবং তাঁদের আহার সাত্ত্বিক। স্বর্গবাসী এবং মর্ত্যবাসীদের মধ্যে এগুলি কয়েকটি পার্থক্য।

শ্লোক ২৪

তয়া স পুরুষশ্রেষ্ঠো রময়ন্ত্যা যথার্হতঃ ।
রেমে সুরবিহারেষু কামং চৈত্ররথাদিষু ॥ ২৪ ॥

তয়া—তাঁর সঙ্গে; **সঃ**—তিনি; **পুরুষ-শ্রেষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ (পুরূরবা); **রময়ন্ত্যা**—উপভোগ করে; **যথা-অর্হতঃ**—যতদূর সম্ভব; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **সুর-বিহারেষু**—স্বর্গোদ্যান-সদৃশ স্থানে; **কামম্**—তাঁর বাসনা অনুসারে; **চৈত্ররথ-আদিষু**—চৈত্ররথ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উদ্যানে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা চৈত্ররথ এবং নন্দনকানন প্রভৃতি দেবতাদের উপভোগ্য স্থলে রমণেচ্ছু উর্বশীর সঙ্গে তাঁর বাসনা অনুসারে রতিসুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫

রমমাণস্তয়া দেব্যা পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধয়া ।
তন্মুখামোদমুষিতো মুমুদেঽহর্গণান্ বহূন্ ॥ ২৫ ॥

রমমাণঃ—রতিসুখ; **তয়া**—তাঁর সঙ্গে; **দেব্যা**—দেবী; **পদ্ম**—পদ্মের; **কিঞ্জল্ক**—কেশর; **গন্ধয়া**—যাঁর গন্ধ; **তৎ-মুখ**—তাঁর সুন্দর মুখ; **আমোদ**—সৌরভের দ্বারা; **মুষিতঃ**—আমোদিত হয়ে; **মুমুদে**—উপভোগ করেছিলেন; **অহঃ-গণান্**—দিনের পর দিন; **বহূন্**—বহু।

অনুবাদ

পদ্মকেশরগন্ধা দেবী উর্বশীর মুখ এবং দেহের সৌরভে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরূরবা বহুদিন পরম আনন্দে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

অপশ্যন্নুর্বশীমিন্দ্রো গন্ধর্বান্ সমচোদয়ৎ ।
উর্বশীরহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে ॥ ২৬ ॥

অপশ্যন্—না দেখে; **উর্বশীম্**—উর্বশীকে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **গন্ধর্বান্**—গন্ধর্বদের; **সমচোদয়ৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **উর্বশী-রহিতম্**—উর্বশী বিনা; **মহ্যম্**—আমার; **আস্থানম্**—স্থান; **ন**—না; **অতিশোভতে**—সুন্দর বলে মনে হচ্ছে।

অনুবাদ

উর্বশীকে সভায় না দেখে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন, "উর্বশী বিনা আমার এই সভা আর সুন্দর বলে মনে হচ্ছে না।" সেই কথা বিবেচনা করে তিনি গন্ধর্বদের নির্দেশ দিয়েছিলেন উর্বশীকে স্বর্গলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে।

শ্লোক ২৭

তে উপেত্য মহারাত্রে তমসি প্রত্যুপস্থিতে ।
উর্বশ্যা উরণৌ জহ্রুর্ন্যস্তৌ রাজনি জায়য়া ॥ ২৭ ॥

তে—তাঁরা, গন্ধর্বেরা; **উপেত্য**—সেখানে এসে; **মহা-রাত্রে**—গভীর রাত্রে; **তমসি**—অন্ধকারে; **প্রত্যুপস্থিতে**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **উর্বশ্যা**—উর্বশীর দ্বারা; **উরণৌ**—

দুটি মেষ; **জহ্রুঃ**—হরণ করেছিলেন; **ন্যস্তৌ**—দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল; **রাজনি**—রাজাকে; **জায়য়া**—তাঁর পত্নী উর্বশীর দ্বারা।

অনুবাদ

মধ্যরাত্রে যখন সব কিছু গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল, তখন গন্ধর্বেরা পুরূরবার গৃহে এসে রাজার কাছে তাঁর পত্নী উর্বশীর দ্বারা গচ্ছিত মেষ দুটিকে হরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

'গভীর রাত্রে' বলতে মধ্যরাত্রে বোঝান হয়েছে। *মহানিশা দ্বে ঘটিকে রাত্রের্মধ্যমযাময়োঃ*, এই *স্মৃতিমন্ত্রে* মহানিশা বলতে মধ্যরাত্রে বারো ঘটিকা বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ২৮

নিশম্যাক্রন্দিতং দেবী পুত্রয়োর্নীয়মানয়োঃ ।
হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা ॥ ২৮ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **আক্রন্দিতম্**—(অপহৃত হওয়ার ফলে) ক্রন্দন করছে; **দেবী**—উর্বশী; **পুত্রয়োঃ**—পুত্রতুল্য সেই মেষ দুটির; **নীয়মানয়োঃ**—যখন নিয়ে যাচ্ছিল; **হতা**—নিহত; **অস্মি**—হয়েছি; **অহম্**—আমি; **কুনাথেন**—মন্দ স্বামীর রক্ষণে; **ন-পুংসা**—নপুংসকের দ্বারা; **বীর-মানিনা**—বীর অভিমানী।

অনুবাদ

উর্বশী সেই মেষ দুটিকে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। তাই, গন্ধর্বেরা যখন তাদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের ক্রন্দন শ্রবণ করে উর্বশী তাঁর পতিকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, "আমি হত হলাম! এই কাপুরুষ এবং নপুংসক স্বামী আমাকে রক্ষা করতে অক্ষম অথচ তিনি নিজেকে একজন বীর বলে মনে করেন।

শ্লোক ২৯

যদ্বিশ্রম্ভাদহং নষ্টা হৃতাপত্যা চ দস্যুভিঃ ।
যঃ শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্ ॥ ২৯ ॥

যৎ-বিশ্রম্ভাৎ—যাঁর উপরে নির্ভর করার ফলে; **অহম্**—আমি; **নষ্টা**—বিনষ্ট; **হৃত-অপত্যা**—আমার পুত্র মেষ দুটি অপহৃত হয়েছে; **চ**—ও; **দস্যুভিঃ**—দস্যুদের দ্বারা; **যঃ**—যিনি (আমার তথাকথিত পতি); **শেতে**—শয়ন করে আছেন; **নিশি**—রাত্রে; **সন্ত্রস্তঃ**—ভীত হয়ে; **যথা**—যেমন; **নারী**—রমণী; **দিবা**—দিনের বেলা; **পুমান্**—পুরুষ।

অনুবাদ

"আমি তাঁর উপর নির্ভর করেছিলাম বলে, দস্যুরা আমার পুত্র মেষ দুটি অপহরণ করেছে, এবং তাই আমি বিনষ্ট হলাম। আমার পতি রাত্রিবেলায় ভয়ে শুয়ে রয়েছেন, ঠিক যেমন স্ত্রীলোকেরা ভীতা হয়ে শয়ন করে, যদিও দিনের বেলা তাঁকে পুরুষের মতো বলে মনে হয়।"

শ্লোক ৩০

ইতি বাক্সায়কৈর্বিদ্ধঃ প্রতোত্রৈরিব কুঞ্জরঃ ।
নিশি নিস্ত্রিংশমাদায় বিবস্ত্রোঽভ্যদ্রবদ্ রুষা ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; **বাক্-সায়কৈঃ**—বাক্যবাণের দ্বারা; **বিদ্ধঃ**—বিদ্ধ হয়ে; **প্রতোত্রৈঃ**—অঙ্কুশের দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **কুঞ্জরঃ**—হাতি; **নিশি**—রাত্রে; **নিস্ত্রিংশম্**—খড়্গ; **আদায়**—গ্রহণ করে; **বিবস্ত্রঃ**—উলঙ্গ; **অভ্যদ্রবৎ**—বহির্গত হয়েছিলেন; **রুষা**—ক্রোধে।

অনুবাদ

হাতি যেভাবে অঙ্কুশের দ্বারা বিদ্ধ হয়, পুরূরবাও তেমনই উর্বশীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং বস্ত্র পরিধান না করেই রাত্রিতে খড়্গ ধারণ করে মেষ অপহরণকারী গন্ধর্বদের পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তে বিসৃজ্যোরণৌ তত্র ব্যদ্যোতন্ত স্ম বিদ্যুতঃ ।
আদায় মেষাবায়ান্তং নগ্নমৈক্ষত সা পতিম্ ॥ ৩১ ॥

তে—তাঁরা (গন্ধর্বেরা); **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **উরণৌ**—মেষ দুটি; **তত্র**—সেখানে; **ব্যদ্যোতন্ত স্ম**—আলোকিত করেছিল; **বিদ্যুতঃ**—বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল;

আদায়—হাতে নিয়ে; **মেষৌ**—মেষ দুটি; **আয়ান্তম্**—ফিরে আসতে; **নগ্নম্**—উলঙ্গ; **ঐক্ষত**—দেখেছিলেন; **সা**—উর্বশী; **পতিম্**—তাঁর পতিকে।

অনুবাদ

গন্ধর্বেরা মেষ দুটি পরিত্যাগ করে বিদ্যুতের মতো দ্যুতিমান হয়ে পুরূরবার গৃহ আলোকিত করেছিলেন। উর্বশী তখন তাঁর পতিকে নগ্ন অবস্থায় মেষ দুটি নিয়ে ফিরে আসতে দেখতে পেলেন এবং তার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্তর্হিতা হলেন।

শ্লোক ৩২

ঐলোঽপি শয়নে জায়ামপশ্যন্ বিমনা ইব ।
তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ শোচন্ বভ্রামোন্মত্তবন্মহীম্ ॥ ৩২ ॥

ঐলঃ—পুরূরবা; **অপি**—ও; **শয়নে**—শয্যায়; **জায়াম্**—তাঁর পত্নীকে; **অপশ্যন্**—না দেখে; **বিমনাঃ**—বিষণ্ণ; **ইব**—মতো; **তৎ-চিত্তঃ**—তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ায়; **বিহ্বলঃ**—বিচলিত চিত্তে; **শোচন্**—শোক করতে করতে; **বভ্রাম**—বিচরণ করেছিলেন; **উন্মত্তবৎ**—উন্মাদের মতো; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

উর্বশীকে তাঁর শয্যায় দেখতে না পেয়ে পুরূরবা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি গভীর আসক্তির ফলে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন, এবং তার ফলে শোক করতে করতে তিনি উন্মত্তের মতো পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৩

স তাং বীক্ষ্য কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাং চ তৎসখীঃ ।
পঞ্চ প্রহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং পুরূরবাঃ ॥ ৩৩ ॥

সঃ—তিনি, পুরূরবা; **তাম্**—উর্বশীকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কুরুক্ষেত্রে**—কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী নদীর তীরে; **চ**—ও; **তৎ-সখীঃ**—তাঁর সহচরীগণ; **পঞ্চ**—পাঁচ; **প্রহৃষ্ট-বদনঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে হাসি মুখে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **সূক্তম্**—মধুর বাক্য; **পুরূরবাঃ**—রাজা পুরূরবা।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে পুরূরবা একসময় সরস্বতী নদীর তীরে কুরুক্ষেত্রে পঞ্চসখী সহ উর্বশীকে দেখতে পেলেন। প্রসন্ন বদনে তিনি তখন তাঁকে মধুর বাক্যে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি ।
মাং ত্বমদ্যাপ্যনির্বৃত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ ॥ ৩৪ ॥

অহো—হে; **জায়ে**—হে প্রিয়তম পত্নী; **তিষ্ঠ তিষ্ঠ**—দাঁড়াও, দাঁড়াও; **ঘোরে**—হে পরম নিষ্ঠুর; **ন**—না; **ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করতে; **অর্হসি**—তোমার উচিত; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—তুমি; **অদ্য অপি**—এখনও পর্যন্ত; **অনির্বৃত্য**—আমার কাছ থেকে কোন সুখ না পেয়ে; **বচাংসি**—কিছু কথা; **কৃণবাবহৈ**—কিছুক্ষণ আলাপ করি।

অনুবাদ

হে প্রিয়পত্নী! হে নিষ্ঠুর! দয়া করে দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। আমি জানি যে এখনও পর্যন্ত আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি, কিন্তু সেই জন্য আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। তুমি যদি আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে মনস্থ করে থাক, তা হলে এস, অন্তত অল্পক্ষণের জন্য আমরা কিছু কথা বলি।

শ্লোক ৩৫

সুদেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি দূরং হৃতস্ত্বয়া ।
খাদন্ত্যেনং বৃকা গৃধ্রাস্ত্বৎপ্রসাদস্য নাস্পদম্ ॥ ৩৫ ॥

সু-দেহঃ—অত্যন্ত সুন্দর দেহ; **অয়ম্**—এই; **পততি**—পতিত হবে; **অত্র**—এই স্থানে; **দেবি**—হে উর্বশী; **দূরম্**—গৃহ থেকে বহু দূরে; **হৃতঃ**—অপহৃত; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **খাদন্তি**—খাবে; **এনম্**—এই (শরীর); **বৃকাঃ**—শৃগাল; **গৃধ্রাঃ**—শকুনি; **ত্বৎ**—তোমার; **প্রসাদস্য**—কৃপায়; **ন**—না; **আস্পদম্**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে দেবী! তুমি প্রত্যাখ্যান করায় আমার সুন্দর দেহ এখানে পতিত হবে, এবং যেহেতু তা তোমার আনন্দ বিধানের উপযুক্ত নয়, তাই তা শৃগাল ও শকুনিদের আহার হবে।

শ্লোক ৩৬

উর্বশ্যুবাচ

মা মৃথাঃ পুরুষোঽসি ত্বং মা স্ম ত্বাদ্যুর্বৃকা ইমে ।
ক্বাপি সখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং যথা ॥ ৩৬ ॥

উর্বশী উবাচ—উর্বশী বললেন; **মা**—করবেন না; **মৃথাঃ**—আপনার প্রাণত্যাগ; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **অসি**—হন; **ত্বম্**—আপনি; **মা স্ম**—হতে দেবেন না; **ত্বা**—আপনাকে; **অদ্যুঃ**—আহার করুক; **বৃকাঃ**—বৃকগণ; **ইমে**—এই ইন্দ্রিয়গুলি (আপনার ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হবেন না); **ক্ব অপি**—কোথাও; **সখ্যম্**—সখ্য; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **বৃকাণাম্**—বৃকদের; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

উর্বশী বললেন—হে রাজন্! আপনি একজন পুরুষ, একজন বীর। সুতরাং অধৈর্য হয়ে প্রাণত্যাগ করবেন না। ধৈর্য অবলম্বন করুন। ইন্দ্রিয়রূপ বৃকগণ যেন আপনাকে ভক্ষণ না করে। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হবেন না। পক্ষান্তরে, আপনার জেনে রাখা উচিত যে, রমণীর হৃদয় বৃকদের মতো। সুতরাং তাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা অনুচিত।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন, *বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ*—"স্ত্রী এবং রাজনীতিবিদদের কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়।" আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নীত না হলে সকলেই বদ্ধ এবং পতিত, অতএব স্ত্রীলোকদের আর কি কথা, যারা পুরুষদের থেকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। স্ত্রীলোকদের শূদ্র এবং বৈশ্যদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (*স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাঃ*)। কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত প্রাপ্ত হন, তা তিনি পুরুষ, স্ত্রী, শূদ্র অথবা যা-ই হোন না কেন, তাঁরা সকলেই সমান। তাই, উর্বশী স্বয়ং একজন নারী হলেও এবং নারীচরিত্র সম্বন্ধে অবগত থাকলেও বলেছেন যে, নারীর হৃদয় হিংস্র বৃকের মতো। পুরুষ যদি অজিতেন্দ্রিয় হয়, তা হলে সে এই প্রকার হিংস্র বৃকের শিকার হয়। কিন্তু কেউ যদি সংযতেন্দ্রিয় হন, তা হলে তাঁর হিংস্র বৃকসদৃশ নারীর শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। চাণক্য পণ্ডিতও উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি কারও পত্নী বৃকের মতো হয়, তা হলে তাঁর কর্তব্য তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করে বনে গমন করা।

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

(*চাণক্য-শ্লোক* ৫৭)

কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থদের এই প্রকার বৃকসদৃশ রমণীদের থেকে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। গৃহে পত্নী যদি তাঁর কৃষ্ণভক্ত পতির বাধ্য এবং অনুগত হন, তা হলে সেই গৃহ ধন্য। তা না হলে গৃহত্যাগ করে বনবাসী হওয়া উচিত।

হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৫)

বনে গিয়ে ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৩৭

স্ত্রিয়ো হ্যকরুণাঃ ক্রূরা দুর্মর্ষাঃ প্রিয়সাহসাঃ ।
ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিশ্রব্ধং পতিং ভ্রাতরমপ্যুত ॥ ৩৭ ॥

স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রী; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অকরুণাঃ**—নির্দয়; **ক্রূরাঃ**—কুটিল; **দুর্মর্ষাঃ**—অসহিষ্ণু; **প্রিয়-সাহসাঃ**—নিজের সুখের জন্য তারা সব কিছু করতে পারে; **ঘ্নন্তি**—হত্যা করে; **অল্প-অর্থে**—সামান্য কারণে; **অপি**—ও; **বিশ্রব্ধম্**—বিশ্বস্ত; **পতিম্**—পতিকে; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতাকে; **অপি**—ও; **উত**—বলা হয়েছে।

অনুবাদ

স্ত্রীলোকেরা নির্দয় এবং কুটিল। তারা সামান্য দোষও সহ্য করতে পারে না। তাদের নিজেদের সুখের জন্য তারা যে কোন অধর্ম আচরণ করতে পারে, এমন কি তাদের বিশ্বস্ত পতি এবং ভ্রাতাকেও হত্যা করতে ভয় পায় না।

তাৎপর্য

রাজা পুরূরবা উর্বশীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও উর্বশী রাজাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। রাজা দুর্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করা সত্ত্বেও যে তার অপচয় করছেন, সেই কথা বিবেচনা করে উর্বশী তাঁকে নারীর চরিত্র সম্বন্ধে নিষ্কপটে উপদেশ দিয়েছিলেন। নারীর স্বভাব এমনই যে, পতির সামান্য দোষেও সে কেবল তাকে পরিত্যাগই করে না, এমন কি প্রয়োজন হলে

তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। পতির কি কথা, সে তার ভ্রাতাকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে। স্ত্রীচরিত্র এমনই। তাই জড় জগতে, নারীকে যদি সতী এবং পতিব্রতা হওয়ার শিক্ষা না দেওয়া হয়, তা হলে সমাজে শান্তি অথবা সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩৮

বিধায়ালীকবিশ্রম্ভমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহৃদাঃ ।
নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

বিধায়—স্থাপন করে; **অলীক**—মিথ্যা; **বিশ্রম্ভম্**—বিশ্বাস; **অজ্ঞেষু**—মূর্খ পুরুষকে; **ত্যক্ত-সৌহৃদাঃ**—সুহৃদের সঙ্গত্যাগী; **নবম্**—নতুন; **নবম্**—নতুন; **অভীপ্সন্ত্যঃ**—বাসনা করে; **পুংশ্চল্যঃ**—যে নারী অন্য পুরুষের দ্বারা সহজেই প্রলোভিত হয়; **স্বৈর**—স্বাধীন; **বৃত্তয়ঃ**—আচরণকারী।

অনুবাদ

স্ত্রীলোকেরা সহজেই পুরুষের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। তাই কুলটা রমণী শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বন্ধুত্ব ত্যাগ করে অজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে মিথ্যা প্রণয় স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা একের পর এক নতুন নতুন প্রেমিকের অন্বেষণ করে।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকেরা যেহেতু সহজেই প্রলুব্ধ হয়, তাই *মনুসংহিতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত নয়। স্ত্রীলোকদের সর্বদা সংরক্ষণ করা উচিত, হয় তার পিতার দ্বারা, তার পতির দ্বারা, নয় তো পরিণত বয়স্ক পুত্রের দ্বারা। স্ত্রীলোকদের যদি পুরুষদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে দেওয়া হয়, যা এখন তারা দাবি করছে, তা হলে তারা তাদের সতীত্ব বজায় রাখতে পারবে না। স্বয়ং উর্বশীর বর্ণনা অনুসারে, নারীর স্বভাব হচ্ছে কারও সঙ্গে মিথ্যা প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তারপর একের পর এক নতুন পুরুষের সঙ্গ অন্বেষণ করা। সেই জন্য যদি তাদের ঐকান্তিক শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গও ত্যাগ করতে হয়, তাতেও তারা প্রস্তুত থাকে।

শ্লোক ৩৯

সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বরঃ ।
রংস্যত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ ॥ ৩৯ ॥

সংবৎসর-অন্তে—প্রতি বছরের শেষে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভবান্**—আপনি; **একরাত্রম্**—কেবল এক রাত্রি; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **ঈশ্বরঃ**—আমার পতি; **রংস্যতি**—রমণসুখ উপভোগ করবেন; **অপত্যানি**—সন্তান; **চ**—ও; **তে**—আপনার; **ভবিষ্যন্তি**—উৎপন্ন হবে; **অপরাণি**—একের পর এক; **ভোঃ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্!. বৎসরান্তে কেবল এক রাত্রি আপনি আমার পতিরূপে আমার সঙ্গ সুখ উপভোগ করতে পারবেন। তার ফলে আপনার একটি একটি করে সন্তান উৎপাদন হবে।

তাৎপর্য

উর্বশী যদিও নারীচরিত্রের অশুভ দিকটি বিশ্লেষণ করেছিলেন, তবুও মহারাজ পুরূরবা তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, এবং তাই তিনি রাজাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রতি বৎসরান্তে এক রাত্রি তাঁর পত্নী হতে রাজী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪০

অন্তর্বত্নীমুপালক্ষ্য দেবীং স প্রযযৌ পুরীম্ ।
পুনস্তত্র গতোঽব্দান্তে উর্বশীং বীরমাতরম্ ॥ ৪০ ॥

অন্তর্বত্নীম্—অন্তঃসত্ত্বা; **উপলক্ষ্য**—দর্শন করে; **দেবীম্**—উর্বশীকে; **সঃ**—তিনি, রাজা পুরূরবা; **প্রযযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **পুরীম্**—তাঁর প্রাসাদে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তত্র**—সেখানে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **অব্দ-অন্তে**—এক বছর পর; **উর্বশীম্**—উর্বশীকে; **বীর-মাতরম্**—ক্ষত্রিয় পুত্রের মাতা।

অনুবাদ

উর্বশীকে গর্ভবতী বলে বুঝতে পেরে পুরূরবা তাঁর প্রাসাদে ফিরে গিয়েছিলেন। এক বছর পর আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে বীর-প্রসবিনী উর্বশীর সঙ্গলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

উপলভ্য মুদা যুক্তঃ সমুবাস তয়া নিশাম্ ।
অথৈনমুর্বশী প্রাহ কৃপণং বিরহাতুরম্ ॥ ৪১ ॥

উপলভ্য—সঙ্গলাভ করে; **মুদা**—পরম আনন্দে; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **সমুবাস**—রতি ক্রিয়ায় তাঁর সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন; **তয়া**—তাঁর সঙ্গে; **নিশাম্**—সেই রাত্রি; **অথ**—তারপর; **এনম্**—রাজা পুরূরবাকে; **উর্বশী**—উর্বশী নামক রমণী; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **কৃপণম্**—দীন হৃদয়; **বিরহ-আতুরম্**—বিরহের চিন্তায় ব্যথিত।

অনুবাদ

বৎসরান্তে পুনরায় উর্বশীকে প্রাপ্ত হয়ে রাজা পুরূরবা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং এক রাত্রি তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু তারপর বিচ্ছেদের চিন্তায় রাজার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হলে উর্বশী তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৪২

গন্ধর্বানুপধাবেমাংস্তুভ্যং দাস্যন্তি মামিতি।
তস্য সংস্তুবতস্তুষ্টা অগ্নিস্থালীং দদুর্নৃপ।
উর্বশীং মন্যমানস্তাং সোঽবুধ্যত চরন্ বনে ॥ ৪২ ॥

গন্ধর্বান্—গন্ধর্বদের; **উপধাব**—শরণ গ্রহণ করুন; **ইমান্**—এই সমস্ত; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **দাস্যন্তি**—দান করবে; **মাম্ ইতি**—ঠিক আমার মতো; **তস্য**—তার দ্বারা; **সংস্তুবতঃ**—স্তব করে; **তুষ্টাঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **অগ্নি-স্থালীম্**—অগ্নি থেকে উৎপন্ন একটি নারী; **দদুঃ**—প্রদান করেছিলেন; **নৃপ**—হে রাজন্; **উর্বশীম্**—উর্বশী; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **তাম্**—তাঁকে; **সঃ**—তিনি (পুরূরবা); **অবুধ্যত**—বুঝতে পেরেছিলেন; **চরন্**—বিচরণ করার সময়; **বনে**—বনে।

অনুবাদ

উর্বশী বলেছিলেন—"হে রাজন্! আপনি গন্ধর্বদের শরণ গ্রহণ করুন, তা হলে তারা আবার আপনার কাছে আমাকে ফিরিয়ে দেবে।" তাঁর সেই উপদেশ অনুসারে রাজা স্তবস্তুতির দ্বারা গন্ধর্বদের সন্তুষ্টি-বিধান করেছিলেন, এবং তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে গন্ধর্বেরা তাঁকে ঠিক উর্বশীর মতো দেখতে অগ্নিস্থালীকে প্রদান করেছিলেন। তাঁকে উর্বশী বলে মনে করে রাজা বনে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রমণীটি উর্বশী নন, তিনি হচ্ছেন অগ্নিস্থালী।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, পুরূরবা ছিলেন অত্যন্ত কামুক। অগ্নিস্থালীকে পাওয়া মাত্রই তিনি তাঁর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু মৈথুনের সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রমণীটি উর্বশী নন, তিনি হচ্ছেন অগ্নিস্থালী। তা থেকে বোঝা যায় যে, কোন বিশেষ রমণীর প্রতি আসক্ত পুরুষ রতিক্রিয়ার সময় সেই রমণীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবগত হন। তাই পুরূরবা মৈথুনের সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে, অগ্নিস্থালী উর্বশী ছিলেন না।

শ্লোক ৪৩

স্থালীং ন্যস্য বনে গত্বা গৃহানাধ্যায়তো নিশি ।
ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্তত ॥ ৪৩ ॥

স্থালীম—অগ্নিস্থালীকে; **ন্যস্য**—তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে; **বনে**—বনে; **গত্বা**—প্রত্যাবর্তন করে; **গৃহান্**—গৃহে; **আধ্যায়তঃ**—ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন; **নিশি**—সারা রাত্রি; **ত্রেতায়াম্**—ত্রেতাযুগে; **সংপ্রবৃত্তায়াম্**—ঠিক শুরু হওয়ার সময়; **মনসি**—তাঁর মনে; **ত্রয়ী**—তিনটি বেদের তত্ত্ব; **অবর্তত**—প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুবাদ

রাজা পুরূরবা তখন অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ করে গৃহে ফিরে এসেছিলেন, এবং সেখানে তিনি সারারাত উর্বশীর ধ্যান করেছিলেন। তাঁর ধ্যানের সময় ত্রেতাযুগ শুরু হয়েছিল, এবং তাই সকাম কর্মবাসনা পূর্ণকারী যজ্ঞ সমন্বিত বেদত্রয়ের তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কথিত আছে, *ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ*—ত্রেতাযুগে কেউ যদি যজ্ঞ করে, তা হলে তার সেই যজ্ঞের ফল লাভ হয়, বিশেষ করে বিষ্ণুযজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম পর্যন্ত লাভ করা যায়। নিঃসন্দেহে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। পুরূরবা যখন উর্বশীর ধ্যান করছিলেন, তখন ত্রেতাযুগ শুরু হয়েছিল, এবং তাই তাঁর হৃদয়ে বৈদিক যজ্ঞের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পুরূরবা ছিলেন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত এক বিষয়ী ব্যক্তি। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান তাকে বলা হয় কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ। তাই,

তিনি তাঁর কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে মনস্থ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ কামুক ব্যক্তিদের জন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।* যাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাঁরাই কেবল জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্ত বাসনা পূর্ণ করার জন্য সংকীর্তন যজ্ঞ করেন, আর যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি লালায়িত, তারা কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে।

শ্লোক ৪৪-৪৫

স্থালীস্থানং গতোঽশ্বত্থং শমীগর্ভং বিলক্ষ্য সঃ ।
তেন দ্বে অরণী কৃত্বা উর্বশীলোককাম্যয়া ॥ ৪৪ ॥
উর্বশীং মন্ত্রতো ধ্যায়ন্নধরারণিমুত্তরাম্ ।
আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যৎ তৎ প্রজননং প্রভুঃ ॥ ৪৫ ॥

স্থালী-স্থানম্—যে স্থানে অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল; **গতঃ**—সেখানে গিয়ে; **অশ্বত্থম্**—একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ; **শমী-গর্ভম্**—শমীবৃক্ষের গর্ভ থেকে উৎপন্ন; **বিলক্ষ্য**—দর্শন করে; **সঃ**—তিনি, পুরূরবা; **তেন**—তাঁর থেকে; **দ্বে**—দুটি; **অরণী**—যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করার কাষ্ঠ; **কৃত্বা**—তৈরি করে; **উর্বশী-লোক-কাম্যয়া**—উর্বশী যেখানে থাকেন সেই লোকে যাওয়ার বাসনায়; **উর্বশীম্**—উর্বশী; **মন্ত্রতঃ**—উপযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **অধর**—নিম্নবর্তী; **অরণিম্**—অরণি কাষ্ঠ; **উত্তরাম্**—এবং উপরের; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **উভয়োঃ মধ্যে**—দুইয়ের মধ্যে; **যৎ তৎ**—যা (তিনি ধ্যান করেছিলেন); **প্রজননম্**—পুত্ররূপে; **প্রভুঃ**—রাজা।

অনুবাদ

যখন পুরূরবার হৃদয়ে কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের বিধি প্রকট হয়েছিল, তখন তিনি যেখানে অগ্নিস্থালীকে ত্যাগ করেছিলেন সেই স্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে, একটি শমীবৃক্ষের গর্ভ থেকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি তখন সেই বৃক্ষ থেকে একটি কাঠ নিয়ে তা থেকে দুটি অরণি তৈরি করেছিলেন। তারপর উর্বশী যেই লোকে বাস করেন সেখানে যাওয়ার বাসনায় তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করে নিম্নভাগের অরণিকে উর্বশী, উপরের অরণিকে তিনি স্বয়ং এবং মধ্যবর্তী অরণিকে পুত্ররূপে চিন্তা করতে করতে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক যজ্ঞের অগ্নি সাধারণ দেশলাই অথবা সেই ধরনের কোন উপায়ের দ্বারা প্রজ্বলিত হয় না। পক্ষান্তরে, বৈদিক যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয় অরণি বা দুটি পবিত্র কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা। তৃতীয় কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে সেই দুটি কাষ্ঠের ঘর্ষণের ফলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এইভাবে অগ্নি জ্বালাতে সফল হলে বোঝা যায় যে, সেই যজ্ঞে অনুষ্ঠানকারীর বাসনা পূর্ণ হবে। এইভাবে পুরূরবা তাঁর কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি নিম্নভাগের অরণিকে উর্বশী, উপরের অরণিকে স্বয়ং তিনি এবং মধ্যবর্তী অরণিকে তাঁর পুত্র বলে কল্পনা করেছিলেন। তিনি যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তা হচ্ছে—*শমীগর্ভাদ্ অগ্নিং মন্থ*। তেমনই আর একটি মন্ত্র হচ্ছে—*উর্বশ্যামুরসি পুরূরবাঃ*। পুরূরবা উর্বশীর গর্ভে নিরন্তর সন্তান কামনা করেছিলেন। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল উর্বশীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা এবং তার ফলে সন্তান উৎপাদন করা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তাঁর হৃদয় কাম-বাসনায় এতই পূর্ণ ছিল যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময়েও তিনি যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কথা চিন্তা না করে উর্বশীর কথা চিন্তা করছিলেন।

শ্লোক ৪৬

তস্য নির্মন্থনাজ্জাতো জাতবেদা বিভাবসুঃ ।
ত্রয্যা স বিদ্যয়া রাজ্ঞা পুত্রত্বে কল্পিতস্ত্রিবৃৎ ॥ ৪৬ ॥

তস্য—পুরূরবার; **নির্মন্থনাৎ**—মন্থনের ফলে বা ঘর্ষণের ফলে; **জাতঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **জাত-বেদাঃ**—বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে জড় ভোগের জন্য; **বিভাবসুঃ**—অগ্নি; **ত্রয্যা**—বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে; **সঃ**—অগ্নি; **বিদ্যয়া**—এই পন্থার দ্বারা; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **পুত্রত্বে**—পুত্ররূপে; **কল্পিতঃ**—কল্পিত হয়েছিল; **ত্রি বৃৎ**—তিন অক্ষর অ-উ-ম একত্রে মিলিত হয়ে ওঁ।

অনুবাদ

পুরূরবার অরণি মন্থনের ফলে অগ্নি প্রকাশিত হয়েছিল। এই অগ্নি থেকে সমস্ত জড় ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং শৌক্রজন্ম, সাবিত্র দীক্ষা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পবিত্র হওয়া যায়, যা অ-উ এবং ম এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে আহ্বান করা হয়। এইভাবে সেই অগ্নিকে রাজা পুরূরবার পুত্র বলে মনে করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক পন্থায় শুক্রের মাধ্যমে পুত্র লাভ করা যায়, দীক্ষার (সাবিত্র) মাধ্যমে শিষ্য লাভ করা যায়, অথবা যজ্ঞের মাধ্যমে পুত্র বা শিষ্য লাভ করা যায়। তাই অরণি মন্থনের ফলে মহারাজ পুরূরবা যখন অগ্নি উৎপাদন করেছিলেন, তখন সেই অগ্নি তাঁর পুত্র হয়েছিল। শুক্র, দীক্ষা অথবা যজ্ঞের দ্বারা পুত্র লাভ করা যায়। অ, উ এবং ম এই তিন অক্ষর সমন্বিত ওঁকার বা প্রণব এই তিন বিধির দ্যোতক। তাই *নির্মন্থনাজ্জাতঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, অরণি মন্থনের ফলে একটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ৪৭

তেনাযজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
উর্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্বদেবময়ং হরিম্ ॥ ৪৭ ॥

তেন—এই অগ্নির দ্বারা; **অযজত**—তিনি পূজা করেছিলেন; **যজ্ঞ-ঈশম্**—যজ্ঞের ঈশ্বর বা ভোক্তা; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **অধোক্ষজম্**—ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত; **উর্বশী-লোকম্**—যে লোকে উর্বশী বাস করেন; **অন্বিচ্ছন্**—সেখানে যাওয়ার বাসনা সত্ত্বেও; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সমস্ত দেবতাদের উৎস; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

উর্বশী যে লোকে বাস করেন সেই লোক প্রাপ্ত হওয়ার বাসনায় পুরূরবা সেই অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এইভাবে তিনি সর্বদেবময় অধোক্ষজ ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—জীব যে লোকেই যাবার ইচ্ছা করুক না কেন, তা সবই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবানের সম্পত্তি। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। পূর্বে বহুবার আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে, এই যুগে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন। ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন জড়-জাগতিক অথবা আধ্যাত্মিক সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* (৩/১৪) বলা

হয়েছে, *যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে যথেষ্ট বৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়ার ফলে পৃথিবী সব কিছু উৎপাদনের উপযুক্ত হয় (*সর্বকামদুঘা মহী*)। কেউ যদি যথাযথভাবে ভূমির সদ্ব্যবহার করতে পারে, তা হলে তা থেকে শস্য, ফল, ফুল, শাক-সবজি ইত্যাদি জীবন ধারণের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জড় সম্পদের জন্য যা কিছু পাওয়া যায় তা সবই উৎপন্ন হয় পৃথিবী থেকে, এবং তাই বলা হয়েছে, *সর্বকামদুঘা মহী* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১০/৪)। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সব কিছুই সম্ভব। তাই পুরূরবা যদিও জড়-জাগতিক কোন কিছু লাভের বাসনায় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তবুও সেই যজ্ঞ ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিল। ভগবান হচ্ছেন অধোক্ষজ—তিনি পুরূরবা এবং অন্য সকলেরই জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত। জীবের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কোন না কোন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। মানব-সমাজ যখন বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিভাগ অনুসারে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত হয়, তখনই কেবল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। এই প্রকার নিয়ন্ত্রিত পন্থা ব্যতীত কেউই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে না এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান ব্যতীত কোন জড়-জাগতিক পরিকল্পনা মানব-সমাজকে কখনই সুখী করতে পারে না। তাই সকলেরই কর্তব্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানে উৎসাহী হওয়া। এই কলিযুগের যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ বা এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। তার ফলে মানব-সমাজের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৪৮

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাঙ্ময়ঃ ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ॥ ৪৮ ॥

একঃ—একমাত্র; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পুরা**—পুরাকালে; **বেদঃ**—দিব্যজ্ঞানের গ্রন্থ; **প্রণবঃ**—ওঁকার; **সর্ব-বাক্-ময়ঃ**—সমস্ত বৈদিক মন্ত্র সমন্বিত; **দেবঃ**—ভগবান; **নারায়ণঃ**—একমাত্র নারায়ণ (সত্যযুগের পূজ্য); **ন অন্যঃ**—অন্য কেউ; **একঃ অগ্নিঃ**—একমাত্র অগ্নি; **বর্ণঃ**—হংস নামক বর্ণ; **এব চ**—এবং নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

সত্যযুগে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র বীজভূত প্রণবে নিহিত ছিল। অর্থাৎ, অথর্ব বেদই কেবল সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস ছিল। ভগবান শ্রীনারায়ণ ছিলেন একমাত্র

আরাধ্য; তখন দেব-দেবীদের পূজা করার কোন নির্দেশ ছিল না। অগ্নি ছিল কেবল একটি, এবং মানব-সমাজে একমাত্র বর্ণ ছিল হংস।

তাৎপর্য

সত্যযুগে *বেদ* ছিল কেবল একটি, চারটি নয়। পরে কলিযুগের আরম্ভে এই এক অথর্ববেদ (মতান্তরে কেউ কেউ বলেন যজুর্বেদ), মানব-সমাজের সুবিধার্থে সাম, যজুঃ, ঋক্ এবং অথর্ব—এই চারটি ভাগে বিভক্ত হয়। সত্যযুগের একমাত্র মন্ত্র ছিল ওঁকার (ওঁ তৎ সৎ)। এই ওঁকারই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ না হলে ওঁকার উচ্চারণ করে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায় না। কিন্তু এই কলিযুগে প্রায় সকলেই শূদ্র, এবং তাই তারা প্রণব বা ওঁকার উচ্চারণের অযোগ্য। তাই শাস্ত্রে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওঁকার একটি মন্ত্র বা মহামন্ত্র, এবং হরেকৃষ্ণও মহামন্ত্র। ওঁকার উচ্চারণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবাসুদেবকে সম্বোধন করা (*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*), এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনেরও উদ্দেশ্য সেই একই। *হরে*—'হে ভগবানের শক্তি!' *কৃষ্ণ*—'হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!' *হরে*—'হে ভগবানের শক্তি!' *রাম*—'হে ভগবান, হে পরম ভোক্তা!' ভগবান শ্রীহরিই একমাত্র আরাধ্য, যিনি হচ্ছেন সমস্ত *বেদের* চরম লক্ষ্য (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। দেবতাদের পূজা করার ফলে ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গের পূজা হয়; তা অনেকটা গাছের ডালপালায় জল দেওয়ার মতো। কিন্তু ভগবান শ্রীনারায়ণের পূজা ঠিক গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার মতো। তার ফলে গাছের কাণ্ড, ডালপালা, পাতা ইত্যাদি সব কিছুতেই জল দেওয়া হয়ে যায়। সত্যযুগের মানুষেরা জানতেন কিভাবে ভগবান শ্রীনারায়ণের আরাধনা করার ফলে জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করা যায়। এই কলিযুগেও *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সেই উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। *কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ*। কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সমস্ত জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪৯

পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্বমেয়িবান্ ॥ ৪৯ ॥

পুরূরবসঃ—মহারাজ পুরূরবা থেকে; **এব**—এইভাবে; **আসীৎ**—হয়েছিল; **ত্রয়ী**—বেদের তিনটি কাণ্ড কর্ম, জ্ঞান এবং উপাসনা; **ত্রেতা-মুখে**—ত্রেতাযুগের শুরুতে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অগ্নিনা**—কেবল যজ্ঞাগ্নি উৎপাদন করার ফলে; **প্রজয়া**—তাঁর পুত্রের দ্বারা; **রাজা**—মহারাজ পুরূরবা; **লোকম্**—লোকে; **গান্ধর্বম্**—গন্ধর্বদের; **এয়িবান্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ত্রেতাযুগের শুরুতে রাজা পুরূরবা কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের সূত্রপাত করেছিলেন। এইভাবে পুরূরবা, যিনি যজ্ঞাগ্নিকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন, তাঁর বাসনা অনুসারে তিনি গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সত্যযুগে নারায়ণের আরাধনা করা হত ধ্যানের দ্বারা (*কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুম্*)। বস্তুতপক্ষে, সকলেই সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা নারায়ণের ধ্যান করেছিলেন এবং ধ্যানের এই পন্থার দ্বারা সর্বসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী যুগ ত্রেতাযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল (*ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ*)। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে—*ত্রয়ী ত্রেতামুখে*। কর্মকাণ্ডকে সাধারণত বলা হয় সকাম কর্ম। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের শুরুতে ত্রেতাযুগে এইভাবে প্রিয়ব্রত প্রভৃতির দ্বারা সকাম কর্মের অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'উর্বশীর দ্বারা মোহিত রাজা পুরূরবা' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবানের যোদ্ধা অবতার পরশুরাম

এই অধ্যায়ে ঐল বংশে গাধির ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে।

উর্বশীর গর্ভে আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, জয় এবং বিজয় নামক ছ'টি পুত্রের জন্ম হয়। শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্, সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়, রয়ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত, এবং বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্রের নাম কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্রের নাম হোত্রক এবং হোত্রকের পুত্র জহ্নু। এই জহ্নুই এক গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করেছিলেন। জহ্নু থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পুরু, বলাক, অজক এবং কুশ। কুশের পুত্র কুশাম্বু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ। কুশাম্বু থেকে গাধির জন্ম হয়, যাঁর সত্যবতী নামক একটি কন্যা ছিল। ঋচীক মুনি গাধির প্রার্থিত পণ প্রদান করে সত্যবতীকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর গর্ভে ঋচীক মুনির জমদগ্নি নামক পুত্রের জন্ম হয়। জমদগ্নির পুত্র রাম বা পরশুরাম। কার্তবীর্যার্জুন নামক রাজা যখন জমদগ্নির কামধেনু অপহরণ করেন, তখন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার পরশুরাম কার্তবীর্যার্জুনকে বধ করেন। পরে তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন। পরশুরাম কার্তবীর্যার্জুনকে হত্যা করলে জমদগ্নি তাঁকে বলেন যে, রাজাকে হত্যা করার ফলে তাঁর পাপ হয়েছে, এবং একজন ব্রাহ্মণরূপে তাঁর অপরাধ সহ্য করা উচিত ছিল। তাই জমদগ্নি পরশুরামকে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিভিন্ন তীর্থস্থান পর্যটন করতে উপদেশ দেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ঐলস্য চোর্বশীগর্ভাৎ ষড়াসন্নাত্মজা নৃপ।
আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সত্যায়ু রয়োঽথ বিজয়ো জয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ঐলস্য**—পুরূরবার; **চ**—ও; **উর্বশী-গর্ভাৎ**—উর্বশীর গর্ভ থেকে; **ষট্**—ছয়; **আসন্**—হয়েছিল; **আত্মজাঃ**—পুত্র;

নৃপ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **আয়ুঃ**—আয়ু; **শ্রুতায়ুঃ**—শ্রুতায়ু; **সত্যায়ুঃ**—সত্যায়ু; **রয়ঃ**—রয়; **অথ**—এবং; **বিজয়ঃ**—বিজয়; **জয়ঃ**—জয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার ছ'টি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের নাম আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় এবং জয়।

শ্লোক ২-৩

শ্রুতায়োর্বসুমান্ পুত্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ ।
রয়স্য সুত একশ্চ জয়স্য তনয়োঽমিতঃ ॥ ২ ॥
ভীমস্তু বিজয়স্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ ।
তস্য জহ্নুঃ সুতো গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য যোঽপিবৎ ॥ ৩ ॥

শ্রুতায়োঃ—শ্রুতায়ুর; **বসুমান্**—বসুমান্; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **সত্যায়োঃ**—সত্যায়ুর; **চ**—ও; **শ্রুতঞ্জয়ঃ**—শ্রুতঞ্জয় নামক এক পুত্র; **রয়স্য**—রয়ের; **সুতঃ**—এক পুত্র; **একঃ**—এক নামক; **চ**—এবং; **জয়স্য**—জয়ের; **তনয়ঃ**—পুত্র; **অমিতঃ**—অমিত নামক; **ভীমঃ**—ভীম নামক; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বিজয়স্য**—বিজয়ের; **অথ**—তারপর; **কাঞ্চনঃ**—ভীমের পুত্র কাঞ্চন; **হোত্রকঃ**—কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক; **ততঃ**—তারপর; **তস্য**—হোত্রকের; **জহ্নুঃ**—জহ্নু নামক; **সুতঃ**—এক পুত্র; **গঙ্গাম্**—গঙ্গার সমস্ত জল; **গণ্ডূষী-কৃত্য**—এক গণ্ডূষে; **যঃ**—যিনি (জহ্নু); **অপিবৎ**—পান করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্; সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়; রয়ের পুত্র এক; জয়ের পুত্র অমিত এবং বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক এবং হোত্রকের পুত্র জহ্নু, যিনি এক গণ্ডূষে গঙ্গার সমস্ত জল পান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

জহ্নোস্তু পুরুস্তস্যাথ বলাকশ্চাত্মজোঽজকঃ ।
ততঃ কুশঃ কুশস্যাপি কুশাম্বুস্তনয়ো বসুঃ ।
কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধিরাসীৎ কুশাম্বুজঃ ॥ ৪ ॥

জহ্নোঃ—জহ্নুর; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুঃ**—পুরু নামক এক পুত্র; **তস্য**—পুরুর; **অথ**—তারপর; **বলাকঃ**—বলাক নামক এক পুত্র; **চ**—এবং; **আত্মজঃ**—বলাকের পুত্র; **অজকঃ**—অজক নামক; **ততঃ**—তারপর; **কুশঃ**—কুশ; **কুশস্য**—কুশের; **অপি**—তারপর; **কুশাম্বুঃ**—কুশাম্বু; **তনয়ঃ**—তনয়; **বসুঃ**—বসু; **কুশনাভঃ**—কুশনাভ; **চ**—এবং; **চত্বারঃ**—চার (পুত্র); **গাধিঃ**—গাধি; **আসীৎ**—হয়েছিল; **কুশাম্বুজঃ**—কুশাম্বুর পুত্র।

অনুবাদ

জহ্নুর পুত্র পুরু, পুরুর পুত্র বলাক, বলাকের পুত্র অজক এবং অজকের পুত্র কুশ। কুশের কুশাম্বু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ নামক চার পুত্র। কুশাম্বুর পুত্র গাধি।

শ্লোক ৫-৬

তস্য সত্যবতীং কন্যামৃচীকোঽযাচত দ্বিজঃ ।
বরং বিসদৃশং মত্বা গাধির্ভার্গবমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥
একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চসাম্ ।
সহস্রং দীয়তাং শুল্কং কন্যায়াঃ কুশিকা বয়ম্ ॥ ৬ ॥

তস্য—গাধির; **সত্যবতীম্**—সত্যবতী; **কন্যাম্**—কন্যা; **ঋচীকঃ**—মহর্ষি ঋচীক; **অযাচত**—প্রার্থনা করেছিলেন; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **বরম্**—তার পতিরূপে; **বিসদৃশম্**—সমকক্ষ বা উপযুক্ত নন; **মত্বা**—মনে করে; **গাধিঃ**—মহারাজ গাধি; **ভার্গবম্**—ঋচীককে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **একতঃ**—এক; **শ্যাম-কর্ণানাম্**—যার কান কালো; **হয়ানাম্**—অশ্বগুলি; **চন্দ্র-বর্চসাম্**—চন্দ্রের কিরণের মতো উজ্জ্বল; **সহস্রম্**—এক হাজার; **দীয়তাম্**—প্রদান করুন; **শুল্কম্**—পণস্বরূপ; **কন্যায়াঃ**—আমার কন্যাকে; **কুশিকাঃ**—কুশবংশে; **বয়ম্**—আমরা (হই)।

অনুবাদ

মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা ছিল। ঋচীক নামক এক ব্রাহ্মণ ঋষি সেই কন্যাকে মহারাজ গাধির কাছে প্রার্থনা করেন। কিন্তু গাধি মনে করেছিলেন যে, ঋচীক তাঁর কন্যার পতি হওয়ার যোগ্য নন, এবং তাই তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, "হে দ্বিজবর! আমরা কুশিক বংশজাত সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, তাই আমার

কন্যার পণস্বরূপ দক্ষিণ ও বাম কর্ণের মধ্যে একটি শ্যামবর্ণ কর্ণ বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল সহস্র অশ্ব প্রদান করুন।

তাৎপর্য

মহারাজ গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণ বলে কথিত। পরে বর্ণিত হয়েছে যে, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষির পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঋচীক মুনির সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহের ফলে ক্ষত্রিয়ের মনোভাব সমন্বিত এক পুত্রের জন্ম হবে। ব্রাহ্মণ ঋচীক গাধি রাজার কন্যাকে বিবাহ করতে চাইলে রাজা পণস্বরূপ এক অসাধারণ শর্ত পূর্ণ করার দাবি করেছিলেন।

শ্লোক ৭

ইত্যুক্তস্তন্মতং জ্ঞাত্বা গতঃ স বরুণান্তিকম্ ।
আনীয় দত্ত্বা তানশ্বানুপযেমে বরাননাম্ ॥ ৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—অনুরোধ করা হলে; **তৎ-মতম্**—তাঁর মন; **জ্ঞাত্বা**—(ঋষি) বুঝতে পেরেছিলেন; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি; **বরুণ-অন্তিকম্**—বরুণের স্থানে; **আনীয়**—নিয়ে এসে; **দত্ত্বা**—দান করে; **তান্**—সেই; **অশ্বান্**—ঘোড়াগুলি; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **বরাননাম্**—রাজা গাধির সুন্দরী কন্যাকে।

অনুবাদ

রাজা গাধি যখন এই প্রস্তাব করেছিলেন, তখন ঋচীক মুনি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বরুণদেবের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে গাধির শর্ত অনুসারে এক হাজার অশ্ব নিয়ে এসেছিলেন। সেই অশ্বগুলি গাধিকে দান করে তিনি রাজার সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ৮

স ঋষিঃ প্রার্থিতঃ পত্ন্যা শ্বশ্রা চাপত্যকাম্যয়া ।
শ্রপয়িত্বোভয়ৈর্মন্ত্রৈশ্চরুং স্নাতুং গতো মুনিঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি (ঋচীক); **ঋষিঃ**—ঋষি; **প্রার্থিতঃ**—প্রার্থী হয়ে; **পত্ন্যা**—তাঁর পত্নীর দ্বারা; **শ্বশ্রা**—তাঁর শাশুড়ির দ্বারা; **চ**—ও; **অপত্য-কাম্যয়া**—পুত্র কামনা করে; **শ্রপয়িত্বা**—রন্ধন করে; **উভয়ৈঃ**—উভয়ে; **মন্ত্রৈঃ**—বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **চরুম্**—যজ্ঞে নিবেদন করার চরু; **স্নাতুম্**—স্নান করতে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **মুনিঃ**—ঋষি।

অনুবাদ

তারপর ঋচীক মুনির পত্নী এবং শাশুড়ি উভয়েই পুত্রার্থিনী হয়ে ঋচীককে চরু প্রস্তুত করতে প্রার্থনা করেছিলেন। তার ফলে ঋচীক মুনি তাঁর পত্নীর জন্য ব্রাহ্মণমন্ত্র এবং তাঁর শাশুড়ির জন্য ক্ষত্রিয়মন্ত্রে দুটি চরু প্রস্তুত করে স্নান করতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

তাবৎ সত্যবতী মাত্রা স্বচরুং যাচিতা সতী ।
শ্রেষ্ঠং মত্বাতয়াযচ্ছন্মাত্রে মাতুরদৎ স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥

তাবৎ—ইতিমধ্যে; **সত্যবতী**—ঋচীকের পত্নী সত্যবতী; **মাত্রা**—তাঁর মায়ের দ্বারা; **স্ব-চরুম্**—তাঁর (সত্যবতীর) জন্য নির্মিত চরু; **যাচিতা**—প্রার্থিত; **সতী**—হয়ে; **শ্রেষ্ঠম্**—শ্রেষ্ঠ; **মত্বা**—মনে করে; **তয়া**—তাঁর দ্বারা; **অযচ্ছৎ**—প্রদান করেছিলেন; **মাত্রে**—তাঁর মাকে; **মাতুঃ**—মায়ের; **অদৎ**—ভক্ষণ করেছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

ইতিমধ্যে, সত্যবতীর মাতা মনে করেছিলেন যে, সত্যবতীর জন্য নির্মিত চরু অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হবে, এই মনে করে তিনি তাঁর কন্যার কাছে সেই চরু প্রার্থনা করেছিলেন। সত্যবতী তাই তাঁর চরু তাঁর মাকে প্রদান করে, তাঁর মায়ের জন্য নির্মিত চরু নিজে ভক্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

পতি স্বভাবতই পত্নীর প্রতি স্নেহপরায়ণ। তাই সত্যবতীর মা মনে করেছিলেন যে, ঋচীক মুনি সত্যবতীর জন্য যে চরু প্রস্তুত করেছেন তা নিশ্চয়ই তাঁর জন্য নির্মিত চরু থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই ঋচীক মুনির অনুপস্থিতিতে সত্যবতীর উৎকৃষ্টতর চরু তাঁর মা চেয়ে নিয়ে ভক্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

তদ্ বিদিত্বা মুনিঃ প্রাহ পত্নীং কষ্টমকারষীঃ ।
ঘোরো দণ্ডধরঃ পুত্রো ভ্রাতা তে ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ১০ ॥

তৎ—এই বিষয়ে; **বিদিত্বা**—অবগত হয়ে; **মুনিঃ**—ঋষি; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **পত্নীম্**—তাঁর পত্নীকে; **কষ্টম্**—অত্যন্ত অন্যায়; **অকারষীঃ**—তুমি করেছ; **ঘোরঃ**—ভয়ানক; **দণ্ড-ধরঃ**—অন্যদের দণ্ডদানকারী এক মহাপুরুষ; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **তে**—তোমার; **ব্রহ্ম-বিত্তমঃ**—ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ।

অনুবাদ

স্নান করে গৃহে ফিরে এসে ঋচীক মুনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কি হয়েছে, তখন তিনি তাঁর পত্নী সত্যবতীকে বলেছিলেন, "তুমি এক অত্যন্ত অন্যায় কার্য করেছ। তোমার পুত্র ঘোর দণ্ডধর ক্ষত্রিয় স্বভাবসম্পন্ন হবে, এবং তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ হবে।"

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ যখন জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ, সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল হন, তখন তাঁকে অত্যন্ত যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। তেমনই ক্ষত্রিয় যখন অন্যায়কারীদের ঘোর দণ্ডদানে সক্ষম হন, তখন তাঁকেও অত্যন্ত যোগ্য বলে মনে করা হয়। এই সমস্ত গুণাবলী *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৪২-৪৩) উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যবতী যেহেতু তাঁর জন্য নির্মিত চরু ভক্ষণ না করে তাঁর মাতার জন্য নির্মিত চরু ভক্ষণ করেছিলেন, তার ফলে যথাসময়ে তাঁর এক ক্ষত্রিয় স্বভাবসম্পন্ন পুত্র হয়েছিল। তা ছিল অবাঞ্ছনীয়। সাধারণত ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হবে বলে আশা করা হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র যদি ক্ষত্রিয়ের মতো উগ্র হয়, তা হলে তাকে *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত চতুর্বর্ণ অনুসারে উপাধিভুক্ত করতে হয় (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*)। ব্রাহ্মণের পুত্র যদি ব্রাহ্মণ না হয়, তা হলে তার গুণ অনুসারে তাকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র বলা যেতে পারে। সমাজের বর্ণবিভাগ মানুষের জন্ম অনুসারে হয় না, গুণ এবং কর্ম অনুসারে হওয়া কর্তব্য।

শ্লোক ১১

প্রসাদিতঃ সত্যবত্যা মৈবং ভূরিতি ভার্গবঃ।
অথ তর্হি ভবেৎ পৌত্রো জমদগ্নিস্ততোঽভবৎ ॥ ১১ ॥

প্রসাদিতঃ—প্রসন্নীকৃত; **সত্যবত্যা**—সত্যবতীর দ্বারা; **মা**—না; **এবম্**—এইভাবে; **ভূঃ**—হোক; **ইতি**—এইভাবে; **ভার্গবঃ**—মহান ঋষি; **অথ**—তোমার পুত্র যদি এই রকম না হয়; **তর্হি**—তা হলে; **ভবেৎ**—সেই রকম হবে; **পৌত্রঃ**—পৌত্র; **জমদগ্নিঃ**—জমদগ্নি; **ততঃ**—তারপর; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সত্যবতী ঋচীক মুনিকে বিনয়নম্র বাক্যের দ্বারা প্রসন্ন করে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র যেন ক্ষত্রিয়ের মতো উগ্র স্বভাবসম্পন্ন না হয়। ঋচীক মুনি উত্তর দিয়েছিলেন, "তা হলে তোমার পৌত্র ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হবে।" তার ফলে সত্যবতীর পুত্ররূপে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি ঋচীক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সত্যবতী তাকে শান্ত করেছিলেন, এবং তাঁর অনুরোধে ঋচিক মুনি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেছিলেন। এখানে বোঝা যায় যে, জমদগ্নির পুত্র পরশুরামরূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

শ্লোক ১২-১৩

সা চাভূৎ সুমহৎপুণ্যা কৌশিকী লোকপাবনী ।
রেণোঃ সুতাং রেণুকাং বৈ জমদগ্নিরুবাহ যাম্ ॥ ১২ ॥
তস্যাং বৈ ভার্গবঋষেঃ সুতা বসুমদাদয়ঃ ।
যবীয়াঞ্জজ্ঞ এতেষাং রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ১৩ ॥

সা—তিনি (সত্যবতী); **চ**—ও; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সুমহৎ-পুণ্যা**—অত্যন্ত মহান এবং পবিত্র; **কৌশিকী**—কৌশিকী নামক নদী; **লোক-পাবনী**—সমস্ত জগৎ পবিত্রকারী; **রেণোঃ**—রেণুর; **সুতাম্**—কন্যা; **রেণুকাম্**—রেণুকা নামক; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **জমদগ্নিঃ**—সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **যাম্**—যাঁকে; **তস্যাম্**—রেণুকার গর্ভে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভার্গব-ঋষেঃ**—জমদগ্নির বীর্য থেকে; **সুতাঃ**—পুত্র; **বসুমৎ-আদয়ঃ**—বসুমান্ আদি; **যবীয়ান্**—কনিষ্ঠ; **যজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **এতেষাম্**—তাঁদের মধ্যে; **রামঃ**—পরশুরাম; **ইতি**—এই প্রকার; **অভিবিশ্রুতঃ**—সর্বত্র বিখ্যাত।

অনুবাদ

সত্যবতী পরে অত্যন্ত পুণ্যবতী জগৎ পবিত্রকারিণী কৌশিকী নদী হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেছিলেন। জমদগ্নির বীর্য থেকে রেণুকার গর্ভে বসুমান্ আদি বহু পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র রাম বা পরশুরাম নামে বিখ্যাত।

শ্লোক ১৪

যমাহুর্বাসুদেবাংশং হৈহয়ানাং কুলান্তকম্ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো য ইমাং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্ ॥ ১৪ ॥

যম্—যাঁকে (পরশুরামকে); **আহুঃ**—সমস্ত বিদ্বান পণ্ডিতেরা বলেন; **বাসুদেব-অংশম্**—ভগবান বাসুদেবের অংশ; **হৈহয়ানাম্**—হৈহয়দের; **কুল-অন্তকম্**—কুলান্তক; **ত্রিঃ-সপ্ত-কৃত্বঃ**—একবিংশতি বার; **যঃ**—যিনি (পরশুরাম); **ইমাম্**—এই; **চক্রে**—করেছিলেন; **নিঃক্ষত্রিয়াম্**—নিঃক্ষত্রিয়; **মহীম্**—পৃথিবীকে।

অনুবাদ

পণ্ডিতেরা এই পরশুরামকে কার্তবীর্যকুল বিনাশকারী এবং ভগবান বাসুদেবের অংশ বলে কীর্তন করেন। পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

দৃপ্তং ক্ষত্রং ভুবো ভারমব্রহ্মণ্যমনীনশৎ ।
রজস্তমোবৃতমহন্ ফল্গুন্যপি কৃতেঽংহসি ॥ ১৫ ॥

দৃপ্তম্—অত্যন্ত গর্বিত; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয়, শাসক সম্প্রদায়; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **অব্রহ্মণ্যম্**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মের অবহেলাকারী পাপী; **অনীনশৎ**—দূর করেছিলেন বা বিনাশ করেছিলেন; **রজঃ-তমঃ**—রজ এবং তমোগুণের দ্বারা; **বৃতম্**—আচ্ছাদিত; **অহন্**—হত্যা করেছিলেন; **ফল্গুনি**—অল্প; **অপি**—যদিও; **কৃতে**—করা হলে; **অংহসি**—অপরাধ।

অনুবাদ

রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ক্ষত্রিয়রা অত্যন্ত গর্বিত হয়ে অধর্ম-পরায়ণ হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মনীতির অবমাননা করতে শুরু করেছিল। পৃথিবীর ভার অপনোদন করার জন্য পরশুরাম তাদের অপরাধ গর্হিত না হলেও তাদের সংহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় বা শাসক সম্প্রদায়ের কর্তব্য মহান ব্রাহ্মণ এবং মুনি-ঋষিদের দ্বারা প্রবর্তিত আইন অনুসারে পৃথিবী শাসন করা। শাসক সম্প্রদায় যখন অধার্মিক হয়ে যায়,

তখন তারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয়ে ওঠে। সেই সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে, *রজস্তমোবৃতং ভারমব্রহ্মণ্যম্*—শাসক সম্প্রদায় যখন নির্দিষ্ট গুণের দ্বারা অর্থাৎ রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন তারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয়ে ওঠে, এবং তখন উৎকৃষ্ট শক্তির দ্বারা অবশ্যই তাদের বিনাশসাধন হবে। আধুনিক ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন বিপ্লবের দ্বারা রাজতন্ত্রের বিনাশসাধন করা হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজতন্ত্রের বিনাশের পর তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর মানুষদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছে। যদিও রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত রাজতন্ত্রকে পরাস্ত করা হয়েছে, তবুও পৃথিবীর মানুষ সুখী হতে পারেনি, কারণ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত পূর্বের রাজাদের স্থান অধিকার করেছে বৈশ্য এবং শূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা যারা তাদের থেকেও অধিক অধঃপতিত। সরকার যখন ব্রাহ্মণ বা ভগবদ্ভক্তদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন মানুষ সুখী হয়। তাই, পুরাকালে শাসক সম্প্রদায় যখন রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অধঃপতিত হত, তখন পরশুরামের মতো ক্ষত্রিয়-ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/২/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিযুগে, *দস্যুপ্রায়েষু রাজসু*—শাসক সম্প্রদায় (*রাজন্য*) দস্যুদের মতো হবে, কারণ তখন রাজকার্য পরিচালনায় তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর মানুষেরা প্রাধান্য বিস্তার করবে। তারা ধর্মনীতি এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত আইনের অবহেলা করে নাগরিকদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/১/৪০) আরও বলা হয়েছে—

অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ ॥

অপবিত্র হয়ে, মানুষের কর্তব্য অবহেলাকারী এবং রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত অশুদ্ধ মানুষেরা (*ম্লেচ্ছরা*) রাজকর্মচারী-রূপে (*রাজন্যরূপিণঃ*) প্রজাদের ভক্ষণ করবে (*প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি*)। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র (১২/২/৭-৮) বলা হয়েছে—

এবং প্রজাভির্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে ।
ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ ॥

প্রজা হি লুব্ধৈরাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্মভিঃ ।
আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্ ॥

মনুষ্য-সমাজ স্বাভাবিকভাবে চারটি বর্ণে বিভক্ত, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*)। কিন্তু এই প্রথার যদি অবহেলা হয় এবং সমাজের মানুষদের গুণ এবং বিভাগের বিবেচনা না করা হয় তা হলে তার ফলে *ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রানাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ*—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের তথাকথিত বর্ণবিভাগ সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হবে। তার ফলে যে কোন ব্যক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন হলেই রাজা অথবা রাষ্ট্রপতি হবে, এবং এইভাবে প্রজারা এতই বিপন্ন হবে যে, নিষ্ঠুর এবং দস্যুপ্রায় সরকারি কর্মচারীদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য তারা তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বনে চলে যাবে (*যাস্যন্তি গিরিকাননম্*)। তাই প্রজা বা জনসাধারণের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বা হরেকৃষ্ণ আন্দোলন অবলম্বন করা, এবং এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন শব্দরূপে স্বয়ং ভগবানের অবতার। *কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতএব, প্রজারা যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তা হলে তারা সৎ সরকার, এবং সৎ সমাজ, আদর্শ জীবন আশা করতে পারে এবং জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১৬

শ্রীরাজোবাচ

কিং তদংহো ভগবতো রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ ।
কৃতং যেন কুলং নষ্টং ক্ষত্রিয়াণামভীক্ষ্ণশঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; **কিম্**—কি; **তৎ অংহঃ**—সেই অপরাধ; **ভগবতঃ**—ভগবানের প্রতি; **রাজন্যৈঃ**—রাজপরিবারের দ্বারা; **অজিত-আত্মভিঃ**—যাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয় সংযত করতে না পারার ফলে অধঃপতিত হয়েছিলেন; **কৃতম্**—যা করা হয়েছিল; **যেন**—যার দ্বারা; **কুলম্**—কুল; **নষ্টম্**—বিনষ্ট হয়েছিল; **ক্ষত্রিয়াণাম্**—রাজপরিবারের; **অভীক্ষ্ণশঃ**—বার বার।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়রা ভগবান পরশুরামের কাছে এমন কি অপরাধ করেছিল, যার ফলে তিনি ক্ষত্রিয়কুলকে বার বার বিনাশ করেছিলেন?

শ্লোক ১৭-১৯

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

হৈহয়ানামধিপতিরর্জুনঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
দত্তং নারায়ণাংশাংশমারাধ্য পরিকর্মভিঃ ॥ ১৭ ॥
বাহূন্ দশশতং লেভে দুর্ধর্ষত্বমরাতিষু ।
অব্যাহতেন্দ্রিয়ৌজঃ শ্রীতেজোবীর্যযশোবলম্ ॥ ১৮ ॥
যোগেশ্বরত্বমৈশ্বর্যং গুণা যত্রাণিমাদয়ঃ ।
চচারাব্যাহতগতির্লোকেষু পবনো যথা ॥ ১৯ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন; **হৈহয়ানাম্ অধিপতিঃ**—হৈহয়দের রাজা; **অর্জুনঃ**—কার্তবীর্যার্জুন; **ক্ষত্রিয়-ঋষভঃ**—ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ; **দত্তম্**—দত্তাত্রেয়কে; **নারায়ণ-অংশ-অংশম্**—শ্রীনারায়ণের অংশের অংশ; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **পরিকর্মভিঃ**—বিধি অনুসারে পূজা করার দ্বারা; **বাহূন্**—বাহু; **দশ-শতম্**—এক হাজার; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **দুর্ধর্ষত্বম্**—দুর্দমনীয়; **অরাতিষু**—শত্রুদের মধ্যে; **অব্যাহত**—অপরাজেয়; **ইন্দ্রিয়-ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **শ্রী**—সৌন্দর্য; **তেজঃ**—প্রভাব; **বীর্য**—শক্তি; **যশঃ**—যশ; **বলম্**—দৈহিক শক্তি; **যোগ-ঈশ্বরত্বম্**—যোগ অভ্যাসের প্রভাবে লব্ধ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **গুণাঃ**—গুণাবলী; **যত্র**—যেখানে; **অণিমা-আদয়ঃ**—আট প্রকার যোগসিদ্ধি (অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি); **চচার**—তিনি গিয়েছিলেন; **অব্যাহত-গতিঃ**—অপ্রতিহত যাঁর গতি; **লোকেষু**—সারা বিশ্বে; **পবনঃ**—বায়ু; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হৈহয়দের রাজা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কার্তবীর্যার্জুন ভগবান শ্রীনারায়ণের অংশের অংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করে এক হাজার বাহু, শত্রুদের মধ্যে দুর্দমনীয়ত্ব এবং অপ্রতিহত ইন্দ্রিয় বল, সৌন্দর্য, তেজ, বীর্য, যশ এবং অণিমা-লঘিমা আদি যোগসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এইভাবে অত্যন্ত ঐশ্বর্য লাভ করে, তিনি বায়ুর মতো অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট হয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতেন।

শ্লোক ২০

স্ত্রীরত্নৈরাবৃতঃ ক্রীড়ন্ রেবাম্ভসি মদোৎকটঃ ।
বৈজয়ন্তীং স্রজং বিভ্রদ্ রুরোধ সরিতং ভুজৈঃ ॥ ২০ ॥

স্ত্রী-রত্নৈঃ—সুন্দরী রমণীদের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **ক্রীড়ন্**—উপভোগ করতে করতে; **রেবা-অম্ভসি**—রেবা বা নর্মদা নদীর জলে; **মদ-উৎকটঃ**—ঐশ্বর্যের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; **বৈজয়ন্তীম্ স্রজম্**—বৈজয়ন্তী মালা; **বিভ্রৎ**—সজ্জিত হয়ে; **রুরোধ**—গতি রোধ করেছিলেন; **সরিতম্**—নদীর; **ভুজৈঃ**—তাঁর বাহুর দ্বারা।

অনুবাদ

একসময় গর্বোদ্ধত কার্তবীর্যার্জুন বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে স্ত্রীরত্নে পরিবৃত হয়ে নর্মদা নদীর জলে আনন্দ উপভোগ করতে করতে তাঁর বাহুর দ্বারা সেই নদীর স্রোত অবরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ২১

বিপ্লাবিতং স্বশিবিরং প্রতিস্রোতঃসরিজ্জলৈঃ ।
নামৃষ্যৎ তস্য তদ্ বীর্যং বীরমানী দশাননঃ ॥ ২১ ॥

বিপ্লাবিতম্—প্লাবিত হয়ে; **স্ব-শিবিরম্**—তাঁর শিবির; **প্রতিস্রোতঃ**—যা বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল; **সরিৎ-জলৈঃ**—নদীর জলের দ্বারা; **ন**—না; **অমৃষ্যৎ**—সহ্য করতে পারল; **তস্য**—কার্তবীর্যার্জুনের; **তৎ বীর্যম্**—সেই প্রভাব; **বীরমানী**—বীরাভিমানী; **দশ-আননঃ**—দশানন রাবণ।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুনের বাহুর দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে নদীর প্রবাহ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হওয়ায় মাহিষ্মতী নগরীর নিকটে নর্মদার তটে স্থাপিত দশানন রাবণের শিবির প্লাবিত হচ্ছিল। কার্তবীর্যার্জুনের এই প্রভাব বীরাভিমানী রাবণ সহ্য করতে পারল না।

তাৎপর্য

রাবণ সারা পৃথিবী জয় করার জন্য দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল, এবং সে মাহিষ্মতী নগরীর নিকটে নর্মদা নদীর তটে শিবির স্থাপন করেছিল।

শ্লোক ২২

গৃহীতো লীলয়া স্ত্রীণাং সমক্ষং কৃতকিল্বিষঃ ।
মাহিষ্মত্যাং সংনিরুদ্ধো মুক্তো যেন কপির্যথা ॥ ২২ ॥

গৃহীতঃ—বলপূর্বক বন্দী করেছিল; **লীলয়া**—অনায়াসে; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **সমক্ষম্**—উপস্থিতিতে; **কৃত-কিল্বিষঃ**—এইভাবে অপরাধী হওয়ার ফলে; **মাহিষ্মত্যাম্**—মাহিষ্মতী নগরীতে; **সংনিরুদ্ধঃ**—অবরুদ্ধ করেছিল; **মুক্তঃ**—মুক্ত করেছিল; **যেন**—যাঁর দ্বারা (কার্তবীর্যার্জুনের দ্বারা); **কপিঃ যথা**—বানরের মতো।

অনুবাদ

রাবণ যখন স্ত্রীদের সমক্ষে কার্তবীর্যার্জুনকে অপমান করতে চেয়েছিল, তখন কার্তবীর্যার্জুন অনায়াসে তাকে বন্দী করে মাহিষ্মতী নগরীতে একটি বানরের মতো অবরুদ্ধ করে রেখে, তারপর অবজ্ঞা ভরে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

স একদা তু মৃগয়াং বিচরন্ বিজনে বনে ।
যদৃচ্ছয়াশ্রমপদং জমদগ্নেরুপাবিশৎ ॥ ২৩ ॥

সঃ—তিনি, কার্তবীর্যার্জুন; **একদা**—একসময়; **তু**—কিন্তু; **মৃগয়াম্**—শিকার করার সময়; **বিচরন্**—বিচরণ করতে করতে; **বিজনে**—নির্জন; **বনে**—বনে; **যদৃচ্ছয়া**—কোন কার্যক্রম বিনা; **আশ্রম-পদম্**—আশ্রমে; **জমদগ্নেঃ**—জমদগ্নি মুনির; **উপাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

একসময় কার্তবীর্যার্জুন মৃগয়ার্থে বিজন বনে বিচরণ করতে করতে যদৃচ্ছাক্রমে জমদগ্নির আশ্রমে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

জমদগ্নির আশ্রমে কার্তবীর্যার্জুনের যাওয়ার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁর অসাধারণ শক্তির গর্বে গর্বিত হওয়ার ফলে তিনি সেখানে গিয়ে পরশুরামকে অপমান করেছিলেন। সেটিই ছিল পরশুরামের প্রতি তাঁর অপরাধের সূত্রপাত, যে জন্য তিনি পরশুরামের হস্তে নিহত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

তস্মৈ স নরদেবায় মুনিরর্হণমাহরৎ ।
সসৈন্যামাত্যবাহায় হবিষ্মত্যা তপোধনঃ ॥ ২৪ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **সঃ**—তিনি (জমদগ্নি); **নরদেবায়**—রাজা কার্তবীর্যার্জুনকে; **মুনিঃ**—মহান ঋষি; **অর্হণম্**—পূজার উপচার; **আহরৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **সসৈন্য**—তাঁর সৈন্যগণ সহ; **অমাত্য**—তাঁর মন্ত্রীগণ; **বাহায়**—রথ, হস্তী, অশ্ব অথবা শিবিকা বাহকেরা; **হবিষ্মত্যা**—সব কিছু সরবরাহে সক্ষম কামধেনুর অধিকারী হওয়ার ফলে; **তপঃ-ধনঃ**—মহান ঋষি, যাঁর একমাত্র শক্তি হচ্ছে তাঁর তপস্যা, অথবা যিনি তপস্যা-পরায়ণ।

অনুবাদ

তপস্যা-পরায়ণ জমদগ্নি মুনি সাদরে সৈন্য, অমাত্য এবং বাহকগণ সহ রাজাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, এবং তাঁর কামধেনুর দ্বারা অতিথি-সৎকারের সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে চিৎ-জগৎ, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবন সুরভী গাভীতে পূর্ণ (*সুরভীরভিপালয়ন্তম্*)। সুরভী গাভীকে কামধেনুও বলা হয়। জমদগ্নির যদিও কেবল একটি কামধেনু ছিল, তবুও তিনি তার কাছ থেকে সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হতে পারতেন। এইভাবে তিনি বহু অনুচর, অমাত্য, সৈন্য, পশু এবং শিবিকাবাহকগণ সহ রাজাকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করতে পেরেছিলেন। যখন আমরা রাজার কথা বলি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁর সঙ্গে বহু অনুচর থাকে। জমদগ্নি রাজার সমস্ত অনুচরদের যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করে ঘৃতপক্ক নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিয়েছিলেন। কেবল একটি গাভী থেকে জমদগ্নির এই প্রকার ঐশ্বর্য দেখে রাজা বিস্মিত হয়েছিলেন এবং সেই মহর্ষির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর অপরাধের সূত্রপাত হয়েছিল। কার্তবীর্যার্জুন অত্যন্ত উদ্ধত হওয়ার ফলে ভগবানের অবতার পরশুরাম তাঁকে বধ করেছিলেন। এই জড় জগতে কারও অসাধারণ ঐশ্বর্য থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি গর্বোদ্ধত হয় এবং স্বেচ্ছাচারী হয়, তা হলে ভগবান তাকে দণ্ডদান করেন। কার্তবীর্যার্জুনের প্রতি পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সংহার এবং পৃথিবী একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করার ইতিবৃত্ত থেকে আমরা সেই শিক্ষা লাভ করি।

শ্লোক ২৫

স বৈ রত্নং তু তদ্ দৃষ্ট্বা আত্মৈশ্বর্যাতিশায়নম্ ।
তন্নাদ্রিয়তাগ্নিহোত্র্যাং সাভিলাষঃ সহৈহয়ঃ ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি (কার্তবীর্যার্জুন); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রত্নম্**—মহা ঐশ্বর্যের উৎস; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—জমদগ্নির সেই কামধেনু; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **আত্ম-ঐশ্বর্য**—তাঁর নিজের ঐশ্বর্য; **অতি-শায়নম্**—যা ছিল পর্যাপ্ত; **তৎ**—তা; **ন**—না; **আদ্রিয়ত**—প্রশংসনীয়; **অগ্নিহোত্র্যাম্**—অগ্নিহোত্রীয় কামধেনু; **স-অভিলাষঃ**—অভিলাষী হয়েছিলেন; **স-হৈহয়ঃ**—তাঁর অনুগামী হৈহয়গণ সহ।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুন মনে করেছিলেন, কামধেনু রত্নের অধিকারী হওয়ার ফলে জমদগ্নির ঐশ্বর্য এবং শক্তি তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর অনুচর হৈহয়গণ সহ তিনি জমদগ্নির আতিথ্যে সন্তুষ্ট হননি। পক্ষান্তরে তাঁরা অগ্নিহোত্রীয় কামধেনুটি অধিকার করার অভিলাষ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জমদগ্নি কামধেনু থেকে প্রাপ্ত ঘি-এর দ্বারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে কার্তবীর্যার্জুনের থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিলেন। সকলের পক্ষে এই ধরনের গাভী প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা হলেও, একজন সাধারণ মানুষ একটি সাধারণ গাভীর অধিকারী হয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে তার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সেই দুধ থেকে মাখন এবং ঘি প্রাপ্ত হতে পারে। তা সকলের পক্ষেই সম্ভব। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন *গোরক্ষ্য*। এটি অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ যথাযথভাবে গোরক্ষা করা হলে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা ব্যবহারিকভাবে তা আমেরিকায় আমাদের বিভিন্ন ইসকন ফার্মে দেখতে পাচ্ছি। সেখানে আমরা যথাযথভাবে গাভীর রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাচ্ছি। সেখানকার অন্য ফার্মের গাভীরা আমাদের গাভীর মতো এত পরিমাণে দুধ দেয় না; কারণ আমাদের গাভীরা জানে যে, আমরা তাদের হত্যা করব না, তাই তারা সুখী, এবং তার ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে দুধ দিচ্ছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানব-সমাজে গোরক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সারা পৃথিবীর মানুষদের শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা কর্তব্য কিভাবে শস্য উৎপাদন (*অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি*) এবং গোরক্ষার মাধ্যমে সব রকম অভাব থেকে মুক্ত হয়ে সুখী জীবন-যাপন করতে হয়। *কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।* মানব-সমাজের তৃতীয় বর্ণের মানুষ বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে জমিতে শস্য উৎপাদন করা এবং গাভীদের রক্ষা করা। এটিই *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ।

গোরক্ষার ব্যাপারে মাংসাহারীরা প্রতিবাদ করতে পারে, কিন্তু তার জবাব হচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু গোরক্ষার এত গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই যারা মাংস আহার করতে চায় তারা শূকর, কুকুর, ছাগল, ভেড়া আদি নিকৃষ্ট স্তরের পশুদের মাংস আহার করতে পারে, কিন্তু তারা যেন কখনও গাভীদের জীবন স্পর্শ না করে, কারণ তা হলে মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিনষ্ট হবে।

শ্লোক ২৬

হবির্ধানীমৃষের্দর্পান্নরান্ হর্তুমচোদয়ৎ ।
তে চ মাহিষ্মতীং নিন্যুঃ সবৎসাং ক্রন্দতীং বলাৎ ॥ ২৬ ॥

হবিঃ-ধানীম্—কামধেনু; **ঋষেঃ**—মহর্ষি জমদগ্নির; **দর্পাৎ**—জড় শক্তির প্রভাবে অত্যন্ত গর্বিত হওয়ার ফলে; **নরান্**—তাঁর মানুষেরা (সৈন্যরা); **হর্তুম্**—হরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য; **অচোদয়ৎ**—প্ররোচিত করেছিলেন; **তে**—কার্তবীর্যার্জুনের সৈন্যরা; **চ**—ও; **মাহিষ্মতীম্**—কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানীতে; **নিন্যুঃ**—নিয়ে এসেছিল; **স-বৎসাম্**—বৎস সহ; **ক্রন্দতীম্**—ক্রন্দন করতে করতে; **বলাৎ**—বলপূর্বক অপহরণ করার ফলে।

অনুবাদ

জড় শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে কার্তবীর্যার্জুন তাঁর লোকদের জমদগ্নির কামধেনুটি হরণ করতে প্ররোচিত করেছিলেন, এবং তখন তারা বলপূর্বক বৎস সহ রোরুদ্যমানা কামধেনুটিকে কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী মাহিষ্মতীতে নিয়ে এসেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *হবির্ধানীম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যজ্ঞের ঘি বা হবি সরবরাহকারী গাভীকে *হবির্ধানীম্* বোঝায়। মানব-সমাজে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ*—আমরা যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করি, তা হলে আমরা কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কুকুর বা শূকরের মতো কঠোর পরিশ্রম করব। সেটি সভ্যতা নয়। মানুষকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার শিক্ষা দেওয়া উচিত। *যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*। নিয়মিতভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হলে আকাশ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হবে, এবং নিয়মিতভাবে বৃষ্টি হওয়ার ফলে জমি উর্বর হবে এবং তাতে জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি উৎপন্ন হবে। তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য

কর্তব্য। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে ঘি-এর প্রয়োজন, এবং ঘি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য গোরক্ষা অপরিহার্য। তাই আমরা যদি বৈদিক সভ্যতাকে অবহেলা করি, তা হলে আমাদের অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে। তথাকথিত পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা জীবনের সাফল্য লাভের রহস্য জানে না, এবং তাই তারা প্রকৃতির হস্তে নির্যাতিত হয় (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। কিন্তু এত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করা সত্ত্বেও তারা মনে করে যে, তাদের সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে, (*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতিমন্যতে*)। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই সভ্যতার পুনরভ্যুত্থান সাধন করা যার দ্বারা সকলেই সুখী হতে পারবে। এটিই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। *যজ্ঞে সুখেন ভবন্তু* ।

শ্লোক ২৭

অথ রাজনি নির্যাতে রাম আশ্রম আগতঃ ।
শ্রুত্বা তৎ তস্য দৌরাত্ম্যং চুক্রোধাহিরিবাহতঃ ॥ ২৭ ॥

অথ—তারপর; **রাজনি**—রাজা যখন; **নির্যাতে**—চলে গিয়েছিলেন; **রামঃ**—জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম; **আশ্রমে**—কুটিরে; **আগতঃ**—প্রত্যাবর্তন করে; **শ্রুত্বা**—যখন শুনেছিলেন; **তৎ**—তা; **তস্য**—কার্তবীর্যার্জুনের; **দৌরাত্ম্যম্**—অত্যন্ত জঘন্য কর্ম; **চুক্রোধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **অহিঃ**—সর্প; **ইব**—সদৃশ; **আহতঃ**—পদদলিত বা আহত।

অনুবাদ

তারপর কার্তবীর্যার্জুন কামধেনু নিয়ে চলে গেলে, জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে কার্তবীর্যার্জুনের দৌরাত্ম্য শ্রবণ করে আহত সর্পের মতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ঘোরমাদায় পরশুং সতূণং বর্ম কার্মুকম্ ।
অন্বধাবত দুর্মর্ষো মৃগেন্দ্র ইব যূথপম্ ॥ ২৮ ॥

ঘোরম্—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **আদায়**—হস্তে গ্রহণ করে; **পরশুম্**—কুঠার; **স-তূণম্**—তূণসহ; **বর্ম**—বর্ম; **কার্মুকম্**—ধনুক; **অন্বধাবত**—অনুসরণ করেছিলেন; **দুর্মর্ষঃ**—

ভগবৎ-অবতার পরশুরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **মৃগেন্দ্রঃ**—সিংহ; **ইব**—সদৃশ; **যূথপম্**—হস্তীকে।

অনুবাদ

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পরশুরাম তাঁর ভয়ঙ্কর কুঠার, বর্ম, ধনুক এবং তূণ গ্রহণ করে হাতির পিছনে সিংহ যেভাবে ধাবিত হয়, সেইভাবে কার্তবীর্যার্জুনের পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

তমাপতন্তং ভৃগুবর্যমোজসা
ধনুর্ধরং বাণপরশ্বধায়ুধম্ ।
ঐণেয়চর্মাম্বরমর্কধামভি-
র্যুতংজটাভির্দদৃশে পুরীং বিশন্ ॥ ২৯ ॥

তম্—সেই পরশুরাম; **আপতন্তম্**—পশ্চাদ্ধাবন করে; **ভৃগু-বর্যম্**—ভৃগুকুলতিলক পরশুরাম; **ওজসা**—অত্যন্ত ভয়ঙ্করভাবে; **ধনুঃ-ধরম্**—ধনুর্ধারী; **বাণ**—বাণ; **পরশ্বধ**—কুঠার; **আয়ুধম্**—এই সমস্ত অস্ত্র সমন্বিত; **ঐণেয়-চর্ম**—কৃষ্ণাজিন চর্ম; **অম্বরম্**—পরিধান করে; **অর্ক-ধামভিঃ**—সূর্যের মতো দ্যুতিমান; **যুতম্ জটাভিঃ**—জটাযুক্ত; **দদৃশে**—তিনি দর্শন করেছিলেন; **পুরীম্**—রাজধানীতে; **বিশন্**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

রাজা কার্তবীর্যার্জুন যখন রাজধানী মাহিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করছিলেন, তখন তিনি ভৃগুকুলতিলক পরশুরামকে কুঠার, বর্ম, ধনুক এবং বাণ নিয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে আসতে দেখতে পেয়েছিলেন। পরশুরামের পরনে ছিল কৃষ্ণাজিন চর্ম এবং তাঁর জটা ঠিক সূর্যের মতো দ্যুতিমান প্রতিভাত হচ্ছিল।

শ্লোক ৩০

অচোদয়দ্ধস্তিরথাশ্বপত্তিভি-
র্গদাসিবাণর্ষ্টিশতঘ্নিশক্তিভিঃ ।
অক্ষৌহিণীঃ সপ্তদশাতিভীষণা-
স্তা রাম একো ভগবানসূদয়ৎ ॥ ৩০ ॥

অচোদয়ৎ—যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন; **হস্তি**—হস্তী; **রথ**—রথ; **অশ্ব**—অশ্ব; **পত্তিভিঃ**—এবং পদাতিক সহ; **গদা**—গদা; **অসি**—খড়্গ; **বাণ**—বাণ; **ঋষ্টি**—ঋষ্টি নামক অস্ত্র; **শতঘ্নি**—শতঘ্নি নামক অস্ত্র; **শক্তিভিঃ**—শক্তি নামক অস্ত্রসহ; **অক্ষৌহিণীঃ**—অক্ষৌহিণী; **সপ্ত-দশ**—সতের; **অতি-ভীষণাঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **তাঃ**—তাদের সকলকে; **রামঃ**—ভগবান পরশুরাম; **একঃ**—একাকী; **ভগবান্**—ভগবান; **অসূদয়ৎ**—সংহার করেছিলেন।

অনুবাদ

পরশুরামকে দেখে কার্তবীর্যার্জুন ভীত হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হস্তী, রথ, অশ্ব, পদাতিক, গদা, খড়্গ, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নি এবং শক্তিসহ সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু ভগবান পরশুরাম একাকীই সেই সমস্ত সৈন্য সংহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

২১,৮৭০টি রথ ও হস্তী, ১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক এবং ৬৫,৬১০টি অশ্ব নিয়ে এক অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনী হয়। মহাভারতের আদি পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অক্ষৌহিণীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

একো রথো গজশ্চৈকঃ নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ ।
ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্জ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে ॥
পত্তিং তু ত্রিগুণামেতাং বিদুঃ সেনামুখং বুধাঃ ।
ত্রীণি সেনামুখান্যেকো গুল্ম ইত্যভিধীয়তে ॥
ত্রয়ো গুল্মাগণো নাম বাহিনী তু গণাস্ত্রয়ঃ ।
শ্রুতাস্তিস্রস্তু বাহিন্যঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ ॥
চমূস্তু পৃতনাস্তিস্রশ্চংবস্তিস্রস্ত্বনীকিনী ।
অনীকিনীং দশগুণামাহুরক্ষৌহিণীং বুধাঃ ॥
অক্ষৌহিণ্যাস্তু সঙ্খ্যাতা রথানাং দ্বিজসত্তমাঃ ।
সঙ্খ্যাগণিততত্ত্বজ্ঞৈঃসহস্রাণ্যেকবিংশতি ॥
শতান্যুপরি চাষ্টৌ চ ভূয়স্তথা চ সপ্ততিঃ ।
গজানাং তু পরীমাণং তাবদেবাত্র নির্দিশেৎ ॥
জ্ঞেয়ং শতসহস্রং তু সহস্রাণি তথা নব ।
নরাণামধি পঞ্চাশচ্ছতানি ত্রীণি চানঘাঃ ॥

পঞ্চষষ্টিসহস্রাণি তথাশ্বানাং শতানি চ ।
দশোত্তরাণি ষট্‌ চাহুর্যথাবদভিসঙ্খ্যয়া ।
এতামক্ষৌহিণীং প্রাহুঃ সঙ্খ্যাতত্ত্ববিদোজনাঃ ॥

"একটি রথ, একটি হস্তী, পাঁচটি পদাতিক এবং তিনটি অশ্বকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পত্তি বলেন। বিজ্ঞরা জানেন যে, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ। তিন সেনামুখ কে বলা হয় গুল্ম, তিন গুল্মকে বলা হয় গণ এবং তিন গণকে বলা হয় বাহিনী। তিন বাহিনীকে পণ্ডিতেরা পৃতনা বলেন। তিন পৃতনায় এক চমূ, এবং তিন চমূতে এক অনীকিনী। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দশ অনীকিনীকে এক অক্ষৌহিণী বলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা গণনা করেন ২১,৮৭০টি রথ, সমসংখ্যক হস্তী, ১,০৯,৩৫০জন পদাতিক এবং ৬৫,৬১০টি অশ্ব নিয়ে এক অক্ষৌহিণী হয়।"

শ্লোক ৩১

যতো যতোঽসৌ প্রহরৎপরশ্বধো
মনোঽনিলৌজাঃ পরচক্রসূদনঃ ।
ততস্ততশ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরা
নিপেতুরুর্ব্যাং হতসূতবাহনাঃ ॥ ৩১ ॥

যতঃ—যেখানে; **যতঃ**—যেখানে; **অসৌ**—ভগবান পরশুরাম; **প্রহরৎ**—প্রহার করতে করতে; **পরশ্বধঃ**—পরশু বা কুঠার নামক তাঁর অস্ত্র চালনায় অত্যন্ত দক্ষ; **মনঃ**—মনের মতো; **অনিল**—বায়ুর মতো; **ওজাঃ**—বেগবান; **পর-চক্র**—শত্রুসৈন্যের শক্তি; **সূদনঃ**—সংহারকারী; **ততঃ**—সেখানে; **ততঃ**—এবং সেখানে; **ছিন্ন**—ছিন্নভিন্ন; **ভুজ**—বাহু; **ঊরু**—ঊরু; **কন্ধরাঃ**—কাঁধ; **নিপেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **উর্ব্যাম্**—ভূমিতে; **হত**—নিহত; **সূত**—সারথি; **বাহনাঃ**—বহনকারী অশ্ব এবং হস্তী।

অনুবাদ

শত্রুসৈন্যদের বিনাশ সাধনে অত্যন্ত দক্ষ ভগবান পরশুরাম মন এবং বায়ুর বেগে ধাবিত হয়ে তাঁর কুঠারের আঘাতে শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। তিনি যে দিকেই গমন করছিলেন, সেখানেই বিপক্ষ সৈন্যরা ছিন্ন বাহু, ছিন্ন ঊরু এবং ছিন্ন কন্ধর হয়ে ভূপতিত হচ্ছিল, তা ছাড়া তাদের সারথিরা, হস্তী ও অশ্ব বাহনেরাও নিহত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যুদ্ধের শুরুতেই শত্রুসৈন্যেরা যখন তাদের হস্তী, অশ্ব সহ যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন পরশুরাম মনের বেগে তাদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের সংহার করতে শুরু করেছিলেন। তারপর যখন তিনি একটু ক্লান্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর গতি একটু শ্লথ হয়েছিল এবং তিনি বায়ুবেগে শত্রুসৈন্যদের সংহার করেছিলেন। মনের গতি বায়ুর থেকে দ্রুতগামী।

শ্লোক ৩২

দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যং রুধিরৌঘকর্দমে
রণাজিরে রামকুঠারসায়কৈঃ ।
বিবৃক্ণবর্মধ্বজচাপবিগ্রহং
নিপাতিতং হৈহয় আপতদ্ রুষা ॥ ৩২ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **স্বসৈন্যম্**—তাঁর সৈনিকদের; **রুধির-ওঘ-কর্দমে**—রক্ত প্রবাহের ফলে যা কর্দমাক্ত হয়েছে; **রণ-অজিরে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **রাম-কুঠার**—ভগবান পরশুরামের কুঠারের দ্বারা; **শায়কৈঃ**—এবং বাণের দ্বারা; **বিবৃক্ণ**—ছিন্নবিচ্ছিন্ন; **বর্ম**—বর্ম; **ধ্বজ**—ধ্বজা; **চাপ**—ধনুক; **বিগ্রহম্**—শরীর; **নিপাতিতম্**—পতিত; **হৈহয়ঃ**—কার্তবীর্যার্জুন; **আপতৎ**—তীব্রবেগে সেখানে এসেছিলেন; **রুষা**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান পরশুরাম তাঁর কুঠার এবং বাণের দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সৈনিকদের বর্ম, ধ্বজা, ধনুক এবং দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিলেন, এবং তাদের রক্তে রণভূমি কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছিল। এই পরাজয় দর্শন করে কার্তবীর্যার্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুতবেগে রণভূমিতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

অথার্জুনঃ পঞ্চশতেষু বাহুভি-
র্ধনুঃষু বাণান্ যুগপৎ স সন্দধে ।
রামায় রামোঽস্ত্রভৃতাং সমগ্রণী-
স্তান্যেকধন্বেষুভিরাচ্ছিনৎ সমম্ ॥ ৩৩ ॥

অথ—তারপর; **অর্জুনঃ**—কার্তবীর্যার্জুন; **পঞ্চ-শতেষু**—পঞ্চশত; **বাহুভিঃ**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **ধনুঃষু**—ধনুকে; **বাণান্**—বাণ; **যুগপৎ**—একসঙ্গে; **সঃ**—তিনি; **সন্দধে**—যোজনা করেছিলেন; **রামায়**—ভগবান পরশুরামকে বধ করার বাসনায়; **রামঃ**—ভগবান পরশুরাম; **অস্ত্র-ভৃতাম্**—অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষম সমস্ত সৈনিকদের মধ্যে; **সমগ্রণীঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **তানি**—কার্তবীর্যার্জুনের সমস্ত ধনুক; **এক-ধন্বা**—একটি মাত্র ধনুক ধারণ করে; **ইষুভিঃ**—বাণের দ্বারা; **আচ্ছিনৎ**—খণ্ড খণ্ড করেছিলেন; **সমম্**—সহ।

অনুবাদ

তখন ভগবান পরশুরামকে বধ করার বাসনায় কার্তবীর্যার্জুন তাঁর এক হাজার বাহুর দ্বারা একসঙ্গে পাঁচশ ধনুকে বাণ যোজনা করেছিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ভগবান পরশুরাম কেবল একটি ধনুক থেকে এত বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন যে, সেগুলি তৎক্ষণাৎ কার্তবীর্যার্জুনের হস্তধৃত সমস্ত ধনুক এবং বাণ ছিন্নভিন্ন করেছিল।

শ্লোক ৩৪

পুনঃ স্বহস্তৈরচলান্ মৃধেঽঙ্ঘ্রিপা-
নুৎক্ষিপ্য বেগাদভিধাবতো যুধি ।
ভুজান্ কুঠারেণ কঠোরনেমিনা
চিচ্ছেদ রামঃ প্রসভং ত্বহেরিব ॥ ৩৪ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **স্ব-হস্তৈঃ**—তাঁর হস্তের দ্বারা; **অচলান্**—পর্বত; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **অঙ্ঘ্রিপান্**—বৃক্ষ; **উৎক্ষিপ্য**—উৎপাটন করে; **বেগাৎ**—প্রচণ্ড বেগে; **অভিধাবতঃ**—অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে; **যুধি**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **ভুজান্**—সমস্ত বাহু; **কুঠারেণ**—তাঁর কুঠারের দ্বারা; **কঠোর-নেমিনা**—তীক্ষ্ণধার; **চিচ্ছেদ**—কেটে ফেলেছিলেন; **রামঃ**—ভগবান পরশুরাম; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **তু**—কিন্তু; **অহঃ ইব**—সাপের ফণার মতো।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুনের বাণ ছিন্নভিন্ন হলে তিনি স্বহস্তে বহু পর্বত ও বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে, পরশুরামকে হত্যা করার জন্য দ্রুতবেগে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরশুরাম তখন বলপূর্বক তাঁর কুঠারের দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সাপের ফণার মতো সব ক'টি হাত কেটে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

কৃত্তবাহোঃ শিরস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গমিবাহরৎ ।
হতে পিতরি তৎপুত্রা অযুতং দুদ্রুবুর্ভয়াৎ ॥ ৩৫ ॥
অগ্নিহোত্রীমুপাবর্ত্য সবৎসাং পরবীরহা ।
সমুপেত্যাশ্রমং পিত্রে পরিক্লিষ্টাং সমর্পয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

কৃত্ত-বাহোঃ—ছিন্নবাহু কার্তবীর্যার্জুনের; **শিরঃ**—মস্তক; **তস্য**—তাঁর (কার্তবীর্যার্জুনের); **গিরেঃ**—পর্বতের; **শৃঙ্গম্**—শিখর; **ইব**—সদৃশ; **আহরৎ**—(পরশুরাম) তাঁর শরীর থেকে কেটে ফেলেছিলেন; **হতে পিতরি**—তাদের পিতার মৃত্যু হলে; **তৎ-পুত্রাঃ**—তাঁর পুত্ররা; **অযুতম্**—দশ হাজার; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করেছিল; **ভয়াৎ**—ভয়ে; **অগ্নিহোত্রীম্**—কামধেনু; **উপাবর্ত্য**—নিয়ে এসে; **সবৎসাম্**—বৎস সহ; **পর-বীরহা**—বীর শত্রুদের সংহারকারী পরশুরাম; **সমুপেত্য**—প্রত্যাবর্তন করে; **আশ্রমম্**—তাঁর পিতার আশ্রমে; **পিত্রে**—তাঁর পিতাকে; **পরিক্লিষ্টাম্**—ক্লেশপ্রাপ্তা; **সমর্পয়ৎ**—অর্পণ করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, পরশুরাম ছিন্নবাহু কার্তবীর্যার্জুনের মস্তক পর্বতশৃঙ্গের মতো ছেদন করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের দশ হাজার পুত্র তাদের পিতাকে নিহত হতে দেখে ভয়ে পলায়ন করেছিল। তারপর শত্রুনিধন করে পরশুরাম অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্তা কামধেনুটিকে মুক্ত করে বৎস সহ আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাঁর পিতা জমদগ্নিকে প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

স্বকর্ম তৎকৃতং রামঃ পিত্রে ভ্রাতৃভ্য এব চ ।
বর্ণয়ামাস তচ্ছ্রুত্বা জমদগ্নিরভাষত ॥ ৩৭ ॥

স্ব-কর্ম—তাঁর কার্যকলাপ; **তৎ**—সেই সমস্ত; **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত; **রামঃ**—পরশুরাম; **পিত্রে**—তাঁর পিতাকে; **ভ্রাতৃভ্যঃ**—তাঁর ভ্রাতাদের; **এব চ**—ও; **বর্ণয়াম্ আস**—বর্ণনা করেছিলেন; **তৎ**—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **জমদগ্নিঃ**—পরশুরামের পিতা; **অভাষত**—এই কথাগুলি বলেছিলেন।

অনুবাদ

পরশুরাম তাঁর পিতা এবং ভ্রাতাদের কাছে কার্তবীর্যার্জুনকে নিধন করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছিলেন। সেই কথা শুনে জমদগ্নি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

রাম রাম মহাবাহো ভবান্ পাপমকারষীৎ ।
অবধীন্নরদেবং যৎ সর্বদেবময়ং বৃথা ॥ ৩৮ ॥

রাম রাম—হে পুত্র পরশুরাম; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **ভবান্**—তুমি; **পাপম্**—পাপ; **অকারষীৎ**—করেছ; **অবধীৎ**—বধ করেছ; **নরদেবম্**—রাজাকে; **যৎ**—যিনি; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সর্বদেবময়; **বৃথা**—অনর্থক।

অনুবাদ

হে মহাবীর পরশুরাম! তুমি সর্বদেবময় রাজাকে অকারণে বধ করে পাপ করেছ।

শ্লোক ৩৯

বয়ং হি ব্রাহ্মণাস্তাত ক্ষময়ার্হণতাং গতাঃ ।
যয়া লোকগুরুর্দেবঃ পারমেষ্ঠ্যমগাৎ পদম্ ॥ ৩৯ ॥

বয়ম্—আমরা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণ; **তাত**—হে পুত্র; **ক্ষময়া**—ক্ষমাগুণের দ্বারা; **অর্হণতাম্**—পূজ্য; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছি; **যয়া**—এই গুণের দ্বারা; **লোক-গুরুঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের গুরু; **দেবঃ**—ব্রহ্মা; **পারমেষ্ঠ্যম্**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; **অগাৎ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **পদম্**—পদ।

অনুবাদ

হে বৎস! আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের ক্ষমাগুণের ফলে আমরা সকলের পূজ্য হয়েছি। এই ক্ষমাগুণের ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গুরু ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্লোক ৪০

ক্ষময়া রোচতে লক্ষ্মীর্ব্রাহ্মী সৌরী যথা প্রভা ।
ক্ষমিণামাশু ভগবাংস্তুষ্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

ক্ষময়া—কেবল ক্ষমাগুণের দ্বারা; **রোচতে**—সুখদায়ক হয়; **লক্ষ্মীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ব্রাহ্মী**—ব্রাহ্মণোচিত গুণের দ্বারা; **সৌরী**—সূর্যদেব; **যথা**—যেমন; **প্রভা**—সূর্যকিরণ; **ক্ষমিণাম্**—ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণদের; **আশু**—অতি শীঘ্র; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তুষ্যতে**—প্রসন্ন হন; **হরিঃ**—ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের কর্তব্য সূর্যের মতো দীপ্তিশালী ক্ষমাগুণের অনুশীলন করা। ক্ষমাশীল পুরুষদের প্রতি ভগবান শ্রীহরি প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন গুণের ফলে সুন্দর হন। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, কোকিল কালো হলেও তার মধুর কণ্ঠের জন্য সুন্দর। তেমনই, স্ত্রী সুন্দর হয় সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের ফলে, এবং কুৎসিত পুরুষ সুন্দর হন তাঁর পাণ্ডিত্যের ফলে। তেমনই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র তাঁদের গুণের ফলে সুন্দর হন। ব্রাহ্মণ সুন্দর হন ক্ষমাগুণের ফলে, ক্ষত্রিয় সুন্দর হন বীরত্বে ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতার ফলে, বৈশ্য সুন্দর হন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের উন্নতি সাধন ও গোরক্ষার ফলে এবং শূদ্র সুন্দর হন বিশ্বস্ততা সহকারে তাঁর প্রভুর প্রসন্নতা বিধান করার ফলে। এইভাবে সকলেই তাঁদের গুণের দ্বারা সুন্দর হন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের সেই বিশেষ গুণটি হচ্ছে ক্ষমাশীলতা।

শ্লোক ৪১

রাজ্ঞো মূর্ধাভিষিক্তস্য বধো ব্রহ্মবধাদ্ গুরুঃ ।
তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহ্যঙ্গাচ্যুতচেতনঃ ॥ ৪১ ॥

রাজ্ঞঃ—রাজার; **মূর্ধ-অভিষিক্তস্য**—যিনি সম্রাটরূপে বিখ্যাত হয়েছেন; **বধঃ**—বধ; **ব্রহ্ম-বধাৎ**—ব্রাহ্মণকে বধ করার থেকেও; **গুরুঃ**—গুরুতর; **তীর্থ-সংসেবয়া**—তীর্থস্থানের সেবা করার দ্বারা; **চ**—ও; **অংহঃ**—পাপকর্ম; **জহি**—ধৌত কর; **অঙ্গ**—হে প্রিয় পুত্র; **অচ্যুত-চেতনঃ**—পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে।

অনুবাদ

হে বৎস! সার্বভৌম রাজাকে বধ করা ব্রাহ্মণবধ থেকেও গুরুতর। কিন্তু তুমি যদি কৃষ্ণভাবনাময় হও এবং তীর্থস্থানের সেবা কর, তা হলে তুমি সেই মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পার।

তাৎপর্য

সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় (*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি*)। যে দিন থেকে বা যেই ক্ষণ থেকে মানুষ সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তিনি যত পাপীই হোন না কেন, তাঁর সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একটি আদর্শ স্থাপন করার জন্য জমদগ্নি তাঁর পুত্র পরশুরামকে তীর্থসেবা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ যেহেতু শুরু থেকেই সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হতে পারেন না, তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে তিনি যেন তীর্থপর্যটন করে সেখানকার সাধুসঙ্গের প্রভাবে ক্রমশ পাপমুক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'ভগবানের যোদ্ধা অবতার পরশুরাম' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবান পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা জমদগ্নিকে হত্যা করলে, পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন। এই অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রের বংশধরদেরও বর্ণনা করা হয়েছে।

জমদগ্নির পত্নী রেণুকা যখন গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে গন্ধর্বরাজকে অপ্সরাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে দেখেন, তখন তিনি মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হন। তাঁর এই পাপ বাসনার জন্য তিনি তাঁর পতির দ্বারা দণ্ডিত হন। পরশুরাম তাঁর মাতা এবং ভ্রাতাদের বধ করেন, কিন্তু পরে জমদগ্নি তাঁর তপস্যার প্রভাবে তাঁদের পুনরুজ্জীবিত করেন। কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা পরশুরাম কর্তৃক তাদের পিতার মৃত্যুর কথা স্মরণপূর্বক প্রতিশোধ নিতে সঙ্কল্প করে, এবং পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নির আশ্রমে গিয়ে ভগবানের ধ্যানরত জমদগ্নিকে হত্যা করে। পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে মৃত পিতাকে দর্শন করে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তাঁর ভ্রাতাদের পিতার মৃতদেহ রক্ষা করতে বলে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করতে মনস্থ করে বহির্গত হন। তাঁর কুঠার নিয়ে তিনি কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী মাহিষ্মতীপুরে যান এবং কার্তবীর্যার্জুনের সব কটি পুত্রকে সংহার করেন। তাদের রক্তধারায় একটি নদী প্রবাহিত হয়। পরশুরাম কিন্তু কেবল কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের সংহার করেই ক্ষান্ত হননি, পরন্তু ক্ষত্রিয়রা অত্যাচারী হলে তিনি তাদেরও সংহার করেন। এইভাবে তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর নিহত পিতার মস্তক তাঁর দেহে যোজনা করে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য বিবিধ যজ্ঞ করেন। তার ফলে জমদগ্নি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে উন্নীত হন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম এখনও মহেন্দ্র পর্বতে বর্তমান আছেন। পরবর্তী মন্বন্তরে তিনি বৈদিক জ্ঞান প্রবর্তন করবেন।

গাধির বংশে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। তিনি তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর একশত এক পুত্র ছিল, যাঁরা মধুচ্ছন্দা নামে বিখ্যাত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেফকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু প্রজাপতিদের কৃপায় তিনি মুক্ত হন। তারপর তিনি গাধি-বংশে দেবরাত নামে বিখ্যাত হন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশজন জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে স্বীকার না করায়, বিশ্বামিত্রের শাপে তাঁরা বৈদিক সভ্যতার প্রতি অশ্রদ্ধা-পরায়ণ ম্লেচ্ছতে পরিণত হন। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের একপঞ্চাশতম পুত্র শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে অঙ্গীকার করেন, এবং তার ফলে তাঁদের পিতা বিশ্বামিত্র তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বরদান করেন। এইভাবে দেবরাত কৌশিকবংশে স্বীকৃত হন এবং তার ফলে কৌশিকগোত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ রয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

পিত্রোপশিক্ষিতো রামস্তথেতি কুরুনন্দন ।
সংবৎসরং তীর্থযাত্রং চরিত্বাশ্রমমাব্রজৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **উপশিক্ষিতঃ**—এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে; **রামঃ**—ভগবান পরশুরাম; **তথা ইতি**—তাই হোক; **কুরু-নন্দন**—হে কুরুবংশীয় মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সংবৎসরম্**—এক বছর; **তীর্থ-যাত্রাম্**—তীর্থপর্যটন করে; **চরিত্বা**—সম্পাদন করে; **আশ্রমম্**—তাঁর আশ্রমে; **আব্রজৎ**—ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ! পিতা কর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, পরশুরাম সেই আদেশ অঙ্গীকারপূর্বক এক বছর তীর্থপর্যটন করে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন।

শ্লোক ২

কদাচিদ্ রেণুকা যাতা গঙ্গায়াং পদ্মমালিনম্ ।
গন্ধর্বরাজং ক্রীড়ন্তমপ্সরোভিরপশ্যত ॥ ২ ॥

কদাচিৎ—একসময়; **রেণুকা**—জমদগ্নির পত্নী, পরশুরামের মাতা রেণুকা; **যাতা**—গিয়েছিলেন; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **পদ্ম-মালিনম্**—পদ্মমালায় শোভিত; **গন্ধর্ব-রাজম্**—গন্ধর্বরাজ; **ক্রীড়ন্তম্**—ক্রীড়ারত; **অপ্সরোভিঃ**—অপ্সরাদের সঙ্গে; **অপশ্যত**—দেখেছিলেন।

অনুবাদ

একসময় জমদগ্নির পত্নী রেণুকা গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে পদ্মফুলের মালায় শোভিত গন্ধর্বরাজকে অপ্সরাদের সঙ্গে খেলা করতে দেখেছিলেন।

শ্লোক ৩

বিলোকয়ন্তী ক্রীড়ন্তমুদকার্থং নদীং গতা ।
হোমবেলাং ন সস্মার কিঞ্চিচ্চিত্ররথস্পৃহা ॥ ৩ ॥

বিলোকয়ন্তী—অবলোকন করে; **ক্রীড়ন্তম্**—ক্রীড়ারত গন্ধর্বরাজকে; **উদক-অর্থম্**—জল আনার জন্য; **নদীম্**—নদীতে; **গতা**—তিনি যখন গিয়েছিলেন; **হোম-বেলাম্**—হোম অনুষ্ঠান করার সময়; **ন সস্মার**—স্মরণ না করে; **কিঞ্চিৎ**—ঈষৎ; **চিত্ররথ**—চিত্ররথ নামক গন্ধর্বরাজের; **স্পৃহা**—সঙ্গ কামনা করেছিলেন।

অনুবাদ

গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ারত গন্ধর্বরাজকে দর্শন করে রেণুকা তাঁর প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হয়েছিলেন এবং হোমের সময় যে অতিবাহিত হচ্ছিল, সেই কথা তাঁর স্মরণ হল না।

শ্লোক ৪

কালাত্যয়ং তং বিলোক্য মুনেঃ শাপবিশঙ্কিতা ।
আগত্য কলশং তস্থৌ পুরোধায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪ ॥

কাল-অত্যয়ম্—সময় অতীত হয়েছে; **তম্**—তা; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **মুনেঃ**—মহর্ষি জমদগ্নির; **শাপ-বিশঙ্কিতা**—অভিশাপের ভয়ে ভীতা হয়ে; **আগত্য**—ফিরে এসে; **কলশম্**—কলস; **তস্থৌ**—দাঁড়িয়েছিলেন; **পুরোধায়**—ঋষির সম্মুখে স্থাপন করে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—করজোড়ে।

অনুবাদ

তারপর, যজ্ঞের সময় অতিবাহিত হয়েছে দেখে রেণুকা তাঁর পতির অভিশাপের ভয়ে ভীতা হয়েছিলেন, এবং গৃহে ফিরে এসে জলের কলসি তাঁর সামনে রেখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

ব্যভিচারং মুনির্জ্ঞাত্বা পত্ন্যাঃ প্রকুপিতোঽব্রবীৎ।
ঘ্নতৈনাং পুত্রকাঃ পাপামিত্যুক্তাস্তে ন চক্রিরে ॥ ৫ ॥

ব্যভিচারম্—ব্যভিচার; **মুনিঃ**—জমদগ্নি মুনি; **জ্ঞাত্বা**—জানতে পেরে; **পত্ন্যাঃ**—তাঁর পত্নীর; **প্রকুপিতঃ**—তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **ঘ্নত**—হত্যা কর; **এনাম্**—একে; **পুত্রকাঃ**—হে পুত্রগণ; **পাপাম্**—পাপীয়সী; **ইতি উক্তাঃ**—এই বলে; **তে**—সমস্ত পুত্ররা; **ন**—করেননি; **চক্রিরে**—তাঁর আদেশ পালন।

অনুবাদ

জমদগ্নি তাঁর পত্নীর এই ব্যভিচার অবগত হয়েছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, "হে পুত্রগণ, এই পাপীয়সী রমণীকে হত্যা কর!" কিন্তু তাঁর পুত্ররা তাঁর আদেশ পালন করেনি।

শ্লোক ৬

রামঃ সঞ্চোদিতঃ পিত্রা ভ্রাতৄন্ মাত্রা সহাবধীৎ।
প্রভাবজ্ঞো মুনেঃ সম্যক্ সমাধেস্তপসশ্চ সঃ ॥ ৬ ॥

রামঃ—ভগবান পরশুরাম; **সঞ্চোদিতঃ**—(তাঁর মাতা এবং ভ্রাতাদের হত্যা করতে) অনুপ্রাণিত হয়ে; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **ভ্রাতৄন্**—তাঁর ভ্রাতাদের; **মাত্রা সহ**—মাতাসহ; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **প্রভাবজ্ঞঃ**—প্রভাব সম্বন্ধে অবগত; **মুনেঃ**—মুনির; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **সমাধেঃ**—সমাধির দ্বারা; **তপসঃ**—তপস্যার দ্বারা; **চ**—ও; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

জমদগ্নি তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরামকে তাঁর আদেশ অমান্যকারী পুত্রদের এবং মানসে ব্যভিচারিণী মাতাকে বধ করতে বলেছিলেন। পিতার সমাধি এবং

তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন বলে পরশুরাম তৎক্ষণাৎ তাঁর মাতা এবং ভ্রাতাদের বধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রভাবজ্ঞঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পরশুরাম তাঁর পিতার প্রভাব অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর পিতার আদেশ পালন করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি মনে মনে বিচার করেছিলেন যে, তিনি যদি তাঁর পিতার আদেশ অমান্য করেন, তা হলে তিনি অভিশপ্ত হবেন, কিন্তু তিনি যদি তাঁর পিতার আদেশ পালন করেন, তা হলে তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন এবং পিতা প্রসন্ন হলে পরশুরাম তাঁর কাছে বর চাইবেন যাতে তাঁর মাতা এবং ভ্রাতারা তাঁদের জীবন ফিরে পান। সেই বিষয়ে পরশুরামের মনে কোন সন্দেহ ছিল না, এবং তাই তিনি তাঁর মাতা ও ভ্রাতাদের বধ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

বরেণচ্ছন্দয়ামাস প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ ।
বব্রে হতানাং রামোঽপি জীবিতং চাস্মৃতিং বধে ॥ ৭ ॥

বরেণ ছন্দয়াম্ আস—তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে বর চাইতে বলেছিলেন; **প্রীতঃ**—(তাঁর প্রতি) অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **সত্যবতী-সুতঃ**—সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি; **বব্রে**—বলেছিলেন; **হতানাম্**—আমার মৃত মাতা এবং ভ্রাতাদের; **রামঃ**—পরশুরাম; **অপি**—ও; **জীবিতম্**—তারা জীবিত হোক; **চ**—ও; **অস্মৃতিম্**—তাদের যেন কোন স্মৃতি না থাকে; **বধে**—আমার দ্বারা নিহত হওয়ার।

অনুবাদ

সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি পরশুরামের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। পরশুরাম তখন বলেছিলেন, "আমার মাতা এবং ভ্রাতারা পুনরুজ্জীবিত হোক, এবং আমি যে তাঁদের হত্যা করেছি সেই কথা যেন তাঁদের কখনও স্মরণ না হয়। আমি এই বর প্রার্থনা করি।"

শ্লোক ৮

উত্তস্থুস্তে কুশলিনো নিদ্রাপায় ইবাঞ্জসা ।
পিতুর্বিদ্বাংস্তপোবীর্যং রামশ্চক্রে সুহৃদ্বধম্ ॥ ৮ ॥

উত্তস্থুঃ—উঠেছিলেন; **তে**—পরশুরামের মাতা এবং ভ্রাতারা; **কুশলিনঃ**—সুখে জীবিত হয়ে; **নিদ্রা-অপায়ে**—নিদ্রার অবসানে; **ইব**—সদৃশ; **অঞ্জসা**—অতি শীঘ্র; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **বিদ্বান্**—অবগত হয়ে; **তপঃ**—তপস্যা; **বীর্যম্**—শক্তি; **রামঃ**—পরশুরাম; **চক্রে**—সম্পাদন করেছিলেন; **সুহৃৎ-বধম্**—আত্মীয় বধ।

অনুবাদ

তারপর, জমদগ্নির বরে পরশুরামের মাতা এবং ভ্রাতারা জীবিত হয়েছিলেন, যেন নিদ্রাবসানে তাঁরা সুখে জেগে উঠেছিলেন। পরশুরাম তাঁর পিতার আদেশে স্বজন বধ করেছিলেন। কারণ তিনি তাঁর পিতার তপস্যা, জ্ঞান এবং বীর্য অবগত ছিলেন।

শ্লোক ৯

যেঽর্জুনস্য সুতা রাজন্ স্মরন্তঃ স্বপিতুর্বধম্ ।
রামবীর্যপরাভূতা লেভিরে শর্ম ন ক্বচিৎ ॥ ৯ ॥

যে—যারা; **অর্জুনস্য**—কার্তবীর্যার্জুনের; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **স্মরন্তঃ**—সর্বদা স্মরণ করে; **স্ব-পিতুঃ বধম্**—(পরশুরামের দ্বারা) তাদের পিতার বধের কথা; **রামবীর্য-পরাভূতাঃ**—পরশুরামের বীর্যে পরাভূত; **লেভিরে**—প্রাপ্ত হওয়া; **শর্ম**—সুখ; **ন**—না; **ক্বচিৎ**—কোন সময়।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কার্তবীর্যার্জুনের যে সমস্ত পুত্ররা পরশুরামের বীর্যে পরাভূত হয়েছিল, তারা তাদের পিতার বধের কথা সর্বদা স্মরণ করার ফলে, কখনও শান্তি লাভ করতে পারেনি।

তাৎপর্য

জমদগ্নি তাঁর তপস্যার প্রভাবে অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী রেণুকার ঈষৎ অপরাধের জন্য তাঁকে বধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর পাপ হয়েছিল, এবং তাই জমদগ্নি কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন, যে কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কার্তবীর্যার্জুনকে বধ করার ফলে পরশুরামও পাপের দ্বারা প্রভাবিত হন, যদিও সেটি গর্হিত অপরাধ ছিল না। অতএব, কার্তবীর্যার্জুন, পরশুরাম, জমদগ্নি অথবা যেই হোন না কেন, সকলেরই

কর্তব্য অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে আচরণ করা; তা না হলে পাপের ফল ভোগ করতে হতে পারে। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই।

শ্লোক ১০

একদাশ্রমতো রামে সভ্রাতরি বনং গতে ।
বৈরং সিষাধয়িষবো লব্ধচ্ছিদ্রা উপাগমন্ ॥ ১০ ॥

একদা—একসময়; **আশ্রমতঃ**—জমদগ্নির আশ্রম থেকে; **রামে**—পরশুরাম যখন; **স-ভ্রাতরি**—তাঁর ভ্রাতাগণ সহ; **বনম্**—বনে; **গতে**—গিয়েছিলেন; **বৈরম্**—পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ; **সিষাধয়িষবঃ**—পূর্ণ করার বাসনায়; **লব্ধচ্ছিদ্রাঃ**—সুযোগ গ্রহণ করে; **উপাগমন্**—তারা জমদগ্নির আশ্রমের কাছে এসেছিল।

অনুবাদ

একসময় পরশুরাম যখন বসুমান্ প্রভৃতি ভ্রাতাদের সঙ্গে আশ্রম থেকে বনে গিয়েছিলেন, তখন কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা সেই সুযোগে পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জমদগ্নির আশ্রমে এসেছিল।

শ্লোক ১১

দৃষ্ট্বাগ্ন্যাগার আসীনমাবেশিতধিয়ং মুনিম্ ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে জঘ্নুস্তে পাপনিশ্চয়াঃ ॥ ১১ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অগ্নি-আগারে**—যে স্থানে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **আবেশিত**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; **ধিয়ম্**—বুদ্ধির দ্বারা; **মুনিম্**—মহর্ষি জমদগ্নি; **ভগবতি**—ভগবানকে; **উত্তম-শ্লোকে**—উত্তম শ্লোকের দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়; **জঘ্নুঃ**—হত্যা করেছিল; **তে**—কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা; **পাপ-নিশ্চয়াঃ**—মহাপাপ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, অথবা মূর্তিমান পাপ।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা পাপকর্ম করতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। তাই তারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে উপবিষ্ট উত্তমশ্লোক ভগবানের ধ্যানে মগ্ন জমদগ্নিকে দেখতে পেয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল।

শ্লোক ১২

যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া রামমাত্রাতিদারুণাঃ ।
প্রসহ্য শির উৎকৃত্য নিন্যুস্তে ক্ষত্রবন্ধবঃ ॥ ১২ ॥

যাচ্যমানাঃ—তাঁর পতির প্রাণ ভিক্ষা করে; **কৃপণয়া**—দীনা অবলা রমণী; **রাম-মাত্রা**—পরশুরামের মায়ের দ্বারা; **অতি-দারুণাঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **শিরঃ**—জমদগ্নির মস্তক; **উৎকৃত্য**—ছিন্ন করে; **নিন্যুঃ**—নিয়ে গিয়েছিল; **তে**—কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রেরা; **ক্ষত্র-বন্ধবঃ**—ক্ষত্রিয় নয় অথচ ক্ষত্রিয়ের অতি জঘন্য পুত্রগণ।

অনুবাদ

পরশুরামের মাতা অর্থাৎ জমদগ্নির পত্নী রেণুকা অত্যন্ত করুণভাবে তাঁর পতির প্রাণভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কার্তবীর্যার্জুনের ক্ষত্রিয়াধম পুত্ররা এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, তাঁর আকুল আবেদনে কর্ণপাত না করে তারা বলপূর্বক জমদগ্নির মস্তক ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ১৩

রেণুকা দুঃখশোকার্তা নিঘ্নন্ত্যাত্মানমাত্মনা ।
রাম রামেতি তাতেতি বিচুক্রোশোচ্চকৈঃ সতী ॥ ১৩ ॥

রেণুকা—জমদগ্নির পত্নী রেণুকা; **দুঃখ-শোক-আর্তা**—(তাঁর পতির মৃত্যুতে) অত্যন্ত শোকার্তা হয়ে; **নিঘ্নন্তী**—আঘাত করে; **আত্মানম্**—তাঁর নিজের শরীরে; **আত্মনা**—নিজেই; **রাম**—হে পরশুরাম; **রাম**—হে পরশুরাম; **ইতি**—এইভাবে; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **ইতি**—এইভাবে; **বিচুক্রোশ**—ক্রন্দন করতে শুরু করেছিলেন; **উচ্চকৈঃ**—উচ্চস্বরে; **সতী**—পরম পতিব্রতা।

অনুবাদ

পতির মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্তা হয়ে পতিব্রতা রেণুকা তাঁর নিজের শরীরে নিজেই করাঘাত করতে করতে "হে রাম! হে প্রিয় পুত্র রাম!" বলে বিলাপ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তদুপশ্রুত্য দূরস্থা হা রামেত্যার্তবৎস্বনম্ ।
ত্বরয়াশ্রমমাসাদ্য দদৃশুঃ পিতরং হতম্ ॥ ১৪ ॥

তৎ—রেণুকার সেই ক্রন্দন; **উপশ্রুত্য**—শুনে; **দূরস্থাঃ**—দূরে থাকলেও; **হা রাম**—হে রাম, হে রাম; **ইতি**—এই প্রকার; **আর্তবৎ**—অত্যন্ত শোকার্ত; **স্বনম্**—ধ্বনি; **ত্বরয়া**—অতি দ্রুত; **আশ্রমম্**—জমদগ্নির আশ্রমে; **আসাদ্য**—এসে; **দদৃশুঃ**—দর্শন করেছিলেন; **পিতরম্**—পিতাকে; **হতম্**—নিহত।

অনুবাদ

পরশুরাম সহ জমদগ্নির পুত্ররা বহু দূর থেকে "হা রাম, হা পুত্র!" রেণুকার এই আর্তনাদ শ্রবণ করে দ্রুত আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং তাঁদের পিতা জমদগ্নি যে নিহত হয়েছেন তা দেখেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তে দুঃখরোষামর্ষার্তিশোকবেগবিমোহিতাঃ ।
হা তাত সাধো ধর্মিষ্ঠ ত্যক্ত্বাস্মান্ স্বর্গতো ভবান্ ॥ ১৫ ॥

তে—জমদগ্নির পুত্ররা; **দুঃখ**—দুঃখ; **রোষ**—ক্রোধ; **অমর্ষ**—অসহিষ্ণুতা; **আর্তি**—সন্তাপ; **শোক**—এবং শোকের; **বেগ**—বেগে; **বিমোহিতাঃ**—মোহিত হয়ে; **হা তাত**—হে পিতা; **সাধো**—হে সাধু; **ধর্মিষ্ঠ**—পরম ধার্মিক; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অস্মান্**—আমাদের; **স্বঃ-গতঃ**—স্বর্গলোকে গমন করেছেন; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

দুঃখ, ক্রোধ, অমর্ষ, আর্তি এবং শোকের বেগে অত্যন্ত বিমোহিত হয়ে জমদগ্নির পুত্ররা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে করতে বলেছিলেন, "হে পিতা, হে সাধু, হে পরম ধার্মিক, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেছেন!"

শ্লোক ১৬

বিলপ্যৈবং পিতুর্দেহং নিধায় ভ্রাতৃষু স্বয়ম্ ।
প্রগৃহ্য পরশুং রামঃ ক্ষত্রান্তায় মনো দধে ॥ ১৬ ॥

বিলপ্য—বিলাপ করে; **এবম্**—এইভাবে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **দেহম্**—দেহ; **নিধায়**—সমর্পণ করে; **ভ্রাতৃষু**—ভ্রাতাদের কাছে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **প্রগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **পরশুম্**—কুঠার; **রামঃ**—পরশুরাম; **ক্ষত্র-অন্তায়**—সমস্ত ক্ষত্রিয়দের শেষ করার জন্য; **মনঃ**—মন; **দধে**—স্থির করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে বিলাপ করতে করতে পরশুরাম তাঁর পিতার মৃতদেহ ভ্রাতাদের হস্তে সমর্পণ করে, তাঁর কুঠার নিয়ে পৃথিবী থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

গত্বা মাহিষ্মতীং রামো ব্রহ্মঘ্নবিহতশ্রিয়ম্ ।
তেষাং স শীর্ষভী রাজন্ মধ্যে চক্রে মহাগিরিম্ ॥ ১৭ ॥

গত্বা—গিয়ে; **মাহিষ্মতীম্**—মাহিষ্মতী নগরীতে; **রামঃ**—পরশুরাম; **ব্রহ্মঘ্ন**—ব্রাহ্মণকে হত্যা করার ফলে; **বিহত-শ্রিয়ম্**—সমস্ত ঐশ্বর্যবিহীন, বিনষ্ট; **তেষাম্**—তাদের সকলকে (কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রগণ এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের); **সঃ**—তিনি, পরশুরাম; **শীর্ষভিঃ**—দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মধ্যে**—মাহিষ্মতী নগরীতে; **চক্রে**—করেছিলেন; **মহা-গিরিম্**—এক বিশাল পর্বত।

অনুবাদ

হে রাজন্! তারপর পরশুরাম ব্রহ্মহত্যার পাপে হতশ্রী মাহিষ্মতী নগরীতে গিয়ে, সেই নগরীর মাঝখানে কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের মস্তকের দ্বারা এক বিশাল পর্বত নির্মাণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮-১৯

তদ্রক্তেন নদীং ঘোরামব্রহ্মণ্যভয়াবহাম্ ।
হেতুং কৃত্বা পিতৃবধং ক্ষত্রেঽমঙ্গলকারিণি ॥ ১৮ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ ।
সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান্ হ্রদান্ নব ॥ ১৯ ॥

তৎ-রক্তেন—কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের রক্তের দ্বারা; **নদীম্**—একটি নদী; **ঘোরাম্**—ভয়ঙ্কর; **অব্রহ্মণ্য-ভয়-আবহাম্**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন রাজাদের ভয়াবহ; **হেতুম্**—কারণ; **কৃত্বা**—করে; **পিতৃ-বধম্**—তাঁর পিতৃহত্যার; **ক্ষত্রে**—যখন সমস্ত ক্ষত্রিয়রা; **অমঙ্গল-কারিণি**—অমঙ্গল আচরণকারী হয়েছিল; **ত্রিঃসপ্ত-কৃতঃ**—একুশবার; **পৃথিবীম্**—সারা পৃথিবী; **কৃত্বা**—করে; **নিঃক্ষত্রিয়াম্**—ক্ষত্রিয়বিহীন; **প্রভুঃ**—ভগবান পরশুরাম; **সমন্তপঞ্চকে**—সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে; **চক্রে**—করেছিলেন; **শোণিত-উদান্**—জলের পরিবর্তে রক্তের দ্বারা পূর্ণ; **হ্রদান্**—হ্রদ; **নব**—ন'টি।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুনের এই সমস্ত পুত্রদের রক্তে ভগবান পরশুরাম ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী রাজাদের ভয়াবহ এক নদী সৃষ্টি করেছিলেন। ক্ষত্রিয়রা যেহেতু পাপাচরণ করতে শুরু করেছিল, তাই পরশুরাম তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধের অছিলায় পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, এবং সমন্তপঞ্চকে তাদের রক্তে তিনি ন'টি হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরশুরাম হচ্ছেন ভগবান, এবং তাঁর অবতরণের শাশ্বত উদ্দেশ্য হচ্ছে *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—সাধুদের রক্ষা করা এবং দুষ্কৃতকারীদের সংহার করা। সমস্ত পাপীদের সংহার করা ভগবানের অবতরণের একটি উদ্দেশ্য। ভগবান পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, কারণ তারা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী হয়েছিল। ক্ষত্রিয়রা যে তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিল, সেটি ছিল কেবল একটি অজুহাত। তাদের সংহার করার প্রকৃত কারণ ছিল যে, তারা কলুষিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের স্থিতি অশুভ ছিল। শাস্ত্রে, বিশেষভাবে *ভগবদ্গীতায়* ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির উপদেশ দেওয়া হয়েছে (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*)। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, পরশুরামের সময়ে হোক অথবা বর্তমান সময়েই হোক, সরকার যদি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুসরণ না করে দায়িত্বহীন এবং পাপাসক্ত হয়, তা হলে অবশ্যই পরশুরামের মতো ভগবানের অবতার আবির্ভূত হবেন এবং অগ্নি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আদির দ্বারা ধ্বংসকার্য সম্পাদন করবেন। সরকার যখনই ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম রক্ষা করতে অক্ষম হয়, তখন অবশ্যই পরশুরাম যে প্রকার দুর্যোগের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রকার দুর্যোগ দেখা দেবে।

শ্লোক ২০

পিতুঃ কায়েন সন্ধায় শির আদায় বর্হিষি ।
সর্বদেবময়ং দেবমাত্মানমযজন্মখৈঃ ॥ ২০ ॥

পিতুঃ—তাঁর পিতার; **কায়েন**—শরীরের দ্বারা; **সন্ধায়**—যুক্ত করে; **শিরঃ**—মস্তক; **আদায়**—রেখে; **বর্হিষি**—কুশঘাসের উপর; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সমস্ত দেবতাদের প্রভু সর্বব্যাপ্ত ভগবান; **দেবম্**—ভগবান বাসুদেব; **আত্মানম্**—পরমাত্মারূপে যিনি সর্বত্র বিরাজমান; **অযজৎ**—পূজা করেছিলেন; **মখৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর, পরশুরাম তাঁর পিতার মস্তক তাঁর দেহে সংযোজিত করে কুশঘাসের উপর তা স্থাপন করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি সমস্ত দেবতা এবং জীবদের অন্তর্যামী সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বাসুদেবের পূজা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২১-২২

দদৌ প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্ ।
অধ্বর্যবে প্রতীচীং বৈ উদ্গাত্রে উত্তরাং দিশম্ ॥ ২১ ॥
অন্যেভ্যোহবান্তরদিশঃ কশ্যপায় চ মধ্যতঃ ।
আর্যাবর্তমুপদ্রষ্ট্রে সদস্যেভ্যস্ততঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

দদৌ—উপহাররূপে প্রদান করেছিলেন; **প্রাচীম্**—পূর্ব; **দিশম্**—দিক; **হোত্রে**—হোতা নামক পুরোহিতকে; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মা নামক পুরোহিতকে; **দক্ষিণাম্**—দক্ষিণ; **দিশম্**—দিক; **অধ্বর্যবে**—অধ্বর্যু নামক পুরোহিতকে; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম দিক; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **উদ্গাত্রে**—উদ্গাতা নামক পুরোহিতকে; **উত্তরাম্**—উত্তর; **দিশম্**—দিক; **অন্যেভ্যঃ**—অন্যদের; **অবান্তর-দিশঃ**—বিভিন্ন প্রান্ত (উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম); **কশ্যপায়**—কশ্যপ মুনিকে; **চ**—ও; **মধ্যতঃ**—মধ্যভাগ; **আর্যাবর্তম্**—আর্যাবর্ত নামক স্থান; **উপদ্রষ্ট্রে**—উপদ্রষ্টা পুরোহিতকে; **সদস্যেভ্যঃ**—সদস্য বা সহযোগী পুরোহিতদের; **ততঃ পরম্**—যা কিছু অবশিষ্ট ছিল।

অনুবাদ

যজ্ঞ সম্পন্ন করে পরশুরাম হোতাকে পূর্বদিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, উদ্গাতাকে উত্তর দিক, এবং ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত এবং বায়ু এই

চারটি দিক অন্যান্য পুরোহিতদের দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। তিনি মধ্যভাগ কশ্যপকে, আর্যাবর্ত উপদ্রষ্ট্রাকে এবং অবশিষ্ট স্থান সদস্যবর্গকে প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় আর্যাবর্ত।

শ্লোক ২৩

ততশ্চাবভৃথস্নানবিধূতাশেষকিল্বিষঃ ।
সরস্বত্যাং মহানদ্যাং রেজে ব্যভ্র ইবাংশুমান্ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তারপর; **চ**—ও; **অবভৃথ-স্নান**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর স্নান করে; **বিধূত**—ধৌত করে; **অশেষ**—অসীম; **কিল্বিষঃ**—পাপকর্মের ফল; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী নদীর তীরে; **মহা-নদ্যাম্**—ভারতবর্ষের একটি মহা নদী; **রেজে**—ভগবান পরশুরাম আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ব্যভ্রঃ**—মেঘশূন্য; **ইব অংশুমান্**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

তারপর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে পরশুরাম অবভৃথ স্নান করেছিলেন। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, পরশুরাম সরস্বতী নদীর তীরে মেঘশূন্য নির্মল আকাশে সূর্যের মতো বিরাজ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপ কর্ম করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে।" কর্মবন্ধনের অর্থ হচ্ছে একের পর এক জড় শরীর ধারণ করা। জীবনের চরম সমস্যা হচ্ছে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র বা সংসারচক্র। তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরশুরাম যদিও ছিলেন ভগবানের অবতার, তবুও তাঁকেও তাঁর পাপকর্মের জন্য জবাব দিতে হত। এই জড় জগতে মানুষ যতই সাবধান হোক না কেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পাপ হয়ে যায়। যেমন পথে চলার সময় পিপীলিকা, পোকামাকড় পদদলিত হয় এবং এইভাবে অজ্ঞাতসারে বহু প্রাণী হত্যা হয়ে যায়। তাই *বেদে* পঞ্চসূনা যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কলিযুগে মানুষকে এক বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*

—আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে পারি। *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্*—তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হলেও সর্বদা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন এবং কৃষ্ণভক্তির প্রচার করেন। সংকীর্তনের মাধ্যমে এই অবতারের আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সংকীর্তন যজ্ঞ। এই সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান মানুষকে তার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার এক বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। আমরা অন্তহীন পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ২৪

স্বদেহং জমদগ্নিস্তু লব্ধ্বা সংজ্ঞানলক্ষণম্ ।
ঋষীণাং মণ্ডলে সোঽভূৎ সপ্তমো রামপূজিতঃ ॥ ২৪ ॥

স্ব-দেহম্—তাঁর দেহ; **জমদগ্নিঃ**—জমদগ্নি ঋষি; **তু**—কিন্তু; **লব্ধ্বা**—পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে; **সংজ্ঞান-লক্ষণম্**—জীবন, জ্ঞান এবং স্মৃতির পূর্ণ লক্ষণ প্রদর্শন করে; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **মণ্ডলে**—সপ্তর্ষিমণ্ডলে; **সঃ**—তিনি (জমদগ্নি); **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সপ্তমঃ**—সপ্তম; **রাম-পূজিতঃ**—পরশুরামের দ্বারা পূজিত হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে পরশুরামের দ্বারা পূজিত হয়ে জমদগ্নি পূর্ণস্মৃতিসহ পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন, এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণশীল সাতটি নক্ষত্রকে বলা হয় সপ্তর্ষিমণ্ডল। আমাদের এই লোকের সর্বোচ্চভাগে স্থিত এই সাতটি নক্ষত্রে সাতজন ঋষি বাস করেন। তাঁরা হচ্ছেন—কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল রাত্রে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং তারা চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ধ্রুব নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে। এই সাতটি নক্ষত্রের সঙ্গে অন্য নক্ষত্ররা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে। ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগকে বলা হয় উত্তর দিক এবং নিম্নভাগকে বলা হয় দক্ষিণ দিক। আমাদের সাধারণ ব্যবহারেও, মানচিত্র অধ্যয়ন করার সময় আমরা মানচিত্রের উপরিভাগকে উত্তর দিক বলে মনে করি।

শ্লোক ২৫

জামদগ্ন্যোঽপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ ।
আগামিন্যন্তরে রাজন্ বর্তয়িষ্যতি বৈ বৃহৎ ॥ ২৫ ॥

জামদগ্ন্যঃ—জমদগ্নির পুত্র; **অপি**—ও; **ভগবান্**—ভগবান; **রামঃ**—পরশুরাম; **কমল-লোচনঃ**—পদ্মপলাশের মতো যাঁর লোচন; **আগামিনি**—পরবর্তী; **অন্তরে**—মন্বন্তরে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বর্তয়িষ্যতি**—প্রবর্তন করবেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বৃহৎ**—বৈদিক জ্ঞান।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পরবর্তী মন্বন্তরে জমদগ্নির পুত্র কমলনয়ন ভগবান পরশুরাম বৈদিক জ্ঞানের মহান প্রবর্তক হবেন। অর্থাৎ, তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম হবেন।

শ্লোক ২৬

আস্তেঽদ্যাপি মহেন্দ্রাদ্রৌ ন্যস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ ।
উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ ॥ ২৬ ॥

আস্তে—এখনও বর্তমান আছেন; **অদ্য অপি**—এখনও; **মহেন্দ্র-অদ্রৌ**—মহেন্দ্র পর্বতে; **ন্যস্ত-দণ্ডঃ**—ক্ষত্রিয়দের দণ্ড বিধানকারী অস্ত্র (ধনুক, বাণ এবং কুঠার) পরিত্যাগ করে; **প্রশান্ত**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ; **ধীঃ**—এই প্রকার বুদ্ধি; **উপগীয়মান-চরিতঃ**—তাঁর উন্নত চরিত্র এবং কার্যকলাপের জন্য পূজিত এবং বন্দিত; **সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণৈঃ**—সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং চারণদের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান পরশুরাম এখনও একজন স্থিতধী ব্রাহ্মণরূপে মহেন্দ্র পর্বতে বর্তমান আছেন। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র পরিত্যাগ করে তিনি পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয়েছেন। সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বেরা তাঁর উন্নত চরিত্র ও কার্যকলাপের জন্য সর্বদা তাঁর পূজা করেন এবং বন্দনা করেন।

শ্লোক ২৭

এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
অবতীর্য পরং ভারং ভুবোঽহন্ বহুশো নৃপান্ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **ভৃগুষু**—ভৃগুবংশে; **বিশ্ব-আত্মা**—বিশ্বের আত্মা পরমাত্মা; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **অবতীর্য**—অবতরণ করে; **পরম্**—মহান; **ভারম্**—ভার; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **অহন্**—সংহার করেছিলেন; **বহুশঃ**—বহুবার; **নৃপান্**—রাজাদের।

অনুবাদ

এইভাবে বিশ্বাত্মা, ভগবান, ঈশ্বর, শ্রীহরি ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভারস্বরূপ অবাঞ্ছিত নৃপতিদের বহুবার বধ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

গাধেরভূন্মহাতেজাঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ ।
তপসা ক্ষাত্রমুৎসৃজ্য যো লেভে ব্রহ্মবর্চসম্ ॥ ২৮ ॥

গাধেঃ—মহারাজ গাধি থেকে; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **মহা-তেজাঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **সমিদ্ধঃ**—প্রদীপ্ত; **ইব**—সদৃশ; **পাবকঃ**—অগ্নি; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ক্ষাত্রম্**—ক্ষত্রিয়ত্ব; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **যঃ**—যিনি (বিশ্বামিত্র); **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ব্রহ্ম-বর্চসম্**—ব্রাহ্মণের গুণ।

অনুবাদ

মহারাজ গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ছিলেন প্রদীপ্ত অগ্নির মতো তেজস্বী। তিনি তপস্যার প্রভাবে ক্ষত্রিয়ের পদ থেকে তেজস্বী ব্রাহ্মণের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পরশুরামের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন বিশ্বামিত্রের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করেছেন। পরশুরামের ইতিবৃত্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি ব্রাহ্মণ হলেও পরিস্থিতির বশে তাঁকে ক্ষত্রিয়ের কার্য করতে হয়েছিল। তারপর ক্ষত্রিয়ের কার্য সমাপ্ত করে তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়ে মহেন্দ্র পর্বতে ফিরে গিয়েছিলেন। তেমনই, আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর তপস্যার প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। এই ইতিবৃত্তগুলি শাস্ত্রের নির্দেশই প্রতিপন্ন করে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত গুণ প্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হতে পারে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ অথবা বৈশ্য হতে পারে এবং বৈশ্য ব্রাহ্মণ

হতে পারে। গুণ অনুসারে মানুষের বর্ণ নির্ধারিত হয়, জন্ম অনুসারে নয়। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/১১/৩৫) নারদ মুনির উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥

"যদি কেউ উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের লক্ষণগুলি প্রদর্শন করেন, তা হলে তাঁকে ভিন্ন বর্ণের বলে মনে হলেও এই লক্ষণ অনুসারে তাঁর বর্ণ নির্দিষ্ট হবে।" কে ব্রাহ্মণ এবং কে ক্ষত্রিয় সেই কথা জানতে হলে, তাদের গুণ এবং কর্মের বিবেচনা করা অবশ্য কর্তব্য। যদি সমস্ত অযোগ্য শূদ্ররা তথাকথিত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ে পরিণত হয়, তা হলে সমাজ-ব্যবস্থা পালন করা অসম্ভব হবে। তার ফলে সমাজে অরাজকতা দেখা দেবে, মানব-সমাজ পশু-সমাজে পরিণত হবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

শ্লোক ২৯

বিশ্বামিত্রস্য চৈবাসন্ পুত্রা একশতং নৃপ ।
মধ্যমস্তু মধুচ্ছন্দা মধুচ্ছন্দস এব তে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বামিত্রস্য—বিশ্বামিত্রের; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আসন্**—ছিল; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **এক-শতম্**—একশ এক; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মধ্যমঃ**—মধ্যম; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **মধুচ্ছন্দাঃ**—মধুচ্ছন্দা; **মধুচ্ছন্দসঃ**—মধুচ্ছন্দা নামক; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তে**—তাঁরা সকলে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিশ্বামিত্রের একশত এক পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দা। তার সম্পর্কে অন্য সমস্ত পুত্ররাও মধুচ্ছন্দা নামে অভিহিত হত।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈকশতং পুত্রা আসুঃ পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ পঞ্চাশৎ কনীয়াংসঃ। "বিশ্বামিত্রের একশত এক পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে পঞ্চাশজন ছিল মধুচ্ছন্দার জ্যেষ্ঠ এবং পঞ্চাশজন কনিষ্ঠ।"

শ্লোক ৩০

পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেফং দেবরাতং চ ভার্গবম্ ।
আজীগর্তং সুতানাহ জ্যেষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতাম্ ॥ ৩০ ॥

পুত্রম্—পুত্র; **কৃত্বা**—গ্রহণ করে; **শুনঃশেফম্**—শুনঃশেফ নামক; **দেবরাতম্**—দেবরাত, অর্থাৎ, দেবতারা যাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন; **চ**—ও; **ভার্গবম্**—ভৃগু-বংশজ; **আজীগর্তম্**—অজীগর্তের পুত্র; **সুতান্**—তাঁর পুত্রদের ; **আহ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **জ্যেষ্ঠঃ**—জ্যেষ্ঠ; **এষঃ**—শুনঃশেফকে; **প্রকল্প্যতাম্**—গ্রহণ কর।

অনুবাদ

বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশোদ্ভুত অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেফকে নামান্তরে দেবরাতকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রদের আদেশ দিয়েছিলেন শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে গ্রহণ করতে।

শ্লোক ৩১

যো বৈ হরিশ্চন্দ্রমখে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
স্তুত্বা দেবান্ প্রজেশাদীন্ মুমুচে পাশবন্ধনাৎ ॥ ৩১ ॥

যঃ—যিনি (শুনঃশেফ); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হরিশ্চন্দ্র-মখে**—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে; **বিক্রীতঃ**—বিক্রয় করা হয়েছিল; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **পশুঃ**—যজ্ঞের পশু; **স্তুত্বা**—স্তব করে; **দেবান্**—দেবতাদের; **প্রজা-ঈশ-আদীন্**—ব্রহ্মা আদি; **মুমুচে**—মুক্ত হয়েছিলেন; **পাশ-বন্ধনাৎ**—পশুর মতো রজ্জুর বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

শুনঃশেফের পিতা শুনঃশেফকে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য বিক্রয় করেছিলেন। শুনঃশেফকে যজ্ঞমণ্ডপে নিয়ে আসা হলে, তিনি দেবতাদের স্তব করে তাঁদের কৃপায় পাশবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে শুনঃশেফের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রকে যখন তাঁর পুত্র রোহিতকে বলি দিতে হচ্ছিল, তখন রোহিত তাঁর জীবন রক্ষার জন্য শুনঃশেফের পিতার কাছ থেকে যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য শুনঃশেফকে ক্রয় করেছিলেন। শুনঃশেফের

পিতা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কাছে তাঁকে বিক্রয় করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যবর্তী মধ্যম ভ্রাতা। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, যজ্ঞে নরবলি দেওয়ার পন্থা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

শ্লোক ৩২

যো রাতো দেবযজনে দেবৈর্গাধিষু তাপসঃ ।
দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেফস্তু ভার্গবঃ ॥ ৩২ ॥

যঃ—যিনি (শুনঃশেফ); **রাতঃ**—রক্ষিত হয়েছিলেন; **দেব-যজনে**—দেবতাদের যজ্ঞে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **গাধিষু**—গাধিবংশে; **তাপসঃ**—আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত; **দেব-রাতঃ**—দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত; **ইতি**—এইভাবে; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **শুনঃশেফঃ তু**—শুনঃশেফ; **ভার্গবঃ**—ভৃগুবংশে।

অনুবাদ

ভৃগুবংশে জন্ম হলেও শুনঃশেফ ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত, এবং তাই সেই যজ্ঞে দেবতারা তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তার ফলে তিনি গাধিবংশে দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

যে মধুচ্ছন্দসো জ্যেষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তৎ ।
অশপৎ তান্ মুনিঃ ক্রুদ্ধো ম্লেচ্ছা ভবত দুর্জনাঃ ॥ ৩৩ ॥

যে—যাঁরা; **মধুচ্ছন্দসঃ**—মধুচ্ছন্দা নামক বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ; **জ্যেষ্ঠাঃ**—জ্যেষ্ঠ; **কুশলম্**—অতি শুভ; **মেনিরে**—গ্রহণ করেছিলেন; **ন**—না; **তৎ**—তা (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব); **অশপৎ**—শাপ দিয়েছিলেন; **তান্**—পুত্রদের; **মুনিঃ**—বিশ্বামিত্র মুনি; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **ম্লেচ্ছাঃ**—বেদ বিরোধী; **ভবত**—হও; **দুর্জনাঃ**—অত্যন্ত দুষ্ট পুত্র।

অনুবাদ

মধুচ্ছন্দা নামক পঞ্চাশজন জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তার ফলে বিশ্বামিত্র তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, "তোমরা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী ম্লেচ্ছ হও।"

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ, যবন আদি নাম রয়েছে। যারা বৈদিক নীতি অনুসরণ করে না, তাদের বলা হয় ম্লেচ্ছ। পুরাকালে ম্লেচ্ছদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম, এবং বিশ্বামিত্র মুনি "ম্লেচ্ছ হও" বলে তাঁর পুত্রদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে অর্থাৎ কলিযুগে অভিশাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ জনসাধারণ স্বভাবতই ম্লেচ্ছ। এখন কলিযুগ কেবল শুরু, কিন্তু কলিযুগের শেষে কেউই বৈদিক নীতি অনুসরণ করবে না, তাই সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ম্লেচ্ছ হয়ে যাবে। তখন কল্কি অবতার অবতীর্ণ হবেন। *ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।* তিনি তাঁর তরবারির দ্বারা নির্বিচারে সমস্ত ম্লেচ্ছদের বধ করবেন।

শ্লোক ৩৪

স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্ধং পঞ্চাশতা ততঃ ।
যন্নো ভবান্ সঞ্জানীতে তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

সঃ—বিশ্বামিত্রের মধ্যম পুত্র; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **মধুচ্ছন্দাঃ**—মধুচ্ছন্দা; **সার্ধম্**—সহ; **পঞ্চাশতা**—মধুচ্ছন্দা নামক অপর পঞ্চাশজন পুত্র; **ততঃ**—এইভাবে প্রথম পঞ্চাশজন পুত্র অভিশপ্ত হওয়ার পর; **যৎ**—যা; **নঃ**—আমাদের; **ভবান্**—হে পিতা; **সঞ্জানীতে**—আপনি যা ভাল মনে করেন; **তস্মিন্**—তাতেই; **তিষ্ঠামহে**—অবস্থান করব; **বয়ম্**—আমরা সকলে।

অনুবাদ

জ্যেষ্ঠ মধুচ্ছন্দারা এইভাবে অভিশপ্ত হলে, পঞ্চাশজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ মধুচ্ছন্দা স্বয়ং তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, "হে পিতা! আপনি যা ভাল মনে করেন, আমরা তাই পালন করব।"

শ্লোক ৩৫

জ্যেষ্ঠং মন্ত্রদৃশং চক্রুস্ত্বামন্বঞ্চো বয়ং স্ম হি ।
বিশ্বামিত্রঃ সুতানাহ বীরবন্তো ভবিষ্যথ ।
যে মানং মেঽনুগৃহ্ণন্তো বীরবন্তমকর্ত মাম্ ॥ ৩৫ ॥

জ্যেষ্ঠম্—জ্যেষ্ঠ; **মন্ত্র-দৃশম্**—মন্ত্রদ্রষ্টা; **চক্রুঃ**—তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; **ত্বাম্**—তোমরা; **অন্বঞ্চঃ**—অনুসরণ করতে সম্মত হয়েছ; **বয়ম্**—আমরা; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বিশ্বামিত্রঃ**—ঋষি বিশ্বামিত্র; **সুতান্**—তাঁর আদেশ অনুসরণকারী পুত্রদের; **আহ**—বলেছিলেন; **বীর-বন্তঃ**—পুত্রের পিতা; **ভবিষ্যথ**—ভবিষ্যতে হবে; **যে**—তোমরা সকলে; **মানম্**—সম্মান; **মে**—আমার; **অনুগৃহ্নন্তঃ**—গ্রহণ করেছ; **বীর-বন্তম্**—সৎ পুত্রের পিতা; **অকর্ত**—তোমরা করেছ; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

এইভাবে কনিষ্ঠ মধুচ্ছন্দারা শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করে বলেছিলেন, "আমরা আপনার আদেশ পালন করব।" বিশ্বামিত্র তখন তাঁর অনুগত পুত্রদের বলেছিলেন, "যেহেতু তোমরা শুনঃশেফকে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করেছ, তাই আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমার আদেশ পালন করে তোমরা আমাকে যোগ্য পুত্রদের পিতা বানিয়েছ, এবং তাই আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি তোমরাও পুত্রবন্ত হবে।"

তাৎপর্য

শত পুত্রের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশজন শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ না করে বিশ্বামিত্রের আদেশ অবজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু অপর অর্ধশত পুত্র তাঁর আদেশ পালন করেছিলেন। তাই তাঁদের পিতা তাঁর অনুগত পুত্রদের আশীর্বাদ করেছিলেন যে, তাঁরা পুত্রবন্ত হবেন। তা না হলে তাঁরাও অপুত্রক ম্লেচ্ছ হওয়ার অভিশাপ প্রাপ্ত হতেন।

শ্লোক ৩৬

এষ বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতস্তমন্বিত ।
অন্যে চাষ্টকহারীতজয়ক্রতুমদাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

এষঃ—এই (শুনঃশেফ); **বঃ**—তোমাদের মতো; **কুশিকাঃ**—হে কুশিকগণ; **বীরঃ**—আমার পুত্র; **দেবরাতঃ**—দেবরাত নামক; **তম্**—তাঁকে; **অন্বিত**—আদেশ পালন কর; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **অষ্টক**—অষ্টক; **হারীত**—হারীত; **জয়**—জয়; **ক্রতুমৎ**—ক্রতুমান; **আদয়ঃ**—এবং অন্যরা।

অনুবাদ

বিশ্বামিত্র বললেন, "হে কুশিকগণ! এই দেবরাত আমার পুত্র এবং তোমাদেরই একজন। তোমরা তাঁর আদেশ পালন কর।" হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত, জয় ও ক্রতুমান আদি অন্য বহু পুত্র ছিল।

শ্লোক ৩৭

এবং কৌশিকগোত্রং তু বিশ্বামিত্রৈঃ পৃথগ্বিধম্ ।
প্রবরান্তরমাপন্নং তদ্ধি চৈবং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে (কিছু পুত্র অভিশপ্ত হয়ে এবং অন্যরা বর প্রাপ্ত হয়ে); **কৌশিক-গোত্রম্**—কৌশিকবংশ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বিশ্বামৈত্রৈঃ**—বিশ্বামিত্রের পুত্রদের দ্বারা; **পৃথক্-বিধম্**—বিভিন্ন প্রকার; **প্রবর-অন্তরম্**—একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য; **আপন্নম্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **তৎ**—তা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **এবম্**—এই প্রকার; **প্রকল্পিতম্**—নির্ণীত হয়েছিল।

অনুবাদ

বিশ্বামিত্র তাঁর কিছু পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং অন্যদের বরদান করেছিলেন। তার ফলে কৌশিক গোত্র নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রবরত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমস্ত পুত্রের মধ্যে দেবরাতকেই জ্যেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'ভগবান পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

পুরূরবার পুত্রদের বংশ বিবরণ

পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ুর পাঁচটি পুত্র ছিল। এই অধ্যায়ে তাঁদের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ প্রমুখ চারজনের বংশের বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরূরবার পুত্র আয়ুর পাঁচ পুত্র—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজী, রাভ এবং অনেনা। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র, যাঁর কাশ্য, কুশ এবং গৃৎসমদ নামক তিন পুত্র ছিল। গৃৎসমদের পুত্র শুনক এবং শুনকের পুত্র শৌনক। কাশ্যের পুত্র কাশি। কাশি থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে রাষ্ট্র, দীর্ঘতম এবং ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্তক ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরির বংশধরেরা হচ্ছেন কেতুমান্, ভীমরথ, দিবোদাস এবং দ্যুমান, যিনি প্রতর্দন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত। দ্যুমানের পুত্র অলর্ক বহু বছর ধরে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অলর্কের পুত্র-পৌত্ররা হচ্ছেন সন্ততি, সুনীথ, নিকেতন, ধর্মকেতু, সত্যকেতু, ধৃষ্টকেতু, সুকুমার, বীতিহোত্র, ভর্গ এবং ভার্গভূমি। তাঁরা সকলেই কাশি বংশজ ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধর।

রাভের পুত্র রভস এবং তাঁর পুত্র গম্ভীর। গম্ভীরের পুত্র অক্রিয় এবং অক্রিয় থেকে ব্রহ্মবিতের জন্ম হয়। অনেনার পুত্র শুদ্ধ এবং তাঁর পুত্র শুচি। শুচির পুত্র চিত্রকৃৎ এবং চিত্রকৃতের পুত্র শান্তরজ। রজীর পাঁচশত পুত্র ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই অসাধারণ বলবান ছিলেন। রজী নিজেও অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং তিনি ইন্দ্রের কাছ থেকে স্বর্গলোক অধিকার করেছিলেন। রজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা ইন্দ্রকে স্বর্গলোক ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলে, বৃহস্পতির প্রভাবে তাঁদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় এবং ইন্দ্র তখন তাঁদের পরাজিত করেন।

ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ থেকে প্রতি নামক পুত্রের জন্ম হয়। প্রতি থেকে সঞ্জয়, সঞ্জয় থেকে জয়, জয় থেকে কৃত এবং কৃত থেকে হর্যবল। হর্যবলের পুত্র ছিলেন সহদেব, সহদেবের পুত্র হীন, হীনের পুত্র জয়সেন, জয়সেনের পুত্র সঙ্কৃতি, এবং সঙ্কৃতির পুত্র জয়।

শ্লোক ১-৩

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

যঃ পুরূরবসঃ পুত্র আয়ুস্তস্যাভবন্ সুতাঃ ।
নহুষঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রাভশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১ ॥
অনেনা ইতি রাজেন্দ্র শৃণু ক্ষত্রবৃধোঽন্বয়ম্ ।
ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাত্মজাস্ত্রয়ঃ ॥ ২ ॥
কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ ।
শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ ॥ ৩ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যঃ**—যিনি; **পুরূরবসঃ**—পুরূরবার; **পুত্রঃ**—পুত্র; **আয়ুঃ**—আয়ু নামক, **তস্য**—তাঁর; **অভবন্**—ছিলেন; **সুতাঃ**—পুত্র; **নহুষঃ**—নহুষ; **ক্ষত্রবৃদ্ধঃ চ**—এবং ক্ষত্রবৃদ্ধ; **রজী**—রজী; **রাভঃ**—রাভ; **চ**—ও; **বীর্যবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **অনেনাঃ**—অনেনা; **ইতি**—এই প্রকার; **রাজ-ইন্দ্র**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **ক্ষত্রবৃদ্ধঃ**—ক্ষত্রবৃদ্ধের; **অন্বয়ম্**—রাজবংশ; **ক্ষত্রবৃদ্ধ**—ক্ষত্রবৃদ্ধের; **সুতস্য**—পুত্রের; **আসন্**—ছিলেন; **সুহোত্রস্য**—সুহোত্রের; **আত্মজাঃ**—পুত্র; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **কাশ্যঃ**—কাশ্য; **কুশঃ**—কুশ; **গৃৎসমদঃ**—গৃৎসমদ; **ইতি**—এই প্রকার; **গৃৎসমদাৎ**—গৃৎসমদ থেকে; **অভূৎ**—হয়েছিল; **শুনকঃ**—শুনক; **শৌনকঃ**—শৌনক; **যস্য**—যাঁর (শুনকের); **বহু-ঋচ-প্রবরঃ**—ঋগ্বেদজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **মুনিঃ**—মহান ঋষি।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পুরূরবার আয়ু নামক এক পুত্র ছিলেন, তাঁর নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজী, রাভ এবং অনেনা নামক অত্যন্ত বীর্যবান পাঁচজন পুত্র ছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এখন আপনি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্রের কাশ্য, কুশ এবং গৃৎসমদ নামক তিনজন পুত্র ছিলেন। গৃৎসমদ থেকে শুনকের জন্ম হয়, এবং তাঁর থেকে ঋগ্বেদজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি শৌনকের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪

কাশ্যস্য কাশিস্তৎপুত্রো রাষ্ট্রো দীর্ঘতমঃপিতা ।
ধন্বন্তরির্দীর্ঘতমস আয়ুর্বেদপ্রবর্তকঃ ।
যজ্ঞভুগ্ বাসুদেবাংশঃ স্মৃতমাত্রার্তিনাশনঃ ॥ ৪ ॥

কাশ্যস্য—কাশ্যের; **কাশিঃ**—কাশি; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **রাষ্ট্রঃ**—রাষ্ট্র; **দীর্ঘতমঃ পিতা**—তিনি দীর্ঘতমের পিতা হয়েছিলেন; **ধন্বন্তরিঃ**—ধন্বন্তরি; **দীর্ঘতমসঃ**—দীর্ঘতম থেকে; **আয়ুর্বেদ-প্রবর্তকঃ**—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্তক; **যজ্ঞ-ভুক্**—যজ্ঞের ভোক্তা; **বাসুদেব-অংশঃ**—ভগবান বাসুদেবের অংশ; **স্মৃত-মাত্র**—তাঁকে স্মরণ করা হলে; **আর্তি-নাশনঃ**—তৎক্ষণাৎ সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

কাশ্যের পুত্র কাশি এবং তাঁর পুত্র রাষ্ট্র ছিলেন দীর্ঘতমের পিতা। দীর্ঘতমের পুত্র ধন্বন্তরি, যিনি ছিলেন যজ্ঞভাগ ভোক্তা ভগবান বাসুদেবের অবতার এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্তক। এই ধন্বন্তরিকে স্মরণ করলে সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫

তৎপুত্রঃ কেতুমানস্য জজ্ঞে ভীমরথস্ততঃ ।
দিবোদাসো দ্যুমাংস্তস্মাৎ প্রতর্দন ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

তৎ-পুত্রঃ—তাঁর পুত্র (ধন্বন্তরির পুত্র); **কেতুমান্**—কেতুমান্; **অস্য**—তাঁর; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ভীমরথঃ**—ভীমরথ নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **দিবোদাসঃ**—দিবোদাস নামক এক পুত্র; **দ্যুমান্**—দ্যুমান; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **প্রতর্দনঃ**—প্রতর্দন; **ইতি**—এই প্রকার; **স্মৃতঃ**—বিদিত।

অনুবাদ

ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান এবং তাঁর পুত্র ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র দিবোদাস এবং দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান, যিনি প্রতর্দন নামেও পরিচিত।

শ্লোক ৬

স এব শত্রুজিদ্ বৎস ঋতধ্বজ ইতীরিতঃ ।
তথা কুবলয়াশ্বেতি প্রোক্তোঽলর্কাদয়স্ততঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—সেই দ্যুমান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শত্রুজিৎ**—শত্রুজিৎ; **বৎসঃ**—বৎস; **ঋতধ্বজঃ**—ঋতধ্বজ; **ইতি**—এই প্রকার; **ঈরিতঃ**—পরিচিত; **তথা**—ও; **কুবলয়াশ্ব**—কুবলয়াশ্ব; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রোক্তঃ**—কথিত; **অলর্ক-আদয়ঃ**—অলর্ক আদি অন্যান্য পুত্রগণ; **ততঃ**—তাঁর থেকে।

অনুবাদ

দ্যুমান শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর থেকে অলর্ক আদি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৭

ষষ্টিংবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিংবর্ষশতানি চ ।
নালর্কাদপরো রাজন্ বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥ ৭ ॥

ষষ্টিম্—ষাট; **বর্ষ-সহস্রাণি**—হাজার বছর; **ষষ্টিম্**—ষাট; **বর্ষ-শতানি**—শতবর্ষ; **চ**—ও; **ন**—না; **অলর্কাৎ**—অলর্ক ব্যতীত; **অপরঃ**—অন্য কেউ; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বুভুজে**—উপভোগ করেছিলেন; **মেদিনীম্**—পৃথিবী; **যুবা**—যুবকরূপে।

অনুবাদ

দ্যুমানের পুত্র অলর্ক ছেষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যুবকরূপে এত বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেননি।

শ্লোক ৮

অলর্কাৎ সন্ততিস্তস্মাৎ সুনীথোঽথ নিকেতনঃ ।
ধর্মকেতুঃ সুতস্তস্মাৎ সত্যকেতুরজায়ত ॥ ৮ ॥

অলর্কাৎ—অলর্ক থেকে; **সন্ততিঃ**—সন্ততি নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **সুনীথঃ**—সুনীথ; **অথ**—তাঁর থেকে; **নিকেতনঃ**—নিকেতন নামক এক পুত্র;

ধর্মকেতুঃ—ধর্মকেতু; **সুতঃ**—এক পুত্র; **তস্মাৎ**—এবং ধর্মকেতু থেকে; **সত্যকেতুঃ**—সত্যকেতু; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

অলর্ক থেকে সন্ততি নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র সুনীথ। সুনীথের পুত্র নিকেতন, নিকেতনের পুত্র ধর্মকেতু এবং ধর্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু।

শ্লোক ৯

ধৃষ্টকেতুস্ততস্তস্মাৎ সুকুমারঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ।
বীতিহোত্রোঽস্য ভর্গোঽতো ভার্গভূমিরভূন্নৃপ ॥ ৯ ॥

ধৃষ্টকেতুঃ—ধৃষ্টকেতু; **ততঃ**—তারপর; **তস্মাৎ**—ধৃষ্টকেতু থেকে; **সুকুমারঃ**—সুকুমার নামক এক পুত্র; **ক্ষিতি-ঈশ্বরঃ**—সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট; **বীতিহোত্রঃ**—বীতিহোত্র নামক পুত্র; **অস্য**—তাঁর পুত্র; **ভর্গঃ**—ভর্গ; **অতঃ**—তাঁর থেকে; **ভার্গভূমিঃ**—ভার্গভূমি নামক এক পুত্র; **অভূৎ**—জন্ম হয়; **নৃপঃ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টকেতুর পুত্র সুকুমার, যিনি সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন। সুকুমার থেকে বীতিহোত্র নামক পুত্রের জন্ম হয়; বীতিহোত্র থেকে ভর্গ এবং ভর্গ থেকে ভার্গভূমির জন্ম হয়।

শ্লোক ১০

ইতীমে কাশয়ো ভূপাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়ায়িনঃ ।
রাভস্য রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **ইমে**—তাঁরা সকলে; **কাশয়ঃ**—কাশি বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ভূপাঃ**—রাজারা; **ক্ষত্রবৃদ্ধ-অন্বয়-আয়িনঃ**—ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে; **রাভস্য**—রাভ থেকে; **রভসঃ**—রভস; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **গম্ভীরঃ**—গম্ভীর; **চ**—ও; **অক্রিয়ঃ**—অক্রিয়; **ততঃ**—তাঁর থেকে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সমস্ত রাজারা ছিলেন কাশি-বংশসম্ভূত, এবং তাঁদের ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধরও বলা যায়। রাভের পুত্র রভস, রভস থেকে গম্ভীর এবং গম্ভীর থেকে অক্রিয় নামক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১১

তদ্‌গোত্রং ব্রহ্মবিজ্ জজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ ।
শুদ্ধস্ততঃ শুচিস্তস্মাচ্চিত্রকৃদ্ ধর্মসারথিঃ ॥ ১১ ॥

তৎ-গোত্রম্—অক্রিয়ের বংশধর; **ব্রহ্মবিৎ**—ব্রহ্মবিদ্; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **শৃণু**—আমার কাছে শ্রবণ করুন; **বংশম্**—বংশ; **অনেনসঃ**—অনেনার; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **শুচিঃ**—শুচি; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **চিত্রকৃৎ**—চিত্রকৃৎ; **ধর্ম-সারথিঃ**—ধর্মসারথি।

অনুবাদ

অক্রিয়ের পুত্র ব্রহ্মবিৎ। হে রাজন্! এখন আপনি অনেনার বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। অনেনার পুত্র শুদ্ধ এবং শুদ্ধের পুত্র শুচি। শুচির পুত্র ধর্মসারথি, যিনি চিত্রকৃৎ নামেও পরিচিত ছিলেন।

শ্লোক ১২

ততঃ শান্তরজো জজ্ঞে কৃতকৃত্যঃ স আত্মবান্ ।
রজেঃ পঞ্চশতান্যাসন্ পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ—চিত্রকৃৎ থেকে; **শান্তরজঃ**—শান্তরজ নামক এক পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **কৃত-কৃত্যঃ**—যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **আত্মবান্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ; **রজেঃ**—রজীর; **পঞ্চ-শতানি**—পাঁচশ; **আসন্**—ছিল; **পুত্রাণাম্**—পুত্রদের; **অমিত-ওজসাম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

চিত্রকৃৎ থেকে শান্তরজ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি আত্ম-তত্ত্ববিৎ ছিলেন এবং যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করার ফলে সন্তান উৎপাদনে যত্নবান হননি। রজীর পাঁচশ পুত্র ছিল এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী।

শ্লোক ১৩

দেবৈরভ্যর্থিতো দৈত্যান্ হত্বেন্দ্রায়াদদাদ্ দিবম্ ।
ইন্দ্রস্তস্মৈ পুনর্দত্ত্বা গৃহীত্বা চরণৌ রজেঃ ।
আত্মানমর্পয়ামাস প্রহ্লাদাদ্যরিশঙ্কিতঃ ॥ ১৩ ॥

দেবৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; **অভ্যর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **দৈত্যান্**—দৈত্যদের; **হত্বা**—হত্যা করে; **ইন্দ্রায়**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **অদদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **দিবম্**—স্বর্গলোক; **ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা; **তস্মৈ**—তাঁকে (রজীকে); **পুনঃ**—পুনরায়; **দত্ত্বা**—প্রত্যর্পণ করেছিলেন; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **চরণৌ**—চরণে; **রজেঃ**—রজীর; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অর্পয়াম্ আস**—সমর্পণ করেছিলেন; **প্রহ্লাদ-আদি**—প্রহ্লাদ প্রভৃতি; **অরি-শঙ্কিতঃ**—এই প্রকার শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে।

অনুবাদ

দেবতাদের অনুরোধে রজী দৈত্যদের বধ করে ইন্দ্রকে স্বর্গলোক প্রদান করেছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ আদি শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে ইন্দ্র রজীকে স্বর্গলোক প্রত্যর্পণ করেন এবং রজীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন।

শ্লোক ১৪

পিতর্য্যুপরতে পুত্রা যাচমানায় নো দদুঃ ।
ত্রিবিষ্টপং মহেন্দ্রায় যজ্ঞভাগান্ সমাদদুঃ ॥ ১৪ ॥

পিতরি—তাঁদের পিতা; **উপরতে**—দেহত্যাগ করলে; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **যাচমানায়**—প্রার্থনা করলেও; **ন**—না; **দদুঃ**—প্রত্যর্পণ করেছিলেন; **ত্রিবিষ্টপম্**—স্বর্গলোক; **মহেন্দ্রায়**—মহেন্দ্রকে; **যজ্ঞ-ভাগান্**—যজ্ঞভাগ; **সমাদদুঃ**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

রজীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রদের কাছে ইন্দ্র স্বর্গলোক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইন্দ্রের যজ্ঞভাগ ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেও তাঁকে স্বর্গলোক ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

তাৎপর্য

রজী স্বর্গলোক জয় করেছিলেন, এবং তাই দেবরাজ ইন্দ্র রজীর পুত্রদের কাছে তা ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলে, তাঁরা তাঁর সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ তাঁরা ইন্দ্রের কাছ থেকে স্বর্গলোক গ্রহণ করেননি, তাঁদের পিতার কাছ থেকে তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা মনে করেছিলেন যে, স্বর্গলোক তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি। তা হলে কেন তাঁরা দেবতাদের স্বর্গলোক ফিরিয়ে দেবেন?

শ্লোক ১৫

গুরুণা হূয়মানেঽগ্নৌ বলভিৎ তনয়ান্ রজেঃ।
অবধীদ্ ভ্রংশিতান্ মার্গান্ন কশ্চিদবশেষিতঃ ॥ ১৫ ॥

গুরুণা—গুরুদেব বৃহস্পতির দ্বারা; **হূয়মানে অগ্নৌ**—অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করার সময়; **বলভিৎ**—ইন্দ্র; **তনয়ান্**—পুত্রদের; **রজেঃ**—রজীর; **অবধীৎ**—হত্যা করেছিলেন; **ভ্রংশিতান্**—অধঃপতিত; **মার্গাৎ**—নীতিমার্গ থেকে; **ন**—না; **কশ্চিৎ**—কোন; **অবশেষিতঃ**—জীবিত ছিলেন।

অনুবাদ

তখন দেবগুরু বৃহস্পতি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন যাতে রজীর পুত্ররা নীতিমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হন। এইভাবে অধঃপতিত হলে, ইন্দ্র তাঁদের অনায়াসে বধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও জীবিত ছিলেন না।

শ্লোক ১৬

কুশাৎ প্রতিঃ ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ সঞ্জয়স্তৎসুতো জয়ঃ।
ততঃ কৃতঃ কৃতস্যাপি জজ্ঞে হর্যবলো নৃপঃ ॥ ১৬ ॥

কুশাৎ—কুশ থেকে; **প্রতিঃ**—প্রতি নামক এক পুত্র; **ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ**—ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র; **সঞ্জয়ঃ**—সঞ্জয় নামক এক পুত্র; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **জয়ঃ**—জয়; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **কৃতঃ**—কৃত; **কৃতস্য**—কৃত থেকে; **অপি**—ও; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **হর্যবলঃ**—হর্যবল; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ থেকে প্রতি নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। প্রতির পুত্র সঞ্জয় এবং সঞ্জয়ের পুত্র জয়। জয় থেকে কৃতের জন্ম হয় এবং কৃত থেকে রাজা হর্যবলের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৭

সহদেবস্ততো হীনো জয়সেনস্তু তৎসুতঃ ।
সঙ্কৃতিস্তস্য চ জয়ঃ ক্ষত্রধর্মা মহারথঃ ।
ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া ভূপা ইমেশৃণ্বথ নাহুষান্ ॥ ১৭ ॥

সহদেবঃ—সহদেব; **ততঃ**—সহদেব থেকে; **হীনঃ**—হীন নামক এক পুত্র; **জয়সেনঃ**—জয়সেন; **তু**—ও; **তৎ-সুতঃ**—হীনের পুত্র; **সঙ্কৃতিঃ**—সঙ্কৃতি; **তস্য**—সঙ্কৃতির; **চ**—ও; **জয়ঃ**—জয় নামক এক পুত্র; **ক্ষত্র-ধর্মা**—ক্ষত্রিয়ের ধর্মে পারদর্শী; **মহা-রথঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা; **ক্ষত্রবৃদ্ধ-অন্বয়াঃ**—ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে; **ভূপাঃ**—রাজাগণ; **ইমে**—এই সমস্ত; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **অথ**—এখন; **নাহুষান্**—নহুষের বংশ।

অনুবাদ

হর্যবল থেকে সহদেব নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সহদেব থেকে হীন জন্মগ্রহণ করেন। হীনের পুত্র জয়সেন এবং জয়সেন থেকে সঙ্কৃতির জন্ম হয়। সঙ্কৃতির পুত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় ধর্মপরায়ণ মহারথ জয়। এই সমস্ত রাজারা ছিলেন ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধর। এখন আপনি নহুষের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'পুরূরবার পুত্রদের বংশ বিবরণ' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাজা যযাতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি

এই অধ্যায়ে নহুষের পুত্র যযাতির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। যযাতির পঞ্চপুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুরু যযাতির জরা গ্রহণ করেছিলেন।

নহুষ যখন অভিশপ্ত হয়ে সর্পত্ব প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর ছয় পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ যতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং তাই তাঁর পরবর্তী পুত্র যযাতি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। দৈবক্রমে যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। শুক্রাচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং যযাতি ছিলেন ক্ষত্রিয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা ছিলেন দেবযানীর সখী। রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠাকেও বিবাহ করেন। এই বিবাহের ইতিবৃত্ত এই যে—এক সময় শর্মিষ্ঠা তাঁর এক হাজার সখীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছিলেন। দেবযানীও তখন সেখানে ছিলেন। এমন সময় উমাসহ মহাদেবকে বৃষে আরোহণ করে আসতে দেখে তাঁরা তৎক্ষণাৎ জল থেকে উঠে এসে তাঁদের বস্ত্র পরিধান করেন। শর্মিষ্ঠা তখন ভুল করে দেবযানীর কাপড় পরিধান করে ফেলেন। তার ফলে দেবযানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শর্মিষ্ঠাকে তিরস্কার করতে শুরু করেন, এবং শর্মিষ্ঠাও ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানীর প্রতি নানা প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করে তাঁকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। দৈবক্রমে রাজা যযাতি তখন তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপান করার জন্য সেই কূপে আসেন এবং সেখানে দেবযানীকে দেখতে পেয়ে সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। তার ফলে দেবযানী মহারাজ যযাতিকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেন। তারপর দেবযানী উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে করতে তাঁর পিতার কাছে শর্মিষ্ঠার আচরণ বর্ণনা করেন। সেই কথা শুনে শুক্রাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শর্মিষ্ঠার পিতা বৃষপর্বাকে দণ্ডদান করতে মনস্থ করেন। বৃষপর্বা তখন শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে প্রদান করে শুক্রাচার্যকে প্রসন্ন করেন। এইভাবে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হয়ে দেবযানীর পতিগৃহে গমন করেন। দেবযানীকে পুত্রবতী দর্শন করে শর্মিষ্ঠাও পুত্র কামনা করেন, এবং ঋতুকাল উপস্থিত হলে একদিন গোপনে মহারাজ যযাতির সঙ্গ কামনা করেন। শর্মিষ্ঠাকে গর্ভবতী দেখে দেবযানীর মনে হিংসার উদয় হয়,

এবং মহাক্রোধে পিতৃগৃহে গমন করে তাঁর পিতার কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। শুক্রাচার্য পুনরায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। কিন্তু যযাতি যখন শুক্রাচার্যের কৃপাভিক্ষা করেন, তখন শুক্রাচার্য অন্যের যৌবনের সঙ্গে তাঁর বার্ধক্যের বিনিময় করার শক্তি প্রদান করেন। যযাতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পূরুর যৌবন গ্রহণ করে যুবতী রমণীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে সক্ষম হন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ কৃতিঃ।
ষড়িমে নহুষস্যাসন্নিন্দ্রিয়াণীব দেহিনঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যতিঃ**—যতি; **যযাতিঃ**—যযাতি; **সংযাতিঃ**—সংযাতি; **আয়তিঃ**—আয়তি; **বিয়তিঃ**—বিয়তি; **কৃতিঃ**—কৃতি; **ষট্**—ছয়; **ইমে**—এঁরা সকলে; **নহুষস্য**—রাজা নহুষের; **আসন্**—ছিলেন; **ইন্দ্রিয়াণি**—(ছ'টি) ইন্দ্রিয়; **ইব**—সদৃশ; **দেহিনঃ**—দেহধারী জীবের।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেহধারী জীবের ছ'টি ইন্দ্রিয়ের মতো রাজা নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি এবং কৃতি নামক ছয় পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ২

রাজ্যং নৈচ্ছদ্ যতিঃ পিত্রা দত্তং তৎপরিণামবিৎ।
যত্র প্রবিষ্টঃ পুরুষ আত্মানং নাববুধ্যতে ॥ ২ ॥

রাজ্যম্—রাজ্য; **ন ঐচ্ছৎ**—গ্রহণ করেননি; **যতিঃ**—জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **তৎ-পরিণাম-বিৎ**—একজন রাজারূপে অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ার পরিণাম অবগত হয়ে; **যত্র**—যেখানে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **পুরুষঃ**—এই প্রকার ব্যক্তির; **আত্মানম্**—আত্ম-উপলব্ধি; **ন**—না; **অববুধ্যতে**—গভীরভাবে গ্রহণ করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে।

অনুবাদ

কেউ যখন রাজা বা রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পক্ষে আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। সেই কথা জেনে নহুষের জ্যেষ্ঠপুত্র যতি তাঁর পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করেননি।

তাৎপর্য

আত্ম-উপলব্ধিই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য, এবং যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী বিকশিত করেছেন, তাঁরা সেই কথা গভীরভাবে বিবেচনা করেন। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সাধারণত জড়-জাগতিক সম্পদ লাভ এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রবণতা থাকে, কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত হন না। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা কেবল জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলি গ্রহণ করে আত্ম-উপলব্ধির আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করে, বিশেষ করে আধুনিক যুগে, তা হলে মানব-জীবনের চরম সিদ্ধিলাভ করার সুযোগ সে হারায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনের চরম সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব যদি কেউ *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করে। এই শ্রবণকে *নিত্যং ভাগবতসেবয়া* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনি অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৩)

সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ নির্বিশেষে মানুষ যদি আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির কাছে নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৩

পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিন্দ্রাণ্যা ধর্ষণাদ্ দ্বিজৈঃ ।
প্রাপিতেঽজগরত্বং বৈ যযাতিরভবন্নৃপঃ ॥ ৩ ॥

পিতরি—তাঁর পিতা যখন; **ভ্রংশিতে**—অধঃপতিত হয়েছিলেন, **স্থানাৎ**—স্বর্গলোক থেকে; **ইন্দ্রাণ্যাঃ**—ইন্দ্রের পত্নী শচীর; **ধর্ষণাৎ**—অপমান থেকে; **দ্বিজৈঃ**—তাঁদের দ্বারা (ব্রাহ্মণদের কাছে অভিযোগ করার ফলে); **প্রাপিতে**—অধঃপতিত হয়ে; **অজগরত্বম্**—সর্পত্ব; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **যযাতিঃ**—যযাতি নামক পুত্র; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

যযাতির পিতা নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি ধৃষ্ট আচরণ করায় শচী যখন অগস্ত্য আদি ব্রাহ্মণদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণেরা নহুষকে অভিশাপ দিয়েছিলেন স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অজগরত্ব প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। তার ফলে যযাতি রাজা হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

চতসৃষ্বাদিশদ্ দিক্ষু ভ্রাতৄন্ ভ্রাতা যবীয়সঃ ।
কৃতদারো জুগোপোর্বীং কাব্যস্য বৃষপর্বণঃ ॥ ৪ ॥

চতসৃষু—চার; **আদিশৎ**—শাসন করতে দিয়েছিলেন; **দিক্ষু**—দিক; **ভ্রাতৄন্**—ভ্রাতাদের; **ভ্রাতা**—যযাতি; **যবীয়সঃ**—কনিষ্ঠ; **কৃতদারঃ**—বিবাহ করেছিলেন; **জুগোপ**—শাসন করেছিলেন; **উর্বীম্**—পৃথিবী; **কাব্যস্য**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **বৃষপর্বণঃ**—বৃষপর্বার কন্যা।

অনুবাদ

রাজা যযাতি তাঁর চারজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের চতুর্দিক শাসন করতে দিয়েছিলেন। যযাতি স্বয়ং শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এবং বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করে সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মর্ষির্ভগবান্ কাব্যঃ ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ ।
রাজন্যবিপ্রয়োঃ কস্মাদ্ বিবাহঃ প্রতিলোমকঃ ॥ ৫ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ব্রহ্মর্ষিঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **কাব্যঃ**—শুক্রাচার্য; **ক্ষত্র-বন্ধুঃ**—ক্ষত্রিয়বর্ণ; **চ**—ও; **নাহুষঃ**—রাজা যযাতি; **রাজন্য-বিপ্রয়োঃ**—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়কুলের; **কস্মাৎ**—কিভাবে; **বিবাহঃ**—বৈবাহিক সম্পর্ক; **প্রতিলোমকঃ**—প্রচলিত বিধির বিরোধী।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—শুক্রাচার্য ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ আর মহারাজ যযাতি ছিলেন ক্ষত্রিয়। তা হলে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে এই প্রতিলোম বিবাহ কিভাবে হয়েছিল?

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহই সাধারণ প্রথা। ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ দুই প্রকার—অনুলোম এবং প্রতিলোম। ব্রাহ্মণ পাত্রের সঙ্গে যখন ক্ষত্রিয়ের কন্যার বিবাহ হয় তা শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত, এবং তাকে বলা হয় অনুলোম বিবাহ। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ সাধারণত অনুমোদন করা হয় না, এবং তাকে বলা হয় প্রতিলোম বিবাহ। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চেয়েছিলেন, শুক্রাচার্যের মতো একজন শক্তিশালী ব্রাহ্মণ কিভাবে এই প্রতিলোম বিবাহ অনুমোদন করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এই অস্বাভাবিক বিবাহের কারণ জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬-৭

শ্রীশুক উবাচ

একদা দানবেন্দ্রস্য শর্মিষ্ঠা নাম কন্যকা ।
সখীসহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী ॥ ৬ ॥
দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে ।
ব্যচরৎ কলগীতালিনলিনীপুলিনেঽবলা ॥ ৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—একসময়; **দানব-ইন্দ্রস্য**—বৃষপর্বার; **শর্মিষ্ঠা**—শর্মিষ্ঠা; **নাম**—নামক; **কন্যকা**—কন্যা; **সখী-সহস্র-সংযুক্তা**—এক সহস্র সখীসহ; **গুরু-পুত্র্যা**—গুরু শুক্রাচার্যের কন্যাসহ; **চ**—ও; **ভামিনী**—অতি কোপনস্বভাবা; **দেবযান্যা**—দেবযানী সহ; **পুর-উদ্যানে**—প্রাসাদের উদ্যানে;

পুষ্পিত—পুষ্পে পূর্ণ; **দ্রুম**—সুন্দর বৃক্ষসমূহ সহ; **সঙ্কুলে**—পরিপূর্ণ; **ব্যচরৎ**—বিহার করছিলেন; **কল-গীত**—অতি মধুর সঙ্গীত; **অলি**—অলিকুল; **নলিনী**—পদ্মে পূর্ণ; **পুলিনে**—উদ্যানে; **অবলা**—সরল।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—একদিন বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা, সরল হওয়া সত্ত্বেও যিনি ছিলেন কোপনস্বভাবা, তিনি সহস্র সখী পরিবৃত হয়ে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী সহ প্রাসাদের উদ্যানে বিহার করছিলেন। সেই উদ্যান পুষ্প-শোভিত বৃক্ষে পূর্ণ ছিল। সেখানকার সরোবরগুলি পদ্মফুলে পূর্ণ ছিল এবং অলিকুল ও পক্ষিসমূহ সেখানে এসে মধুর স্বরে গান করছিল।

শ্লোক ৮

তা জলাশয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ ।
তীরে ন্যস্য দুকূলানি বিজহ্রুঃ সিঞ্চতীর্মিথঃ ॥ ৮ ॥

তাঃ—তারা; **জল-আশয়ম্**—জলাশয়ে; **আসাদ্য**—এসে; **কন্যাঃ**—সমস্ত বালিকারা; **কমল-লোচনাঃ**—পদ্মলোচনা; **তীরে**—তীরে; **ন্যস্য**—রেখে; **দুকূলানি**—তাদের বস্ত্র; **বিজহ্রুঃ**—খেলতে শুরু করেছিল; **সিঞ্চতীঃ**—জল সিঞ্চন করতে করতে; **মিথঃ**—পরস্পরের প্রতি।

অনুবাদ

সেই কমলনয়না যুবতী কন্যারা জলাশয়ের তীরে এসে তাদের বস্ত্র রেখে, পরস্পরের প্রতি জল সিঞ্চন করতে করতে জলক্রীড়া করতে লাগল।

শ্লোক ৯

বীক্ষ্য ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতম্ ।
সহসোত্তীর্য বাসাংসি পর্যধুর্ব্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

বীক্ষ্য—দেখে; **ব্রজন্তম্**—আসতে; **গিরিশম্**—মহাদেবকে; **সহ**—সঙ্গে; **দেব্যা**—শিবের পত্নী পার্বতী; **বৃষ-স্থিতম্**—বৃষের উপর আরোহণ করে; **সহসা**—শীঘ্র; **উত্তীর্য**—জল থেকে উঠে এসে; **বাসাংসি**—বস্ত্র; **পর্যধুঃ**—পরিধান করেছিল; **ব্রীড়িতাঃ**—লজ্জিত হয়ে; **স্ত্রিয়ঃ**—যুবতীরা।

অনুবাদ

জলকেলি করতে করতে সেই কন্যারা সহসা মহাদেবকে বৃষের উপর আরোহণ করে তাঁর পত্নী পার্বতী সহ আগমন করতে দেখতে পেল। নগ্ন হওয়ার ফলে লজ্জিত হয়ে, তারা শীঘ্র জল থেকে উঠে এসে তাদের বস্ত্র পরিধান করেছিল।

শ্লোক ১০

শর্মিষ্ঠাঽজানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ ।
স্বীয়ং মত্বা প্রকুপিতা দেবযানীদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

শর্মিষ্ঠা—বৃষপর্বার কন্যা; **অজানতী**—না জেনে; **বাসঃ**—বসন; **গুরু-পুত্র্যাঃ**—গুরুকন্যা দেবযানীর; **সমব্যয়ৎ**—পরিধান করেছিলেন; **স্বীয়ম্**—তাঁর নিজের; **মত্বা**—মনে করে; **প্রকুপিতা**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **দেবযানী**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শর্মিষ্ঠা না জেনে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তার ফলে দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১১

অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম হ্যসাম্প্রতম্ ।
অস্মদ্ধার্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে ॥ ১১ ॥

অহো—হায়; **নিরীক্ষ্যতাম্**—দেখ; **অস্যাঃ**—তার (শর্মিষ্ঠার); **দাস্যাঃ**—ঠিক দাসীর মতো; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসাম্প্রতম্**—সদাচার-বিহীন; **অস্মৎ-ধার্যম্**—আমার পরিধেয় বস্ত্র; **ধৃতবতী**—সে পরিধান করেছে; **শুনী ইব**—কুকুর যেমন; **হবিঃ**—ঘি; **অধ্বরে**—যজ্ঞে নিবেদন করার।

অনুবাদ

হায়, আমার দাসী এই শর্মিষ্ঠার আচরণ দেখ! কুকুর যেমন যজ্ঞের হবি হরণ করে, ঠিক সেইভাবে সে সমস্ত শিষ্টাচারের অবহেলা করে আমার বস্ত্র পরিধান করেছে।

শ্লোক ১২-১৪

যৈরিদং তপসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য যে ।
ধার্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ ॥ ১২ ॥
যান্ বন্দন্ত্যুপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ ।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥ ১৩ ॥
বয়ং তত্রাপি ভৃগবঃ শিষ্যোঽস্যা নঃ পিতাসুরঃ ।
অস্মদ্ধার্যং ধৃতবতী শূদ্রো বেদমিবাসতী ॥ ১৪ ॥

যৈঃ—যে ব্যক্তিদের দ্বারা; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট হয়েছে; **মুখম্**—মুখ; **পুংসঃ**—পরম পুরুষের; **পরস্য**—দিব্য; **যে**—যাঁরা; **ধার্যতে**—সর্বদা উৎপন্ন হয়; **যৈঃ**—যে ব্যক্তিদের দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **জ্যোতিঃ**—ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতি; **শিবঃ**—শুভ; **পন্থাঃ**—পন্থা; **প্রদর্শিতঃ**—প্রদর্শিত হয়েছে; **যান্**—যাঁকে; **বন্দন্তি**—প্রার্থনা নিবেদন করা হয়; **উপতিষ্ঠন্তে**—সম্মান এবং অনুসরণ করা হয়; **লোকনাথাঃ**—বিভিন্ন লোকপালগণ; **সুর-ঈশ্বরাঃ**—দেবতাগণ; **ভগবান্**—ভগবান; **অপি**—ও; **বিশ্ব-আত্মা**—পরমাত্মা; **পাবনঃ**—পবিত্রকারী; **শ্রীনিকেতনঃ**—লক্ষ্মীপতি; **বয়ম্**—আমরা (হই); **তত্র অপি**—অন্যান্য ব্রাহ্মণদের থেকে মহৎ; **ভৃগবঃ**—ভৃগুবংশীয়; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **অস্যাঃ**—তার; **নঃ**—আমাদের; **পিতা**—পিতা; **অসুরঃ**—অসুর; **অস্মৎ-ধার্যম্**—আমাদের পরিধানযোগ্য; **ধৃতবতী**—সে পরিধান করেছে; **শূদ্রঃ**—অব্রাহ্মণ সেবক; **বেদম্**—বেদ; **ইব**—সদৃশ; **অসতী**—অসতী।

অনুবাদ

যাঁরা পরমপুরুষের মুখ স্বরূপ, যাঁরা তপস্যার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা সর্বদা পরমব্রহ্মকে তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন, যাঁরা মঙ্গলময় পন্থার অর্থাৎ বেদমার্গের প্রদর্শক, যাঁরা এই জগতে একমাত্র উপাস্য হওয়ার ফলে মহান দেবতা, লোকপাল, এমন কি পরমপুরুষ, পরমাত্মা, পরম পাবন শ্রীনিবাসও যাঁদের পূজা করেন, আমরা সেই সুব্রাহ্মণ। আমরা বিশেষভাবে পূজ্য কারণ আমরা ভৃগু-বংশীয়। যদিও এই রমণীর অসুর পিতা আমাদের শিষ্য, তবুও সে শূদ্রের বৈদিক জ্ঞান ধারণ করার মতোই আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করেছে।

শ্লোক ১৫

এবং ক্ষিপন্তীং শর্মিষ্ঠা গুরুপুত্রীমভাষত ।
রুষা শ্বসন্ত্যুরঙ্গীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা ॥ ১৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **ক্ষিপন্তীম্**—তিরস্কৃত হয়ে; **শর্মিষ্ঠা**—বৃষপর্বার কন্যা; **গুরু-পুত্রীম্**—গুরু শুক্রাচার্যের কন্যাকে; **অভাষত**—বলেছিলেন; **রুষা**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **শ্বসন্তীঃ**—মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে; **উরঙ্গী ইব**—সর্পিনীর মতো; **ধর্ষিতা**—অপমানিত হয়ে, পদদলিত হয়ে; **দষ্ট-দৎ-ছদা**—অধরোষ্ঠ দংশন করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্যে তিরস্কৃত হয়ে শর্মিষ্ঠা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সর্পিনীর মতো মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে অধরোষ্ঠ দংশন করে, তিনি শুক্রাচার্যের কন্যাকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬

আত্মবৃত্তমবিজ্ঞায় কত্থসে বহু ভিক্ষুকি ।
কিং ন প্রতীক্ষসেঽস্মাকং গৃহান্ বলিভুজো যথা ॥ ১৬ ॥

আত্ম-বৃত্তম্—নিজের পদ; **অবিজ্ঞায়**—না জেনে; **কত্থসে**—তুই উন্মাদের মতো কথা বলছিস; **বহু**—অত্যধিক; **ভিক্ষুকি**—ভিখারিণী; **কিম্**—কি; **ন**—না; **প্রতীক্ষসে**—প্রতীক্ষা করিস; **অস্মাকম্**—আমাদের; **গৃহান্**—গৃহে; **বলিভুজঃ**—কাক; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ওরে ভিক্ষুকি! নিজের স্থিতি না জেনে এত কথা বলছিস কেন? তোরা কি কাকের মতো আমাদের গৃহে তোদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতীক্ষা করিস না?

তাৎপর্য

কাকদের কোন স্বতন্ত্র জীবন নেই; তারা আবর্জনার স্তূপে গৃহস্থদের পরিত্যক্ত ভুক্তাবশিষ্টের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করে। ব্রাহ্মণ যেহেতু তাঁর শিষ্যের উপর নির্ভর করে, তাই দেবযানী কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে শর্মিষ্ঠা বলেছিল যে, দেবযানী

কাকের মতো ভিক্ষুক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। মেয়েদের স্বভাবই হচ্ছে অল্প উত্তেজনাতেই ক্রোধান্বিত হয়ে বাক্‌যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। এই ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাদের এই স্বভাব দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

শ্লোক ১৭

এবংবিধৈঃ সুপরুষৈঃ ক্ষিপ্ত্বাচার্যসুতাং সতীম্ ।
শর্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে বাসশ্চাদায় মন্যুনা ॥ ১৭ ॥

এবম্-বিধৈঃ—এই প্রকার; **সু-পরুষৈঃ**—নির্দয় বাক্যের দ্বারা; **ক্ষিপ্ত্বা**—তিরস্কার করে; **আচার্য-সুতাম্**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **সতীম্**—দেবযানীকে; **শর্মিষ্ঠা**—শর্মিষ্ঠা; **প্রাক্ষিপৎ**—নিক্ষেপ করেছিলেন; **কূপে**—কূপের মধ্যে; **বাসঃ**—বস্ত্র; **চ**—এবং; **আদায়**—গ্রহণ করে; **মন্যুনা**—ক্রোধের বশে।

অনুবাদ

শর্মিষ্ঠা এইভাবে কঠোর বাক্যের দ্বারা শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে তিরস্কার পূর্বক ক্রোধে তাঁর বস্ত্র হরণ করে তাঁকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তস্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতির্মৃগয়াং চরন্ ।
প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হ ॥ ১৮ ॥

তস্যাম্—তিনি যখন; **গতায়াম্**—চলে গিয়েছিলেন; **স্ব-গৃহম্**—তাঁর গৃহে; **যযাতিঃ**—রাজা যযাতি; **মৃগয়াম্**—মৃগয়ায়; **চরন্**—বিচরণ করতে করতে; **প্রাপ্তঃ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **যদৃচ্ছয়া**—ঘটনাক্রমে; **কূপে**—কূপের মধ্যে; **জলার্থী**—জলপান করার জন্য; **তাম্**—তাঁকে (দেবযানীকে); **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

দেবযানীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে শর্মিষ্ঠা গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মৃগয়া করতে করতে রাজা যযাতি ঘটনাক্রমে তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই কূপে জলপান করতে এসে দেবযানীকে দেখতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

দত্ত্বা স্বমুত্তরং বাসস্তস্যৈ রাজা বিবাসসে ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ ॥ ১৯ ॥

দত্ত্বা—প্রদান করেছিলেন; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **উত্তরম্**—উত্তরীয়; **বাসঃ**—বস্ত্র; **তস্যৈ**—তাকে (দেবযানীকে); **রাজা**—রাজা; **বিবাসসে**—বিবস্ত্রা; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **পাণিনা**—তাঁর হস্তের দ্বারা; **পাণিম্**—তার হস্ত; **উজ্জহার**—উদ্ধার করেছিলেন; **দয়া-পরঃ**—অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে।

অনুবাদ

দেবযানীকে কূপের মধ্যে নগ্না দর্শন করে রাজা যযাতি তৎক্ষণাৎ স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র তাঁকে প্রদান করেছিলেন, এবং তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি নিজের হাত দিয়ে দেবযানীর হাত ধরে তাঁকে কূপের মধ্য থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ২০-২১

তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা ।
রাজংস্ত্বয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপুরঞ্জয় ॥ ২০ ॥
হস্তগ্রাহোঽপরো মা ভূদ্ গৃহীতায়াস্ত্বয়া হি মে ।
এষ ঈশকৃতো বীর সম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ ॥ ২১ ॥

তম্—তাঁকে; **বীরম্**—যযাতিকে; **আহ**—বলেছিলেন; **ঔশনসী**—উশনা কবি শুক্রাচার্যের কন্যা; **প্রেম-নির্ভরয়া**—প্রেমপূর্ণ; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **গৃহীতঃ**—গৃহীত; **মে**—আমার; **পাণিঃ**—হস্ত; **পর-পুরঞ্জয়**—অন্যদের রাজ্য বিজয়ী; **হস্ত-গ্রাহঃ**—যিনি আমার হস্ত গ্রহণ করেছেন; **অপরঃ**—অন্য; **মা**—পারে না; **ভূৎ**—হতে; **গৃহীতায়াঃ**—গৃহীত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **এষঃ**—এই; **ঈশ-কৃতঃ**—দৈবের দ্বারা আয়োজিত; **বীর**—হে বীর; **সম্বন্ধঃ**—সম্পর্ক; **নৌ**—আমাদের; **ন**—না; **পৌরুষঃ**—মনুষ্যকৃত।

অনুবাদ

দেবযানী প্রেমপূর্ণ বাক্যে মহারাজ যযাতিকে বললেন—হে বীর! হে শত্রুপুরী জয়কারী রাজন্! আপনি আমার হস্ত ধারণ করে আমাকে আপনার পত্নীরূপে

গ্রহণ করেছেন। আমাকে যেন আর অন্য কেউ স্পর্শ না করে, কারণ আমাদের এই পতি-পত্নীর সম্বন্ধ দৈবকৃত, মনুষ্যকৃত নয়।

তাৎপর্য

দেবযানীকে কূপ থেকে উদ্ধার করার সময় রাজা যযাতি নিশ্চয় তাঁর যৌবনোদ্দীপ্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কোন্ বর্ণোদ্ভূতা। তাই দেবযানী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "আমাদের ইতিমধ্যেই বিবাহ হয়ে গেছে, কারণ আপনি আমার হস্ত ধারণ করেছেন।" বর এবং কন্যার হাত মিলনের প্রথা দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত সমাজেই রয়েছে। তাই যযাতি যখনই দেবযানীর হস্ত ধারণ করেছিলেন, তখনই তাঁদের বিবাহ হয়েছিল বলে মনে করা যায়। যেহেতু দেবযানী বীর যযাতিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি যযাতির কাছে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন দেবযানীর প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন না করেন এবং অন্য কেউ আর দেবযানীকে বিবাহ করতে না আসে।

শ্লোক ২২

যদিদং কূপমগ্নায়া ভবতো দর্শনং মম ।
ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভুজ ।
কচস্য বার্হস্পত্যস্য শাপাদ্ যমশপং পুরা ॥ ২২ ॥

যৎ—যেহেতু; **ইদম্**—এই; **কূপ-মগ্নায়াঃ**—কূপের মধ্যে পতিতা; **ভবতঃ**—আপনার; **দর্শনম্**—সাক্ষাৎ; **মম**—আমার সঙ্গে; **ন**—না; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **মে**—আমার; **ভবিতা**—হবে; **হস্ত-গ্রাহঃ**—পতি; **মহা-ভুজ**—হে মহাশক্তিশালী বাহু সমন্বিত বীর; **কচস্য**—কচের; **বার্হস্পত্যস্য**—দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র; **শাপাৎ**—অভিশাপের ফলে; **যম্**—যাকে; **অশপম্**—আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম; **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

কূপে পতিত হওয়ার ফলে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হল। এই মিলন অবশ্যই দৈব কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। আমি যখন বৃহস্পতির পুত্র কচকে অভিশাপ দিয়েছিলাম, তখন তিনিও আমাকে এই বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, আমার পতি ব্রাহ্মণ হবেন না। অতএব হে মহাভুজ! আমার ব্রাহ্মণের পত্নী হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

তাৎপর্য

বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব বরণ করে, তাঁর কাছ থেকে অকালে মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার বিদ্যা লাভ করেছিলেন। মৃতসঞ্জীবনী নামক এই বিদ্যা সাধারণত যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের অকালে মৃত্যু হয়, কিন্তু সৈনিকের দেহ যদি অক্ষত থাকে, তা হলে এই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। এই বিদ্যা শুক্রাচার্য এবং অন্য অনেকেই জানতেন এবং বৃহস্পতির পুত্র কচ এই বিদ্যা লাভ করার জন্য শুক্রাচার্যের শিষ্য হয়েছিলেন। দেবযানী কচকে তাঁর পতিরূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুক্রাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কচ তাঁর গুরুদেবের কন্যাকে শ্রদ্ধেয়া এবং শ্রেষ্ঠা বলে মনে করে তাঁকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। দেবযানী তখন ক্রুদ্ধ হয়ে কচকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি যদিও তাঁর পিতার কাছ থেকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছেন, তবুও তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন কচ দেবযানীকে প্রত্যভিশাপ দেন যে, তাঁর পতি ব্রাহ্মণ হবেন না। দেবযানী ক্ষত্রিয় রাজা যযাতিকে কামনা করার ফলে তাঁর কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে বিবাহিতা পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। যদিও এই বিবাহ হবে প্রতিলোম বিবাহ, অর্থাৎ উচ্চকুলের পাত্রীর সঙ্গে নিম্নকুলের পাত্রের বিবাহ, তবুও দেবযানী তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, এই আয়োজন দৈব কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে।

শ্লোক ২৩

যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপহৃতমাত্মনঃ ।
মনস্তু তদগতং বুদ্ধা প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ॥ ২৩ ॥

যযাতিঃ—রাজা যযাতি; **অনভিপ্রেতম্**—না চাইলেও; **দৈব-উপহৃতম্**—দৈবের দ্বারা আয়োজিত; **আত্মনঃ**—তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা; **মনঃ**—মন; **তু**—কিন্তু; **তৎ-গতম্**—তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে; **বুদ্ধা**—বুদ্ধির দ্বারা; **প্রতিজগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিলেন; **তৎ-বচঃ**—দেবযানীর বাক্য।

অনুবাদ

যেহেতু এই প্রকার বিবাহ শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত নয়, তাই রাজা যযাতি তা চাননি, কিন্তু যেহেতু তা দৈবের দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল এবং যেহেতু তিনি দেবযানীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর অনুরোধ অঙ্গীকার করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় পিতা-মাতা বিবাহের পূর্বে পাত্র এবং পাত্রীর কোষ্ঠি বিচার করেন। জ্যোতির্গণনায় পাত্র এবং পাত্রী যদি সর্বতোভাবে সুসঙ্গত হয়, তা হলে সেই সংযোগকে বলা হয় *যোটক* এবং তখন তাদের বিবাহ হয়। এমন কি পঞ্চাশ বছর আগেও হিন্দুসমাজে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। পাত্র যতই ধনী হোক না কেন অথবা কন্যা যতই সুন্দরী হোক না কেন, জ্যোতির্গণনায় মিল না হলে বিবাহ হত না। তিনটি শ্রেণীতে মানুষের জন্ম হয়—দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং রাক্ষসগণ। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ভাগে দেবতা এবং রাক্ষসেরা রয়েছে। মানব-সমাজেও কোন কোন মানুষ দেবতাদের মতো এবং কোন কোন মানুষ আবার রাক্ষসের মতো। জ্যোতির্গণনাতেও তেমন দেবগণের সঙ্গে রাক্ষসগণের মিল না হওয়ায় তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। তেমনই প্রতিলোম এবং অনুলোমের বিচার রয়েছে। মূল কথা হচ্ছে, পাত্র এবং পাত্রী যদি সমান স্তরের হয় তা হলে বিবাহ সুখের হয়, কিন্তু বৈষম্য হলে তা চরমে দুঃখদায়ক হয়। যেহেতু আজকাল আর সেইভাবে বিচার বিবেচনা করে বিবাহ হয় না, তাই এত বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে, আজকাল বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও পূর্বে পতি-পত্নীর সম্পর্ক ছিল সারা জীবনের সম্পর্ক, এবং এই সম্পর্ক এতই প্রীতির ছিল যে, পতির মৃত্যু হলে পত্নী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতেন অথবা আজীবন পতির অনুগত থেকে বৈধব্যদশা বরণ করতেন। আজকাল আর তা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ মানব-সমাজ পশু-সমাজের স্তরে অধঃপতিত হয়েছে। এখন কেবল পরস্পরের প্রতি অভিরুচির ফলে বিবাহ হচ্ছে। *দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/২/৩)। অভিরুচির অর্থ হচ্ছে 'সম্মতি'। পুরুষ এবং স্ত্রী যদি কেবল বিবাহ করতে সম্মত হয়, তা হলেই বিবাহ হতে পারে। কিন্তু বৈদিক প্রথা যদি নিষ্ঠা সহকারে পালন না করা হয়, তা হলে প্রায়ই সেই বিবাহের সমাপ্তি হয় বিবাহ-বিচ্ছেদে।

শ্লোক ২৪

গতে রাজনি সা ধীরে তত্র স্ম রুদতী পিতুঃ ।
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্বমুক্তং শর্মিষ্ঠয়া কৃতম্ ॥ ২৪ ॥

গতে রাজনি—রাজা চলে যাওয়ার পর; **সা**—তিনি (দেবযানী); **ধীরে**—বিজ্ঞ; **তত্র স্ম**—তাঁর গৃহে ফিরে গিয়ে; **রুদতী**—ক্রন্দন করতে করতে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার

কাছে; **ন্যবেদয়ৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **ততঃ**—তারপর; **সর্বম্**—সমস্ত; **উক্তম্**—বলেছিলেন; **শর্মিষ্ঠয়া**—শর্মিষ্ঠার দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত।

অনুবাদ

তারপর, বিজ্ঞ রাজা তাঁর প্রাসাদে ফিরে গেলে, দেবযানী ক্রন্দন করতে করতে গৃহে ফিরে গিয়ে তাঁর পিতা শুক্রাচার্যের কাছে শর্মিষ্ঠার কারণে কি ঘটেছিল তা সব বর্ণনা করেছিলেন। দেবযানী তাঁকে বলেছিলেন কিভাবে শর্মিষ্ঠা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং কিভাবে রাজা তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

দুর্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বিগর্হয়ন্ ।
স্তুবন্ বৃত্তিং চ কাপোতীং দুহিত্রা স যযৌ পুরাৎ ॥ ২৫ ॥

দুর্মনাঃ—অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **কাব্যঃ**—শুক্রাচার্য; **পৌরোহিত্যম্**—পুরোহিতের বৃত্তি; **বিগর্হয়ন্**—নিন্দা করে; **স্তুবন্**—প্রশংসা করে; **বৃত্তিম্**—বৃত্তি; **চ**—এবং; **কাপোতীম্**—উঞ্ছবৃত্তি; **দুহিত্রা**—তাঁর কন্যাসহ; **সঃ**—তিনি (শুক্রাচার্য); **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **পুরাৎ**—তাঁর বাসস্থান থেকে।

অনুবাদ

দেবযানীর কি হয়েছিল তা শ্রবণ করে শুক্রাচার্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। পুরোহিতের বৃত্তির নিন্দা করে এবং উঞ্ছবৃত্তির (ক্ষেত থেকে শস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করার বৃত্তির) প্রশংসা করে তিনি তাঁর কন্যাসহ গৃহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন ব্রাহ্মণ যখন কপোতের বৃত্তি গ্রহণ করেন, তখন তিনি শস্যক্ষেত্র থেকে শস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করেন। একে বলা হয় উঞ্ছবৃত্তি। উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, কারণ তিনি অন্য কারোর উপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করেন। ব্রাহ্মণ অথবা সন্ন্যাসীর পক্ষে যদিও ভিক্ষাবৃত্তি অনুমোদন করা হয়েছে, তবুও সেই বৃত্তি পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করা শ্রেয়। শুক্রাচার্যের কন্যা যখন অভিযোগ

করেছিলেন যে, তিনি পুরোহিতের বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন বলে তাঁর শিষ্যের কৃপার উপর নির্ভর করে তাঁকে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। শুক্রাচার্য তাঁর অন্তর থেকে এই বৃত্তি পছন্দ করেননি, কিন্তু যেহেতু তিনি সেই বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর শিষ্যের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যার অভিযোগের কথা জানিয়ে তাঁর মীমাংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

বৃষপর্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্ ।
গুরুং প্রসাদয়ন্ মূর্ধ্না পাদয়োঃ পতিতঃ পথি ॥ ২৬ ॥

বৃষপর্বা—দৈত্যদের রাজা; **তম্ আজ্ঞায়**—শুক্রাচার্যের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে; **প্রত্যনীক**—কোন অভিশাপ; **বিবক্ষিতম্**—বলতে ইচ্ছা করে; **গুরুম্**—তাঁর গুরু শুক্রাচার্যকে; **প্রসাদয়ৎ**—তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন করেছিলেন; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **পাদয়োঃ**—পদতলে; **পতিতঃ**—পতিত হয়ে; **পথি**—পথের মধ্যে।

অনুবাদ

রাজা বৃষপর্বা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুক্রাচার্য তাঁকে অভিশাপ দিতে আসছেন। তাই শুক্রাচার্য তাঁর গৃহে আসার পূর্বেই বৃষপর্বা পথের মধ্যে শুক্রাচার্যের পদতলে পতিত হয়ে তাঁর ক্রোধের উপশম করে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

ক্ষণার্ধমন্যুর্ভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ ।
কামোঽস্যাঃ ক্রিয়তাং রাজন্ নৈনাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ॥ ২৭ ॥

ক্ষণ-অর্ধ—অতি অল্পকাল; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **শিষ্যম্**—তাঁর শিষ্য বৃষপর্বাকে; **ব্যাচষ্ট**—বলেছিলেন; **ভার্গবঃ**—ভৃগুর বংশধর শুক্রাচার্য; **কামঃ**—বাসনা; **অস্যাঃ**—এই দেবযানীর; **ক্রিয়তাম্**—পূর্ণ কর; **রাজন্**—হে রাজন্; **ন**—না; **এনাম্**—এই কন্যা; **ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করতে; **ইহ**—এই জগতে; **উৎসহে**—আমি সক্ষম।

অনুবাদ

অতি অল্পকালের মধ্যেই শুক্রাচার্যের ক্রোধ প্রশমিত হয়েছিল, তখন বৃষপর্বার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—হে রাজন্! দেবযানীর বাসনা পূর্ণ কর, কারণ সে আমার কন্যা এবং এই সংসারে আমি তাকে ত্যাগ করতে পারব না অথবা উপেক্ষা করতেও পারব না।

তাৎপর্য

কখনও কখনও শুক্রাচার্যের মতো মহাপুরুষ তাঁর পুত্র-কন্যাদের অবহেলা করতে পারেন না, কারণ পুত্র-কন্যারা স্বভাবতই তাদের পিতার উপর নির্ভরশীল, এবং তাদের পিতাও তাদের প্রতি স্নেহশীল। শুক্রাচার্য যদিও জানতেন যে, দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার মধ্যে যে কলহ হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই শিশুসুলভ, তবুও যেহেতু তিনি দেবযানীর পিতা, তাই তাঁকে কন্যার পক্ষ অবলম্বন করতে হয়েছিল। তিনি তা করতে চাননি, কিন্তু স্নেহবশত তা করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, যদিও তাঁর কন্যার প্রতি রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা তাঁর উচিত হয়নি, কিন্তু অপত্য স্নেহবশত তিনি তা না করে থাকতে পারেননি।

শ্লোক ২৮

তথেত্যবস্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্ ।
পিত্রা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামনু ॥ ২৮ ॥

তথা ইতি—রাজা বৃষপর্বা যখন শুক্রাচার্যের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন; **অবস্থিতে**—এইভাবে সেই পরিস্থিতির মীমাংসা হলে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **দেবযানী**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **মনোগতম্**—তাঁর মনোবাসনা; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **দত্তা**—প্রদত্ত; **যতঃ**—যাঁকে; **যাস্যে**—আমি যাব; **স-অনুগা**—তার সখীগণ সহ; **যাতু**—যাবে; **মাম্ অনু**—আমার অনুগামিনী বা দাসী হয়ে।

অনুবাদ

শুক্রাচার্যের বাক্য শ্রবণ করে বৃষপর্বা দেবযানীর বাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর বাক্যের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দেবযানী তখন তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেছিলেন—"আমার পিতার আদেশে আমি যখন পতিগৃহে গমন করব, তখন সখী শর্মিষ্ঠাও তাঁর সহচরীগণ সহ আমার দাসীরূপে আমার অনুগামিনী হবে।"

শ্লোক ২৯

পিত্রাদত্তাদেবযান্যৈ শর্মিষ্ঠাসানুগাতদা ।
স্বানাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবম্ ।
দেবযানীং পর্যচরৎ স্ত্রীসহস্রেণ দাসবৎ ॥ ২৯ ॥

পিত্রা—পিতার দ্বারা; **দত্তা**—প্রদত্ত; **দেবযান্যৈ**—শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে; **শর্মিষ্ঠা**—বৃষপর্বার কন্যা; **স-অনুগা**—তার সখীগণ সহ; **তদা**—তখন; **স্বানাম্**—তার নিজের; **তৎ**—তা; **সঙ্কটম্**—সঙ্কট; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তৎ**—তাঁর কাছ থেকে; **অর্থস্য**—লাভের; **চ**—ও; **গৌরবম্**—মাহাত্ম্য; **দেবযানীম্**—দেবযানীকে; **পর্যচরৎ**—সেবা করেছিলেন; **স্ত্রী-সহস্রেণ**—সহস্র সখীগণ সহ; **দাসবৎ**—দাসীর মতো।

অনুবাদ

বৃষপর্বা বিবেচনা করেছিলেন যে, শুক্রাচার্য অপ্রসন্ন হলে সঙ্কট হবে এবং প্রসন্ন হলে জাগতিক লাভ হবে। তাই তিনি শুক্রাচার্যের আদেশ পালন করে দাসের মতো তাঁর সেবা করেছিলেন। তিনি তাঁর কন্যা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করেছিলেন, এবং শর্মিষ্ঠা সহস্র সখীগণ সহ দাসীর মতো দেবযানীর পরিচর্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানীর এই উপাখ্যানের প্রথমেই আমরা দেখেছি যে, শর্মিষ্ঠার বহু সখী ছিল। এখন তার এই সখীরাও দেবযানীর দাসী হয়েছিল। যখন কোন রাজকন্যার ক্ষত্রিয় রাজার সঙ্গে বিবাহ হয়, তখন প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁর সখীরাও তাঁর সঙ্গে গমন করে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকীর সঙ্গে যখন বসুদেবের বিবাহ হয়েছিল, তখন বসুদেব দেবকীর ছয় ভগ্নীকেও বিবাহ করেছিলেন, এবং দেবকীর সমস্ত সখীরাও তাঁর সঙ্গে তাঁর পতিগৃহে গমন করেছিলেন। রাজা কেবল তাঁর পত্নীরই ভরণপোষণ করতেন না, তাঁর পত্নীর সমস্ত সখী এবং দাসীদেরও ভরণপোষণ করতেন। এই দাসীদের মধ্যে কেউ কেউ গর্ভবতী হত এবং সন্তান প্রসব করত। এই সন্তানদের দাসীপুত্ররূপে গ্রহণ করা হত, এবং রাজা তাদের পালন করতেন। স্ত্রীলোকদের সংখ্যা সাধারণত পুরুষদের থেকে বেশি, কিন্তু স্ত্রীলোকদের যেহেতু স্বভাবতই পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণের অপেক্ষা করতে হয়, তাই রাজা বহু রমণীকে পালন করতেন, যারা রাণীর সখী অথবা দাসীরূপে প্রাসাদে

থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্থলীলায় আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ১৬,১০৮ মহিষীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরা দাসী ছিলেন না, তাঁরা সকলেই ছিলেন মহিষী, এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক মহিষীর গৃহস্থালির ভরণপোষণের জন্য ১৬,১০৮ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই রাজাদের যদিও বহু পত্নী এবং দাসীদের ভরণপোষণ করতে হত, কিন্তু তাঁদের পৃথক পৃথক গৃহস্থালি ছিল না।

শ্লোক ৩০

নাহুষায় সুতাং দত্ত্বা সহ শর্মিষ্ঠয়োশনা ।
তমাহ রাজঞ্ছর্মিষ্ঠামাধাস্তল্পে ন কর্হিচিৎ ॥ ৩০ ॥

নাহুষায়—নহুষের বংশধর রাজা যযাতিকে; **সুতাম্**—তাঁর কন্যা; **দত্ত্বা**—সম্প্রদান করে; **সহ**—সঙ্গে; **শর্মিষ্ঠয়া**—বৃষপর্বার কন্যা এবং দেবযানীর দাসী শর্মিষ্ঠাকে; **উশনা**—শুক্রাচার্য; **তম্**—তাঁকে (রাজা যযাতিকে); **আহ**—বলেছিলেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **শর্মিষ্ঠাম্**—বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে; **আধাঃ**—অনুমতি দিয়েছিলেন; **তল্পে**—তোমার বিছানায়; **ন**—না; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

শুক্রাচার্য যখন দেবযানীকে যযাতির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন, তখন শর্মিষ্ঠাও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য রাজাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "হে রাজন্! শর্মিষ্ঠাকে কখনও তোমার শয্যায় গ্রহণ করো না।"

শ্লোক ৩১

বিলোক্যৌশনসীং রাজঞ্ছর্মিষ্ঠা সুপ্রজাং ক্বচিৎ ।
তমেব বব্রে রহসি সখ্যাঃ পতিমৃতৌ সতী ॥ ৩১ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **ঔশনসীম্**—শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **শর্মিষ্ঠা**—বৃষপর্বার কন্যা; **সুপ্রজাম্**—সুন্দর সন্তানবতী; **ক্বচিৎ**—কোন একসময়; **তম্**—তাঁকে (রাজা যযাতিকে); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বব্রে**—অনুরোধ করেছিলেন; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **সখ্যাঃ**—তাঁর সখীর; **পতিম্**—পতি; **ঋতৌ**—উপযুক্ত সময়ে; **সতী**—সেই স্থিতিতে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে সুপুত্রবতী দর্শন করে, একসময় ঋতুকাল উপস্থিত হলে তাঁর সখী দেবযানীর পতি যযাতিকে এক নির্জন স্থানে পুত্র উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

রাজপুত্র্যার্থিতোঽপত্যে ধর্মং চাবেক্ষ্য ধর্মবিৎ ।
স্মরঞ্ছুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপদ্যত ॥ ৩২ ॥

রাজ-পুত্র্যা—রাজকন্যা শর্মিষ্ঠার দ্বারা; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **অপত্যে**—পুত্র লাভের জন্য; **ধর্মম্**—ধর্ম; **চ**—ও; **অবেক্ষ্য**—বিবেচনা করে; **ধর্মবিৎ**—ধর্মজ্ঞ; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **শুক্র-বচঃ**—শুক্রাচার্যের সাবধানবাণী; **কালে**—সময়ে; **দিষ্টম্**—ঘটনাক্রমে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অভ্যপদ্যত**—(শর্মিষ্ঠার বাসনা পূর্ণ করতে) অঙ্গীকার করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা যখন রাজা যযাতির কাছে পুত্রসন্তান ভিক্ষা করেছিলেন, তখন ধর্মজ্ঞ রাজা তার বাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। শুক্রাচার্যের সাবধানবাণী তাঁর স্মরণ হলেও তিনি এই মিলন ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করে শর্মিষ্ঠাকে সম্ভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা যযাতি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। কোন রমণী যখন কোন ক্ষত্রিয়কে আকাঙ্ক্ষা করে, তখন ক্ষত্রিয় তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। এটিই ধর্মনীতি। তাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন দ্বারকা থেকে প্রত্যাগত অর্জুনকে বিষণ্ণ দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কোন পুত্রার্থী রমণীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন কি না। শুক্রাচার্যের সাবধানবাণী মহারাজ যযাতির স্মরণ থাকলেও তিনি শর্মিষ্ঠাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। তিনি তাঁকে পুত্র দান করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন, এবং তাই শর্মিষ্ঠা ঋতুমতী হলে তাঁকে সম্ভোগ করেছিলেন। এই প্রকার কাম ধর্মবিরুদ্ধ নয়। যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১১) বলা হয়েছে, *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি*—ধর্ম অবিরুদ্ধ কাম শ্রীকৃষ্ণ অনুমোদন করেছেন। যেহেতু রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা যযাতির কাছে পুত্রসন্তান ভিক্ষা করেছিলেন, তাই তাঁদের মিলন কাম ছিল না, তা ছিল ধর্ম আচরণ।

শ্লোক ৩৩

যদুং চ তুর্বসুং চৈব দেবযানী ব্যজায়ত ।
দ্রুহ্যুং চানুং চ পূরুং চ শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী ॥ ৩৩ ॥

যদুম্—যদু; **চ**—এবং; **তুর্বসুম্**—তুর্বসু; চ এব—ও; **দেবযানী**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **ব্যজায়ত**—জন্মদান করেছিলেন; **দ্রুহ্যুম্**—দ্রুহ্যু; **চ**—এবং; **অনুম্**—অনু; **চ**—ও; **পূরুম্**—পূরু; চ—ও; **শর্মিষ্ঠা**—শর্মিষ্ঠা; **বার্ষপর্বণী**—বৃষপর্বার কন্যা।

অনুবাদ

দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসুর জন্ম হয়, এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পূরুর জন্ম হয়।

শ্লোক ৩৪

গর্ভসম্ভবমাসুর্যা ভর্তুর্বিজ্ঞায় মানিনী ।
দেবযানী পিতুর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমূর্ছিতা ॥ ৩৪ ॥

গর্ভ-সম্ভবম্—গর্ভ; **আসুর্যাঃ**—শর্মিষ্ঠার; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতির দ্বারা সম্ভব হয়েছে; **বিজ্ঞায়**—(ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের কাছ থেকে) জানতে পেরে; **মানিনী**—অভিমানিনী হয়ে; **দেবযানী**—শুক্রাচার্যের কন্যা; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **গেহম্**—গৃহে; **যযৌ**—গমন করেছিলেন; **ক্রোধ-বিমূর্ছিতা**—ক্রোধে মূর্ছিতাপ্রায় হয়ে।

অনুবাদ

অভিমানিনী দেবযানী যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পতির দ্বারা শর্মিষ্ঠার গর্ভোৎপত্তি হয়েছে, তখন তিনি ক্রোধে মূর্ছিতাপ্রায় হয়ে পিতৃগৃহে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভিরুপমন্ত্রয়ন্ ।
ন প্রসাদয়িতুং শেকে পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রিয়াম্—তাঁর প্রিয় পত্নী; **অনুগতঃ**—অনুগমন করে; **কামী**—অত্যন্ত কামুক; **বচোভিঃ**—স্তুতিবাক্যের দ্বারা; **উপমন্ত্রয়ন্**—সান্ত্বনা দিয়ে; **ন**—না; **প্রসাদয়িতুম্**—

প্রসন্ন করার জন্য; **শেকে**—সক্ষম হয়েছিলেন; **পাদ-সংবাহন-আদিভিঃ**—এমন কি তাঁর পদসেবা করার দ্বারাও।

অনুবাদ

রাজা যযাতি অত্যন্ত কামুক ছিলেন, তিনি পত্নীর অনুগমন করে স্তুতিবাক্যের দ্বারা এমন কি পাদসম্বাহনের দ্বারা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না।

শ্লোক ৩৬

শুক্রস্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপূরুষ ।
ত্বাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥

শুক্রঃ—শুক্রাচার্য; **তম্**—তাঁকে (রাজা যযাতিকে); **আহ**—বলেছিলেন; **কুপিতঃ**—তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **স্ত্রী-কাম**—স্ত্রীকামী; **অনৃত-পূরুষ**—ওরে মিথ্যাচারী পুরুষ; **ত্বাম্**—তোমাকে; **জরা**—বার্ধক্য; **বিশতাম্**—প্রবেশ করুক; **মন্দ**—মূর্খ; **বিরূপকরণী**—যা বিকৃত করে; **নৃণাম্**—মানুষের দেহ।

অনুবাদ

শুক্রাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে বলেছিলেন, "ওরে মিথ্যাচারী মূর্খ, স্ত্রীকামী। তুমি মহা অন্যায় করেছ। তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি জরা এবং বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিকৃত রূপ হও।"

শ্লোক ৩৭

শ্রীযযাতিরুবাচ

অতৃপ্তোঽস্ম্যদ্য কামানাং ব্রহ্মন্ দুহিতরি স্ম তে ।
ব্যত্যস্যতাং যথাকামং বয়সা যোঽভিধাস্যতি ॥ ৩৭ ॥

শ্রী-যযাতিঃ উবাচ—রাজা যযাতি বললেন; **অতৃপ্তঃ**—অতৃপ্ত; **অস্মি**—আমি হই; **অদ্য**—এখনও; **কামানাম্**—আমার কামবাসনা তৃপ্ত করার জন্য; **ব্রহ্মন্**—হে প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ; **দুহিতরি**—আপনার কন্যার সম্পর্কে; **স্ম**—অতীতে; **তে**—আপনার; **ব্যত্যস্যতাম্**—বিনিময় কর; **যথা-কামম্**—যতক্ষণ তোমার কামবাসনা থাকবে;

বয়সা—যৌবনের সঙ্গে; **যঃ অভিধাস্যতি**—যে তোমার বার্ধক্যের সঙ্গে তার যৌবনের বিনিময় করতে সম্মত হবে।

অনুবাদ

রাজা যযাতি বললেন, "হে পরমপূজ্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনার কন্যার সাথে আমি এখনও আমার কামবাসনা তৃপ্ত করতে পারিনি।" শুক্রাচার্য তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "যে তোমার জরা গ্রহণ করতে সম্মত হবে, তুমি তার যৌবনের সঙ্গে তোমার জরা বিনিময় করতে পার।"

তাৎপর্য

রাজা যযাতি যখন বলেছিলেন যে, শুক্রাচার্যের কন্যাকে ভোগ করে তাঁর কামবাসনা তৃপ্ত হয়নি, তখন শুক্রাচার্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, যযাতি জরাগ্রস্ত হয়ে থাকলে তাঁর কন্যারই ক্ষতি হবে, কারণ তাঁর কামার্তা কন্যাও তা হলে অতৃপ্ত থাকবে। তাই শুক্রাচার্য এই বলে তাঁর জামাতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, তিনি তাঁর জরা অন্য কারও যৌবনের সঙ্গে বিনিময় করতে পারেন। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন, যযাতির পুত্র যদি তাঁর যৌবনের সঙ্গে যযাতির জরা বিনিময় করেন, তা হলে যযাতি দেবযানীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করতে পারবেন।

শ্লোক ৩৮

ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠমবোচত ।
যদো তাত প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **লব্ধ-ব্যবস্থানঃ**—তাঁর জরা বিনিময় করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়ে; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্রকে; **জ্যেষ্ঠম্**—জ্যেষ্ঠ; **অবোচত**—অনুরোধ করেছিলেন; **যদো**—হে যদু; **তাত**—তুমি আমার প্রিয় পুত্র; **প্রতীচ্ছ**—দয়া করে বিনিময় কর; **ইমাম্**—এই; **জরাম্**—জরা; **দেহি**—এবং দান কর; **নিজম্**—তোমার নিজের; **বয়ঃ**—যৌবন।

অনুবাদ

শুক্রাচার্যের কাছ থেকে এই বর প্রাপ্ত হয়ে যযাতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলেছিলেন—হে প্রিয় যদু! দয়া করে তুমি আমার জরা গ্রহণ করে তার বিনিময়ে তোমার যৌবন আমাকে দান কর।

শ্লোক ৩৯

মাতামহকৃতাং বৎস ন তৃপ্তো বিষয়েষ্বহম্ ।
বয়সা ভবদীয়েন রংস্যে কতিপয়াঃ সমাঃ ॥ ৩৯ ॥

মাতামহ-কৃতাম্—তোমার মাতামহ শুক্রাচার্য প্রদত্ত; **বৎস**—হে প্রিয় পুত্র; **ন**—না; **তৃপ্তঃ**—সন্তুষ্ট; **বিষয়েষু**—বিষয়ভোগে; **অহম্**—আমি; **বয়সা**—বয়সে; **ভবদীয়েন**—তোমার; **রংস্যে**—বিষয়সুখ ভোগ করব; **কতিপয়াঃ**—কয়েক; **সমাঃ**—বছর।

অনুবাদ

হে বৎস! আমি এখনও বিষয়ভোগে তৃপ্ত হতে পারিনি। কিন্তু তুমি যদি তোমার মাতামহ প্রদত্ত আমার জরা গ্রহণ কর, তা হলে আমি তোমার যৌবন নিয়ে কয়েক বছর জীবন উপভোগ করতে পারি।

তাৎপর্য

কামবাসনার প্রকৃতিই এই রকম। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*—কেউ যখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তখন তার জ্ঞান লোপ পায়। *হৃতজ্ঞানাঃ* শব্দটি তাদের ইঙ্গিত করে, যারা তাদের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এখানে তাঁর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়—নির্লজ্জের মতো পিতা তাঁর পুত্রের কাছে আবেদন করছেন, তাঁর জরার বিনিময়ে সে যেন তাঁকে তার যৌবন দান করে। সারা জগতই অবশ্য এই প্রকার মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন। তাই বলা হয়েছে, সকলেই *প্রমত্তঃ* বা বদ্ধ পাগল। *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম*—কেউ যখন পাগলের মতো হয়ে যায়, তখন সে যৌন সম্ভোগে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে লিপ্ত হয়। মৈথুনবাসনা এবং ইন্দ্রিয়সুখের প্রবৃত্তি কিন্তু সংযত করা যায়, এবং কেউ যখন কামবাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হন বা সিদ্ধিলাভ করেন। তা কেবল তখনই সম্ভব হয়, যখন কেউ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনং চ ॥

"যখন থেকে আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে নিত্য নতুন আনন্দ উপভোগ করছি, তখন থেকে যখনই আমার মনে নারীসঙ্গম সুখের কথা স্মরণ

হয়, তখন ঘৃণায় আমার অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত হয় এবং সেই চিন্তার উদ্দেশে আমি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করি।" মৈথুনবাসনা কেবল তখনই ত্যাগ করা সম্ভব, যখন মানুষ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়। তা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে তা সম্ভব নয়। যতক্ষণ মৈথুনবাসনা থাকে, ততক্ষণ জীবকে বিভিন্ন শরীরে মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। দেহের পরিবর্তন হলেও মৈথুনের ব্যাপারটি একই থাকে। তাই বলা হয়েছে, *পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*। যারা যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের 'চর্বিত বস্তু চর্বণ' করার জন্য এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। কখনও একটি কুকুররূপে, কখনও একটি শূকররূপে, আবার কখনও একজন দেবতারূপে সে যৌনসুখ উপভোগ করে। এইভাবে তার যৌনসুখ ভোগের প্রয়াস চলতে থাকে।

শ্লোক ৪০

শ্রীযদুরুবাচ

নোৎসহে জরসা স্থাতুমন্তরা প্রাপ্তয়া তব ।
অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পূরুষঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীযদুঃ উবাচ—যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু উত্তর দিলেন; **ন উৎসহে**—আমি উৎসুক নই; **জরসা**—আপনার জরা এবং বার্ধক্যের দ্বারা; **স্থাতুম্**—থাকতে; **অন্তরা**—যৌবনে; **প্রাপ্তয়া**—লব্ধ; **তব**—আপনার; **অবিদিত্বা**—উপভোগ না করে; **সুখম্**—সুখ; **গ্রাম্যম্**—জড় বা শারীরিক; **বৈতৃষ্ণ্যম্**—জড় সুখের প্রতি বৈরাগ্য; **ন**—করে না; **এতি**—প্রাপ্ত হয়; **পূরুষঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

যদু উত্তর দিলেন—হে পিতা! আপনি যুবক হলেও বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি আপনার এই বার্ধক্য এবং জরা গ্রহণ করতে উৎসুক নই, কারণ জড় সুখভোগ না করলে বৈরাগ্য লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্তিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। তাই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে ভগবদ্ধামে ফিরে

যাওয়ার সুযোগ প্রদান করা, এবং জড় জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ না করলে কখনই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য*—যে ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁকে অবশ্যই *নিষ্কিঞ্চন* হতে হবে—তাঁকে জড় সুখভোগের সমস্ত প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে হবে। *ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্*—পূর্ণরূপে বৈরাগ্য না হলে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া যায় না অথবা ব্রহ্মে স্থিত হওয়া যায় না। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদিত হয় ব্রহ্মভূত স্তরে। তাই ব্রহ্মভূত বা আধ্যাত্মিক স্তর প্রাপ্ত না হলে, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া যায় না; পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তিনি ইতিমধ্যেই ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬) তাই কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি লাভ করে থাকেন, তা হলে তিনি অবশ্যই মুক্ত। সাধারণত জড় সুখভোগ না করলে বৈরাগ্য আসে না। বর্ণাশ্রম প্রথায় তাই ক্রমশ উন্নীত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। মহারাজ যযাতির পুত্র যদু বলেছেন যে তিনি তাঁর যৌবন প্রদান করতে অক্ষম, কারণ ভবিষ্যতে সন্ন্যাস-আশ্রমের স্তর লাভ করার জন্য তিনি তা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

মহারাজ যদু তাঁর ভাইদের থেকে ভিন্ন ছিলেন। পরবর্তী শ্লোকে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে—*তুর্বসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যুশ্চানুশ্চ ভারত / প্রত্যাচখ্যুর-ধর্মজ্ঞাঃ*। মহারাজ যদুর ভাইয়েরা তাঁদের পিতার জরা গ্রহণ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন না। ধর্মনীতির অনুগামী আদেশ পালন করা, বিশেষ করে পিতার আদেশ পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মহারাজ যদুর ভ্রাতারা যখন তাঁদের পিতার আদেশ অবজ্ঞা করেছিলেন, তখন তা অবশ্যই ছিল ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ। কিন্তু মহারাজ যদুর পিত্রাদেশ প্রত্যাখ্যান ধর্মসম্মত ছিল। সেই সম্বন্ধে দশম স্কন্ধে বলা হয়েছে, *যদোশ্চ ধর্মশীলস্য*—মহারাজ যদু ধর্মনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। ধর্মের চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। মহারাজ যদু ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনে একটি প্রতিবন্ধক ছিল—যৌবনে জড় সুখভোগের বাসনা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত যৌবনে

সেই ইচ্ছা পূর্ণরূপে তৃপ্তিসাধন না করা যায়, ততক্ষণ ভগবানের সেবায় বিঘ্ন উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা দেখেছি অনেক সন্ন্যাসী যারা অপরিপক্ক অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিল, তাদের জড় সুখভোগের বাসনা তৃপ্ত না হওয়ার ফলে বিচলিত হয়ে তারা ভ্রষ্ট হয়েছে। তাই সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, গৃহস্থ-আশ্রম এবং বানপ্রস্থ-আশ্রম অতিবাহিত করার পর, অবশেষে সন্ন্যাস অবলম্বন করে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। মহারাজ যদু তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে তাঁর যৌবনের বিনিময়ে পিতার বার্ধক্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, কারণ তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর পিতা তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু যেহেতু এই বিনিময় পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে বিলম্বের কারণ হবে, তাই তিনি বার্ধক্য গ্রহণ করতে চাননি। কারণ তিনি সমস্ত বিঘ্ন থেকে মুক্ত হতে আগ্রহী ছিলেন। অধিকন্তু, যদুর বংশধরদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করবেন, তাই যদু যত শীঘ্রই সম্ভব তাঁর বংশে ভগবানের আবির্ভাব দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর পিতার প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হননি। এটি কিন্তু অধর্ম নয়, কারণ যদুর উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের সেবা করা। যদু যেহেতু ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কুন্তীদেবীর প্রার্থনায় প্রতিপন্ন হয়েছে—*যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে*। যদু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তাই তিনি যদুবংশে অবতীর্ণ হতে আগ্রহী ছিলেন। অতএব মহারাজ যদুকে অধর্মজ্ঞ বলে মনে করা উচিত নয়, যা পরবর্তী শ্লোকে তাঁর ভ্রাতাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন চতুঃসনদের মতো, যাঁরা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁদের পিতা ব্রহ্মার আদেশ পালন করেননি। চার কুমারেরা যেহেতু ব্রহ্মচারীরূপে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁদের পিতার আদেশ পালন না করার ফলে তাঁদের অধর্ম আচরণ হয়নি।

শ্লোক ৪১

তুর্বসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যুশ্চানুশ্চ ভারত ।
প্রত্যাচখ্যুরধর্মজ্ঞা হ্যনিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪১ ॥

তুর্বসুঃ—আর এক পুত্র তুর্বসু; **চোদিতঃ**—প্রার্থিত; **পিত্রা**—পিতার দ্বারা (তাঁর বার্ধক্যের সঙ্গে তাঁদের যৌবন বিনিময় করতে); **দ্রুহ্যুঃ**—আর এক পুত্র দ্রুহ্যু; **চ**—এবং; **অনুঃ**—আর এক পুত্র অনু; **চ**—ও; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **প্রত্যাচখ্যুঃ**—গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল; **অধর্মজ্ঞাঃ**—যেহেতু তাঁরা ধর্মনীতি

সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনিত্যে**—অনিত্য যৌবন; **নিত্য-বুদ্ধয়ঃ**—নিত্য বলে মনে করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যযাতি এইভাবে তাঁর অন্য পুত্র তুর্বসু, দ্রুহ্যু এবং অনুকে তাঁর বার্ধক্যের সঙ্গে তাদের যৌবন বিনিময়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু তারা ধর্মজ্ঞানশূন্য হওয়ার ফলে অস্থির যৌবনকে নিত্য বলে মনে করেছিল, এবং তাই তারা তাদের পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

শ্লোক ৪২

অপৃচ্ছৎ তনয়ং পূরুং বয়সোনং গুণাধিকম্ ।
ন ত্বমগ্রজবদ্ বৎস মাং প্রত্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪২ ॥

অপৃচ্ছৎ—অনুরোধ করেছিলেন; **তনয়ম্**—পুত্র; **পূরুম্**—পূরুকে; **বয়সা**—বয়সে; **ঊনম্**—যদিও কনিষ্ঠ; **গুণ-অধিকম্**—গুণে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ; **ন**—না; **ত্বম্**—তুমি; **অগ্রজবৎ**—তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মতো; **বৎস**—হে প্রিয় পুত্র; **মাম্**—আমাকে; **প্রত্যাখ্যাতুম্**—প্রত্যাখ্যান করা; **অর্হসি**—উচিত।

অনুবাদ

রাজা যযাতি তখন তাঁর তিন পুত্র থেকে বয়সে কনিষ্ঠ কিন্তু গুণে শ্রেষ্ঠ পূরুকে বলেছিলেন, "হে বৎস! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মতো আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নয়।"

শ্লোক ৪৩

শ্রী পূরুরুবাচ

কো নু লোকে মনুষ্যেন্দ্র পিতুরাত্মকৃতঃ পুমান্ ।
প্রতিকর্তুং ক্ষমো যস্য প্রসাদাদ্ বিন্দতে পরম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রী-পূরুঃ উবাচ—পূরু বলেছিলেন; **কঃ**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **লোকে**—এই জগতে; **মনুষ্য-ইন্দ্র**—হে নরশ্রেষ্ঠ; **পিতুঃ**—পিতা; **আত্মকৃতঃ**—যিনি এই দেহ দান করেছেন; **পুমান্**—ব্যক্তি; **প্রতিকর্তুম্**—প্রতিদান দেওয়ার জন্য; **ক্ষমঃ**—সক্ষম; **যস্য**—যাঁর; **প্রসাদাৎ**—কৃপায়; **বিন্দতে**—ভোগ করে; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ জীবন।

অনুবাদ

পূরু উত্তর দিয়েছিলেন—হে নরেশ! এই পৃথিবীতে কে তার পিতার ঋণ শোধ করতে পারে? পিতার কৃপায় মনুষ্য-জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সেই জীবনে ভগবানের পার্ষদত্ব পর্যন্ত লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

পিতা শরীরের বীজ প্রদান করেন, এবং সেই বীজ ক্রমশ বিকশিত হয়ে পশুদের থেকে অনেক অনেক উন্নত চেতনাসম্পন্ন মনুষ্যরূপ ধারণ করে। এই মনুষ্য-শরীরের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়, এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলনের ফলে ভগবদ্ধামে পর্যন্ত ফিরে যাওয়া যায়। এই অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ মনুষ্য-শরীর পিতার কৃপায় লাভ হয়, এবং তাই সকলেই পিতার কাছে ঋণী। অন্যান্য জীবনেও পিতা-মাতা লাভ হয়; এমন কি কুকুর-বেড়ালেরও পিতা-মাতা রয়েছে। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানদের ভগবদ্ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দান করার মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ বর প্রদান করতে পারেন। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ করেন, কারণ তখন তাঁর সংসারচক্র সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই যে পিতা তাঁর সন্তানদের কৃষ্ণভক্তির পন্থা দান করেন, তিনিই হচ্ছেন এই জগতে সব চাইতে হিতৈষী পিতা। তাই বলা হয়েছে—

প্রতি জন্মে জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায় ॥

পিতা-মাতা সকলেই পায়, কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণ এবং গুরুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি জড়া প্রকৃতিকে জয় করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৪৪

উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্যাৎ প্রোক্তকারী তু মধ্যমঃ।
অধমোঽশ্রদ্ধয়া কুর্যাদকর্তোচ্চরিতং পিতুঃ ॥ ৪৪ ॥

উত্তমঃ—শ্রেষ্ঠ; **চিন্তিতম্**—পিতার ঈঙ্গিত; **কুর্যাৎ**—সেই অনুসারে আচরণ করেন; **প্রোক্তকারী**—যিনি তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে আচরণ করেন; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **মধ্যমঃ**—মধ্যম; **অধমঃ**—অধম; **অশ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাবিহীন; **কুর্যাৎ**—আচরণ করে; **অকর্তা**—করতে অনিচ্ছুক; **উচ্চরিতম্**—বিষ্ঠার মতো; **পিতুঃ**—পিতার।

অনুবাদ

যে পুত্র পিতার ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করেন তিনি উত্তম, যিনি পিতা আদেশ করলে সেই আদেশ পালন করেন তিনি মধ্যম, এবং যে অশ্রদ্ধার সঙ্গে পিতার আদেশ পালন করে সে অধম। কিন্তু যে পিতার আদেশ পালন করে না, সে পিতার বিষ্ঠাসদৃশ।

তাৎপর্য

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তৎক্ষণাৎ তাঁর পিতার প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, কারণ তিনি কনিষ্ঠ হলেও অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন। পুরু বিবেচনা করেছিলেন, "পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তাঁর প্রস্তাব আমার গ্রহণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা করিনি। তাই আমি উত্তম পুত্র নই। আমি মধ্যম পুত্র। কিন্তু আমি সব চাইতে নিকৃষ্ট পুত্র হতে চাই না, যে তার পিতার বিষ্ঠাসদৃশ।" একজন ভারতীয় কবি বলেছেন, পুত্র এবং মূত্র দু-ই জননেন্দ্রিয় থেকে নির্গত হয়। পুত্র যদি ভগবানের অনুগত ভক্ত হয়, তা হলে সে যথার্থ পুত্র; তা না হলে মূর্খ এবং অভক্ত পুত্র মূত্রসদৃশ।

শ্লোক ৪৫

ইতি প্রমুদিতঃ পূরুঃ প্রত্যগৃহ্ণাজ্জরাং পিতুঃ ।
সোঽপি তদ্বয়সা কামান্ যথাবজ্জুজুষে নৃপ ॥ ৪৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রমুদিতঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; **পুরুঃ**—পুরু; **প্রত্যগৃহ্ণাৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **জরাম্**—বার্ধক্য; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **সঃ**—সেই পিতা (যযাতি); **অপি**—ও; **তৎ-বয়সা**—তাঁর পুত্রের যৌবনের দ্বারা; **কামান্**—সমস্ত বাসনা; **যথা-বৎ**—আবশ্যকতা অনুসারে; **জুজুষে**—উপভোগ করেছিলেন; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে পূরু তাঁর পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করেছিলেন। যযাতি তখন তাঁর পুত্রের যৌবন প্রাপ্ত হয়ে তাঁর আবশ্যক অনুযায়ী এই জড় জগৎ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

**সপ্তদ্বীপপতিঃ সম্যক্ পিতৃবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ ।
যথোপজোষং বিষয়াঞ্জুজুষেহব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥**

সপ্ত-দ্বীপ-পতিঃ—সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সারা পৃথিবীর অধিপতি; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **পিতৃবৎ**—ঠিক পিতার মতো; **পালয়ন্**—পালন করেছিলেন; **প্রজাঃ**—প্রজাদের; **যথা-উপজোষম্**—ইচ্ছা অনুসারে; **বিষয়ান্**—জড় সুখ; **জুজুষে**—উপভোগ করেছিলেন; **অব্যাহত**—অবিচলিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ।

অনুবাদ

তারপর রাজা যযাতি সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সারা পৃথিবীর অধিপতি হয়ে পিতা যেভাবে তাঁর পুত্রদের পালন করেন, ঠিক সেইভাবে তাঁর প্রজাদের পালন করতে লাগলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পুত্রের যৌবন গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিকলতা প্রাপ্ত হয়নি, এবং তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে জড় সুখভোগ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৭

**দেবযান্যপ্যনুদিনং মনোবাগ্‌দেহবস্তুভিঃ ।
প্রেয়সঃ পরমাং প্রীতিমুবাহ প্রেয়সী রহঃ ॥ ৪৭ ॥**

দেবযানী—শুক্রাচার্যের কন্যা, মহারাজ যযাতির পত্নী; **অপি**—ও; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন, চব্বিশ ঘণ্টা; **মনঃ-বাক্**—তাঁর মন এবং বাক্যের দ্বারা; **দেহ**—দেহ; **বস্তুভিঃ**—সমস্ত আবশ্যক বস্তুর দ্বারা; **প্রেয়সঃ**—তাঁর প্রিয়তম পতির; **পরমাম্**—দিব্য; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **উবাহ**—সম্পাদন করেছিলেন; **প্রেয়সী**—তাঁর পতির অত্যন্ত প্রিয়; **রহঃ**—নির্জন স্থানে, অবিচলিতভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতির প্রিয়তমা পত্নী দেবযানী সর্বদা নির্জন স্থানে তাঁর মন, বাক্য, দেহ এবং অন্যান্য বস্তুর দ্বারা তাঁর পতির পরম আনন্দবিধান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

**অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
সর্বদেবময়ং দেবং সর্ববেদময়ং হরিম্ ॥ ৪৮ ॥**

অযজৎ—পূজা করেছিলেন; **যজ্ঞ-পুরুষম্**—যজ্ঞপুরুষ ভগবানকে; **ক্রতুভিঃ**—বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **ভূরি-দক্ষিণৈঃ**—ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত দক্ষিণা দান করে; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সমস্ত দেবতাদের উৎস; **দেবম্**—ভগবান; **সর্ব-বেদ-ময়ম্**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের পরম লক্ষ্য; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতি বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সমস্ত দেবতাদের উৎস এবং সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধানের জন্য ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

যস্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোম্নীব জলদাবলিঃ ।
নানেব ভাতি নাভাতি স্বপ্নমায়ামনোরথঃ ॥ ৪৯ ॥

যস্মিন্—যাঁর মধ্যে; **ইদম্**—সমগ্র জগৎ; **বিরচিতম্**—সৃষ্ট হয়েছে; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ইব**—সদৃশ; **জলদ-আবলিঃ**—মেঘ; **নানা ইব**—যেন নানারূপে; **ভাতি**—প্রতিভাত; **ন আভাতি**—প্রতিভাত হয় না; **স্বপ্নমায়া**—স্বপ্নের মতো মায়া; **মনঃ-রথঃ**—মনরূপী রথ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবাসুদেব যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি মেঘ ধারণকারী আকাশের মতো তাঁর সর্বব্যাপক রূপ প্রকাশ করেন। আর সৃষ্টি যখন লয় হয়ে যায়, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে সব কিছু প্রবিষ্ট হয় এবং তখন আর এই জগতের বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) ভগবান স্বয়ং উল্লেখ করেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন

পরব্রহ্ম। আদিতে সব কিছুই তাঁর থেকে প্রকাশিত হয় এবং অন্তে সব কিছুই তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*) এবং তাঁর থেকেই সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*)। সমস্ত জড় প্রকাশ কিন্তু অনিত্য। এখানে *স্বপ্ন, মায়া* এবং *মনোরথ* শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। স্বপ্ন, মায়া এবং মনোরথ ক্ষণস্থায়ী। তেমনই সমগ্র জড় সৃষ্টিও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন শাশ্বত পরম সত্য।

শ্লোক ৫০

তমেব হৃদি বিন্যস্য বাসুদেবং গুহাশয়ম্ ।
নারায়ণমণীয়াংসং নিরাশীরযজৎ প্রভুম্ ॥ ৫০ ॥

তম্ এব—তাঁকেই কেবল; **হৃদি**—হৃদয় অভ্যন্তরে; **বিন্যস্য**—স্থাপন করে; **বাসুদেবম্**—ভগবান বাসুদেবকে; **গুহাশয়ম্**—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন; **নারায়ণম্**—নারায়ণ বা নারায়ণের অংশ; **অণীয়াংসম্**—সর্বত্র বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও যিনি দৃষ্টির অগোচর; **নিরাশীঃ**—জড় বাসনারহিত যযাতি; **অযজৎ**—আরাধনা করেছিলেন; **প্রভুম্**—ভগবানকে।

অনুবাদ

যিনি নারায়ণ রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং সর্বত্র বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও জড় দৃষ্টির অগোচর, জড় বাসনারহিত হয়ে মহারাজ যযাতি সেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন ।

তাৎপর্য

মহারাজ যযাতি আপাতদৃষ্টিতে জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হলেও অন্তরে তিনি নিরন্তর ভগবানের নিত্যসেবক হওয়ার অভিলাষী ছিলেন।

শ্লোক ৫১

এবং বর্ষসহস্রাণি মনঃষষ্ঠৈর্মনঃসুখম্ ।
বিদধানোঽপি নাতৃপ্যৎ সার্বভৌমঃ কদিন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৫১ ॥

এবম্—এইভাবে; **বর্ষ-সহস্রাণি**—এক হাজার বছর; **মনঃ-ষষ্ঠৈঃ**—মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **মনঃ-সুখম্**—মনের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী সুখ; **বিদধানঃ**—সম্পাদন

করে; **অপি**—যদিও; **ন অতৃপ্যৎ**—তৃপ্ত হতে পারেননি; **সার্বভৌমঃ**—যদিও তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর রাজা; **কৎ-ইন্দ্রিয়ৈঃ**—অশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সমন্বিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতি যদিও ছিলেন সারা পৃথিবীর রাজা এবং যদিও তিনি এক হাজার বছর ধরে তাঁর মন এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে জড় বিষয়ভোগে নিযুক্ত করেছিলেন, তবুও তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেননি।

তাৎপর্য

কদিন্দ্রিয় বা অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করা যায় যদি ইন্দ্রিয় এবং মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করা হয়। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎ-পরত্বেন নির্মলম্*। সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কেউ যখন এই জড় জগতের উপাধির পরিপ্রেক্ষিতে পরিচিত হয়, তখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অশুদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ হয়, এবং ভগবানের নিত্যদাসরূপে নিজের প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি হয়, তখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হয়। সেই নির্মল ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় ভক্তি। *হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে*। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সুখী হওয়া যায় না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'রাজা যযাতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ঊনবিংশতি অধ্যায়

রাজা যযাতির মুক্তিলাভ

এই ঊনবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে মহারাজ যযাতি ছাগ এবং ছাগীর রূপকাত্মক কাহিনী বর্ণনা করার পর মুক্তিলাভ করেছিলেন।

এই জড় জগতে বহু বছর স্ত্রীসঙ্গসুখ উপভোগ করার পর, মহারাজ যযাতি অবশেষে এই প্রকার জড় বিষয়ভোগের প্রতি বিরক্ত হন। জড় সুখভোগের অনিত্যতা উপলব্ধি করে, তিনি তাঁর নিজের জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে এক ছাগ এবং ছাগীর কাহিনী তাঁর প্রেয়সী দেবযানীর কাছে বর্ণনা করেন। এই কাহিনীটি এই প্রকার—একসময় একটি ছাগ বনের মধ্যে আহার্যের অন্বেষণ করতে করতে দৈবক্রমে একটি কূপের মধ্যে একটি ছাগীকে দর্শন করে। সেই ছাগীটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে তাকে সেই কূপ থেকে উদ্ধার করে এবং তারা পরস্পর মিলিত হয়। একদিন সেই ছাগীটি যখন দেখে যে, ছাগটি অন্য একটি ছাগীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করছে, তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগটিকে পরিত্যাগ করে, তার পালনকর্তা এক ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তার পতির আচরণের কথা বর্ণনা করে। ব্রাহ্মণ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগটিকে তার মৈথুনসামর্থ্য হারাবার অভিশাপ দেন। তখন ছাগটি ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে ব্রাহ্মণটি তার মৈথুনসামর্থ্য ফিরিয়ে দেন। তখন সেই ছাগটি বহু বছর ধরে ছাগীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করেও তৃপ্ত হয়নি। কেউ যদি কামুক এবং লোভী হয়, তা হলে পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণও তার সেই কামবাসনা তৃপ্ত করতে পারে না। এই বাসনা ঠিক অগ্নির মতো। সেই জলন্ত অগ্নিতে ঘি ঢেলে কখনও তা নেভানো যায় না। সেই আগুন নেভাতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়। শাস্ত্রে তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, বুদ্ধির দ্বারা ভোগের জীবন ত্যাগ করা যায়। যারা অল্পজ্ঞ, তারা মহান প্রয়াস ব্যতীত জড় সুখভোগ, বিশেষ করে মৈথুনজনিত সুখ ত্যাগ করতে পারে না, কারণ সুন্দরী রমণী মহাজ্ঞানীকেও মোহিত করে। মহারাজ যযাতি কিন্তু পুত্রদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি বিতরণ করে দিয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। তিনি জড় সুখভোগের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে তপস্বী বা সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছিলেন এবং

সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পরে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী দেবযানী যখন সংসার-জীবনের মোহ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনিও ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থমাচরন্ কামান্ স্ত্রৈণোঽপহ্নবমাত্মনঃ।
বুদ্ধা প্রিয়ায়ৈ নির্বিণ্ণো গাথামেতামগায়ত ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—মহারাজ যযাতি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **আচরন্**—আচরণ করে; **কামান্**—কামবাসনা; **স্ত্রৈণঃ**—স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **অপহ্নবম্**—প্রতিকার; **আত্মনঃ**—নিজের মঙ্গল; **বুদ্ধা**—বুদ্ধির দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করে; **প্রিয়ায়ৈ**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নী দেবযানীকে; **নির্বিণ্ণঃ**—বীতশ্রদ্ধ; **গাথাম্**—কাহিনী; **এতাম্**—এই; **অগায়ত**—বর্ণনা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যযাতি ছিলেন অত্যন্ত স্ত্রৈণ। কিন্তু কালক্রমে কামভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে এবং তার কুফল বুঝতে পেরে তিনি সেই জীবন ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে এই কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

শৃণু ভার্গব্যমূং গাথাং মদ্বিধাচরিতাং ভুবি।
ধীরা যস্যানুশোচন্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ ॥ ২ ॥

শৃণু—শ্রবণ কর; **ভার্গবি**—হে শুক্রাচার্যের কন্যা; **অমূম্**—এই; **গাথাম্**—কাহিনী; **মৎ-বিধা**—ঠিক আমার মতো; **আচরিতম্**—আচরণ; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **ধীরাঃ**—যারা ধীর এবং বুদ্ধিমান; **যস্য**—যার; **অনুশোচন্তি**—অত্যন্ত অনুতাপ করে; **বনে**—বনে; **গ্রাম-নিবাসিনঃ**—জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

অনুবাদ

হে প্রিয়তমা পত্নী, শুক্রাচার্যের কন্যা! এই পৃথিবীতে আমার মতো আচরণশীল এক ব্যক্তি ছিল। তার জীবনকাহিনী আমি বর্ণনা করছি, তুমি শ্রবণ কর। এই প্রকার গৃহাসক্ত ব্যক্তির জীবনকাহিনী শ্রবণ করে বানপ্রস্থীরা সর্বদা অনুশোচনা করেন।

তাৎপর্য

গ্রামে অথবা শহরে যারা বাস করে, তাদের বলা হয় গ্রামনিবাসী, এবং যাঁরা বনে বাস করেন, তাঁদের বলা হয় বনবাসী বা বানপ্রস্থ। গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণকারী বানপ্রস্থীরা সাধারণত তাঁদের অতীতের গৃহস্থ-জীবন সম্বন্ধে অনুতাপ করেন, কারণ সেই জীবনে তাঁরা কামবাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, মানুষের কর্তব্য যত শীঘ্র সম্ভব গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা, এবং তিনি গৃহস্থ-জীবনকে অন্ধকূপ বলে বর্ণনা করেছেন (*হিত্বাত্ম-পাতং গৃহমন্ধকূপম্*)। কেউ যদি চিরকাল অথবা স্থায়িভাবে তার পরিবারের সঙ্গে থাকবে বলে মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে সে আত্মঘাতী। তাই বৈদিক সভ্যতায় পঞ্চাশ বছর বয়স হলে গৃহস্থজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে বনে গমন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি যখন বনবাস বা বানপ্রস্থ-জীবনে অভ্যস্ত হন, তখন তাঁর কর্তব্য সন্ন্যাস গ্রহণ করা। *বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত*। সন্ন্যাসের অর্থ হচ্ছে অবিচলিত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা অবলম্বন করা। বৈদিক সভ্যতায় তাই মানব-জীবনকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। মানুষ যদি কেবল গৃহস্থ-জীবনেই থাকে এবং জীবনের উন্নততর দুটি স্তর, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস-আশ্রমে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা না করে, তা হলে তার অত্যন্ত লজ্জিত হওয়া উচিত।

শ্লোক ৩

বস্ত একো বনে কশ্চিদ্ বিচিন্বন্ প্রিয়মাত্মনঃ ।
দদর্শ কূপে পতিতাং স্বকর্মবশগামজাম্ ॥ ৩ ॥

বস্তঃ—ছাগ; **একঃ**—এক; **বনে**—বনে; **কশ্চিৎ**—কোন; **বিচিন্বন্**—খাদ্যের অন্বেষণ করতে করতে; **প্রিয়ম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **আত্মনঃ**—তার নিজের জন্য; **দদর্শ**—দৈবক্রমে দেখতে পেল; **কূপে**—একটি কূপের মধ্যে; **পতিতাম্**—পতিত; **স্ব-কর্ম-বশ-গাম্**—তাঁর কর্মফলের প্রভাবে; **অজাম্**—একটি ছাগীকে।

অনুবাদ

একটি ছাগ বনের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য আহার্যের অন্বেষণ করতে করতে দৈবক্রমে একটি কূপের মধ্যে নিজ কর্মফলে পতিতা একটি ছাগীকে দেখতে পেল।

তাৎপর্য

এখানে মহারাজ যযাতি নিজেকে একটি ছাগের সঙ্গে এবং দেবযানীকে একটি ছাগীর সঙ্গে তুলনা করে, নারী এবং পুরুষের স্বভাব বর্ণনা করেছেন। পুরুষ একটি ছাগের মতো ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অন্বেষণে ইতস্তত বিচরণ করে, এবং পুরুষ বা পতির আশ্রয়বিহীন স্ত্রীর অবস্থা কূপে নিপতিতা ছাগীর মতো। পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত নারী সুখী হতে পারে না। বস্তুতপক্ষে তার অবস্থা ঠিক একটি কূপে পতিতা ছাগীর মতো। তাই নারীর অবশ্যকর্তব্য, দেবযানী যেমন শুক্রাচার্যের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন, ঠিক সেইভাবে পিতার আশ্রয় অবলম্বন করা। তারপর পিতার কর্তব্য উপযুক্ত পাত্রে কন্যাকে সম্প্রদান করা অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির কর্তব্য নারীকে পতির তত্ত্বাবধানে রাখতে সাহায্য করা। দেবযানীর জীবনে তা স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। মহারাজ যযাতি যখন দেবযানীকে কূপ থেকে উদ্ধার করেন, তখন দেবযানী গভীর স্বস্তি অনুভব করেছিলেন এবং তাঁকে পত্নীরূপে বরণ করতে যযাতিকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু মহারাজ যযাতি যখন দেবযানীকে অঙ্গীকার করেন, তখন তিনি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন এবং কেবল দেবযানীর সঙ্গেই নয়, শর্মিষ্ঠা আদি অন্যদের সঙ্গেও তিনি যৌন জীবনে আসক্ত হয়ে পড়েন। তথাপি তিনি অতৃপ্ত ছিলেন। তাই মানুষের কর্তব্য, যযাতির মতো দৃঢ়তাপূর্বক গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা। মানুষ যখন বৈষয়িক জীবনের অধঃপতিত অবস্থা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিতরূপে অবগত হন, তখন তাঁর কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করা এবং সর্বতোভাবে নিজেকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। তখন তাঁর জীবন সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্লোক ৪

তস্যা উদ্ধরণোপায়ং বস্তঃ কামী বিচিন্তয়ন্ ।
ব্যধত্ত তীর্থমুদ্ধৃত্য বিষাণাগ্রেণ রোধসী ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ—ছাগীর; **উদ্ধরণ-উপায়ম্**—(কূপ থেকে) উদ্ধারের উপায়; **বস্তঃ**—ছাগ; **কামী**—কামুক; **বিচিন্তয়ন্**—পরিকল্পনা করে; **ব্যধত্ত**—সম্পাদন করেছিল; **তীর্থম্**—

বেরিয়ে আসার পথ; **উদ্ধৃত্য**—মাটি খুঁড়ে; **বিষাণ-অগ্রেণ**—তার শিঙের অগ্রভাগের দ্বারা; **রোধসী**—কূপের তটে।

অনুবাদ

সেই ছাগীর উদ্ধারের উপায় পরিকল্পনা করে, সেই কামুক ছাগ তার শিঙের অগ্রভাগের দ্বারা কূপের তটের মৃত্তিকা অপসারিত করে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করেছিল।

তাৎপর্য

নারীর প্রতি আকর্ষণ অর্থনৈতিক উন্নতি, বাড়িঘর এবং জড় জগতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনের অন্যান্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের অনুপ্রেরণা জোগায়। শিঙের অগ্রভাগ দিয়ে মাটি খুঁড়ে ছাগীর বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করা অবশ্যই অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কার্য ছিল, কিন্তু ছাগীকে প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ছাগকে সেই শ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল। *অহো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈর্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি।* স্ত্রী-পুরুষের মিলন সুন্দর গৃহ, প্রচুর অর্থ উপার্জন, সন্তান-সন্ততি উৎপাদন, বন্ধুবান্ধব প্রাপ্তি ইত্যাদির অনুপ্রেরণা-স্বরূপ। তার ফলে মানুষ এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৫-৬

সোত্তীর্য কূপাৎ সুশ্রোণী তমেব চকমে কিল ।
তয়া বৃতং সমুদ্বীক্ষ্য বহ্ব্যোঽজাঃ কান্তকামিনীঃ ॥ ৫ ॥
পীবানং শ্মশ্রুলং প্রেষ্ঠং মীঢ্বাংসং যাভকোবিদম্ ।
স একোঽজবৃষস্তাসাং বহ্বীনাং রতিবর্ধনঃ ।
রেমে কামগ্রহগ্রস্ত আত্মানং নাববুধ্যত ॥ ৬ ॥

সা—সেই ছাগী; **উত্তীর্য**—উঠে এসে; **কূপাৎ**—কূপ থেকে; **সুশ্রোণী**—সুন্দর নিতম্ব সমন্বিতা; **তম্**—ছাগকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চকমে**—পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিল; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **তয়া**—তার দ্বারা; **বৃতম্**—গৃহীত; **সমুদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বহ্ব্যঃ**—অন্য অনেক; **অজাঃ**—ছাগী; **কান্ত-কামিনীঃ**—ছাগটিকে তাদের পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করে; **পীবানম্**—অত্যন্ত বলিষ্ঠ; **শ্মশ্রুলম্**—সুন্দর গোঁফ এবং দাড়ি সমন্বিত; **প্রেষ্ঠম্**—উত্তম; **মীঢ্বাংসম্**—বীর্যস্খলনে দক্ষ; **যাভ-**

কোবিদম্—মৈথুনাভিজ্ঞ; **সঃ**—সেই ছাগ; **একঃ**—একাকী; **অজ-বৃষঃ**—ছাগশ্রেষ্ঠ; **তাসাম্**—সেই সমস্ত ছাগীদের; **বহ্বীনাম্**—বহু; **রতি-বর্ধনঃ**—রতিবর্ধনে সমর্থ; **রেমে**—উপভোগ করেছিল; **কাম-গ্রহ-গ্রস্তঃ**—কামরূপ গ্রহগ্রস্ত; **আত্মানম্**—নিজের; **ন**—না; **অববুধ্যত**—বুঝতে পেরেছিল।

অনুবাদ

সুন্দর নিতম্বিনী সেই ছাগী কূপ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, অত্যন্ত সুন্দর দর্শন ছাগটিকে দর্শন করে তাকে পতিরূপে বরণ করতে বাসনা করেছিল। ছাগী সেই ছাগকে পতিরূপে বরণ করলে, অন্য অনেক ছাগী তার সুন্দর শরীর, সুন্দর শ্মশ্রু, বীর্যস্খলনে দক্ষতা এবং মৈথুনের অভিজ্ঞতা দর্শন করে সেই ছাগকে পতিত্বে বরণ করতে অভিলাষিণী হয়েছিল। পিশাচী ভর করলে মানুষ যেমন উন্মাদ হয়ে যায়, তেমনই সেই ছাগশ্রেষ্ঠ বহু ছাগীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়েছিল এবং তার ফলে আত্ম-উপলব্ধিরূপ তার প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিল।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত মানুষেরা রতিক্রীড়ার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। *যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্।* যদিও মানুষ প্রাণভরে মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য গৃহস্থ হয়, তবুও তার সেই বাসনা কখনও তৃপ্ত হয় না। এই প্রকার কামুক বিষয়ী ঠিক একটি ছাগলের মতো, কারণ কথিত আছে যে, কসাইখানায় বলি হওয়ার সময়েও ছাগ যদি সুযোগ পায়, তা হলে সে মৈথুনসুখ উপভোগে লিপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি।

তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বরূপ-উপলব্ধি, অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরে যে আত্মা রয়েছে (*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*) তাকে জানা। বিষয়াসক্ত মূর্খেরা জানে না যে, তাদের প্রকৃত স্বরূপ তাদের দেহটি নয়, দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা। মানুষের কর্তব্য তার বাস্তবিক স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সেই জ্ঞানের অনুশীলন করা, যার ফলে সে তার দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। পিশাচীগ্রস্ত দুর্ভাগা ব্যক্তি যেমন উন্মাদের মতো আচরণ করে, তেমনই কামরূপ পিশাচীগ্রস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়, যাতে তারা তথাকথিত দেহসুখ উপভোগ করতে পারে।

শ্লোক ৭

তমেব প্রেষ্ঠতময়া রমমাণমজান্যয়া ।
বিলোক্য কূপসংবিগ্না নামৃষ্যদ্ বস্তকর্ম তৎ ॥ ৭ ॥

তম্—সেই ছাগ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **প্রেষ্ঠতময়া**—প্রিয়তম; **রমমাণম্**—মৈথুনরত; **অজা**—ছাগী; **অন্যয়া**—অন্য এক ছাগীর সঙ্গে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **কূপ-সংবিগ্না**—যে ছাগীটি কূপে পতিত হয়েছিল; **ন**—না; **অমৃষ্যৎ**—সহ্য করেছিল; **বস্তকর্ম**—ছাগের কর্ম; **তৎ**—তা (মৈথুনক্রিয়াকে এখানে ছাগের কর্ম বলে মনে করা হয়েছে)।

অনুবাদ

যে ছাগী কূপে পড়েছিল, সে তার প্রিয়তম ছাগকে অন্য এক ছাগীর সঙ্গে মৈথুনরত দর্শন করে, সেই ছাগের কর্ম সহ্য করতে পারল না।

শ্লোক ৮

তং দুর্হৃদং সুহৃদ্রূপং কামিনং ক্ষণসৌহৃদম্ ।
ইন্দ্রিয়ারামমুৎসৃজ্য স্বামিনং দুঃখিতা যযৌ ॥ ৮ ॥

তম্—তাকে (ছাগটিকে); **দুর্হৃদম্**—নিষ্ঠুর হৃদয়; **সুহৃৎ-রূপম্**—বন্ধুরূপে অভিনয়-কারী; **কামিনম্**—অত্যন্ত কামুক; **ক্ষণ-সৌহৃদম্**—ক্ষণিকের বন্ধুত্ব লাভ করে; **ইন্দ্রিয়-আরামম্**—কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আগ্রহশীল; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **স্বামিনম্**—তার পতিকে অথবা তার পূর্ব-পালনকর্তাকে; **দুঃখিতা**—অত্যন্ত দুঃখিতা হয়ে; **যযৌ**—সে চলে গিয়েছিল।

অনুবাদ

অন্য ছাগীর সঙ্গে তার পতির আচরণ দর্শনে দুঃখিতা হয়ে সেই ছাগী বিচার করেছিল যে, সেই ছাগটি প্রকৃতপক্ষে তার সুহৃৎ নয়, সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হৃদয় এবং ক্ষণকালের জন্য কেবল সে সুহৃদের মতো আচরণ করছে। তাই সেই কামুক পতিকে পরিত্যাগ করে সে তার পূর্বপালকের কাছে ফিরে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে *স্বামিনম্* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। *স্বামী* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পালনকর্তা' বা 'প্রভু'। বিবাহের পূর্বে শুক্রাচার্য দেবযানীর রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন, এবং বিবাহের পর

যযাতি তাঁর ভরণপোষণ করছিলেন। কিন্তু এখানে *স্বামিনম্* শব্দটি ইঙ্গিত করছে, দেবযানী তাঁর পতি যযাতির সংরক্ষণ পরিত্যাগ করে তাঁর পূর্বপালক শুক্রাচার্যের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। বৈদিক সভ্যতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীলোকদের কর্তব্য সর্বদা পুরুষদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা। তাঁদের শৈশবে পিতার, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে উপযুক্ত পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা উচিত। জীবনের কোন অবস্থাতেই স্ত্রীলোকদের স্বতন্ত্রতা থাকা উচিত নয়।

শ্লোক ৯

সোহপি চানুগতঃ স্ত্রৈণঃ কৃপণস্তাং প্রসাদিতুম্ ।
কুর্বন্নিড়বিড়াকারং নাশক্নোৎ পথি সন্ধিতুম্ ॥ ৯ ॥

সঃ—সেই ছাগ; **অপি**—ও; **চ**—ও; **অনুগতঃ**—ছাগীর অনুগমন করে; **স্ত্রৈণঃ**—স্ত্রৈণ; **কৃপণঃ**—অত্যন্ত দরিদ্র; **তাম্**—তার; **প্রসাদিতুম্**—প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **কুর্বন্**—করে; **ইড়বিড়া-কারম্**—ছাগের ডাক ডাকতে ডাকতে; **ন**—না; **অশক্নোৎ**—সমর্থ হয়েছিল; **পথি**—পথে; **সন্ধিতুম্**—প্রসন্ন করতে।

অনুবাদ

সেই স্ত্রৈণ ছাগ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য তোষামোদ করতে করতে তার পিছনে পিছনে গমন করেছিল, কিন্তু তবুও সে তাকে প্রসন্ন করতে পারল না।

শ্লোক ১০

তস্যাতত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্বাম্যচ্ছিনদ্ রুষা ।
লম্বন্তং বৃষণং ভূয়ঃ সন্দধেঽর্থায় যোগবিৎ ॥ ১০ ॥

তস্য—সেই ছাগের; **তত্র**—তখন; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **কশ্চিৎ**—কোন; **অজা-স্বামী**—অন্য আর এক ছাগীর পালনকর্তার; **অচ্ছিনৎ**—ছিন্ন করেছিল; **রুষা**—ক্রোধে; **লম্বন্তম্**—লম্বমান; **বৃষণম্**—অণ্ডকোষ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সন্দধে**—যুক্ত করেছিল; **অর্থায়**—নিজের স্বার্থে; **যোগ-বিৎ**—যোগশক্তি সমন্বিত।

অনুবাদ

সেই ছাগী তখন অন্য এক ছাগীর পালনকর্তা এক ব্রাহ্মণের বাসস্থানে গিয়েছিল, এবং সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগটির লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছিন্ন করেছিল। কিন্তু সেই ছাগের অনুরোধে ব্রাহ্মণ তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে তার অণ্ডদ্বয় পুনরায় সংযোজিত করেছিল।

তাৎপর্য

এখানে শুক্রাচার্যকে অন্য আর একটি ছাগীর পতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে, যে কোন সমাজে, তা সেটি মানব-সমাজ থেকে উচ্চতর হোক অথবা নিম্নতর হোক, পতি-পত্নীর সম্পর্ক ছাগ এবং ছাগীর সম্পর্কের মতো, কারণ স্ত্রী-পুরুষের জড়-জাগতিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে যৌনজীবন। *যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*। শুক্রাচার্য ছিলেন পারিবারিক বিষয়ের আচার্য, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাগের বীর্য ছাগীতে স্থানান্তরিত করা। *কশ্চিদজাস্বামী* পদটি এখানে ইঙ্গিত করে যে, শুক্রাচার্য যযাতির থেকে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, কারণ তাঁরা উভয়েই শুক্রের দ্বারা উৎপন্ন পারিবারিক বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। শুক্রাচার্য প্রথমে যযাতিকে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন যাতে তিনি আর যৌনজীবনে লিপ্ত হতে না পারেন, কিন্তু শুক্রাচার্য যখন দেখলেন যে, যযাতির বীর্যহীনত্বের ফলে তাঁর কন্যাকে সেই দণ্ডের ফলভোগ করতে হবে, তখন তিনি তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে যযাতির পৌরুষ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর যোগশক্তির প্রয়োগ পারিবারিক বিষয়ে করেছিলেন, ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্য নয়, তাই তা ছাগ-ছাগীর যৌনজীবনের থেকে শ্রেয় নয়। ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্যই কেবল যোগশক্তির যথাযথ প্রয়োগ করা উচিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।"

শ্লোক ১১

সম্বদ্ধবৃষণঃ সোঽপি হ্যজয়া কৃপলব্ধয়া ।
কালং বহুতিথং ভদ্রে কামৈর্নাদ্যাপি তুষ্যতি ॥ ১১ ॥

সম্বদ্ধ-বৃষণঃ—অণ্ডদ্বয় সংযোজিত হয়ে; **সঃ**—সে; **অপি**—ও; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অজয়া**—ছাগীর সঙ্গে; **কূপ-লব্ধয়া**—যাকে সে কূপে প্রাপ্ত হয়েছিল; **কালম্**—কালব্যাপী; **বহু-তিথম্**—অতি দীর্ঘকাল; **ভদ্রে**—হে প্রিয় পত্নী; **কামৈঃ**—এই প্রকার কামবাসনার দ্বারা; **ন**—না; **অদ্য অপি**—আজ পর্যন্ত; **তুষ্যতি**—তৃপ্ত হয়।

অনুবাদ

হে প্রিয়ে! যখন সেই ছাগের অণ্ডদ্বয় পুনরায় সংযুক্ত করা হল, তখন সেই ছাগ কূপে লব্ধ ছাগীর সঙ্গে বহুকাল বিষয়ভোগ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার কামবাসনা তৃপ্ত হয়নি।

তাৎপর্য

কেউ যখন তার পত্নীর প্রেমে আবদ্ধ হয়, তখন সে কামবাসনার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং তা জয় করা অত্যন্ত কঠিন। তাই বৈদিক সভ্যতায় মানুষকে স্বেচ্ছায় তথাকথিত গৃহ ত্যাগ করে বনে গমন করতে হয়। *পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ*। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রকার তপস্যা করা। স্বেচ্ছায় গৃহে মৈথুন-জীবন ত্যাগ করে, বনে গিয়ে ভগবানের ভক্তদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার তপস্যার দ্বারা মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।

শ্লোক ১২

তথাহং কৃপণঃ সুভ্রু ভবত্যাঃ প্রেমযন্ত্রিতঃ ।
আত্মানং নাভিজানামি মোহিতস্তব মায়য়া ॥ ১২ ॥

তথা—ঠিক সেই ছাগের মতো; **অহম্**—আমি; **কৃপণঃ**—জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ কৃপণ; **সুভ্রু**—সুন্দর ভ্রূ সমন্বিতা; **ভবত্যাঃ**—তোমার সাহচর্যে; **প্রেম-যন্ত্রিতঃ**—যেন প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে কাম; **আত্মানম্**—স্বরূপ-উপলব্ধি (আমি কে এবং আমার কর্তব্য কি); **ন অভিজানামি**—এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি; **মোহিতঃ**—মোহাচ্ছন্ন হয়ে; **তব**—তোমার; **মায়য়া**—তোমার আকর্ষণীয় রূপের দ্বারা।

অনুবাদ

হে সুভ্রু! আমিও ঠিক ছাগের মতো, কারণ আমি এতই মন্দবুদ্ধি যে, তোমার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে আমার স্বরূপ উপলব্ধির প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছি।

তাৎপর্য

কেউ যদি তার পত্নীর তথাকথিত সৌন্দর্যের শিকার হয়, তা হলে তার গৃহস্থ-জীবন একটি অন্ধকূপের মতো। *হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপম্*। এই প্রকার অন্ধকূপে বাস করা আত্মহত্যারই সামিল। কেউ যদি সংসার-জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে স্বেচ্ছায় তার পত্নীর সঙ্গে কামের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে স্বরূপ উপলব্ধির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত না হলে, গৃহস্থ-জীবন আত্মহননকারী একটি অন্ধকূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই উপদেশ দিয়েছেন যে যথাসময়ে, অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ বছরের পর গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করে বনবাসী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। *বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত*। সেখানে ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ১৩

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ॥ ১৩ ॥

যৎ—যা কিছু; **পৃথিব্যাম্**—এই পৃথিবীতে; **ব্রীহি**—ধান আদি শস্য; **যবম্**—যব; **হিরণ্যম্**—স্বর্ণ; **পশবঃ**—পশু; **স্ত্রিয়ঃ**—পত্নী বা অন্যান্য রমণী; **ন দুহ্যন্তি**—প্রদান করে না; **মনঃ-প্রীতিম্**—মনের প্রসন্নতা; **পুংসঃ**—ব্যক্তিকে; **কাম-হতস্য**—কামবাসনার শিকার হওয়ার ফলে; **তে**—তারা।

অনুবাদ

ধান, যব আদি খাদ্যশস্য, স্বর্ণ, পশু, স্ত্রী আদি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু থাকা সত্ত্বেও কামুক ব্যক্তির মন প্রসন্ন হয় না। কোন কিছুই তার প্রীতি উৎপাদন করতে পারে না।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করা, কিন্তু এই জড় উন্নতিসাধনের কোন অন্ত নেই, কারণ কেউ যদি তার কামবাসনাকে সংযত করতে না পারে, তা হলে এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এই যুগে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভূত জড়-জাগতিক

উন্নতিসাধন করা সত্ত্বেও মানুষ আরও বেশি জড় ঐশ্বর্য লাভ করার চেষ্টা করছে। *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।* যদিও প্রতিটি জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তবুও কামবাসনার ফলে তারা নিরন্তর তাদের তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য সংগ্রাম করছে। মানসিক প্রসন্নতা লাভ করতে হলে, মানুষকে কাম-বাসনারূপ হৃদ্‌রোগ থেকে মুক্ত হতে হবে। তা কেবল কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমেই সম্ভব।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৩৩/৩৯)

কেউ যদি কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে তিনি তাঁর হৃদ্‌রোগ থেকে মুক্ত হতে পারেন, তা না হলে মানুষ কাম-বাসনারূপ রোগের দ্বারা আক্রান্ত থাকবে, এবং সে কখনও মনের শান্তি লাভ করতে পারবে না।

শ্লোক ১৪

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ ১৪ ॥

ন—না; **জাতু**—কখনও; **কামঃ**—কামবাসনা; **কামানাম্**—অত্যন্ত কামুক ব্যক্তির; **উপভোগেন**—কাম উপভোগের দ্বারা; **শাম্যতি**—নিবৃত্ত হতে পারে; **হবিষা**—ঘি-এর দ্বারা; **কৃষ্ণবর্ত্মা**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **ভূয়ঃ**—বার বার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অভিবর্ধতে**—ক্রমশ বর্ধিত হয়।

অনুবাদ

অগ্নিতে ঘি ঢালার ফলে যেমন সেই আগুন কখনও নেভানো যায় না, পক্ষান্তরে তা ক্রমশ বর্ধিতই হতে থাকে, ঠিক তেমনই কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তিসাধন করা যায় না। (প্রকৃতপক্ষে, স্বেচ্ছায় ভোগবাসনা ত্যাগ করতে হয়)।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য প্রচুর অর্থ এবং সুখভোগের সমস্ত সামগ্রী থাকলেও মানুষ কখনও তৃপ্ত হতে পারে না, কারণ কাম উপভোগের দ্বারা কামের নিবৃত্তি সাধন কখনও হয় না। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। ঘি ঢেলে কখনও প্রজ্বলিত অগ্নি নেভানো যায় না।

শ্লোক ১৫

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষ্বমঙ্গলম্ ।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১৫ ॥

যদা—যখন; **ন**—না; **কুরুতে**—করে; **ভাবম্**—রাগ অথবা দ্বেষের বৈষম্য; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবকে; **অমঙ্গলম্**—অশুভ; **সমদৃষ্টেঃ**—সমদৃষ্টি হওয়ার ফলে; **তদা**—তখন; **পুংসঃ**—পুরুষের; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **সুখময়াঃ**—সুখী অবস্থায়; **দিশঃ**—দিক।

অনুবাদ

মানুষ যখন নির্মৎসর হন এবং কারও অমঙ্গল কামনা করেন না, তখন তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে সর্বদিকই সুখময় হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, *বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে*—কেউ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণভক্ত হন, তখন তাঁর কাছে সারা পৃথিবী সুখময় হয়ে ওঠে, এবং তখন তিনি কোন বস্তুর প্রতি লালায়িত হন না। ব্রহ্মভূত স্তরে বা অধ্যাত্ম উপলব্ধির স্তরে কোন কিছুর জন্য অনুশোচনা থাকে না এবং কোন বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে না (*ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*)। জীব যতক্ষণ এই জড় জগতে থাকে, ততক্ষণ কর্ম এবং তার ফল থাকবেই, কিন্তু মানুষ যখন এই কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অবিচলিত থাকেন, তখন তিনি জড় বাসনার শিকার হওয়ার বিপদ থেকে মুক্ত হন। এই শ্লোকে কামবাসনা থেকে মুক্ত তৃপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, যিনি তাঁর শত্রুর প্রতিও বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না, কারও কাছ থেকে সম্মানের প্রত্যাশা করেন না, পক্ষান্তরে শত্রুরও মঙ্গল কামনা করেন, তিনিই হচ্ছেন পরমহংস, অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত বাসনা সর্বতোভাবে দমন করেছেন।

শ্লোক ১৬

যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্জীর্যতো যা ন জীর্যতে ।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥

যা—যা; **দুস্ত্যজা**—ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **দুর্মতিভিঃ**—জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা; **জীর্যতঃ**—বার্ধক্যের ফলে অক্ষম ব্যক্তিও; **যা**—যা; **ন**—না; **জীর্যতে**—পরাস্ত হয়; **তাম্**—সেই প্রকার; **তৃষ্ণাম্**—বাসনা; **দুঃখ-নিবহাম্**—সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ; **শর্ম-কামঃ**—সুখাভিলাষী ব্যক্তি; **দ্রুতম্**—অতি শীঘ্র; **ত্যজেৎ**—পরিত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

যারা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। এমন কি বার্ধক্যের ফলে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তারা ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না। তাই, যাঁরা প্রকৃতই সুখাভিলাষী, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণস্বরূপ এই সমস্ত অতৃপ্ত বাসনা ত্যাগ করা।

তাৎপর্য

বাস্তবিকই আমরা দেখেছি, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অশীতিপর বৃদ্ধও নাইট ক্লাবে যায় এবং মদ্যপান ও স্ত্রীসঙ্গ করার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে। যদিও তারা এতই বৃদ্ধ যে, তাদের উপভোগ করার কোন ক্ষমতা নেই, তবুও তাদের বাসনার নিবৃত্তি হয়নি। কালের প্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মাধ্যম দেহটিও জরাগ্রস্ত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ভোগবাসনা এতই প্রবল যে, সে তার ইন্দ্রিয়ের বাসনাগুলি চরিতার্থ করার জন্য ইতস্তত বিচরণ করে। তাই মানুষের কর্তব্য ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা এই সমস্ত কামবাসনা সমূলে উৎপাটিত করা। সেই সম্বন্ধে শ্রীযামুনাচার্য বলেছেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনং চ ॥

মানুষ যখন কৃষ্ণভক্ত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করে তিনি অধিক থেকে অধিকতর সুখ উপভোগ করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তার প্রতি থুতু ফেলেন, বিশেষ করে যৌনসুখ ভোগের প্রতি। অভিজ্ঞ এবং উন্নত ভক্তের যৌনজীবনের প্রতি কোন রকম আগ্রহ থাকে না। অত্যন্ত প্রবল যৌন-সম্ভোগের বাসনা কৃষ্ণভক্তির উন্নতি সাধনের দ্বারাই কেবল দমন করা যায়।

শ্লোক ১৭

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১৭ ॥

মাত্রা—মায়ের সঙ্গে; **স্বস্রা**—ভগ্নীর সঙ্গে; **দুহিত্রা**—নিজের কন্যার সঙ্গে; **বা**—অথবা; **ন**—না; **অবিবিক্ত-আসনঃ**—এক আসনে উপবেশন; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত; **বলবান্**—অত্যন্ত বলবান; **ইন্দ্রিয়-গ্রামঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **বিদ্বাংসম্**—অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি; **অপি**—ও; **কর্ষতি**—উত্তেজিত করে।

অনুবাদ

মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গে এক আসনে উপবেশন করা উচিত নয়, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই প্রবল যে, তা বিদ্বান ব্যক্তিকেও যৌনজীবনে আকৃষ্ট করতে পারে।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয়, তা শিখলেও যৌন আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রকার আকর্ষণ মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার প্রতিও থাকা সম্ভব। সাধারণত মানুষ অবশ্যই মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না, কিন্তু তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসলে যৌন আকর্ষণের উদ্রেক হতে পারে। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক তথ্য। বলা যেতে পারে যে, যারা উন্নত সভ্যতাসম্পন্ন নয়, তাদের পক্ষে এই প্রকার আকর্ষণের উদ্রেক হতে পারে; কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *বিদ্বাংসমপি কর্ষতি*—জাগতিক অথবা আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তিও কামবাসনার দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে। সেই আকর্ষণ মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার প্রতিও হতে পারে। তাই, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, বিশেষ করে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করার পর। বস্তুতপক্ষে, কোন স্ত্রীলোক প্রণাম করার জন্যও তাঁর কাছে আসতে পারত না। গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে তাঁকে দর্শন করাও ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। গুরুপত্নী কখনও কখনও তাঁর পতির শিষ্যের কাছ থেকে পুত্রের মতো সেবা গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে তাঁর সেবা করা ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

শ্লোক ১৮

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোঽসকৃৎ ।
তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষূপজায়তে ॥ ১৮ ॥

পূর্ণম্—পূর্ণ; **বর্ষ-সহস্রম্**—এক হাজার বছর; **মে**—আমার; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়সুখ; **সেবতঃ**—উপভোগ করে; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **অনুসবনম্**—অধিক থেকে অধিকতর; **তৃষ্ণা**—কামবাসনা; **তেষু**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে; **উপজায়তে**—বর্ধিত হয়েছে।

অনুবাদ

আমি পূর্ণ এক হাজার বছর ধরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেছি, তবুও প্রতিদিন আমার ভোগবাসনা বর্ধিত হয়েছে।

তাৎপর্য

মহারাজ যযাতি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন, বৃদ্ধ অবস্থাতেও যৌনবাসনা কত প্রবল থাকে।

শ্লোক ১৯

তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যধ্যায় মানসম্ ।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **এতাম্**—এই সমস্ত প্রবল ভোগবাসনা; **অহম্**—আমি; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্মে; **অধ্যায়**—স্থির করে; **মানসম্**—মন; **নির্দ্বন্দ্বঃ**—দ্বন্দ্ব-রহিত; **নিরহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার-রহিত; **চরিষ্যামি**—আমি বনে বনে বিচরণ করব; **মৃগৈঃ সহ**—বনের পশুদের সঙ্গে।

অনুবাদ

অতএব আমি এখন এই সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের ধ্যানে মনোনিবেশ করব। মনের দ্বারা সৃষ্ট দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত এবং নিরহঙ্কার হয়ে, আমি বনের পশুদের সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করব।

তাৎপর্য

বনে গিয়ে পশুদের সঙ্গে বাস করে ভগবানের ধ্যান করাই কামবাসনা ত্যাগ করার একমাত্র উপায়। এই কামবাসনা ত্যাগ না করা পর্যন্ত মন জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই কেউ যদি জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাঁকে জীবনের এক বিশেষ সময়ে অবশ্যই বনবাসী হতে হবে। *পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ*। পঞ্চাশ বছর বয়সের পর স্বেচ্ছায় গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করে বনবাসী হওয়া কর্তব্য। সর্বশ্রেষ্ঠ বন হচ্ছে বৃন্দাবন, যেখানে পশুদের সঙ্গে বাস করার পরিবর্তে ভগবানের সঙ্গ করা যায়, যিনি কখনও বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না। বৃন্দাবনে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করা ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বোত্তম উপায়, কারণ বৃন্দাবনে আপনা থেকেই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করা যায়। বৃন্দাবনে বহু মন্দির রয়েছে, এবং এই সমস্ত মন্দিরের এক অথবা অধিক মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ অথবা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে সেই রূপের ধ্যান করা যায়। এখানে *ব্রহ্মণ্যধ্যায়* শব্দে বলা হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য তাঁর মনকে পরমেশ্বর পরব্রহ্মে একাগ্রীভূত করা। এই পরব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন প্রতিপন্ন করেছেন (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ধাম বৃন্দাবন অভিন্ন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্* । শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থল বৃন্দাবন, তাঁর থেকে অভিন্ন। তাই কেউ যদি বৃন্দাবনে বাস করার সুযোগ লাভ করেন, এবং তিনি যদি কপটতা না করে কেবল বৃন্দাবনে বাসপূর্বক তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রীভূত করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। কিন্তু মন যদি কামবাসনার দ্বারা বিচলিত থাকে, তা হলে বৃন্দাবনে থাকলেও তার মন নির্মল হবে না। বৃন্দাবনে বাস করে অপরাধ করা উচিত নয়। কারণ বৃন্দাবনে অপরাধযুক্ত জীবন সেখানকার বানর এবং শূকরের জীবন থেকে কোন অংশে শ্রেয় নয়। বৃন্দাবনে বহু বানর ও শূকর বাস করে এবং তাদের একমাত্র চিন্তা কিভাবে তাদের যৌনবাসনা চরিতার্থ হবে। যারা বৃন্দাবনে গিয়েও কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য লালায়িত থাকে, তাদের কর্তব্য অচিরেই বৃন্দাবন ত্যাগ করে ভগবানের চরণে গর্হিত অপরাধ বন্ধ করা। বহু বিপথগামী মানুষ রয়েছে যারা তাদের কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বৃন্দাবনে বাস করে, কিন্তু তাদের অবস্থা বানর এবং শূকরদের থেকে অবশ্যই শ্রেয় নয়। যারা মায়ার অধীন, বিশেষ করে কামবাসনার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাদের বলা হয় *মায়ামৃগ*। বস্তুতপক্ষে এই জড় জগতে প্রতিটি বদ্ধ জীবই *মায়ামৃগ*। বলা হয়েছে, *মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্*—এই জড় জগতে যে সমস্ত মানুষ

কামবাসনার প্রভাবে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, সেই মায়ামৃগদের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করা এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা ঃ তা হলে বৃন্দাবনে বাস করার যোগ্যতা লাভ করা যাবে এবং তাঁর জীবন তখন সার্থক হবে।

শ্লোক ২০

দৃষ্টং শ্রুতমসদ্ বুদ্ধা নানুধ্যায়েন্ন সন্দিশেৎ ।
সংসৃতিং চাত্মনাশং চ তত্র বিদ্বান্ স আত্মদৃক্ ॥ ২০ ॥

দৃষ্টম্—আমাদের বর্তমান জীবনে যে জড় সুখ আমরা উপভোগ করি; **শ্রুতম্**—সকাম কর্মীদের ভবিষ্যতে যে জড় সুখভোগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় (এই জীবনে অথবা স্বর্গ আদি লোকে পরবর্তী জীবনে); **অসৎ**—তা সবই অনিত্য এবং মন্দ; **বুদ্ধা**—জেনে; **ন**—না; **অনুধ্যায়েৎ**—চিন্তা করা উচিত; **ন**—না; **সন্দিশেৎ**—প্রকৃতপক্ষে ভোগ করা উচিত; **সংসৃতিম্**—সংসার-বন্ধন বর্ধনকারী; **চ**—এবং; **আত্ম-নাশম্**—স্বরূপ-বিস্মৃতি; **চ**—ও; **তত্র**—এই বিষয়ে; **বিদ্বান্**—যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অবগত; **সঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি; **আত্মদৃক্**—আত্মদর্শী।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি জানেন যে, জড় সুখ ভাল অথবা মন্দ, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে ও এই লোকে অথবা স্বর্গ আদি লোকেরই হোক না কেন তা অনিত্য এবং নিরর্থক, এবং যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই কথা জেনে তা উপভোগ করার চেষ্টা করেন না, এমন কি তার চিন্তা পর্যন্ত করেন না, তিনিই আত্মদর্শী। এই প্রকার আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভালভাবে জানেন যে, জড় সুখই সংসার-বন্ধন এবং স্বরূপ বিস্মরণের একমাত্র কারণ।

তাৎপর্য

জীব চিন্ময় আত্মা এবং জড় শরীর তার বন্ধন। এটিই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৩) মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। তাই বদ্ধ জীবদের সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করার জন্য এবং কিভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*। *ধর্মস্য গ্লানিঃ* শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে 'কলুষিত অস্তিত্ব'। আমাদের অস্তিত্ব এখন কলুষিত এবং তা নির্মল করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য (*সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ*)। ভব-বন্ধনের কারণস্বরূপ জড় দেহের সুখের কথা চিন্তা না করে, কিভাবে এই কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় তার চেষ্টা করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। তাই এই শ্লোকে মহারাজ যযাতি উপদেশ দিয়েছেন, যে জড় সুখ আমরা দর্শন করি এবং সুখের যা কিছু প্রতিশ্রুতি আমাদের দেওয়া হয়েছে, তা সবই ক্ষণস্থায়ী এবং নশ্বর। *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*। জড় বন্ধন থেকে মুক্ত না হলে, ব্রহ্মলোকে উন্নীত হলেও, সেখান থেকে এই পৃথিবীতে ফিরে এসে সংসার-দুঃখ ভোগ করতে হয় (*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*)। মানুষের সেই কথা সব সময় মনে রাখা উচিত যাতে ইহলোকে অথবা পরলোকে কোন রকম ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকর্ষণ না থাকে। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হয়েছেন, তিনিই আত্মদর্শী (*স আত্মদৃক্*)। তিনি ছাড়া আর সকলকেই সংসার-দুঃখ ভোগ করতে হয় (*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*)। এই জ্ঞানই প্রকৃত বুদ্ধির পরিচায়ক এবং এ ছাড়া আর যা কিছু তা সবই দুঃখ-দুর্দশার কারণ। *কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'*। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত কৃষ্ণভক্তই কেবল শান্ত। তা ছাড়া কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগী, সকলেই অশান্ত।

শ্লোক ২১

ইত্যুক্ত্বা নাহুষো জায়াং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ ।
দত্ত্বা স্বজরসং তস্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ ॥ ২১ ॥

ইতি উক্ত্বা—এই বলে; **নাহুষঃ**—মহারাজ নহুষের পুত্র যযাতি; **জায়াম্**—তাঁর পত্নী দেবযানীকে; **তদীয়ম্**—তাঁর নিজের; **পূরবে**—তাঁর পুত্র পূরুকে; **বয়ঃ**—যৌবন; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **স্ব-জরসম্**—নিজের জরা; **তস্মাৎ**—তাঁর কাছ থেকে; **আদদে**—গ্রহণ করেছিলেন; **বিগত-স্পৃহঃ**—সমস্ত জড় ভোগবাসনা থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে রাজা যযাতি তাঁর পত্নী দেবযানীকে এই কথা বলার পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে তাঁর যৌবন প্রত্যর্পণ করে পূরুর কাছ থেকে নিজের জরা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

দিশি দক্ষিণপূর্বস্যাং দ্রুহ্যুং দক্ষিণতো যদুম্ ।
প্রতীচ্যাং তুর্বসুং চক্র উদীচ্যামনুমীশ্বরম্ ॥ ২২ ॥

দিশি—দিকে; **দক্ষিণ-পূর্বস্যাম্**—দক্ষিণ-পূর্ব; **দ্রুহ্যুম্**—তাঁর পুত্র দ্রুহ্যুকে; **দক্ষিণতঃ**—পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে; **যদুম্**—যদুকে; **প্রতীচ্যাম্**—পৃথিবীর পশ্চিম দিকে; **তুর্বসুম্**—তুর্বসু নামক তাঁর পুত্রকে; **চক্রে**—তিনি করেছিলেন; **উদীচ্যাম্**—পৃথিবীর উত্তর দিকে; **অনুম্**—তাঁর পুত্র অনুকে; **ঈশ্বরম্**—রাজা।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণ দিকে যদুকে, পশ্চিম দিকে তুর্বসুকে এবং উত্তর দিকে তাঁর পুত্র অনুকে অধীশ্বর করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর রাজ্য বিভাগ করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

ভূমণ্ডলস্য সর্বস্য পূরুমর্হত্তমং বিশাম্ ।
অভিষিচ্যাগ্রজাংস্তস্য বশে স্থাপ্য বনং যযৌ ॥ ২৩ ॥

ভূ-মণ্ডলস্য—সারা পৃথিবীর; **সর্বস্য**—সমস্ত ধন-সম্পদের; **পূরুম্**—তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে; **অর্হৎ-তমম্**—পরম পূজনীয় ব্যক্তি, রাজা; **বিশাম্**—পৃথিবীর প্রজাদের; **অভিষিচ্য**—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে; **অগ্রজান্**—যদু আদি তাঁর সমস্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের; **তস্য**—পূরুর; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীনে; **স্থাপ্য**—স্থাপন করে; **বনম্**—বনে; **যযৌ**—তিনি গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

যযাতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে সারা পৃথিবীর সম্রাট এবং সমস্ত ধন-সম্পদের আধিপত্যে অভিষিক্ত করে এবং অগ্রজাত পুত্রদের পূরুর অধীনে স্থাপনপূর্বক বনে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

আসেবিতং বর্ষপূগান্ ষড়্বর্গং বিষয়েষু সঃ।
ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥

আসেবিতম্—সর্বদা যুক্ত থেকে; **বর্ষ-পূগান্**—বহু বছর ধরে; **ষট্-বর্গম্**—মনসহ ছ'টি ইন্দ্রিয়; **বিষয়েষু**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে; **সঃ**—রাজা যযাতি; **ক্ষণেন**—ক্ষণিকের মধ্যে; **মুমুচে**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **নীড়ম্**—নীড়; **জাত-পক্ষঃ**—যার পাখা গজিয়েছে; **ইব**—সদৃশ; **দ্বিজঃ**—পক্ষী।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা যযাতি বহু বছর ধরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেছিলেন, কিন্তু পাখা গজালে পক্ষীশাবক যেভাবে নীড় পরিত্যাগ করে, তেমনই যযাতিও ক্ষণিকের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যযাতি যে ক্ষণিকের মধ্যে বদ্ধ জীবনের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তা অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। কিন্তু এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা উপযুক্ত। একটি ছোট্ট পক্ষীশাবক সর্বতোভাবে তার পিতা-মাতার উপর নির্ভর করে, এমন কি আহারের জন্যও, কিন্তু যখন তার পাখা গজায়, তখন সে হঠাৎ নীড় ছেড়ে উড়ে চলে যায়। তেমনই, কেউ যদি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তৎক্ষণাৎ তিনি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন, যে প্রতিজ্ঞা ভগবান স্বয়ং করেছেন—*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ*। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৮) বলা হয়েছে—

কীরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

"কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের শরণ গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" ভগবান শ্রীবিষ্ণু এতই শক্তিশালী যে, তিনি যদি চান তা হলে যে কোন ব্যক্তিকে ক্ষণিকের মধ্যেই মুক্ত করে দিতে পারেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে অচিরেই প্রসন্ন করা যায়, যদি আমরা মহারাজ যযাতির মতো তাঁর আদেশ অনুসারে তাঁর শরণাগত হই। মহারাজ যযাতি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন, এবং তাই তিনি সংসার-জীবন ত্যাগ করতে চাওয়া মাত্রই ভগবান বাসুদেব তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হতে যত্নশীল হওয়া উচিত। তা হলে আমরা তৎক্ষণাৎ বদ্ধ জীবনের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব। সেই কথা স্পষ্টভাবে পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

স তত্র নির্মুক্তসমস্তসঙ্গ
আত্মানুভূত্যা বিধুতত্রিলিঙ্গঃ ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে
লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ ॥ ২৫ ॥

সঃ—মহারাজ যযাতি; **তত্র**—তা করে; **নির্মুক্ত**—তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়েছিলেন; **সমস্ত-সঙ্গঃ**—সমস্ত কলুষ থেকে; **আত্ম-অনুভূত্যা**—তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করে; **বিধুত**—নির্মল হয়েছিলেন; **ত্রিলিঙ্গঃ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণজনিত কলুষ (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ); **পরে**—চিন্ময় স্তরে; **অমলে**—জড় সংসর্গ রহিত; **ব্রহ্মণি**—ভগবান; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **গতিম্**—লক্ষ্য; **ভাগবতীম্**—ভগবানের পার্ষদরূপে; **প্রতীতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতি যেহেতু সর্বতোভাবে ভগবান বাসুদেবের শরণাগত হয়েছিলেন, তাই তিনি জড়া প্রকৃতির গুণজাত সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধির ফলে তিনি তাঁর মনকে পরব্রহ্ম বাসুদেবে স্থির করতে পেরেছিলেন, এবং এইভাবে তিনি পরিশেষে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন।

সঃ—তিনি (কার্তবীর্যার্জুন); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রত্নম্**—মহা ঐশ্বর্যের উৎস; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—জমদগ্নির সেই কামধেনু; **দৃষ্টা**—দর্শন করে; **আত্ম-ঐশ্বর্য**—তাঁর নিজের ঐশ্বর্য; **অতি-শায়নম্**—যা ছিল পর্যাপ্ত; **তৎ**—তা; **ন**—না; **আদ্রিয়ত**—প্রশংসনীয়; **অগ্নিহোত্র্যাম্**—অগ্নিহোত্রীয় কামধেনু; **স-অভিলাষঃ**—অভিলাষী হয়েছিলেন; **স-হৈহয়ঃ**—তাঁর অনুগামী হৈহয়গণ সহ।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুন মনে করেছিলেন, কামধেনু রত্নের অধিকারী হওয়ার ফলে জমদগ্নির ঐশ্বর্য এবং শক্তি তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর অনুচর হৈহয়গণ সহ তিনি জমদগ্নির আতিথ্যে সন্তুষ্ট হননি। পক্ষান্তরে তাঁরা অগ্নিহোত্রীয় কামধেনুটি অধিকার করার অভিলাষ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জমদগ্নি কামধেনু থেকে প্রাপ্ত ঘি-এর দ্বারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে কার্তবীর্যার্জুনের থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিলেন। সকলের পক্ষে এই ধরনের গাভী প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা হলেও, একজন সাধারণ মানুষ একটি সাধারণ গাভীর অধিকারী হয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে তার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সেই দুধ থেকে মাখন এবং ঘি প্রাপ্ত হতে পারে। তা সকলের পক্ষেই সম্ভব। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন *গোরক্ষ্য*। এটি অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ যথাযথভাবে গোরক্ষা করা হলে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা ব্যবহারিকভাবে তা আমেরিকায় আমাদের বিভিন্ন ইসকন ফার্মে দেখতে পাচ্ছি। সেখানে আমরা যথাযথভাবে গাভীর রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাচ্ছি। সেখানকার অন্য ফার্মের গাভীরা আমাদের গাভীর মতো এত পরিমাণে দুধ দেয় না; কারণ আমাদের গাভীরা জানে যে, আমরা তাদের হত্যা করব না, তাই তারা সুখী, এবং তার ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে দুধ দিচ্ছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানব-সমাজে গোরক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সারা পৃথিবীর মানুষদের শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা কর্তব্য কিভাবে শস্য উৎপাদন (*অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি*) এবং গোরক্ষার মাধ্যমে সব রকম অভাব থেকে মুক্ত হয়ে সুখী জীবন-যাপন করতে হয়। *কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।* মানব-সমাজের তৃতীয় বর্ণের মানুষ বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে জমিতে শস্য উৎপাদন করা এবং গাভীদের রক্ষা করা। এটিই *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতির কাছে ছাগ এবং ছাগীর কাহিনী শ্রবণ করে দেবযানী বুঝতে পেরেছিলেন যে, পতি-পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য পরিহাসচ্ছলে তা বর্ণিত হলেও, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর চেতনাকে জাগরিত করা।

তাৎপর্য

কেউ যখন বদ্ধ জীবন থেকে জেগে ওঠেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক। একে বলা হয় মুক্তি। *মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/১০/৬)। মায়ার প্রভাবে এই জড় জগতের প্রতিটি জীবই মনে করে যে, সে হচ্ছে সব কিছুর প্রভু (*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*)। মানুষ মনে করে যে, ভগবান অথবা কোন নিয়ন্তা নেই, এবং সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এটিই হচ্ছে জড় জগতের বদ্ধ জীবন, এবং সে যখন এই অজ্ঞান থেকে জেগে ওঠে, তখন তাকে মুক্ত বলা হয়। মহারাজ যযাতি দেবযানীকে কূপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, এবং অবশেষে, একজন কর্তব্য-পরায়ণ পতিরূপে তিনি তাঁকে ছাগ এবং ছাগীর কাহিনীর মাধ্যমে উপদেশ দিয়ে জড় সুখের ভ্রান্ত ধারণার বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। দেবযানী তাঁর মুক্ত পতিকে বুঝতে সক্ষম ছিলেন, এবং তাই তিনি পতিব্রতা পত্নীরূপে তাঁর অনুগামিনী হতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

সা সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্ ।
বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্রাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ ॥ ২৭ ॥
সর্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী ।
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥

সা—দেবযানী; **সন্নিবাসম্**—সঙ্গে বাস করে; **সুহৃদাম্**—আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের; **প্রপায়াম্**—পানীয়শালায়; **ইব**—সদৃশ; **গচ্ছতাম্**—এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণশীল পর্যটকদের; **বিজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **ঈশ্বর-তন্ত্রাণাম্**—জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের অধীন; **মায়া-বিরচিতম্**—মায়ার দ্বারা রচিত; **প্রভোঃ**—ভগবানের; **সর্বত্র**—এই জড় জগতের সর্বত্র; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ

করে; **স্বপ্ন-ঔপম্যেন**—স্বপ্নের উপমার দ্বারা; **ভার্গবী**—শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **মনঃ**—পূর্ণ মনোযোগ; **সমাবেশ্য**—স্থির করে; **ব্যধুনোৎ**—ত্যাগ করেছিলেন; **লিঙ্গম্**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

তারপর শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী বুঝতে পেরেছিলেন যে, পতি, পুত্র, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গ পানীয়শালায় পথিকদের মিলনের মতো। সমাজ, সুহৃদ এবং প্রেমের এই সম্পর্ক ঠিক একটি স্বপ্নের মতো ভগবানের মায়ার দ্বারা বিরচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দেবযানী এই জড় জগতে তাঁর কাল্পনিক স্থিতি পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মনকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে স্থির করে, তিনি তাঁর স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষের স্থির নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া কর্তব্য যে, তিনি হচ্ছেন পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ আত্মা। কিন্তু কোন না কোন কারণে তিনি মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের দ্বারা রচিত স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় আবরণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। মানুষের জানা উচিত যে, সমাজ, বন্ধুবান্ধব, প্রেম, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ইত্যাদির আকর্ষণ মায়াসৃষ্ট। মানুষের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে যথাসম্ভব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। তার ফলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দেবযানী তাঁর পতির উপদেশের মাধ্যমে সেই স্থিতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে ।
সর্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ ॥ ২৯ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবায়**—বাসুদেবকে; **বেধসে**—সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা; **সর্ব-ভূত-অধিবাসায়**—সর্বত্র বিরাজমান (প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতেও); **শান্তায়**—শান্ত, যেন পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়; **বৃহতে**—বৃহত্তম; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান বাসুদেব! আপনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা। পরমাত্মারূপে আপনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং আপনি অণুর থেকে অণুতর, তবুও আপনি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর এবং সর্বব্যাপ্ত। আপনার কোন কিছু করণীয় নেই বলে মনে হয় যেন আপনি সর্বতোভাবে শান্ত। তার কারণ আপনি সর্বব্যাপ্ত এবং সর্ব-ঐশ্বর্য সমন্বিত। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

দেবযানী কিভাবে তাঁর মহান পতি মহারাজ যযাতির কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার উপলব্ধির বর্ণনাও ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের একটি পন্থা।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

"ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলাসমূহ শ্রবণ ও কীর্তন, তাদের স্মরণ, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা, ষোড়শোপচারে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অর্চনা, ভগবানের বন্দনা, তাঁর দাস হওয়া, ভগবানকে প্রিয়তম বন্ধু বলে মনে করা এবং ভগবানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা (অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করা)—এগুলি শুদ্ধ ভক্তির নয়টি পন্থা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩) *শ্রবণংকীর্তনম্*—শ্রবণ এবং কীর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেবযানী তাঁর পতির কাছে ভগবান বাসুদেবের মহিমা শ্রবণ করে ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং সর্বতোভাবে নিজেকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করেছিলেন (*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*)। এটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।* বহু জন্মজন্মান্তরে বাসুদেবের কথা শ্রবণের চরম পরিণতি হচ্ছে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন। বাসুদেবের শরণাগত হওয়া মাত্রই মুক্তিলাভ হয়। দেবযানী তাঁর মহান পতি মহারাজ যযাতির সঙ্গপ্রভাবে নির্মল হয়ে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং তার ফলে মুক্ত হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'রাজা যযাতির মুক্তিলাভ' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

বিংশতি অধ্যায়

পূরুর বংশ বিবরণ

এই অধ্যায়ে পূরু এবং তাঁর বংশধর দুষ্মন্তের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। পূরুর পুত্র জনমেজয় এবং তাঁর পুত্র প্রচিন্বান্। প্রচিন্বানের বংশ-পরম্পরায় ক্রমশ প্রবীর, মনুস্যু, চারুপদ, সুদ্যু, বহুগব, সংযাতি, অহংযাতি এবং রৌদ্রাশ্বের জন্ম হয়। রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ুক, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু—এই দশ পুত্র ছিলেন। ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাব এবং রন্তিনাবের সুমতি, ধ্রুব এবং অপ্রতিরথ নামক তিন পুত্র ছিলেন। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব এবং কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। প্রস্কন্ন নামক মেধাতিথির পুত্ররা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। রন্তিনাবের পুত্র সুমতির রেভি নামক এক পুত্র ছিলেন, এবং তাঁর পুত্র দুষ্মন্ত।

একসময় বনে মৃগয়া করার সময় দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে এক পরমা সুন্দরী রমণীকে দর্শন করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই রমণীটি ছিলেন বিশ্বামিত্রের কন্যা এবং তাঁর নাম ছিল শকুন্তলা। তাঁর মা মেনকা তাঁকে বনের মধ্যে পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং কণ্ব মুনি তাঁকে পেয়ে তাঁর আশ্রমে নিয়ে আসেন এবং প্রতিপালন করেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে পতিত্বে বরণ করলে দুষ্মন্ত তাঁকে গন্ধর্ববিধি অনুসারে বিবাহ করেন। শকুন্তলা তারপর তাঁর পতির দ্বারা গর্ভবতী হন, এবং দুষ্মন্ত তাঁকে কণ্ব মুনির আশ্রমে রেখে তাঁর রাজধানীতে ফিরে যান।

যথাসময়ে শকুন্তলা এক বৈষ্ণব পুত্র প্রসব করেন, কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁর রাজধানীতে ফিরে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাই শকুন্তলা যখন তাঁর নবজাত পুত্রকে নিয়ে মহারাজ দুষ্মন্তের কাছে যান, তখন তিনি তাঁদের তাঁর পত্নী এবং পুত্র বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে দৈববাণীর আদেশে রাজা তাঁদের অঙ্গীকার করেন। মহারাজ দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর শকুন্তলার পুত্র ভরত রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণদের প্রভূত ধন-সম্পদ দান করেন। ভরদ্বাজের জন্মবৃত্তান্ত এবং মহারাজ ভরত কিভাবে ভরদ্বাজকে তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন তার বর্ণনার মাধ্যমে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

পূরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি ভারত ।
যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **পূরোঃ বংশম্**—মহারাজ পূরুর বংশ; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি এখন বর্ণনা করব; **যত্র**—যেই বংশে; **জাতঃ অসি**—আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন; **ভারত**—হে মহারাজ ভরতের বংশধর মহারাজ পরীক্ষিৎ; **যত্র**—যেই বংশে; **রাজ-ঋষয়ঃ**—সমস্ত রাজারা ছিলেন ঋষিতুল্য; **বংশ্যাঃ**—একের পর এক; **ব্রহ্ম-বংশ্যাঃ**—বহু ব্রাহ্মণ-বংশের; **চ**—ও; **জজ্ঞিরে**—আবির্ভাব হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে ভারত! যে বংশে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বংশে বহু রাজর্ষি ও ব্রাহ্মণ বংশের আবির্ভাব হয়েছে, আমি এখন সেই পূরু-বংশের বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছে এবং ব্রাহ্মণদের থেকে ক্ষত্রিয়দের জন্ম হয়েছে। ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং তাদের কর্ম অনুসারে আমার দ্বারা মানব-সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে।" তাই মানুষের যেই বংশেই জন্ম হোক না কেন, বিশেষ বর্ণের যোগ্যতা অনুসারে তাঁর বর্ণ নির্ধারিত হয়। *যল্লক্ষণং প্রোক্তম্*। লক্ষণ অথবা গুণ অনুসারে মানুষের বর্ণ নির্ধারিত হয়। শাস্ত্রে সর্বত্রই সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণবিভাগের মুখ্য বিচার হচ্ছে গুণ এবং কর্ম, এই বিষয়ে জন্মের বিচার গৌণ।

শ্লোক ২

জনমেজয়ো হ্যভূৎ পূরোঃ প্রচিন্বাংস্তৎসুতস্ততঃ ।
প্রবীরোঽথ মনুস্যুর্বৈ তস্মাচ্চারুপদোঽভবৎ ॥ ২ ॥

জনমেজয়ঃ—রাজা জনমেজয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **পূরোঃ**—পূরু থেকে; **প্রচিন্বান্**—প্রচিন্বান্; **তৎ**—তাঁর (জনমেজয়ের); **সুতঃ**—পুত্র;

ততঃ—তাঁর (প্রচিন্বান্) থেকে; **প্রবীরঃ**—প্রবীর; **অথ**—তারপর; **মনুস্যুঃ**—প্রবীরের পুত্র মনুস্যু; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তস্মাৎ**—তাঁর (মনুস্যুর)থেকে; **চারুপদঃ**—রাজা চারুপদ; **অভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এই পূরুর বংশে মহারাজ জনমেজয় আবির্ভূত হয়েছিলেন। জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্ এবং তাঁর পুত্র প্রবীর। তারপর, প্রবীর থেকে মনুস্যু এবং মনুস্যু থেকে চারুপদের জন্ম হয়।

শ্লোক ৩

তস্য সুদ্যুরভূৎ পুত্রস্তস্মাদ্ বহুগবস্ততঃ ।
সংযাতিস্তস্যাহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

তস্য—তাঁর (চারুপদের); **সুদ্যুঃ**—সুদ্যু নামক; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **পুত্রঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর (সুদ্যুর) থেকে; **বহুগবঃ**—বহুগব নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **সংযাতিঃ**—সংযাতি নামক এক পুত্র; **তস্য**—এবং তাঁর থেকে; **অহংযাতিঃ**—অহংযাতি নামক এক পুত্র; **রৌদ্রাশ্বঃ**—রৌদ্রাশ্ব; **তৎ সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **স্মৃতঃ**—কথিত।

অনুবাদ

চারুপদের পুত্র সুদ্যু এবং সুদ্যুর পুত্র বহুগব। বহুগবের পুত্র সংযাতি এবং সংযাতি থেকে অহংযাতি নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। অহংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব।

শ্লোক ৪-৫

ঋতেয়ুস্তস্য কক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুঃ কৃতেয়ুক ।
জলেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ ধর্মসত্যব্রতেয়বঃ ॥ ৪ ॥
দশৈতেঽপ্সরসঃ পুত্রা বনেয়ুশ্চাবমঃ স্মৃতঃ ।
ঘৃতাচ্যামিন্দ্রিয়াণীব মুখ্যস্য জগদাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

ঋতেয়ুঃ—ঋতেয়ু; **তস্য**—তাঁর (রৌদ্রাশ্বের); **কক্ষেয়ুঃ**—কক্ষেয়ু; **স্থণ্ডিলেয়ুঃ**—স্থণ্ডিলেয়ু; **কৃতেয়ুকঃ**—কৃতেয়ুক; **জলেয়ুঃ**—জলেয়ু; **সন্নতেয়ুঃ**—সন্নতেয়ু; **চ**—ও;

ধর্ম—ধর্মেয়ু; **সত্য**—সত্যেয়ু; **ব্রতেয়বঃ**—এবং ব্রতেয়ু; **দশ**—দশ; **এতে**—তাঁরা সকলে; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; . **পুত্রাঃ**— পুত্রগণ; **বনেয়ুঃ**—বনেয়ু নামক পুত্র; **চ**—এবং; **অবমঃ**—কনিষ্ঠ; **স্মৃতঃ**—কথিত; **ঘৃতাচ্যাম্**—ঘৃতাচী; **ইন্দ্রিয়াণি ইব**—ঠিক দশটি ইন্দ্রিয়ের মতো; **মুখ্যস্য**—প্রাণের; **জগৎ-আত্মনঃ**—সমগ্র বিশ্বের আত্মা।

অনুবাদ

রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ুক, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু এবং বনেয়ু নামক দশটি পুত্র ছিল। এই দশ পুত্রের মধ্যে বনেয়ু ছিলেন কনিষ্ঠ। জগদাত্মা থেকে উৎপন্ন দশটি ইন্দ্রিয় যেমন প্রাণের অধীনে কার্য করে, ঠিক তেমনই এই দশ পুত্র রৌদ্রাশ্বের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করতেন। তাঁরা সকলেই ঘৃতাচী নামক অপ্সরা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

ঋতেয়োঃ রন্তিনাবোঽভূৎ ত্রয়স্তস্যাত্মজা নৃপ ।
সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথঃ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ ॥ ৬ ॥

ঋতেয়োঃ—ঋতেয়ু নামক পুত্র থেকে; **রন্তিনাবঃ**—রন্তিনাব নামক পুত্র; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ত্রয়ঃ**—তিন; **তস্য**—তাঁর (রন্তিনাবের); **আত্মজাঃ**—পুত্র; **নৃপ**—হে রাজন্; **সুমতিঃ**—সুমতি; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব; **অপ্রতিরথঃ**—অপ্রতিরথ; **কণ্বঃ**—কণ্ব; **অপ্রতিরথ-আত্মজঃ**—অপ্রতিরথের পুত্র।

অনুবাদ

ঋতেয়ুর রন্তিনাব নামক এক পুত্র ছিল, এবং রন্তিনাবের সুমতি, ধ্রুব এবং অপ্রতিরথ নামক তিনটি পুত্র ছিল। অপ্রতিরথের কেবল একটিমাত্র পুত্র ছিল, যার নাম ছিল কণ্ব।

শ্লোক ৭

তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কন্নাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ ।
পুত্রোঽভূৎ সুমতে রেভির্দুষ্মন্তস্তৎসুতো মতঃ ॥ ৭ ॥

তস্য—তাঁর (কণ্বের); **মেধাতিথিঃ**—মেধাতিথি নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (মেধাতিথি থেকে); **প্রস্কন্ন-আদ্যাঃ**—প্রস্কন্ন আদি পুত্রগণ; **দ্বিজাতয়ঃ**—ব্রাহ্মণ; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সুমতেঃ**—সুমতি থেকে; **রেভিঃ**—রেভি; **দুষ্মন্তঃ**—মহারাজ দুষ্মন্ত; **তৎ-সুতঃ**—রেভির পুত্র; **মতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। প্রস্কন্ন আদি মেধাতিথির সমস্ত পুত্ররাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। রন্তিনাবের পুত্র সুমতির রেভি নামক এক পুত্র ছিলেন। এই রেভির পুত্র মহারাজ দুষ্মন্ত বিখ্যাত ছিলেন।

শ্লোক ৮-৯

দুষ্মন্তো মৃগয়াং যাতঃ কণ্বাশ্রমপদং গতঃ ।
তত্রাসীনাং স্বপ্রভয়া মণ্ডয়ন্তীং রমামিব ॥ ৮ ॥
বিলোক্য সদ্যো মুমুহে দেবমায়ামিব স্ত্রিয়ম্ ।
বভাষে তাং বরারোহাং ভটৈঃ কতিপয়ৈর্বৃতঃ ॥ ৯ ॥

দুষ্মন্তঃ—মহারাজ দুষ্মন্ত; **মৃগয়াম্ যাতঃ**—মৃগয়া করতে গিয়ে; **কণ্ব-আশ্রম-পদম্**—কণ্ব মুনির আশ্রমে; **গতঃ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **তত্র**—সেখানে; **আসীনাম্**—উপবিষ্টা এক রমণী; **স্ব-প্রভয়া**—তাঁর সৌন্দর্যের দ্বারা; **মণ্ডয়ন্তীম্**—আলোকিত করে; **রমাম্ ইব**—লক্ষ্মীদেবীর মতো; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **মুমুহে**—তিনি মোহিত হয়েছিলেন; **দেব-মায়াম্ ইব**—ভগবানের দৈবী মায়ার মতো; **স্ত্রিয়ম্**—এক সুন্দরী রমণী; **বভাষে**—তিনি বলেছিলেন; **তাম্**—তাঁকে (সেই রমণীকে); **বর-আরোহম্**—সমস্ত সুন্দরী রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; **ভটৈঃ**—সৈনিকদের দ্বারা; **কতিপয়ৈঃ**—কয়েকজন; **বৃতঃ**—পরিবৃত।

অনুবাদ

একসময় রাজা দুষ্মন্ত যখন বনে মৃগয়া করতে গিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্মীদেবীর মতো সুন্দরী এক রমণীকে তাঁর প্রভার দ্বারা সমস্ত আশ্রমকে আলোকিত করে থাকতে দেখেছিলেন। রাজা স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কয়েকজন সৈন্য পরিবৃত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন।

শ্লোক ১০

তদ্দর্শনপ্রমুদিতঃ সন্নিবৃত্তপরিশ্রমঃ ।
পপ্রচ্ছ কামসন্তপ্তঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ১০ ॥

তৎ-দর্শন-প্রমুদিতঃ—সেই সুন্দরী রমণীকে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; **সন্নিবৃত্ত-পরিশ্রমঃ**—তাঁর মৃগয়াজনিত শ্রান্তি দূর হয়েছিল; **পপ্রচ্ছ**—তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কাম-সন্তপ্তঃ**—কামবাসনার দ্বারা সন্তপ্ত হয়ে; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত সুন্দর এবং মধুর; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই পরমা সুন্দরী রমণীকে দর্শন করে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃগয়াজনিত শ্রান্তি দূর হয়েছিল। তিনি কামসন্তপ্ত হয়ে হাসতে হাসতে তাঁকে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কস্যাসি হৃদয়ঙ্গমে ।
কিংস্বিচ্চিকীর্ষিতং তত্র ভবত্যা নির্জনে বনে ॥ ১১ ॥

কা—কে; **ত্বম্**—তুমি; **কমল-পত্র-অক্ষি**—হে কমলনয়না সুন্দরী; **কস্য অসি**—তুমি কার সঙ্গে সম্পর্কিত; **হৃদয়ঙ্গমে**—হে হৃদয়ের আনন্দদায়িনী সুন্দরী; **কিম্ স্বিৎ**—কোন কাজে; **চিকীর্ষিতম্**—চিন্তা করা হয়েছে; **তত্র**—সেখানে; **ভবত্যাঃ**—তোমার দ্বারা; **নির্জনে**—নির্জন; **বনে**—বনে।

অনুবাদ

হে কমললোচনা সুন্দরী! তুমি কে? তুমি কার কন্যা? কি উদ্দেশ্যে তুমি এই নির্জন বনে অবস্থান করছ?

শ্লোক ১২

ব্যক্তং রাজন্যতনয়াং বেদ্ম্যহং ত্বাং সুমধ্যমে ।
ন হি চেতঃ পৌরবাণামধর্মে রমতে ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

ব্যক্তম্—মনে হয়; **রাজন্য-তনয়াম্**—ক্ষত্রিয়কন্যা; **বেদ্মি**—বুঝতে পারছি; **অহম্**—আমি; **ত্বাম্**—তুমি; **সু-মধ্যমে**—হে পরমা সুন্দরী; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **চেতঃ**—মন; **পৌরবাণাম্**—পুরুবংশীয়দের; **অধর্মে**—অধর্মে; **রমতে**—উপভোগ করে; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

হে পরমা সুন্দরী! আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি নিশ্চয়ই কোন ক্ষত্রিয়ের কন্যা। যেহেতু আমি পুরুবংশীয়, তাই আমার চিত্ত কখনও অধর্মে প্রবৃত্ত হয় না।

তাৎপর্য

মহারাজ দুষ্মন্ত পরোক্ষভাবে শকুন্তলাকে বিবাহ করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন ক্ষত্রিয় রাজার কন্যা।

শ্লোক ১৩

শ্রীশকুন্তলোবাচ

বিশ্বামিত্রাত্মজৈবাহং ত্যক্তা মেনকয়া বনে ।
বেদৈতদ্ ভগবান্ কণ্বো বীর কিং করবাম তে ॥ ১৩ ॥

শ্রী-শকুন্তলা উবাচ—শ্রীশকুন্তলা উত্তর দিয়েছিলেন; **বিশ্বামিত্র-আত্মজা**—বিশ্বামিত্রের কন্যা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অহম্**—আমি (হই); **ত্যক্তা**—পরিত্যক্ত; **মেনকয়া**—মেনকার দ্বারা; **বনে**—বনে; **বেদ**—জানেন; **এতৎ**—এই সমস্ত বিষয়; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান মহর্ষি; **কণ্বঃ**—কণ্ব মুনি; **বীর**—হে বীর; **কিম্**—কি; **করবাম**—আমি করতে পারি; **তে**—আপনার জন্য।

অনুবাদ

শকুন্তলা বললেন—আমি বিশ্বামিত্রের কন্যা। আমার মা মেনকা আমাকে বনে পরিত্যাগ করে চলে যান। হে বীর! পরম শক্তিমান কণ্ব মুনি এই সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। আমি আপনার কি সেবা করতে পারি বলুন?

তাৎপর্য

শকুন্তলা মহারাজ দুষ্মন্তকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি কখনও তাঁর পিতা অথবা মাতাকে দেখেননি, তবুও কণ্ব মুনি তাঁর সম্বন্ধে সব কিছুই জানতেন, এবং তিনি

তাঁর কাছে শুনেছিলেন যে, তিনি বিশ্বামিত্রের কন্যা এবং তাঁর মাতা মেনকা তাঁকে বনে পরিত্যাগ করে চলে যান।

শ্লোক ১৪

আস্যতাং হ্যরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতামর্হণং চ নঃ ।
ভুজ্যতাং সন্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে ॥ ১৪ ॥

আস্যতাম্—দয়া করে এখানে আসন গ্রহণ করুন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে পদ্ম-পলাশলোচন মহাবীর; **গৃহ্যতাম্**—গ্রহণ করুন; **অর্হণম্**—আতিথ্য; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের; **ভুজ্যতাম্**—দয়া করে আহার করুন; **সন্তি**—যা কিছু আছে; **নীবারা**—নীবার অন্ন; **উষ্যতাম্**—এখানে অবস্থান করুন; **যদি**—যদি; **রোচতে**—আপনার ইচ্ছা হয়।

অনুবাদ

হে কমলনয়ন রাজা! দয়া করে এখানে উপবেশন করুন এবং আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমাদের নীবার অন্ন রয়েছে, তা আপনি গ্রহণ করুন। আর যদি আপনি চান, তা হলে নিঃসঙ্কোচে এখানে অবস্থান করতে পারেন।

শ্লোক ১৫

শ্রীদুষ্মন্ত উবাচ

উপপন্নমিদং সুভ্রু জাতায়াঃ কুশিকান্বয়ে ।
স্বয়ং হি বৃণুতে রাজ্ঞাং কন্যকাঃ সদৃশং বরম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রী-দুষ্মন্তঃ উবাচ—রাজা দুষ্মন্ত উত্তর দিয়েছিলেন; **উপপন্নম্**—তোমার উপযুক্ত; **ইদম্**—এই; **সু-ভ্রু**—হে সুন্দর ভ্রূ-সমন্বিতা শকুন্তলা; **জাতায়াঃ**—তোমার জন্মের ফলে; **কুশিক-অন্বয়ে**—বিশ্বামিত্রের পরিবারে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বৃণুতে**—মনোনয়ন করে; **রাজ্ঞাম্**—রাজপরিবারের; **কন্যকাঃ**—কন্যা; **সদৃশম্**—সমান স্তরের; **বরম্**—পতি।

অনুবাদ

রাজা দুষ্মন্ত উত্তর দিয়েছিলেন—হে সুন্দর ভ্রূ-সমন্বিতা শকুন্তলা! তুমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার আতিথেয়তা তোমার বংশের উপযুক্ত। আর তা ছাড়া, রাজকন্যারা তাঁদের পতিকে স্বয়ং বরণ করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ দুষ্মন্তকে স্বাগত জানিয়ে শকুন্তলা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "আপনি এখানে অবস্থান করতে পারেন, এবং আমার যা কিছু আছে তা গ্রহণ করতে পারেন।" এইভাবে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন যে, তিনি মহারাজ দুষ্মন্তকে তাঁর পতিরূপে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখা মাত্রই তাঁকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাই পতি-পত্নীরূপে তাঁদের মিলন স্বাভাবিক ছিল। এই বিবাহে শকুন্তলাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য মহারাজ দুষ্মন্ত তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, একজন রাজকন্যারূপে তিনি স্বয়ং তাঁর পতিকে মনোনয়ন করতে পারেন। আর্য সভ্যতার ইতিহাসে রাজকন্যাদের স্বয়ংবর সভায় তাঁদের পতিকে মনোনয়ন করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, এই রকম এক প্রতিযোগিতায় সীতাদেবী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন এবং দ্রৌপদী অর্জুনকে বরণ করেছিলেন। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব সম্মতিক্রমে বিবাহ অথবা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পতি মনোনয়ন অনুমোদিত হয়েছে। আট প্রকার বিবাহ রয়েছে, তাদের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে বিবাহ, তাকে বলা হয় গান্ধর্ব-বিবাহ। সাধারণত পিতা-মাতা তাঁদের পুত্র অথবা কন্যার জন্য পাত্রী এবং পাত্র মনোনয়ন করেন, কিন্তু গান্ধর্ব-বিবাহ হয় নিজেদের মনোনয়নের মাধ্যমে। যদিও পুরাকালে স্বয়ং মনোনয়ন অথবা পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ হত, তবুও তাদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে দেখা যেত না। অবশ্য নিকৃষ্ট বর্ণের মানুষদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ হত, কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে, বিশেষ করে ক্ষত্রিয় রাজপরিবারে দেখা যেত। মহারাজ দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ বৈদিক সভ্যতায় অনুমোদিত হয়েছে। কিভাবে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬

ওমিত্যুক্তে যথাধর্মমুপযেমে শকুন্তলাম্ ।
গান্ধর্ববিধিনা রাজা দেশকালবিধানবিৎ ॥ ১৬ ॥

ওম্ ইতি উক্তে—বৈদিক প্রণব উচ্চারণের দ্বারা ভগবানকে বিবাহের সাক্ষীরূপে আহ্বান করে; **যথা-ধর্মম্**—ধর্মনীতি অনুসারে (কারণ সাধারণ ধর্মনীতি অনুসারে

বিবাহেও নারায়ণ সাক্ষী থাকেন); **উপযেমে**—তিনি বিবাহ করেছিলেন; **শকুন্তলাম্**—শকুন্তলাকে; **গান্ধর্ব-বিধিনা**—ধর্মনীতি থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে গান্ধর্ববিধি অনুসারে; **রাজা**—মহারাজ দুষ্মন্ত; **দেশ-কাল-বিধান-বিৎ**—স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

অনুবাদ

শকুন্তলা যখন মৌন থেকে মহারাজ দুষ্মন্তের প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন, তখন বিবাহ-ধর্মবিৎ রাজা বৈদিক প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণ করে গান্ধর্ববিধি অনুসারে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ওঁকার বা প্রণব হচ্ছে অক্ষররূপে ভগবানের প্রতিনিধি। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে অ, উ এবং ম এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয় ওঁকার ভগবানের প্রতিনিধি। ধর্মবিধির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের আশীর্বাদ এবং কৃপা আহ্বান করা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ধর্ম-অবিরুদ্ধ কামে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। *বিধিনা* শব্দের অর্থ 'ধর্মনীতি অনুসারে'। ধর্মনীতি অনুসারে স্ত্রী-পুরুষের মিলন বৈদিক সংস্কৃতিতে অনুমোদিত হয়েছে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ধর্মের ভিত্তিতে বিবাহ অনুমোদন করি, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবীরূপে স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক অধর্ম এবং তা আমরা অনুমোদন করি না।

শ্লোক ১৭

অমোঘবীর্যো রাজর্ষির্মহিষ্যাং বীর্যমাদধে ।
শ্বোভূতে স্বপুরং যাতঃ কালেনাসূত সা সুতম্ ॥ ১৭ ॥

অমোঘ-বীর্যঃ—যার বীর্য কখনও ব্যর্থ হয় না, অর্থাৎ যাঁর বীর্য থেকে সন্তান উৎপাদন অবশ্যম্ভাবী; **রাজর্ষিঃ**—ঋষিসদৃশ রাজা দুষ্মন্ত; **মহিষ্যাম্**—মহিষী শকুন্তলার গর্ভে (বিবাহের পর শকুন্তলা রাণী হয়েছিলেন); **বীর্যম্**—বীর্য; **আদধে**—আধান করেছিলেন; **শ্বঃভূতে**—সকালে; **স্ব-পুরম্**—তাঁর প্রাসাদে; **যাতঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **কালেন**—যথাসময়ে; **অসূত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **সা**—তিনি (শকুন্তলা); **সুতম্**—একটি পুত্র।

অনুবাদ

অমোঘবীর্য রাজা দুষ্মন্ত মহিষী শকুন্তলার গর্ভে বীর্যাধান করেছিলেন, এবং প্রত্যূষে তাঁর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তারপর যথাসময়ে শকুন্তলা একটি পুত্র প্রসব করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

কণ্বঃ কুমারস্য বনে চক্রে সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ ।
বদ্ধ্বা মৃগেন্দ্রংতরসা ক্রীড়তি স্ম স বালকঃ ॥ ১৮ ॥

কণ্বঃ—কণ্ব মুনি; **কুমারস্য**—শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রের; **বনে**—বনে; **চক্রে**—সম্পাদন করেছিলেন; **সমুচিতাঃ**—বিধি অনুসারে; **ক্রিয়াঃ**—সংস্কার; **বদ্ধ্বা**—ধারণ করে; **মৃগেন্দ্রম্**—সিংহ; **তরসা**—বলপূর্বক; **ক্রীড়তি**—খেলা করত; **স্ম**—অতীতে; **সঃ**—সে; **বালকঃ**—শিশু।

অনুবাদ

কণ্ব মুনি বনে নবজাত শিশুটির সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করেছিলেন। পরে, সেই বালকটি এত শক্তিশালী হয়েছিল যে, সে বলপূর্বক সিংহকে ধরে তার সঙ্গে খেলা করত।

শ্লোক ১৯

তং দুরত্যয়বিক্রান্তমাদায় প্রমদোত্তমা ।
হরেরংশাংশসম্ভূতং ভর্তুরন্তিকমাগমৎ ॥ ১৯ ॥

তম্—তাকে; **দুরত্যয়-বিক্রান্তম্**—দুর্দমনীয় বিক্রম; **আদায়**—সঙ্গে নিয়ে; **প্রমদা-উত্তমা**—রমণীশ্রেষ্ঠা শকুন্তলা; **হরেঃ**—ভগবানের; **অংশ-অংশ-সম্ভূতম্**—অংশের অংশ অবতার; **ভর্তুঃ অন্তিকম্**—তাঁর পতির কাছে; **আগমৎ**—উপনীত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রমণীশ্রেষ্ঠা শকুন্তলা ভগবানের অংশ অবতার এবং দুর্দমনীয় বিক্রমশালী পুত্রকে নিয়ে তাঁর পতি দুষ্মন্তের কাছে উপনীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

যদা ন জগৃহে রাজা ভার্যাপুত্রাবনিন্দিতৌ ।
শৃণ্বতাং সর্বভূতানাং খে বাগাহাশরীরিণী ॥ ২০ ॥

যদা—যখন; **ন**—না; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **রাজা**—মহারাজ (দুষ্মন্ত); **ভার্যা-পুত্রৌ**—তাঁর প্রকৃত স্ত্রী এবং প্রকৃত পুত্রকে; **অনিন্দিতৌ**—নির্দোষ; **শৃণ্বতাম্**—শ্রবণ করার সময়; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত মানুষের; **খে**—আকাশে; **বাক্**—বাণী; **আহ**—ঘোষিত হয়েছিল; **অশরীরিণী**—শরীরবিহীন।

অনুবাদ

রাজা যখন তাঁর নির্দোষ পত্নী এবং পুত্রকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন এক আকাশবাণী হয়েছিল এবং সেখানে উপস্থিত সকলে তা শুনতে পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ দুষ্মন্ত জানতেন যে, শকুন্তলা এবং বালকটি ছিল তাঁরই পত্নী ও পুত্র, কিন্তু যেহেতু তাঁরা বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং প্রজাদের অজ্ঞাত ছিলেন, তাই তিনি প্রথমে তাঁদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। শকুন্তলা কিন্তু এতই পতিব্রতা ছিলেন যে, এক দৈববাণী সত্যকে প্রকাশ করেছিল এবং সকলে তা শুনতে পেয়েছিলেন। শকুন্তলা এবং তাঁর পুত্র যে সত্যি সত্যিই রাজার পত্নী এবং সন্তান, সেই দৈববাণী সকলের শ্রুতিগোচর হয়েছিল, তখন রাজা আনন্দের সঙ্গে তাঁদের অঙ্গীকার করেছিলেন।

শ্লোক ২১

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥ ২১ ॥

মাতা—মাতা; **ভস্ত্রা**—হাপরের মতো; **পিতুঃ**—পিতার; **পুত্রঃ**—পুত্র; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **সঃ**—পিতা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—পুত্র; **ভরস্ব**—পালন কর; **পুত্রম্**—তোমার পুত্রকে; **দুষ্মন্ত**—হে মহারাজ দুষ্মন্ত; **মা**—করো না; **অবমংস্থাঃ**—অবমাননা; **শকুন্তলাম্**—শকুন্তলাকে।

অনুবাদ

সেই দৈববাণী বলেছিল—হে মহারাজ দুষ্মন্ত! পুত্র প্রকৃতপক্ষে পিতারই, মাতা কেবল হাপরের চর্মের মতো আধার মাত্র। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব, তোমার পুত্রকে পালন কর এবং শকুন্তলাকে অবমাননা করো না।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে *আত্মা বৈ পুত্রনামাসি*—পিতাই পুত্র হন। মাতা কেবল রক্ষণাবেক্ষণকারিণী, কারণ পিতাই তাঁর গর্ভে সন্তানের বীজ বপন করেন, তাই সন্তানের পালন-পোষণ করা পিতারই কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের বীজ প্রদানকারী পিতা (*অহং বীজপ্রদঃ পিতা*), এবং তাই তাদের পালন-পোষণ করার দায়িত্ব তাঁর। সেই কথা *বেদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—ভগবান যদিও এক, তবুও তিনি সমস্ত জীবদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি সরবরাহ করে তাদের পালন করেন। বিভিন্ন রূপে সমস্ত জীবেরা ভগবানেরই সন্তান, এবং তাই তাদের পিতা ভগবান তাদের বিভিন্ন শরীর অনুযায়ী তাদের খাদ্য সরবরাহ করেন। একটি ছোট্ট পিপীলিকার জন্য একদানা চিনি সরবরাহ করা হয়, এবং হাতির জন্য হাজার হাজার কিলোগ্রাম খাবার সরবরাহ করা হয়। এইভাবে সকলেরই আহার্য যোগাড় হয়। তাই অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না। পিতা শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, তাই খাদ্যের কোন অভাব হবে না, এবং যেহেতু খাদ্যের অভাব হবে না, তাই অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির নামে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা একটি অপপ্রচার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে খাদ্যাভাব তখনই হয়, যখন পরম পিতার আদেশে জড়া প্রকৃতি খাদ্য সরবরাহ করা বন্ধ করে দেন। জীবের স্থিতি অনুসারেই নির্ধারিত হয় খাদ্য সরবরাহ করা হবে কি হবে না। কোন রোগীকে যখন খেতে দেওয়া হয় না, তার অর্থ এই নয় যে, খাদ্যের অভাব হয়েছে; পক্ষান্তরে, রোগীর রোগ নিরাময়ের জন্য খেতে না দেওয়ার প্রয়োজন হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১০) ভগবান বলেছেন, *বীজং মাং সর্বভূতানাম্*—"আমিই সমস্ত জীবের বীজ।" মাটিতে যখন বিশেষ কোন প্রকার বীজ বপন করা হয়, তখন তা থেকে এক বিশেষ প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। মাতা পৃথিবীর মতো, এবং পিতার দ্বারা যখন বিশেষ প্রকার বীজ আধান করা হয়, তখন বিশেষ প্রকার শরীর জন্মগ্রহণ করে।

শ্লোক ২২

রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ ।
ত্বং চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ॥ ২২ ॥

রেতঃ-ধাঃ—যে ব্যক্তি বীর্যপাত করেন; **পুত্রঃ**—পুত্র; **নয়তি**—রক্ষা করে; **নরদেব**—হে রাজন্ (মহারাজ দুষ্মন্ত); **যম-ক্ষয়াৎ**—যমরাজের দণ্ড থেকে; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—এবং; **অস্য**—এই বালকের; **ধাতা**—স্রষ্টা; **গর্ভস্য**—গর্ভের; **সত্যম্**—সত্য; **আহ**—বলছে; **শকুন্তলা**—তোমার পত্নী শকুন্তলা।

অনুবাদ

হে মহারাজ দুষ্মন্ত! যে ব্যক্তি বীর্য প্রদান করেন তিনিই পিতা, এবং তাঁর পুত্র তাঁকে যমরাজের হাত থেকে রক্ষা করে। তুমিই এই বালকের প্রকৃত স্রষ্টা। শকুন্তলা সত্য কথাই বলছে।

তাৎপর্য

সেই দৈববাণী শুনে মহারাজ দুষ্মন্ত তাঁর পত্নী এবং পুত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক *স্মৃতি* অনুসারে—

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥

পুত্র যেহেতু পিতাকে পুত নামক নরক থেকে উদ্ধার করে, তাই তাকে বলা হয় পুত্র। পিতা-মাতার মধ্যে যখন বিরোধ হয়, তখন এই নীতি অনুসারে পুত্রের দ্বারা পিতার উদ্ধার হয়, মাতার নয়। পত্নী যখন পতিব্রতা হয়ে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পতির অনুগামিনী হন, তখন পিতার উদ্ধার হলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে মাতারও উদ্ধার হয়। তাই, বৈদিক শাস্ত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ বলে কোন কথা নেই। পত্নীকে সর্বদাই পতিব্রতা সতী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়, কারণ তার ফলে তিনি যে কোন জঘন্য পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ*—"পুত্র পিতাকে যমরাজের কবল থেকে উদ্ধার করে।" কখনও বলা হয়নি, *পুত্রো নয়তি মাতরম্*—"পুত্র মাতাকে উদ্ধার করে।" বীর্য প্রদানকারী পিতা উদ্ধার লাভ করেন, সংরক্ষণকারিণী মাতা নয়। তাই, কোন অবস্থাতেই পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ হওয়া উচিত নয়, কারণ যদি তাঁদের কোন সন্তান থাকে, যাঁকে বৈষ্ণব বানানো হয়েছে, তা হলে তিনি পিতা এবং মাতা দুজনকেই যমরাজের কবল থেকে এবং নরকের দণ্ড থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

শ্লোক ২৩

পিতর্যুপরতে সোঽপি চক্রবর্তী মহাযশাঃ ।
মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি ॥ ২৩ ॥

পিতরি—পিতার; **উপরতে**—মৃত্যুর পর; **সঃ**—সেই রাজপুত্র; **অপি**—ও; **চক্রবর্তী**—সম্রাট; **মহা-যশাঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত; **মহিমা**—মহিমা; **গীয়তে**—কীর্তিত হয়েছিল; **তস্য**—তাঁর; **হরেঃ**—ভগবানের; **অংশ-ভুবঃ**—অংশাংশসম্ভূত; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী এই পুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন। ভগবানের অংশোংশসম্ভূত বলে তাঁর মহিমা পৃথিবীতে কীর্তিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৪১) বর্ণনা করা হয়েছে—

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভগবানের ঐশ্বর্যের প্রকাশ বলে বিবেচনা করা কর্তব্য। তাই মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র যখন সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন, তখন এইভাবে তাঁর মহিমা কীর্তিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৪-২৬

চক্রং দক্ষিণহস্তেঽস্য পদ্মকোশোঽস্য পাদয়োঃ ।
ঈজে মহাভিষেকেণ সোঽভিষিক্তোঽধিরাড় বিভুঃ ॥ ২৪ ॥
পঞ্চপঞ্চাশতা মেধ্যৈর্গঙ্গায়ামনু বাজিভিঃ ।
মামতেয়ং পুরোধায় যমুনামনু চ প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥
অষ্টসপ্ততিমেধ্যাশ্বান্ ববন্ধ প্রদদদ্ বসু ।
ভরতস্য হি দৌষ্মন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ ।
সহস্রং বদ্বশো যস্মিন্ ব্রাহ্মণা গা বিভেজিরে ॥ ২৬ ॥

চক্রম্—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র; **দক্ষিণ-হস্তে**—ডান হাতে; **অস্য**—তাঁর (ভরতের); **পদ্ম-কোশঃ**—পদ্মকোষের চিহ্ন; **অস্য**—তাঁর; **পাদয়োঃ**—পায়ের তলায়; **ঈজে**—ভগবানের পূজা করেছিলেন; **মহা-অভিষেকেণ**—মহা বৈদিক অনুষ্ঠানের দ্বারা; **সঃ**—তিনি (মহারাজ ভরত); **অভিষিক্তঃ**—অভিষিক্ত হয়ে; **অধিরাট্**—রাজচক্রবর্তীর পদে; **বিভুঃ**—সব কিছুর প্রভু; **পঞ্চ-পঞ্চাশতা**—পঞ্চান্ন; **মেধ্যৈঃ**—যজ্ঞের উপযুক্ত; **গঙ্গায়াম্ অনু**—গঙ্গার মোহানা থেকে শুরু করে উৎস পর্যন্ত; **বাজিভিঃ**—অশ্বের দ্বারা; **মামতেয়ম্**—মহর্ষি ভৃগু; **পুরোধায়**—পুরোহিত বানিয়ে; **যমুনাম্**—যমুনার তীরে; **অনু**—ক্রমবদ্ধভাবে; **চ**—ও; **প্রভুঃ**—পরম প্রভু মহারাজ ভরত; **অষ্ট-সপ্ততি**—আটাত্তর; **মেধ্য-অশ্বান্**—যজ্ঞের উপযুক্ত অশ্ব; **ববন্ধ**—তিনি বন্ধন করেছিলেন; **প্রদদৎ**—দান করেছিলেন; **বসু**—ধন; **ভরতস্য**—মহারাজ ভরতের; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দৌষ্মন্তেঃ**—মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র; **অগ্নিঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **সাচী-গুণে**—সর্বোত্তম স্থানে; **চিতঃ**—প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; **সহস্রম্**—হাজার হাজার; **বদ্বশঃ**—বদ্ব (অর্থাৎ ১৩,০৮৪); **যস্মিন্**—যেই যজ্ঞে; **ব্রাহ্মণাঃ**—উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণগণ; **গাঃ**—গাভী; **বিভেজিরে**—তাঁদের নিজেদের ভাগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

দুষ্মন্তের পুত্র মহারাজ ভরতের ডান হাতে চক্র চিহ্ন এবং পায়ে পদ্মকোষের চিহ্ন বর্তমান ছিল। মহা অভিষেক বিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করে তিনি সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। তারপর মমতাপুত্র ভৃগু মুনির পৌরোহিত্যে তিনি গঙ্গার মোহানা থেকে শুরু করে উৎস পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশে পঞ্চান্নটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং প্রয়াগের সঙ্গম থেকে উৎস পর্যন্ত যমুনার তীরে আটাত্তরটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি সর্বোত্তম স্থানে যজ্ঞাগ্নি স্থাপন করেছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদের প্রভূত ধন দান করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি এত গাভী দান করেছিলেন যে, হাজার হাজার ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকেই তাঁর ভাগে এক বদ্ব (১৩,০৮৪) গাভী প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *দৌষ্মন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ* পদটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরত সারা পৃথিবী জুড়ে বিশেষ করে ভারতবর্ষে গঙ্গা এবং যমুনার মোহানা থেকে উৎস পর্যন্ত বহু যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং এই যজ্ঞগুলি অতি প্রসিদ্ধ স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) উল্লেখ করা

হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম জড় জগতের বন্ধনের কারণ হয়।" সকলেরই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, এবং যজ্ঞাগ্নি সর্বত্র প্রজ্বলিত করা উচিত। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করা। এই ধরনের যজ্ঞ অবশ্য কলিযুগ শুরু হওয়ার পূর্বে সম্ভব ছিল, কারণ তখন এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বর্তমান সময়ে তা সম্ভব নয়, সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* বলা হয়েছে—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

"এই কলিযুগে পাঁচ প্রকার কর্ম নিষিদ্ধ—যজ্ঞে অশ্ব উৎসর্গ করা (*অশ্বমেধ যজ্ঞ*), যজ্ঞে গাভী উৎসর্গ করা (*গোমেধ যজ্ঞ*), সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করা, শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন করা, এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা।" এই যুগে অশ্বমেধ, গোমেধ আদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব, কারণ এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য মানুষের যথেষ্ট ধন-সম্পদ নেই এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণও নেই। এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *মামতেয়ং পুরোধায়*—মহারাজ ভরত মমতার পুত্র ভৃগু মুনিকে এই যজ্ঞের পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখন এই প্রকার ব্রাহ্মণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*—যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সঙ্কীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুটি নিরন্তর উচ্চারণ করেন, কলিযুগের বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর উপাসনার নিমিত্ত সমবেতভাবে নাম-সংকীর্তন করে থাকেন। যদিও তাঁর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ নয়, তবুও তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সর্বদা তাঁর পার্ষদ, সেবক, সংকীর্তনরূপ অস্ত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর পরিবৃত থাকেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২) যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য, তা না হলে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হবে এবং অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবে। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনও একটি যজ্ঞ, তবে এই যজ্ঞে সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। এই সংকীর্তন যজ্ঞ যে কোন স্থানে অনুষ্ঠান করা

যায়। মানুষেরা যদি একত্রিত হয়ে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করে, তা হলেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হবে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে যে সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তার প্রথমটি হচ্ছে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হওয়া, কারণ বৃষ্টি না হলে পর্যাপ্ত অন্ন উৎপাদন হয় না (*অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ*)। আমাদের সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তুগুলি কেবল বৃষ্টি হওয়ার ফলে উৎপন্ন হতে পারে (*কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ*), এবং পৃথিবী হচ্ছে সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তুর মুল উৎস (*সর্বকামদুঘা মহী*)। তাই চরমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই কলিযুগে সারা পৃথিবীর মানুষের কর্তব্য অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, আসব পান এবং দ্যূতক্রীড়া, এই চারটি পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে শুদ্ধ জীবন যাপন করে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। তা হলে পৃথিবী জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি উৎপাদন করবে এবং মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক, সব দিক দিয়ে সুখী হবে। তখন সব কিছুই সার্থক রূপ গ্রহণ করবে।

শ্লোক ২৭

ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং হ্যশ্বান্ বদ্ধা বিস্মাপয়ন্ নৃপান্ ।
দৌষ্মন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমায়যৌ ॥ ২৭ ॥

ত্রয়—তিন; **ত্রিংশৎ**—ত্রিশ; **শতম্**—শত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অশ্বান্**—ঘোড়া; **বদ্ধা**—যজ্ঞে বন্ধন করে; **বিস্মাপয়ন্**—বিস্মিত করেছিলেন; **নৃপান্**—সমস্ত রাজাদের; **দৌষ্মন্তিঃ**—মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র; **অত্যগাৎ**—অতিক্রম করেছিলেন; **মায়াম্**—জড় ঐশ্বর্য; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **গুরুম্**—পরম গুরু; **আযযৌ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরত সেই যজ্ঞে তিন হাজার তিনশ অশ্ব বন্ধন করে অন্যান্য রাজাদের বিস্মিত করেছিলেন। তিনি দেবতাদেরও বৈভব অতিক্রম করেছিলেন, কারণ তিনি পরম গুরু ভগবান শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হন, তিনি সমস্ত জড় সম্পদ, এমন কি স্বর্গের দেবতাদেরও বৈভব অতিক্রম করেন। *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা জীবনের সব চাইতে বড় প্রাপ্তি।

শ্লোক ২৮

মৃগাঞ্ছুক্লদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীবৃতান্ ।
অদাৎ কর্মণি মষ্ণারে নিযুতানি চতুর্দশ ॥ ২৮ ॥

মৃগান্—শ্রেষ্ঠ হাতি; **শুক্ল-দতঃ**—অতি শুভ্র দন্তবিশিষ্ট; **কৃষ্ণান্**—কালো শরীর সমন্বিত; **হিরণ্যেন**—স্বর্ণ আভরণে অলঙ্কৃত; **পরীবৃতান্**—আচ্ছাদিত; **অদাৎ**—দান করেছিলেন; **কর্মণি**—যজ্ঞে; **মষ্ণারে**—মষ্ণার নামক যজ্ঞে, অথবা মষ্ণার নামক স্থানে; **নিযুতানি**—লক্ষ লক্ষ; **চতুর্দশ**—চোদ্দ।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত যখন মষ্ণার নামক যজ্ঞ (অথবা মষ্ণার নামক স্থানে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ) অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন তিনি চোদ্দ লক্ষ শুভ্র দন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ হস্তী স্বর্ণ অলঙ্কারে আচ্ছাদিত করে দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

ভরতস্য মহৎ কর্ম ন পূর্বে নাপরে নৃপাঃ ।
নৈবাপুর্নৈব প্রাপ্স্যন্তি বাহুভ্যাং ত্রিদিবং যথা ॥ ২৯ ॥

ভরতস্য—মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র মহারাজ ভরতের; **মহৎ**—অতি অদ্ভুত; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **ন**—না; **পূর্বে**—পূর্বে; **ন**—না; **অপরে**—ভবিষ্যতেও কেউ, **নৃপাঃ**—রাজন্যবর্গ; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আপুঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **প্রাপ্স্যন্তি**—প্রাপ্ত হবে; **বাহুভ্যাম্**—বাহুবলের দ্বারা; **ত্রি-দিবম্**—স্বর্গলোক; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

কেউ যেমন তার বাহুবলের দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হতে পারে না (কারণ কে তার হাত দিয়ে স্বর্গলোক স্পর্শ করতে পারে?), তেমনই মহারাজ ভরতের অদ্ভুত কার্যকলাপ কেউই অনুকরণ করতে পারেন না। অতীতে কেউ এই প্রকার কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা করতে পারবেন না।

শ্লোক ৩০

কিরাতহূণান্ যবনান্ পৌণ্ড্রান্ কঙ্কান্ খশাঞ্ছকান্ ।
অব্রহ্মণ্যনৃপাংশ্চাহন্ ম্লেচ্ছান্ দিগ্বিজয়েঽখিলান্ ॥ ৩০ ॥

কিরাত—কিরাত নামক কৃষ্ণবর্ণ জাতি (সাধারণত আফ্রিকার অধিবাসী); **হূণান্**—উত্তর প্রান্তের হূণ জাতি; **যবনান্**—মাংসাহারী; **পৌণ্ড্রান্**—পৌণ্ড্র; **কঙ্কান্**—কঙ্ক; **খশান্**—মঙ্গোলীয় জাতি; **শকান্**—শক; **অব্রহ্মণ্য**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী; **নৃপান্**—রাজাগণ; **চ**—এবং; **অহন্**—তিনি সংহার করেছিলেন; **ম্লেচ্ছান্**—বৈদিক সভ্যতার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল এই সমস্ত নাস্তিকদের; **দিক্-বিজয়ে**—সর্বদিক বিজয় করার সময়; **অখিলান্**—তাদের সকলকে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত যখন দিগ্বিজয় করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি কিরাত, হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খস, শক এবং বৈদিক নীতি ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী সমস্ত রাজাদের পরাজিত করেছিলেন অথবা বধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

জিত্বা পুরাসুরা দেবান্ যে রসৌকাংসি ভেজিরে ।
দেবস্ত্রিয়ো রসাং নীতাঃ প্রাণিভিঃ পুনরাহরৎ ॥ ৩১ ॥

জিত্বা—জয় করে; **পুরা**—পূর্বে; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **দেবান্**—দেবতাগণ; **যে**—যারা; **রস-ওকাংসি**—রসাতল নামক নিম্নলোকে; **ভেজিরে**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; **দেব-স্ত্রিয়ঃ**—দেবতাদের স্ত্রী এবং কন্যাগণ; **রসাম্**—রসাতলে; **নীতাঃ**—নীত হয়েছিলেন; **প্রাণিভিঃ**—তাঁদের প্রিয় সঙ্গীগণ সহ; **পুনঃ**—পুনরায়; **অহরৎ**—তাঁদের পূর্বস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

পুরাকালে অসুরেরা দেবতাদের পরাজিত করে রসাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং দেবতাদের স্ত্রী এবং কন্যাদেরও সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। মহারাজ ভরত সেই সমস্ত সঙ্গীগণসহ স্ত্রীদের অসুরদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং দেবতাদের কাছে তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

সর্বান্ কামান্ দুদুহতুঃ প্রজানাং তস্য রোদসী ।
সমাস্ত্রিণবসাহস্রীর্দিক্ষু চক্রমবর্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

সর্বান্ কামান্—সমস্ত আবশ্যকীয় অথবা ঈপ্সিত বস্তু; **দুদুহতুঃ**—পূর্ণ করেছিলেন; **প্রজ্যনাম্**—প্রজাদের; **তস্য**—তাঁর; **রোদসী**—এই পৃথিবী এবং স্বর্গলোক; **সমাঃ**—বৎসর; **ত্রি-নব-সাহস্রীঃ**—ন'হাজারের তিন গুণ (সাতাশ হাজার); **দিক্ষু**—সমস্ত দিকে; **চক্রম্**—সৈনিক অথবা আদেশ; **অবর্তয়ৎ**—প্রেরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত সাতাশ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গলোকে তাঁর প্রজাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি সর্বদিকে তাঁর আদেশ এবং সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

স সম্রাড়্লোকপালাখ্যমৈশ্বর্যমধিরাট্শ্রিয়ম্ ।
চক্রং চাস্খলিতং প্রাণান্ মৃষেত্যুপররাম হ ॥ ৩৩ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ ভরত); **সম্রাট্**—সম্রাট; **লোক-পাল-আখ্যম্**—সমস্ত লোকের শাসনকর্তা বলে বিখ্যাত; **ঐশ্বর্যম্**—এই প্রকার ঐশ্বর্য; **অধিরাট্**—পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন; **শ্রিয়ম্**—রাজ্য; **চক্রম্**—সৈন্য অথবা আদেশ; **চ**—এবং; **অস্খলিতম্**—অপ্রতিহত; **প্রাণান্**—জীবন অথবা পুত্র এবং পরিবার; **মৃষা**—মিথ্যা; **ইতি**—এইভাবে; **উপর রাম**—বিষয়ভোগ থেকে বিরত হয়েছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

সারা বিশ্বের শাসনকর্তারূপে সম্রাট ভরতের রাজ্যলক্ষ্মী এবং অপ্রতিহত সৈনিকের ঐশ্বর্য ছিল। তাঁর পুত্র এবং পরিবার তাঁর কাছে প্রাণতুল্য ছিল। কিন্তু অবশেষে সেই সবই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধকরূপে উপলব্ধি করতে পেরে, তিনি বিষয়ভোগ থেকে বিরত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ ভরতের রাজ্য, সৈন্য, পুত্র, কন্যা আদি জড় সুখভোগের অতুলনীয় ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তিনি যখন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই জড় ঐশ্বর্য পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক, তখন তিনি বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। বৈদিক সভ্যতায় নির্দেশ দেওয়া হয় যে, জীবনের এক বিশেষ সময়ে, মহারাজ ভরতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, জড় ঐশ্বর্য ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়ে সকলেরই বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩৪

তস্যাসন্ নৃপ বৈদর্ভ্যঃ পত্ন্যস্তিস্রঃ সুসম্মতাঃ ।
জঘ্নুস্ত্যাগভয়াৎ পুত্রান্ নানুরূপা ইতীরিতে ॥ ৩৪ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ ভরতের); **আসন্**—ছিল; **নৃপ**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **বৈদর্ভ্যঃ**—বিদর্ভকন্যা; **পত্ন্যঃ**—পত্নী; **তিস্রঃ**—তিন; **সুসম্মতাঃ**—অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং উপযুক্ত; **জঘ্নুঃ**—বধ করেছিলেন; **ত্যাগ-ভয়াৎ**—পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে; **পুত্রান্**—তাঁদের পুত্রদের; **ন অনুরূপাঃ**—ঠিক পিতার মতো নয়; **ইতি**—এইভাবে; **ঈরিতে**—বিবেচনা করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহারাজ ভরতের তিনজন মনোমুগ্ধকর পত্নী ছিলেন, যাঁরা ছিলেন বিদর্ভরাজের কন্যা। তাঁরা তিন জনই যখন পুত্র প্রসব করেছিলেন এবং সেই পুত্রগণ রাজার অনুরূপ না হওয়ায় তাঁরা মনে করেছিলেন যে, রাজা তাঁদের ব্যভিচারিণী বলে মনে করে তাঁদের ত্যাগ করতে পারেন, সেই আশঙ্কায় তাঁরা তাঁদের পুত্রদের মেরে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

তস্যৈবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতম্ ।
মরুৎস্তোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাদদুঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ ভরতের); **এবম্**—এই প্রকার; **বিতথে**—ব্যর্থ হওয়ায়; **বংশে**—সন্তান উৎপাদনে; **তৎ-অর্থম্**—পুত্রলাভের জন্য; **যজতঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান

করেছিলেন; **সুতম্**—এক পুত্র; **মরুৎ-স্তোমেন**—মরুৎস্তোম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে; **মরুতঃ**—মরুৎ নামক দেবতাগণ; **ভরদ্বাজম্**—ভরদ্বাজকে; **উপাদদুঃ**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে সন্তান উৎপাদনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায়, মহারাজ ভরত পুত্রলাভের জন্য মরুৎস্তোম নামক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তার ফলে মরুৎ নামক দেবতাগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে ভরদ্বাজ নামক এক পুত্র প্রদান করেন।

শ্লোক ৩৬

অন্তর্বত্ন্যাং ভ্রাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় বৃহস্পতিঃ ।
প্রবৃত্তো বারিতো গর্ভং শপ্ত্বা বীর্যমুপাসৃজৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্তঃ-বত্ন্যাম্—গর্ভবতী; **ভ্রাতৃ-পত্ন্যাম্**—ভ্রাতার পত্নীর সঙ্গে; **মৈথুনায়**—মৈথুনসুখ উপভোগের বাসনায়; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি নামক দেবতা; **প্রবৃত্তঃ**—প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; **বারিতঃ**—সেই কার্য থেকে যখন নিবারিত হয়েছিলেন; **গর্ভম্**—গর্ভস্থ শিশু; **শপ্ত্বা**—অভিশাপ দিয়ে; **বীর্যম্**—বীর্য; **উপাসৃজৎ**—ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

বৃহস্পতি নামক দেবতা যখন তাঁর ভ্রাতার গর্ভবতী পত্নী মমতার সঙ্গে মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিলেন, তখন গর্ভস্থ পুত্রটি তাঁকে নিবারিত করে, কিন্তু বৃহস্পতি তাকে অভিশাপ দিয়ে বলপূর্বক মমতার গর্ভে বীর্য ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে যৌন আবেদন এতই প্রবল যে, দেবতাদের পুরোহিত এবং মহাজ্ঞানী বৃহস্পতিও তাঁর ভ্রাতার গর্ভবতী পত্নীকে সম্ভোগ করতে চেয়েছিলেন। উচ্চতর লোকে দেবতাদের সমাজেও এই রকম হতে পারে, অতএব মানব সমাজের কি আর কথা? সম্ভোগ বাসনা এতই প্রবল যে, তা বৃহস্পতির মতো জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও বিচলিত করতে পারে।

শ্লোক ৩৭

তং ত্যক্তুকামাং মমতাং ভর্তুস্ত্যাগবিশঙ্কিতাম্ ।
নামনির্বাচনং তস্য শ্লোকমেনং সুরা জগুঃ ॥ ৩৭ ॥

তম্—সেই নবজাত শিশু; **ত্যক্তু-কামাম্**—যে তাকে ত্যাগ করতে চাইছিল; **মমতাম্**—মমতাকে; **ভর্তুঃ ত্যাগ-বিশঙ্কিতাম্**—অবৈধ পুত্র উৎপাদন করার ফলে তাঁর পতি তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন, এই ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে; **নাম-নির্বাচনম্**—নামকরণ সংস্কার; **তস্য**—শিশুর; **শ্লোকম্**—শ্লোক; **এনম্**—এই; **সুরাঃ**—দেবতাগণ; **জগুঃ**—ঘোষণা করেছিলেন।

অনুবাদ

অবৈধ পুত্র উৎপাদন করার ফলে তাঁর পতি তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন, এই ভয়ে অত্যন্ত ভীতা হয়ে মমতা সেই শিশুটিকে ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু দেবতারা শিশুটির নাম নির্বাচন করে সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে শিশুর জন্মের পর জাতকর্ম এবং নামকরণ সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা শিশুর জন্মের ঠিক পরেই জ্যোতির্গণনা অনুসারে তার কোষ্ঠী তৈরি করেন। কিন্তু মমতা যে শিশুটিকে জন্মদান করেছিলেন, সে ছিল বৃহস্পতির দ্বারা উৎপন্ন অবৈধ পুত্র। মমতা যদিও ছিলেন উতথ্যের পত্নী, তবুও বৃহস্পতি তাঁকে বলপূর্বক গর্ভবতী করেছিলেন। তাই বৃহস্পতি তাঁর ভর্তা হয়েছিলেন। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে পত্নীকে পতির সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা হয়, এবং অবৈধ যৌনসঙ্গমের ফলে উৎপন্ন পুত্রকে বলা হয় দ্বাজ। হিন্দু সমাজে কথ্য ভাষায় এই প্রকার পুত্রকে বলা দোগলা, অর্থাৎ যে পুত্র মাতার পতির দ্বারা উৎপন্ন হয়নি। এই অবস্থায় যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে শিশুর নামকরণ করা কঠিন হয়। মমতা তাই চিন্তান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু দেবতারা তখন শিশুটির নামকরণ করেছিলেন ভরদ্বাজ, যার অর্থ ছিল অবৈধরূপে জাত এই বালকটিকে পালন করা মমতা এবং বৃহস্পতি উভয়েরই কর্তব্য।

শ্লোক ৩৮

মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বৃহস্পতে ।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

মূঢ়ে—হে মূর্খ স্ত্রী; **ভর**—পালন কর; **দ্বাজম্**—দুজনের অবৈধ সম্পর্কের ফলে জাত; **ইমম্**—এই শিশুটিকে; **ভর**—পালন কর; **দ্বাজম্**—দুজনের অবৈধ সম্পর্কের ফলে জাত হওয়া সত্ত্বেও; **বৃহস্পতে**—হে বৃহস্পতি; **যাতৌ**—ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন; **যৎ**—যেহেতু; **উক্ত্বা**—বলে; **পিতরৌ**—পিতা এবং মাতা উভয়েই; **ভরদ্বাজঃ**—ভরদ্বাজ নামক; **ততঃ**—তারপর; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অয়ম্**—এই শিশু।

অনুবাদ

বৃহস্পতি মমতাকে বলেছিলেন, "হে মূর্খ রমণী! যদিও এই বালক এক ব্যক্তির পত্নীর গর্ভে অন্য ব্যক্তির বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, তবুও একে তোমার পালন করা উচিত।" সেই কথা শুনে মমতা উত্তর দিয়েছিলেন, "হে বৃহস্পতি, তুমি একে পালন কর!" এই বলে বৃহস্পতি এবং মমতা উভয়েই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। এইভাবে বালকটির নাম হয়েছিল ভরদ্বাজ।

শ্লোক ৩৯

চোদ্যমানা সুরৈরেবং মত্বা বিতথমাত্মজম্ ।
ব্যসৃজন্ মরুতোঽবিভ্রন্ দত্তোঽয়ং বিতথেঽন্বয়ে ॥ ৩৯ ॥

চোদ্যমানা—মমতা যদিও (শিশুটিকে পালন করতে) অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **মত্বা**—বিবেচনা করে; **বিতথম্**—নিরর্থক; **আত্মজম্**—তাঁর নিজের সন্তান; **ব্যসৃজৎ**—ত্যাগ করেছিলেন; **মরুতঃ**—মরুৎ নামক দেবতাগণ; **অবিভ্রন্**—(শিশুটিকে) পালন করেছিলেন; **দত্তঃ**—সেই শিশুটিকে দান করা হয়েছিল; **অয়ম্**—এই; **বিদথে**—নিরাশ হয়েছিলেন; **অন্বয়ে**—মহারাজ ভরতের বংশ যখন।

অনুবাদ

দেবতারা যদিও সেই শিশুটিকে পালন করতে মমতাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তবুও মমতা ব্যভিচারের ফলে জাত সেই পুত্রটিকে নিরর্থক বলে মনে করে পরিত্যাগ করেছিলেন। তখন মরুৎ নামক দেবতাগণ সেই বালকটিকে পালন করেন, এবং মহারাজ ভরত যখন সন্তানের অভাবে নিরাশ হয়েছিলেন, তখন তাঁরা সেই শিশুটিকে পুত্ররূপে তাঁকে প্রদান করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, যারা স্বর্গলোক থেকে পরিত্যক্ত হয়, তাদের এই পৃথিবীতে অতি উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'পূরুর বংশ বিবরণ' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একবিংশতি অধ্যায়

ভরতের বংশ বিবরণ

এই একবিংশতি অধ্যায়ে মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র মহারাজ ভরতের বংশ বর্ণনা করা হয়েছে, এবং রন্তিদেব, অজমীঢ় প্রভৃতির কীর্তিও বর্ণিত হয়েছে।

ভরদ্বাজের পুত্র মন্যু এবং মন্যুর পুত্র ছিলেন বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর এবং গর্গ এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে। নরের পুত্র সঙ্কৃতি, এবং সঙ্কৃতির পুত্র গুরু ও রন্তিদেব। মহান ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে রন্তিদেব সমস্ত জীবে ভগবদ্ভাব দর্শন করতেন, এবং তাই তিনি কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে ভগবান এবং ভগবদ্ভক্তের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। রন্তিদেব এতই উন্নত ছিলেন যে, তিনি তাঁর আহার্য বস্তু পর্যন্ত অন্যকে প্রদান করে স্বয়ং সপরিবারে অনাহারে থাকতেন। একসময় রন্তিদেব জল পর্যন্ত পান না করে আটচল্লিশ দিন উপবাস করেন। তারপর ঘৃতপক্ক বিবিধ উপাদেয় খাদ্য তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তিনি যখন তা আহার করতে যাবেন, তখন এক ব্রাহ্মণ অতিথি এসে উপস্থিত হন। রন্তিদেব তাই সেই আহার্য স্বয়ং আহার না করে, তৎক্ষণাৎ তা থেকে একাংশ সেই ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ভোজন সমাপ্ত হবার পর সেই ব্রাহ্মণ চলে গেলে, রন্তিদেব যখন অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করতে যাবেন, তখন এক শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হয়। রন্তিদেব তখন সেই অবশিষ্ট অন্ন দুইভাগে বিভক্ত করে তার এক ভাগ শূদ্রকে দেন এবং অন্য ভাগ নিজের জন্য রাখেন। ভোজন শেষ করে শূদ্র চলে গেলে রন্তিদেব যখন অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করতে যাবেন, তখন আর একজন অতিথি এসে উপস্থিত হন। রন্তিদেব তখন অবশিষ্ট অন্ন সেই অতিথিকে দান করে যখন তাঁর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটু জলপান করতে যাবেন, তখন এক তৃষ্ণার্ত অতিথি এসে উপস্থিত হন এবং রন্তিদেব তাঁকে সেই জল দান করেন। ভগবান তাঁর ভক্তের সহিষ্ণুতা সকলের কাছে প্রচার করার জন্যই এই লীলার অভিনয় করেছিলেন। তাঁর ভক্ত রন্তিদেবের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তাঁকে তাঁর অতি অন্তরঙ্গ সেবা প্রদান করেছিলেন। এই প্রকার অন্তরঙ্গ সেবা ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরই প্রদান করেন, সাধারণ ভক্তদের করেন না।

ভরদ্বাজের পুত্র গর্গের শিনি নামক এক পুত্র ছিল, এবং শিনির পুত্র ছিল গার্গ্য। গার্গ্য যদিও জন্ম অনুসারে ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাঁর পুত্রেরা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহাবীর্যের পুত্র দুরিতক্ষয়, এবং দুরিতক্ষয়ের পুত্র ছিল ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি। যদিও এই তিনজন ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজার পুত্র, তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী হস্তিনাপুর নগরী নির্মাণ করেছিলেন। হস্তীর পুত্র অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এং পুরুমীঢ়।

অজমীঢ় থেকে প্রিয়মেধ আদি ব্রাহ্মণ পুত্রদের জন্ম হয় এবং বৃহদিষু নামক এক পুত্রেরও জন্ম হয়। বৃহদিষু থেকে পরম্পরাক্রমে বৃহদ্ধনু, বৃহৎকায়, জয়দ্রথ, বিশদ এবং স্যেনজিতের জন্ম হয়। স্যেনজিতের রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য এবং বৎস, এই চার পুত্র। রুচিরাশ্ব থেকে পার নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র পৃথুসেন এবং নীপ। নীপের একশত পুত্র ছিল। নীপের আর এক পুত্র ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্ত থেকে বিষ্বক্‌সেন; বিষ্বক্‌সেন থেকে উদক্‌সেন এবং উদক্‌সেন থেকে ভল্লাটের জন্ম হয়।

দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, এবং যবীনর থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে কৃতিমান্, সত্যধৃতি, দৃঢ়নেমি, সুপার্শ্ব, সুমতি, সন্নতিমান্, কৃতী, নীপ, উদ্‌গ্রায়ুধ, ক্ষেম্য, সুবীর, রিপুঞ্জয় এবং বহুরথের জন্ম হয়। পুরমীঢ়ের কোন সন্তান ছিল না, কিন্তু অজমীঢ়ের অনেক সন্তানের মধ্যে নীল নামক এক পুত্র ছিল, যাঁর পুত্র শান্তি। শান্তির বংশধরেরা হচ্ছেন সুশান্তি, পুরুজ, অর্ক এবং ভর্ম্যাশ্ব। ভর্ম্যাশ্বের পাঁচ পুত্রের অন্যতম মুদ্‌গল থেকে এক ব্রাহ্মণকুলের উৎপত্তি হয়। মুদ্‌গলের যমজ পুত্র এবং কন্যা হচ্ছেন দিবোদাস ও অহল্যা। অহল্যার গর্ভে তাঁর পতি গৌতম থেকে শতানন্দের জন্ম হয়। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি এবং তাঁর পুত্র শরদ্বান্। শরদ্বানের পুত্র কৃপ এবং কন্যা দ্রোণাচার্যের পত্নী কৃপী।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বিতথস্য সুতান্ মন্যোর্বৃহৎক্ষত্রো জয়স্ততঃ।
মহাবীর্যো নরো গর্গঃ সঙ্কৃতিস্তু নরাত্মজঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বিতথস্য**—বিতথের (ভরদ্বাজের, যাঁকে মহারাজ ভরত নিরাশ হয়ে তাঁর বংশে গ্রহণ করেছিলেন); **সুতাৎ**—পুত্র থেকে;

মন্যোঃ—মন্যু নামক; **বৃহৎক্ষত্রঃ**—বৃহৎক্ষত্র; **জয়ঃ**—জয়; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **মহাবীর্যঃ**—মহাবীর্য; **নরঃ**—নর; **গর্গঃ**—গর্গ; **সঙ্কৃতিঃ**—সঙ্কৃতি; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **নর-আত্মজঃ**—নরের পুত্র।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মরুৎগণ কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় ভরদ্বাজের নাম হয় বিতথ। বিতথের পুত্র মন্যু, এবং মন্যু থেকে বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর এবং গর্গ, এই পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। এই পাঁচ পুত্রের অন্যতম নরের পুত্র সঙ্কৃতি।

শ্লোক ২

গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সঙ্কৃতেঃ পাণ্ডুনন্দন ।
রন্তিদেবস্য মহিমা ইহামুত্র চ গীয়তে ॥ ২ ॥

গুরুঃ—গুরু নামক পুত্র; **চ**—এবং; **রন্তিদেবঃ চ**—এবং রন্তিদেব নামক পুত্র; **সঙ্কৃতেঃ**—সঙ্কৃতির; **পাণ্ডু-নন্দন**—হে পাণ্ডুবংশজ মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রন্তিদেবস্য**—রন্তিদেবের; **মহিমা**—মহিমা; **ইহ**—ইহলোকে; **অমুত্র**—এবং পরলোকে; **চ**—ও; **গীয়তে**—কীর্তিত হয়।

অনুবাদ

হে পাণ্ডু বংশোদ্ভূত মহারাজ পরীক্ষিৎ! সঙ্কৃতির পুত্র গুরু এবং রন্তিদেব। রন্তিদেবের মহিমা কেবল ইহলোকে মনুষ্যদের দ্বারাই নয়, পরলোকে দেবতাদের দ্বারাও কীর্তিত হয়।

শ্লোক ৩-৫

বিয়দ্বিত্তস্য দদতো লব্ধং লব্ধং বুভুক্ষতঃ ।
নিষ্কিঞ্চনস্য ধীরস্য সকুটুম্বস্য সীদতঃ ॥ ৩ ॥
ব্যতীয়ুরষ্টচত্বারিংশদহান্যপিবতঃ কিল ।
ঘৃতপায়সসংযাবং তোয়ং প্রাতরুপস্থিতম্ ॥ ৪ ॥
কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তকুটুম্বস্য ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং জাতবেপথোঃ ।
অতিথির্ব্রাহ্মণঃ কালে ভোক্তুকামস্য চাগমৎ ॥ ৫ ॥

বিয়ৎ-বিত্তস্য—রন্তিদেবের, যিনি চাতক পাখি যেমন আকাশ থেকে জল প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনই দৈব কর্তৃক যা প্রেরিত হত তাই গ্রহণ করতেন; **দদতঃ**—যিনি অন্যদের বিতরণ করতেন; **লব্ধম্**—যা কিছু তিনি পেতেন; **লব্ধম্**—সেই সমস্ত প্রাপ্ত বস্তু; **বুভুক্ষতঃ**—ভোগ করতেন; **নিষ্কিঞ্চনস্য**—সর্বদা ধনহীন; **ধীরস্য**—তবুও অত্যন্ত ধীর; **স-কুটুম্বস্য**—তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও; **সীদতঃ**—অত্যন্ত কষ্টভোগ করে; **ব্যতীয়ুঃ**—অতিবাহিত করতেন; **অষ্ট-চত্বারিংশৎ**—আটচল্লিশ; **অহানি**—দিন; **অপিবতঃ**—জল পর্যন্ত পান না করে; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **ঘৃত-পায়স**—ঘি এবং দুগ্ধের দ্বারা প্রস্তুত অন্ন; **সংযাবম্**—বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য; **তোয়ম্**—জল; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **উপস্থিতম্**—দৈবক্রমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কৃচ্ছ্র-প্রাপ্ত**—কষ্টভোগ করে; **কুটুম্বস্য**—আত্মীয়স্বজন; **ক্ষুত্তৃড্ভ্যাম্**—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দ্বারা; **জাত**—হয়েছিলেন; **বেপথোঃ**—কম্পিত; **অতিথিঃ**—এক অতিথি; **ব্রাহ্মণঃ**—একজন ব্রাহ্মণ; **কালে**—ঠিক সেই সময়; **ভোক্তু-কামস্য**—ভোজন অভিলাষী রন্তিদেবের; **চ**—ও; **আগমৎ**—সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রন্তিদেব কখনও কিছু উপার্জন করার চেষ্টা করতেন না। দৈবক্রমে তিনি যা প্রাপ্ত হতেন তাই কেবল তিনি গ্রহণ করতেন, এবং অতিথি এলে তিনি সব কিছুই তাদের দান করতেন। তার ফলে তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হত। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় তাঁর নিজের এবং আত্মীয়স্বজনদের শরীর কম্পমান হত, তবুও রন্তিদেব সর্বদাই অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং ধীর ছিলেন। একসময় আটচল্লিশ দিন উপবাস করার পর, রন্তিদেব সকালবেলায় একটু জল এবং দুধ ও ঘি দিয়ে তৈরি কিছু অন্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে তা ভোজন করতে যাবেন, তখন এক ব্রাহ্মণ অতিথি এসে উপস্থিত হন।

শ্লোক ৬

তস্মৈ সংব্যভজৎ সোঽন্নমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
হরিং সর্বত্র সংপশ্যন্ স ভুক্ত্বা প্রযযৌ দ্বিজঃ ॥ ৬ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (সেই ব্রাহ্মণকে); **সংব্যভজৎ**—ভাগ করে তাঁকে তাঁর অংশ দিয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি (রন্তিদেব); **অন্নম্**—অন্ন; **আদৃত্য**—অত্যন্ত আদরের

সঙ্গে; **শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ**—এবং শ্রদ্ধা সহকারে; **হরিম্**—ভগবানকে; **সর্বত্র**—সর্বস্থানে, অথবা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে; **সংপশ্যন্**—দর্শন করে; **সঃ**—তিনি; **ভুক্ত্বা**—আহার করে; **প্রযযৌ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **দ্বিজঃ**—সেই ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

রন্তিদেব সর্বত্র এবং সর্বভূতে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাই তিনি সেই অতিথিকে সমাদর করে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে সেই অন্নের একভাগ প্রদান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অতিথিটি সেই অন্ন আহার করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রন্তিদেব প্রতিটি জীবের মধ্যে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতেন। কিন্তু তিনি কখনও মনে করেননি যে, ভগবান যেহেতু প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান, তাই প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবান। তিনি বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদও দর্শন করতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতেন। এটিই হচ্ছে প্রকৃত সমদৃষ্টি, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিত বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।" পণ্ডিত ব্যক্তি প্রতিটি জীবের মধ্যে ভগবানের উপস্থিতি দর্শন করেন। তাই, আজকাল যদিও তথাকথিত দরিদ্র-নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করার একটি প্রথা প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু রন্তিদেবের বিচার সেই রকম ছিল না। নারায়ণ দরিদ্রের হৃদয়ে রয়েছেন বলে, দরিদ্র ব্যক্তিদের দরিদ্র-নারায়ণ সম্বোধন করা একটি ভ্রান্ত ধারণা। এই বিচার অনুসারে ভগবান যেহেতু কুকুর এবং শূকরদের হৃদয়েও বিরাজ করছেন, তাই কুকুর ও শূকরদেরও নারায়ণ বলে সম্বোধন করা উচিত। ভ্রান্তিবশত কখনও মনে করা উচিত নয় যে, রন্তিদেবের বিচারধারা এই রকম ছিল। পক্ষান্তরে তিনি সকলকেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে দর্শন করতেন (*হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ*)। এমন নয় যে, সকলেই ভগবান। এই প্রকার মতবাদ যা মায়াবাদীদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে, তা ভ্রমাত্মক এবং রন্তিদেব কখনও এই ধরনের মতবাদ স্বীকার করেননি।

শ্লোক ৭

অথান্যো ভোক্ষ্যমাণস্য বিভক্তস্য মহীপতেঃ ।
বিভক্তং ব্যভজৎ তস্মৈ বৃষলায় হরিং স্মরন্ ॥ ৭ ॥

অথ—তারপর; **অন্যঃ**—আর একজন অতিথি; **ভোক্ষ্যমাণস্য**—যখন আহার করতে যাবেন; **বিভক্তস্য**—স্বজনদের ভাগ আলাদা করে রেখে; **মহীপতেঃ**—রাজার; **বিভক্তম্**—স্বজনদের অন্নভাগ; **ব্যভজৎ**—বিভক্ত করে বিতরণ করেছিলেন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **বৃষলায়**—এক শূদ্রকে; **হরিম্**—ভগবানকে; **স্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

তারপর রন্তিদেব অবশিষ্ট অন্ন স্বজনদের মধ্যে বিভাগ করে দিয়ে যখন স্বয়ং ভোজন করতে যাবেন, তখন এক শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হলেন। সেই শূদ্রকে ভগবৎ-সম্বন্ধে দর্শন করে রাজা রন্তিদেব তাঁকেও অন্নের ভাগ প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

রন্তিদেব যেহেতু সকলকেই ভগবানের অংশরূপে দর্শন করতেন, তাই তিনি কখনও ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভেদ দর্শন করতেন না (*পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*)। যিনি প্রকৃতই উপলব্ধি করেছেন যে, ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান এবং প্রতিটি জীবই ভগবানের অংশ, তিনি কখনও ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করেন না। এই প্রকার ব্যক্তি সমস্ত জীবকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন এবং কোন রকম ভেদভাব না দেখে সকলের সঙ্গে সমানভাবে আচরণ করেন।

শ্লোক ৮

যাতে শূদ্রে তমন্যোঽগাদতিথিঃ শ্বভিরাবৃতঃ ।
রাজন্ মে দীয়তামন্নং সগণায় বুভুক্ষতে ॥ ৮ ॥

যাতে—চলে গেলে; **শূদ্রে**—শূদ্র অতিথি; **তম্**—রাজাকে; **অন্যঃ**—আর একজন; **অগাৎ**—এসেছিল; **অতিথিঃ**—অতিথি; **শ্বভিঃ আবৃতঃ**—কুকুর পরিবেষ্টিত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **মে**—আমাকে; **দীয়তাম্**—প্রদান করুন; **অন্নম্**—আহার্য; **স-গণায়**—কুকুর সমেত; **বুভুক্ষতে**—ক্ষুধার্ত।

অনুবাদ

সেই শূদ্র চলে গেলে, আর একজন অতিথি কুকুর পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে এসে বলেছিল, "হে রাজন্! আমি এবং এই কুকুরগুলি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। দয়া করে আমাদের কিছু আহার্য প্রদান করুন।"

শ্লোক ৯

স আদৃত্যাবশিষ্টং যদ বহুমানপুরস্কৃতম্ ।
তচ্চ দত্ত্বা নমশ্চক্রে শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে বিভুঃ ॥ ৯ ॥

সঃ—তিনি (রাজা রন্তিদেব); **আদৃত্য**—তাদের আদর করে; **অবশিষ্টম্**—ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকে দান করার পর যে অন্ন অবশিষ্ট ছিল; **যৎ**—যা কিছু; **বহু-মান-পুরস্কৃতম্**—বহু সম্মান সহকারে প্রদান করেছিলেন; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **নমঃ-চক্রে**—নমস্কার করেছিলেন; **শ্বভ্যঃ**—কুকুরদের; **শ্ব-পতয়ে**—কুকুরদের প্রভুকে; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান রাজা।

অনুবাদ

রাজা রন্তিদেব পরম আদরে অবশিষ্ট অন্ন কুকুর এবং কুকুরের স্বামী অতিথিকে বহু সম্মান সহকারে প্রদান করেছিলেন এবং তাদের নমস্কার করেছিলেন।

শ্লোক ১০

পানীয়মাত্রমুচ্ছেষং তচ্চৈকপরিতর্পণম্ ।
পাস্যতঃ পুল্কসোঽভ্যাগাদপো দেহ্যশুভায় মে ॥ ১০ ॥

পানীয়-মাত্রম্—কেবল পানীয় জল; **উচ্ছেষম্**—অবশিষ্ট ছিল; **তৎ চ**—তাও; **এক**—একজনের জন্য; **পরিতর্পণম্**—তৃপ্ত করে; **পাস্যতঃ**—রাজা যখন পান করতে যাবেন; **পুল্কসঃ**—একজন চণ্ডাল; **অভ্যাগাৎ**—সেখানে এসেছিল; **অপঃ**—জল; **দেহি**—দয়া করে দান করুন; **অশুভায়**—যদিও আমি একজন অধম চণ্ডাল; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

তারপর, কেবল পানীয় জল অবশিষ্ট ছিল, তাও কেবলমাত্র একজনের তৃপ্তি সাধনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রাজা যখন সেই জল পান করতে যাবেন,

তখন এক চণ্ডাল সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেছিল, "হে রাজন্! যদিও আমি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত, দয়া করে আমাকে কিছু পানীয় জল দান করুন।"

শ্লোক ১১

তস্য তাং করুণাং বাচং নিশম্য বিপুলশ্রমাম্ ।
কৃপয়া ভৃশসন্তপ্ত ইদমাহামৃতং বচঃ ॥ ১১ ॥

তস্য—তার (চণ্ডালের); **তাম্**—সেই; **করুণাম্**—দৈন্যযুক্ত; **বাচম্**—বাক্য; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বিপুল**—অত্যন্ত; **শ্রমাম্**—পরিশ্রান্ত; **কৃপয়া**—কৃপা করে; **ভৃশ-সন্তপ্তঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **অমৃতম্**—অত্যন্ত মধুর; **বচঃ**—বাণী।

অনুবাদ

সেই পরিশ্রান্ত চণ্ডালের দৈন্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করে মহারাজ রন্তিদেব অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং অমৃতের মতো মধুর এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ রন্তিদেবের বাক্য ছিল অমৃতের মতো, এবং তাই দুঃখিত ব্যক্তিকে দৈহিক সেবা করা ছাড়াও কেবল তাঁর বাক্যের দ্বারাই রাজা শ্রবণকারীর জীবন রক্ষা করতে পারতেন।

শ্লোক ১২

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা ।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥ ১২ ॥

ন—না; **কাময়ে**—বাসনা করি; **অহম্**—আমি; **গতিম্**—গতি; **ঈশ্বরাৎ**—ভগবানের কাছ থেকে; **পরাম্**—মহৎ; **অষ্ট-ঋদ্ধি-যুক্তাম্**—অষ্ট-যোগসিদ্ধি সমন্বিত; **অপুনঃ-ভবম্**—পুনরায় জন্মগ্রহণ থেকে নিবৃত্তি (মুক্তি); **বা**—অথবা; **আর্তিম্**—দুঃখকষ্ট; **প্রপদ্যে**—আমি গ্রহণ করি; **অখিল-দেহ-ভাজাম্**—সমস্ত জীবের; **অন্তঃস্থিতঃ**—তাদের সঙ্গে থেকে; **যেন**—যার দ্বারা; **ভবন্তি**—তারা হয়; **অদুঃখাঃ**—দুঃখরহিত।

অনুবাদ

আমি ভগবানের কাছে অষ্ট-যোগসিদ্ধি কামনা করি না এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিও কামনা করি না। আমি যেন কেবল সমস্ত জীবের সঙ্গে থেকে তাদের সমস্ত দুঃখভোগ করতে পারি, যাতে তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

বাসুদেব দত্তও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এই রকম প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তিনি যেন তাঁর নিজের উপস্থিতিতে সমস্ত জীবদের মুক্ত করে দেন। বাসুদেব দত্ত আবেদন করেছিলেন যে, যদি তারা মুক্তি লাভের অযোগ্য হয়, তা হলে তিনি তাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করবেন এবং স্বয়ং সেই পাপের ফল ভোগ করবেন, কিন্তু ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেন তাদের মুক্ত করে দেন। তাই বৈষ্ণবকে বলা হয় পরদুঃখে দুঃখী। প্রকৃতপক্ষে, বৈষ্ণব মানব-সমাজের প্রকৃত হিতসাধনে যুক্ত।

শ্লোক ১৩

ক্ষুত্তৃট্শ্রমো গাত্রপরিভ্রমশ্চ
দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ ।
সর্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তো-
র্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে ॥ ১৩ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধা থেকে; **তৃট্**—এবং তৃষ্ণা; **শ্রমঃ**—ক্লান্তি; **গাত্র-পরিভ্রমঃ**—শরীরের কম্পন; **চ**—ও; **দৈন্যম্**—দারিদ্র; **ক্লমঃ**—দুঃখ-দুর্দশা; **শোক**—শোক; **বিষাদ**—বিষাদ; **মোহাঃ**—এবং মোহ; **সর্বে**—সব কিছুই; **নিবৃত্তাঃ**—সমাপ্ত; **কৃপণস্য**—দরিদ্র; **জন্তোঃ**—জীবের (চণ্ডালের); **জিজীবিষোঃ**—বেঁচে থাকার বাসনা; **জীব**—জীবন ধারণ; **জল**—জল; **অর্পণাৎ**—প্রদান করার ফলে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

জীবন ধারণেচ্ছু এই দীন চণ্ডালের জীবন রক্ষার জন্য জল দানের দ্বারা আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, দেহের কম্পন, বিষাদ, দুঃখ, শোক, মোহ সব কিছুই নিবৃত্ত হয়েছে।

শ্লোক ১৪

ইতি প্রভাষ্য পানীয়ং ম্রিয়মাণঃ পিপাসয়া ।
পুল্কসায়াদদাদ্ধীরো নিসর্গকরুণো নৃপঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রভাষ্য**—বলে; **পানীয়ম্**—পানীয় জল; **ম্রিয়মাণঃ**—মরণাপন্ন; **পিপাসয়া**—পিপাসার ফলে; **পুল্কসায়**—চণ্ডালকে; **অদদাৎ**—দান করেছিলেন; **ধীরঃ**—ধীর; **নিসর্গ-করুণঃ**—স্বভাবতই অত্যন্ত কৃপালু; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

এই বলে, জল পিপাসায় অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হওয়া সত্ত্বেও রাজা রন্তিদেব তাঁর জল সেই চণ্ডালকে দান করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন স্বভাবতই অত্যন্ত কৃপালু এবং ধীর।

শ্লোক ১৫

তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্ ।
আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুর্মায়া বিষ্ণুবিনির্মিতাঃ ॥ ১৫ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ রন্তিদেবের) সম্মুখে; **ত্রিভুবন-অধীশাঃ**—(ব্রহ্মা, শিব আদি) ত্রিভুবনের অধীশ্বরগণ; **ফলদাঃ**—যাঁরা সমস্ত ফল প্রদান করতে পারেন; **ফলম্ ইচ্ছতাম্**—জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের; **আত্মানম্**—তাঁদের পরিচয়; **দর্শয়াম্ চক্রুঃ**—প্রকাশ করেছিলেন; **মায়াঃ**—মায়া; **বিষ্ণু**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **বিনির্মিতাঃ**—বিনির্মিত।

অনুবাদ

ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের বাসনা অনুসারে ফল প্রদানে সক্ষম ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ তখন রন্তিদেবের সম্মুখে তাঁদের স্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, কারণ তাঁরাই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল ইত্যাদিরূপে তাঁর কাছে এসেছিলেন।

শ্লোক ১৬

স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—তিনি (রাজা রন্তিদেব); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তেভ্যঃ**—ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের; **নমঃ-কৃত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **নিঃসঙ্গঃ**—নিষ্কাম; **বিগত-স্পৃহঃ**—

বিষয়ভোগের স্পৃহাশূন্য; **বাসুদেবে**—বাসুদেবকে; **ভগবতি**—ভগবান; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **চক্রে**—স্থির করেছিলেন; **মনঃ**—মন; **পরম্**—জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে।

অনুবাদ

দেবতাদের কাছ থেকে কোন প্রকার জড়-জাগতিক লাভ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাজা রন্তিদেবের ছিল না। তিনি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবান বাসুদেবে অনুরক্ত ছিলেন, তাই তিনি ভক্তি সহকারে শ্রীবাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরম কারণ।

কেউ যদি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে চান, তা হলে দেবতাদের কাছ থেকে কোন বর লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে,*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—মায়ার প্রভাবে যারা মোহিত হয়েছে, তারাই কেবল ভগবানের আরাধনা না করে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করে। তাই রন্তিদেব যদিও প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মা এবং শিবকে দর্শন করেছিলেন, তবুও তিনি তাঁদের কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর মনকে ভগবান বাসুদেবে সন্নিবিষ্ট করে ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করেছিলেন। এটিই নির্মল-হৃদয় শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"অন্য সমস্ত অভিলাষ শূন্য হয়ে, মনোধর্মী জ্ঞান এবং সকাম কর্মের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনকেই শুদ্ধ ভক্তি বলা হয়।"

শ্লোক ১৭

ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্বতোঽনন্যরাধসঃ ।
মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বর-আলম্বনম্—সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে; **চিত্তম্**—চেতনা; **কুর্বতঃ**—নিবদ্ধ করে; **অনন্য-রাধসঃ**—ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য

বাসনারহিত অবিচল চিত্ত রন্তিদেব; **মায়া**—মায়া; **গুণময়ী**—ত্রিগুণাত্মিকা; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **স্বপ্নবৎ**—স্বপ্নের মতো; **প্রত্যলীয়ত**—মগ্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা রন্তিদেব যেহেতু কৃষ্ণভাবনাময় নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তাই ভগবানের মায়া তাঁর কাছে নিজেকে প্রকট করতে পারেননি। পক্ষান্তরে, তাঁর কাছে মায়া একটি স্বপ্নের মতো প্রতিভাত হত।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥

সূর্যের আলোকে যেমন অন্ধকারের অবস্থিতির কোন সম্ভাবনা থাকে না, তেমনই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির কাছে মায়ার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।" কেউ যদি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে কৃষ্ণভক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) ভগবান সর্বদা তাঁকে স্মরণ করার উপদেশ দিয়েছেন (*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*)। এইভাবে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলে অথবা কৃষ্ণভাবনাময় হলে, মায়ার প্রভাব অতিক্রম করা যায় (*মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। যেহেতু রন্তিদেব ছিলেন কৃষ্ণভাবনাময়, তাই তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে স্বপ্নবৎ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু এই জড় জগতে সকলেরই মন জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন, তাই নিদ্রিত অবস্থায় তারা বহু অলীক কার্যকলাপের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যখন তারা জেগে ওঠে, তখন তাদের সেই কার্যকলাপ আপনা থেকেই মনের মধ্যে লীন হয়ে যায়। তেমনই, মানুষ যতক্ষণ মায়ার দ্বারা প্রভাবিত থাকে, ততক্ষণ সে বহু পরিকল্পনা করে, কিন্তু যখন সে কৃষ্ণভক্ত হয়, তখন তার সেই স্বপ্নবৎ পরিকল্পনাগুলি আপনা থেকেই অন্তর্হিত হয়ে যায়।

শ্লোক ১৮

তৎপ্রসঙ্গানুভাবেন রন্তিদেবানুবর্তিনঃ ।
অভবন্ যোগিনঃ সর্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১৮ ॥

তৎ-প্রসঙ্গ-অনুভাবেন—মহারাজ রন্তিদেবের সঙ্গ প্রভাবে (তাঁর সঙ্গে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করার ফলে); **রন্তিদেব-অনুবর্তিনঃ**—মহারাজ রন্তিদেবের অনুগামীগণ (অর্থাৎ, তাঁর ভৃত্য, তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব); **অভবন্**—হয়েছিলেন; **যোগিনঃ**—ভক্তিযোগী; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **নারায়ণ-পরায়ণাঃ**—ভগবান নারায়ণের ভক্ত।

অনুবাদ

যাঁরা মহারাজ রন্তিদেবের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন, তাঁরা তাঁর কৃপার প্রভাবে নারায়ণ-পরায়ণ শুদ্ধ ভক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা শ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" যিনি তাঁর হৃদয়ে নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। রন্তিদেব যেহেতু ছিলেন একজন রাজা, তাই তাঁর রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীরা রাজার চিন্ময় সঙ্গপ্রভাবে নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। এটিই শুদ্ধ ভক্তের প্রভাব। যদি একজন শুদ্ধ ভক্তও থাকেন, তা হলে তাঁর সঙ্গপ্রভাবে হাজার হাজার মানুষ শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, ভক্ত তৈরি করার অনুপাত অনুসারে বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব বোঝা যায়। বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর বাক্চাতুর্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, পক্ষান্তরে তা নির্ধারিত হয় ভগবানের জন্য তিনি কতজন ভক্ত তৈরি করেছেন তার দ্বারা। এখানে *রন্তিদেবানুবর্তিন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, রন্তিদেবের রাজকর্মচারী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং প্রজাবর্গ

সকলেই তাঁর সঙ্গপ্রভাবে উত্তম বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, রন্তিদেব যে একজন মহাভাগবত ছিলেন, তা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ*—মানুষের কর্তব্য এই প্রকার মহাত্মার সেবা করা। কারণ তা হলে তিনি আপনা থেকেই মুক্তির চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হবেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরও বলেছেন—*ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা।* নিজের চেষ্টায় কেউ কখনও মুক্ত হতে পারে না, কিন্তু কেউ যদি শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্য বরণ করে, তা হলে মুক্তির দ্বার আপনা থেকেই খুলে যায়।

শ্লোক ১৯-২০

গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্ম হ্যবর্তত ।
দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্যাৎ তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ ॥ ১৯ ॥
পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ ।
বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রোঽভূদ্ধস্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্ ॥ ২০ ॥

গর্গাৎ—(ভরদ্বাজের আর এক পৌত্র) গর্গ থেকে; **শিনিঃ**—শিনি নামক এক পুত্র; **ততঃ**—শিনির থেকে; **গার্গ্যঃ**—গার্গ্য নামক এক পুত্র; **ক্ষত্রাৎ**—যদিও তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবর্তত**—সম্ভব হয়েছিল; **দুরিতক্ষয়ঃ**—দুরিতক্ষয় নামক এক পুত্র; **মহাবীর্যাৎ**—(ভরদ্বাজের আর এক পৌত্র) মহাবীর্য থেকে; **তস্য**—তাঁর; **ত্রয্যারুণিঃ**—ত্রয্যারুণি নামক এক পুত্র; **কবিঃ**—কবি নামক এক পুত্র; **পুষ্করারুণিঃ**—পুষ্করারুণি নামক এক পুত্র; **ইতি**—এইভাবে; **অত্র**—এখানে; **যে**—তাঁরা সকলে; **ব্রাহ্মণ-গতিম্**—ব্রাহ্মণত্ব; **গতাঃ**—লাভ করেছিলেন; **বৃহৎক্ষত্রস্য**—বৃহৎক্ষত্র নামক ভরদ্বাজের পৌত্রের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—হয়েছিল; **হস্তী**—হস্তী; **যৎ**—যাঁর থেকে; **হস্তিনাপুরম্**—হস্তিনাপুর নগরী স্থাপিত হয়েছিল।

অনুবাদ

গর্গ থেকে শিনি এবং শিনি থেকে গার্গ্য জন্মগ্রহণ করেন। গার্গ্য ক্ষত্রিয় হলেও তাঁর থেকে এক ব্রাহ্মণবংশের উদ্ভব হয়। মহাবীর্য থেকে দুরিতক্ষয় নামক পুত্রের জন্ম হয়, যাঁর পুত্রদের নাম ত্রয্যারুণি, কবি এবং পুষ্করারুণি। যদিও দুরিতক্ষয়ের এই পুত্ররা ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের হস্তী নামক পুত্র হস্তিনাপুর নগরী (বর্তমান দিল্লী) স্থাপনা করেন।

শ্লোক ২১

অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ হস্তিনঃ ।
অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥

অজমীঢ়ঃ—অজমীঢ়; **দ্বিমীঢ়ঃ**—দ্বিমীঢ়; **চ**—ও; **পুরুমীঢ়ঃ**—পুরুমীঢ়; **চ**—ও; **হস্তিনঃ**—হস্তীর পুত্র; **অজমীঢ়স্য**—অজমীঢ়ের; **বংশ্যাঃ**—বংশধর; **স্যুঃ**—হন; **প্রিয়মেধ-আদয়ঃ**—প্রিয়মেধ আদি; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরমীঢ়, এই তিন পুত্র। প্রিয়মেধ আদি অজমীঢ়ের বংশধরগণ সকলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদগীতায় যে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সমাজের এই চারটি বর্ণ নির্ধারিত হয় গুণ এবং কর্ম অনুসারে (*গুণকর্মবিভাগশঃ*), তা এই শ্লোকে প্রমাণিত হয়েছে। অজমীঢ়ের সমস্ত বংশধরেরা জন্ম অনুসারে ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। তার কারণ অবশ্যই তাঁদের গুণ এবং কর্ম। তেমনই, কখনও কখনও ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের পুত্ররা বৈশ্য হন (*ব্রাহ্মণা বৈশ্যতাং গতাঃ*)। ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ যখন বৈশ্যের বৃত্তি (*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যম্*) অবলম্বন করেন, তখন তিনি অবশ্যই বৈশ্য বলে পরিগণিত হন। পক্ষান্তরে, বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করলেও কর্ম অনুসারে তিনি ব্রাহ্মণ হতে পারেন। সেই কথা নারদ মুনি প্রতিপন্ন করেছেন—*যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তম্*। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই বর্ণবিভাগ অবশ্যই নির্ধারিত হয় লক্ষণ অনুসারে, জন্ম অনুসারে নয়। জন্ম গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুণই প্রধান বিচার্য বিষয়।

শ্লোক ২২

অজমীঢ়াদ্ বৃহদিষুস্তস্য পুত্রো বৃহদ্ধনুঃ ।
বৃহৎকায়স্ততস্তস্য পুত্র আসীজ্জয়দ্রথঃ ॥ ২২ ॥

অজমীঢ়াৎ—অজমীঢ় থেকে; **বৃহদিষুঃ**—বৃহদিষু নামক পুত্র; **তস্য**—তাঁর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **বৃহদ্ধনুঃ**—বৃহদ্ধনু; **বৃহৎকায়ঃ**—বৃহৎকায়; **ততঃ**—তারপর; **তস্য**—তাঁর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **আসীৎ**—ছিল; **জয়দ্রথঃ**—জয়দ্রথ।

অনুবাদ

অজমীঢ় থেকে বৃহদিষু নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদিষুর পুত্র বৃহদ্ধনু, বৃহদ্ধনু থেকে বৃহৎকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র জয়দ্রথ।

শ্লোক ২৩

তৎসুতো বিশদস্তস্য স্যেনজিৎ সমজায়ত ।
রুচিরাশ্বো দৃঢ়হনুঃ কাশ্যো বৎসশ্চ তৎসুতাঃ ॥ ২৩ ॥

তৎ-সুতঃ—জয়দ্রথের পুত্র; **বিশদঃ**—বিশদ; **তস্য**—বিশদের পুত্র; **স্যেনজিৎ**—স্যেনজিৎ; **সমজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **রুচিরাশ্বঃ**—রুচিরাশ্ব; **দৃঢ়হনুঃ**—দৃঢ়হনু; **কাশ্যঃ**—কাশ্য; **বৎসঃ**—বৎস; **চ**—ও; **তৎ-সুতাঃ**—স্যেনজিতের পুত্রগণ।

অনুবাদ

জয়দ্রথের পুত্র বিশদ, এবং তাঁর পুত্র স্যেনজিৎ। স্যেনজিতের রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য এবং বৎস নামক চার পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ২৪

রুচিরাশ্বসুতঃ পারঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ ।
পারস্য তনয়ো নীপস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ ॥ ২৪ ॥

রুচিরাশ্বঃ-সুতঃ—রুচিরাশ্বের পুত্র; **পারঃ**—পার; **পৃথুসেনঃ**—পৃথুসেন; **তৎ**—তাঁর; **আত্মজঃ**—পুত্র; **পারস্য**—পার থেকে; **তনয়ঃ**—এক পুত্র; **নীপঃ**—নীপ; **তস্য**—তাঁর; **পুত্র-শতম্**—একশত পুত্র; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রুচিরাশ্বের পুত্র পার এবং পারের পুত্র পৃথুসেন ও নীপ। নীপের একশত পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ২৫

স কৃত্ব্যাং শুককন্যায়াং ব্রহ্মদত্তমজীজনৎ ।
যোগী স গবি ভার্যায়াং বিষ্বক্সেনমধাৎ সুতম্ ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি (রাজা নীপ); **কৃত্ব্যাম্**—তাঁর পত্নী কৃত্বীর গর্ভে; **শুক-কন্যায়াম্**—যিনি ছিলেন শুকের কন্যা; **ব্রহ্মদত্তম্**—ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র; **অজীজনৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **যোগী**—যোগী; **সঃ**—সেই ব্রহ্মদত্ত; **গবি**—গৌ বা সরস্বতী নামক; **ভার্যায়াম্**—পত্নীর গর্ভে; **বিষ্বক্সেনম্**—বিষ্বক্সেন; **অধাৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **সুতম্**—এক পুত্র।

অনুবাদ

রাজা নীপ শুকের কন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মদত্ত, যিনি ছিলেন একজন মহান যোগী, তিনি তাঁর পত্নী সরস্বতীর গর্ভে বিষ্বক্সেন নামক এক পুত্র উৎপন্ন করেন।

তাৎপর্য

এখানে যে শুকের উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তা শুকদেব গোস্বামী থেকে ভিন্ন। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর সম্বন্ধে *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাসদেব জাবালির কন্যাকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা একত্রে বহু বছর ধরে তপস্যা করার পর, ব্যাসদেব তাঁর পত্নীর গর্ভে বীর্যাধান করেছিলেন। গর্ভস্থ শিশুটি বারো বছর তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন, এবং তাঁর পিতা যখন তাঁকে বেরিয়ে আসতে বলেন, তখন পুত্রটি উত্তর দেন যে, তিনি মায়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বাহির হবেন না। ব্যাসদেব তখন তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না, কিন্তু পুত্রটি পিতার সেই কথায় বিশ্বাস করেননি কারণ তাঁর পিতা তখনও তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রের প্রতি আসক্ত ছিলেন। ব্যাসদেব তখন দ্বারকায় গিয়ে তাঁর এই সমস্যার কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানান, এবং ব্যাসদেবের অনুরোধে ভগবান তাঁর কুটিরে আসেন এবং গর্ভস্থ শিশুটিকে আশ্বাস দেন যে, তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। এইভাবে আশ্বস্ত হয়ে শিশুটি বেরিয়ে আসেন, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ পরিব্রাজকাচার্যরূপে গৃহত্যাগ করেন। তাঁর পিতা যখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করেন, তখন শুকদেব গোস্বামী আর একটি শুকদেবকে সৃষ্টি করেন যিনি পরবর্তীকালে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। এই শ্লোকে যে *শুককন্যা* কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি সেই দ্বিতীয় বা কৃত্রিম শুকদেবের কন্যা। প্রকৃত শুকদেব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন।

শ্লোক ২৬

জৈগীষব্যোপদেশেন যোগতন্ত্রং চকার হ ।
উদক্‌সেনস্ততস্তস্মাদ্ ভল্লাটো বার্হদীষবাঃ ॥ ২৬ ॥

জৈগীষব্য—জৈগীষব্য নামক মহর্ষির; **উপদেশেন**—উপদেশ অনুসারে; **যোগ-তন্ত্রম্**—যোগের বিস্তৃত বর্ণনা; **চকার**—সঙ্কলন করেছিলেন; **হ**—অতীতে; **উদক্‌সেনঃ**—উদক্‌সেন; **ততঃ**—তাঁর থেকে (বিষ্বক্‌সেন থেকে); **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (উদক্‌সেন থেকে); **ভল্লাটঃ**—ভল্লাট নামক পুত্র; **বার্হদীষবাঃ**—তাঁরা সকলেই বৃহদিষুর বংশধর নামে পরিচিত ছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি জৈগীষব্যের উপদেশে বিষ্বক্‌সেন যোগশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। বিষ্বক্‌সেন থেকে উদক্‌সেনের জন্ম হয়, এবং উদক্‌সেন থেকে ভল্লাটের জন্ম হয়। এঁরা সকলেই বৃহদিষুর বংশধর।

শ্লোক ২৭

যবীনরো দ্বিমীঢ়স্য কৃতিমাংস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ।
নাম্না সত্যধৃতিস্তস্য দৃঢ়নেমিঃ সুপার্শ্বকৃৎ ॥ ২৭ ॥

যবীনরঃ—যবীনর; **দ্বিমীঢ়স্য**—দ্বিমীঢ়ের পুত্র; **কৃতিমান্**—কৃতিমান্; **তৎ-সুতঃ**—যবীনরের পুত্র; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত; **নাম্না**—নামে; **সত্যধৃতিঃ**—সত্যধৃতি; **তস্য**—তাঁর (সত্যধৃতির); **দৃঢ়নেমিঃ**—দৃঢ়নেমি; **সুপার্শ্বকৃৎ**—সুপার্শ্বের পিতা।

অনুবাদ

দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর এবং তাঁর পুত্র কৃতিমান্। কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সত্যধৃতি থেকে দৃঢ়নেমি নামক পুত্রের জন্ম হয়। দৃঢ়নেমি সুপার্শ্বের পিতা।

শ্লোক ২৮-২৯

সুপার্শ্বাৎ সুমতিস্তস্য পুত্রঃ সন্নতিমাংস্ততঃ ।
কৃতী হিরণ্যনাভাদ্ যো যোগং প্রাপ্য জগৌ স্ম ষট্ ॥ ২৮ ॥

সংহিতাঃ প্রাচ্যসাম্নাং বৈ নীপো হ্যুদগ্রায়ুধস্ততঃ ।
তস্য ক্ষেম্যঃ সুবীরোঽথ সুবীরস্য রিপুঞ্জয়ঃ ॥ ২৯ ॥

সুপার্শ্বাৎ—সুপার্শ্ব থেকে; **সুমতিঃ**—সুমতি নামক এক পুত্র; **তস্য পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র (সুমতির পুত্র); **সন্নতিমান্**—সন্নতিমান্; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **কৃতী**—কৃতী নামক এক পুত্র; **হিরণ্যনাভাৎ**—ব্রহ্মার থেকে; **যঃ**—যিনি; **যোগম্**—যোগ; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **জগৌ**—শিক্ষা দিয়েছিলেন; **স্ম**—অতীতে; **ষট্**—ছয়; **সংহিতাঃ**—বর্ণনা; **প্রাচ্যসাম্নাম্**—সামবেদের প্রাচ্যসাম শ্লোকাবলী; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নীপঃ**—নীপ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **উগ্রায়ুধঃ**—উগ্রায়ুধ; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **তস্য**—তাঁর; **ক্ষেম্যঃ**—ক্ষেম্য; **সুবীরঃ**—সুবীর; **অথ**—তারপর; **সুবীরস্য**—সুবীরের; **রিপুঞ্জয়ঃ**—রিপুঞ্জয় নামক পুত্র।

অনুবাদ

সুপার্শ্ব থেকে সুমতি, সুমতির পুত্র সন্নতিমান্, সন্নতিমান্ থেকে কৃতী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মার কাছ থেকে যোগশক্তি লাভ করে সামবেদের প্রাচ্যসামের ছটি সংহিতা শিক্ষাদান করেন। কৃতীর পুত্র নীপ, নীপ থেকে উগ্রায়ুধ; উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য; ক্ষেম্যর পুত্র সুবীর, এবং সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়।

শ্লোক ৩০

ততো বহুরথো নাম পুরুমীঢ়োঽপ্রজোঽভবৎ ।
নলিন্যামজমীঢ়স্য নীলঃ শান্তিস্তু তৎসুতঃ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তাঁর থেকে (রিপুঞ্জয় থেকে); **বহুরথঃ**—বহুরথ; **নাম**—নামক; **পুরুমীঢ়ঃ**—পুরুমীঢ়, দ্বিমীঢ়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **অপ্রজঃ**—নিঃসন্তান; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **নলিন্যাম্**—নলিনী থেকে; **অজমীঢ়স্য**—অজমীঢ়ের; **নীলঃ**—নীল; **শান্তিঃ**—শান্তি; **তু**—তারপর; **তৎ-সুতঃ**—নীলের পুত্র।

অনুবাদ

রিপুঞ্জয় থেকে বহুরথ নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের নলিনী নাম্নী ভার্যার গর্ভে নীলের জন্ম হয়। নীলের পুত্র শান্তি।

শ্লোক ৩১-৩৩

শান্তেঃ সুশান্তিস্তৎপুত্রঃ পুরুজোঽর্কস্ততোঽভবৎ ।
ভর্ম্যাশ্বস্তনয়স্তস্য পঞ্চাসন্ মুদ্‌গলাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥
যবীনরো বৃহদ্বিশ্বঃ কাম্পিল্লঃ সঞ্জয়ঃ সুতাঃ ।
ভর্ম্যাশ্বঃ প্রাহ পুত্রা মে পঞ্চানাং রক্ষণায় হি ॥ ৩২ ॥
বিষয়াণামলমিমে ইতি পঞ্চালসংজ্ঞিতাঃ ।
মুদ্‌গলাদ্ ব্রহ্মনির্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্‌গল্যসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩৩ ॥

শান্তেঃ—শান্তির; **সুশান্তিঃ**—সুশান্তি; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **পুরুজঃ**—পুরুজ; **অর্কঃ**—অর্ক; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **অভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ভর্ম্যাশ্বঃ**—ভর্ম্যাশ্ব; **তনয়ঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর; **পঞ্চ**—পঞ্চপুত্র; **আসন্**—হয়েছিল; **মুদ্‌গল-আদয়ঃ**—মুদ্‌গল আদি; **যবীনরঃ**—যবীনর; **বৃহদ্বিশ্বঃ**—বৃহদ্বিশ্ব; **কাম্পিল্লঃ**—কাম্পিল্ল; **সঞ্জয়ঃ**—সঞ্জয়; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **ভর্ম্যাশ্বঃ**—ভর্ম্যাশ্ব; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **পুত্রাঃ**—পুত্রদের; **মে**—আমার; **পঞ্চানাম্**—পাঁচ; **রক্ষণায়**—রক্ষা করার জন্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিষয়াণাম্**—বিভিন্ন রাজ্যের; **অলম্**—যোগ্য; **ইমে**—তাঁরা সকলে; **ইতি**—এইভাবে; **পঞ্চাল**—পঞ্চাল; **সংজ্ঞিতাঃ**—অভিহিত হয়েছিলেন; **মুদ্‌গলাৎ**—মুদ্‌গল থেকে; **ব্রহ্ম-নির্বৃত্তম্**—ব্রাহ্মণ সমন্বিত; **গোত্রম্**—গোত্র; **মৌদ্‌গল্য**—মৌদ্‌গল্য; **সংজ্ঞিতম্**—নামক।

অনুবাদ

শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজ এবং পুরুজের পুত্র অর্ক। অর্ক থেকে ভর্ম্যাশ্ব, এবং ভর্ম্যাশ্ব থেকে মুদ্‌গল, যবীনর, বৃহদ্বিশ্ব, কাম্পিল্ল এবং সঞ্জয় নামক পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। ভর্ম্যাশ্ব তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, "হে পুত্রগণ। তোমরা আমার পাঁচটি রাজ্যের ভার গ্রহণ কর, কারণ তোমরা সেই কার্য সম্পাদনে সমর্থ।" এই কারণে তাঁর পঞ্চপুত্র পঞ্চাল নামে অভিহিত হন। মুদ্‌গল থেকে মৌদ্‌গল্য ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হয়।

শ্লোক ৩৪

মিথুনং মুদ্‌গলাদ্ ভার্ম্যাদ্ দিবোদাসঃ পুমানভূৎ ।
অহল্যা কন্যকা যস্যাং শতানন্দস্তু গৌতমাৎ ॥ ৩৪ ॥

মিথুনম্—যমজ পুত্র এবং কন্যা; **মুদ্গলাৎ**—মুদ্গল থেকে; **ভার্ম্যাৎ**—ভর্ম্যাশ্বের পুত্র; **দিবোদাসঃ**—দিবোদাস; **পুমান্**—পুরুষ; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **অহল্যা**—অহল্যা; **কন্যকা**—কন্যা; **যস্যাম্**—যাঁর থেকে; **শতানন্দঃ**—শতানন্দ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **গৌতমাৎ**—তাঁর পতি গৌতমের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

ভর্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গলের যমজ পুত্র এবং কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রটির নাম দিবোদাস এবং কন্যাটির নাম অহল্যা। অহল্যার গর্ভে পতি গৌতমের ঔরসে শতানন্দ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৩৫

তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্বেদবিশারদঃ ।
শরদ্বাংস্তৎসুতো যস্মাদুর্বশীদর্শনাৎ কিল ।
শরস্তম্বেঽপতদ্ রেতো মিথুনং তদভূচ্ছুভম্ ॥ ৩৫ ॥

তস্য—তাঁর (শতানন্দের); **সত্যধৃতিঃ**—সত্যধৃতি; **পুত্রঃ**—একটি পুত্র; **ধনুঃ-বেদ-বিশারদঃ**—ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পারঙ্গত; **শরদ্বান্**—শরদ্বান্; **তৎ-সুতঃ**—সত্যধৃতির পুত্র; **যস্মাৎ**—যাঁর থেকে; **উর্বশী-দর্শনাৎ**—স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে দর্শন মাত্র; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **শর-স্তম্বে**—শর নামক ঘাসের গুচ্ছে; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **রেতঃ**—বীর্য; **মিথুনম্**—পুরুষ এবং নারী; **তৎ অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **শুভম্**—মঙ্গলময়।

অনুবাদ

শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান্। উর্বশীকে দর্শন করে তাঁর বীর্য স্খলিত হয়ে শরঘাসের গুচ্ছে পতিত হয়। সেই বীর্য থেকে সর্বমঙ্গলময় একটি পুত্র এবং কন্যার জন্ম হয়।

শ্লোক ৩৬

তদ্ দৃষ্ট্বা কৃপয়াগৃহ্ণাচ্ছান্তনুর্মৃগয়াং চরন্ ।
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎ কৃপী ॥ ৩৬ ॥

তৎ—সেই যমজ পুত্র এবং কন্যা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **অগৃহ্ণাৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **শান্তনুঃ**—রাজা শান্তনু; **মৃগয়াম্**—বনে মৃগয়া করার সময়; **চরন্**—এইভাবে বিচরণ করতে করতে; **কৃপঃ**—কৃপ; **কুমারঃ**—বালক; **কন্যা**—বালিকা; **চ**—ও; **দ্রোণ-পত্নী**—দ্রোণাচার্যের পত্নী; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **কৃপী**—কৃপী নামক।

অনুবাদ

মহারাজ শান্তনু মৃগয়া করতে গিয়ে সেই যমজ পুত্র এবং কন্যাটিকে দর্শন করে কৃপাপূর্বক তাদের তাঁর গৃহে নিয়ে আসেন। তার ফলে বালকটির নাম হয় কৃপ এবং বালিকাটির নাম হয় কৃপী। কৃপী পরবর্তীকালে দ্রোণাচার্যের পত্নী হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'ভরতের বংশ বিবরণ' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

অজমীঢ়ের বংশ বিবরণ

এই অধ্যায়ে দিবোদাসের বংশধরদের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ঋক্ষ-বংশোদ্ভূত জরাসন্ধের বর্ণনা করা হয়েছে, এবং দুর্যোধন, অর্জুন প্রভৃতির কথাও কীর্তিত হয়েছে।

দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু। মিত্রায়ু থেকে চ্যবন, সুদাস, সহদেব এবং সোমক নামক চার পুত্র উৎপন্ন হয়। সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পৃষত থেকে দ্রুপদ জন্মগ্রহণ করেন। দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী এবং পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু।

অজমীঢ়ের আর এক পুত্রের নাম ঋক্ষ। ঋক্ষ থেকে সংবরণ এবং সংবরণ থেকে কুরুক্ষেত্রের রাজা কুরুর জন্ম হয়। কুরুর পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু এবং নিষধ নামক চার পুত্র। সুধনু থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সুহোত্র, চ্যবন, কৃতী ও উপরিচর বসুর জন্ম হয়। উপরিচর বসুর বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র এবং চেদিপ আদি পুত্রগণ চেদি দেশের রাজা হন। বৃহদ্রথের বংশ-পরম্পরাক্রমে কুশাগ্র, ঋষভ, সত্যহিত, পুষ্পবান্, জহু, জরাসন্ধ, সহদেব, সোমাপি এবং শ্রুতশ্রবার জন্ম হয়। কুরুর পুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান ছিলেন। জহ্নুর বংশ-পরম্পরায় সুরথ, বিদূরথ, সার্বভৌম, জয়সেন, রাধিক, অযুতায়ু, অক্রোধন, দেবাতিথি, ঋক্ষ, দিলীপ এবং প্রতীপের জন্ম হয়।

প্রতীপের পুত্র দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। দেবাপি বনে গমন করলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তনু রাজা হন। শান্তনু কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য রাজসিংহাসন অধিকার করায় তাঁর রাজ্যে বারো বছর বৃষ্টি হয়নি। তখন ব্রাহ্মণদের উপদেশে শান্তনু দেবাপিকে রাজত্ব প্রদান করতে প্রস্তুত হন, কিন্তু শান্তনুর মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে দেবাপি রাজা হওয়ার অনুপযুক্ত বলে প্রতিপন্ন হন। তাই শান্তনু পুনরায় রাজা হন এবং তাঁর রাজ্যে যথাযথভাবে বৃষ্টি হতে থাকে। দেবাপি তাঁর যোগশক্তির বলে কলাপ নামক গ্রামে এখনও অবস্থান করছেন। কলিযুগে চন্দ্রবংশ বিনষ্ট হলে, সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবাপি চন্দ্রবংশের পুনস্থাপনা করবেন। গঙ্গা নাম্নী শান্তনুর পত্নীর গর্ভে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভীষ্মের জন্ম হয়। শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর

গর্ভে চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়, এবং পরাশর মুনির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেবের জন্ম হয়। ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুকদেবকে *শ্রীমদ্ভাগবত* উপদেশ দেন। ব্যাসদেব বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী এবং এক দাসীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর নামক তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন।

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন আদি একশত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী একটি কন্যা ছিল। পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির আদি পাঁচটি পুত্র এবং এই পঞ্চপাণ্ডব থেকে দ্রৌপদীর গর্ভে প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসেন, শ্রুতকীর্তি, শতানীক এবং শ্রুতকর্মা নামক পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। এই পাঁচ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পত্নীর গর্ভে পাণ্ডবদের দেবক, ঘটোৎকচ, সর্বগত, সুহোত্র, নরমিত্র, ইরাবান্, বভ্রুবাহন, অভিমন্যু প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। অভিমন্যু থেকে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম হয় এবং মহারাজ পরীক্ষিতের চার পুত্র—জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন।

তারপর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে পাণ্ডুবংশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, জনমেজয় থেকে শতানীক নামক এক পুত্রের জন্ম হবে, এবং তাঁর থেকে পরম্পরাক্রমে সহস্রানীক, অশ্বমেধজ, অসীমকৃষ্ণ, নেমিচক্র, চিত্ররথ, শুচিরথ, বৃষ্টিমান্, সুষেণ, সুনীথ, নৃচক্ষু, সুখীনল, পরিপ্লব, সুনয়, মেধাবী, নৃপঞ্জয়, দূর্ব, তিমি, বৃহদ্রথ, সুদাস, শতানীক, দুর্দমন, মহীনর, দণ্ডপাণি, নিমি এবং ক্ষেমক জন্মগ্রহণ করবেন।

শুকদেব গোস্বামী তারপর মাগধ-বংশের ভবিষ্যৎ বংশ-পরম্পরা বর্ণনা করেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব থেকে মার্জারি, এবং তাঁর থেকে শ্রুতশ্রবার জন্ম হবে। তারপর পরম্পরাক্রমে যুতায়ু, নিরমিত্র, সুনক্ষত্র, বৃহৎসেন, কর্মজিৎ, সুতঞ্জয়, বিপ্র, শুচি, ক্ষেম, সুব্রত, ধর্মসূত্র, সম, দ্যুমৎসেন, সুমতি, সুবল, সুনীথ, সত্যজিৎ, বিশ্বজিৎ এবং রিপুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করবেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

মিত্রায়ুশ্চ দিবোদাসাচ্চ্যবনস্তৎসুতো নৃপ।
সুদাসঃ সহদেবোঽথ সোমকো জন্তুজন্মকৃৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **মিত্রায়ুঃ**—মিত্রায়ু; **চ**—এবং; **দিবোদাসাৎ**—দিবোদাস থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **চ্যবনঃ**—চ্যবন; **তৎ-সুতঃ**—

মিত্রায়ুর পুত্র; **নৃপ**—হে রাজন্; **সুদাসঃ**—সুদাস; **সহদেবঃ**—সহদেব; **অথ**—তারপর; **সোমকঃ**—সোমক; **জন্তু-জন্ম-কৃৎ**—জন্তুর পিতা।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু, এবং মিত্রায়ুর চ্যবন, সুদাস, সহদেব ও সোমক এই চার পুত্র। সোমক ছিলেন জন্তুর পিতা।

শ্লোক ২

তস্য পুত্রশতং তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ সুতঃ ।
স তস্মাদ্ দ্রুপদো জজ্ঞে সর্বসম্পৎসমন্বিতঃ ॥ ২ ॥

তস্য—তাঁর (সোমকের); **পুত্র-শতম্**—একশত পুত্র; **তেষাম্**—তাঁদের; **যবীয়ান্**—কনিষ্ঠ; **পৃষতঃ**—পৃষত; **সুতঃ**—পুত্র; **সঃ**—তিনি; **তস্মাৎ**—পৃষত থেকে; **দ্রুপদঃ**—দ্রুপদ; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেন; **সর্ব-সম্পৎ**—সমস্ত ঐশ্বর্য; **সমন্বিতঃ**—অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

সোমকের একশত পুত্র ছিলেন; তাঁদের মধ্যে পৃষত ছিলেন কনিষ্ঠ। পৃষত থেকে মহারাজ দ্রুপদের জন্ম হয়। দ্রুপদ ছিলেন সর্বসম্পদ সমন্বিত।

শ্লোক ৩

দ্রুপদাদ্ দ্রৌপদী তস্য ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ সুতাঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ ধৃষ্টকেতুর্ভার্ম্যাঃ পাঞ্চালকা ইমে ॥ ৩ ॥

দ্রুপদাৎ—দ্রুপদ থেকে; **দ্রৌপদী**—পাণ্ডবদের বিখ্যাত পত্নী দ্রৌপদী; **তস্য**—তাঁর (দ্রুপদের); **ধৃষ্টদ্যুম্ন-আদয়ঃ**—ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **ধৃষ্টদ্যুম্নাৎ**—ধৃষ্টদ্যুম্ন থেকে; **ধৃষ্টকেতুঃ**—ধৃষ্টকেতু নামক পুত্র; **ভার্ম্যাঃ**—ভর্ম্যাশ্বের বংশধরগণ; **পাঞ্চালকাঃ**—পাঞ্চালক নামে পরিচিত; **ইমে**—তাঁরা সকলে।

অনুবাদ

মহারাজ দ্রুপদ থেকে দ্রৌপদীর জন্ম হয়। মহারাজ দ্রুপদের ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি বহু পুত্র ছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন থেকে ধৃষ্টকেতুর জন্ম হয়। এঁরা সকলে ভর্ম্যাশ্বের বংশধর বা পাঞ্চাল-বংশীয় নামে পরিচিত।

শ্লোক ৪-৫

যোঽজমীঢ়সুতো হ্যন্য ঋক্ষঃ সংবরণস্ততঃ ।
তপত্যাং সূর্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ ॥ ৪ ॥
পরীক্ষিঃ সুধনুর্জহ্নুর্নিষধশ্চ কুরোঃ সুতাঃ ।
সুহোত্রোঽভূৎ সুধনুষশ্চ্যবনোঽথ ততঃ কৃতী ॥ ৫ ॥

যঃ—যিনি; **অজমীঢ়-সুতঃ**—অজমীঢ়ের পুত্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্যঃ**—অন্য; **ঋক্ষঃ**—ঋক্ষ; **সংবরণঃ**—সংবরণ; **ততঃ**—তাঁর থেকে (ঋক্ষ থেকে); **তপত্যাম্**—তপতী; **সূর্য-কন্যায়াম্**—সূর্যদেবের কন্যার গর্ভে; **কুরুক্ষেত্র-পতিঃ**—কুরুক্ষেত্রের রাজা; **কুরুঃ**—কুরুর জন্ম হয়েছিল; **পরীক্ষিঃ সুধনুঃ জহ্নুঃ নিষধঃ চ**—পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু এবং নিষধ; **কুরোঃ**—কুরুর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **সুহোত্রঃ**—সুহোত্র; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সুধনুষঃ**—সুধনু থেকে; **চ্যবনঃ**—চ্যবন; **অথ**—সুহোত্র থেকে; **ততঃ**—তাঁর থেকে (চ্যবন থেকে); **কৃতী**—কৃতী নামক এক পুত্র।

অনুবাদ

অজমীঢ়ের অন্য পুত্র ঋক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঋক্ষ থেকে সংবরণ নামক পুত্রের জন্ম হয়। সংবরণ থেকে সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্রপতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু, নিষধ—এই চার পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তাঁর পুত্র চ্যবন। চ্যবন থেকে কৃতীর জন্ম হয়।

শ্লোক ৬

বসুস্তস্যোপরিচরো বৃহদ্রথমুখাস্ততঃ ।
কুশাম্বমৎস্যপ্রত্যগ্রচেদিপাদ্যাশ্চ চেদিপাঃ ॥ ৬ ॥

বসুঃ—বসু নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (কৃতীর); **উপরিচরঃ**—বসুর উপাধি; **বৃহদ্রথ-মুখাঃ**—বৃহদ্রথ প্রমুখ; **ততঃ**—তাঁর থেকে (বসু থেকে); **কুশাম্ব**—কুশাম্ব; **মৎস্য**—মৎস্য; **প্রত্যগ্র**—প্রত্যগ্র; **চেদিপ-আদ্যাঃ**—চেদিপ প্রভৃতি; **চ**—ও; **চেদিপাঃ**—তাঁরা সকলেই চেদি রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন।

অনুবাদ

কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু, এবং বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র, চেদিপ প্রভৃতি তাঁর পুত্র ছিলেন। এঁরা সকলে চেদি রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রোঽভূদৃষভস্তস্য তৎসুতঃ ।
জজ্ঞে সত্যহিতোঽপত্যং পুষ্পবাংস্তৎসুতো জহুঃ ॥ ৭ ॥

বৃহদ্রথাৎ—বৃহদ্রথ থেকে; **কুশাগ্রঃ**—কুশাগ্র; **অভূৎ**—এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল; **ঋষভঃ**—ঋষভ; **তস্য**—তাঁর (কুশাগ্রের); **তৎ-সুতঃ**—তাঁর (ঋষভদেবের) পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সত্যহিতঃ**—সত্যহিত; **অপত্যম্**—সন্তান; **পুষ্পবান্**—পুষ্পবান্; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর (পুষ্পবানের) পুত্র; **জহুঃ**—জহু।

অনুবাদ

বৃহদ্রথ থেকে কুশাগ্রের জন্ম হয়। কুশাগ্র থেকে ঋষভ এবং ঋষভ থেকে সত্যহিত। সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান্, এবং পুষ্পবানের পুত্র জহু।

শ্লোক ৮

অন্যস্যামপি ভার্যায়াং শকলে দ্বে বৃহদ্রথাৎ ।
যে মাত্রা বহিরুৎসৃষ্টে জরয়া চাভিসন্ধিতে ।
জীব জীবেতি ক্রীড়ন্ত্যা জরাসন্ধোঽভবৎ সুতঃ ॥ ৮ ॥

অন্যস্যাম্—অন্য; **অপি**—ও; **ভার্যায়াম্**—পত্নী; **শকলে**—অংশ; **দ্বে**—দুই; **বৃহদ্রথাৎ**—বৃহদ্রথ থেকে; **যে**—যে দুটি ভাগ; **মাত্রা**—মাতার দ্বারা; **বহিঃ উৎসৃষ্টে**—ত্যাগ করার ফলে; **জরয়া**—জরা নামক রাক্ষসীর দ্বারা; **চ**—এবং;

অভিসন্ধিতে—যখন তাদের যুক্ত করা হয়েছিল; **জীব জীব ইতি**—হে জীব, জীবিত হও; **ক্রীড়ন্ত্যা**—এইভাবে খেলা করতে করতে; **জরাসন্ধঃ**—জরাসন্ধ; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **সুতঃ**—এক পুত্র।

অনুবাদ

বৃহদ্রথের অন্য এক পত্নীর গর্ভে দুই খণ্ড সন্তান উৎপন্ন হয়। সেই দুই খণ্ড দর্শন করে তাদের মাতা তাদের পরিত্যাগ করে, পরে জরা নাম্নী রাক্ষসী "জীবিত হও, জীবিত হও!" এই বলে তাদের নিয়ে খেলা করতে করতে সেই খণ্ড দুটি একত্রে সংযোজিত করে। তার ফলে জরাসন্ধ নামক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৯

ততশ্চ সহদেবোঽভূৎ সোমাপির্যচ্ছ্রুতশ্রবাঃ ।
পরীক্ষিরনপত্যোঽভূৎ সুরথো নাম জাহ্নবঃ ॥ ৯ ॥

ততঃ চ—এবং তার থেকে (জরাসন্ধ থেকে); **সহদেবঃ**—সহদেব; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সোমাপিঃ**—সোমাপি; **যৎ**—যাঁর (সোমাপির); **শ্রুতশ্রবাঃ**—শ্রুতশ্রবা নামক এক পুত্র; **পরীক্ষিঃ**—পরীক্ষি নামক কুরুর পুত্র; **অনপত্যঃ**—নিঃসন্তান; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সুরথঃ**—সুরথ; **নাম**—নামক; **জাহ্নবঃ**—জহ্নুর পুত্র।

অনুবাদ

জরাসন্ধ থেকে সহদেবের জন্ম হয়। সহদেব থেকে সোমাপি, এবং সোমাপি থেকে শ্রুতশ্রবার জন্ম হয়। কুরুর পুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু কুরুর জহ্নু নামক পুত্রের সুরথ নামক এক পুত্র ছিল।

শ্লোক ১০

ততো বিদূরথস্তস্মাৎ সার্বভৌমস্ততোঽভবৎ ।
জয়সেনস্তত্তনয়ো রাধিকোঽতোঽযুতায়্বভূৎ ॥ ১০ ॥

ততঃ—তাঁর থেকে (সুরথ থেকে); **বিদূরথঃ**—বিদূরথ নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (বিদূরথ থেকে); **সার্বভৌমঃ**—সার্বভৌম নামক এক পুত্র; **ততঃ**—

তাঁর থেকে (সার্বভৌম থেকে); **অভবৎ**—জন্ম হয়েছিল; **জয়সেনঃ**—জয়সেন; **তৎ-তনয়ঃ**—জয়সেনের পুত্র; **রাধিকঃ**—রাধিক; **অতঃ**—এবং রাধিক থেকে; **অযুতায়ুঃ**—অযুতায়ু; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সুরথের পুত্র বিদূরথ এবং তাঁর পুত্র সার্বভৌম। সার্বভৌম থেকে জয়সেন, জয়সেন থেকে রাধিক এবং রাধিক থেকে অযুতায়ুর জন্ম হয়।

শ্লোক ১১

ততশ্চাক্রোধনস্তস্মাদ্ দেবাতিথিরমুষ্য চ ।
ঋক্ষস্তস্য দিলীপোঽভূৎ প্রতীপস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ—তাঁর থেকে (অযুতায়ু থেকে); **চ**—এবং; **অক্রোধনঃ**—অক্রোধন নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (অক্রোধন থেকে); **দেবাতিথিঃ**—দেবাতিথি নামক এক পুত্র; **অমুষ্য**—তাঁর (দেবাতিথির); **চ**—ও; **ঋক্ষঃ**—ঋক্ষ; **তস্য**—ঋক্ষের; **দিলীপঃ**—দিলীপ নামক এক পুত্র; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **প্রতীপঃ**—প্রতীপ; **তস্য**—তাঁর (দিলীপের); **চ**—এবং; **আত্মজঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

অযুতায়ু থেকে অক্রোধন নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং তাঁর পুত্র ছিল দেবাতিথি। দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র প্রতীপ।

শ্লোক ১২-১৩

দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহ্লীক ইতি চাত্মজাঃ ।
পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য দেবাপিস্তু বনং গতঃ ॥ ১২ ॥
অভবচ্ছান্তনূ রাজা প্রাঙ্মহাভিষসংজ্ঞিতঃ ।
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ ॥ ১৩ ॥

দেবাপিঃ—দেবাপি; **শান্তনুঃ**—শান্তনু; **তস্য**—তাঁর (প্রতীপের); **বাহ্লীকঃ**—বাহ্লীক; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—ও; **আত্মজাঃ**—পুত্র; **পিতৃ-রাজ্যম্**—পিতার রাজ্য; **পরিত্যজ্য**—

পরিত্যাগ করে; **দেবাপিঃ**—জ্যেষ্ঠ দেবাপি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বনম্**—বনে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **শান্তনুঃ**—শান্তনু; **রাজা**—রাজা; **প্রাক্**—পূর্বে; **মহাভিষ**—মহাভিষ; **সংজ্ঞিতঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত; **যম্ যম্**—যাকে যাকে; **করাভ্যাম্**—তাঁর হস্তের দ্বারা; **স্পৃশতি**—স্পর্শ করতেন; **জীর্ণম্**—অত্যন্ত বৃদ্ধ হলেও; **যৌবনম্**—যৌবন; **এতি**—প্রাপ্ত হতেন; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

প্রতীপের পুত্র দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেন, এবং তাই শান্তনু রাজা হন। শান্তনু পূর্বজন্মে ছিলেন মহাভিষ, এবং যে কোন জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাঁর হস্তের স্পর্শ দ্বারা যৌবন প্রদান করতে পারতেন।

শ্লোক ১৪-১৫

শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্মণা তেন শান্তনুঃ ।
সমা দ্বাদশ তদ্রাজ্যে ন ববর্ষ যদা বিভুঃ ॥ ১৪ ॥
শান্তনুর্ব্রাহ্মণৈরুক্তঃ পরিবেত্তায়মগ্রভুক্ ।
রাজ্যং দেহ্যগ্রজায়াশু পুররাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৫ ॥

শান্তিম্—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যৌবন; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হতেন; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অগ্র্যাম্**—মুখ্যত; **কর্মণা**—তাঁর হস্ত স্পর্শের দ্বারা; **তেন**—তার ফলে; **শান্তনুঃ**—শান্তনু; **সমাঃ**—বৎসর; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **তৎ-রাজ্যে**—তাঁর রাজ্যে; **ন**—হয়নি; **ববর্ষ**—বৃষ্টিপাত; **যদা**—যখন; **বিভুঃ**—বৃষ্টির নিয়ন্তা দেবরাজ ইন্দ্র; **শান্তনুঃ**—শান্তনু; **ব্রাহ্মণৈঃ**—জ্ঞানবান ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **উক্তঃ**—উপদিষ্ট হয়েছিলেন; **পরিবেত্তা**—অন্যায়ভাবে অধিকার করার ফলে; **অয়ম্**—এই; **অগ্রভুক্**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ভোগ করার ফলে; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **দেহি**—প্রদান করুন; **অগ্রজায়**—আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে; **আশু**—শীঘ্র; **পুর-রাষ্ট্র**—আপনার গৃহ এবং রাজ্যের; **বিবৃদ্ধয়ে**—উন্নতি সাধনের জন্য।

অনুবাদ

রাজা যেহেতু তাঁর হস্তের স্পর্শের দ্বারা সকলকে ইন্দ্রিয়সুখের দ্বারা শান্তি প্রদান করতে পারতেন, তাই তাঁর নাম ছিল শান্তনু। একসময় রাজ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী

বৃষ্টি হয়নি, তখন রাজা শান্তনু জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করেন, এবং তাঁরা বলেছিলেন, "আপনি আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্পত্তি উপভোগ করার দোষে দোষী। আপনার রাজ্য এবং গৃহের উন্নতি সাধনের জন্য শীঘ্রই আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজত্ব প্রদান করুন।"

তাৎপর্য

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্তমান থাকতে রাজ্যভোগ এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায় না। যদি করা হয়, তা হলে *পরিবেত্তা* দোষ হয়।

শ্লোক ১৬-১৭

এবমুক্তো দ্বিজৈর্জ্যেষ্ঠং ছন্দয়ামাস সোঽব্রবীৎ।
তন্মন্ত্রিপ্রহিতৈর্বিপ্রৈর্বেদাদ্ বিভ্রংশিতো গিরা ॥ ১৬ ॥
বেদবাদাতিবাদান্ বৈ তদা দেবো ববর্ষ হ।
দেবাপির্যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ ॥ ১৭ ॥

এবম্—এইভাবে (উপরোক্তভাবে); **উক্তঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **জ্যেষ্ঠম্**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপিকে; **ছন্দয়াম্ আস**—রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন; **সঃ**—তিনি (দেবাপি); **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **তৎ-মন্ত্রী**—শান্তনুর মন্ত্রীর দ্বারা; **প্রহিতৈঃ**—প্ররোচিত করেছিলেন; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বেদাৎ**—বৈদিক নিয়ম থেকে; **বিভ্রংশিতঃ**—পতিত; **গিরা**—এই প্রকার বাণীর দ্বারা; **বেদ-বাদ-অতিবাদান্**—বেদবাক্যের নিন্দা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তদা**—তখন; **দেবঃ**—দেবতা; **ববর্ষ**—বারি বর্ষণ করেছিলেন; **হ**—অতীতে; **দেবাপিঃ**—দেবাপি; **যোগম্ আস্থায়**—যোগের পন্থা অবলম্বন করে; **কলাপ-গ্রামম্**—কলাপ নামক গ্রামে; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন (এবং এখনও জীবিত আছেন)।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা এইভাবে উপদেশ দিলে, শান্তনু বনে গিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপিকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, এবং তাঁকে বলেন যে, প্রজাপালনই রাজার পরম ধর্ম। ইতিপূর্বেই কিন্তু শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার দেবাপিকে বৈদিক মার্গ থেকে ভ্রষ্ট করে রাজা হওয়ার অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেবাপিকে বেদমার্গ থেকে ভ্রষ্ট করেছিলেন,

এবং তাই শান্তনু যখন তাঁকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি তাতে সম্মত হননি। পক্ষান্তরে, তিনি বেদের নিন্দা করে অধঃপতিত হন। তখন শান্তনু পুনরায় রাজা হন, এবং বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে বারিবর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে দেবাপি মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করার জন্য যোগের পন্থা অবলম্বন করে কলাপ নামক গ্রামে গমন করেন। তিনি এখনও সেখানে অবস্থান করছেন।

শ্লোক ১৮-১৯

সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি ।
বাহ্লীকাৎ সোমদত্তোঽভূদ্ ভূরির্ভূরিশ্রবাস্ততঃ ॥ ১৮ ॥
শলশ্চ শান্তনোরাসীদ্ গঙ্গায়াং ভীষ্ম আত্মবান্ ।
সর্বধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতঃ কবিঃ ॥ ১৯ ॥

সোম-বংশে—চন্দ্রবংশ; **কলৌ**—কলিযুগে; **নষ্টে**—বিনষ্ট হলে; **কৃত-আদৌ**—পরবর্তী সত্যযুগের শুরুতে; **স্থাপয়িষ্যতি**—পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন; **বাহ্লীকাৎ**—বাহ্লীক থেকে; **সোমদত্তঃ**—সোমদত্ত; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **ভূরিঃ**—ভূরি; **ভূরিশ্রবাঃ**—ভূরিশ্রবা; **ততঃ**—তারপর; **শলঃ চ**—শল নামক এক পুত্র; **শান্তনোঃ**—শান্তনু থেকে; **আসীৎ**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **গঙ্গায়াম্**—শান্তনুর পত্নী গঙ্গার গর্ভে; **ভীষ্মঃ**—ভীষ্ম নামক এক পুত্র; **আত্মবান্**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; **সর্ব-ধর্ম-বিদাম্**—সর্বধর্মে অভিজ্ঞ; **শ্রেষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ; **মহা-ভাগবতঃ**—মহাভাগবত; **কবিঃ**—মহাজ্ঞানী।

অনুবাদ

কলিযুগে চন্দ্রবংশ বিনষ্ট হলে, পরবর্তী সত্যযুগের শুরুতে দেবাপি এই পৃথিবীতে সোমবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। (শান্তনুর ভ্রাতা) বাহ্লীক থেকে সোমদত্ত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তার তিন পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবা এবং শল। শান্তনু থেকে গঙ্গার গর্ভে আত্ম-তত্ত্ববিৎ সর্বধর্মে অভিজ্ঞ, পরম ভাগবত এবং মহাজ্ঞানী ভীষ্মের জন্ম হয়।

শ্লোক ২০

বীরযূথাগ্রণীর্যেন রামোঽপি যুধি তোষিতঃ ।
শান্তনোর্দাসকন্যায়াং জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ সুতঃ ॥ ২০ ॥

বীর-যূথ-অগ্রণীঃ—সমস্ত বীর যোদ্ধাদের অগ্রগণ্য; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **রামঃ অপি**—ভগবানের অবতার পরশুরামও; **যুধি**—যুদ্ধে; **তোষিতঃ**—(ভীষ্মদেবের দ্বারা পরাজিত হয়ে) সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; **শান্তনোঃ**—শান্তনুর দ্বারা; **দাস-কন্যায়াম্**—ধীবরের কন্যা নামে পরিচিত সত্যবতীর গর্ভে; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **চিত্রাঙ্গদঃ**—চিত্রাঙ্গদ; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

ভীষ্মদেব ছিলেন সমস্ত যোদ্ধাদের অগ্রগণ্য। তিনি যখন যুদ্ধে পরশুরামকে পরাজিত করেন, তখন ভগবান পরশুরাম তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। শান্তনুর ঔরসে ধীবরকন্যা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদের জন্ম হয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে সত্যবতী ছিলেন মৎস্যগর্ভা নামক এক ধীবরকন্যার গর্ভে উপরিচর বসুর কন্যা। পরে এক কৈবর্ত সত্যবতীকে লালন-পালন করেন।

ভীষ্মদেব যখন তাঁর ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে বলপূর্বক অপহরণ করেন, তখন অম্বাকে কেন্দ্র করে পরশুরামের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। অম্বা মনে করেছিলেন যে, ভীষ্মদেব তাঁকে বিবাহ করবেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত হননি। কারণ তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। অম্বা তাই ভীষ্মদেবের অস্ত্রগুরু পরশুরামের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, এবং পরশুরাম অম্বাকে বিবাহ করতে ভীষ্মদেবকে আদেশ দেন। ভীষ্মদেব তাঁর সেই আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন, এবং তাঁকে বিবাহ করতে বাধ্য করার জন্য পরশুরাম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু পরশুরাম পরাস্ত হন এবং ভীষ্মের প্রতি প্রসন্ন হন।

শ্লোক ২১-২৪

বিচিত্রবীর্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ ।
যস্যাং পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা ॥ ২১ ॥
বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণো যতোঽহমিদমধ্যগাম্ ।
হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ ২২ ॥
মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং গুহ্যমিদং জগৌ ।
বিচিত্রবীর্যোঽথোবাহ কাশীরাজসুতে বলাৎ ॥ ২৩ ॥

স্বয়ংবরাদুপানীতে অম্বিকাম্বালিকে উভে ।
তয়োরাসক্তহৃদয়ো গৃহীতো যক্ষ্মণা মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

বিচিত্রবীর্যঃ—শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য; **চ**—এবং; **অবরজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **নাম্না**—চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধর্বের দ্বারা; **চিত্রাঙ্গদঃ**—চিত্রাঙ্গদ; **হতঃ**—নিহত হয়েছিলেন; **যস্যাম্**—শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বে সত্যবতীর গর্ভে; **পরাশরাৎ**—পরাশর মুনির ঔরসে; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ; **হরেঃ**—ভগবানের; **কলা**—অংশ; **বেদ-গুপ্তঃ**—বেদের রক্ষক; **মুনিঃ**—মহান ঋষি; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **অহম্**—আমি (শুকদেব গোস্বামী); **ইদম্**—এই (শ্রীমদ্ভাগবত); **অধ্যগাম্**—অধ্যয়ন করেছি; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **স্ব-শিষ্যান্**—তাঁর শিষ্যদের; **পৈল-আদীন্**—পৈল আদি; **ভগবান্**—ভগবানের অবতার; **বাদরায়ণঃ**—ব্যাসদেব; **মহ্যম্**—আমাকে; **পুত্রায়**—এক পুত্র; **শান্তায়**—যিনি যথার্থই সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন; **পরম্**—পরম; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **ইদম্**—এই বৈদিক শাস্ত্র (শ্রীমদ্ভাগবত); **জগৌ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **বিচিত্রবীর্যঃ**—বিচিত্রবীর্য; **অথ**—তারপর; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **কাশীরাজ-সুতে**—কাশীরাজের দুই কন্যাকে; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **স্বয়ং বরাৎ**—স্বয়ংবর সভা থেকে; **উপানীতে**—আনীত হয়ে; **অম্বিকা-অম্বালিকে**—অম্বিকা এবং অম্বালিকা; **উভে**—তাঁরা উভয়ে; **তয়োঃ**—তাঁদের প্রতি; **আসক্ত**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **হৃদয়ঃ**—তাঁর হৃদয়; **গৃহীতঃ**—কলুষিত হয়ে; **যক্ষ্মণা**—যক্ষ্মারোগের দ্বারা; **মৃতঃ**—তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদ নামক এক গন্ধর্ব কর্তৃক নিহত হন। শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির ঔরসে ভগবানের অংশসম্ভূত বেদপ্রবর্তক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামক বেদব্যাস আবির্ভূত হন। এই ব্যাসদেব থেকে আমি (শুকদেব গোস্বামী) জন্মগ্রহণ করেছি এবং তাঁর কাছে আমি মহান বৈদিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করি। ভগবানের অবতার ব্যাসদেব পৈল আদি শিষ্যদের পরিত্যাগ করে আমাকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ আমি সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত ছিলাম। কাশী রাজের দুই কন্যা অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে বলপূর্বক অপহরণ করে বিচিত্রবীর্য বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁর এই দুই পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হয়।

শ্লোক ২৫

ক্ষেত্রেঽপ্রজস্য বৈ ভ্রাতুর্মাত্রোক্তো বাদরায়ণঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রং চ পাণ্ডুং চ বিদুরং চাপ্যজীজনৎ ॥ ২৫ ॥

ক্ষেত্রে—পত্নী এবং দাসীর গর্ভে; **অপ্রজস্য**—নিঃসন্তান বিচিত্রবীর্যের; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভ্রাতুঃ**—ভ্রাতার; **মাত্রা উক্তঃ**—মাতার আদেশে; **বাদরায়ণঃ**—বেদব্যাস; **ধৃতরাষ্ট্রম্**—ধৃতরাষ্ট্র নামক এক পুত্র; **চ**—এবং; **পাণ্ডুম্**—পাণ্ডু নামক এক পুত্র; **চ**—ও; **বিদুরম্**—বিদুর নামক এক পুত্র; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

বাদরায়ণ শ্রীব্যাসদেব তাঁর মাতা সত্যবতীর আদেশে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে দুই পুত্র, এবং বিচিত্রবীর্যের দাসীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর।

তাৎপর্য

যক্ষ্মারোগে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হয়, এবং তাঁর দুই পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে কোন সন্তান হয়নি। তাই বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর তাঁর মাতা সত্যবতী, যিনি ছিলেন ব্যাসদেবেরও মাতা, তিনি ব্যাসদেবকে বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে বলেন। তখনকার দিনে দেবর ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারতেন। এই প্রথাকে বলা হয় *দেবরেণ সুতোৎপত্তি*। কোন কারণে পতি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হলে, তাঁর ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারতেন। কলিযুগে এই *দেবরেণ সুতোৎপত্তি* এবং *অশ্বমেধ* ও *গোমেধ* যজ্ঞ নিষিদ্ধ।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

"এই কলিযুগে পাঁচ প্রকার কর্ম নিষিদ্ধ—যজ্ঞে অশ্ব উৎসর্গ করা (*অশ্বমেধ যজ্ঞ*), যজ্ঞে গাভী উৎসর্গ করা (*গোমেধ যজ্ঞ*), সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করা, শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন করা এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা।" (*ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*)।

শ্লোক ২৬

গান্ধার্যাং ধৃতরাষ্ট্রস্য জজ্ঞে পুত্রশতং নৃপ ।
তত্র দুর্যোধনো জ্যেষ্ঠো দুঃশলা চাপি কন্যকা ॥ ২৬ ॥

গান্ধার্যাম্—গান্ধারীর গর্ভে; **ধৃতরাষ্ট্রস্য**—ধৃতরাষ্ট্রের; **জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **পুত্র-শতম্**—একশত পুত্র; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **তত্র**—সেই পুত্রদের মধ্যে; **দুর্যোধনঃ**—দুর্যোধন নামক পুত্র; **জ্যেষ্ঠঃ**—জ্যেষ্ঠ; **দুঃশলাঃ**—দুঃশলা; **চ অপি**—ও; **কন্যকা**—এক কন্যা।

অনুবাদ

হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী একশত পুত্র এবং একটি কন্যা প্রসব করেন। পুত্রদের মধ্যে দুর্যোধন ছিলেন জ্যেষ্ঠ এবং কন্যাটির নাম ছিল দুঃশলা।

শ্লোক ২৭-২৮

শাপান্মৈথুনরুদ্ধস্য পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাং মহারথাঃ ।
জাতা ধর্মানিলেন্দ্রেভ্যো যুধিষ্ঠিরমুখাস্ত্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্র্যাং নাসত্যদস্রয়োঃ ।
দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ পুত্রাস্তে পিতরোঽভবন্ ॥ ২৮ ॥

শাপাৎ—অভিশপ্ত হওয়ার ফলে; **মৈথুন-রুদ্ধস্য**—মৈথুন থেকে বিরত হয়েছিলেন; **পাণ্ডোঃ**—পাণ্ডুর; **কুন্ত্যাম্**—কুন্তীর গর্ভে; **মহারথাঃ**—মহাবীর; **জাতাঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **ধর্ম**—যমরাজ বা ধর্মরাজ থেকে; **অনিল**—পবনদেব থেকে; **ইন্দ্রেভ্যঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র থেকে; **যুধিষ্ঠির**—যুধিষ্ঠির; **মুখাঃ**—প্রমুখ; **ত্রয়ঃ**—তিন পুত্র (যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অর্জুন); **নকুলঃ**—নকুল; **সহদেবঃ**—সহদেব; **চ**—ও; **মাদ্র্যাম্**—মাদ্রীর গর্ভে; **নাসত্য-দস্রয়োঃ**—(অশ্বিনীকুমারদ্বয়) নাসত্য এবং দস্রের দ্বারা; **দ্রৌপদ্যাম্**—দ্রৌপদীর গর্ভে; **পঞ্চ**—পাঁচ; **পঞ্চভ্যঃ**—পঞ্চভ্রাতা (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব) থেকে; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **তে**—তারা; **পিতরঃ**—পিতৃব্য; **অভবন্**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এক ঋষির অভিশাপের ফলে পাণ্ডু মৈথুন থেকে বিরত হয়েছিলেন, এবং তাই তাঁর পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজ, পবনদেব এবং ইন্দ্র থেকে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির,

ভীম, অর্জুন এই তিন মহারথ পুত্রের জন্ম হয়। পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় থেকে নকুল এবং সহদেবের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চপাণ্ডব থেকে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা ছিলেন তোমার পিতৃব্য।

শ্লোক ২৯

যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ শ্রুতসেনো বৃকোদরাৎ।
অর্জুনাচ্ছ্রুতকীর্তিস্তু শতানীকস্তু নাকুলিঃ ॥ ২৯ ॥

যুধিষ্ঠিরাৎ—মহারাজ যুধিষ্ঠির থেকে; **প্রতিবিন্ধ্যঃ**—প্রতিবিন্ধ্য নামক এক পুত্র; **শ্রুতসেনঃ**—শ্রুতসেন; **বৃকোদরাৎ**—ভীম থেকে; **অর্জুনাৎ**—অর্জুন থেকে; **শ্রুতকীর্তিঃ**—শ্রুতকীর্তি নামক এক পুত্র; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **শতানীকঃ**—শতানীক নামক এক পুত্র; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **নাকুলিঃ**—নকুলের।

অনুবাদ

যুধিষ্ঠির থেকে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম থেকে শ্রুতসেন, অর্জুন থেকে শ্রুতকীর্তি জন্মগ্রহণ করেন। নকুলের পুত্রের নাম ছিল শতানীক।

শ্লোক ৩০-৩১

সহদেবসুতো রাজঞ্ছ্রুতকর্মা তথাপরে।
যুধিষ্ঠিরাৎ তু পৌরব্যাং দেবকোঽথ ঘটোৎকচঃ ॥ ৩০ ॥
ভীমসেনাদ্ধিড়িম্বায়াং কাল্যাং সর্বগতস্ততঃ।
সহদেবাৎ সুহোত্রং তু বিজয়াসূত পার্বতী ॥ ৩১ ॥

সহদেব-সুতঃ—সহদেবের পুত্র; **রাজন্**—হে রাজন্; **শ্রুতকর্মা**—শ্রুতকর্মা; **তথা**—ও; **অপরে**—অন্যরা; **যুধিষ্ঠিরাৎ**—যুধিষ্ঠির থেকে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **পৌরব্যাম্**—পৌরবীর গর্ভে; **দেবকঃ**—দেবক নামক এক পুত্র; **অথ**—ও; **ঘটোৎকচঃ**—ঘটোৎকচ; **ভীমসেনাৎ**—ভীমসেন থেকে; **হিড়িম্বায়াম্**—হিড়িম্বার গর্ভে; **কাল্যাম্**—কালীর গর্ভে; **সর্বগতঃ**—সর্বগত; **ততঃ**—তারপর; **সহদেবাৎ**—সহদেব থেকে; **সুহোত্রম্**—সুহোত্র; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বিজয়া**—বিজয়া; **অসূত**—প্রসব করেছিলেন; **পার্বতী**—হিমালয় পর্বতের কন্যা।

অনুবাদ

হে রাজন্, সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্মা। তা ছাড়া যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভ্রাতাদের অন্যান্য ভার্যার গর্ভে অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির থেকে পৌরবীর গর্ভে দেবক, ভীমসেন থেকে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ এবং অন্য আর এক পত্নী কালীর গর্ভে সর্বগত নামক পুত্রের জন্ম হয়। তেমনই পর্বতরাজের কন্যা বিজয়ার গর্ভে সহদেব থেকে সুহোত্র নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৩২

করেণুমত্যাং নকুলো নরমিত্রং তথার্জুনঃ ।
ইরাবন্তমুলুপ্যাং বৈ সুতায়াং বভ্রুবাহনম্ ।
মণিপুরপতেঃ সোঽপি তৎপুত্রঃ পুত্রিকাসুতঃ ॥ ৩২ ॥

করেণুমত্যাম্—করেণুমতী নামক পত্নীতে; **নকুলঃ**—নকুল; **নরমিত্রম্**—নরমিত্র নামক এক পুত্র; **তথা**—ও; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **ইরাবন্তম্**—ইরাবান্; **উলুপ্যাম্**—নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সুতায়াম্**—কন্যার; **বভ্রুবাহনম্**—বভ্রুবাহন নামক পুত্র; **মণিপুর-পতেঃ**—মণিপুরের রাজার; **সঃ**—তিনি; **অপি**—যদিও; **তৎ-পুত্রঃ**—অর্জুনের পুত্র; **পুত্রিকা-সুতঃ**—মাতামহের পুত্র।

অনুবাদ

করেণুমতী নামক পত্নীর গর্ভে নকুলের নরমিত্র নামক এক পুত্র হয়। তেমনই, নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে অর্জুনের ইরাবান্ নামক এক পুত্র হয়, এবং মণিপুরের রাজকন্যার গর্ভে বভ্রুবাহন নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহনকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, পার্বতী হচ্ছেন মণিপুর নামক এক অতি প্রাচীন পার্বত্যদেশের রাজকন্যা। অতএব পাঁচ হাজার বছর আগে যখন পাণ্ডবেরা রাজ্যশাসন করছিলেন, তখন মণিপুর এবং সেখানকার রাজার অস্তিত্ব ছিল। অতএব এটি একটি অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব রাজ্য। যদি বৈষ্ণব রাজ্যরূপে এই দেশটিকে পুনরায় সংগঠিত করা যায়, তা হলে এক মহান সাফল্য লাভ হবে, কারণ এই রাজ্যটি পাঁচ হাজার বছর ধরে তার পরিচিতি বজায় রেখেছে। এখানে যদি বৈষ্ণব

ভাবধারার পুনর্জাগরণ করা যায়, তা হলে এটি একটি আশ্চর্যজনক স্থানে পরিণত হবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তার খ্যাতি বিস্তৃত হবে। বৈষ্ণব সমাজে মণিপুরী বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিখ্যাত। বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপে মণিপুরের রাজার নির্মিত অনেক মন্দির রয়েছে। আমাদের কয়েকজন ভক্ত মণিপুরের অধিবাসী। অতএব কৃষ্ণভক্তদের সহযোগিতায় মণিপুর রাজ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার খুব ভালভাবে হতে পারে।

শ্লোক ৩৩

তব তাতঃ সুভদ্রায়ামভিমন্যুরজায়ত ।
সর্বাতিরথজিদ্ বীর উত্তরায়াং ততো ভবান্ ॥ ৩৩ ॥

তব—আপনার; **তাতঃ**—পিতা; **সুভদ্রায়াম্**—সুভদ্রার গর্ভে; **অভিমন্যুঃ**—অভিমন্যু; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সর্ব-অতিরথ-জিৎ**—সমস্ত অতিরথদের বিজেতা; **বীরঃ**—মহাবীর; **উত্তরায়াম্**—উত্তরার গর্ভে; **ততঃ**—অভিমন্যু থেকে; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অর্জুন থেকে সুভদ্রার গর্ভে আপনার পিতা অভিমন্যুর জন্ম হয়। তিনি সমস্ত অতিরথদের (যারা এক হাজার রথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতেন) বিজেতা মহাবীর ছিলেন। তাঁর থেকে বিরাটরাজের কন্যা উত্তরার গর্ভে আপনার জন্ম হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

পরিক্ষীণেষু কুরুষু দ্রৌণের্ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা ।
ত্বং চ কৃষ্ণানুভাবেন সজীবো মোচিতোহন্তকাৎ ॥ ৩৪ ॥

পরিক্ষীণেষু—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়ার ফলে; **কুরুষু**—দুর্যোধন আদি কৌরবেরা; **দ্রৌণেঃ**—দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা; **ব্রহ্মাস্ত্র-তেজসা**—ব্রহ্মাস্ত্রের তাপে; **ত্বম্ চ**—আপনিও; **কৃষ্ণ-অনুভাবেন**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়; **স-জীবঃ**—জীবন সহ; **মোচিতঃ**—মুক্ত; **অন্তকাৎ**—মৃত্যু থেকে।

অনুবাদ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরুবংশ বিনষ্ট হলে আপনিও দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে বিনষ্টপ্রায় হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আপনি মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন।

শ্লোক ৩৫

তবেমে তনয়াস্তাত জনমেজয়পূর্বকাঃ ।
শ্রুতসেনো ভীমসেন উগ্রসেনশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৩৫ ॥

তব—আপনার; **ইমে**—এই সমস্ত; **তনয়াঃ**—পুত্রগণ; **তাত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **জনমেজয়**—জনমেজয়; **পূর্বকাঃ**—প্রমুখ; **শ্রুতসেনঃ**—শ্রুতসেন; **ভীমসেনঃ**—ভীমসেন; **উগ্রসেনঃ**—উগ্রসেন; **চ**—ও; **বীর্যবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার চার পুত্র—জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের মধ্যে জনমেজয় জ্যেষ্ঠ।

শ্লোক ৩৬

জনমেজয়স্ত্বাং বিদিত্বা তক্ষকান্নিধনং গতম্ ।
সর্পান্ বৈ সর্পযাগাগ্নৌ স হোষ্যতি রুষান্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥

জনমেজয়ঃ—জ্যেষ্ঠ পুত্র; **ত্বাম্**—আপনার; **বিদিত্বা**—জেনে; **তক্ষকাৎ**—তক্ষকের দ্বারা; **নিধনম্**—মৃত্যু; **গতম্**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **সর্পান্**—সমস্ত সর্প; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সর্প-যাগ-অগ্নৌ**—সর্পনিধন যজ্ঞাগ্নিতে; **সঃ**—তিনি (জনমেজয়); **হোষ্যতি**—যজ্ঞে আহুতি প্রদান করবেন; **রুষা-অন্বিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

তক্ষকের দ্বারা আপনার মৃত্যু হওয়ার ফলে, আপনার পুত্র জনমেজয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পনিধন যজ্ঞাগ্নিতে এই পৃথিবীর সমস্ত সর্পদের নিক্ষেপ করবেন।

শ্লোক ৩৭

কালষেয়ং পুরোধায় তুরং তুরগমেধষাট্ ।
সমন্তাৎ পৃথিবীং সর্বাং জিত্বা যক্ষ্যতি চাধ্বরৈঃ ॥ ৩৭ ॥

কালষেয়ম্—কলষের পুত্র; **পুরোধায়**—পুরোহিতরূপে বরণ করে; **তুরম্**—তুরকে; **তুরগ-মেধষাট্**—তুরগ-মেধষাট্ (বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী) নামে পরিচিত হবেন; **সমন্তাৎ**—সমস্ত অংশ সমন্বিত; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **সর্বাম্**—সর্বত্র; **জিত্বা**—জয় করে; **যক্ষ্যতি**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন; **চ**—এবং; **অধ্বরৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা।

অনুবাদ

কলষের পুত্র তুরকে পুরোহিতরূপে বরণপূর্বক সারা পৃথিবী জয় করে জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন। সেই জন্য তিনি তুরগ-মেধষাট্ নামে প্রসিদ্ধ হবেন।

শ্লোক ৩৮

তস্য পুত্রঃ শতানীকো যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ত্রয়ীং পঠন্ ।
অস্ত্রজ্ঞানং ক্রিয়াজ্ঞানং শৌনকাৎ পরমেষ্যতি ॥ ৩৮ ॥

তস্য—জনমেজয়ের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **শতানীকঃ**—শতানীক; **যাজ্ঞবল্ক্যাৎ**—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য থেকে; **ত্রয়ীম্**—তিন বেদ (সাম, যজুঃ এবং ঋক্); **পঠন্**—অধ্যয়ন করে; **অস্ত্র-জ্ঞানম্**—অস্ত্রবিদ্যা; **ক্রিয়া-জ্ঞানম্**—ক্রিয়া-জ্ঞান; **শৌনকাৎ**—শৌনক ঋষি থেকে; **পরম্**—দিব্যজ্ঞান; **এষ্যতি**—লাভ করবেন।

অনুবাদ

জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে তিন বেদ এবং ক্রিয়াজ্ঞান লাভ করবেন। তিনি কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা এবং শৌনক ঋষির কাছে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করবেন।

শ্লোক ৩৯

সহস্রানীকস্তৎপুত্রস্ততশ্চৈবাশ্বমেধজঃ ।
অসীমকৃষ্ণস্তস্যাপি নেমিচক্রস্তু তৎসুতঃ ॥ ৩৯ ॥

সহস্রানীকঃ—সহস্রানীক; **তৎ-পুত্রঃ**—শতানীকের পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে (সহস্রানীক থেকে); **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অশ্বমেধজঃ**—অশ্বমেধজ; **অসীমকৃষ্ণঃ**—অসীমকৃষ্ণ; **তস্য**—তাঁর থেকে (অশ্বমেধজ থেকে); **অপি**—ও; **নেমিচক্রঃ**—নেমিচক্র; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র।

অনুবাদ

শতানীকের পুত্র হবেন সহস্রানীক এবং তাঁর থেকে অশ্বমেধজের জন্ম হবে। অশ্বমেধজ থেকে অসীমকৃষ্ণ এবং তাঁর পুত্র হবেন নেমিচক্র।

শ্লোক ৪০

গজাহ্বয়ে হৃতে নদ্যা কৌশাম্ব্যাং সাধু বৎস্যতি ।
উক্তস্ততশ্চিত্ররথস্তস্মাচ্ছুচিরথঃ সুতঃ ॥ ৪০ ॥

গজাহ্বয়ে—হস্তিনাপুর (দিল্লী) নগরীতে; **হৃতে**—প্লাবিত হয়ে; **নদ্যা**—নদীর দ্বারা; **কৌশাম্ব্যাম্**—কৌশাম্বী নামক স্থানে; **সাধু**—যথাযথভাবে; **বৎস্যতি**—বাস করবেন, **উক্তঃ**—বিখ্যাত; ততঃ—তারপর; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **শুচিরথঃ**—শুচিরথ; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

হস্তিনাপুর (বর্তমান দিল্লী) যখন নদীর বন্যায় প্লাবিত হবে, তখন নেমিচক্র কৌশাম্বী নামক স্থানে বাস করবেন। তাঁর পুত্র চিত্ররথ নামে বিখ্যাত হবেন, এবং চিত্ররথ থেকে শুচিরথ নামক পুত্রের জন্ম হবে।

শ্লোক ৪১

তস্মাচ্চ বৃষ্টিমাংস্তস্য সুষেণোঽথ মহীপতিঃ ।
সুনীথস্তস্য ভবিতা নৃচক্ষুর্যৎ সুখীনলঃ ॥ ৪১ ॥

তস্মাৎ—তাঁর থেকে (শুচিরথ থেকে); **চ**—ও; **বৃষ্টিমান্**—বৃষ্টিমান্ নামক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (পুত্র); **সুষেণঃ**—সুষেণ; **অথ**—তারপর; **মহীপতিঃ**—সারা পৃথিবীর সম্রাট; **সুনীথঃ**—সুনীথ; **তস্য**—তাঁর; **ভবিতা**—হবে; **নৃচক্ষুঃ**—তাঁর পুত্র নৃচক্ষু; **যৎ**—তাঁর থেকে; **সুখীনলঃ**—সুখীনল।

অনুবাদ

শুচিরথ থেকে বৃষ্টিমান্ উৎপন্ন হবেন, এবং তাঁর পুত্র সুষেণ সারা পৃথিবীর সম্রাট হবেন। সুষেণের পুত্র সুনীথ, তাঁর পুত্র নৃচক্ষু এবং নৃচক্ষু থেকে সুখীনল নামক পুত্রের জন্ম হবে।

শ্লোক ৪২

পরিপ্লবঃ সুতস্তস্মান্মেধাবী সুনয়াত্মজঃ ।
নৃপঞ্জয়স্ততো দূর্বস্তিমিস্তস্মাজ্জনিষ্যতি ॥ ৪২ ॥

পরিপ্লবঃ—পরিপ্লব; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (পরিপ্লব থেকে); **মেধাবী**—মেধাবী; **সুনয়-আত্মজঃ**—সুনয়ের পুত্র; **নৃপঞ্জয়ঃ**—নৃপঞ্জয়; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **দূর্বঃ**—দূর্ব; **তিমিঃ**—তিমি; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **জনিষ্যতি**—জন্মগ্রহণ করবেন।

অনুবাদ

সুখীনলের পুত্র হবেন পরিপ্লব এবং তাঁর পুত্র হবেন সুনয়। সুনয় থেকে মেধাবী নামক পুত্রের জন্ম হবে। মেধাবী থেকে নৃপঞ্জয়, তাঁর থেকে দূর্ব এবং দূর্ব থেকে তিমি জন্মগ্রহণ করবেন।

শ্লোক ৪৩

তিমের্বৃহদ্রথস্তস্মাচ্ছতানীকঃ সুদাসজঃ ।
শতানীকাদ্ দুর্দমনস্তস্যাপত্যং মহীনরঃ ॥ ৪৩ ॥

তিমেঃ—তিমির থেকে; **বৃহদ্রথঃ**—বৃহদ্রথ; **তস্মাৎ**—তাঁর (বৃহদ্রথ) থেকে; **শতানীকঃ**—শতানীক; **সুদাস-জঃ**—সুদাসের পুত্র; **শতানীকাৎ**—শতানীক থেকে; **দুর্দমনঃ**—দুর্দমন নামক এক পুত্র; **তস্য অপত্যম্**—তাঁর পুত্র; **মহীনরঃ**—মহীনর।

অনুবাদ

তিমি থেকে বৃহদ্রথের জন্ম হবে, বৃহদ্রথ থেকে সুদাস এবং সুদাস থেকে শতানীকের জন্ম হবে। শতানীক থেকে দুর্দমন উৎপন্ন হবেন। দুর্দমনের পুত্র হবেন মহীনর।

শ্লোক ৪৪-৪৫

দণ্ডপাণির্নিমিস্তস্য ক্ষেমকো ভবিতা যতঃ ।
ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ ॥ ৪৪ ॥
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ ।
অথ মাগধরাজানো ভবিনো যে বদামি তে ॥ ৪৫ ॥

দণ্ডপাণিঃ—দণ্ডপাণি; **নিমিঃ**—নিমি; **তস্য**—তাঁর (মহীনর) থেকে; **ক্ষেমকঃ**—ক্ষেমক নামক এক পুত্র; **ভবিতা**—জন্মগ্রহণ করবেন; **যতঃ**—যাঁর (নিমি) থেকে; **ব্রহ্ম-ক্ষত্রস্য**—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **যোনিঃ**—উৎস; **বংশঃ**—বংশ; **দেব-ঋষি-সৎকৃতঃ**—দেবতা এবং ঋষিদের পূজ্য; **ক্ষেমকম্**—রাজা ক্ষেমক; **প্রাপ্য**—এই পর্যন্ত; **রাজানম্**—রাজা; **সংস্থাম্**—সমাপ্তি; **প্রাপ্স্যতি**—হবেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **অথ**—তারপর; **মাগধ-রাজানঃ**—মগধ-বংশের রাজাগণ; **ভাবিনঃ**—ভবিষ্যৎ; **যে**—যাঁরা; **বদামি**—আমি বলব; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

মহীনরের পুত্র হবেন দণ্ডপাণি এবং তাঁর পুত্র হবেন নিমি, যাঁর থেকে রাজা ক্ষেমকের জন্ম হবে। আমি আপনার কাছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুলের উৎস এবং দেবতা ও ঋষিদের পূজ্য চন্দ্রবংশের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। এই কলিযুগে ক্ষেমক হবেন শেষ রাজা। এখন আমি ভবিষ্যৎ মাগধ রাজাদের কথা বলব। দয়া করে আপনি তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৪৬-৪৮

ভবিতা সহদেবস্য মার্জারির্যৎ শ্রুতশ্রবাঃ ।
ততো যুতায়ুস্তস্যাপি নিরমিত্রোঽথ তৎসুতঃ ॥ ৪৬ ॥
সুনক্ষত্রঃ সুনক্ষত্রাদ্ বিহৎসেনোঽথ কর্মজিৎ ।
ততঃ সুতঞ্জয়াদ্ বিপ্রঃ শুচিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥
ক্ষেমোঽথ সুব্রতস্তস্মাদ্ ধর্মসূত্রঃ সমস্ততঃ ।
দ্যুমৎসেনোঽথ সুমতিঃ সুবলো জনিতা ততঃ ॥ ৪৮ ॥

ভবিতা—জন্মগ্রহণ করবে; **সহদেবস্য**—সহদেবের পুত্র; **মার্জারিঃ**—মার্জারি; **যৎ**—তাঁর পুত্র; **শ্রুতশ্রবাঃ**—শ্রুতশ্রবা; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **যুতায়ুঃ**—যুতায়ু; **তস্য**—

তাঁর পুত্র; **অপি**—ও; **নিরমিত্রঃ**—নিরমিত্র; **অথ**—তারপর; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **সুনক্ষত্রঃ**—সুনক্ষত্র; **সুনক্ষত্রাৎ**—সুনক্ষত্র থেকে; **বৃহৎসেনঃ**—বৃহৎসেন; **অথ**—তাঁর থেকে; **কর্মজিৎ**—কর্মজিৎ; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **সুতঞ্জয়াৎ**—সুতঞ্জয় থেকে; **বিপ্রঃ**—বিপ্র; **শুচিঃ**—শুচি নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর থেকে; **ভবিষ্যতি**—জন্মগ্রহণ করবেন; **ক্ষেমঃ**—ক্ষেম নামক এক পুত্র; **অথ**—তারপর; **সুব্রতঃ**—সুব্রত নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **ধর্মসূত্রঃ**—ধর্মসূত্র; **সমঃ**—সম; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **দ্যুমৎসেনঃ**—দ্যুমৎসেন; **অথ**—তারপর; **সুমতিঃ**—সুমতি; **সুবলঃ**—সুবল; **জনিতা**—জন্মগ্রহণ করবেন; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের মার্জারি নামক এক পুত্র হবে। মার্জারি থেকে শ্রুতশ্রবা, শ্রুতশ্রবা থেকে যুতায়ু এবং যুতায়ু থেকে নিরমিত্র জন্মগ্রহণ করবেন। নিরমিত্রের পুত্র হবেন সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র থেকে বৃহৎসেন এবং বৃহৎসেন থেকে কর্মজিতের জন্ম হবে। কর্মজিতের পুত্র হবেন সুতঞ্জয় এবং সুতঞ্জয়ের পুত্র বিপ্র এবং তাঁর পুত্র হবেন শুচি। শুচির পুত্র হবেন ক্ষেম, ক্ষেমের পুত্র সুব্রত, সুব্রতের পুত্র হবেন ধর্মসূত্র। ধর্মসূত্র থেকে সম, সম থেকে দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেন থেকে সুমতি এবং সুমতি থেকে সুবলের জন্ম হবে।

শ্লোক ৪৯

সুনীথঃ সত্যজিদথ বিশ্বজিদ্ যদ্ রিপুঞ্জয়ঃ ।
বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরম্ ॥ ৪৯ ॥

সুনীথঃ—সুবল থেকে সুনীথের জন্ম হবে; **সত্যজিৎ**—সত্যজিৎ; **অথ**—তাঁর থেকে; **বিশ্বজিৎ**—বিশ্বজিৎ থেকে; **যৎ**—যাঁর থেকে; **রিপুঞ্জয়ঃ**—রিপুঞ্জয়; **বার্হদ্রথাঃ**—বৃহদ্রথ-বংশীয়; **চ**—ও; **ভূপালাঃ**—সমস্ত রাজাগণ; **ভাব্যাঃ**—জন্মগ্রহণ করবেন; **সহস্র-বৎসরম্**—এক হাজার বছর ধরে।

অনুবাদ

সুবল থেকে সুনীথ, সুনীথ থেকে সত্যজিৎ, সত্যজিৎ থেকে বিশ্বজিৎ এবং বিশ্বজিৎ থেকে রিপুঞ্জয়ের জন্ম হবে। এরা সকলেই বৃহদ্রথ-বংশীয়। বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজারা এক হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করবেন।

তাৎপর্য

এটিই জরাসন্ধ থেকে শুরু করে এক হাজার বছর ধরে যে সমস্ত রাজারা সেই বংশে আবির্ভূত হবেন, তাঁদের ইতিহাস।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'অজমীঢ়ের বংশ বিবরণ' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

যযাতির পুত্রদের বংশ বিবরণ

এই ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে অনু, দ্রুহ্য, তুর্বসু এবং যদুর বংশ বিবরণ এবং জ্যামঘের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর সভানর, চক্ষু এবং পরেষ্ণু নামক তিন পুত্র ছিল। এই তিন পুত্রের মধ্যে সভানর থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে কালনর, সৃঞ্জয়, জনমেজয়, মহাশাল এবং মহামনা উৎপন্ন হন। মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। উশীনরের শিবি, বর, কৃমি এবং দক্ষ নামক চার পুত্র। শিবির বৃষাদর্ভ, সুধীর, মদ্র এবং কেকয়, এই চার পুত্র। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ, রুষদ্রথ থেকে হোম, হোম থেকে সুতপা এবং সুতপা থেকে বলি জন্মগ্রহণ করেন। বলির পত্নীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং ওড্রের জন্ম হয়। তাঁরা সকলেই রাজা হয়েছিলেন।

অঙ্গ থেকে খলপানের জন্ম হয়। খলপান থেকে দিবিরথ, ধর্মরথ, চিত্ররথ যাঁর আর এক নাম রোমপাদ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে উৎপন্ন হন। মহারাজ দশরথ তাঁর সখা রোমপাদকে তাঁর শান্তা নাম্নী কন্যাকে দান করেছিলেন, কারণ রোমপাদ নিঃসন্তান ছিলেন। রোমপাদ শান্তাকে তাঁর কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং ঋষ্যশৃঙ্গমুনি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কৃপায় রোমপাদের চতুরঙ্গ নামে এক সন্তান হয়। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা এবং বৃহদ্ভানু নামক তিন পুত্র হয়। বৃহদ্রথ থেকে বৃহদ্মনা নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। বৃহদ্মনা থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে জয়দ্রথ, বিজয়, ধৃতি, ধৃতব্রত, সৎকর্মা এবং অধিরথের জন্ম হয়। অধিরথ কুন্তীর পরিত্যক্ত সন্তান কর্ণকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। কর্ণের পুত্র বৃষসেন।

যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য থেকে বভ্রু, এবং বভ্রু থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সেতু, আরব্ধ, গান্ধার, ধর্ম, ধৃত, দুর্মদ এবং প্রচেতার জন্ম হয়।

যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসু থেকে বহ্নির জন্ম হয়, এবং বহ্নি থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভর্গ, ভানুমান্, ত্রিভানু, করন্ধম এবং মরুতের জন্ম হয়। নিঃসন্তান

মরুত পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত রাজ্যাভিলাষী হয়ে পুনরায় পুরুবংশ অঙ্গীকার করেন।

যদুর চার সন্তানের মধ্যে সহস্রজিৎ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, এবং শতজিতের তিন পুত্রের মধ্যে হৈহয় অন্যতম। হৈহয় থেকে বংশানুক্রমে ধর্ম, নেত্র, কুন্তি, সোহঞ্জি, মহিষ্মান্, ভদ্রসেনক, ধনক, কৃতবীর্য, অর্জুন, জয়ধ্বজ, তালজঙ্ঘ এবং বীতিহোত্র উৎপন্ন হন।

বীতিহোত্রের পুত্র মধু এবং মধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষ্ণি। যদু, মধু এবং বৃষ্ণির বংশ যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণি নামে অভিহিত হয়। যদুর আর এক পুত্র ক্রোষ্টা, এবং তাঁর থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বৃজিনবান্, স্বাহিত, বিশদ্গু, চিত্ররথ, শশবিন্দু, পৃথুশ্রবা, ধর্ম, উশনা এবং রুচকের জন্ম হয়। রুচকের পঞ্চপুত্রের অন্যতম জ্যামঘ। জ্যামঘ নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু দেবতাদের কৃপায় তাঁর বন্ধ্যা পত্নী শৈব্যার গর্ভে বিদর্ভ নামক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরেক্ষুশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ ।
সভানরাৎ কালনরঃ সৃঞ্জয়স্তৎসুতস্ততঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অনোঃ**—যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর; **সভানরঃ**—সভানর; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **পরেক্ষুঃ**—পরেক্ষু; **চ**—ও; **ত্রয়ঃ**—তিন; **সুতাঃ**—পুত্র; **সভানরাৎ**—সভানর থেকে; **কালনরঃ**—কালনর; **সৃঞ্জয়ঃ**—সৃঞ্জয়; **তৎ-সুতঃ**—কালনরের পুত্র; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর সভানর, চক্ষু এবং পরেক্ষু নামক তিন পুত্র ছিল। হে রাজন্! সভানর থেকে কালনর নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়।

শ্লোক ২

জনমেজয়স্তস্য পুত্রো মহাশালো মহামনাঃ ।
উশীনরস্তিতিক্ষুশ্চ মহামনস আত্মজৌ ॥ ২ ॥

জনমেজয়ঃ—জনমেজয়; **তস্য**—তাঁর (জনমেজয়ের); **পুত্রঃ**—পুত্র; **মহাশালঃ**—মহাশাল; **মহামনাঃ**—(মহাশালের) মহামনা নামক পুত্র; **উশীনরঃ**—উশীনর; **তিতিক্ষুঃ**—তিতিক্ষু; **চ**—এবং; **মহামনসঃ**—মহামনা থেকে; **আত্মজৌ**—দুই পুত্র।

অনুবাদ

সৃঞ্জয় থেকে জনমেজয় নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল, মহাশালের পুত্র মহামনা এবং মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামক দুই পুত্র ছিল।

শ্লোক ৩-৪

শিবির্বরঃ কৃমির্দক্ষশ্চত্বারোশীনরাত্মজাঃ ।
বৃষাদর্ভঃ সুধীরশ্চ মদ্রঃ কেকয় আত্মবান্ ॥ ৩ ॥
শিবেশ্চত্বার এবাসংস্তিতিক্ষোশ্চ রুশদ্রথঃ ।
ততো হোমোঽথ সুতপা বলিঃ সুতপসোঽভবৎ ॥ ৪ ॥

শিবিঃ—শিবি; **বরঃ**—বর; **কৃমিঃ**—কৃমি; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **চত্বারঃ**—চার; **উশীনর-আত্মজাঃ**—উশীনরের পুত্রগণ; **বৃষাদর্ভঃ**—বৃষাদর্ভ; **সুধীরঃ চ**—এবং সুধীর; **মদ্রঃ**—মদ্র; **কেকয়ঃ**—কেকয়; **আত্মবান্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ; **শিবেঃ**—শিবির; **চত্বারঃ**—চার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আসন্**—ছিল; **তিতিক্ষোঃ**—তিতিক্ষুর; **চ**—ও; **রুষদ্রথঃ**—রুষদ্রথ নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর (রুষদ্রথ) থেকে; **হোমঃ**—হোম; **অথ**—তাঁর (হোম) থেকে; **সুতপাঃ**—সুতপা; **বলিঃ**—বলি; **সুতপসঃ**—সুতপার; **অভবৎ**—ছিল।

অনুবাদ

উশীনরের শিবি, বর, কৃমি এবং দক্ষ—এই চার পুত্র। শিবির চার পুত্র—বৃষাদর্ভ, সুধীর, মদ্র এবং আত্ম-তত্ত্ববিৎ কেকয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ। রুষদ্রথ থেকে হোম, হোম থেকে সুতপা এবং সুতপা থেকে বলি জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৫

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যাঃ সুহ্মপুণ্ড্রৌড্রসংজ্ঞিতাঃ ।
জজ্ঞিরে দীর্ঘতমসো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ ॥ ৫ ॥

অঙ্গ—অঙ্গ; **বঙ্গ**—বঙ্গ; **কলিঙ্গ**—কলিঙ্গ; **আদ্যাঃ**—প্রমুখ; **সুহ্ম**—সুহ্ম; **পুণ্ড্র**—পুণ্ড্র; **ওড্র**—ওড্র; **সংজ্ঞিতাঃ**—অভিহিত; **জজ্ঞিরে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **দীর্ঘতমসঃ**—দীর্ঘতমার ঔরসে; **বলেঃ**—বলির; **ক্ষেত্রে**—পত্নীতে; **মহীক্ষিতঃ**—পৃথিবীপতি।

অনুবাদ

মহীপতি বলির পত্নীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং ওড্র নামক ছয় পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৬

চক্রুঃ স্বনাম্না বিষয়ান্ ষড়িমান্ প্রাচ্যকাংশ্চ তে ।
খলপানোঽঙ্গতো জজ্ঞে তস্মাদ্ দিবিরথস্ততঃ ॥ ৬ ॥

চক্রুঃ—তাঁরা স্থাপন করেছিলেন; **স্ব-নাম্না**—তাঁদের নাম অনুসারে; **বিষয়ান্**—বিভিন্ন রাজ্য; **ষট্**—ছয়; **ইমান্**—এই সমস্ত; **প্রাচ্যকান্ চ**—(ভারতবর্ষের) পূর্বদিকে; **তে**—তাঁরা (ছয়জন রাজা); **খলপানঃ**—খলপান; **অঙ্গতঃ**—রাজা অঙ্গ থেকে; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তস্মাৎ**—তাঁর (খলপান) থেকে; **দিবিরথঃ**—দিবিরথ; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

অঙ্গ আদি এই ছয় পুত্র পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের পূর্বভাগে ছ'টি রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন, এবং সেই রাজ্যগুলি সেখানকার রাজাদের নাম অনুসারে বিখ্যাত হয়েছিল। অঙ্গ থেকে খলপান নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং খলপানের পুত্র দিবিরথ।

শ্লোক ৭-১০

সুতো ধর্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোঽপ্রজাঃ ।
রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা ॥ ৭ ॥
শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছদৃষ্যশৃঙ্গ উবাহ যাম্ ।
দেবেঽবর্ষতি যং রামা আনিন্যুর্হরিণীসুতম্ ॥ ৮ ॥
নাট্যসঙ্গীতবাদিত্রৈর্বিভ্রমালিঙ্গনার্হণৈঃ ।
স তু রাজ্ঞোঽনপত্যস্য নিরূপ্যেষ্টিং মরুত্বতে ॥ ৯ ॥

প্রজামদাদ্ দশরথো যেন লেভেঽপ্রজাঃ প্রজাঃ ।
চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্তু তৎসুতঃ ॥ ১০ ॥

সুতঃ—এক পুত্র; **ধর্মরথঃ**—ধর্মরথ; **যস্য**—যাঁর (দিবিরথের); **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ; **অপ্রজাঃ**—নিঃসন্তান; **রোমপাদঃ**—রোমপাদ; **ইতি**—এইভাবে; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **দশরথঃ**—দশরথ; **সখা**—বন্ধু; **শান্তাম্**—শান্তাকে; **স্ব-কন্যাম্**—দশরথের নিজের কন্যা; **প্রাযচ্ছৎ**—প্রদান করেছিলেন; **ঋষ্যশৃঙ্গঃ**—ঋষ্যশৃঙ্গ; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **যাম্**—তাঁকে (শান্তাকে); **দেবে**—বৃষ্টির দেবতা পর্জন্যদেব; **অবর্ষতি**—বারি বর্ষণ করেননি; **যম্**—যাঁকে (ঋষ্যশৃঙ্গকে); **রামাঃ**—বারবনিতাগণ; **আনিন্যুঃ**—আনয়ন করেছিলেন; **হরিণী-সুতম্**—হরিণীর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে; **নাট্য-সঙ্গীত-বাদিত্রৈঃ**—নৃত্য, গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা; **বিভ্রম**—মোহিত করে; **আলিঙ্গন**—আলিঙ্গনের দ্বারা; **অর্হণৈঃ**—পূজা করার দ্বারা; **সঃ**—তিনি (ঋষ্যশৃঙ্গ); **তু**—বস্তুতপক্ষে; **রাজ্ঞঃ**—মহারাজ দশরথ থেকে; **অনপত্যস্য**—নিঃসন্তান; **নিরূপ্য**—স্থাপন করে; **ইষ্টিম্**—যজ্ঞ; **মরুত্বতে**—মরুত্বান্ নামক দেবতার; **প্রজাম্**—সন্তান; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **দশরথঃ**—দশরথ; **যেন**—যার দ্বারা (যজ্ঞের ফলস্বরূপ); **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অপ্রজাঃ**—যদিও তাঁর কোন সন্তান ছিল না; **প্রজাঃ**—পুত্র; **চতুরঙ্গঃ**—চতুরঙ্গ; **রোমপাদাৎ**—রোমপাদ থেকে; **পৃথুলাক্ষঃ**—পৃথুলাক্ষ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-সুতঃ**—চতুরঙ্গের পুত্র।

অনুবাদ

দিবিরথের থেকে ধর্মরথ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং তাঁর পুত্র চিত্ররথ, যিনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। রোমপাদ নিঃসন্তান ছিলেন, এবং তাই তাঁর সখা মহারাজ দশরথ তাঁকে তাঁর শান্তা নাম্নী কন্যাকে দান করেন। রোমপাদ তাঁকে তাঁর কন্যারূপে গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয়। দেবতারা বারিবর্ষণ না করায় বারাঙ্গনাগণ নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, আলিঙ্গন এবং পূজার দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত করে বন থেকে নিয়ে আসেন, এবং তখন তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করা হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ আসার পর বৃষ্টি হয়। তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ নিঃসন্তান মহারাজ দশরথের পুত্র উৎপাদনের জন্য এক যজ্ঞ করেন, এবং তার ফলে অপুত্রক মহারাজ দশরথের পুত্র হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের কৃপায় রোমপাদ থেকে চতুরঙ্গের জন্ম হয়, এবং চতুরঙ্গ থেকে পৃথুলাক্ষের জন্ম হয়।

শ্লোক ১১

বৃহদ্রথো বৃহৎকর্মা বৃহদ্ভানুশ্চ তৎসুতাঃ ।
আদ্যাদ্ বৃহন্মনাস্তস্মাজ্জয়দ্রথ উদাহৃতঃ ॥ ১১ ॥

বৃহদ্রথঃ—বৃহদ্রথ; **বৃহৎকর্মা**—বৃহৎকর্মা; **বৃহদ্ভানুঃ**—বৃহদ্ভানু; **চ**—ও; **তৎ-সুতাঃ**—পৃথুলাক্ষের পুত্রগণ; **আদ্যাৎ**—জ্যেষ্ঠ (বৃহদ্রথ) থেকে; **বৃহন্মনাঃ**—বৃহন্মনার জন্ম হয়েছিল; **তস্মাৎ**—তাঁর (বৃহন্মনা) থেকে; **জয়দ্রথঃ**—জয়দ্রথ নামক এক পুত্র; **উদাহৃতঃ**—তাঁর পুত্ররূপে বিখ্যাত।

অনুবাদ

পৃথুলাক্ষের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা, বৃহদ্ভানু। জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ থেকে বৃহন্মনা নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং বৃহন্মনার পুত্র জয়দ্রথ।

শ্লোক ১২

বিজয়স্তস্য সম্ভূত্যাং ততো ধৃতিরজায়ত ।
ততো ধৃতব্রতস্তস্য সৎকর্মাধিরথস্ততঃ ॥ ১২ ॥

বিজয়ঃ—বিজয়; **তস্য**—তাঁর (জয়দ্রথের); **সম্ভূত্যাম্**—তাঁর পত্নী সম্ভূতির গর্ভে; **ততঃ**—তারপর (বিজয় থেকে); **ধৃতিঃ**—ধৃতি; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ততঃ**—তাঁর (ধৃতি) থেকে; **ধৃতব্রতঃ**—ধৃতব্রত নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (ধৃতব্রতের); **সৎকর্মা**—সৎকর্মা; **অধিরথঃ**—অধিরথ; **ততঃ**—তাঁর (সৎকর্মা) থেকে।

অনুবাদ

জয়দ্রথের পত্নী সম্ভূতির গর্ভে বিজয়ের জন্ম হয়। বিজয় থেকে ধৃতি, ধৃতি থেকে ধৃতব্রত, ধৃতব্রত থেকে সৎকর্মা এবং সৎকর্মা থেকে অধিরথের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৩

যোঽসৌ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ মঞ্জুষান্তর্গতং শিশুম্ ।
কুন্ত্যাপবিদ্ধং কানীনমনপত্যোঽকরোৎ সুতম্ ॥ ১৩ ॥

যঃ অসৌ—যিনি (অধিরথ); **গঙ্গা-তটে**—গঙ্গার তীরে; **ক্রীড়ন্**—খেলা করার সময়; **মঞ্জুষা-অন্তর্গতম্**—একটি পেটিকার মধ্যে; **শিশুম্**—একটি শিশু প্রাপ্ত হয়েছিলেন;

কুন্ত্যা **অপবিদ্ধম্**—সেই শিশুটি ছিল কুন্তীর পরিত্যক্ত; **কানীনম্**—তাঁর বিবাহের পূর্বে কুমারী অবস্থায় শিশুটির জন্ম হওয়ার ফলে; **অনপত্যঃ**—এই অধিরথ নিঃসন্তান হওয়ার ফলে; **অকরোৎ**—শিশুটিকে গ্রহণ করেছিলেন; **সুতম্**—তাঁর পুত্ররূপে।

অনুবাদ

গঙ্গার তীরে খেলা করার সময় অধিরথ একটি পেটিকার মধ্যে এক শিশু প্রাপ্ত হন। কুমারী অবস্থায় সেই শিশুটির জন্ম হওয়ার ফলে কুন্তী তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। অধিরথ নিঃসন্তান ছিলেন বলে সেই শিশুটিকে তাঁর পুত্ররূপে পালন করেন। (পরবর্তীকালে এই পুত্রটি কর্ণ নামে বিখ্যাত হন)

শ্লোক ১৪

বৃষসেনঃ সুতস্তস্য কর্ণস্য জগতীপতে।
দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো বভ্রুঃ সেতুস্তস্যাত্মজস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

বৃষসেনঃ—বৃষসেন; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য কর্ণস্য**—সেই কর্ণের; **জগতী পতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দ্রুহ্যোঃ চ**—যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যর; **তনয়ঃ**—পুত্র; **বভ্রুঃ**—বভ্রু; **সেতুঃ**—সেতু; **তস্য**—তাঁর (বভ্রুর); **আত্মজঃ ততঃ**—তাঁর পুত্র।

অনুবাদ

হে রাজন্! কর্ণের একমাত্র পুত্র বৃষসেন। যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যর পুত্র বভ্রু এবং বভ্রুর পুত্র সেতু।

শ্লোক ১৫

আরব্ধস্তস্য গান্ধারস্তস্য ধর্মস্ততো ধৃতঃ।
ধৃতস্য দুর্মদস্তস্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসঃ শতম্ ॥ ১৫ ॥

আরব্ধঃ—আরব্ধ (সেতুর পুত্র ছিলেন); **তস্য**—তাঁর (আরব্ধের); **গান্ধারঃ**—গান্ধার নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (গান্ধারের); **ধর্মঃ**—ধর্ম নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর (ধর্মের)থেকে; **ধৃতঃ**—ধৃত নামক এক পুত্র; **ধৃতস্য**—ধৃতের; **দুর্মদঃ**—দুর্মদ নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর (দুর্মদ) থেকে; **প্রচেতাঃ**—প্রচেতা নামক এক পুত্র; **প্রাচেতসঃ**—প্রচেতার; **শতম্**—একশত পুত্র ছিল।

অনুবাদ

সেতুর পুত্র আরব্ধ, আরব্ধের পুত্র গান্ধার এবং গান্ধারের পুত্র ধর্ম। ধর্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্মদ এবং দুর্মদের পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার একশত পুত্র ছিল।

শ্লোক ১৬

ম্লেচ্ছাধিপতয়োঽভূবন্নুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ ।
তুর্বসোশ্চ সুতো বহ্নির্বহ্নের্ভর্গোঽথ ভানুমান্ ॥ ১৬ ॥

ম্লেচ্ছ—ম্লেচ্ছদেশের (যেখানে বৈদিক সভ্যতা অনুপস্থিত); **অধিপতয়ঃ**—রাজাগণ; **অভূবন্**—হয়েছিলেন; **উদীচীম্**—ভারতের উত্তর দিকে; **দিশম্**—দিক; **আশ্রিতাঃ**—রাজ্যরূপে গ্রহণ করে; **তুর্বসোঃ চ**—মহারাজ যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসুর; **সুতঃ**—পুত্র; **বহ্নিঃ**—বহ্নি; **বহ্নেঃ**—বহ্নির; **ভর্গঃ**—ভর্গ নামক পুত্র; **অথ**—তারপর, তার পুত্র; **ভানুমান্**—ভানুমান্।

অনুবাদ

প্রচেতার পুত্রগণ ভারতবর্ষের উত্তর দিকে বৈদিক সভ্যতাবিহীন ম্লেচ্ছদেশ অধিকার করেছিলেন এবং সেখানকার রাজা হয়েছিলেন। যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসু, তাঁর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র ভর্গ এবং ভর্গ থেকে ভানুমান্ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৭

ত্রিভানুস্তৎসুতোঽস্যাপি করন্ধম উদারধীঃ ।
মরুত্তস্তৎসুতোঽপুত্রঃ পুত্রং পৌরবমন্বভূৎ ॥ ১৭ ॥

ত্রিভানুঃ—ত্রিভানু; **তৎ-সুতঃ**—ভানুমানের পুত্র; **অস্য**—তাঁর (ত্রিভানুর); **অপি**—ও; **করন্ধমঃ**—করন্ধম; **উদারধীঃ**—যিনি ছিলেন অত্যন্ত উদারচিত্ত; **মরুতঃ**—মরুত; **তৎ-সুতঃ**—করন্ধমের পুত্র; **অপুত্রঃ**—অপুত্রক হওয়ায়; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্ররূপে; **পৌরবম্**—পূরু বংশজাত মহারাজ দুষ্মন্তকে; **অন্বভূৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু এবং তাঁর পুত্র উদারচিত্ত করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত। মরুত অপুত্রক হওয়ায় পূরুবংশজাত মহারাজ দুষ্মন্তকে তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮-১৯

দুষ্মন্তঃ স পুনর্ভেজে স্ববংশং রাজ্যকামুকঃ ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশং নরর্ষভ ॥ ১৮ ॥
বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্বপাপহরং নৃণাম্ ।
যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

দুষ্মন্তঃ—মহারাজ দুষ্মন্ত; **সঃ**—তিনি; **পুনঃ ভেজে**—পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন; **স্ব-বংশম্**—তাঁর বংশ (পুরুবংশ); **রাজ্য-কামুকঃ**—রাজসিংহাসনের অভিলাষী হওয়ার ফলে; **যযাতেঃ**—মহারাজ যযাতির; **জ্যেষ্ঠ-পুত্রস্য**—জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর; **যদোঃ বংশম্**—যদুবংশ; **নর-ঋষভ**—হে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বর্ণয়ামি**—আমি বর্ণনা করব; **মহা-পুণ্যম্**—পরম পবিত্র; **সর্ব-পাপ-হরম্**—সর্বপাপ নাশক; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **যদোবংশম্**—যদুবংশের বর্ণনা; **নরঃ**—যে কোন ব্যক্তি; **শ্রুত্বা**—কেবল শ্রবণ করার দ্বারা; **সর্ব-পাপৈঃ**—সমস্ত পাপ থেকে; **প্রমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

মহারাজ দুষ্মন্ত রাজসিংহাসনের অভিলাষী হওয়ায়, মরুতকে তাঁর পিতারূপে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত বংশে (পুরুবংশে) ফিরে গিয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এখন আমি মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশ বর্ণনা করব। এই বর্ণনা পরম পবিত্র এবং মানুষের সর্ব-পাপনাশক। কেবল এই বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ২০-২১

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ ।
যদোঃ সহস্রজিৎ ক্রোষ্টা নলো রিপুরিতি শ্রুতাঃ ॥ ২০ ॥
চত্বারঃ সূনবস্তত্র শতজিৎ প্রথমাত্মজঃ ।
মহাহয়ো রেণুহয়ো হৈহয়শ্চেতি তৎসুতাঃ ॥ ২১ ॥

যত্র—যেখানে, যেই বংশে; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পরমাত্মা**—যিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **নর-আকৃতিঃ**—মানুষের মতো রূপ সমন্বিত; **যদোঃ**—যদুর; **সহস্রজিৎ**—সহস্রজিৎ; **ক্রোষ্টা**—ক্রোষ্টা;

নলঃ—নল; **রিপুঃ**—রিপু; **ইতি শ্রুতাঃ**—এইভাবে বিখ্যাত; **চত্বারঃ**—চার; **সূনবঃ**—পুত্র; **তত্র**—সেখানে; **শতজিৎ**—শতজিৎ; **প্রথম-আত্মজঃ**—প্রথম পুত্রদের; **মহাহয়ঃ**—মহাহয়; **রেণুহয়ঃ**—রেণুহয়; **হৈহয়ঃ**—হৈহয়; **চ**—এবং; **ইতি**—এই প্রকার; **তৎ-সুতাঃ**—তাঁর পুত্রগণ (শতজিতের পুত্রগণ)।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্য স্বয়ংরূপ নরাকৃতি প্রকটপূর্বক যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদুর চার পুত্র—সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নল এবং রিপু। এই চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের মহাহয়, রেণুহয় এবং হৈহয় নামক তিন পুত্র ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।" অধিকাংশ অধ্যাত্মবাদীই কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মকে জানেন অথবা অন্তর্যামী পরমাত্মাকে জানেন, কারণ ভগবানকে জানা অত্যন্ত কঠিন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৩) ভগবান বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করেন, আর হাজার হাজার সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।" যোগী এবং জ্ঞানীরা পরমতত্ত্বকে নির্বিশেষ অথবা অন্তর্যামীরূপে জানেন। কিন্তু এই প্রকার আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা যদিও সাধারণ মানুষের থেকে ঊর্ধ্বে, তবুও তাঁরা বুঝতে পারেন না পরমতত্ত্ব কিভাবে একজন পুরুষ হতে পারেন। তাই বলা হয়েছে যে, বহু সিদ্ধদের মধ্যে, অর্থাৎ যাঁরা ইতিমধ্যে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করেছেন, কদাচিৎ একজন শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, যাঁর রূপ ঠিক একজন মানুষের মতো (*নরাকৃতি*)। ভগবান বিরাটরূপ প্রদর্শন করার

পর তাঁর এই নররূপ স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিরাটরূপ ভগবানের স্বয়ংরূপ নয়; ভগবানের স্বয়ংরূপ হচ্ছে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর (*যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপম্*)। ভগবানের রূপ তাঁর অচিন্ত্য গুণের প্রমাণ। ভগবান যদিও তাঁর এক নিঃশ্বাসে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন, তবুও তিনি ঠিক একজন মানুষের মতো রূপ সমন্বিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান একজন মানুষ। সেটি হচ্ছে তাঁর আদি রূপ, কিন্তু যেহেতু তাঁর রূপ ঠিক একটি মানুষের মতো, তাই যারা অজ্ঞ তারা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ভগবান বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১১) ভগবানের *পরং ভাবম্* বা চিন্ময় প্রকৃতির দ্বারা তিনি পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তবুও তাঁকে দেখতে ঠিক একজন মানুষের মতো। মায়াবাদীরা বলে যে, ভগবান প্রকৃতপক্ষে নির্বিশেষ, কিন্তু তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি মনুষ্য আদি বহু রূপ ধারণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বরূপত তিনি একজন মানুষের মতো, এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা (*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি*)।

শ্লোক ২২

ধর্মস্তু হৈহয়সুতো নেত্রঃ কুন্তেঃ পিতা ততঃ ।
সোহঞ্জিরভবৎ কুন্তের্মহিষ্মান্ ভদ্রসেনকঃ ॥ ২২ ॥

ধর্মঃ তুঃ—ধর্ম কিন্তু; **হৈহয়-সুতঃ**—হৈহয়ের পুত্র হয়েছিলেন; **নেত্রঃ**—নেত্র; **কুন্তেঃ**—কুন্তির; **পিতা**—পিতা; **ততঃ**—তাঁর (ধর্ম) থেকে; **সোহঞ্জিঃ**—সোহঞ্জি; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **কুন্তেঃ**—কুন্তির পুত্র; **মহিষ্মান্**—মহিষ্মান্; **ভদ্রসেনকঃ**—ভদ্রসেনক।

অনুবাদ

হৈহয়ের পুত্র ধর্ম এবং ধর্মের পুত্র নেত্র। ইনি কুন্তির পিতা। কুন্তি থেকে সোহঞ্জির জন্ম হয়। সোহঞ্জি থেকে মহিষ্মান্ এবং ভদ্রসেনক জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৩

দুর্মদো ভদ্রসেনস্য ধনকঃ কৃতবীর্যসূঃ ।
কৃতাগ্নিঃ কৃতবর্মা চ কৃতৌজা ধনকাত্মজাঃ ॥ ২৩ ॥

দুর্মদঃ—দুর্মদ; **ভদ্রসেনস্য**—ভদ্রসেনের; **ধনকঃ**—ধনক; **কৃতবীর্য-সূঃ**—কৃতবীর্যের জনক; **কৃতাগ্নিঃ**—কৃতাগ্নি নামক; **কৃতবর্মা**—কৃতবর্মা; **চ**—ও; **কৃতৌজাঃ**—কৃতৌজা; **ধনক-আত্মজাঃ**—ধনকের পুত্র।

অনুবাদ

ভদ্রসেনের পুত্র দুর্মদ এবং ধনক। ধনক কৃতবীর্যের জনক। কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা, কৃতৌজা—এই তিনজনও ধনকের পুত্র।

শ্লোক ২৪

অর্জুনঃ কৃতবীর্যস্য সপ্তদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ ।
দত্তাত্রেয়াদ্ধরেরংশাৎ প্রাপ্তযোগমহাগুণঃ ॥ ২৪ ॥

অর্জুনঃ—অর্জুন; **কৃতবীর্যস্য**—কৃতবীর্যের; **সপ্ত-দ্বীপ**—সপ্তদ্বীপের (সারা পৃথিবীর); **ঈশ্বরঃ অভবৎ**—সম্রাট হয়েছিলেন; **দত্তাত্রেয়াৎ**—দত্তাত্রেয় থেকে; **হরেঃ অংশাৎ**—ভগবানের অবতার; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যোগ-মহাগুণঃ**—যোগসিদ্ধি।

অনুবাদ

কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন। তিনি (কার্তবীর্যার্জুন) সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং ভগবানের অবতার দত্তাত্রেয় থেকে যোগশক্তি প্রাপ্ত হয়ে অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

ন নূনং কার্তবীর্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ ।
যজ্ঞদানতপোযোগৈঃ শ্রুতবীর্যদয়াদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

ন—না; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে; **কার্তবীর্যস্য**—সম্রাট কার্তবীর্যের; **গতিম্**—কার্যকলাপ; **যাস্যন্তি**—বুঝতে পারেন অথবা প্রাপ্ত হতে পারেন; **পার্থিবাঃ**—পৃথিবীর অধিবাসীরা;

যজ্ঞ—যজ্ঞ; **দান**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **যোগৈঃ**—যোগশক্তি; **শ্রুত**—বিদ্যা; **বীর্য**—বল; **দয়া**—দয়া; **আদিভিঃ**—এই সমস্ত গুণের দ্বারা।

অনুবাদ

এই পৃথিবীর অন্য কোন রাজাই যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগশক্তি, বিদ্যা, বীর্য অথবা দয়ার দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সমকক্ষ হতে পারবেন না।

শ্লোক ২৬

পঞ্চাশীতিসহস্রাণি হ্যব্যাহতবলঃ সমাঃ ।
অনষ্টবিত্তস্মরণো বুভুজেঽক্ষয্যষড়্‌বসু ॥ ২৬ ॥

পঞ্চাশীতি—পঁচাশি; **সহস্রাণি**—সহস্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অব্যাহত**—অব্যয়; **বলঃ**—যাঁর শক্তি; **সমাঃ**—বৎসর; **অনষ্ট**—অক্ষয়; **বিত্ত**—ধন-সম্পদ; **স্মরণঃ**—এবং স্মৃতিশক্তি; **বুভুজে**—উপভোগ করেছিলেন; **অক্ষয্য**—অক্ষয়; **ষট্‌-বসু**—ছয় প্রকার উপভোগ্য ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি হাজার বছর ধরে পূর্ণ শারীরিক বল এবং অব্যাহত স্মৃতিশক্তি নিয়ে জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অক্ষয় জড় ঐশ্বর্যসমূহ ভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তস্য পুত্রসহস্রেষু পঞ্চৈবোর্বরিতা মৃধে ।
জয়ধ্বজঃ শূরসেনো বৃষভো মধুরূর্জিতঃ ॥ ২৭ ॥

তস্য—তাঁর (কার্তবীর্যার্জুনের); **পুত্র-সহস্রেষু**—এক হাজার পুত্রের মধ্যে; **পঞ্চ**—পাঁচ; **এব**—কেবল; **উর্বরিতাঃ**—জীবিত ছিলেন; **মৃধে**—(পরশুরামের সঙ্গে) যুদ্ধে; **জয়ধ্বজঃ**—জয়ধ্বজ; **শূরসেনঃ**—শূরসেন; **বৃষভঃ**—বৃষভ; **মধুঃ**—মধু; **ঊর্জিতঃ**—এবং ঊর্জিত।

অনুবাদ

পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে কার্তবীর্যার্জুনের এক হাজার পুত্রের মধ্যে কেবল পাঁচজন জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু এবং ঊর্জিত।

শ্লোক ২৮

জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ ।
ক্ষত্রং যৎ তালজঙ্ঘাখ্যমৌর্বতেজোপসংহৃতম্ ॥ ২৮ ॥

জয়ধ্বজাৎ—জয়ধ্বজের; **তালজঙ্ঘঃ**—তালজঙ্ঘ নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (তালজঙ্ঘের); **পুত্র-শতম্**—একশত পুত্র; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয়বংশ; **যৎ**—যা; **তালজঙ্ঘ-আখ্যম্**—তালজঙ্ঘ নামক; **ঔর্বতেজঃ**—ঔর্ব ঋষির শক্তির প্রভাবে শক্তিমান; **উপসংহৃতম্**—মহারাজ সগর কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামক পুত্রের একশত পুত্র ছিল। তালজঙ্ঘ নামক সেই বংশের সমস্ত ক্ষত্রিয়রা ঔর্ব ঋষির শক্তির প্রভাবে শক্তিমান মহারাজ সগর কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রো বৃষ্ণিঃ পুত্রো মধোঃ স্মৃতঃ ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্ বৃষ্ণিজ্যেষ্ঠং যতঃ কুলম্ ॥ ২৯ ॥

তেষাম্—তাঁদের মধ্যে; **জ্যেষ্ঠঃ**—জ্যেষ্ঠ পুত্র; **বীতিহোত্রঃ**—বীতিহোত্র নামক; **বৃষ্ণিঃ**—বৃষ্ণি; **পুত্রঃ**—পুত্র; **মধোঃ**—মধুর; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত ছিলেন; **তস্য**—তাঁর (বৃষ্ণির); **পুত্র-শতম্**—একশত পুত্র; **আসীৎ**—ছিল; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণি; **জ্যেষ্ঠম্**—জ্যেষ্ঠ; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **কুলম্**—বংশ।

অনুবাদ

তালজঙ্ঘের পুত্রদের মধ্যে বীতিহোত্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বীতিহোত্রের পুত্র মধুর বৃষ্ণি নামক এক বিখ্যাত পুত্র ছিল। মধুর একশত পুত্রের মধ্যে বৃষ্ণি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। যদু, মধু ও বৃষ্ণি থেকে যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিবংশের উদ্ভব হয়।

শ্লোক ৩০-৩১

মাধবা বৃষ্ণয়ো রাজন্ যাদবাশ্চেতি সংজ্ঞিতাঃ ।
যদুপুত্রস্য চ ক্রোষ্টোঃ পুত্রো বৃজিনবাংস্ততঃ ॥ ৩০ ॥
স্বাহিতোঽতো বিষদ্গুর্বৈ তস্য চিত্ররথস্ততঃ ।
শশবিন্দুর্মহাযোগী মহাভাগো মহানভূৎ ।
চতুর্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্যপরাজিতঃ ॥ ৩১ ॥

মাধবাঃ—মধুবংশ; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিবংশ; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **যাদবাঃ**—যদুবংশ; **চ**—এবং; **ইতি**—এই প্রকার; **সংজ্ঞিতাঃ**—সেই ব্যক্তিদের নাম অনুসারে এইভাবে নামকরণ হয়েছিল; **যদু-পুত্রস্য**—যদুর পুত্রের; **চ**—ও; **ক্রোষ্টোঃ**—ক্রোষ্টার; **পুত্রঃ**—পুত্র; **বৃজিনবান্**—তাঁর নাম ছিল বৃজিনবান্; **ততঃ**—তাঁর (বৃজিনবান্) থেকে; **স্বাহিতঃ**—স্বাহিত; **অতঃ**—তারপর; **বিষদ্গুঃ**—বিষদ্গু নামক এক পুত্র; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তাঁর; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **শশবিন্দুঃ**—শশবিন্দু; **মহা-যোগী**—এক মহান যোগী; **মহা-ভাগঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **মহান্**—এক মহাপুরুষ; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **চতুর্দশ-মহারত্নঃ**—চোদ্দ প্রকার মহা ঐশ্বর্য; **চক্রবর্তী**—সম্রাট হয়েছিলেন; **অপরাজিতঃ**—অপরাজিত।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যদু, মধু এবং বৃষ্ণির প্রবর্তিত বংশ যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিবংশ নামে পরিচিত। যদুর পুত্র ক্রোষ্টার বৃজিনবান্ নামক এক পুত্র ছিল। বৃজিনবানের পুত্র স্বাহিত। স্বাহিতের পুত্র বিষদ্গু, বিষদ্গুর পুত্র চিত্ররথ এবং চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। মহাভাগ্যবান শশবিন্দু মহাযোগী ছিলেন এবং তিনি চতুর্দশ মহারত্নের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি সারা পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মার্কণ্ডেয় পুরাণে চতুর্দশ মহারত্নের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, সেগুলি হচ্ছে—(১) হস্তী, (২) অশ্ব, (৩) রথ, (৪) স্ত্রী, (৫) বাণ, (৬) নিধি, (৭) মাল্য, (৮) মূল্যবান বস্ত্র, (৯) বৃক্ষ, (১০) শক্তি, (১১) পাশ, (১২) মণি, (১৩) ছত্র এবং (১৪) বিমান। সম্রাট হতে হলে এই চতুর্দশ মহা ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। শশবিন্দুর কাছে সেই সব কটিই ছিল।

শ্লোক ৩২

তস্য পত্নীসহস্রাণাং দশানাং সুমহাযশাঃ ।
দশলক্ষসহস্রাণি পুত্রাণাং তাস্বজীজনৎ ॥ ৩২ ॥

তস্য—শশবিন্দুর; **পত্নী**—পত্নী; **সহস্রাণাম্**—সহস্র; **দশানাম্**—দশ; **সু-মহাযশাঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত; **দশ**—দশ; **লক্ষ**—লক্ষ; **সহস্রাণি**—হাজার হাজার; **পুত্রাণাম্**—পুত্রদের; **তাসু**—তাঁদের; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহাযশা শশবিন্দুর দশ হাজার পত্নী ছিল, এবং প্রতিটি পত্নীতে তিনি এক লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। অতএব তাঁর পুত্রদের সংখ্যা ছিল দশ সহস্র লক্ষ।

শ্লোক ৩৩

তেষাং তু ষট্প্রধানানাং পৃথুশ্রবস আত্মজঃ ।
ধর্মো নামোশনা তস্য হয়মেধশতস্য যাট্ ॥ ৩৩ ॥

তেষাম্—তাঁর পুত্রদের মধ্যে; **তু**—কিন্তু; **ষট্ প্রধানানাম্**—যাঁদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন প্রধান; **পৃথুশ্রবসঃ**—পৃথুশ্রবার; **আত্মজঃ**—পুত্র; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **নাম**—নামক; **উশনা**—উশনা; **তস্য**—তাঁর; **হয়মেধ-শতস্য**—একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের; **যাট্**—তিনি ছিলেন অনুষ্ঠাতা।

অনুবাদ

সেই সমস্ত পুত্রদের মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্তি প্রমুখ ছয়জন ছিলেন প্রধান। পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র উশনা। উশনা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তৎসুতো রুচকস্তস্য পঞ্চাসন্নাত্মজাঃ শৃণু ।
পুরুজিদ্রুক্মরুক্মেষুপৃথুজ্যামঘসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

তৎসুতঃ—উশনার পুত্র; **রুচকঃ**—রুচক; **তস্য**—তাঁর; **পঞ্চ**—পাঁচ; **আসন্**—ছিল; **আত্মজাঃ**—পুত্র; **শৃণু**—(তাঁদের বৃত্তান্ত) শ্রবণ করুন; **পুরুজিৎ**—পুরুজিৎ; **রুক্ম**—রুক্ম; **রুক্মেষু**—রুক্মেষু; **পৃথু**—পৃথু; **জ্যামঘ**—জ্যামঘ; **সংজ্ঞিতাঃ**—তাঁদের নাম।

অনুবাদ

উশনার পুত্র রুচক। রুচকের পঞ্চ পুত্র—পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু এবং জ্যামঘ। তাঁদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

জ্যামঘস্ত্বপ্রজোঽপ্যন্যাং ভার্যাং শৈব্যাপতির্ভয়াৎ ।
নাবিন্দচ্ছত্রুভবনাদ্ ভোজ্যাং কন্যামহারষীৎ ।
রথস্থাং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্যা পতিমমর্ষিতা ॥ ৩৫ ॥
কেয়ং কুহক মৎস্থানং রথমারোপিতেতি বৈ ।
স্নুষা তবেত্যভিহিতে স্ময়ন্তী পতিমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

জ্যামঘঃ—রাজা জ্যামঘ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অপ্রজঃ অপি**—নিঃসন্তান হওয়া সত্ত্বেও; **অন্যাম্**—অন্য; **ভার্যাম্**—পত্নী; **শৈব্যা-পতিঃ**—যেহেতু তিনি ছিলেন শৈব্যার পতি; **ভয়াৎ**—ভয়বশত; **ন অবিন্দৎ**—গ্রহণ করেননি; **শত্রু-ভবনাৎ**—শত্রুগৃহ থেকে; **ভোজ্যাম্**—উপভোগের নিমিত্ত বেশ্যা; **কন্যাম্**—কন্যা; **অহারষীৎ**—আনয়ন করেছিলেন; **রথস্থাম্**—রথে উপবিষ্ট; **তাম্**—তাকে; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **আহ**—বলেছিলেন; **শৈব্যা**—জ্যামঘের পত্নী শৈব্যা; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **অমর্ষিতা**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **কা ইয়ম্**—এ কে; **কুহক**—প্রবঞ্চক; **মৎ-স্থানম্**—আমার স্থানে; **রথম্**—রথে; **আরোপিতা**—বসতে দেওয়া হয়েছে; **ইতি**—এইভাবে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্নুষা**—পুত্রবধূ; **তব**—তোমার; **ইতি**—এইভাবে; **অভিহিতে**—বলা হলে; **স্ময়ন্তী**—ঈষৎ হেসে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

জ্যামঘ অপুত্রক ছিলেন, তবুও তাঁর পত্নী শৈব্যার ভয়ে তিনি অন্য কোন ভার্যা গ্রহণ করতে পারেননি। জ্যামঘ একসময় তাঁর শত্রুগৃহ থেকে উপভোগের জন্য একটি কন্যাকে নিয়ে আসছিলেন, কিন্তু শৈব্যা তাকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পতিকে বললেন, "হে বঞ্চক! রথে আমার উপবেশন স্থানে উপবিষ্ট এই কন্যাটি কে?" জ্যামঘ তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "এই কন্যাটি তোমার পুত্রবধূ হবে।" সেই পরিহাস বাক্য শ্রবণ করে শৈব্যা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

অহং বন্ধ্যাসপত্নী চ স্নুষা মে যুজ্যতে কথম্ ।
জনয়িষ্যসি যং রাজ্ঞি তস্যেয়মুপযুজ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অহম্—আমি; **বন্ধ্যা**—বন্ধ্যা; **অসপত্নী**—আমার কোন সপত্নীও নেই; **চ**—ও; **স্নুষা**—পুত্রবধূ, **মে**—আমার; **যুজ্যতে**—হতে পারে; **কথম্**—কিভাবে; **জনয়িষ্যসি**—তুমি জন্মদান করবে; **যম্**—যেই পুত্র; **রাজ্ঞি**—হে রাজ্ঞী; **তস্য**—তার জন্য; **ইয়ম্**—এই কন্যা; **উপযুজ্যতে**—উপযুক্ত হবে।

অনুবাদ

শৈব্যা বলেছিলেন, "আমি বন্ধ্যা এবং আমার কোন সপত্নীও নেই। অতএব এই কন্যা আমার পুত্রবধূ হবে কি করে? বল দেখি?" জ্যামঘ উত্তর দিয়েছিলেন, "হে রাজ্ঞী! তুমি যে পুত্র প্রসব করবে, এই কন্যা সেই পুত্রের পুত্রবধূ হবে।"

শ্লোক ৩৮

অন্বমোদন্ত তদ্বিশ্বেদেবাঃ পিতর এব চ ।
শৈব্যা গর্ভমধাৎ কালে কুমারং সুষুবে শুভম্ ।
স বিদর্ভ ইতি প্রোক্ত উপযেমে স্নুষাং সতীম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বমোদন্ত—গ্রহণ করেছিলেন; **তৎ**—তাঁর পুত্র হবে বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন; **বিশ্বেদেবাঃ**—বিশ্বদেবগণ; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **শৈব্যা**—জ্যামঘের পত্নী; **গর্ভম্**—গর্ভ; **অধাৎ**—ধারণ করেছিলেন; **কালে**—

যথাসময়ে; **কুমারম্**—একটি পুত্র; **সুষুবে**—প্রসব করেছিলেন; **শুভম্**—অতি মঙ্গলময়; **সঃ**—সেই পুত্র; **বিদর্ভঃ**—বিদর্ভ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রোক্তঃ**—বিখ্যাত ছিলেন; **উপযেমে**—পরবর্তীকালে বিবাহ করেছিলেন; **স্নুষাম্**—যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল; **সতীম্**—অত্যন্ত পবিত্র কন্যা।

অনুবাদ

জ্যামঘ বহুকাল পূর্বে দেবতা এবং পিতৃদের আরাধনা করে তাঁদের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এখন তাঁদের কৃপায় জ্যামঘের বাক্য সত্যে পরিণত হয়েছিল। শৈব্যা বন্ধ্যা হলেও দেবতাদের কৃপায় তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং যথাসময়ে বিদর্ভ নামক এক পুত্র প্রসব করেছিলেন। সেই শিশুটির জন্মের পূর্বে যে কন্যাটিকে পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, সেই সৎস্বভাবা কন্যাটিকে বিদর্ভ বিবাহ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'যযাতির পুত্রদের বংশ বিবরণ' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

বিদর্ভের কুশ, ক্রথ এবং রোমপাদ নামক তিন পুত্র। এই তিনের মধ্যে রোমপাদ থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বভ্রু, কৃতি, উশিক, চেদি এবং চৈদ্য আদি নৃপতিদের উৎপত্তি হয়। বিদর্ভের পুত্র ক্রথের কুন্তি নামক পুত্র থেকে বৃষ্ণি, নির্বৃতি, দশার্হ, ব্যোম, জীমূত, বিকৃতি, ভীমরথ, নবরথ, দশরথ, শকুনি, করম্ভি, দেবরাত, দেবক্ষত্র, মধু, কুরুবশ, অনু, পুরুহোত্র, অয়ু এবং সাত্বতের জন্ম হয়। সাত্বতের সাত পুত্রের অন্যতম দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। সাত্বতের অন্য আর এক পুত্র মহাভোজ থেকে ভোজবংশের উৎপত্তি হয়। সাত্বতের আর এক পুত্র বৃষ্ণির যুধাজিৎ নামক পুত্র থেকে অনমিত্র ও শিনির জন্ম হয়, অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন এবং অপর এক শিনি। শিনি থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সত্যক, যুযুধান, জয়, কুণি ও যুগন্ধরের জন্ম হয়। অনমিত্রের বৃষ্ণি নামক আর এক পুত্র ছিল। বৃষ্ণি থেকে শ্বফল্ক এবং শ্বফল্ক থেকে অক্রূর ও অন্য বারোটি পুত্রের জন্ম হয়। অক্রূরের দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র ছিল। কুকুর নামক অন্ধকের পুত্র থেকে বংশ-পরম্পরাক্রমে বহ্নি, বিলোমা, কপোতরোমা, অনু, অন্ধক, দুন্দুভি, অবিদ্যোত, পুনর্বসু এবং আহুকের জন্ম হয়। আহুকের দেবক এবং উগ্রসেন নামক দুই পুত্র। দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব এবং দেববর্ধন নামক চারটি পুত্র এবং ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সাতটি কন্যার জন্ম হয়। বসুদেব দেবকের সেই সাতটি কন্যাকেই বিবাহ করেন। উগ্রসেনের কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি ও তুষ্টিমান্ নামক নয় পুত্র এবং কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ এবং রাষ্ট্রপালিকা নাম্নী পাঁচটি কন্যা ছিল। বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা উগ্রসেনের সেই কন্যাদের সকলকে বিবাহ করেন।

চিত্ররথের পুত্র বিদূরথের শূর নামক এক পুত্র ছিল। শূরের দশটি পুত্রের মধ্যে বসুদেব ছিলেন মুখ্য। শূর তাঁর পাঁচটি কন্যার মধ্যে পৃথা নাম্নী কন্যাকে তাঁর সখা কুন্তিকে প্রদান করেন, তাই পৃথার আর একটি নাম হয় কুন্তী। তিনি কুমারী অবস্থায় কর্ণ নামক এক পুত্র প্রসব করেছিলেন, কিন্তু পরে পাণ্ডু সেই কুন্তীর পাণিগ্রহণ করেন।

বৃদ্ধশর্মা বিবাহ করেন শূরের কন্যা শ্রুতদেবাকে, এবং তাঁর গর্ভে দন্তবক্রের জন্ম হয়। ধৃষ্টকেতু বিবাহ করেন শূরের কন্যা শ্রুতকীর্তিকে এবং তাঁর পাঁচটি পুত্র হয়। শূরের কন্যা রাজাধিদেবীকে জয়সেন বিবাহ করেন এবং চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেন। শ্রুতশ্রবার গর্ভে শিশুপালের জন্ম হয়।

দেবভাগের পত্নী কংসার গর্ভে চিত্রকেতু এবং বৃহদ্বলের জন্ম হয়। দেবশ্রবার পত্নী কংসাবতীর গর্ভে সুবীর এবং ইষুমানের জন্ম হয়। কঙ্কের ঔরসে কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ এবং পুরুজিতের জন্ম হয়। সৃঞ্জয় থেকে রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ এবং দুর্মর্ষণের জন্ম হয়। শ্যামক থেকে শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ এবং হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। বৎসক থেকে মিশ্রকেশীর গর্ভে বৃকের জন্ম হয়। বৃকের তক্ষ, পুষ্কর এবং শাল এই তিন পুত্র। সমীক থেকে সুমিত্র এবং অর্জুনপালের জন্ম হয়। আনক থেকে ঋতধামা এবং জয়ের জন্ম হয়।

বসুদেবের অনেক পত্নীর মধ্যে দেবকী এবং রোহিণী ছিলেন প্রধানা। রোহিণীর গর্ভে বলদেবের জন্ম হয়, আর তা ছাড়া গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃত আদি পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের অন্যান্য অনেক পত্নীর অনেক সন্তান-সন্ততি হয়েছিল। তাঁর দেবকী নাম্নী পত্নীর গর্ভে ভগবান অষ্টম পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে অসুরদের ভার থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেন। ভগবান বাসুদেবের মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তস্যাং বিদর্ভোঽজনয়ৎ পুত্রৌ নাম্না কুশক্রথৌ ।
তৃতীয়ং রোমপাদং চ বিদর্ভকুলনন্দনম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্যাম্**—সেই কন্যাতে; **বিদর্ভঃ**—শৈব্যার বিদর্ভ নামক পুত্র; **অজনয়ৎ**—জন্মদান করেছিলেন; **পুত্রৌ**—দুই পুত্র; **নাম্না**—নামক; **কুশ-ক্রথৌ**—কুশ এবং ক্রথ; **তৃতীয়ম্**—এবং তৃতীয় পুত্র; **রোমপাদম্ চ**—রোমপাদ ও; **বিদর্ভ-কুল-নন্দনম্**—বিদর্ভ-বংশের প্রিয়।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বিদর্ভ তাঁর পিতা কর্তৃক পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকৃত কন্যার গর্ভে কুশ, ক্রথ এবং রোমপাদ নামক তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। রোমপাদ বিদর্ভকুলের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

শ্লোক ২

রোমপাদসুতো বভ্রুর্বভ্রোঃ কৃতিরজায়ত ।
উশিকস্তৎসুতস্তস্মাচ্চেদিশ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ॥ ২ ॥

রোমপাদ-সুতঃ—রোমপাদের পুত্র; **বভ্রুঃ**—বভ্রু; **বভ্রোঃ**—বভ্রু থেকে; **কৃতিঃ**—কৃতি; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **উশিকঃ**—উশিক; **তৎ-সুতঃ**—কৃতির পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর (উশিক) থেকে; **চেদিঃ**—চেদি; **চৈদ্য**—চৈদ্য (দমঘোষ); **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য; **নৃপাঃ**—নৃপতিগণ।

অনুবাদ

রোমপাদের পুত্র বভ্রু। বভ্রু থেকে কৃতি নামক পুত্রের জন্ম হয়। কৃতির পুত্র উশিক এবং উশিকের পুত্র চেদি। চেদি থেকে চৈদ্যাদি নৃপতিদের জন্ম হয়।

শ্লোক ৩-৪

ক্রথস্য কুন্তিঃ পুত্রোঽভূদ্ বৃষ্ণিস্তস্যাথ নির্বৃতিঃ ।
ততো দশার্হো নাম্নাভূৎ তস্য ব্যোমঃ সুতস্ততঃ ॥ ৩ ॥
জীমূতো বিকৃতিস্তস্য যস্য ভীমরথঃ সুতঃ ।
ততো নবরথঃ পুত্রো জাতো দশরথস্ততঃ ॥ ৪ ॥

ক্রথস্য—ক্রথের; **কুন্তিঃ**—কুন্তি; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **বৃষ্ণিঃ**—বৃষ্ণি; **তস্য**—তাঁর; **অথ**—তারপর; **নির্বৃতিঃ**—নির্বৃতি; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **দশার্হঃ**—দশার্হ; **নাম্না**—নামক; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তস্য**—তাঁর; **ব্যোমঃ**—ব্যোম ; **সুতঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **জীমূতঃ**—জীমূত; **বিকৃতিঃ**—বিকৃতি; **তস্য**—তাঁর (জীমূতের পুত্র); **যস্য**—যাঁর (বিকৃতির); **ভীমরথঃ**—ভীমরথ; **সুতঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তাঁর (ভীমরথ) থেকে; **নবরথঃ**—নবরথ; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **দশরথঃ**—দশরথ; **ততঃ**—তাঁর থেকে।

অনুবাদ

ক্রথের পুত্র কুন্তি; কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি; বৃষ্ণির পুত্র নির্বৃতি, এবং নির্বৃতির পুত্র দশার্হ। দশার্হ থেকে ব্যোম; ব্যোম থেকে জীমূত; জীমূত থেকে বিকৃতি; বিকৃতি থেকে ভীমরথ; ভীমরথ থেকে নবরথ; এবং নবরথ থেকে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৫

করম্ভিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্তদাত্মজঃ ।
দেবক্ষত্রস্ততস্তস্য মধুঃ কুরুবশাদনুঃ ॥ ৫ ॥

করম্ভিঃ—করম্ভি; **শকুনেঃ**—শকুনি থেকে; **পুত্রঃ**—পুত্র; **দেবরাতঃ**—দেবরাত; **তৎ-আত্মজঃ**—তাঁর (করম্ভির) পুত্র; **দেবক্ষত্রঃ**—দেবক্ষত্র; **ততঃ**—তারপর; **তস্য**—তাঁর (দেবক্ষত্রের); **মধুঃ**—মধু; **কুরুবশাৎ**—মধুর পুত্র কুরুবশ থেকে; **অনুঃ**—অনু।

অনুবাদ

দশরথ থেকে শকুনির জন্ম হয়, এবং শকুনির পুত্র করম্ভি। করম্ভির পুত্র দেবরাত এবং দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের পুত্র মধু এবং তাঁর পুত্র কুরুবশ। কুরুবশ থেকে অনু নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৬-৮

পুরুহোত্রস্ত্বনোঃ পুত্রস্তস্যায়ুঃ সাত্বতস্ততঃ ।
ভজমানো ভজির্দিব্যো বৃষ্ণির্দেবাবৃধোঽন্ধকঃ ॥ ৬ ॥
সাত্বতস্য সুতাঃ সপ্ত মহাভোজশ্চ মারিষ ।
ভজমানস্য নিম্লোচিঃ কিঙ্কণো ধৃষ্টিরেব চ ॥ ৭ ॥
একস্যামাত্মজাঃ পত্ন্যামন্যস্যাং চ ত্রয়ঃ সুতাঃ ।
শতাজিচ্চ সহস্রাজিদযুতাজিদিতি প্রভো ॥ ৮ ॥

পুরুহোত্রঃ—পুরুহোত্র; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অনোঃ**—অনুর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর (পুরুহোত্রের); **অয়ুঃ**—অয়ু; **সাত্বতঃ**—সাত্বত; **ততঃ**—তাঁর (অয়ু) থেকে; **ভজমানঃ**—ভজমান; **ভজিঃ**—ভজি; **দিব্যঃ**—দিব্য; **বৃষ্ণিঃ**—বৃষ্ণি; **দেবাবৃধঃ**—দেবাবৃধ; **অন্ধকঃ**—অন্ধক; **সাত্বতস্য**—সাত্বতের; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **সপ্ত**—সাত; **মহাভোজঃ চ**—এবং মহাভোজ; **মারিষ**—হে মহারাজ; **ভজমানস্য**—ভজমানের; **নিম্লোচিঃ**—নিম্লোচি; **কিঙ্কণঃ**—কিঙ্কণ; **ধৃষ্টিঃ**—ধৃষ্টি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **একস্যাম্**—তাঁর এক পত্নী থেকে জাত; **আত্মজাঃ**—পুত্রগণ; **পত্ন্যাম্**—পত্নীর দ্বারা; **অন্যস্যাম্**—অন্য; **চ**—ও; **ত্রয়ঃ**—তিন; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **শতাজিৎ**—শতাজিৎ; **চ**—ও; **সহস্রাজিৎ**—সহস্রাজিৎ; **অযুতাজিৎ**—অযুতাজিৎ; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রভো**—হে রাজন্।

অনুবাদ

অনুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের পুত্র অয়ু, এবং অয়ুর পুত্র সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। হে মহান আর্য নৃপতি! সাত্বতের ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক, এবং মহাভোজ নামক সাতটি পুত্র ছিল। ভজমানের এক পত্নীর গর্ভে নিম্লোচি, কিঙ্কণ এবং ধৃষ্টি—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়, এবং অপর পত্নীর গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৯

বভ্রুর্দেবাবৃধসুতস্তয়োঃ শ্লোকৌ পঠন্ত্যমূ ।
যথৈব শৃণুমো দূরাৎ সম্পশ্যামস্তথান্তিকাৎ ॥ ৯ ॥

বভ্রুঃ—বভ্রু; **দেবাবৃধ**—দেবাবৃধের; **সুতঃ**—পুত্র; **তয়োঃ**—তাঁদের; **শ্লোকৌ**—দুটি শ্লোক; **পঠন্তি**—বৃদ্ধগণ কীর্তন করেন; **অমূ**—সেগুলি; **যথা**—যেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শৃণুমঃ**—আমরা শুনেছি; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **সম্পশ্যামঃ**—প্রকৃতপক্ষে দর্শন করছি; **তথা**—তেমনই; **অন্তিকাৎ**—বর্তমানেও।

অনুবাদ

দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। দেবাবৃধ এবং বভ্রুর মাহাত্ম্যসূচক দুটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে, যেগুলি আমাদের পূর্বপুরুষগণ কীর্তন করেছেন, এবং দূর থেকে আমরাও শ্রবণ করেছি। এমন কি, এখনও তাঁদের মাহাত্ম্যসূচক সেই শ্লোকগুলি আমরা শ্রবণ করি (কারণ পূর্বে আমরা যা শ্রবণ করেছি তা এখনও কীর্তিত হচ্ছে)।

শ্লোক ১০-১১

বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ ।
পুরুষাঃ পঞ্চষষ্টিশ্চ ষট্ সহস্রাণি চাষ্ট চ ॥ ১০ ॥
যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি ।
মহাভোজোঽতিধর্মাত্মা ভোজা আসংস্তদন্বয়ে ॥ ১১ ॥

বভ্রুঃ—রাজা বভ্রু; **শ্রেষ্ঠঃ**—সমস্ত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **মনুষ্যাণাম্**—সমস্ত মানুষদের মধ্যে; **দেবৈঃ**—দেবতাগণ সহ; **দেবাবৃধঃ**—রাজা দেবাবৃধ; **সমঃ**—

সমতুল্য; **পুরুষাঃ**—পুরুষগণ; **পঞ্চ-ষষ্টিঃ**—পঁয়ষট্টি; **চ**—ও; **ষট্-সহস্রাণি**—ছয় হাজার; **চ**—ও; **অষ্ট**—আট হাজার; **চ**—ও; **যে**—যাঁরা; **অমৃতত্বম্**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত; **অনুপ্রাপ্তাঃ**—লাভ করেছিলেন; **বভ্রোঃ**—বভ্রুর সঙ্গ প্রভাবে; **দেবাবৃধাৎ**—এবং দেবাবৃধের সঙ্গ প্রভাবে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **মহাভোজঃ**—রাজা মহাভোজ; **অতি-ধর্মাত্মা**—অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ; **ভোজাঃ**—ভোজ নামক রাজাগণ; **আসন্**—ছিলেন; **তৎ-অন্বয়ে**—তাঁর (মহাভোজের) বংশে।

অনুবাদ

"অতএব মানুষদের মধ্যে বভ্রু শ্রেষ্ঠ, এবং দেবাবৃধ দেবতাদের সমতুল্য। বভ্রু এবং দেবাবৃধের সঙ্গ প্রভাবে তাঁদের বংশের চোদ্দ হাজার পঁয়ষট্টি পুরুষ মুক্তিলাভ করেছিলেন।" অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ রাজা মহাভোজের বংশে ভোজ রাজাগণ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ১২

বৃষ্ণেঃ সুমিত্রঃ পুত্রোঽভূদ্ যুধাজিচ্চ পরন্তপ ।
শিনিস্তস্যানমিত্রশ্চ নিঘ্নোঽভূদনমিত্রতঃ ॥ ১২ ॥

বৃষ্ণেঃ—সাত্বতের পুত্র বৃষ্ণির; **সুমিত্রঃ**—সুমিত্র; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **যুধাজিৎ**—যুধাজিৎ; **চ**—ও; **পরন্তপ**—হে শত্রুদমনকারী রাজা; **শিনিঃ**—শিনি; **তস্য**—তাঁর; **অনমিত্রঃ**—অনমিত্র; **চ**—এবং; **নিঘ্নঃ**—নিঘ্ন; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **অনমিত্রতঃ**—অনমিত্র থেকে।

অনুবাদ

হে পরন্তপ মহারাজ পরীক্ষিৎ! বৃষ্ণির পুত্র সুমিত্র এবং যুধাজিৎ। যুধাজিৎ থেকে শিনি এবং অনমিত্রের জন্ম হয়, এবং অনমিত্র থেকে নিঘ্ন নামক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৩

সত্রাজিতঃ প্রসেনশ্চ নিঘ্নস্যাথাসতুঃ সুতৌ ।
অনমিত্রসুতো যোঽন্যঃ শিনিস্তস্য চ সত্যকঃ ॥ ১৩ ॥

সত্রাজিতঃ—সত্রাজিৎ; **প্রসেনঃ চ**—এবং প্রসেন; **নিঘ্নস্য**—নিঘ্নের পুত্র; **অথ**—এইভাবে; **অসতুঃ**—ছিল; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **অনমিত্র-সুতঃ**—অনমিত্রের পুত্র; **যঃ**—যিনি; **অন্যঃ**—আর এক; **শিনিঃ**—শিনি; **তস্য**—তাঁর; **চ**—ও; **সত্যকঃ**—সত্যক নামক পুত্র।

অনুবাদ

নিঘ্নের দুই পুত্র সত্রাজিৎ এবং প্রসেন। অনমিত্রের শিনি নামক যে অন্য এক পুত্র ছিল, তাঁর পুত্র সত্যক।

শ্লোক ১৪

যুযুধানঃ সাত্যকির্বৈ জয়স্তস্য কুণিস্ততঃ ।
যুগন্ধরোঽনমিত্রস্য বৃষ্ণিঃ পুত্রোঽপরস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

যুযুধানঃ—যুযুধান; **সাত্যকিঃ**—সত্যকের পুত্র; **বৈঃ**—বস্তুতপক্ষে; **জয়ঃ**—জয়; **তস্য**—তাঁর (যুযুধানের); **কুণিঃ**—কুণি; **ততঃ**—তাঁর (জয়) থেকে; **যুগন্ধরঃ**—যুগন্ধর; **অনমিত্রস্য**—অনমিত্রের পুত্র; **বৃষ্ণিঃ**—বৃষ্ণি; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **অপরঃ**—অন্য; **ততঃ**—তাঁর থেকে।

অনুবাদ

সত্যকের পুত্র যুযুধান এবং যুযুধানের পুত্র জয়। জয় থেকে কুণি নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং কুণির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের অন্য এক পুত্র বৃষ্ণি।

শ্লোক ১৫

শ্বফল্কশ্চিত্ররথশ্চ গান্দিন্যাং চ শ্বফল্কতঃ ।
অক্রূরপ্রমুখা আসন্ পুত্রা দ্বাদশ বিশ্রুতাঃ ॥ ১৫ ॥

শ্বফল্কঃ—শফল্ক; **চিত্ররথঃ চ**—এবং চিত্ররথ; **গান্দিন্যাম্**—গান্দিনী নামক পত্নী থেকে; **চ**—এবং; **শ্বফল্কতঃ**—শ্বফল্ক থেকে; **অক্রূর**—অক্রূর; **প্রমুখাঃ**—প্রমুখ; **আসন্**—ছিলেন; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **দ্বাদশ**—বারোটি; **বিশ্রুতাঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

বৃষ্ণি থেকে শ্বফল্ক এবং চিত্ররথ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। শ্বফল্কের পত্নী গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। অক্রূর ছিলেন জ্যেষ্ঠ, তা ছাড়া আরও বারোজন বিখ্যাত পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৬-১৮

আসঙ্গঃ সারমেয়শ্চ মৃদুরো মৃদুবিদ্ গিরিঃ ।
ধর্মবৃদ্ধঃ সুকর্মা চ ক্ষেত্রোপেক্ষোঽরিমর্দনঃ ॥ ১৬ ॥
শত্রুঘ্নো গন্ধমাদশ্চ প্রতিবাহুশ্চ দ্বাদশ ।
তেষাং স্বসা সুচারাখ্যা দ্বাবক্রূরসুতাবপি ॥ ১৭ ॥
দেববানুপদেবশ্চ তথা চিত্ররথাত্মজাঃ ।
পৃথুর্বিদূরথাদ্যাশ্চ বহবো বৃষ্ণিনন্দনাঃ ॥ ১৮ ॥

আসঙ্গঃ—আসঙ্গ; **সারমেয়ঃ**—সারমেয়; **চ**—ও; **মৃদুরঃ**—মৃদুর; **মৃদুবিৎ**—মৃদুবিৎ; **গিরিঃ**—গিরি; **ধর্মবৃদ্ধঃ**—ধর্মবৃদ্ধ; **সুকর্মা**—সুকর্মা; **চ**—ও; **ক্ষেত্রোপেক্ষঃ**—ক্ষেত্রোপেক্ষ; **অরিমর্দনঃ**—অরিমর্দন; **শত্রুঘ্নঃ**—শত্রুঘ্ন; **গন্ধমাদঃ**—গন্ধমাদ; **চ**—এবং; **প্রতিবাহুঃ**—প্রতিবাহু; **চ**—এবং; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **তেষাম্**—তাঁদের; **স্বসা**—ভগ্নী; **সুচারা**—সুচারা; **আখ্যা**—বিখ্যাত; **দ্বৌ**—দুই; **অক্রূরঃ**—অক্রূরের; **সুতৌ**—পুত্র; **অপি**—ও; **দেববান্**—দেববান্; **উপদেবঃ চ**—এবং উপদেব; **তথা**—তারপর; **চিত্ররথ-আত্মজাঃ**—চিত্ররথের পুত্রগণ; **পৃথুঃ বিদূরথ**—পৃথু এবং বিদূরথ; **আদ্যাঃ**—আদি; **চ**—ও; **বহবঃ**—বহু; **বৃষ্ণি-নন্দনাঃ**—বৃষ্ণির পুত্রগণ।

অনুবাদ

এই বারোজন পুত্রের নাম আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুবিৎ, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, সুকর্মা, ক্ষেত্রোপেক্ষ, অরিমর্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ এবং প্রতিবাহু। এই দ্বাদশ পুত্রের সুচারা নাম্নী এক ভগ্নী ছিল। অক্রূরের দেববান্ এবং উপদেব এই দুই পুত্র। চিত্ররথের পৃথু, বিদূরথ প্রভৃতি বহু পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই বৃষ্ণিকুলনন্দন নামে বিখ্যাত হন।

শ্লোক ১৯

কুকুরো ভজমানশ্চ শুচিঃ কম্বলবর্হিষঃ ।
কুকুরস্য সুতো বহ্নির্বিলোমা তনয়স্ততঃ ॥ ১৯ ॥

কুকুরঃ—কুকুর; **ভজমানঃ**—ভজমান; **চ**—ও; **শুচিঃ**—শুচি; **কম্বলবর্হিষঃ**—কম্বলবর্হিষ; **কুকুরস্য**—কুকুরের; **সুতঃ**—পুত্র; **বহ্নিঃ**—বহ্নি; **বিলোমা**—বিলোমা; **তনয়ঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তাঁর (বহ্নি) থেকে।

অনুবাদ

অন্ধকের চার পুত্র—কুকুর, ভজমান, শুচি এবং কম্বলবর্হিষ। কুকুরের পুত্র বহ্নি এবং বহ্নির পুত্র বিলোমা।

শ্লোক ২০

কপোতরোমা তস্যানুঃ সখা যস্য চ তুম্বুরুঃ ।
অন্ধকাদ্ দুন্দুভিস্তস্মাদবিদ্যোতঃ পুনর্বসুঃ ॥ ২০ ॥

কপোতরোমা—কপোতরোমা; **তস্য**—তাঁর (পুত্র); **অনুঃ**—অনু; **সখা**—সখা; **যস্য**—যাঁর; **চ**—ও; **তুম্বুরুঃ**—তুম্বুরু; **অন্ধকাৎ**—অনুর পুত্র অন্ধক থেকে; **দুন্দুভিঃ**—দুন্দুভি নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর (দুন্দুভি) থেকে; **অবিদ্যোতঃ**—অবিদ্যোত নামক এক পুত্র; **পুনর্বসুঃ**—পুনর্বসু নামক এক পুত্র।

অনুবাদ

বিলোমার পুত্র কপোতরোমা, এবং তাঁর পুত্র অনু। তুম্বুরু এই অনুর সখা ছিলেন। অনু থেকে অন্ধকের জন্ম হয়; অন্ধক থেকে দুন্দুভি, এবং দুন্দুভি থেকে অবিদ্যোতের জন্ম হয়। অবিদ্যোতের পুত্র পুনর্বসু।

শ্লোক ২১-২৩

তস্যাহুকশ্চাহুকী চ কন্যা চৈবাহুকাত্মজৌ ।
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকাত্মজাঃ ॥ ২১ ॥

দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেববর্ধনঃ ।
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ ॥ ২২ ॥
শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা ।
সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ ॥ ২৩ ॥

তস্য—তাঁর (পুনর্বসু) থেকে; **আহুকঃ**—আহুক; **চ**—এবং; **আহুকী**—আহুকী; **চ**—ও; **কন্যা**—কন্যা; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আহুক**—আহুকের; **আত্মজৌ**—দুই পুত্র; **দেবকঃ**—দেবক; **চ**—এবং; **উগ্রসেনঃ**—উগ্রসেন; **চ**—ও; **চত্বারঃ**—চার; **দেবক-আত্মজাঃ**—দেবকের পুত্রগণ; **দেববান্**—দেববান্; **উপদেবঃ**—উপদেব; **চ**—এবং; **সুদেবঃ**—সুদেব; **দেববর্ধনঃ**—দেববর্ধন; **তেষাম্**—তাঁদের সকলের মধ্যে; **স্বসারঃ**—কন্যা; **সপ্ত**—সাত; **আসন্**—ছিল; **ধৃতদেবা-আদয়ঃ**—ধৃতদেবা আদি; **নৃপ**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **শান্তিদেবা**—শান্তিদেবা; **উপদেবা**—উপদেবা; **চ**—ও; **শ্রীদেবা**—শ্রীদেবা; **দেবরক্ষিতা**—দেবরক্ষিতা; **সহদেবা**—সহদেবা; **দেবকী**—দেবকী; **চ**—এবং; **বসুদেবঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **তাঃ**—তাঁদের।

অনুবাদ

পুনর্বসুর আহুক এবং আহুকী নামক একটি পুত্র ও কন্যা ছিল। আহুকের দুই পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের চারপুত্র—দেববান্, উপদেব, সুদেব এবং দেববর্ধন। তাঁর শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী এবং ধৃতদেবা নামক সাতটি কন্যাও ছিল। তাঁদের মধ্যে ধৃতদেবা ছিলেন জ্যেষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব সেই ভগ্নীদের বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

কংসঃ সুনামা ন্যগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সুহূস্তথা ।
রাষ্ট্রপালোঽথ ধৃষ্টিশ্চ তুষ্টিমানৌগ্রসেনয়ঃ ॥ ২৪ ॥

কংসঃ—কংস; **সুনামা**—সুনামা; **ন্যগ্রোধঃ**—ন্যগ্রোধ; **কঙ্কঃ**—কঙ্ক; **শঙ্কুঃ**—শঙ্কু; **সুহূঃ**—সুহূ; **তথা**—ও; **রাষ্ট্রপালঃ**—রাষ্ট্রপাল; **অথ**—তারপর; **ধৃষ্টিঃ**—ধৃষ্টি; **চ**—ও; **তুষ্টিমান্**—তুষ্টিমান্; **ঔগ্রসেনয়ঃ**—উগ্রসেনার পুত্রগণ।

অনুবাদ

কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি এবং তুষ্টিমান্ উগ্রসেনের পুত্র।

শ্লোক ২৫

কংসা কংসবতী কঙ্কা শূরভূ রাষ্ট্রপালিকা ।
উগ্রসেনদুহিতরো বসুদেবানুজস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

কংসা—কংসা; **কংসবতী**—কংসবতী; **কঙ্কা**—কঙ্কা; **শূরভূ**—শূরভূ; **রাষ্ট্রপালিকা**—রাষ্ট্রপালিকা; **উগ্রসেন-দুহিতরঃ**—উগ্রসেনের কন্যা; **বসুদেব-অনুজ**—বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের; **স্ত্রিয়ঃ**—পত্নীগণ।

অনুবাদ

কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ এবং রাষ্ট্রপালিকা—এঁরা উগ্রসেনের কন্যা। বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁদের বিবাহ করেন।

শ্লোক ২৬

শূরো বিদূরথাদাসীদ্ ভজমানস্তু তৎসুতঃ ।
শিনিস্তস্মাৎ স্বয়ম্ভোজো হৃদিকস্তৎসুতো মতঃ ॥ ২৬ ॥

শূরঃ—শূর; **বিদূরথাৎ**—চিত্ররথের পুত্র বিদূরথ থেকে; **আসীৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ভজমানঃ**—ভজমান; **তু**—এবং; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর (শূরের) পুত্র; **শিনিঃ**—শিনি; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভোজঃ**—বিখ্যাত ভোজরাজ; **হৃদিকঃ**—হৃদিক; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর (ভোজরাজের) পুত্র; **মতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

চিত্ররথের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র শূর এবং শূরের পুত্র ভজমান। ভজমানের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র ভোজ এবং ভোজের পুত্র হৃদিক।

শ্লোক ২৭

দেবমীঢ়ঃ শতধনুঃ কৃতবর্মেতি তৎসুতাঃ ।
দেবমীঢ়স্য শূরস্য মারিষা নাম পত্ন্যভূৎ ॥ ২৭ ॥

দেবমীঢ়ঃ—দেবমীঢ়; **শতধনুঃ**—শতধনু; **কৃতবর্মা**—কৃতবর্মা; **ইতি**—এই প্রকার; **তৎ-সুতাঃ**—তাঁর (হৃদিকের) পুত্রগণ; **দেবমীঢ়স্য**—দেবমীঢ়ের; **শূরস্য**—শূরের; **মারিষা**—মারিষা; **নাম**—নাম্নী; **পত্নী**—পত্নী; **অভূৎ**—ছিল।

অনুবাদ

হৃদিকের তিন পুত্র—দেবমীঢ়, শতধনু এবং কৃতবর্মা। দেবমীঢ়ের পুত্র শূর, শূরের মারিষা নাম্নী এক পত্নী ছিল।

শ্লোক ২৮-৩১

তস্যাং স জনয়ামাস দশ পুত্রানকল্মষান্ ।
বসুদেবং দেবভাগং দেবশ্রবসমানকম্ ॥ ২৮ ॥
সৃঞ্জয়ং শ্যামকং কঙ্কং শমীকং বৎসকং বৃকম্ ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুরানকা যস্য জন্মনি ॥ ২৯ ॥
বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্ ।
পৃথা চ শ্রুতদেবা চ শ্রুতকীর্তিঃ শ্রুতশ্রবাঃ ॥ ৩০ ॥
রাজাধিদেবী চৈতেষাং ভগিন্যঃ পঞ্চ কন্যকাঃ ।
কুন্তেঃ সখ্যুঃ পিতা শূরো হ্যপুত্রস্য পৃথামদাৎ ॥ ৩১ ॥

তস্যাম্—তাঁর (মারিষার); **সঃ**—তিনি (শূর); **জনয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **দশ**—দশ; **পুত্রান্**—পুত্র; **অকল্মষান্**—নিষ্পাপ; **বসুদেবম্**—বসুদেব; **দেবভাগম্**—দেবভাগ; **দেবশ্রবসম্**—দেবশ্রবা; **আনকম্**—আনক; **সৃঞ্জয়ম্**—সৃঞ্জয়; **শ্যামকম্**—শ্যামক; **কঙ্কম্**—কঙ্ক; **শমীকম্**—শমীক; **বৎসকম্**—বৎসক; **বৃকম্**—বৃক; **দেব-দুন্দভয়ঃ**—দেবতাদের দুন্দুভি; **নেদুঃ**—বাজিয়েছিলেন; **আনকাঃ**—এক প্রকার ঢাক; **যস্য**—যাঁর; **জন্মনি**—জন্মের সময়; **বসুদেবম্**—বসুদেবকে; **হরেঃ**—ভগবানের; **স্থানম্**—সেই স্থান; **বদন্তি**—বলা হয়; **আনক-দুন্দুভিম্**—আনকদুন্দুভি; **পৃথা**—পৃথা; **চ**—এবং; **শ্রুতদেবা**—শ্রুতদেবা; **চ**—ও; **শ্রুতকীর্তিঃ**—শ্রুতকীর্তি; **শ্রুতশ্রবাঃ**—শ্রুতশ্রবা; **রাজাধিদেবী**—রাজাধিদেবী; **চ**—ও; **এতেষাম্**—এঁদের সকলের; **ভগিন্যঃ**—ভগিনীগণ; **পঞ্চ**—পাঁচ; **কন্যকাঃ**—(শূরের) কন্যা; **কুন্তেঃ**—কুন্তির; **সখ্যুঃ**—সখা; **পিতা**—পিতা; **শূরঃ**—শূর; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপুত্রস্য**—অপুত্রক (কুন্তির); **পৃথাম্**—পৃথাকে; **অদাৎ**—দান করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা শূর তাঁর পত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক এবং বৃক—এই দশটি নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন। বসুদেবের জন্মের সময় দেবতারা আনক এবং দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উপযুক্ত স্থান বসুদেব আনকদুন্দুভি নামেও অভিহিত হন। মহারাজ শূরের পাঁচ কন্যা—পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রবা এবং রাজাধিদেবী। শূর তাঁর অপুত্রক সখা কুন্তিকে পৃথানাম্নী কন্যা দান করেছিলেন, এবং তাই পৃথার আর এক নাম কুন্তী।

শ্লোক ৩২

সাপ দুর্বাসসো বিদ্যাং দেবহূতীং প্রতোষিতাৎ।
তস্যা বীর্যপরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিঃ ॥ ৩২ ॥

সা—তিনি (কুন্তী বা পৃথা); **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **দুর্বাসসঃ**—ঋষি দুর্বাসার থেকে; **বিদ্যাম্**—অলৌকিক শক্তি; **দেব-হূতীম্**—যে কোন দেবতাকে আহ্বান করার; **প্রতোষিতাৎ**—প্রসন্ন হয়ে; **তস্যাঃ**—সেই অলৌকিক শক্তির দ্বারা; **বীর্য**—প্রভাব; **পরীক্ষ-অর্থম্**—পরীক্ষা করার জন্য; **আজুহাব**—আহ্বান করেছিলেন; **রবিম্**—সূর্যদেবকে; **শুচিঃ**—পবিত্র (পৃথা)।

অনুবাদ

একসময় দুর্বাসা পৃথার পিতা কুন্তির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, এবং পৃথা তখন পরিচর্যার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, যে কোন দেবতাকে আহ্বান করার এক অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পরম পবিত্রা কুন্তী সূর্যদেবকে আহ্বান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

তদৈবোপাগতং দেবং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসা।
প্রত্যয়ার্থং প্রযুক্তা মে যাহি দেব ক্ষমস্ব মে ॥ ৩৩ ॥

তদা—তখন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উপাগতম্**—(তাঁর সম্মুখে) উপস্থিত হয়েছিলেন; **দেবম্**—সূর্যদেবকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিত-মানসা**—অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন;

প্রত্যয়-অর্থম্—মন্ত্রের প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য; **প্রযুক্তা**—আমি তা প্রয়োগ করেছি; **মে**—আমাকে; **যাহি**—দয়া করে ফিরে যান; **দেব**—হে দেবতা; **ক্ষমস্ব**—ক্ষমা করুন; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

কুন্তী সূর্যদেবকে আহ্বান করা মাত্রই সূর্যদেব তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং কুন্তী তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি সূর্যদেবকে বলেছিলেন, "আমি কেবল এই অলৌকিক শক্তির প্রভাব পরীক্ষা করছিলাম। অকারণে আপনাকে আহ্বান করেছি বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং ফিরে যান।"

শ্লোক ৩৪

অমোঘং দেবসন্দর্শমাদধে ত্বয়ি চাত্মজম্ ।
যোনির্যথা ন দুষ্যেত কর্তাহং তে সুমধ্যমে ॥ ৩৪ ॥

অমোঘম্—অব্যর্থ; **দেব-সন্দর্শম্**—দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ; **আদধে**—(আমার বীর্য) আধান করব; **ত্বয়ি**—তোমাতে; **চ**—ও; **আত্মজম্**—পুত্র; **যোনিঃ**—জন্মের উৎসস্থান; **যথা**—যেমন; **ন**—না; **দুষ্যেত**—দূষিত; **কর্তা**—আয়োজন করব; **অহম্**—আমি; **তে**—তোমাকে; **সুমধ্যমে**—হে সুন্দরী কন্যা।

অনুবাদ

সূর্যদেব বললেন—হে সুন্দরী পৃথা! দেবদর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না। তাই আমি তোমার গর্ভে আমার বীর্য আধান করব এবং তার ফলে তোমার এক পুত্র হবে। তুমি অবিবাহিতা, তাই যাতে তোমার যোনি অক্ষত থাকে, সেই ব্যবস্থা আমি করব।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতা অনুসারে যদি বিবাহের পূর্বে কোন কন্যা সন্তান প্রসব করে, তা হলে কেউ তাকে বিবাহ করে না। তাই সূর্যদেব যখন পৃথার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে একটি সন্তান প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন পৃথা ইতস্তত করেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। কিন্তু তাঁর কুমারীত্ব যাতে নষ্ট না হয়, সেই জন্য সূর্যদেব শিশুটি কুন্তীর কান থেকে নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং

তাই সেই পুত্রটির নাম হয়েছিল কর্ণ। প্রথা হচ্ছে যে, বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কন্যার অক্ষত যোনি থাকারই কথা। বিবাহের পূর্বে কন্যার সন্তান ধারণ করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ৩৫

ইতি তস্যাং স আধায় গর্ভং সূর্যো দিবং গতঃ ।
সদ্যঃ কুমারঃ সঞ্জজ্ঞে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **তস্যাম্**—তাঁকে (পৃথাকে); **সঃ**—তিনি (সূর্যদেব); **আধায়**—বীর্য আধান করে; **গর্ভম্**—গর্ভে; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **দিবম্**—স্বর্গলোকে; **গতঃ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **কুমারঃ**—একটি শিশু; **সঞ্জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **ইব**—সদৃশ; **ভাস্করঃ**—সূর্যদেব।

অনুবাদ

এই কথা বলে সূর্যদেব পৃথার গর্ভে বীর্য আধান করেছিলেন এবং তারপর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তারপর, তৎক্ষণাৎ কুন্তীর গর্ভে দ্বিতীয় সূর্যদেবের মতো একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ৩৬

তং সাত্যজন্নদীতোয়ে কৃচ্ছ্রাল্লোকস্য বিভ্যতী ।
প্রপিতামহস্তামুবাহ পাণ্ডুর্বৈ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৩৬ ॥

তম্—সেই শিশুটিকে; **সা**—তিনি (কুন্তী); **অত্যজৎ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **নদী-তোয়ে**—নদীর জলে; **কৃচ্ছ্রাৎ**—বহু কষ্টে; **লোকস্য**—জনসাধারণের; **বিভ্যতী**—ভয়ে; **প্রপিতামহঃ**—(আপনার) প্রপিতামহ; **তাম্**—তাঁকে (কুন্তীকে); **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **পাণ্ডুঃ**—মহারাজ পাণ্ডু; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সত্য-বিক্রমঃ**—অত্যন্ত পুণ্যবান এবং পরাক্রমশালী।

অনুবাদ

কুন্তী লোকাপবাদের ভয়ে বহু কষ্টে পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই শিশুটিকে একটি পেটিকাবদ্ধ করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনার অত্যন্ত পুণ্যবান এবং পরাক্রমশালী প্রপিতামহ মহারাজ পাণ্ডু পরে কুন্তীকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রুতদেবাং তু কারূষো বৃদ্ধশর্মা সমগ্রহীৎ ।
যস্যামভূদ্ দন্তবক্র ঋষিশপ্তো দিতেঃ সুতঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রুতদেবাম্—কুন্তীদেবীর এক ভগ্নী শ্রুতদেবাকে; **তু**—কিন্তু; **কারূষঃ**—করূষের রাজা; **বৃদ্ধশর্মা**—বৃদ্ধশর্মা; **সমগ্রহীৎ**—বিবাহ করেছিলেন; **যস্যাম্**—যাঁর থেকে; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **দন্তবক্রঃ**—দন্তবক্র; **ঋষি-শপ্তঃ**—সনক, সনাতন আদি ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে; **দিতেঃ**—দিতির; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

করূষের রাজা বৃদ্ধশর্মা কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভে দন্তবক্রের জন্ম হয়। সনকাদি ঋষিদের অভিশাপে দন্তবক্র পূর্বে দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ শ্রুতকীর্তিমবিন্দত ।
সন্তর্দনাদয়স্তস্যাং পঞ্চাসন্ কৈকয়াঃ সুতাঃ ॥ ৩৮ ॥

কৈকেয়ঃ—কেকয়ের রাজা; **ধৃষ্টকেতুঃ**—ধৃষ্টকেতু; **চ**—ও; **শ্রুতকীর্তিম্**—কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতকীর্তিকে; **অবিন্দত**—বিবাহ করেছিলেন; **সন্তর্দন-আদয়ঃ**—সন্তর্দন আদি; **তস্যাম্**—তাঁর (শ্রুতকীর্তি) থেকে; **পঞ্চ**—পাঁচ; **আসন্**—হয়েছিল; **কৈকয়াঃ**—কেকয়ের রাজার; **সুতাঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

কেকয়ের রাজা ধৃষ্টকেতু কুন্তীর আর এক ভগ্নী শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করেছিলেন। শ্রুতকীর্তির গর্ভে সন্তর্দন আদি পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৩৯

রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ জয়সেনোঽজনিষ্ট হ ।
দমঘোষশ্চেদিরাজঃ শ্রুতশ্রবসমগ্রহীৎ ॥ ৩৯ ॥

রাজাধিদেব্যাম্—কুন্তীর আর এক ভগ্নী রাজাধিদেবী থেকে; **আবন্ত্যৌ**—(বিন্দ এবং অনুবিন্দ নামক) দুই পুত্র; **জয়সেনঃ**—রাজা জয়সেন; **অজনিষ্ট**—জন্ম দিয়েছিলেন; **হ**—অতীতে; **দমঘোষঃ**—দমঘোষ; **চেদিরাজঃ**—চেদি রাজ্যের রাজা; **শ্রুতশ্রবসম্**—শ্রুতশ্রবা নামক আর এক ভগ্নীকে; **অগ্রহীৎ**—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

কুন্তীর আর এক ভগ্নী রাজাধিদেবীর গর্ভে জয়সেনের বিন্দ এবং অনুবিন্দ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেন।

শ্লোক ৪০

শিশুপালঃ সুতস্তস্যাঃ কথিতস্তস্য সম্ভবঃ ।
দেবভাগস্য কংসায়াং চিত্রকেতুবৃহদ্বলৌ ॥ ৪০ ॥

শিশুপালঃ—শিশুপাল; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্যাঃ**—তাঁর (শ্রুতশ্রবার); **কথিতঃ**—পূর্বেই (সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণনা করা হয়েছে; **তস্য**—তার; **সম্ভবঃ**—জন্ম; **দেব-ভাগস্য**—বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগ থেকে; **কংসায়াম্**—তাঁর পত্নী কংসার গর্ভে; **চিত্রকেতু**—চিত্রকেতু; **বৃহদ্বলৌ**—এবং বৃহদ্বল।

অনুবাদ

শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপাল, যার জন্ম বৃত্তান্ত ইতিমধ্যেই (শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণিত হয়েছে। বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পত্নী কংসার গর্ভে চিত্রকেতু এবং বৃহদ্বল নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪১

কংসবত্যাং দেবশ্রবসঃ সুবীর ইষুমাংস্তথা ।
বকঃ কঙ্কাৎ তু কঙ্কায়াং সত্যজিৎ পুরুজিৎ তথা ॥ ৪১ ॥

কংসবত্যাম্—কংসবতীর গর্ভে; **দেবশ্রবসঃ**—বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবা থেকে; **সুবীরঃ**—সুবীর; **ইষুমান্**—ইষুমান্; **তথা**—এবং; **বকঃ**—বক; **কঙ্কাৎ**—কঙ্ক থেকে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **কঙ্কায়াম্**—তাঁর পত্নী কঙ্কার গর্ভে; **সত্যজিৎ**—সত্যজিৎ; **পুরুজিৎ**—পুরুজিৎ; **তথা**—এবং।

অনুবাদ

বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবা কংসবতীকে বিবাহ করেন, এবং তাঁর গর্ভে সুবীর ও ইষুমান্ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। কঙ্ক থেকে তাঁর পত্নী কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪২

সৃঞ্জয়ো রাষ্ট্রপাল্যাং চ বৃষদুর্মর্ষণাদিকান্ ।
হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ শূরভূম্যাং চ শ্যামকঃ ॥ ৪২ ॥

সৃঞ্জয়ঃ—সৃঞ্জয়; **রাষ্ট্রপাল্যাম্**—রাষ্ট্রপালিকা নাম্নী পত্নী থেকে; **চ**—এবং; **বৃষ-দুর্মর্ষণ-আদিকান্**—বৃষ, দুর্মর্ষণ আদি পুত্রের জন্ম হয়েছিল; **হরিকেশ**—হরিকেশ; **হিরণ্যাক্ষৌ**—এবং হিরণ্যাক্ষ; **শূরভূম্যাম্**—শূরভূমির গর্ভে; **চ**—এবং; **শ্যামকঃ**—রাজা শ্যামক।

অনুবাদ

রাজা সৃঞ্জয় থেকে তাঁর পত্নী রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ, দুর্মর্ষণ আদি পুত্রদের জন্ম হয়। রাজা শ্যামক থেকে তাঁর পত্নী শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ এবং হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪৩

মিশ্রকেশ্যামপ্সরসি বৃকাদীন্ বৎসকস্তথা ।
তক্ষপুষ্করশালাদীন্ দুর্বাক্ষ্যাং বৃক আদধে ॥ ৪৩ ॥

মিশ্রকেশ্যাম্—মিশ্রকেশীর গর্ভে; **অপ্সরসি**—অপ্সরা; **বৃক-আদীন্**—বৃক আদি পুত্রদের; **বৎসকঃ**—বৎসক; **তথা**—ও; **তক্ষ-পুষ্কর-শাল-আদীন্**—তক্ষ, পুষ্কর এবং শাল প্রভৃতি পুত্রদের; **দুর্বাক্ষ্যাম্**—দুর্বাক্ষী নামক পত্নীর গর্ভে; **বৃকঃ**—বৃক; **আদধে**—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

তারপর বৎসক মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরা পত্নীর গর্ভে বৃক প্রভৃতি পুত্র উৎপাদন করেন। বৃক দুর্বাক্ষী নাম্নী পত্নী থেকে তক্ষ, পুষ্কর, শাল আদি পুত্রদের উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৪৪

সুমিত্রার্জুনপালাদীন্ সমীকাৎ তু সুদামনী ।
আনকঃ কর্ণিকায়াং বৈ ঋতধামাজয়াবপি ॥ ৪৪ ॥

সুমিত্র—সুমিত্র; **অর্জুনপাল**—অর্জুনপাল; **আদীন্**—ইত্যাদি; **সমীকাৎ**—রাজা সমীক থেকে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **সুদামনী**—তাঁর পত্নী সুদামনীর গর্ভে; **আনকঃ**—রাজা আনক; **কর্ণিকায়াম্**—তাঁর পত্নী কর্ণিকার গর্ভে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ঋতধামা**—ঋতধামা; **জয়ৌ**—এবং জয়; **অপি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

সমীক থেকে তাঁর ভার্যা সুদামনীর গর্ভে সুমিত্র, অর্জুনপাল প্রভৃতি পুত্রদের জন্ম হয়। রাজা আনক তাঁর পত্নী কর্ণিকা নাম্নী ভার্যা থেকে ঋতধামা এবং জয় নামক দুটি পুত্র উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৪৫

পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা ।
দেবকীপ্রমুখাশ্চাসন্ পত্ন্য আনকদুন্দুভেঃ ॥ ৪৫ ॥

পৌরবী—পৌরবী; **রোহিণী**—রোহিণী; **ভদ্রা**—ভদ্রা; **মদিরা**—মদিরা; **রোচনা**—রোচনা; **ইলা**—ইলা; **দেবকী**—দেবকী; **প্রমুখাঃ**—মুখ্যা; **চ**—এবং; **আসন্**—ছিলেন; **পত্ন্যঃ**—পত্নী; **আনকদুন্দুভেঃ**—আনকদুন্দুভি নামক বসুদেবের।

অনুবাদ

দেবকী, পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা আদি আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) পত্নী। তাঁদের মধ্যে দেবকী ছিলেন মুখ্যা।

শ্লোক ৪৬

বলং গদং সারণং চ দুর্মদং বিপুলং ধ্রুবম্ ।
বসুদেবস্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

বলম্—বল; **গদম্**—গদ; **সারণম্**—সারণ; **চ**—ও; **দুর্মদম্**—দুর্মদ; **বিপুলম্**—বিপুল; **ধ্রুবম্**—ধ্রুব; **বসুদেবঃ**—বসুদেব (শ্রীকৃষ্ণের পিতা); **তু**—বস্তুতপক্ষে; **রোহিণ্যাম্**—তাঁর পত্নী রোহিণীতে; **কৃত-আদীন্**—কৃত আদি; **উদপাদয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

বসুদেব তাঁর পত্নী রোহিণীর গর্ভে বল, গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃত আদি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭-৪৮

সুভদ্রো ভদ্রবাহুশ্চ দুর্মদো ভদ্র এব চ ।
পৌরব্যাস্তনয়া হ্যেতে ভূতাদ্যা দ্বাদশাভবন্ ॥ ৪৭ ॥
নন্দোপনন্দকৃতকশূরাদ্যা মদিরাত্মজাঃ ।
কৌশল্যা কেশিনং ত্বেকমসূত কুলনন্দনম্ ॥ ৪৮ ॥

সুভদ্রঃ—সুভদ্র; **ভদ্রবাহুঃ**—ভদ্রবাহু; **চ**—এবং; **দুর্মদঃ**—দুর্মদ; **ভদ্রঃ**—ভদ্র; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **পৌরব্যাঃ**—পৌরবী নাম্নী পত্নীর; **তনয়াঃ**—পুত্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতে**—তাঁরা সকলে; **ভূত-আদ্যাঃ**—ভূত আদি; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **অভবন্**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **নন্দ-উপনন্দ-কৃতক-শূর-আদ্যাঃ**—নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর প্রভৃতি; **মদিরা-আত্মজাঃ**—মদিরার পুত্রগণ; **কৌশল্যা**—কৌশল্যা; **কেশিনম্**—কেশী নামক এক পুত্র; **তু একম্**—একমাত্র; **অসূত**—প্রসব করেছিলেন; **কুল-নন্দনম্**—পুত্র।

অনুবাদ

পৌরবীর গর্ভে ভূত, সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্মদ, ভদ্র আদি দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর আদি পুত্রদের মদিরার গর্ভে জন্ম হয়। ভদ্রা (কৌশল্যা) কেশী নামক এক পুত্র প্রসব করেন।

শ্লোক ৪৯

রোচনায়ামতো জাতা হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ ।
ইলায়ামুরুবল্কাদীন্ যদুমুখ্যানজীজনৎ ॥ ৪৯ ॥

রোচনায়াম্—রোচনা নাম্নী অন্য পত্নীতে; **অতঃ**—তারপর; **জাতাঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **হস্ত**—হস্ত; **হেমাঙ্গদ**—হেমাঙ্গদ; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি; **ইলায়াম্**—ইলা নাম্নী অন্য আর এক পত্নীতে; **উরুবল্ক-আদীন্**—উরুবল্ক প্রমুখ; **যদু-মুখ্যান্**—যদুশ্রেষ্ঠ; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

বসুদেব তাঁর রোচনা নাম্নী পত্নীতে হস্ত, হেমাঙ্গদ আদি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এবং ইলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠ পুত্রদের উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫০

বিপৃষ্ঠো ধৃতদেবায়ামেক আনকদুন্দুভেঃ ।
শান্তিদেবাত্মজা রাজন্ প্রশমপ্রসিতাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥

বিপৃষ্ঠঃ—বিপৃষ্ঠ; **ধৃতদেবায়াম্**—ধৃতদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে; **একঃ**—এক পুত্র; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেব বা আনকদুন্দুভির; **শান্তিদেবা-আত্মজাঃ**—শান্তিদেবা নাম্নী আর এক পত্নীর পুত্রগণ; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **প্রশম-প্রসিত-আদয়ঃ**—প্রশম, প্রসিত প্রভৃতি পুত্রগণ।

অনুবাদ

আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) ধৃতদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে বিপৃষ্ঠ নামক পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের শান্তিদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রশম, প্রসিত প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৫১

রাজন্যকল্পবর্ষাদ্যা উপদেবাসুতা দশ ।
বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ শ্রীদেবায়াস্তু ষট্ সুতাঃ ॥ ৫১ ॥

রাজন্য—রাজন্য; **কল্প**—কল্প; **বর্ষ-আদ্যাঃ**—বর্ষ প্রভৃতি; **উপদেবা-সুতাঃ**—বসুদেবের আর এক পত্নী উপদেবার পুত্রগণ; **দশ**—দশ; **বসু**—বসু; **হংস**—হংস; **সুবংশ**—সুবংশ; **আদ্যাঃ**—প্রভৃতি; **শ্রীদেবায়াঃ**—শ্রীদেবা নাম্নী পত্নীর; **তু**—কিন্তু; **ষট্**—ছয়; **সুতাঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

বসুদেবের উপদেবা নাম্নী ভার্যার গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশটি পুত্র হয় এবং শ্রীদেবা নাম্নী ভার্যার গর্ভে বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয় পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৫২

দেবরক্ষিতয়া লব্ধা নব চাত্র গদাদয়ঃ ।
বসুদেবঃ সুতানষ্টাবাদধে সহদেবয়া ॥ ৫২ ॥

দেবরক্ষিতয়া—দেবরক্ষিতা নাম্নী পত্নীর; **লব্ধাঃ**—প্রাপ্ত হন; **নব**—নয়; **চ**—ও; **অত্র**—এখানে; **গদা-আদয়ঃ**—গদা প্রমুখ; **বসুদেবঃ**—শ্রীল বসুদেব; **সুতান্**—পুত্র; **অষ্টৌ**—আট; **আদধে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **সহদেবয়া**—সহদেবা নাম্নী পত্নীর।

অনুবাদ

বসুদেবের ঔরসে দেবরক্ষিতার গর্ভে গদা প্রভৃতি নয়টি পুত্রের জন্ম হয়। সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ বসুদেবের সহদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে শ্রুত, প্রবর প্রমুখ আটি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৫৩-৫৫

প্রবরশ্রুতমুখ্যাংশ্চ সাক্ষাদ্ ধর্মো বসূনিব ।
বসুদেবস্তু দেবক্যামষ্ট পুত্রানজীজনৎ ॥ ৫৩ ॥
কীর্তিমন্তং সুষেণং চ ভদ্রসেনমুদারধীঃ ।
ঋজুং সম্মর্দনং ভদ্রং সঙ্কর্ষণমহীশ্বরম্ ॥ ৫৪ ॥
অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল ।
সুভদ্রা চ মহাভাগা তব রাজন্ পিতামহী ॥ ৫৫ ॥

প্রবর—প্রবর (পাঠান্তরে পৌবর); **শ্রুত**—শ্রুত; **মুখ্যান্**—প্রমুখ; **চ**—এবং; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ধর্মঃ**—ধর্মস্বরূপ; **বসূন্ ইব**—স্বর্গলোকের বসুগণ-সদৃশ; **বসুদেবঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা শ্রীল বসুদেব; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **দেবক্যাম্**—দেবকীর গর্ভে; **অষ্ট**—আট; **পুত্রান্**—পুত্র; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **কীর্তিমন্তম্**—কীর্তিমান্; **সুষেণম্ চ**—এবং সুষেণ; **ভদ্রসেনম্**—ভদ্রসেন; **উদারধীঃ**—সর্বতোভাবে যোগ্য; **ঋজুম্**—ঋজু; **সম্মর্দনম্**—সম্মর্দন; **ভদ্রম্**—ভদ্র; **সঙ্কর্ষণম্**—সঙ্কর্ষণ; **অহি-ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা এবং সর্পরূপী অবতার; **অষ্টমঃ**—অষ্টম; **তু**—কিন্তু; **তয়োঃ**—উভয়ের (দেবকী ও বসুদেবের); **আসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **স্বয়ম্ এব**—সাক্ষাৎ; **হরিঃ**—ভগবান; **কিল**—আর কি বলার আছে; **সুভদ্রা**—সুভদ্রা নাম্নী এক ভগ্নী; **চ**—এবং; **মহাভাগা**—অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী; **তব**—আপনার; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পিতামহী**—পিতামহী।

অনুবাদ

প্রবর, শ্রুত আদি সহদেবার আটটি পুত্র সাক্ষাৎ অষ্টবসুর অবতার ছিলেন। দেবকীর গর্ভেও বসুদেবের আটটি অতি যোগ্য পুত্র হয়। তাঁরা ছিলেন কীর্তিমান্, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্মর্দন, ভদ্র এবং শেষনাগের অবতার সঙ্কর্ষণ। অষ্টম পুত্র সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তোমার অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী পিতামহী সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ছিলেন।

তাৎপর্য

পঞ্চ-পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হয়েছে, *স্বয়মেব হরিঃ কিল*, অর্থাৎ দেবকীর অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন। যদিও স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি এবং তাঁর অবতারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবুও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। অবতারেরা কেবল আংশিকভাবে তাঁদের ভগবত্তা প্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান, যিনি দেবকীর অষ্টম পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৬

যদা যদা হি ধর্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥ ৫৬ ॥

যদা—যখন; **যদা**—যখন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **ক্ষয়ঃ**—হানি; **বৃদ্ধিঃ**—বৃদ্ধি; **চ**—এবং; **পাপ্মনঃ**—পাপকর্মের; **তদা**—তখন; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—ভগবান; **ঈশঃ**—পরম নিয়ন্তা; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **সৃজতে**—অবতরণ করেন; **হরিঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

যখন ধর্মের ক্ষয় এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীহরি স্বেচ্ছাপূর্বক অবতরণ করেন।

তাৎপর্য

যে উদ্দেশ্যে ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৪/৭) ভগবান স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।"

বর্তমান যুগে পরমেশ্বর ভগবান হরেকৃষ্ণ আন্দোলন শুরু করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই কলিযুগে মানুষেরা অত্যন্ত পাপী এবং মন্দ। তাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই এবং তারা কুকুর-বিড়ালের মতো জীবন যাপন করে মনুষ্য-জীবনের দুর্লভ সুযোগের অপচয় করছে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ আন্দোলন শুরু করেছেন, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। কেউ যদি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন, তা হলে তিনি সরাসরিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করেন। মানুষের কর্তব্য, এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের সুযোগ গ্রহণ করা এবং কলিযুগের সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ করা।

শ্লোক ৫৭

ন হ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্মণো বা মহীপতে ।
আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ ॥ ৫৭ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—তাঁর (ভগবানের); **জন্মনঃ**—আবির্ভাবের অথবা জন্মগ্রহণের; **হেতুঃ**—কারণ; **কর্মণঃ**—অথবা কর্ম করার জন্য; **বা**—অথবা;

মহীপতে—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **আত্ম-মায়াম্**—অধঃপতিত জীবদের জন্য তাঁর পরম করুণা; **বিনা**—ব্যতীত; **ঈশস্য**—পরমেশ্বরের; **পরস্য**—জড় জগতের অতীত ভগবানের; **দ্রষ্টুঃ**—সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী পরমাত্মার; **আত্মনঃ**—সকলের পরমাত্মার।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর আবির্ভাব, তিরোভাব অথবা কার্যকলাপের আর কোন কারণ নেই। পরমাত্মারূপে তিনি সব কিছুই জানেন। তাই এমন কোন কারণ নেই যা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কি সকাম কর্মের ফলও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান এবং সাধারণ জীবের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণ জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এক বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয় (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে*)। জীব কখনই স্বতন্ত্র নয় এবং সে কখনই স্বেচ্ছাপূর্বক প্রকট হতে পারে না। পক্ষান্তরে, তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে মায়া তাকে একটি বিশেষ শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*। দেহটি একটি যন্ত্রের মতো এবং ভগবানের নির্দেশনায় মায়া বা জড়া প্রকৃতি জীবকে তা দান করেন। তাই জীবকে তার কর্ম অনুসারে মায়া প্রদত্ত এক-একটি বিশেষ শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। কেউই তার ইচ্ছা অনুসারে বলতে পারে না, "আমাকে এই প্রকার শরীর দিন" অথবা "আমাকে ওই প্রকার শরীর দিন।" মায়া তাকে যে শরীর প্রদান করে, তা গ্রহণ করতে সে বাধ্য হয়। এটিই সাধারণ জীবের অবস্থা।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন অধঃপতিত জীবদের প্রতি তাঁর করুণাবশত। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) ভগবান বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" ভগবানকে আবির্ভূত হতে বাধ্য হতে হয় না। বস্তুতপক্ষে, কেউই তাঁকে বাধ্য করতে পারে না। কারণ তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তিনি কারও নিয়ন্ত্রণাধীন

নন। যে সমস্ত মূর্খ মানুষেরা অজ্ঞতাবশত মনে করে যে, তারা শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হতে পারবে অথবা শ্রীকৃষ্ণ হতে পারবে, তারা সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। কেউই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হতে পারে না অথবা শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় অসমোর্ধ্ব। *বিশ্বকোষ* অভিধান অনুসারে, *মায়া* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে 'অহঙ্কার' অর্থে এবং 'করুণা' অর্থে। সাধারণ জীব যে শরীরে জন্মগ্রহণ করে, তা প্রকৃতি প্রদত্ত দণ্ড। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান বলেছেন, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*—"ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আমার দৈবী শক্তি এবং তাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে আসেন, তখন *মায়া* শব্দে তাঁর ভক্ত এবং অধঃপতিত জীবদের প্রতি তাঁর কৃপা অথবা অনুকম্পা বোঝায়। তাঁর শক্তির দ্বারা ভগবান পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলকে উদ্ধার করতে পারেন।

শ্লোক ৫৮

যন্মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় হি ।
অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেরাত্মলাভায় চেষ্যতে ॥ ৫৮ ॥

যৎ—যা কিছু; **মায়া-চেষ্টিতম্**—ভগবানের দ্বারা ক্রিয়াশীল প্রকৃতির নিয়ম; **পুংসঃ**—জীবদের; **স্থিতি**—আয়ু; **উৎপত্তি**—জন্ম; **অপ্যয়ায়**—বিনাশ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **তৎ-নিবৃত্তেঃ**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রের নিবৃত্তি সাধনের জন্য জড় জগতের সৃষ্টি এবং প্রকাশ; **আত্ম-লাভায়**—ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **ইষ্যতে**—সেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কৃপার দ্বারা জীবদের উদ্ধার এবং তাদের জন্ম, মৃত্যু ও বৈষয়িক জীবনের আয়ুষ্কাল নিবৃত্তির জন্য তাঁর মায়াশক্তির মাধ্যমে এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করে থাকেন। এইভাবে তিনি জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সক্ষম করছেন।

তাৎপর্য

জড়বাদীরা কখনও কখনও প্রশ্ন করে, জীবদের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার জন্য কেন ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জড় সৃষ্টি অবশ্যই ভগবানের বিভিন্ন

অংশ বদ্ধ জীবদের দুঃখকষ্ট ভোগের জন্য। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মনসহ ছ'টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" সমস্ত জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তারা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হলেও আয়তনগতভাবে ভিন্ন—কারণ ভগবান অসীম কিন্তু জীব সীমিত। ভগবানের আনন্দ উপভোগের শক্তি অসীম, এবং জীবের আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা সীমিত। *আনন্দময়োভ্যাসাৎ* (*বেদান্তসূত্র* ১/১/১২)। ভগবান এবং জীব উভয়েই গুণগতভাবে চিন্ময় হওয়ার ফলে উভয়েরই আনন্দ উপভোগের প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু ভগবানের অংশ জীব যখন দুর্ভাগ্যবশত শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তখন তাকে এই জড় জগতে নিক্ষেপ করা হয়, যেখানে সে ব্রহ্মারূপে তার জীবন শুরু করে এবং ক্রমশ অধঃপতিত হতে হতে পিপীলিকা অথবা বিষ্ঠার কীটে পরিণত হয়। একে বলা হয় *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*। জীবকে কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। কারণ জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীব সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানাণি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। কিন্তু তার সীমিত জ্ঞানের ফলে জীব মনে করে যে, সে এই জড় জগতে আনন্দ উপভোগ করছে। *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*। প্রকৃতপক্ষে সে সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মনে করে যে, সে স্বাধীন (*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*)। এমন কি, সে যখন মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা উন্নীত হয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়, তখনও সেই ভবরোগ সে ভুগতে থাকে। *আরুহ্যকৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)। পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়া সত্ত্বেও, সে পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়।

এইভাবে বদ্ধ জীব এই জড় জগতে কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়, এবং তাই ভগবান তার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে এই জগতে অবতীর্ণ হন এবং তাকে শিক্ষা দেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া, কিন্তু বিদ্রোহী জীব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার চেষ্টায় জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে অধর্মপরায়ণ হয়। তাই জীবকে তার প্রকৃত স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দিতে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হয়ে এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। *ভগবদ্গীতা* আদি বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করা হয়েছে, যাতে জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে তার প্রকৃতি স্থিতি এবং ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেওয়া। একে বলা হয় *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*। প্রতিটি বদ্ধ জীবই জীবন সংগ্রামে লিপ্ত, কিন্তু মনুষ্য-জীবনে জীব তার স্বরূপ উপলব্ধি করার সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ পায়। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেঃ*, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অর্থহীন জীবনের সমাপ্তি হওয়া উচিত, এবং বদ্ধ জীবকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এটিই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

নাস্তিকেরা যে মনে করে, কোন উদ্দেশ্য ব্যতীতই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তা সত্য নয়।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥

"অসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলে, এই জগৎ মিথ্যা, অবলম্বনহীন এবং অনীশ্বর। কামবশত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, এবং কাম ছাড়া আর অন্য কোন কারণ নেই।" (*ভগবদ্গীতা* ১৬/৮) নাস্তিকেরা মনে করে যে, ভগবান নেই এবং ঘটনাক্রমে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক যেমন ঘটনাক্রমে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই কথা সত্য নয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে যে, এই সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, এবং তা হচ্ছে বদ্ধ জীবকে তার মূল চেতনায় অর্থাৎ কৃষ্ণচেতনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে, সেই চিৎ-জগতে পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করা। জড় জগতে বদ্ধ জীবকে তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে বোঝানো হয় যে, এই জড় জগৎ আনন্দ উপভোগের প্রকৃত স্থান নয়। *জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির্দুঃখদোষানুদর্শনম্।* (*ভগবদ্গীতা* ১৩/৯)। জন্ম-মৃত্যুর চক্র বা সংসার চক্রের নিবৃত্তি সাধন করা অবশ্য কর্তব্য। তাই প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবগত হয়ে, এই সৃষ্টির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণপূর্বক ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

শ্লোক ৫৯

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরসুরৈর্নৃপলাঞ্ছনৈঃ ।
ভুব আক্রম্যমাণায়া অভারায় কৃতোদ্যমঃ ॥ ৫৯ ॥

অক্ষৌহিণীনাম্—বিশাল সামরিক শক্তি সমন্বিত রাজাদের; **পতিভিঃ**—এই প্রকার রাজা অথবা রাষ্ট্রের দ্বারা; **অসুরৈঃ**—অসুরগণ (যদিও তাদের এই প্রকার সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা নেই, তবুও অনর্থক এই সৈন্যবল সংগ্রহ করে); **নৃপ-লাঞ্ছনৈঃ**—রাজা হওয়ার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা রাজ্যশাসন অধিকার করেছে; **ভুবঃ**—পৃথিবীতে; **আক্রম্যমাণায়াঃ**—পরস্পরকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য; **অভারায়**—পৃথিবীতে অসুরদের সংখ্যা হ্রাস করার মার্গ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে; **কৃত-উদ্যমঃ**—উৎসাহী (তারা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে)।

অনুবাদ

অসুরেরা রাজপুরুষের বেশে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে, কিন্তু রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। তার ফলে ভগবানের ব্যবস্থাপনায় বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী এই সমস্ত অসুরেরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এবং তার ফলে পৃথিবীতে অসুরদের মহাভার লাঘব হয়। ভগবানের ইচ্ছায় অসুরেরা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে, যাতে তাদের সংখ্যা লাঘব হয় এবং ভক্তরা কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করার সুযোগ পায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৮) বলা হয়েছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*। সাধু বা ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই কৃষ্ণভক্তি বিস্তার করতে চায়, যাতে বদ্ধ জীবেরা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু অসুরেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে অত্যন্ত আগ্রহী অসুরদের মধ্যে সময়ে সময়ে যুদ্ধের আয়োজন করেন। রাষ্ট্রের অথবা রাজার কর্তব্য অনর্থক সামরিক শক্তি বৃদ্ধি না করা। রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকেরা যাতে কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করে তা দেখা। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"প্রকৃতির তিন গুণ এবং নির্দিষ্ট কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছি।" মানুষের

এক আদর্শ বর্ণ থাকা প্রয়োজন, যাঁরা হচ্ছেন প্রকৃতই ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। *নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।* ব্রাহ্মণ এবং গাভী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণভাবনামৃতের বিস্তার করেন এবং গাভী সত্ত্বগুণে শরীর পালন করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ দেয়। ক্ষত্রিয় এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্রাহ্মণদের কাছে উপদেশ গ্রহণ করা। তার পরবর্তী বর্ণ বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করা, এবং যারা নিজে থেকে লাভপ্রদ কোন কিছু করতে পারে না, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের তিনটি উচ্চতর বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের) সেবা করা। এটিই ভগবানের ব্যবস্থাপনা যাতে বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের এটিই হচ্ছে উদ্দেশ্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*)।

সকলেরই কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*)। কেউ যদি এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এবং লীলাবিলাসের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই এই জড় জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। অসুরেরা সর্বদাই এমন সমস্ত পরিকল্পনায় আগ্রহী, যার দ্বারা কুকুর, বিড়াল এবং শূকরের মতো মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তেরা কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা প্রদান করতে চান, যাতে মানুষ সরলভাবে জীবন যাপন এবং কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করে তৃপ্ত হতে পারে । অসুরেরা যদিও বড় বড় কলকারখানার বহু পরিকল্পনা করেছে, যাতে মানুষেরা পশুর মতো দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু সেটি মানব-সভ্যতার উদ্দেশ্য নয়। এই সমস্ত প্রচেষ্টা *জগতোঽহিতঃ,* অর্থাৎ জনসাধারণের দুর্ভাগ্যের জন্য। *ক্ষয়ায়*—এই প্রকার কার্যকলাপ মানব-সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে তাতে অংশগ্রহণ করা। কখনই উগ্রকর্মের বা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অনর্থক কর্মের প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৪)। কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষেরা জড় সুখভোগের পরিকল্পনা করে। *মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্* (৭/৯/৪৩)। যেহেতু তারা সকলে বিমূঢ়, তাই তারা তা করে। ক্ষণিকের সুখের জন্য মানুষ মানব-শক্তির অপচয় করে। তারা

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে পারে না। পক্ষান্তরে, তারা সরল ভক্তদের 'মগজ ধোলাইয়ের' অভিযোগে অভিযুক্ত করে। অসুরেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন করবেন, যার ফলে তাঁদের সামরিক শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হবে এবং উভয় পক্ষের অসুরেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

শ্লোক ৬০

কর্মাণ্যপরিমেয়াণি মনসাপি সুরেশ্বরৈঃ ।
সহসঙ্কর্ষণশ্চক্রে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৬০ ॥

কর্মাণি—কার্যকলাপ; **অপরিমেয়াণি**—অপরিমিত, অসীম; **মনসা অপি**—মনের কল্পনার দ্বারাও; **সুর-ঈশ্বরৈঃ**—ব্রহ্মা, শিব আদি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তাদের দ্বারা; **সহ-সঙ্কর্ষণঃ**—সঙ্কর্ষণ (বলদেব) সহ; **চক্রে**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মধুসূদনঃ**—মধু নামক অসুর সংহারক।

অনুবাদ

সঙ্কর্ষণ বা বলরাম সহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের কল্পনারও অতীত কর্মসমূহ সম্পাদন করেছিলেন। (যেমন, শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করার জন্য বহু অসুরদের সংহার করার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন।)

শ্লোক ৬১

কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্ ।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ ॥ ৬১ ॥

কলৌ—এই কলিযুগে; **জনিষ্যমাণানাম্**—ভবিষ্যতে যারা জন্মগ্রহণ করবে; **দুঃখ-শোক-তমঃ-নুদম্**—তমোগুণ জনিত তাদের অন্তহীন দুঃখ এবং শোক অপনোদন করার জন্য; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **সুপুণ্যম্**—অত্যন্ত পবিত্র দিব্য কার্যকলাপ; **ব্যতনোৎ**—বিস্তার করেছিলেন; **যশঃ**—তাঁর মহিমা অথবা খ্যাতি।

অনুবাদ

ভবিষ্যতে এই কলিযুগে যে সমস্ত ভক্ত জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যে, কেবল তা স্মরণ করার ফলে মানুষ সংসারের সমস্ত শোক এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে। (অর্থাৎ তিনি এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যার ফলে ভবিষ্যতের সমস্ত ভক্তরা *ভগবদ্গীতায়* কথিত কৃষ্ণভাবনামৃতের উপদেশ গ্রহণ করে সংসারের সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবেন)।

তাৎপর্য

ভক্তদের রক্ষা এবং অসুরদের সংহার *(পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্)*—ভগবানের এই দুটি কার্য একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে সাধু বা ভক্তদের উদ্ধার করার জন্য আবির্ভূত হন, কিন্তু অসুরদের সংহার করে তিনি তাদের প্রতিও তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন। কারণ ভগবান যাকে সংহার করেন, তারও মুক্তি হয়। ভগবান সংহার করুন অথবা রক্ষা করুন, তিনি অসুর এবং ভক্ত উভয়েরই প্রতি কৃপাপরায়ণ।

শ্লোক ৬২

যস্মিন্ সৎকর্ণপীযূষে যশস্তীর্থবরে সকৃৎ ।
শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুনুতে কর্মবাসনাম্ ॥ ৬২ ॥

যস্মিন্—পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য কার্যকলাপের ইতিহাসে; **সৎ-কর্ণ-পীযূষে**—যিনি দিব্য এবং শুদ্ধ কর্ণের আবশ্যকতা পূর্ণ করেন; **যশঃ-তীর্থ-বরে**—ভগবানের দিব্য কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার ফলে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থে অবস্থিত; **সকৃৎ**—একবার মাত্র, তৎক্ষণাৎ; **শ্রোত্র-অঞ্জলিঃ**—চিন্ময় বাণী শ্রবণরূপ; **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করে (ঠিক গঙ্গার জলের মতো); **ধুনুতে**—বিনষ্ট হয়; **কর্ম-বাসনাম্**—সকাম কর্মের প্রবল বাসনা।

অনুবাদ

শুদ্ধ এবং দিব্য কর্ণের দ্বারা ভগবানের মহিমা গ্রহণ করার ফলেই ভক্তরা তৎক্ষণাৎ সকাম কর্মের প্রবল বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যান।

তাৎপর্য

ভক্তরা যখন *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত ভগবানের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেন, তখন তাঁরা অচিরেই দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হন, যার ফলে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি তাদের আর কোন আগ্রহ থাকে না। এইভাবে তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত, এবং তার ফলে তারা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু ভক্তরা কেবল *ভগবদ্গীতার* বাণী শ্রবণ করে এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা আস্বাদন করে এতই পবিত্র হন যে, তাঁদের আর জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না। বর্তমানে পাশ্চাত্যদেশের ভক্তরা কৃষ্ণভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন হয়েছেন, তাই অনেকে এই আন্দোলনের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বিরোধিতা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা কৃত্রিম বিধি নিষেধের দ্বারা ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভক্তদের কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারবে না অথবা এই আন্দোলনকে বাধা দিতে পারবে না। এখানে *শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য* পদটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ কেবল শ্রবণ করার দ্বারাই ভক্তরা এতই পবিত্র হন যে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ জড়-জাগতিক সকাম কর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হন। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আত্মার কোন প্রয়োজন নেই, এবং তাই ভক্তরা সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ভক্তরা মুক্ত স্তরে অবস্থিত (*ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*), এবং তাই তাঁদের বৈষয়িক গৃহে ও জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

শ্লোক ৬৩-৬৪

ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকৈঃ ।
শ্লাঘনীয়েহিতঃ শশ্বৎ কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিঃ ॥ ৬৩ ॥
স্নিগ্ধস্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাক্যৈর্বিক্রমলীলয়া ।
নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্যা সর্বাঙ্গরম্যয়া ॥ ৬৪ ॥

ভোজ—ভোজবংশ; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণিবংশ; **অন্ধক**—অন্ধক; **মধু**—মধু; **শূরসেন**—শূরসেন; **দশার্হকৈঃ**—এবং দশার্হকদের দ্বারা; **শ্লাঘনীয়**—প্রশংসনীয়; **ঈহিতঃ**—প্রয়াস করে; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **কুরু-সৃঞ্জয়-পাণ্ডুভিঃ**—পাণ্ডব, কৌরব এবং সৃঞ্জয়দের সহায়তায়;

স্নিগ্ধ—স্নেহপরায়ণ; **স্মিত**—হেসে; **ঈক্ষিত**—মনে করে; **উদারৈঃ**—উদার; **বাক্যৈঃ**—বাক্যের দ্বারা; **বিক্রম-লীলয়া**—বীরত্বপূর্ণ লীলার দ্বারা; **নৃ-লোকম্**—মানব-সমাজ; **রময়াম্ আস**—আনন্দবিধান করেছিলেন; **মূর্ত্যা**—তাঁর স্বরূপের দ্বারা; **সর্ব-অঙ্গ-রম্যয়া**—যে রূপ সমস্ত অঙ্গের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির আনন্দবিধান করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডু-বংশের সহায়তায় বিবিধ কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর মধুর হাস্য, স্নেহপূর্ণ আচরণ, উপদেশ এবং গোবর্ধন-ধারণ আদি অলৌকিক লীলা এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর মূর্তির দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজকে আনন্দ প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্যা সর্বাঙ্গরম্যয়া পদটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি রূপ। ভগবানকে তাই এখানে *মূর্ত্যা* শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। *মূর্তি* শব্দটির অর্থ 'রূপ'। শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান কখনই নির্বিশেষ নন। নির্বিশেষ রূপ তাঁর চিন্ময় শরীরের জ্যোতি (*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি*)। ভগবান নরাকৃতি—তাঁর রূপ ঠিক একটি মানুষের মতো, কিন্তু তাঁর রূপ আমাদের রূপ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তাই *সর্বাঙ্গরম্যয়া* শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ সকলের নয়নের আনন্দবিধান করে। কেবল তাঁর মুখের হাসিই নয়, তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ—হাত, পা, বক্ষ ভক্তদের আনন্দবিধান করে। তাঁরা পলকের জন্যও ভগবানের সুন্দর রূপ দর্শন না করে থাকতে পারেন না।

শ্লোক ৬৫

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্ ।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ৬৫ ॥

যস্য—যাঁর; **আননম্**—মুখমণ্ডল; **মকর-কুণ্ডল-চারু-কর্ণ**—মকরাকৃতি কুণ্ডলের দ্বারা শোভিত কর্ণের দ্বারা; **ভ্রাজৎ**—দীপ্যমান; **কপোল**—কপোল; **সুভগম্**—সমস্ত ঐশ্বর্য ঘোষণা করে; **স-বিলাস-হাসম্**—আনন্দোজ্জ্বল হাসির দ্বারা; **নিত্য-উৎসবম্**—তাঁকে

দর্শন করা মাত্রই উৎসবের আনন্দ অনুভব হয়; **ন ততৃপুঃ**—তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেন না; **দৃশিভিঃ**—ভগবানের রূপ দর্শনের দ্বারা; **পিবন্ত্যঃ**—যেন তাঁরা তাঁদের চোখ দিয়ে পান করে; **নার্যঃ**—বৃন্দাবনের সমস্ত রমণীরা; **নরাঃ**—সমস্ত পুরুষ ভক্তরা; **চ**—ও; **মুদিতাঃ**—পূর্ণরূপে তৃপ্ত; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ; **নিমেঃ**—চোখের পলকের দ্বারা যখন তাঁরা বিচলিত হন; **চ**—ও।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল মকরাকৃতি কর্ণকুণ্ডল আদি অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত। তাঁর কর্ণযুগল অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর গণ্ডযুগল দীপ্যমান এবং তাঁর হাসি সকলের মনোমুগ্ধকর। তাঁর দর্শনে উৎসবের আনন্দ অনুভূত হয়। তাঁর মুখমণ্ডল এবং শ্রীঅঙ্গ দর্শনে সকলেই পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন, কিন্তু ভক্তরা চোখের পলক পড়ায় নিমেষের জন্য তাঁর দর্শন আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে, অসহিষ্ণু হয়ে স্রষ্টার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৩) ভগবান বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করেন, আর হাজার হাজার সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির মহিমা উপলব্ধি করা যায় না। ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, পাণ্ডব এবং অন্যান্য বহু রাজন্যবর্গ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত; শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজবাসীদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শ্লোকে সেই সম্পর্কের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যঃ*। বিশেষ করে বৃন্দাবনের গোপবালক, গাভী, গোবৎস, গোপীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ দর্শন করা সত্ত্বেও পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণদর্শনকে এখানে নিত্য উৎসব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রজবাসীরা প্রায় সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণে যেতেন, তখন ব্রজগোপিকারা অত্যন্ত দুঃখিত হতেন। তাঁরা ভাবতেন, শ্রীকৃষ্ণের যে কোমল চরণকমল তাঁরা তাঁদের স্তনে স্থাপন করতে ভয়

পান—কারণ তাঁরা মনে করেন তাঁদের স্তন সেই কোমল চরণকমল স্থাপনের জন্য যথেষ্ট কোমল নয়, সেই চরণকমল কিন্তু বনপথের কাঁকর এবং তীক্ষ্ণ কাঁটায় বিদ্ধ হচ্ছে। সেই কথা মনে করে গোপীরা এতই ব্যথিত হতেন যে, তাঁরা তাঁদের গৃহে ক্রন্দন করতেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী এই গোপিকারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন, কিন্তু চোখের পলকের দ্বারা সেই দর্শন যখন ব্যাহত হত, তখন তাঁরা ব্রহ্মার সৃষ্টির নিন্দা করতেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, বিশেষ করে তাঁর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। নবম স্কন্ধের শেষে চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের আভাস পাই। এখন আমরা দশম স্কন্ধের দিকে এগোচ্ছি, যেটি শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল বলে মনে করা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ* শ্রীকৃষ্ণের শরীর, এবং দশম স্কন্ধ হচ্ছে তাঁর মুখমণ্ডল। এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল কত সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণের হাস্যোজ্জ্বল মুখ, তাঁর গণ্ডযুগল, তাঁর অধরোষ্ঠ, তাঁর কর্ণাভরণ, তাঁর তাম্বুল চর্বণ—এই সবই গোপিকারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করে এমনই দিব্য আনন্দ অনুভব করতেন যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল দর্শন করে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারতেন না, পক্ষান্তরে তাঁদের দর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী পলকযুক্ত দেহ সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মাকে তিরস্কার করতেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য শ্রীকৃষ্ণের গোপসখা, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল সাজাতে অত্যন্ত আগ্রহী মা যশোদা থেকেও গোপীরা অনেক গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন।

শ্লোক ৬৬

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থো
হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ ।
উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে
আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ঞ্জনেষু ॥ ৬৬ ॥

জাতঃ—বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার পর; **গতঃ**—চলে গিয়েছিলেন; **পিতৃ-গৃহাৎ**—তাঁর পিতার গৃহ থেকে; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনে; **এধিত-অর্থঃ**—(বৃন্দাবনের) মহিমা বর্ধন করার জন্য; **হত্বা**—হত্যা করে; **রিপূন্**—বহু অসুরদের; **সুত-শতানি**—শত শত পুত্র; **কৃত-উরু-দারঃ**—বহু সহস্র শ্রেষ্ঠ রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে; **উৎপাদ্য**—উৎপাদন করেছিলেন; **তেষু**—তাঁদের গর্ভে; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ, যাঁর রূপ ঠিক একটি মানুষের মতো; **ক্রতুভিঃ**—বহু যজ্ঞের দ্বারা; **সমীজে**—আরাধনা করেছিলেন;

আত্মানম্—স্বয়ং (যেহেতু তিনি হচ্ছেন সেই পুরুষ, যিনি সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা পূজিত হন); **আত্ম-নিগমম্**—বৈদিক অনুষ্ঠান অনুসারে; **প্রথয়ন্**—বৈদিক মার্গ বিস্তার করে; **জনেষু**—জনসমাজে।

অনুবাদ

লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক বিস্তার করার জন্য তিনি তাঁর জন্মের পরেই তাঁর পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে ভগবান বহু অসুরদের সংহার করেছিলেন, এবং তারপর দ্বারকায় ফিরে গিয়ে বৈদিক প্রথা অনুসার বহু স্ত্রীরত্ন বিবাহ করে তাঁদের গর্ভে শত শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এবং গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের পূজার জন্য বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বেদে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র জ্ঞাতব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আচরণের দ্বারা আদর্শ স্থাপন করে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং বহু পত্নী বিবাহপূর্বক তাঁদের গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করে গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে কিভাবে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে সুখী হওয়া যায়। বৈদিক যজ্ঞের কেন্দ্র হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। মনুষ্য-জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য মানব-সমাজের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গৃহস্থ-জীবনে স্বয়ং আচরণ করে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা অনুসরণ করা। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য, ভগবানের সঙ্গে কিভাবে প্রেমের সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া যায়, সেই শিক্ষা দেওয়া। এই প্রেমের বিনিময় কেবল বৃন্দাবনেই সম্ভব। তাই বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হওয়ার ঠিক পরেই ভগবান বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে ভগবান তাঁর পিতামাতা, গোপবালক এবং গোপবালিকাদের সঙ্গে কেবল প্রেমের আদান-প্রদানেই অংশগ্রহণ করেননি, তিনি বহু অসুরদেরও সংহার করে তাদের মুক্তিদান করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*। ভগবান তাঁর ভক্তদের রক্ষা এবং অসুরদের সংহার করার জন্য অবতরণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা তা পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন ভগবানকে *পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্*—শাশ্বত, দিব্য পরম

পুরুষরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এখানেও আমরা *উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ* শব্দগুলি দেখতে পাই। তাই বুঝতে হবে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পুরুষ। নির্বিশেষ রূপটি সেই পুরুষের অঙ্গজ্যোতি। চরমে তিনি হচ্ছেন পুরুষ; তিনি নির্বিশেষ নন। তিনি কেবল পুরুষই নন, তিনি হচ্ছেন লীলাপুরুষোত্তম।

শ্লোক ৬৭

পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণা-
মন্তঃসমুত্থকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ ।
দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য
প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম ॥ ৬৭ ॥

পৃথ্ব্যাঃ—পৃথিবীতে; **সঃ**—তিনি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **গুরু-ভরম্**—মহাভার; **ক্ষপয়ন্**—সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করে; **কুরূণাম্**—কৌরবদের; **অন্তঃ-সমুত্থ-কলিনা**—ভ্রাতাদের মধ্যে মনোমালিন্যের দ্বারা শত্রুতার সৃষ্টি করে; **যুধি**—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে; **ভূপচম্বঃ**—সমস্ত আসুরিক রাজারা; **দৃষ্ট্যা**—তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিধূয়**—তাদের সমস্ত পাপ বিধৌত করে; **বিজয়ে**—বিজয়ে; **জয়ম্**—জয়; **উদ্বিঘোষ্য**—(অর্জুনের জয়) ঘোষণা করে; **প্রোচ্য**—উপদেশ দিয়ে; **উদ্ধবায়**—উদ্ধবকে; **চ**—ও; **পরম্**—দিব্য; **সমগাৎ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **স্ব-ধাম**—তাঁর ধামে।

অনুবাদ

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করার জন্য কুরুবংশীয়দের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করেছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সমস্ত আসুরিক রাজাদের বিনাশ সাধন করেছিলেন এবং অর্জুনের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন। অবশেষে তিনি উদ্ধবকে পরতত্ত্ব এবং ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে তাঁর স্বরূপে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন, কারণ ভগবানের মহান ভক্ত হওয়ার ফলে, ভগবানের কৃপায় অর্জুনের জয় হয়েছিল এবং অন্যরা কেবল ভগবানের দৃষ্টিপাতের

প্রভাবে নিহত হয়েছিলেন, যার ফলে তাঁরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পরতত্ত্ব এবং ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। *ভগবদ্গীতা* রূপে ভগবানের উপদেশ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে পূর্ণ। মনুষ্য-জীবনে এই দুটি বিষয়ে শিক্ষালাভ করা অবশ্য কর্তব্য—কিভাবে জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত হতে হয় এবং কিভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হয়। এটিই ভগবানের উদ্দেশ্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*)। ভগবান তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে তাঁর স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ভুবনেশ্বরে শ্রীল প্রভুপাদ নবম স্কন্ধের ইংরেজি অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন।

নবম স্কন্ধ সমাপ্ত